সীরাত বিশ্বকোষ

দশম খণ্ড

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
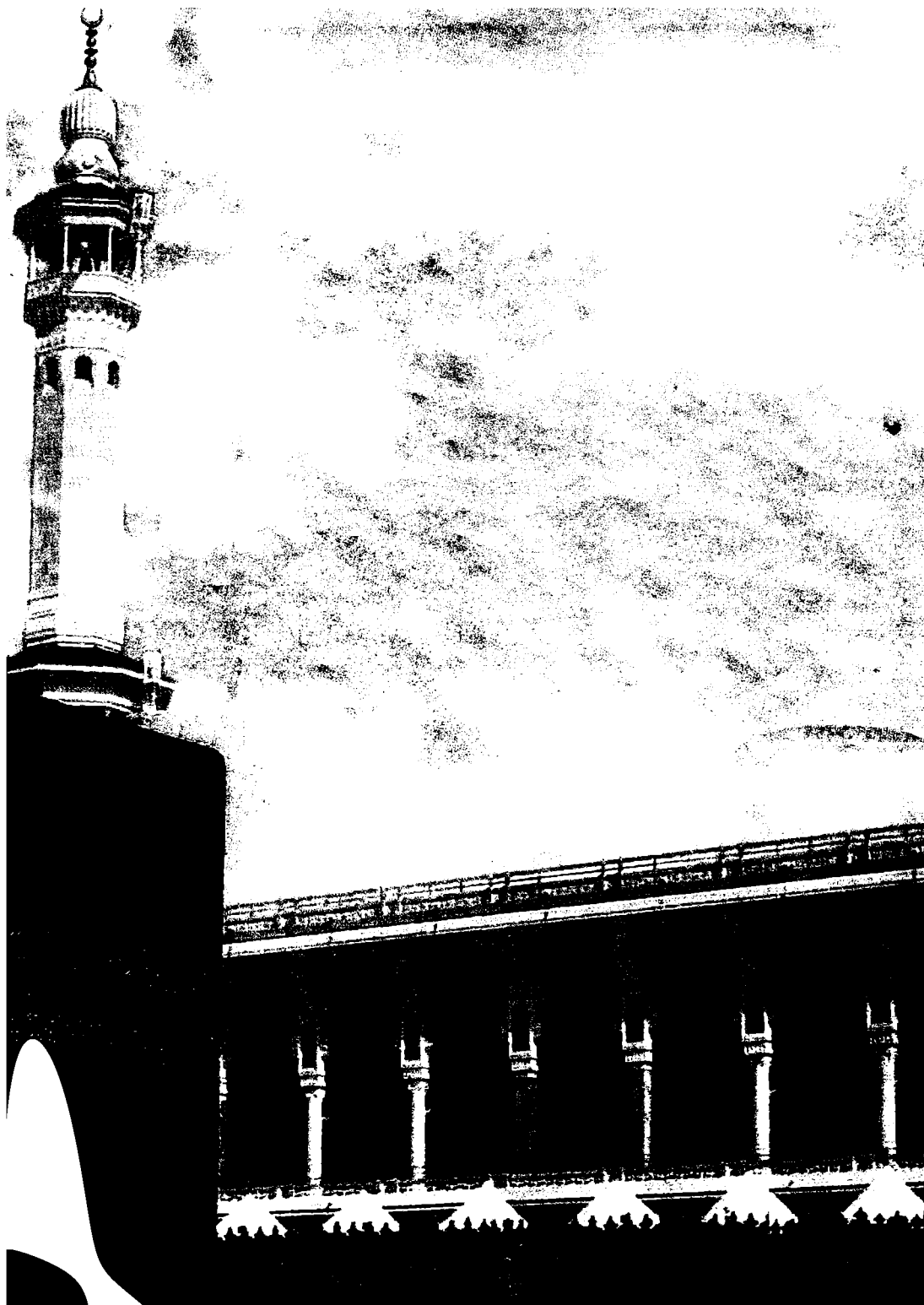
موسوعة سير الانبياء

باللغة البنغالية

المجلد العاشر

সীরাত বিশ্বকোষ

(দশম খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ (দশম খণ্ড; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭৬)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
সফর ১৪২৬
চৈত্র ১৪১১
মার্চ ২০০৫

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৪৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩২৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN : ৯৮৪-০৬-০৯৯৯-৮
Classification No. : ২৯৭.২৪

বিষয় ঃ জীবন-চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন.বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 10th vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.
Price Tk. 350.00 March 2005
web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail L info@islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 350.00; US$: 15.00

সম্পাদনা পরিষদ

লেখকবৃন্দ

- খান মুহম্মদ ইলিয়াস
- নূর মুহাম্মদ
- মোঃ কামরুল হাসান
- মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
- মোহাম্মদ তালেব আলী
- মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
- ডঃ আবদুল জলীল
- ডঃ মোহাম্মদ আবদুল মালেক
- মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন খান
- মাসৃউদুল করীম
- মুহাম্মদ আবদুল মালেক
- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী
- মুহাম্মদ শফী উদ্দীন
- ফয়সল আহমদ জালালী
- মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক
- অলিউল্যাহ হাসান
- আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন
- যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
- মুহাম্মদ মূসা

সূচীপত্র

আমাদের কথা

আলহামদু লিল্লাহ ! যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ১০ম খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের সাথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহপ্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূলে করীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ, শান্তির পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেইজন্য প্রয়োজন তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই আমাদের এই পদক্ষেপ। পূর্বে প্রকাশিত ৯টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম ৩টি খণ্ড ছিল হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবন সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হয় সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন-চরিত। ৮ম ও ৯ম খণ্ড ছিল ড. মোহর আলীকৃত 'Siratunnabi and the Orientalist' শীর্ষক গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থখানি ছিল মূলত প্রাচ্যবিদদের রচিত গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপনের যে ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হইয়াছিল তাহার সমুচিত জবাব। বর্তমান ১০ম খণ্ডটি রাসূল (স) জীবনেরই ধারাবাহিকতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২২ (বাইশ) খণ্ডে প্রকাশিতব্য যে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প হাতে নিয়াছে উহার ১০ (দশ) খণ্ডই এই মহামানবের জীবন-চরিত সম্পর্কিত। বর্তমান খণ্ডটি সীরাত বিশ্বকোষের ১০ম খণ্ড হইলেও হযরত রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-চরিতের ৫ম খণ্ড। এই খণ্ডে তাঁহার মোহনীয় ও অপরূপ চরিত্র মাধুরীর বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন ও কর্মের উপর আরও ৫ (পাঁচ) টি খণ্ড ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরও

দশটি খণ্ড প্রণয়নের পরিকল্পনা সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে দু'আ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ১০ম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ ও সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকল্যকে আহ্সানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুলত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ পাইলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ! পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। বহু আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ১০ম খণ্ডটিও প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে লক্ষ কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযূত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল লিল-'আলামীন ও শাফী'উল মুযনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবমণ্ডলী পাইয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শাশ্বত জীবনবোধ।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-সহ অসংখ্য নবী-রাসূল অন্ধকারে নিমজ্জিত ও পথহারা মানব সমাজের পথ প্রদর্শনের জন্যই পৃথিবীর বুকে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসকল নবী-রাসূলের উপর নাযিলকৃত সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন-চরিতকেই সমগ্র মানবমণ্ডলীর, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহর জন্য সহজ হয়।

আম্বিয়াকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই 'আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি' (১০ ঃ ১৬) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হিদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করিতে দেখি। অতঃপর কুরআনুল করীমও তাঁহার জীবনে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে" (৩৩ ঃ ২১)।

অতএব উত্তম আদর্শের উজ্জ্বলতম নমুনা হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত তথা জীবন-চরিতকে পরবর্তী উম্মাহর পরবর্তী বংশধরদের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য পূর্বসূরী সীরাত লেখকদের আদর্শ অনুসরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় জীবনী বিশ্বকোষ নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্য একটি বৃহৎ 'সীরাত বিশ্বকোষ' রচনা ও সংকলনের প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালের জুলাই হইতে এইসব কার্যক্রম শুরু হইবার কথা থাকিলেও ইসলামী বিশ্বকোষের অতিরিক্ত তিনটি খণ্ডের কাজ সম্পন্ন করিতে যাইয়া ২০০০ সালের পূর্বে প্রকৃত কাজ শুরু করা যায় নাই। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীই বলিতে হইবে, কাজ শুরু করিবার পর হইতে অদ্যাবধি পর্যায়ক্রমে ইহার ৯টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং এক্ষণে ইহার ১০ম খণ্ডটি পাঠকের হাতে। ইতোমধ্যে ১১শ খণ্ডটির কম্পোজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে ইহার প্রুফ সংশোধনের কাজ চলিতেছে। দ্বাদশ খণ্ডটির রচনা ও সম্পাদনা শেষ হইয়াছে। সত্বর ইহাও প্রকাশের লক্ষ্যে প্রেসে হস্তান্তর করা হইবে। আমরা এই পর্যায়ক্রমিক সাফল্য দানের জন্য

জগতসমূহের মালিক পরম করুণানিধান মহাপ্রভুর দরবারে পুনরুপি অবনতমস্তকে সিজদায়ে শোকর আদায় করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সম্পাদনা পরিষদের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীনসহ পরিষদের অপরাপর সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যাঁহারা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইহার পিছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। এতদসঙ্গে সীরাত বিশ্বকোষ-এর সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও তাঁহাদের নিরলস শ্রম ও মূল্যবান খিদমতের জন্য আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের এই অমূল্য খেদমতের জন্য জাতি যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাদেরকে স্মরণ করিবে। সর্বোপরি মহাপ্রভুর দরবারে তাঁহারা অবশ্যই ইহার জন্য সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত হইবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অধিকাংশ কর্মকাণ্ডের রূপকার বর্তমান মহাপরিচালক, লেখক ও গবেষক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেবকেও আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইসলামী বিশ্বকোষের সূচনায় ও সফল সমাপ্তিতে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ও অব্যাহত তাকিদ আমাদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সীরাত বিশ্বকোষের প্রতিও তাঁহার আগ্রহ ও আকর্ষণ তেমনি সীমাহীন।

অতঃপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সচিব, পরিচালক অর্থ ও হিসাব, পরিচালক প্রকাশনা, পরিচালক পরিকল্পনা ও লাইব্রেরিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সেই সঙ্গে প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তা ও প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ্ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা দিন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে কিংবা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা নজরে আসিলে তাহা আমাদের গোচরে আনিবেন এবং পরবর্তী সংস্করণ যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্য সমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করিবেন। আমরা সকলের সহযোগিতা ও দো'আপ্রার্থী।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب ۰

আবু সাঈদ মুহম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

সীরাত বিশ্বকোষ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۔

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ : ২১)।

يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ : ৪৫-৪৬)।

হযরত মুহাম্মাদ (স)

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم

সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী

এক মহা ব্যাপকতা ও বিশালতা লইয়া মহানবী (স)-এর জীবন। কবিতা দ্বারা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ দ্বারা, গ্রন্থ অথবা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আর বক্তৃতা-বিবৃতিসহ আরও যাহা কিছুই রহিয়াছে, কোন কিছু দ্বারাই সম্যক চিত্র ফুটানো সম্ভব হয় নাই সেই বিশালতা-ব্যাপকতার। কত শত ভাষায় কত শত-সহস্র গ্রন্থ, কবিতা, প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই মহানবী (স)-কে নিয়া তাহার কোন হিসাব নাই। সেই চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে হায়াতে নববীতে গাহিতেন নবী জীবনের মহত্ত্বের কবিতাগান কবি হাসসান ইব্ন ছাবিত, কবি কা'ব ইব্ন যুহায়র, কিন্তু হইয়াছে কি শেষ? কবি শেখ সা'দী, "বালাগাল উলা বিকামালিহি, কাশাফাদ-দুজা বিজামালিহি, হাসুনাত জামি'উ খিসালিহি, সাল্লু 'আলাইহি ওয়া আলিহি" গাহিয়া অমর হইয়া রহিলেন সারা পৃথিবীর বুকে, কিন্তু পারিলেন কি সেই বিশাল জীবনকে লইয়া গাওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাইতে? না কখনও না। তাঁহার মত শত-সহস্রজন গাহিয়াছেন যুগ যুগ ধরিয়া। এই সেই দিনও গাহিয়া গেলেন আমাদের দেশেই কবি নজরুল, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ ও কায়কোবাদ। আজও আবার গাহিতেছেন এ সময়ের বিখ্যাত-অখ্যাত কত কবি। ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইব্ন কাছীর, ইব্নুল আছীর, ইব্ন খালদূন রচনা করিয়াছেন বিশাল বিশাল সীরাত গ্রন্থ। তাঁহাদের কেহই পারেন নাই প্রান্তসীমায় পৌছাইতে। মহানবী (স)-এর জীবনের বিশালতা খুঁজিতে রচনা হইয়াই চলিয়াছে সহস্র জায়গায় শত-সহস্র গ্রন্থ। শুধু কি মুসলমান? জেমস এ মিসেনার, স্যার টমাস কারলাইল, ল্যা মারটিন, মরিস গডফ্রে, আর্থার গিলম্যান প্রমুখ হাজারও অমুসলিম লেখকও তাঁহার প্রশস্তি গাহিতে কলম না ধরিয়া পারেন নাই। ইহার একটাই কারণ, আর তাহা হইল দোজাহানের সরদার, রাহমাতুল-লিল-'আলামীনের মহাজীবনের অসীম বিশালতা। এই বিশালতার সবচাইতে আকর্ষণীয়, বিশ্বজয়ী সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হইতেছে আখলাকে নববী বা মহানবী (স)-এর অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্য। এক অসহায়, নিঃসম্বল ইয়াতীম নবীর সামনে, নবীর প্রচারিত দীনের সামনে মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছে মানবতার সিংহভাগ। যে কারণে দুশমন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে, তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। যে কারণে, তাহা বলা যায় অনেকখানি আখলাক নামক নবীজীবনের এই বিশাল মহান উপাদানের কারণে। গায়কদের গান, কবিদের কবিতা তো বলা যায় একেবারেই এই আখলাককে কেন্দ্র করিয়াই। ইসলামী বিশ্বকোষের এক স্থানে কথাটিকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবনের যেই দিকটি মানুষকে সর্বাধিক প্রভাবিত এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়াছে তাহা হইল, তাঁহার চরিত্র মাধুর্য ও সমুজ্জ্বল সমাজ নীতি (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., ৬৫০)। প্রকৃতপক্ষে এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল-কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .

"আল্লাহর দয়ায় আপনি তাহাদের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছিলেন, যদি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতেন তবে তাহারা আপনার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত" (৩ ঃ ১৫৯)।

এই নিবন্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই মহান আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করিব, তবে মূল আলোচনার পূর্বে আখলাক (اخلاق) শব্দটি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অভিধান প্রণেতাগণ লিখিয়াছেন, আখলাক (اخلاق) শব্দটি খুলুক (خلق)-এর বহুবচন। ইহার অর্থ মানুষের স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ও শিষ্টতা। তবে এই সম্পর্কে অনেকের অনেক রকম মন্তব্য রহিয়াছে। আল্লামা রাগিব বলেন, خَلْق শব্দটি পেশ ও যবর উভয় যোগে হইতে পারে, যাহার প্রকৃত অর্থ একই। যেমন شرب ও شرب শব্দদ্বয়ের ব্যাপারে হইয়া থাকে। তবে যবর যোগে خلق শব্দটি চোখে দৃশ্যমান গঠনপ্রকৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং পেশ যোগে উহা অনুধাবনীশক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয়—এমন শক্তি ও প্রকৃতি-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। خلق শব্দটির ব্যাপারে এমন ধরনের মন্তব্য প্রায় সকল অভিধানবেত্তার (আল্লামা আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ৩২৫; আল্লামা রাগিব, আল-মুফরাদাত)। ইব্ন মানজুর বলেন, খুলুক বা খুল্ক (خلق) হইল দীন, স্বভাব ও প্রকৃতি (লিসানুল-'আরাব, ১০খ., পৃ. ৮৬)।

ইমাম গাযালী বলেন, খাল্ক এবং খুলুক এমন দুইটি শব্দ যাহা একই সাথে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয় فلان حسن الخلق والخلق যাহার অর্থ "সে তাহার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় দিক সুন্দর করিয়াছে"। সুতরাং খাল্ক হইতেছে বাহ্যিক অবস্থা এবং খুলুক (خلق) হইতেছে অভ্যন্তরীণ অবস্থা। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি আরও বলেন, খুলুক (خلق) শব্দটি কাজের ভিত্তিতে নহে। কারণ অনেক মানুষ রহিয়াছে যাহারা দানশীল, যদিও অর্থের অভাবে তাহারা দান করিতে পারে না। আবার অনেক মানুষ খরচ করা সত্ত্বেও কৃপণ, তবে কৃপণ লোক যে খরচ করে তাহার পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে। মোটকথা খুলুক (خلق) হইল মনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা (ইমাম গাযালী, ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন)।

এই পর্যায়ে আসিয়া অভিধানবেত্তাগণ বলেন, যেই হেতু খুলুক (خلق) শব্দের অর্থ মনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। সুতরাং অবশ্যই ইহার দুইটি দিক থাকিবে, ভাল ও মন্দ, এইজন্য খুলুককে দুই ভাগে ভাগ করিয়া একটিকে বলা হয় حسن الخلق "যাহার অর্থ উত্তম চরিত্র" এবং অপরটিকে বলা হয় سوء الخلق" যাহার অর্থ "অসৎ চরিত্র"। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, আখলাক মানুষের সেই স্বভাব বা মজ্জাগত বিষয়কে বলা হয় যাহা মানব কুলের প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান ঃ কাহারও মধ্যে বেশী এবং কাহারও মধ্যে কম। ভাল গুণের প্রাধান্য থাকিলে তো ঠিকই আছে, আর যদি প্রাধান্য থাকে মন্দ গুণের তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে যাহাতে তাহা উৎকৃষ্ট গুণে পরিবর্তিত হইয়া যায়। কাহারও

উত্তম গুণাবলী দুর্বল হইলে তাহার উচিৎ চরিত্রবানদের সহিত উঠাবসা করা, যাহাতে সে গুণে শক্তি সঞ্চয় হয় (ফাতহুল বারী, ১০খ., পৃ. ৪৫৯)। খুলুক (خلق)-এর আলোচনার পর 'আলিমগণ উত্তম আখলাক (حسن الخلق) সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যেমন হাফিজ ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র) حسن الخلق -এর পরিচয় দিতে গিয়া বলেন, উত্তম আখলাকের অর্থ এই যে, আপনি অপরের সহিত এমন আচরণ করিবেন যাহাতে মনে হইবে আপনি তাহার বন্ধু এবং নিজের শত্রু। সুতরাং নিজের নিকট হইতে জোরপূর্বক অন্যের অধিকার আদায় করিয়া দিন এবং নিজের জন্য অধিকার আদায়ের দাবী হইতে বিরত থাকুন, সেই অধিকার যতই ন্যায়সঙ্গত হউক। ফাতহুল বারীতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিশদভাবে বলিতে গেলে উত্তম চরিত্র হইতেছে অপরের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনা, উদারতা ও দানশীলতা, ধৈর্য ও সহ্য, দয়া ও মমতা, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য, বিনয় ও নম্রতা, অন্যের প্রয়োজন মিটানোর মনোবৃত্তি ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়া (ফাতহুল বারী, ১০খ.)।

ওয়াসিতী বলেন, حسن الخلق হইল, আল্লাহর যথাযথ মা'রিফাত হাসিল হওয়ার কারণে কাহারও সহিত শত্রুতা না করা এবং শত্রুতার শিকারও না হওয়া (ইমাম গাযালী, ইহ্য়া 'উলূমিদ্দীন, ৩খ., পৃ. ৫৩)। ওয়াসিতী আরো বলিয়াছেন, উহা হইল সৃষ্টিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় অবস্থায় সন্তুষ্ট করা (প্রাগুক্ত)। সাহল তুসতারীকে حسن الخلق সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, উহার সর্বনিম্ন পর্যায় হইতেছে সহ্য করা, প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে বিরত থাকা, অত্যাচারীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সমতার মনোভাব পোষণ করা (প্রাগুক্ত)। হযরত 'আলী (রা) বলিয়াছেন, উত্তম চরিত্র হইল তিনটি গুণের নাম ঃ যথা হারাম জিনিস হইতে বিরত থাকা, হালাল অন্বেষণ করা এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি প্রশস্ত মনের অধিকারী হওয়া (প্রাগুক্ত)। উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে অনুরূপ আরও বহু বর্ণনা রহিয়াছে (দ্র. ইহ্য়া উলূমিদ্দীন, প্রাগুক্ত)। ইমাম গাযালী বলেন, যেহেতু খুলুক বা চরিত্র হইল মানুষের মনের ভিতরের অবস্থা, সুতরাং যেমনিভাবে নাক, কান, গাল, মুখসহ সামগ্রিক সৌন্দর্য ছাড়া কেবল চোখের সৌন্দর্য দ্বারা বাহ্যিক সৌন্দর্য নিরূপিত হয় না, তেমনি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যখন চারটি বিষয়ের সৌন্দর্যের সমন্বয় হইবে তখন উহা حسن الخلق বা উত্তম চরিত্রের পর্যায়ে পৌছিবে। যথা ঃ জ্ঞানশক্তি, ক্রোধশক্তি, প্রবৃত্তিশক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা শক্তি। এই চারটি শক্তির যখন উত্তম প্রয়োগ ঘটানোর যোগ্যতা অর্জিত হইবে তখনই حسن الخلق অর্জিত হইবে।

حسن الخلق বা উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর ইমাম গাযালী লিখিয়াছেন, তাহা হইলে উত্তম চরিত্রের চারটি মৌলিক ভিত্তি রহিয়াছে। যথা হিকমত, বীরত্ব, পবিত্রতা ও ন্যায়। এই চারটি মৌলিক গুণে ভারসাম্য সৃষ্টি হইলে মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্যথায় সে কুটিলতা ও চরিত্রহীনতার শিকার হয় (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ইহ্য়া 'উলূমিদ্দীন, ৩খ., পৃ. ৫৪)।

আখলাকের এই সকল বিবেচনায় মহানবী (স) ছিলেন সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের এই সর্বোত্তম আখলাকের স্বীকৃতি কোন সাধারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক নহে, বরং স্বয়ং আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে এবং মুসলিম-অমুসলিম সকল শ্রেণীর মানুষ অকপটে এই স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে ইহার ধারাবাহিক আলোচনা করা হইল।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৫)।

'আল্লামা সায়্যিদ কুত্ব বলেন, ইহা হইতেছে স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্য, আল্লাহর নিজস্ব মানদণ্ডে নিজের একান্ত প্রিয় বান্দার মূল্যায়ন। মূল্যায়ন এই যে, তুমি অতি উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী।

এই خُلُقٍ عَظِيْمٍ বলিতে কি বুঝানো হইয়াছে— মুফাস্সিরীনে কেরাম ইহার কতিপয় ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, دين عظيم অর্থাৎ মহান দীন আর উহা হইল দীন ইসলাম। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁহার দীন অপেক্ষা প্রিয় এবং সন্তোষজনক আর কিছু নাই (ইমাম কুরতুবী, আল-জামি'উ লি-আহকামিল কুরআন, ১৭ খ., পৃ. ২১৭)। 'আলী (রা) ও 'আতিয়্যা (র) বলেন, উহার অর্থ আদাবুল কুরআন (ادب القران) বা কুরআনের শিষ্টাচার বা কুরআনে বর্ণিত শিষ্টাচার। কাতাদা বলেন, উহার অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা যাহা নির্দেশ দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করা এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাকা। কেহ বলেন, উহার অর্থ طبع كريم অর্থাৎ কোমল প্রকৃতি। কেহ বলেন, উহার অর্থ উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মমতা ও কল্যাণ কামনা (প্রাগুক্ত)। হযরত 'আতিয়্যা হইতে আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, উহার অর্থ ادب عظيم বা উত্তম শিষ্টাচার (ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কু'রআনিল 'আজীম)।

হযরত হাসান বাসরী (র) বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে خُلُقٍ عَظِيْمٍ-এর অর্থ হইল কুরআনুল করীমে বর্ণিত আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন প্রভৃতি। কেননা হযরত আইশা (রা)-কে যখন প্রিয়নবী (স)-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার আখলাক ছিল কুরআন (মাওলানা আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন,

'আল্লামা সায়্যিদ কুতুব বলেন, এই মহান আয়াতটিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে মর্যাদা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা একাধিক দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষণীয়। প্রথমত, ইহা খোদ আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য। সমগ্র সৃষ্টিজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই সাক্ষ্য প্রতিনিয়ত অনুরণিত। সমগ্র বিশ্ববাসীর বিবেক এই সাক্ষ্যে মুখরিত। আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতারাও এই সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন, 'সৃষ্টির প্রতিটি কণা ও বিন্দু হইতে এই সাক্ষ্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সবচাইতে বড় প্রমাণ এই যে, তিনি ইহার স্বপক্ষে আল্লাহর সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন। এই সাক্ষ্য সব কিছুর উর্ধ্বে এবং সবচাইতে মর্যাদাবান। কেননা এই সাক্ষ্য স্বয়ং বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তা'আলার। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তা'আলার এই প্রশংসাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়টি ভাবিতে গিয়া আমি পুনরায় স্তব্ধ হইয়া যাই। আমি উপলব্ধি করি যে, তিনি এই প্রশংসাকে পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও প্রশান্তি সহকারে, সম্পূর্ণ অবিচল ও অচঞ্চল চিত্তে গ্রহণ করেন। এই ধরনের দুর্লভ মর্যাদা লাভ করিয়াও যিনি ভারসাম্য হারান না, ধরাকে সরা জ্ঞান করেন না, তিনি যে বিশ্বজাহানে বাস্তবিকপক্ষেই শ্রেষ্ঠতম মানুষ তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? বস্তুত মর্যাদা ও মহত্ত্বের এই সর্বোচ্চ শিখরে শুধু মুহাম্মাদ (স)-ই আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। মানবীয় পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যে কোন মানব সত্তার ভিতর ঘটাইতে পারেন তাহা ঘটাইয়া ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এরই পবিত্র ও নির্মল সত্তায়। আল্লাহ্র বাণী বাহক শ্রেষ্ঠ মানুষটি নিজ সত্তায় জীবন্ত রূপ লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তাঁহাকেই তাঁহার রাসূল বলিয়া চিহ্নিত ও মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বশেষ নবী ও রাসূলের চরিত্রের এত প্রশংসা কেন করিলেন ? এই প্রশ্নে আমরা যতই ভাবি ততই এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর মানব সত্তায় যেমন সুন্দর ও মহৎ চরিত্রই ছিল সর্বাধিক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠতম উপাদান—তেমনি সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও চারিত্রিক মহত্ত্ব ইসলামেরও মূল প্রাণশক্তি ও ভিত্তি। যেই ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর জীবন ও চরিত্রকে এবং ইসলামের আকীদা, আদর্শ ও বিধানকে অধ্যয়ন করিয়াছে, সে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে যে, ইসলামী বিধানের আইনগত ও সাংস্কৃতিক মূলনীতিগুলির ভিত্তি ইসলামের নৈতিক চারিত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইখানে আরও উল্লেখ্য যে, এই নৈতিক গুণাবলী নিছক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত গুণাবলী নহে, বরং সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ন্যায়বিচার, দয়া ও বদান্যতা ইত্যাকার যেই গুণের কথাই বলা হউক না কেন এই সবই একটি পরিপূরক ও সুসংহত বিধানের অংশ। সামাজিক বিধি-বিধান ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন এই উভয়ে মিলিয়া এমন একটি সার্বিক অবকাঠামো গড়িয়া তোলা যাহার উপর মানুষের সামষ্টিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গ, নির্মল ও নিষ্কলুষ, ভারসাম্যপূর্ণ, সুদৃঢ়, সরল ও স্থিতিশীল নৈতিকতার আদর্শ হইতেছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব। আর এইজন্যই তাঁহার সুমহান সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হইয়াছে ঃ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "তুমি শ্রেষ্ঠতম আখলাকের অধিকারী" (আল্লামা সায়্যিদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন)।

মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেন, "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" এই আয়াত-এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চরিত্র মাধুর্য বর্ণনা করা হইয়াছে উহার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বমানবতাকে জাতি, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে মহানবী (স)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন অপর এক আয়াতে যাহা তাঁহার মহান চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ পাকের অপর আর এক ঘোষণা। ইরশাদ হইতেছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

ইহা ছাড়া অপর এক আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া মহান আল্লাহ তা'আলা আবারও তাঁহার রাসূলের মহত্ত্বের ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ .

"যেই ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করিল, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করিল" (৪ ঃ ৮০)।

অন্যত্র তাঁহার অনুসরণকারীদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ভালবাসা ও ক্ষমার সুসংবাদ দান করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

"হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, তবে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন" (৩ ঃ ৩১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান চরিত্রের ঘোষণায় তিনি যে কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন সেই সম্পর্কে অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

"আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছ; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত" (৩ ঃ ১৫৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাকে কেবল মুসলমানগণই নহে বরং অমুসলিমগণও মুগ্ধ। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

"অবশ্য আমি জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তাহারা আপনাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না; বরং সীমালংঘনকারিগণ আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে" (৬ ঃ ৩৩)।

মহানবী (স)-এর চরিত্র মাধুরীর ঘোষণায় মহান আল্লাহ্ পাকের অপর এক বাণী হইতেছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ .

"আপনাকে কেবল সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাকের প্রশংসায় আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

"তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এমন রাসূল আসিয়াছেন, তোমাদেরকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১২৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাক সম্পর্কে তাঁহার নিজের ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কিন্তু সত্য প্রকাশের জন্য তিনি নিজেই তাঁহার আখলাক সম্পর্কে ঘোষণা করেন ঃ

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق .

"আমি তো প্রেরিত হইয়াছি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য" (কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৮)।

অন্য বর্ণনায় একই অর্থবোধক হাদীছ রহিয়াছে انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩৮)।

মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে সারা বিশ্বের চরিত্র শিক্ষাদাতাদের উপর বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তম চরিত্রের এক মহীয়ান আদর্শরূপে এই উম্মতের হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন (আখলাকুন-নবী (স), বাংলা অনুবাদ, পৃ. ৮)।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূলের সর্বোত্তম আখলাকের ঘোষণা দিয়াছেন। উক্ত আলোচনার পরে এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) কেবল সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী তাহাই নহেন বরং শ্রেষ্ঠ আখলাকের পূর্ণতা সাধনকারীও। উপরিউক্ত হাদীছের প্রায় সমার্থক আরও কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা —

ان الله بعثنى بتمام مكارم الاخلاق وكمال محاسن الافعال .

"আল্লাহ পাক আমাকে শ্রেষ্ঠতম আখলাকের এবং উত্তম কার্যাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন" (আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া, ২খ., পৃ. ৩২৭)।

ادبـنـى ربـى فـاحـسـن تـأديـبـى ·

"আমার প্রতিপালক আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব তিনি আমার আচার-ব্যবহারকে অতি উত্তম করিয়া দিয়াছেন" (মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ৩৯৪)।

এই হাদীছের আলোকে আমরা যদি কুরআনের দিকে তাকাই তবে দেখিতে পাই যে, মহান আল্লাহ পাক তাঁহার হাবীবকে বিভিন্ন বিষয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াত-গুলিতে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ .

"আপনি ক্ষমাপরয়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকার্যের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়াইয়া চলুন" (৭ ঃ ১৯৯)।

তাঁহার গুণে গুণান্বিত মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ ইহয়াছে ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"আর যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ-দেরকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৩৪)।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

"অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ" (৪২ ঃ ৪৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

"ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হইয়া যাইবে। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদেরকে যাহারা ধৈর্যশীল; এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদেরকে যাহারা মহাভাগ্যবান" (৪১ ঃ ৩৪-৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজ আখলাক সম্পর্কে ঘোষণায় অপর এক হাদীছে আসিয়াছে যে, উহুদ যুদ্ধের পর সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ (স)-কে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করিতে বলিলে তিনি বলেন ঃ

انى لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة · وفى رواية بعثت داعيا ورحمة ·

"আমি অভিশাপ প্রদানকারী হিসাবে প্রেরিত হই নাই, আমি তো রহমত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।" অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, "আমি তো আহ্বানকারী এবং রহমত হিসাবে আসিয়াছি" (কাযী ইয়াদ, আশ্-শিফা, পৃ. ২২১)।

একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সোনা-রূপার একটি ছোট হার উপস্থিত করা হইল। তিনি উহা তাঁহার সাহাবীদের মাঝে বন্টন করিলেন। এক বেদুঈন দাঁড়াইয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! (স) আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ যদি আপনাকে সুবিচার করার নির্দেশ দিয়া থাকেন তবে আমি আপনাকে সুবিচার করিতে দেখিতেছি না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন ঃ

ويلك ان لم اعدل فمن يعدل ·

"হায়! আমি যদি সুবিচার না করি তবে আর কে সুবিচার করিবে" (আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৯১০; অনুরূপ বর্ণনার জন্য আশ-শিফা, পৃ. ২২৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাক সম্পর্কে তাঁহার পরিবারবর্গের ঘোষণা

বিশেষ করিয়া কাহারও আখলাক সম্পর্কে পারিবারিক মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটি একদা রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তাঁহার এক হাদীছে বলিয়াছিলেন এইভাবে ঃ

خيركم خيركم لاهله وانا خير لاهلى ·

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তাহার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিজনের কাছে উত্তম।"

অপর এক হাদীছে তিনি বলিয়াছেন, خياركم خياركم لنسائهم "তোমাদের মধ্যে তাহারা উত্তম, যাহারা তাহার স্ত্রীদের নিকট উত্তম" (তিরমিযী, আস-সুনান)।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক সম্পর্কে তাঁহার পরিবার-পরিজনের মন্তব্য তুলিয়া ধরিব। হযরত 'আইশা (রা) বলেন ,

ما كان احد احسن خلقا من رسول الله ﷺ

"রাসূলুল্লাহ (স) হইতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আর কোন লোক ছিলেন না"।

তিনি আরও বলেন, তাঁহার সাহাবা ও পরিবারবর্গের মধ্য হইতে কেহ যখন তাঁহাকে ডাকিতেন তখন তিনি জবাবে বলিতেন, লাব্বায়ক-আমি হাজির। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাঁহার সম্পর্কে নাযিল করিয়াছেন, وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৫; আখলাকুন-নবী, পৃ. ১)।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) মহানবী (স)-এর সঙ্গে প্রায় ২৫ বৎসর সংসার জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ·

"নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, অভাবীর অভাব মোচন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ৩)।

হযরত আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْانُ "তাঁহার চরিত্র ছিল আল-কুরআন" (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১)।

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন বাবানূস হইতে বর্ণিত। হাদীছে আসিয়াছে, তিনি বলেন, আমি 'আইশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হে উম্মুল-মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। তারপর তিনি বলেন, তোমরা কি 'সূরা মু'মিনূন পড় না? আমরা বলিলাম হাঁ, পড়ি। তিনি বলিলেন, পড়। তখন আমি পড়িলাম—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ.

"অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ; যাহারা নিজেদের সালাতের মধ্যে বিনয় নম্র; যাহারা অসার ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরত থাকে; যাহারা যাকাত দানে সক্রিয়; যাহারা আপন যৌনাংগকে সংযত রাখে।"

অতঃপর হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র এইরূপই ছিল (আখলাকুন-নবী, পৃ: ২)।

হযরত আবূ আবদুল্লাহ আল-জাদালী বলেন, আমি 'আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ

لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاباى الاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ·

"তিনি ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত কোনভাবেই কখনও অশ্লীল কথা বলিতেন না, হাট-বাজারে শোরগোল ও চীৎকার করিতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় দ্বারা করিতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করিতেন" (আত-তিরমিযী, শামাইল, পৃ. ২৫; ইব্‌নুল-জাওযী, আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৪১৬; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৮; আত-তিরমিযী, আস-সুনান, ২খ., পৃ. ২২)।

হযরত 'আইশা (রা) আরও বলেন, কেহ যদি স্বীয় ব্যাপারে তাঁহার নিকট দুইটি প্রস্তাব উপস্থাপন করিতেন, তবে তিনি তাহার পক্ষে যাহা সহজসাধ্য হইত তাহাই পছন্দ করিতেন, যদি

উহা পাপের কাজ না হইত (আত-তিরমিযী, শামাইল, পৃ. ৩৮৯; আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৪২০; মুসলিম, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ২৫৬)।

অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, যদি উহা পাপের কাজ হইত তবে উহা হইতে তিনি সর্বাধিক দূরে থাকিতেন। তিনি কখনও তাঁহার নিজের উপর কোন অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই (মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫৬; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৮)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

كان ابر الناس واكرم الناس ضحاكا بساما-

"তিনি ছিলেন সর্বাধিক সৎ, ভদ্র ও হাসিখুশি লোক" (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১৩)।

হযরত সাফিয়্যা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) অপেক্ষা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আর কাহাকেও দেখি নাই (ইউসুফ কান্ধলবী, হায়াতুস-সাহাবা, ৩খ.)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাক সম্পর্কে তাঁহার সাহাবীদের মন্তব্য

রাসূলুল্লাহ (স) যে সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী, ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হইতেছে তাঁহার সঙ্গী-সাথীদের পক্ষ হইতে তাঁহার উত্তম আখলাক সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা। এই বিষয়টিকে একদা রাসূলুল্লাহ (স) এইভাবে বলিয়াছিলেন ঃ

خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه .

"সাথী হিসাবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম যে তাহার সঙ্গীর নিকট উত্তম" (আল-আরবা'উনা হাদীছান ফিল-আখলাক, পৃ. ২৯)।

সুতরাং সঙ্গী হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক সম্পর্কে যে সকল বিবরণ তাঁহার সাহাবীগণের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইয়াছে উহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করা হইল।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) চরিত্রের দিক হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি আমাকে কোন একটা প্রয়োজনে যাইতে বলিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি যাইব না। অথচ আমার মনে মনে ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশমত আমি যাইব। অতঃপর আমি বাহির হইয়া বাজারে কতিপয় খেলাধুলারত ছেলের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। তখন পিছন দিক হইতে রাসূলুল্লাহ (স) আমার কাঁধ ধরিলেন। আমি দেখিলাম তিনি হাসিতেছেন এবং বলিলেন, হে উনায়স! আমি যেইখানে যাইতে বলিয়াছিলাম সেইখানে গিয়াছ ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাইতেছি (ইমাম মুসলিম, আস্-সাহীহ, ২খ., পৃ. ২৫৩)।

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন, "আমি দশ বৎসর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করিয়াছি। তিনি কখনও কোনও কাজের ব্যাপারে আমাকে এই কথা বলেন নাই, তুমি এই কাজটি করিলে কেন এবং এই কাজটি করিলে না কেন" (আত-তিরমিযী, শামাইল, পৃ. ৩৮৪; ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৮২; মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫৩)।

হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন অশ্লীল কথা বলিতেন না। তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যে চরিত্রের দিক হইতে উত্তম সেই প্রকৃত উত্তম (আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯১; মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫৫; তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৯)। অনুরূপ বর্ণনায় হযরত আবূ যার (রা)-ও বলেন, আমার পিতামাতার শপথ, রাসূলুল্লাহ (স) ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীল কথা বলিতেন না এবং বাজারে শোরগোল করিতেন না (আখলাকুন্নবী, পৃ. ২১)।

হযরত আল-বারা'আ ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ

كان رسول الله ﷺ احسن الناس وجها واحسن الناس خلقا-

"রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন চেহারার দিক হইতেও সর্বাধিক সুন্দর এবং চরিত্রের দিক হইতেও সর্বাধিক সুন্দর" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৮; মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫৮)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত এক বর্ণনায় আসিয়াছে,

كان رسول الله ﷺ احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس .

"রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বাধিক সুন্দর মানুষ, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক বীর বাহাদুর মানুষ" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৩৯; আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯১; মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫২)।

তিনি আরও বলেন ঃ

لم يكن رسول الله ﷺ سبابا ولا لعانا ولا فاحشا .

"রাসূলুল্লাহ (স) না ছিলেন গালমন্দকারী, না অভিশাপ দানকরী আর না অশ্লীল বাক্যালাপকারী" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত; আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯১)।

হযরত আলী (রা) নবূওয়তের ২৩ বৎসর এবং ইহার পূর্বের কয়েকটি বৎসর নবী করীম (স)-কে দেখিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান চরিত্র সম্পর্কে বলিতেন ঃ মহানবী (স) হাস্যমুখ, নম্র স্বভাব ও দয়ার্দ্র প্রকৃতির ছিলেন। তিনি উগ্র প্রকৃতির ও সংকীর্ণ চিত্ত ছিলেন না। কোন মন্দ কথা অশ্লীল বাক্য তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে বাহির হইত না। কাহারও দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। যাহা তাঁহার পসন্দ হইত না, মুখ ফিরাইয়া নিতেন। তিনি নিজেকে তিনটি আচরণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছিলেন ঃ ঝগড়া-কলহ, অহংকার ও বাজে কথা। অন্যদের সম্পর্কেও তিনি তিনটি বিষয় সর্বদা পরিহার করিয়া চলিতেন— কাহারও কুৎসা রটনা করা, অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা এবং গোপনে ছিদ্রান্বেষণ করা। তিনি এমন কথা বলিতেন যাহা জনগণের পরিণামের জন্য কল্যাণকর। যেই কথা শুনিয়া সকলে হাসিত তিনিও উহাতে হাসিতেন। যেই বিষয়ে সকলে আশ্চর্য বোধ করিত, তিনিও উহাতে আশ্চর্য বোধ করিতেন। আগন্তুক ও অপরিচিত ব্যক্তির কর্কশ বাক্য ও অসঙ্গত প্রশ্নে তিনি ধৈর্যাবলম্বন করিতেন। কেহ

তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি উহা পসন্দ করিতেন না। কিন্তু কেহ তাঁহার উপকারের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ প্রশংসা করিলে তিনি নীরব থাকিতেন। তিনি কাহারও কথার মাঝখানে বাধা দিতেন না (আত-তিরমিযী, শামাইল, পৃ. ২৫; আখলাকুন্নবী, পৃ. ৮-৯)। এক রিওয়ায়াতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায় কাহাকেও না পূর্বে পাইয়াছি, না পরে (হায়াতুস-সাহাবা, ৩খ.)।

হযরত আলী (রা) আরও বলেন, তিনি অতি দানশীল, সত্যভাষী, নম্র স্বভাব ও খোশমেযাজী ছিলেন। কেহ হঠাৎ দেখিয়া ভয় পাইলেও সে যদি তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত তবে আন্তরিকভাবে তাঁহাকে ভালবাসিতে থাকিত (প্রাগুক্ত)। অন্য এক সাহাবী হযরত হিন্দ (রা) ইব্‌ন আবী হালাহ্ দীর্ঘকাল যাবত রাসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি বলেন, মহানবী (স) নম্র স্বভাবের ছিলেন, নির্দয় ছিলেন না; কাহারও অপমান তিনি কখনও অনুমোদন করিতেন না। সামান্য ব্যাপারেও লোকদের শুকরিয়া আদায় করিতেন। কোনও বস্তুকে মন্দ বলিতেন না। কখনও ব্যক্তিগত ব্যাপারেও রাগ করিতেন না। অবশ্য কেহ যদি কোন ন্যায় ও সৎ কাজের বিরোধিতা করিত, তবে অসন্তুষ্ট হইতেন (কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, পৃ. ৭০; আত-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৪২২-৪২৩)।

হযরত আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) নবী করীম (স)-এর সান্নিধ্যে থাকিয়া প্রায় চারি বৎসর পর্যন্ত নবী চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সাধারণ মানুষের সহিতও খোশআলাপ ও উত্তম আচরণ করিতেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের সম্পর্কে এইরূপ ধারণা পোষণ করিত যে, নবী করীম (স)-এর নিকট তাহার মর্যাদা সর্বাধিক। হযরত 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি আমার নিজের সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করিতাম। তাই একবার সুযোগ পাইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দৃষ্টিতে আমি উত্তম, না আবূ বকর? তিনি বলিলেন, আবূ বকর। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি উত্তম, না উমর ? তিনি বলিলেন, উমর। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি উত্তম না উছমান? তিনি বলিলেন, উছমান। মহানবী (স) সত্য প্রকাশ করিয়া আমার ভুল ধারণা দূর করিয়া দিলেন। আমার আফসোস হইল, হায়! আমি যদি তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিতাম (শামাইল, পৃ. ২৫)।

মহানবী (স) সম্পর্কে অমুসলিমদের মন্তব্য

মহান আল্লাহ তাঁহার হাবীবের শানে এক বাণীতে বলিয়াছেন, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি" (৯৪ ঃ ৪)। প্রকৃতপক্ষে মহানবী (স)-এর জীবন গ্রন্থ বিশাল, তাঁহার চরিত্র মাধুর্য এতই অধিক যাঁহার স্পর্শে শুধু মুসলমান নয়, অমুসলিম অন্তরও আলোড়িত না হইয়া পারে নাই। তাই সেই হায়াতে নববী সম্পর্কে অদ্যাবধি অসংখ্য অমুসলিমও ব্যক্ত করিয়াছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান চরিত্রের একান্ত প্রশস্তিমূলক মন্তব্য যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র মাহাত্ম্যকে আরও সুস্পষ্ট করিয়াছে। কারণ স্বাভাবিক ছিল যে, একজন অমুসলিম, যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দা'ওয়াত গ্রহণ করে নাই, সে তাঁহার বিরোধিতা

করিবে। কিন্তু এমন একজন অমুসলিমের মুখেও যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়, তখন তাহা তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্যকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। নিম্নে আমরা মহানবী (স)-এর চরিত্র মাধুরীতে অভিষিক্ত এমন কতিপয় অমুসলিম প্রবক্তার উদ্ধৃতি তুলিয়া ধরিব। সবচাইতে বিস্ময়ের বিষয় হইতেছে, অমুসলিমরাও যে মহানবী (স)-এর আখলাকের সম্মুখে অবনমিত, স্বয়ং আল্লাহ পাক চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে পবিত্র কুরআনে সেই সত্য তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এই ভাবে-

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

"অবশ্য আমি জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা নিশ্চিত আপনাকে কষ্ট দেয়; কিন্তু তাহারা আপনাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে" (৬ ঃ ৩৩)।

শুধু সেই যুগে নয় এই যুগেও স্তব্ধ হয় নাই অমুসলিমগণ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র সম্পর্কিত গুণকীর্তন। যে অসাধারণ প্রতিভা, মহান আদর্শ ও চরিত্রের বলে রাসূলুল্লাহ (স) অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনাচার, ব্যভিচার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা জাতিকে এক সুসংহত ও সুসভ্য জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া জর্জ বার্নার্ড'শ বলিয়াছেন ঃ যদি সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক অধিনায়কের শাসনাধীনে আনা হইত তবে একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-ই যোগ্য নেতা হিসাবে তাহাদেরকে কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তির পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। স্যার সি.পি. রামস্বামী আয়ার ইসলামে সাম্যনীতির কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ মসজিদে ধর্মীয় আরাধনার কথাই বলুন বা সাধারণ্যে খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারই ধরুন, ইসলামের নিম্নতম মর্যাদার লোকটিও উচ্চতম মর্যাদার লোকটির সমান; ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ভিখারী নামাযে নেতৃত্ব দিতেছে ঃ আর সুলতান তাহাকে অনুসরণ করিতেছেন। মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ও ধর্ম ব্যতীত আর কোন শিক্ষা ও ধর্ম ব্যবহারিক জীবনে এই আদর্শ তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হয় নাই।

ঐতিহাসিক লিওনার্ড বলিয়াছেন ঃ পৃথিবীর কোন মানুষ যদি আল্লাহকে দেখিয়া থাকেন, বুঝিয়া থাকেন এবং তিনি পৃথিবীর কোন উপকার করিয়া থাকেন, তবে এই কথা নিশ্চিত যে, তিনি হইতেছেন— ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মাদ (স) (ঈদে মিলাদুন্নবী (স) স্মরণিকা, ১৪২২ হিজরী, ই.ফা.বা., পৃ. ২৯-৩০)। কোন কোন লেখক এই কথাও বলিয়াছেন, মহানবী (স) শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার স্বভাব ছিল অমায়িক, তিনি বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। সব দিক হইতে তিনি ছিলেন আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তি (মুহাম্মদ হায়কাল, মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, বাংলা অনু., ই.ফা.বা., পৃ. ১৭)। দি হানড্রেড-এর লেখক মাইকেল এইচ. হার্ট বলেন, বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিবেচনায় মুহাম্মাদই (স) সর্বোত্তম।

উত্তম আখলাকের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্য যেমন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হইয়াছে তেমনি তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার অসংখ্য বাণীতেও। উত্তম আখলাককে তিনি যে বিশাল গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্বীয় উত্তম আখলাকেরই প্রমাণ বহন করে, নিম্নের হাদীছসমূহ দ্বারা এই কথা আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ۰

"ঈমানের দিক হইতে পরিপূর্ণ ঐ মু'মিন যাহার আখলাক সর্বাধিক সুন্দর" (আত-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২০; রিয়াদুস-সালিহীন, ২খ., বাংলা অনুবাদ)।

আবূ দারদা হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

ما من شيئ يوضع فى الميزان اثقل من حسن الخلق ۰ او ما شيئ اثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلق ۰

"কিয়ামতের দিন মু'মিনের মীযানে (তূলাদণ্ডে) উত্তম আখলাক হইতে অধিক ভারী আর কিছুই হইবে না" (আত-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২১)।

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

ان احبكم الي واقربكم منى مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا

"কিয়ামতের দিন আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং আমার অধিক নিকটে উপবেশনকারী সে-ই হইবে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম আখলাকের অধিকারী" (আত-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২০)।

একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে আগমন করিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দীন কি (ما الدين)? তিনি বলিলেন, উত্তম চরিত্র (حسن الخلق)। সে আবার তাঁহার ডান দিক হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দীন কি? তিনি বলিলেন, উত্তম চরিত্র। পুনরায় সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাম দিক হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দীন কি? এইবারও তিনি বলিলেন, উত্তম চরিত্র। অতঃপর লোকটি তাঁহার পিছন দিক হইতে আসিয়া যখন আবারও একই প্রশ্ন করিল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, তুমি কি বুঝিতেছ না? উহা হইল রাগ না করা (ইহ্‌য়া উলূমিদ্দীন, ৩খ., পৃ. ৫০)।

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, "মীযানে সর্বপ্রথম উত্তম চরিত্র এবং দানশীলতা রাখা হইবে। যখন আল্লাহ পাক ঈমান সৃষ্টি করিলেন তখন সে বলিয়াছিল, হে আল্লাহ! আমাকে শক্তিশালী

করুন। তখন উত্তম চরিত্র এবং দানশীলতা দ্বারা ইহাকে শক্তিশালী করিয়া দিলেন। আর তিনি যখন কুফরকে সৃষ্টি করিলেন, তখন উহা বলিয়াছিল, হে আল্লাহ! আমাকে শক্তিশালী করুন। তখন কৃপণতা ও অসৎ চরিত্র দ্বারা উহাকে শক্তিশালী করিয়া দিলেন" (ইহ্য়া 'উলূমিদ্দীন, প্রাগুক্ত)।

একদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি বলেন, "উত্তম চরিত্র" (প্রাগুক্ত)। অপর এক হাদীছে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, "حسن الخلق خلق الله الاعظم!" উত্তম চরিত্র আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি" (প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ (স) নিজের দো'আয় বলিতেন ঃ اللهم انت حسنت خلقى فحسن خلقى "হে আল্লাহ! আপনি আমার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর করিয়াছেন। সুতরাং আপনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর করিয়া দিন" (প্রাগুক্ত)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বেশী বেশী এই দু'আ করিতেনঃ

اللهم انى اسألك الصحة والعافية وحسن الخلق ٠

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও উত্তম চরিত্র চাই" (প্রাগুক্ত)।
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন,

كرم المؤمن دينه وحسبه حسن الخلق ومروءته عقله ٠

"মুমিনের মর্যাদা হইল তাহার দীন, তাহার আভিজাত্য হইল উত্তম চরিত্র এবং তাহার ব্যক্তিত্ব হইল তাহার বিবেক-বুদ্ধি" (প্রাগুক্ত)।

তিনি তাঁহার দো'আয় আরও বলিতেন ঃ

اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدى لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الا انت ٠

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সর্বোত্তম আখলাকের পথে পরিচালিত করুন, আপনি ছাড়া কেহই ঐ পথে পরিচালিত করিতে পারে না। আর আপনি আমাকে অসৎ চরিত্র হইতে ফিরাইয়া রাখুন। আপনি ছাড়া কেহই উহা হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে না" (প্রাগুক্ত)।

তিনি আরও বলেন, "من سعادة المرأ حسن الخلق" "মানুষের সৌভাগ্যের জিনিস হইল উত্তম চরিত্র" (ইহ্য়া উলূমিদ্দীন, ৩খ., পৃ. ৫১)।

একদা তিনি হযরত আবূ যার (রা)-কে বলিয়াছিলেন,

يا ابا ذر لاعقل كالتدبير ولاحسب كحسن الخلق ٠

"হে আবূ যার! বুদ্ধিমত্তার ন্যায় আর কোন তদবীর নাই। আর উত্তম চরিত্রের ন্যায় আর কোন আভিজাত্য নাই" (প্রাগুক্ত)।

অপর এক হাদীছে তিনি বলিয়াছেন ঃ

ان المسلم المؤمن ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه ·

"মু'মিন ব্যক্তি তাহার উত্তম আখলাকের কারণে, যাহারা সর্বদা রোযা রাখে এবং সারা রাত ইবাদত করে তাহাদের মর্তবা পাইবে" (আবূ দাউদ, ৪খ, পৃ. ২৫২)। তিরমিযীতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা আসিয়াছে (দ্র. আত-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২১)।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل وانه لضعيف في العبادة ·

"বান্দা তাহার উত্তম চরিত্রের কারণে আখিরাতে বিশাল মর্যাদা এবং সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করিবে, যদিও সে ইবাদাতের ক্ষেত্রে দুর্বল থাকে" (ইহ্য়া 'উলূমিদ্দীন, প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিয়াছেন,

ان من خياركم احسنكم اخلاقا ·

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে আখলাকে সর্বাধিক সুন্দর" (আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯১; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫৫)। তবে মুসলিমের বর্ণনায় احسنكم -এর স্থলে احاسنكم এবং বুখারীর বর্ণনায় خياركم -এর স্থলে اخيركم আসিয়াছে)। হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্ববর্তী একটি ঘরের যামিন, যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে; আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যকার একটি ঘরের যামিন যে ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা কথা না বলিবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শীর্ষস্থানের একটি ঘরের যামিন, যে তাহার চরিত্রকে সুন্দর করিবে" (আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৪খ., পৃ. ২৫৩; রিয়াদুস্-সালিহীন, পৃ. ২৮৯; শব্দের কিছুটা পরিবর্তনসহ অনুরূপ একটি বর্ণনা আসিয়াছে, তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২০)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিয়াছেন, "তোমরা কি জান, কোন জিনিস মানুষকে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে নিয়া যাইবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, জান্নাতে যে জিনিস সর্বাধিক সংখ্যায় নিয়া যাইবে তাহা হইল তাকওয়া ও উত্তম আখলাক" (আত-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২১; ইহ্য়া 'উলূমিদ্দীন, প্রাগুক্ত)।

একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষকে সর্বোত্তম কি বস্তু দান করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, "উত্তম আখলাক" (তাফসীরে নূরুল-কোরআন, ২৯খ., পৃ. ৫৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাকের বিভিন্ন নিদর্শন

এই কথা বলার প্রয়োজন রাখে না যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে মহান রাব্বুল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার জন্য মানবীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র অনুকরণীয় অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।" এই মানবীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যাহাতে উম্মাত তাহাদের প্রিয়নবী (স)-কে অনুসরণ-অনুকরণ করিতে পারে সেইজন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার হাবীবের দ্বারা মানবীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আখলাকের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন যাহাতে কোন ব্যক্তি কোন অবস্থায় উত্তম আখলাকের নির্দেশনা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত না হয়। ইহারই আলোকে এই পর্যায়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের আখলাকের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিব যাহাতে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাকের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

(ক) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত-পূর্ব আখলাকের নিদর্শন

ঐতিহাসিকভাবে এই কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কেবল নবুওয়াত লাভের পরই রাসূলুল্লাহ (স) আখলাকের এই চরম পরাকাষ্ঠায় উন্নীত হন নাই, বরং নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ আখলাকের দ্বারা স্বীয় সমুন্নত চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এইজন্যই নবুওয়াত-পূর্ব জীবনেই তাঁহাকে মক্কার সর্বজন "আস-সাদিক" ও "আল-আমীন' বলিয়া জানিত ও ডাকিত। কত উন্নত আখলাক হইলে নেতৃত্ব গরিমায় গর্বিত কুরায়শ নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত কা'বা গৃহ সংস্কারকালে হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন বিষয়টিকে নিয়ে সৃষ্ট আত্মকলহের মীমাংসার সকল যোগ্যতা ও পরিবেশ যখন হারাইয়া ফেলিয়া এক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে উপনীত হইয়াছিল, তখন সেই পরিবেশে মুহাম্মাদ (স)-এর উপস্থিতি দেখিয়া সকলেই বলিয়া উঠিয়াছিলঃ

هذا الامين قد رضينا بما قضى بيننا .

"এই যে আল-আমীন! আমরা তাঁহার মীমাংসাই মানিয়া লইব" (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ১খ., ১৪৬)।

হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর বর্ণনানুসারে নবুওয়াত-পূর্ব যুগেও নবী করীম (স) সর্বদা ইয়াতীম, আসহায় ও নিঃস্বদের প্রতি সহানুভূতিশীল, মুসাফিরদের শুভাকাঙ্ক্ষী, বিধবা ও দুর্বলদের সহায়ক ও মদদগার, বরং তাহাদের জন্য উপার্জনকারী ছিলেন। ফিজার যুদ্ধের ধ্বংসলীলা তাঁহার হৃদয়কে ভীষণভাবে ব্যথিত করিয়াছে। এই কারণেই রক্তপাত বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'হিলফুল ফুযূল' চুক্তিটি পুনরুজ্জীবিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন (আত-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১২৯)। এই অঙ্গীকারপত্র ছিল মজলুমদের সাহায্যার্থে সদাপ্রস্তুত

থাকা সম্পর্কিত। সুতরাং ইহার মাধ্যমেই অনুধাবন করা যায় যে, নবুওয়াত লাভের পূর্বেও তাঁহার আখলাক মুবারক কতই না উন্নত ছিল!

(খ) পারিবারিক পর্যায়ে আখলাকের নিদর্শন

বিভিন্ন হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পারিবারিক পর্যায়ের আখলাকের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে হযরত 'আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পরিজনের সহিত কিরূপ আচরণ করিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার পরিজনের সহিত কাজে লগিয়া থাকিতেন। যখন সালাতের সময় হইত তখন সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন এবং সালাত আদায় করিতেন (আল-বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯২)।

অপর এক বর্ণনায় আসিয়াছে, কেহ হযরত আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) কিভাবে তাঁহার গৃহে সময় কাটাইতেন? তিনি উত্তর দিলেন, তিনিও তোমাদের মত গৃহস্থালীর কাজকর্মে মশগুল থাকিতেন। নিজের কাপড় এবং নিজের জুতা নিজেই সেলাই করিতেন (আখলাকুন-নবী, পৃ. ৪)।

পরিবার-পরিজনের সহিত আখলাকের এক বিরল দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে হযরত আইশা (রা)-এর একটি হাদীছে। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-এর গৃহে কাপড়ের পুতুল নিয়া খেলা করিতাম। আমার কিছু সখীও ছিল। তাহারা আমার কাছে আসিয়া আমার সহিত খেলা করিত, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে আসিতে দেখিলে গৃহের এইদিক সেইদিক লুকাইয়া থাকিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে এইদিক সেইদিক হইতে একত্র করিয়া পুনরায় আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাহারা পুনরায় আমার সহিত খেলা করিত (আখলাকুন-নবী, পৃ. ৫)।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার হুজরার দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন। হাবশী লোকেরা তখন মসজিদে নববীতে যুদ্ধের কসরত দেখাইতেছিল। আমিও দাঁড়াইয়া তাহাদের কসরত দেখিতেছিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার চাদর দ্বারা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং যেই পর্যন্ত আমি সেইখান হইতে সরিয়া না আসি সেই পর্যন্ত তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। হযরত আইশা (রা) বলেন, তোমরা অনুমান কর, একজন অল্প বয়সী বালিকার খেলাধুলার প্রতি কতখানি আগ্রহ থাকিতে পারে (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১২)!

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত সহজ সরল ছিলেন। হযরত আইশা (রা) যখন কোন কিছু কামনা করিতেন তখন তিনি তাহা পূরণ করিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)।

পারিবারিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাকের এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আসিয়াছে হযরত আইশা (রা)-এর সহিত তাঁহার দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পর্কে। হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-এর সহিত সফরে গিয়াছিলাম। আমি তখন অল্প বয়স্কা ছিলাম। শরীর মাংসল

ও ভারী ছিল না। তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা অগ্রে চল। তাহারা আগাইয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, আস, দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি অগ্রগামী হইলাম। তিনি নিশ্চুপ রহিলেন, আমাকে কিছু বলিলেন না। পরে যখন আমার শরীর মাংসল ও ভারী হইয়া গেল এবং আমি পূর্বের সেই প্রতিযোগিতার কথাও ভুলিয়া গেলাম, তখন আবার এক সফরে তাঁহার সহিত বাহিরে গেলাম। তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা অগ্রে চল। তাহারা আগাইয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, আস, তোমার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করি। এইবার প্রতিযোগিতায় তিনি অগ্রগামী হইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, এই জিত সেই জিতের বদলা (হায়াতুস-সাহাবা, পৃ. ৩৩)। এই ছিল দোজাহানের সরদার রাসূল কারীম (স)-এর পরিবার-পরিজনের সহিত মধুর আচরণের নমুনা।

(গ) সঙ্গীদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাকের দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমগ্র জীবনই ছিল উত্তম আখলাকে পরিপূর্ণ। সুতরাং যেই সকল সঙ্গীদের সহিত তাঁহার জীবন ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহাদের সহিত উত্তম আখলাকের অসংখ্য ঘটনা হাদীছে পাকে এবং সীরাতের কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে উহার কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হইল।

এক বর্ণনায় হযরত জারীর (রা) বলেন, নবী কারীম (স) তাঁহার একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হযরত জারীর (রা) প্রবেশ করিয়া স্থান না পাইয়া গৃহের বাহিরে বসিয়া পড়িলেন। নবী কারীম (স) যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন তিনি তাহার কাপড় ভাঁজ করিয়া জারীর (রা)-এর দিকে ছুড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, এই কাপড়টির উপর বস। জারীর (রা) ঐ কাপড়টি তুলিয়া তাহার চেহারায় লাগাইলেন এবং চুমু দিলেন (আখলাকুন-নবী, পৃ. ৩)। অর্থাৎ তাঁহার এক সঙ্গী বিছানা ছাড়া বাহিরে বসিবে, ইহা তিনি পসন্দ করিতে পারিলেন না।

এক হাদীছে হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্রের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যখন সাহাবীদের মধ্যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইত তখন তিনি তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং যে পর্যন্ত সে পৃথক না হইত তিনি নিজে তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হইতেন না। আর যখন কোন সাহাবী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় তাঁহার হাত মুবারক তাহার হাতে নিত, তখন যে পর্যন্ত ঐ সাহাবী তাহার হাত গুটাইয়া না নিতেন তিনি তাঁহার হাত মুবারক গুটাইয়া নিতেন না। আর কোন সাহাবী যখন তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার কানে কানে কোন কথা বলিতে চাহিতেন, তখন তিনি তাঁহার কান তাহার দিকে পাতিয়া দিতেন এবং সেই সময় পর্যন্ত তাঁহার কান সরাইয়া আনিতেন না যেই পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিজে না সরাইয়া নিত (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১১)।

হযরত আনাস (রা) অপর এক হাদীছে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার কোন ত্রুটিতে কখনও আমাকে লজ্জা দেন নাই (আখলাকুন-

নবী, পৃ. ১৫)। হযরত আনাস (রা) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও তাঁহার পদদ্বয় তাঁহার নিকট উপবেশনকারীর সামনে ছড়াইয়া বসেন নাই (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১৭)।

অপর এক হাদীছে আনাস (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে কিছুটা ত্রুটি ছিল। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে অমুকের মা! তুমি যে কোন এক রাস্তায় গিয়া দাঁড়াও যাহাতে আমিও তোমার সহিত যাইয়া দাঁড়াইতে পারি। অতঃপর তিনি তাহার সহিত যাইয়া একান্তে কথাবার্তা বলিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার প্রয়োজন পূর্ণ না করে (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১৪)।

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বহু বৎসর খিদমত করিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি আমাকে গালি দেন নাই, মারপিট করেন নাই, ধমক দেন নাই, চোখ রাঙান নাই। আর কোন বিষয়ে তিনি আমাকে তিরস্কারও করেন নাই, যাহা তিনি আমাকে করিতে আদেশ করিয়াছেন অথচ আমি তাহা করিতে আলস্য করিয়াছি। তাঁহার গৃহের কেহ এই ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করিলে তিনি বলিতেন, আরে রাখ তো! যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে তো করিতই (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১৮)।

হযরত খাদীজা (রা) বলেন, আমরা যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন। তিনি বলিলেন, আমি তাঁহার কোন্ আখলাক সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করিব? আমি তো তাঁহার প্রতিবেশী ছিলাম। তাঁহার উপর যখনই ওহী নাযিল হইত আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমি তাহা লিখিয়া ফেলিতাম। আর আমরা যখন দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতাম, তিনিও আমাদের সহিত আলোচনায় অংশ নিতেন (আখলাকুন-নবী, পৃ. ২)।

হযরত ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ আমার কোন সাহাবী সম্পর্কে আমার নিকট কোন অভিযোগ করিবে না। কেননা আমি তোমাদের সামনে যখন আসিব, তখন তোমাদের ব্যাপারে আমার হৃদয় প্রশান্ত থাকুক ইহাই আমি চাই (আখলাকুন-নবী, পৃ. ৪৩)।

(ঘ) ছোটদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাকের নিদর্শন

মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী মহানবী (স) তাঁহার উত্তম আখলাক হইতে ছোটদেরকেও বঞ্চিত করেন নাই। শিশুদের সহিত তিনি উত্তম আখলাকের যে পরিচয় দিয়াছেন বিশ্ববাসীর জন্য তাহা কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ হইয়া থাকিবে। তিনি শিশুদের পর্যন্ত আগে সালাম দিতেন, তাহাদেরও মনরক্ষা করিবার জন্য কোন কিছু করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। হযরত আনাস (রা) এক বর্ণনায় বলেন, একদা নবী কারীম (স) কতিপয় বালকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাহাদেরকে সালাম দেন (আখলাকুন-নবী, পৃ. ৬৭)।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রা) বলেন, মদীনার ছোট্ট বালিকাদের মধ্যে কোন এক বালিকা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিত এবং তাঁহার হাত ধরিত। তিনি বালিকাটির হাত হইতে নিজের হাত গুটাইয়া নিতেন না। সে যেইখানে ইচ্ছা তাঁহাকে হাত ধরিয়া নিয়া যাইত (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১৪)।

একবার রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হাসান ও হযরত হুসায়নকে কাঁধে বহন করিয়া বাহিরে আসিলে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, মণিরা! তোমরা কত ভাগ্যবান যে, অতি উৎকৃষ্ট সওয়ারী পাইয়াছ। তিনি বলিলেন, আরোহীও তো কত ভাল (আত-তিরমিযী)।

হাদীছে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন নামাযে সিজদায় যাইতেন তখন কখনও কখনও হাসান, হুসায়ন ভ্রাতাদ্বয় তাহার পিঠে আসিয়া সওয়ার হইতেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদেরকে অধিক আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দানের জন্য সিজদা দীর্ঘায়িত করিতেন।

অপর এক বর্ণনায় আসিয়াছে, তিনি যখন সওয়ারীতে আরোহণ করিতেন তখন অগ্র-পশ্চাতে শিশুদিগকে তুলিয়া লইতেন এবং সেই অবস্থাতেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন (হযরত রাসূল করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ২৮৪; ইব্ন মাজাহ, কিতাবুল-আদাব)।

অনেক সময় শিশুরা তাঁহার কাপড়ে পেশাব করিয়া দিত, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কিছুই বলিতেন না; বরং পানি আনাইয়া উহা পরিষ্কার করিয়া লইতেন (প্রাগুক্ত)।

কোন কোন শিশু তাঁহার মোহরে নবূওয়াত লইয়া খেলায় মাতিয়া উঠিত; কেহ বারণ করিতে গেলে তিনি নিষেধ করিতেন (প্রাগুক্ত)।

শিশুদের সহিত তাহাদের বোধশক্তি অনুযায়ী কথা বলিতেন। আবিসিনিয়া হইতে আগত একটি শিশুকন্যাকে হাসানা শব্দের পরিবর্তে তাহারই ভাষায় সানাহ, সানাহ বলিয়া সোহাগ করিতেন (প্রাগুক্ত)।

উপঢৌকন আসিলে উহাতে শিশুদের অংশ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতেন। একবার কালো রেখাবিশিষ্ট কাপড়ের হাদিয়া আসিলে তিনি উম্মু খালিদ নাম্নী এক বালিকাকে ডাকিলেন এবং তাহাকে একটি পরিধেয় নিজ হাতে পরিধান করাইয়া বলিলেন, পরিধান করিয়া জীর্ণ কর (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ৬৬৩)।

কোন শিশুকে ডাকিতে হইলে يا بني হে বৎস! বলিয়া ডাকিতেন (আবূ দাঊদ, কিতাবুল-আদাব; মুসলিম, কিতাবুল-আদাব)।

তিনি শিশুদের সহিত আনন্দ-কৌতুকও করিতেন। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে আসিয়াছে, তাহার ছোট ভাই 'উমায়র-এর একটি পোষা পাখী মারা গেলে তিনি তাহার মনোরঞ্জনের জন্য বলিতেন, يا ابا عمير مافعل النغير -হে আবূ উমায়র! তোমার নুগায়রের কি হইল (আত-তিরমিযী, শামাইল, পৃ. ১৬; তিরমিযী, আস-সুনান, ২খ., ২০)।

নুগায়র-এর অর্থ হয় পাখীর বাচ্চা। রাসূলুল্লাহ (স) উমায়র-এর সহিত মিলাইয়া নুগায়র শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহাতে সে কিছুটা আনন্দবোধ করে।

(ঙ) অমুসলিমদের সহিত আচার-ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আখলাকের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক এতই উন্নত ছিল যে, অমুসলিমগণও তাঁহার উত্তম আখলাক হইতে বঞ্চিত হয় নাই। হুনায়নের যুদ্ধে প্রায় ছয় সহস্র অমুসলিম নর-নারী বন্দী হয়। আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাহাদের সকলকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা যাইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সকলকে তাহাদের সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের নিবেদনক্রমে সসম্মানে মুক্তি দান করেন (আত-তাবাকাত, ২খ, পৃ. ১৫৪)।

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (স) অমুসলিমদেরকে গনীমতের মালও দান করিতেন। তিনি হুনায়নের যুদ্ধের পর প্রাপ্ত গনীমতের মাল হইতে সাফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যাকে এক শত উট দান করিয়াছিলেন (সহীহ মুসলিম, ২খ, পৃ. ২৪৪)।

একদা তাঁহার ও হযরত মূসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জনৈক মুসলিম ও ইয়াহূদীর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্ণগোচর হইলে তিনি ইয়াহূদীর সমর্থনে বলিলেন, তোমরা হযরত মূসা (আ)-এর উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন মানুষ যখন সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইবে তখন সর্বপ্রথম আমারই চেতনা লাভ হইবে। তখন আমার দৃষ্টিতে পড়িবে মূসা (আ) আরশের খুঁটি ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি জানি না, তিনি কি আমার পূর্বে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবেন অথবা তিনি আদৌ সংজ্ঞা হারাইবেন কি না (আল-বুখারী, আল-আম্বিয়া; মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৪৫; আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ২খ., পৃ. ২৬৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) অমুসলিমদেরকে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত মেহমানদারী করিতেন। তাহারা অনেক সময় প্রচুর পরিমাণ আহার্যে উদরপূর্তি করিত। একবার এক অমুসলিম মেহমান সাতটি বকরীর দুধ নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., ৬৬২; আত-তিরমিযী, হাদীছ: ১৮১৯)। অনেক সময় অমুসলিম মেহমান মজলিসে শিষ্টাচার ভঙ্গ করিত, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে মার্জনা করিয়া দিতেন। তাঁহার গৃহে কোন অমুসলিম মেহমানের আগমন ঘটিলে তিনি তাহাদের আদর-যত্নে কোন ত্রুটি করিতেন না। তিনি স্বহস্তে তাহাদের পরিবেশন করিতেন (আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল-আদাব)।

নাজরানের নাসারাদেরকে তিনি কেবল মসজিদে অবস্থান করিতেই দেন নাই বরং তাহাদিগকে তাহাদের নিয়ম অনুযায়ী উপাসনা করিবারও অনুমতি দিয়াছিলেন (আল-বুখারী, কিতাবুল-আদাব; হযরত রাসূল করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ২৮৫)।

মানবিকতা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে তারতম্য করিতেন না। তিনি মুশরিকদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদিগকে বদলাও দিতেন (আত-তিরমিযী, ১খ., পৃ. ১৯১)। তিনি কোন কোন ইয়াহূদীর রোগশয্যায় গিয়া কুশল

কামনা করিতেন এবং তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাইতেন (আল-বুখারী, 'ইয়াদাতুল- মুশরিক; হযরত রাসূল করীম (স), জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ২৮৫)।

সুবিচারের ক্ষেত্রে নবী পাক (স)-এর নিকট মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। বহুবার তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলমানদের পক্ষে রায় দিয়াছেন। জনৈক ইয়াহূদী জনৈক মুসলমানকে কিছু ঋণ দিয়াছিল। খায়বার যুদ্ধের সময় সে তাগাদা আরম্ভ করে। মুসলমান ব্যক্তি অবকাশ চাহিলে ইয়াহূদী সময় দিতে অস্বীকার করিল। এই ক্ষেত্রে নবী কারীম (স) ঋণী ব্যক্তিকে সত্বর ঋণ পরিশোধ করিবার নির্দেশ দেন এবং ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে ঋণদাতাকে তাহার কিছু পরিধেয় বস্ত্র লইয়া যাওয়ারও অনুমতি দেন (মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪২৩)। খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) চাষাবাদের সমস্ত কাজ ইয়াহূদীদের নিকট সমর্পণ করেন।

দুর্ব্যবহারকারীদের সহিত উত্তম আখলাকের নিদর্শন

সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকের অধিকারী রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাকের মহত্ত্বে কোন দুর্ব্যবহারকারীর চরম দুর্ব্যবহারেও ঘাটতি ঘটাইতে পারে নাই। দুর্ব্যবহারকারী দুর্ব্যবহার করিয়া যাইতেছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার শ্রেষ্ঠ আখলাকসুলভ ব্যবহারে অটল। তায়েফে তাঁহার সহিত তায়েফবাসীদের দুর্ব্যবহার কাহার না লোমকূপে শিহরণ জাগায়। একদিকে অপমান, অপরদিকে প্রস্তরাঘাতে শরীর জর্জরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত আইশা (রা) একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহুদ হইতে কঠিন দিন কি কখনও আপনার উপর আসিয়াছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, আমি তোমাদের জাতির নিকট হইতে এমন আচরণেরও সম্মুখীন হইয়াছি যাহা উহুদের চাইতেও অধিক কঠিন ছিল। তাহা হইতেছে তায়িফের ঘটনা (বিস্তারিত দ্র. সীরাত বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৮-১২৫)। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হইয়া কিছু প্রার্থনা করিল। নবী কারীম (স) একটি চাদর পরিহিত ছিলেন। লোকটি প্রার্থনার আতিশয্যে তাঁহার চাদর ধরিয়া এত জোরে টান দিল যে, চাদরটি ফাঁড়িয়া গিয়া একপার্শ্ব নবী করীম (স)-এর কাঁধের উপর ঝুলিতে থাকে। নবী করীম (স) লোকটির এই আচরণ সত্ত্বেও তাহাকে কিছু দান করিতে নির্দেশ দেন (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১০৬)।

একবার রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের সহিত মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন জনৈক বেদুঈন সেইখানে আসিল এবং মসজিদের ভিতর পেশাব করিল। সাহাবীগণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, থাম! থাম! তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, বাধা দিও না। পেশাব করা শেষ হইলে তিনি লোকটিকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, দেখ, এ মসজিদগুলি পেশাব-পায়খানা কিংবা এই জাতীয় কোন আবর্জনা ফেলার জায়গা নয়। এইগুলি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ পাকের যিকির ও সালাত আদায় করার স্থান। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনিতে নির্দেশ দেন এবং উহা দ্বারা সেই জায়গাটি পরিষ্কার করাইয়া দেন (আখলাকুন-নবী,

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মাহারিবে খাছফা নামক একটি স্থানে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কাফিররা মুসলমানদের অসতর্কতার সুযোগ খুঁজিতেছিল। জনৈক কাফির চুপিসারে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিয়রে দাঁড়াইল এবং বলিল, এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তরবারিটি তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি উত্তম তরবারি ধারণকারী হউন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। লোকটি তাহার সঙ্গীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি সর্বোত্তম ব্যক্তির হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি (আখলাকুন-নবী, পৃ. ২৯)।

মক্কাবাসী ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ইহার পরও যখন মক্কা বিজয় হইল তখন সেই অত্যাচারীদের সহিত কি মহৎ আচরণটাই না নবী করীম (স) করিলেন! হযরত উমর (রা) বলেন, যখন মক্কা বিজয়ের দিন আসিল, রাসূলুল্লাহ (স) সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ইব্ন খালাফ, আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব ও হারিছ ইব্ন হিশামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত উমার (রা) বলেন, আমি আপন মনে বলিলাম, আজ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাহাদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দান করিবেন। কেননা স্পষ্টতই ইহারা যুদ্ধাপরাধী। নবী কারীম (স) তাহাদেরকে হত্যা করাইবেন এবং আমার দ্বারাই এই কাজ করাইবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘ বাদানুবাদের পর বলিলেন, এখন আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার ভ্রাতাদের ও তাঁহার ভাইদের মত। এইজন্য আমি তাহাই বলিব যাহা হযরত ইউসুফ (আ) বলিয়াছিলেন ঃ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ "তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নাই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।" হযরত উমার (রা) বলেন, আমি লজ্জায় নতমুখ হইয়া গেলাম। আমি যেইখানে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি লইতেছি, আনন্দ উল্লাস করিতেছি, তিনি সেইখানে আজীবনের জানের দুশমনদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ শুনাইতেছেন (আখলাকুন-নবী, পৃ. ৩৮)।

একবার এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে নিজে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কিছু লেনদেন করিল। অতঃপর তাহার পাওনা পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আসিয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত দুর্ব্যবহার করিতে শুরু করিল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাদরের উভয় পার্শ্ব ধরিয়া সজোরে টানিয়া বলিল, আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠীর মধ্যে আমি আপনাকে চিনি, আপনি অত্যন্ত টালবাহানাকারী। হযরত উমার (রা) এই কথা শুনিয়া তাহার গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার হুমকি দিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোমার বরং উচিৎ ছিল আমাকে যথাসময়ে কর্জ পরিশোধ করিতে বলা এবং তাহাকে নরম ভাষায় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) উমার (রা)-কে বলিলেন, তাহার পাওনা পরিশোধ করিয়া দাও এবং ধমক দেওয়ার জন্য আরও বিশ সা' বেশী দাও। তিনি

তাহাই করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই আখলাকের পরিচয় পাইয়া লোকটি ইসলাম গ্রহণ করিল (আখলাকুন-নবী, পৃ. ১২২-১২৪)।

জিহাদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আখলাক

মদীনার জীবনে মহানবী (স)-কে বহুবার ইসলামের দুশমনদের সহিত মুকাবিলা করিতে হয় এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়। প্রচলিত যুদ্ধ বিচার-বুদ্ধির পরিবর্তে আবেগ-উদ্দীপনা দ্বারা পরিচালিত হইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান চরিত্রে এই সকল ক্ষেত্রেও সর্বদা ন্যায়পরায়ণতা ও ভারসাম্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেও তাঁহার উত্তম আখলাক জগতকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছে। যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদগণের প্রতি তাঁহার নির্দেশ ছিল কেবল আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী সমুন্নত রাখিবার উদ্দেশ্যেই জিহাদ করিবে (আল-বুখারী, কিতাবুল-জিহাদ; মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদ)।

কোন যুদ্ধে মুজাহিদগণকে বিদায় করিবার সময় তিনি মদীনার উপকণ্ঠ পর্যন্ত গমন করিতেন। তিনি তাহাদেরকে এবং তাহাদের দীনকে আল্লাহর আশ্রয়ে ন্যস্ত করিতেন। ইহা ছাড়া এই উপদেশ প্রদান করিতেন যে, আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ভয় করিবে এবং স্বীয় সঙ্গী মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করিবে। তারপর বলিতেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবে; অসাধুতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে না। নিহতের নাক-কান কর্তন (মুছলা) করিবে না, শিশু ও নারীদের হত্যা করিবে না (আল-বুখারী, ১খ., পৃ. ৪১৫; আত-তিরমিযী, ১খ., পৃ. ১৯১)।

কোন যুদ্ধে শত্রুদের প্রতিরোধকল্পে যেই কৌশলই বিবেচিত হইত তিনি সেই কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহাবীদের সহিত শরীক থাকিতেন। খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (আল-বুখারী, কিতাবুল-জিহাদ, ১খ., ৩৯৮)।

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাঁহার নির্দেশ ছিল ঃ যদি শত্রু তোমাদের উপর হামলা করে এবং তাহারা তোমাদের হামলার সময় কালেমা পাঠ করে তবে তৎক্ষণাত তাহাদের উপর হইতে অস্ত্র সংবরণ করিবে (মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদ)।

অধিক রক্তপাত যেন না হয় সেইজন্য তিনি এমনভাবে অভিযান পরিচালনা করিতেন যেন শত্রুপক্ষ টের না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং অল্পতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., ৬৩৪)। আল্লাহর সাহায্যে যখন রাসূলুল্লাহ (স) আনন্দদায়ক কিছু অর্জন করিতেন, তখন কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করিতেন (আত-তিরমিযী, ১খ., পৃ. ১৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, এম বশীর এণ্ড সন্স, ভারত, ১খ., ২খ.; (৩) ইমাম মুসলিম, কুতুবখানা রহীমিয়া, ভারত, ২খ.; (৪) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে', কুতুবখানা রহীমিয়া, দিল্লী, ১খ., ২খ.; (৫) ইমাম আবূ দাউদ, আস্-সুনান, দারু ইহ্য়াইস সুন্নাতিন্নাবাবী, ৪খ.; (৬) ইমাম ইব্ন মাজা, আস্-সুনান, এম বশীর

এণ্ড সন্স, কলিকাতা; (৭) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আল্-মুসনাদ, দারুল হাদীছ কায়রো; (৮) ইমাম গাযালী, ইহ্য়াউ 'উলূমিদ্দীন, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, ৩খ.; (৯) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, দারু সাদির, বৈরূত, ২খ., ১খ.; (১০) কাদী 'ইয়াদ, আশ্-শিফা, মাকতাবুল-ফারাবী, দামিশক; (১১) ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, ২খ.; (১২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো, ২খ.; (১৩) মুহাম্মাদ আবদুল আযীয, আল-আদাবুন-নাবাবী, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা. বি.; (১৪) ইমাম তিরমিযী, আশ-শামাইল, কুতুবখানা রহীমিয়া (আল-জামি সংশ্লিষ্ট), দিল্লী; (১৫) ইমাম কুরতুবী, আল-জামি'উ লি-আহকামিল-কুরআন, দারুল হাদীছ, কায়রো ১৭ খ.; (১৬) সায়্যিদ কুত্ব, ফী যিলালিল কুরআন, কায়রো, ৬খ.; (১৭) ইব্ন মানযূর, লিসানুল-আরাব, বৈরূত, ১০খ.; (১৮) ইমাম রাগিব, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুরআন; (১৯) মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত, ১ম সং. ১৪১৭ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (২০) হাফিজ আবূ শায়খ ইসফাহানী, আখলাকুন-নবী, ই.ফা.বা. ১৪১৮ হি. / ১৯৯৮ খৃ.; (২১) ইউসুফ কান্ধলভী, হায়াতুস-সাহাবা, ৩খ.; (২২) ইমাম নববী, রিয়াদুস-সালিহীন, ভারত; (২৩) ইমাম কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া, আল-মাকতাবুল-ইসলামী, ২খ.; (২৪) ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, 'আলামুল-কুতুব, লণ্ডন তা. বি., ২খ.; (২৫) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবুত তাহ্যীব, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা.বি., ১০খ.; (২৬) মাওলানা আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন, আল-বালাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২৯খ.; (২৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা; (২৮) ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূল করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, ই.ফা.বা.; (২৯) ইব্ন কাছীর, শামাইলুর-রাসূল, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি.; (৩০) মুহাম্মাদ ইসমাঈল আস-সানআন, সুবুলুস-সালাম, দারুল হাদীছ, কায়রো, ১ম সং. ১৪১৭ হি. /১৯৯৭ খৃ.; (৩১) সুলায়মান ইব্ন আবদুল হানলালী, বাহজাতুন-নাজিরীন, দারু ইব্ন জাওযী, ১ম সং. ১৪১৫ হি. /১৯৯৪ খৃ., ১খ.; (৩২) ঈদে মিলাদুন্নবী স্মরণিকা, সং ১৪২২ হিজরী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

খান মুহম্মদ ইলিয়াস

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সদাচার

আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী বানাইয়াছেন, সেহেতু তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট চরিত্র ও উন্নত মন-মানসিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। আম জনতার সাথে তাঁহার আচরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সেই সত্যটিই প্রতিভাত হইয়া উঠে।

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, আপন-পর, ভদ্র-অভদ্র, মুসলিম-অমুসলিম তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ দান, সালাম, মুসাফাহা ও মু'আনাকা করা, 'মারহাবা' বলিয়া আগন্তুককে অভিবাদন জানানো, লাব্বায়ক বলিয়া আহ্বানে সাড়া দেওয়া, মুসাফাহার পর স্বীয় হস্তদ্বয় আগে না সরানো, কেহ কানে কানে কথা বলিলে তাহা শ্রবণ করা ও নিজের কান ও চেহারা বক্তার আগে না সরানো, পরিচিতদের সার্বিক খোঁজ-খবর নেওয়া, বিনা অনুমতিতে কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ না করা, তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিলে নিষেধ না করা ইত্যাদি সব কিছুই ছিল তাঁহার সদাচারের নমুনা যাহার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই, পৃথিবীতে যাহার তুলনা আর একটিও হয় না।

মুচকি হাসি ঃ হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ দান

ইমাম তিরমিযী হযরত জারীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর হইতে রাসূলুল্লাহ (স) কখনও আমাকে তাঁহার সাক্ষাৎ দান হইতে অসম্মতি জানান নাই এবং যখনই আমাকে দেখিয়াছেন মুচকি হাসিয়াছেন (ইব্নুল-আরাবী আল-মালিকী, আরিযাতুল-আহওয়াযী, শরহু জামিইত-তিরমিযী, ১৩খ., পৃ. ২২০)।

ইমাম আহমাদ হযরত উম্মু দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত আবূ দারদা (রা) কোন কথা বলিলে মুচকি হাসিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম, আপনাকে তো মানুষ আহমক মনে করিবে। তিনি উত্তরে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসি ছাড়া কোন কথা বলিতেন না (আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ৬খ, পৃ. ২৫৭, নং ২১২২৫)।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন, আল-হারিছ ইব্ন জাযই (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসিতে আর কাহাকেও দেখি নাই (মুসনাদে

ইমাম আহমাদ, ৫খ., পৃ. ২১০, নং ১৭২৫১; আরিযাতুল-আহওয়াযী, শারহ তিরমিযী, ১৩খ., পৃ. ১১৯; ৩৬৫০-১)।

আবুশ-শায়খ বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আমরাহ্ (র) জানিতে চাহিলেন, রাসূলে আকরাম (স) একান্ত অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিতেন? উত্তরে হযরত আইশা (রা) বলিলেন, তিনি অন্যান্য পুরুষদের মতই একজন পুরুষ ছিলেন । তবে তিনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকিতেন (হাফিজ আবূ মুহাম্মাদ আবদিল্লাহ আবুশ-শায়খ, আখলাকুন্নবী ওয়া আদাবুহু, ১খ., পৃ. ১৩০, নং ২৩)।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত 'আইশা (রা) বলেন, জনৈক আগন্তুক নবী কারীম (স)-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অনুমতি প্রদান করিয়া এই বলিয়া মন্তব্য করিলেন যে, "লোকটি স্বীয় বংশের দুষ্টতম ব্যক্তি"। কিন্তু সামনে আসিলে তাহাকে উত্তম স্থানে বসাইলেন, তাহার সহিত হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় ও নরম ভাষায় কথা বলিলেন। লোকটি চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি সম্পর্কে প্রথমে আপনি এইরূপ মন্তব্য করিলেন, অথচ নিকটে আসিলে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় এইরূপ উত্তম ব্যবহার দেখাইলেন? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন ঃ হে আইশা! তুমি কি কখনো আমাকে অশোভনীয় আচরণ করিতে দেখিয়াছ? কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হইবে সে, যাহার অনিষ্টতার আশংকায় মানুষ তাহাকে পরিহার করিয়া চলে (আল্লামা কাস্তাল্লানী, শারহুল আল্লামা যুরকানী আলাল-মাওয়াহিব, ৬খ., পৃ. ২৮-৩০)।

ইমাম মুসলিম হযরত আবূ যার (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে এই মর্মে নসীহত করিয়াছেন যে, ছোট একটি নেকীর কাজকেও তুচ্ছ ভাবিও না, এমনকি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মুসলমান ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাও একটি নেকী মনে করিও (ইকমালু ইকমালিল মু'লিম শারহু সাহীহ মুসলিম, ৮খ., পৃ. ৫৯৮,নং ২৬২৬)।

মিশকাত শরীফে তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়া হযরত আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তোমার ভাইয়ের সহিত মুচকি হাসিয়া সাক্ষাৎ করা সাদাকাতুল্য। সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান একটি সাদাকা। পথহারাকে পথের সন্ধান দেওয়া সাদাকা। রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু, কাঁটা, হাড্ডি ইত্যাদি সরাইয়া দেওয়া সাদাকা। এমনকি তোমার বালতি হইতে ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢালিয়া দেওয়াও সাদাকা (ইমাম শারফুদ্দীন তীবী, শরহে মিশকাত, ৪খ, পৃ. ১০৯, নং ১৯১১)।

লক্ষণীয় বিষয় ঃ প্রথমত, ইবনুল-ফারিস হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তাওরাত শরীফে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি নাম ছিল ঃ أحمد الضحوك। (আহ্‌মাদু আদ্‌-দাহূক)। তাঁহার নামকরণ الضَّحُوْكُ (আদ্‌-দাহূক, হাস্যোজ্জ্বল) এইজন্য

করা হইয়াছিল যে, তিনি সহাস্য বদন ও সর্বোত্তম ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। আরবের রূঢ় ও গোঁয়ার প্রকৃতির বেদুঈন যতবারই তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছে কেহই তাঁহাকে বিরক্তিপূর্ণ, বদমেযাজী ও রুক্ষ আচরণ করিতে দেখে নাই; বরং সকলেই তাঁহাকে আলাপচারিতায় খুবই বিনম্র ও ব্যবহারে অত্যন্ত সদয় পাইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, আবুল হাসান ইব্ন দাহ্হাক বলেন, হাদীছসমূহের দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী কারীম (স) হাসিয়াছেন, এমনকি হাসার সময় মাঝে মাঝে তাঁহার নাওয়াজিয (পেষণদন্ত) পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহার হাসি মুচকির সীমা অতিক্রম করিত না। অবশ্য তিনি অধিকাংশ সময়ই মুচকি হাসিতেন; ইহার অধিক কদাচিৎ হাসিতেন। যাহারা কদাচিতের সেই হাসি প্রত্যক্ষ করেন নাই তাহারা ভাবিয়াছেন যে, তিনি মুচকির অধিক হাসিতেন না। পক্ষান্তরে যাহারা কদাচিতের হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা ইহাকে সকল সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেন নাই, বরং কদাচিৎ এইরূপ হাসিয়াছেন ইহাই বুঝানো উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, আবুল-হাসান ইব্ন দাহ্হাক হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে হাসি আসিলে তিনি মুখে হাত রাখিয়া দিতেন এবং বলিতেন ঃ আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই দিন জাহান্নাম সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে আমি কখনও হাসি নাই (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ১২৪)।

সালাম বিনিময়

ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কখনও শ্রোতাদের বুঝার সুবিধার্থে তিনবার সালাম দিতেন। এমনিভাবে বুঝিবার সুবিধার্থে কখনও একটি কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করিতেন (সহীহ বুখারী, ফাতহু'ল-বারীর শরাহসহ, ১১খ, পৃ. ২৮, নং ৬২৪৪)।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদা কয়েকজন কিশোরের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহাদিগকে সালাম করিলেন ও বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপ করিতেন (বুখারী, ফাতহুল-বারীসহ, ১১খ, পৃ. ৩৪, নং ৬২৪৭; মুসলিম, ইকমালসহ, ৭খ., পৃ. ৩৩৩, নং ২১৬৮)।

আবূ দাউদ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একবার কিছু ক্রীড়ারত বালকের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে সালাম করিলেন। অন্য রিওয়ায়াতে তিনি আরও বলিয়াছেন, একদা আমি কয়েকজন বালকের সঙ্গে কোন স্থানে ছিলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট তাশরীফ আনিয়া আমাদিগকে সালাম করিলেন এবং আমার হাতে একটি চিঠি দিয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌছাইতে বলিলেন। অতঃপর তিনি একটি দেয়ালে

বসিয়া রহিলেন। আমি চিঠি পৌঁছাইয়া প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তিনি সেখানে বসিয়া রহিলেন ('আওনুল-মা'বূদ শরহু আবী দাউদ, ১৪খ., পৃ. ৭৪, নং ৫১৯১-২)।

ইব্ন মাজা হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা কিছু মহিলার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে সালাম করিলেন (আস্-সুনান লি-ইব্ন মাজা, ২খ., পৃ. ১২২০, নং ৩৭০১)।

আবূ দাউদ হযরত আস্মা বিন্ত ইয়াযীদ আল-আনসারিয়্যা (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমি কয়েকজন বান্ধবীসহ কোন স্থানে ছিলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) সেই স্থান দিয়া অতিক্রমকালে আমাদিগকে সালাম করিলেন ('আওনুল- মা'বূদ শরহু আবী দাউদ, ১৪খ., পৃ. ৭৪, নং ৫১৯৩)।

হাতের ইশারায় সালাম

ইমাম বুখারী তাঁহার আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আসমা (রা)-এর বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। মসজিদে একদল মহিলাকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া তিনি ডান হাতের ইশারায় তাহাদেরকে সালাম জানাইলেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৪৫৯, নং ১০৪৭)।

ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট অবস্থানরত জাগ্রত ব্যক্তিকে সালাম

ইমাম মুসলিম হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও রাত্রি বেলায় বাসায় আসিয়া এইভাবে সালাম করিতেন যাহাতে ঘুমন্তরা জাগিয়া না যায় অথচ জাগ্রতরা সালামের শব্দ শুনিতে পায় (ফাতহুল-বারী, ১১খ., পৃ. ২০, ৬২৩৫ নং হাদীছের টীকা)।

সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি

ইব্ন কাছীর ইব্ন জারীরের বরাতে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি প্রিয়নবী (স)-এর খিদমতে আগমন পূর্বক বলিল, আস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ! প্রিয়নবী (স) উত্তরে বলিলেন ঃ ওয়া 'আলায়কাস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, আস্সালামু 'আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লাহ ! তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ ওয়া 'আলায়কাস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আস্সালামু 'আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু! নবী কারীম (স) ইহার উত্তরে বলিলেন ঃ ওয়া 'আলায়কা। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া আগন্তুক বলিল, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হউক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি আমার চাইতে অধিক জবাব প্রদান করিয়াছেন, অথচ আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)

বলিলেন ঃ তুমি তো আমার জন্য কোন কিছু বাকী রাখ নাই (কাজেই তুমি যেইভাবে পূর্ণ সালাম দিয়াছ আমিও ওয়া 'আলায়কা-এর মাধ্যমে পূর্ণ উত্তরই দিয়াছি)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا .

"তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে" (৪ ঃ ৮৬)।

যেহেতু তোমার চাইতে উত্তম অভিবাদন হইতে পারে না, কাজেই আমি উহাই পেশ করিলাম (ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১খ., পৃ. ৫০৩-৪)।

তাবারানী তাঁহার আল-আওসাত কিতাবে হযরত 'আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একবার আমাকে বলিলেন ঃ হে 'আইশা! এই যে হযরত জিবরাঈল (আ) তাশরীফ আনিয়াছেন। তিনি তোমাকে সালাম বলিতেছেন। আমি বলিলাম, ওয়া আলায়কাস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এতটুকু বলার পর আমি আরও বাড়াইতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ এইখানেই সালাম সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হযরত 'আইশা (রা)-এর জবাব শ্রবণ করিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ হে নবী পরিবার! তোমাদিগের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক (হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ২৭২)।

পাপাচারের কারণে সালামের উত্তর না দেওয়া

ইমাম আবূ দাউদ হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, লাল রং-এর এক জোড়া চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাঁহাকে সালাম করিল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না ('আওনুল-মা'বূদ শরহু আবী দাউদ, ১১খ., পৃ. ৮১, নং ৪০৬৩)।

ইমাম আহমাদ হযরত 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ একবার আমার উভয় হাত ফাটিয়া গিয়াছিল। রাত্রে বাড়ী যাওয়ার পর পরিবারের লোকেরা আমার হাতে যাফরান লেপিয়া দিল। সকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইয়া আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি কোন উত্তর দেন নাই ও কোনরূপ অভিবাদনও জানান নাই, বরং বলিলেন ঃ হাতের রং ধৌত করিয়া আস। আমি ধৌত করিয়া আসিয়া পুনর্বার সালাম করিলে তিনি উত্তরও দিলেন, অভিবাদনও জানাইলেন এবং বলিলেনঃ ফেরেশতাগণ কাফিরের জানাযা, যাফরানের রং যুক্ত ব্যক্তি ও নাপাক লোকের নিকট উপস্থিত হন না (৫খ., পৃ. ৪১৮;

ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ বাহরায়নের এক আগন্তুক রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম করিলে তিনি উত্তর প্রদান করেন নাই। কেননা তাহার হাতের আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি ও গায়ে রেশমী জুব্বা ছিল। লোকটি চিন্তিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় স্ত্রীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিল। স্ত্রী ব্যাপারটি আঁচ করিতে পারিয়া স্বামীকে বলিল, তোমার আংটি ও জুব্বা দেখিয়া তিনি এইরূপ করিয়াছেন। তুমি এইগুলি ফেলিয়া পুনর্বার যাও। লোকটি তাহাই করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, তুমি প্রথমবার আসিয়া সালাম করিলে আমি এইজন্য মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলাম, যেহেতু তোমার হাতে জাহান্নামের একটি আংটি ছিল (পৃ. ৪৫০, নং ১০১২)।

অন্যের নিকট সালাম পৌঁছানো

ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ একদা হযরত জিবরাঈল (আ) তাশরীফ আনিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হযরত খাদীজা (রা) খাবার, তরকারী ও পানীয়সহ কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার নিকট আগমন করিবেন। তিনি আসিলে আপনি তাঁহার নিকট আপনার রব ও আমার পক্ষ হইতে সালাম পৌঁছাইয়া তাঁহাকে মোতির তৈরী এমন একটি জান্নাতের সুসংবাদ জানাইবেন যেইখানে না থাকিবে কোন হিংসা, না কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ (ইকমাল শারহে মুসলিম, ৮খ., পৃ. ২৮৪, নং ২৪৩২)।

নাসাঈ হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন পূর্বক বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা খাদীজাকে সালাম বলিতেছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত খাদীজা (রা) বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সালাম, আর হযরত জিবরাঈলের উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক (কিতাবুস-সুনান আল-কুবরা, ৫খ., পৃ. ৯৪, নং ৮৩৫৯)।

সালাম পৌঁছাইলে উহার উত্তর

ইমাম আহমাদ গালিব আল-কাত্তানের বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার আব্বা আপনার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহার উত্তরে বলিলেন ঃ ওয়া 'আলায়কা ওয়া আলা আবীকাস্-সালাম (তোমার ও তোমার পিতার উপর সালাম) (৫খ., পৃ. ৫০৪, নং ২২৫৯৪)।

অমুসলিমকে সালাম প্রদানের পদ্ধতি

আবদুর রায্যাক হযরত মা'মার (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (স) বলিয়াছেন, তুমি কোন অমুসলিমের গৃহে প্রবেশ করিলে এইভাবে সালাম করিবে ঃ "আস্সালামু 'আলা মানিত্তাবা'আল হুদা" (সৎপথ অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হউক)।

ইব্‌ন আবী শায়বা আবূ মালিকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, মুশরিকদেরকে সালাম করিলে বলিবে ঃ 'আস্‌সালামু 'আলায়না ওয়া আলা 'ইবাদিল্লাহিস্‌-সালিহীন" (আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম)। ইহাতে তাহারা মনে করিবে যে, তুমি সালাম করিয়াছ অথচ তুমি তাহাদের হইতে সালামকে ফিরাইয়া লইয়াছ (ফাতহুল-বারী, ১১খ., পৃ. ৪৬-৪৯, নং ৬২৫৭ নং হাদীছের টীকা)।

অমুসলিমের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি

ইমাম আবূ দাউদ হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুসলিমগণ আমাদিগকে সালাম করিলে আমরা কিভাবে জবাব দিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা শুধু বলিবে ঃ "ওয়া 'আলাইকুম" (১৪খ., পৃ. ৭৮, নং ৫১৯৬)।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত 'আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই বলিয়া সালাম করিল, আসসামু 'আলাইকা" (আপনার ধ্বংস হউক)। রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন ঃ "ওয়া' আলাইকুম" (তোমাদিগের উপরই)। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, আস্‌সামু 'আলাইকুম ওয়া লা'আনাকুমুল্লাহ ওয়া গাদাবা আলায়কুম (তোমাদিগের ধ্বংস হউক, আল্লাহ তোমাদিগকে অভিসম্পাত করুন ও তাঁহার ক্রোধ আরোপ করুন)। ইহা শ্রবণ করিয়া মহানবী (স) ইরশাদ করিলেন ঃ হে আইশা! তোমার জন্য উচিত কোমল ব্যবহার করা ও অশ্রাব্য গালমন্দ হইতে বাঁচিয়া থাকা। হযরত 'আইশা (র) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি শুনেন নাই তাহারা আপনাকে কী বলিয়াছে? তিনি বলিলেন ঃ আমি কী উত্তর দিয়াছি তুমি কি শুন নাই? তাহাদের কথা তাহাদের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছি। অথচ আমার বিপক্ষে তাহাদের দু'আ বিফল যাইবে, পক্ষান্তরে তাহাদের বিরুদ্ধে আমার দু'আ গ্রহণযোগ্য (বুখারী, ১১খ., পৃ. ২০৩, নং ৬৪০১; মুসলিম, ৭খ., পৃ. ৩২৮, নং ২১৬৫)।

সালাম না দিয়ে প্রবেশকারীর সহিত আচরণ

আবূ দাউদ হযরত কালাদা ইব্‌ন হাম্বল (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা একবার তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে দুধ, শসা ও একটি হরিণের বাচ্চা হাদিয়াসহ প্রেরণ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) মক্কার উপত্যকাসমূহের কোন একটিতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহার খিদমতে বিনা সালামে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন ঃ ফিরিয়া যাও ও আস্‌সালামু 'আলায়কুম বলিয়া পুনর্বার আস। ইহা সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা ('আওনুল-মা'বূদ শরহে আবী দাউদ, ১৪খ.,

"মারহাবা" বলিয়া অভিবাদন জানানো

ইমাম তিরমিযী হযরত 'আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত 'আম্মার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তিনি তাঁহার কণ্ঠ চিনিতে পারিয়া বলিলেন ঃ "তায়্যিব মুতায়্যিব (উত্তম, ভালো ব্যক্তি)-কে "মারহাবা" (ইবনুল 'আরাবী আল-মালিকী, আরিয়াতুল-আহওয়াযী শারহু সুনানিত-তিরমিযী, ১৩খ., পৃ. ২০৭-৮, নং ৩৮০৭)।

ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত 'আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত ফাতিমা (রা) পদব্রজে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার হাঁটার পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুরূপই ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ "মারহাবা" (খোশ আমদেদ) ! অতঃপর তাঁহাকে নিজের ডান অথবা বাম পার্শ্বে বসাইলেন (পৃ. ৪৫৪, নং ১০৩০)।

মুসাফাহা, মু'আনাকা ও চুম্বন

ইমাম আহমাদ আবূ দাউদের বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি হযরত বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম। তিনি আমাকে সালাম করিয়া আমার হাত ধরিলেন (মুসাফাহা করিলেন) এবং আমার চেহারার প্রতি তাকাইয়া হাসি দিলেন, অতঃপর বলিলেন, তুমি কি জান আমি কেন এইরূপ করিয়াছি? আমি বলিলাম, না। তবে আপনি তো উত্তম কাজই করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি এইরূপ করিয়াছি এইজন্য যে, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি আমার সহিত এইরূপই করিয়াছিলেন যেইরূপ আমি তোমার সাথে করিলাম। তখন তিনি আমাকে এইরূপ করার কারণ জানি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তোমার মতই উত্তর দিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যদি দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতকালে সালামান্তে একে অপরের হাত ধরে (মুসাফাহা করে) তাহা হইলে আল্লাহ্ পাক তাহাদের হাত ধরেন ও মুসলমানদ্বয়ের হাত সরানোর পূর্বেই তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন (৫খ., পৃ. ৩৬৭, নং ১৮০৭৭)।

ইমাম নাসাঈ হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন সাহাবার সঙ্গে সাক্ষাত হইলে তাঁহাকে স্পর্শ (মুসাফাহা) করিতেন ও তাঁহার জন্য দু'আ করিতেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ১৫০)।

ইমাম আহমাদ আনাযা গোত্রের এক লোক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যার (রা)-কে সিরিয়া হইতে পাঠাইয়া দেওয়ার পর লোকটি তাঁহাকে বলিল, আমি আপনাকে আখেরী নবী (স)-এর একখানা হাদীছ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। হযরত আবূ যার (রা) বলিলেন, অবশ্যই বলিব, তবে যদি কোন গোপনীয় বিষয় না হয়। লোকটি বলিল, কোন গোপনীয় বিষয় নয়। তাহা হইল ঃ আপনারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি কি আপনাদের সহিত মুসাফাহা করিতেন? তিনি বলিলেন, আমি এমন কোন দিন সাক্ষাত করি নাই যে, তিনি

আমার সাথে মুসাফাহা করেন নাই। একদিন তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইলেন। আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আসার পর খবর জানিতে পারিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌছিলাম। তিনি খাটিয়ার উপর বসা ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া জড়াইয়া ধরিলেন (মু'আনাকা করিলেন), সেই ভালোবাসার পরশ আমার জন্য তাবৎ বস্তুকুলের তুলনায় উত্তম ছিল (৬খ., পৃ. ২১১, নং ২০৯৬৫)।

ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী কারীম (স) হযরত হাসান (রা)-কে চুম্বন করিলেন। সেখানে আল-আকরা ইব্‌ন হাবিস আত্-তামীমী উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা বলিলেন, আমার ১০টি সন্তান রহিয়াছে অথচ আমি একটিকেও চুম্বন করি নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন ও বলিলেন ঃ যে দয়া করে না সে দয়া পায় না (ইরশাদুস-সারী শরহ্ সহীহ্ বুখারী , ১৩খ., পৃ. ২৯, নং ৫৯৯৭)।

ইমাম বুখারী হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ একদা কতক বেদুঈন নবী কারীম (স)-এর নিকট আগমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি বাচ্চাদেরকে চুম্বন করিয়া থাকেন? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, হাঁ, করিয়া থাকি। তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো চুম্বন করি না। ইহা শুনিয়া নবী কারীম (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের অন্তর হইতে দয়ামায়া বাহির করিয়া নেন তাহা হইলে আমি তো উহা তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করিতে পারিব না (১০খ., পৃ. ৪৪০-৪৪, নং ৫৯৯৮)।

ইব্‌ন সা'দ হযরত শা'বী (র)-এর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) খায়বার হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব মাদীনায় আগমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া মু'আনাকা করিয়া তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন ও বলিলেন ঃ কোনটার আনন্দ উপভোগ করিব, জা'ফারের আগমনের, না খায়বার বিজয়ের (আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ৪খ., পৃ. ৩৩৬)।

ইব্‌ন হাজার ইমাম তিরমিযী (র)-এর বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত আইশা (রা) বলেন, হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা মদীনায় আগমন পূর্বক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাড়িতে আসিয়া দরজায় আওয়াজ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনি খালি গায়েই তাঁহার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন, তাঁহার কাপড় মাটিতে হেঁচড়াইতেছিল। অতঃপর মু'আনাকা করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। সেই দিন ব্যতীত আর কখনও তাঁহাকে খালি গায়ে বাহির হইতে দেখা যায় নাই (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৯, নং ২৮৯৭১)।

মুসাফাহা করার পর হাত আগে পৃথক না করা

ইব্‌ন 'আদী মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমি সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম। তিনি আমার

হাত ধরিয়া মুসাফাহা করিলেন। অতঃপর আমি হাত সরানোর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ধরিয়াই রাখিলেন (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৩৯৯)।

আবূ দাউদ হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ আমি যাহাদিগকে দেখিয়াছি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কানের নিকট মুখ নিয়া কথা বলিয়াছে, তাহাদের কাহারও ক্ষেত্রে এইরূপ দেখি নাই যে, কথাশেষে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে আগে কান সরাইয়াছেন যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি মুখ ঘুরাইয়াছে। এমনিভাবে তাঁহার সাথে মুসাফাহা করিলে তিনি কখনও আগে হাত সরাইতেন না যতক্ষণ না সেই লোক সরাইত (১৩ খ., পৃ. ১০৩, নং ৪৭৮৩)।

ইমাম আবূ দাউদ হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কাহারও সঙ্গে মুসাফাহা করিলে সেই ব্যক্তির হাত সরানোর আগ পর্যন্ত তিনি হাত ধরিয়া রাখিতেন। এমনিভাবে তাঁহার চেহারা মোবারকও ঘুরাইতেন না যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি ঘুরাইত (১৩ খ., পৃ. ১০৩, নং ৪৭৮৩)।

'আবদুল্লাহ ইব্নুল মুবারক হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কাহাকেও অভ্যর্থনা জানাইয়া মুসাফাহা করিলে স্বীয় হস্তদ্বয় আগে সরাইতেন না যতক্ষণ না সেই লোক নিজ হস্তদ্বয় সরাইত। তিনি সেই লোকের চেহারা হইতে আপন চেহারাও ফিরাইতেন না যতক্ষণ না সে নিজ চেহারা ফিরাইত এবং কখনও নিকটে উপবেশনকারীর দিকে তাঁহার পদদ্বয় প্রসারিত করিতেও দেখা যায় নাই (সুবুলুল-হুদা, ৯খ., পৃ. ৪০০)।

সার্বিক খোঁজ-খবর নেওয়া

আবুশ-শায়খ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কোন সাহাবীকে তিন দিন পর্যন্ত না দেখিলে তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি জানা যাইত যে, সেই সাহাবী মদীনার বাহিরে কোথাও গমন করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহার জন্য দু'আ করিতেন। তিনি বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন বলিয়া জানিতে পারিলে তাঁহার সাক্ষাতে যাইতেন। আর অসুস্থ হইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন (আখলাকুন-নবী ওয়া আদাবুহু, ১খ., পৃ. ৪৪৬, নং ১৬৫)।

আধা পাগল মহিলাকেও সাক্ষাত দান

ইমাম মুসলিম হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা এক আধা পাগল মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হইয়া বলিল, আপনার সাথে আমার কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ঠিক আছে, মদীনার যেই গলিতে ইচ্ছা বস, আমি তোমার কথা শুনিব। অতঃপর সে কোন একটি পথে বসিলে তিনি তাহার কথা শুনিলেন ও তাহার প্রয়োজন পূরণ করিলেন (মহিলাটি আধাপাগল ছিল বিধায় তিনি তাহাকে রাস্তায় বসার কথা বলিয়াছিলেন)।

সাক্ষাতপ্রার্থীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ইমাম আহমাদ (র) ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমার বসিবার জন্য একটি চামড়ার গদি প্রদান করিলেন যাহার ভিতর খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি ছিল। কিন্তু আমি উহাতে বসিলাম না, কাজেই উহা আমার ও মহানবী (স)-এর মাঝখানে পড়িয়া রহিল (২খ., পৃ. ২২৮; ২/৯৬, নং ৫৬৭৭)।

নেতৃস্থানীয় সাক্ষাতপ্রার্থীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হাকেম তাঁহার আল-মুসতাদরা কিতাবে হযরত জারীর ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তিনি একদা নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চতুষ্পার্শ্বে সাহাবায়ে কিরাম জড়ো হইয়া বসিয়াছিলেন। নবী করীম (স) স্বীয় চাদর মুবারক জারীরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে তিনি শ্রদ্ধাভরে উহা স্বীয় গলা ও চেহারায় লাগাইলেন, চুম্বন করিলেন, কপালে রাখিলেন ও বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন যেইরূপ আপনি আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, অতঃপর চাদরটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিঠে রাখিয়া দিলেন। ইঁহার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী (মু'মিন) ব্যক্তির নিকট কোন সম্প্রদায়ের নেতা আসিলে তাঁহার সম্মান করা উচিত (আল-মুসতাদরাক, ৪খ., পৃ. ৩২৪; ১১৩/৭৭৯১)।

তাবারানী হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ 'উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন। তখন হযরত আবূ বক্র ও 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যমীনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) একটি গদি আনিতে বলিলেন ও উহাতে তাহাকে বসাইলেন এবং বলিলেন ঃ তোমাদিগের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোক আসিলে তাহার সম্মান করিও (আল-মু'জামু'ল- কাবীর, ১৭খ., পৃ. ১৬০, ৪২২)।

আল-'আসকারী ও ইব্‌ন 'আসাকির হযরত 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি গদি দিলেন। কিন্তু হযরত 'আদী (রা) যমীনেই বসিলেন ও বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি পৃথিবীতে আধিপত্য ও ফাসাদ সৃষ্টি করিতে চাহেন না, কাজেই আমি ঈমান আনয়ন করিয়া মুসলমান হইলাম। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনাকে তাহার সাথে এইরূপ ব্যবহার করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যাহা অন্য কাহারও সহিত করিতে দেখি নাই। তিনি বলিলেন ঃ হাঁ, তিনি হইলেন নিজ সম্প্রদায়ের নেতা। তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের নেতা আসিলে তোমরা তাঁহার সম্মান করিও (হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ২৩৪)।

দূলাবী আবূ রাশেদ ইব্‌ন 'আব্দির রহমান (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিজ সম্প্রদায়ের এক শত লোকসহ গমন করিলাম। মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আমরা এক স্থানে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিলাম। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিল, হে আবূ মু'আবিয়া! তুমি সর্বাগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাত কর। তাঁহার মধ্যে পছন্দনীয় বিষয় পাইলে ফিরিয়া আসিবে, তখন আমরা সকলে যাইব। পক্ষান্তরে কোন অশোভনীয় বিষয় লক্ষ্য করিলে আমরা সকলেই ফিরিয়া চলিয়া যাইব। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলাম, অথচ আমি ছিলাম সম্প্রদায়ের সর্বকনিষ্ঠ। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রভাত সুখকর হউক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ইহা মুসলমানদের অভিবাদন নহে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে কিভাবে অভিবাদন করিব? তিনি বলিলেন ঃ কোন মুসলমানের সহিত সাক্ষাত হইলে বলিবে ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি তাঁহার শিক্ষা অনুযায়ী বলিলাম, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ ওয়া 'আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ। অতঃপর আমাকে বলিলেন ঃ তোমার নাম কি? আমি বলিলাম, আমি আবূ মু'আবিয়া আবদিল্লাহ ওয়াল-উয্‌যা। নবী কারীম (স) আমাকে বলিলেন ঃ না, বরং তুমি আবূ রাশেদ আবদুর রহমান। অতঃপর তিনি আমার সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করিলেন, তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন, তাঁহার চাদর পরিধান করাইলেন, তাঁহার লাঠি দান করিলেন। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গীদের মধ্য হইতে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, আপনি তাহার সহিত খুবই সম্মানজনক ব্যবহার করিয়াছেন । রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদিগকে বলিলেন ঃ তিনি হইলেন স্বীয় সম্প্রদায়ের নেতা। তোমাদিগের নিকট কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আগমন করিলে তোমরা তাঁহার সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করিও (আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ২৭৮)।

ইব্‌ন 'আসাকির হযরত উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী কারীম (স) সাহাবীগণের সঙ্গে বসা ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন আবূ বকর ও 'উমার (রা)। ইতোমধ্যে হযরত 'আব্বাস (রা) তাশরীফ আনিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার জন্য স্থান ফাঁকা করিয়া দিলে তিনি আবূ বকর ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝখানে উপবেশন করিলেন। অতঃপর নবী কারীম (স) হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ অভিজাত ব্যক্তিরাই কেবল অভিজাতদের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে। অতঃপর হযরত 'আব্বাস (রা) নবী কারীম (স)-এর প্রতি মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। নবী কারীম (স) তাঁহার সহিত খুবই মৃদু আওয়াজে কথা বলিতেছিলেন। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া হযরত আবূ বকর হযরত 'উমার (রা)-কে বলিলেন, আমার মনে হইতেছে রাসূলুল্লাহ (স) কোন অসুস্থতা অনুভব করিতেছেন। অতঃপর হযরত 'আব্বাস তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে হযরত আবূ বকর নবী কারীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তখন কি আপনি কোনরূপ অসুস্থতা বোধ করিতেছিলেন? তিনি বলিলেন, না। হযরত আবূ বকর বলিলেন, আমি আপনাকে অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলিতে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি বলিলেন, হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, হযরত 'আব্বাস আসিলে তাঁহার সামনে আওয়াজকে হালকা করিবার জন্য যেইভাবে তোমাদিগকে আমার সামনে নীচ করিবার হুকুম করা হইয়াছে (হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৩৩৫)।

লাব্বায়ক (উপস্থিত) বলিয়া ডাকে সাড়া দেওয়া

আবূ নু'আয়ম হযরত আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে অধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে কোন সাহাবী কিংবা তাঁহার পরিবারস্থ কেহ ডাকিলে তিনি 'লাব্বায়ক (আমি হাজির) বলিয়া সাড়া দিতেন। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪; আদ-দুররুল-মানছূর, ৬খ., পৃ. ২৫০)।

অনুমতি গ্রহণ করা ঃ অনুমতির অপেক্ষায় ঘরের দিকে মুখ করিয়া না দাঁড়ানো

ইমাম আহমাদ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র আল-মাযিনী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কাহারও বাড়ীতে তাশরীফ নিলে অনুমতির জন্য দরজা বরাবর ভিতর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতেন না বরং দরজার ডান কিংবা বাম পার্শ্বে সরিয়া অপেক্ষা করিতেন ও আস্‌সালামু আলাইকুম বলিতেন। তিনি অনুমতি পাইলে প্রবেশ করিতেন, অন্যথায় ফিরিয়া যাইতেন। তদানীন্তন সময়ে বাড়ীর দরজায় সাধারণত পর্দার ব্যবস্থা থাকিত না (আহমাদ, ৫খ., পৃ. ২০৯; ৪/১৯০, নং ১৭২৪১)।

অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি

ইমাম আবূ দাউদ হযরত কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (স) সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ীতে আগমন পূর্বক অনুমতি গ্রহণের ইচ্ছায় "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলিলেন। আমার আব্বা মৃদুস্বরে সালামের উত্তর দিলেন। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (স)-কে অনুমতি দিলেন না? তিনি বলিলেন, অপেক্ষা কর, তিনি আমাদিগকে আরও অধিক সালাম করিবেন। অতঃপর আবার বলিলেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" এইবারও আমার আব্বা অনুচ্চ আওয়াজে জবাব প্রদান করিলেন। অতঃপর তৃতীয় বার তিনি বলিলেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। এইবারও আমার আব্বা অতি স্বল্প আওয়াজে জবাব প্রদান করিলেন। কিন্তু মহানবী (স) জবাব শ্রবণ না করিতে পারিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। হযরত সা'দ (রা) বাহির হইয়া পিছন দিক হইতে তাঁহার সহিত

মিলিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আপনার সবকয়টি সালামই শ্রবণ করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দিয়াছি, তবে অনুচ্চ আওয়াজে। উদ্দেশ্য ছিল, যেন আপনি আরও অধিক সালাম দ্বারা আমাদিগকে ধন্য করেন। অতঃপর নবী করীম (স) হযরত সা'দ-এর বাড়ীতে গেলেন। হযরত সা'দ পানির ব্যবস্থা করিলে রাসূলুল্লাহ (স) গোসল করিলেন। হযরত সা'দ কুসুম রংয়ের একটি চাদর দিলে রাসূলুল্লাহ (স) উহা গায়ে জড়াইলেন ও স্বীয় হস্তদ্বয় উঠাইয়া দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ ! সা'দের পরিবারে আপনার রহমত ও বরকত নাযিল করুন। অতঃপর তিনি অল্প আহার করিয়া রওয়ানা দিলে হযরত সা'দ তাঁহার আরোহণের জন্য আরামদায়ক ও সহজে আরোহণযোগ্য একটি গাধা পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) উহার পিঠে আরোহণ করিলে সা'দ বলিলেন, হে কায়স ! তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে যাও। কায়স বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন ঃ আমার সঙ্গে আরোহণ কর। আমি অস্বীকার করিলে তিনি বলিলেন ঃ হয়ত আমার সঙ্গে আরোহণ করিয়া যাইবে, না হয় ফিরিয়া যাইবে (এমন হইবে না যে, আমি সওয়ার হইয়া চলিব অথচ তুমি পদব্রজে চলিবে)।

অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিক্ষাদান

ইমাম আবূ দাউদ হযরত রিব'ঈ ইব্ন হিরাশ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বানূ 'আমের গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করিল। তিনি তখন বাসায় ছিলেন। লোকটি বাসার নিকট যাইয়া বলিল, আমি কি প্রবেশ করিব ? রাসূলুল্লাহ (স) খাদেমকে বলিলেন ঃ লোকটির নিকট যাইয়া তাহাকে অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিখাইয়া দাও। তাহাকে বল, সে যেন এইভাবে বলে ঃ আস্সালামু আলাইকুম ! আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? আগন্তুক রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কথা শুনিয়া বলিল ঃ আস্সালামু আলাইকুম ! আমি কি আসিতে পারি? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলেন (৮খ., পৃ. ৫৬, নং ৫১৬৬)।

ইমাম বুখারী হযরত জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার আব্বার ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইলাম। দরজায় আওয়াজ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ কে? উত্তরে বলিলাম, আমি। অতঃপর তিনি এই কথা বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন, "আমি, আমি"। অর্থাৎ নাম না বলিয়া শুধু আমি বলাকে তিনি অপছন্দ করিয়াছেন (১১খ., পৃ. ৩৭; ৬২৫০)।

উঁকিঝুঁকির নিন্দা জ্ঞাপন

ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাড়িতে আসিয়া সামান্য একটু দরজা খুলিল। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা লক্ষ্য করিতে পারিয়া একটি তীর অথবা সরু কাঠি দিয়া বেদুঈনের চোখ আঘাত করিতে উদ্যত

হইলেন। ইতোমধ্যে বেদুঈন সারিয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ (বুঝিয়া লও) তুমি যদি দরজার ফাঁক দিয়া চাহিয়া থাকিতে তাহা হইলে আমি তোমার চক্ষু ফুটা করিয়া দিতাম (পৃ. ৪৭৯, নং ১০৯১)।

ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি দরজার ছিদ্র দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) লোহার একটি কাঠি দিয়া মাথা চুলকাইতেছিলেন। তিনি লোকটিকে দেখিয়া বলিলেন ঃ আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, তুমি এইভাবে ছিদ্র দিয়া দেখিতেছ, তাহা হইলে এই কাঠি দিয়া তোমার চোখ বিদ্ধ করিতাম। তিনি ইহাও বলিলেন ঃ অনুমতি নেওয়ার বিধান তো এইজন্যই দেওয়া হইয়াছে যেন ভিতরে দেখা না যায় (পৃ. ৪৬৯, নং ১০৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, দারুল জীল, বৈরূত, তা.বি., ১খ., পৃ. ৫০৩-৪; (২) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আদ-দুররু'ল-মানছুর ফিত-তাফসীরিল-মাছুর, দারু'ল-মারিফা, বৈরূত, তা.বি., ৬খ., পৃ. ২৫০; (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী, ফাতহু'ল-বারীসহ, দারুর-রায়্যান লিত্-তুরাছ, কায়রো ১৯৮৮ খৃ., ১০খ., পৃ. ৪৪০-৪৪; হাদীছ নং ৫৯৯৮; ১১খ., পৃ. ২০, ২৮, ৩৪, ৩৭, ২০৩; হাদীছ নং যথাক্রমে ৬২৩৫, ৬২৪৪, ৬২৪৭, ৬২৫০, ৬৪০১; ইরশাদু'স্-সারী, দারু'ল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., ১৩খ., পৃ. ২৯; হাদীছ নং ৫৯৯৭; (৪) মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, সহীহ্ মুসলিম, শারহু ইকমালু ইকমালিল মুসলিম, দারুল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ., ৭খ., পৃ. ৩২৮, ৩৩৩; হাদীছ নং যথাক্রমে ২১৬৫, ২১৬৮; ৮খ., পৃ. ২৮৩, ৫৭৮, হাদীছ নং যথাক্রমে ২৪৩২, ২৬২৬; (৫) আবূ-ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি', শারহু আরিযাতিল-আহওয়াযী, দারু ইহয়াইত্- তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা.বি., ১৩খ., পৃ. ১১৯, ২০৭, ২২০, হাদীছ নং যথাক্রমে ৩৬৫০, ৩৮০৭, ৩৮২৯; (৬) আবূ দাউদ আল-আশ'আছী, সুনান আবী দাউদ, শারহু 'আওনু'ল- মা'বূদ, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত তা.বি., ১১খ., পৃ. ৮১, হাদীছ নং ৪০৬৩; ১৩খ, পৃ. ১০৩; হা. নং ৪৭৮৩; ১৪খ., পৃ. ৫৫, ৫৯, ৭৪, ৭৮; হাদীছ নং যথাক্রমে ৫১৬৫, ৫১৭৪, ৫১৯১-৩, ৫১৯৬; (৭) আবূ আবদির-রহমান আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, কিতাবুস- সুনান আল-কুবরা, তাহকীক, ড. আবদুল গাফফার সুলায়মান আল- বুন্দারী ও সায়্যিদ কাসরাবী হাসান, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯১ খৃ., ৫খ., পৃ. ৯৪, হাদীছ নং ৮৩৫৯; (৮) ইব্‌ন মাজা, আস-সুনান লি-ইব্‌ন মাজা, তাহকীক ফু'আদ আবদুল বাকী, দারুত-তুরাছ আল- আরাবী, তা.বি., ২খ., পৃ. ১২২০, হাদীছ নং ৩৭০১; (৯) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, মুসনাদু ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ., ২খ., পৃ. ২২৮, হাদীছ নং ৫৬৭৭; ৫খ., পৃ.

২০৯, ২১০, ৩৬৭, ৪১৮, ৫০৪; হাদীছ নং যথাক্রমে ১৭২৪১, ১৭২৫১, ১৮০৭৭, ১৮৪০৬, ২২৫৯৪; (১০) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহকীক মুহাম্মাদ হিশাম আল-বুরহানী, ইমারাত, ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৪৫০, ৪৫৯, ৪৬৯, ৪৭৯, হাদীছ নং যথাক্রমে ১০১২, ১০৪৭, ১০৭০, ১০৯১; (১১) হাফিয তাবরানী, আল-মু'জামুল-কাবীর, দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, কায়রো ১৯৮০ খৃ., ১৭খ., পৃ. ১৬০; হাদীছ নং ৪২২; (১২) হাফিয আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আবুল শায়খ, আখলাকুন্নবী ওয়া আদাবুহু, দারুল মুসলিম, রিয়াদ ১৯৯৮ খৃ., ১খ., পৃ. ১৩০, ৪৪৬; হাদীছ নং ২৩, ১৫৬; (১৩) হাকেম আন-নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯০ খৃ., ৪খ., পৃ. ৩২৪; হাদীছ নং ১১৩/৭৭৯১; (১৩) 'আল্লামা কাসতাল্লানী, শারহুল আল্লামা যুরকানী আলাল-মাওয়াহিব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., ৬খ., পৃ. ২৮-৩০; (১৪) শারফুদ্দীন তীবী, শারহু মিশকাত, ইদারাতুল- কুরআন ওয়াল-'উলূম আল-'ইলমিয়্যা, করাচী ১৪১৩ হি., ৪খ., পৃ. ১০৯, হাদীছ নং ১৯১১; (১৫) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল-কুবরা, দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., ৪খ., পৃ. ৩৩৬; (১৬) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইসাবা, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ৯৯৫ খৃ., ২খ., পৃ. ৪৯৭, ক্রমিক নং ২৮৬৭; (১৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ., ৭খ., পৃ. ১২, ১২১-৪, ১৪০-৫০; ৯খ., পৃ. ৩৯৯-৪০০; (১৮) মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী, হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৩৮৩-৫, ২২৫-৩৫, ২৭১-৮; (১৯) আবূ বকর আহমাদ ইব্ন হুসায়ন আল-বায়হাকী, দালাইলুন-নুবুওয়াত, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৮৬ খৃ., ১খ., পৃ. ৩২০; (২০) মওলানা আহমাদ শিহাবুদ্দীন আল-খাফাজী, শারহুশ শিফা, মাতবা'আতুল আযহারিয়া আল-মিসরিয়া ১৩২৭ হি., ২খ., পৃ. ৬৭-৭৩; (২১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, বৈরূত ১৯৯৮ খৃ., ২খ., পৃ. ৩৭৫-৯৫; (২২) ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল-মুসতাফা, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ., পৃ. ৪২১-৬৫; (২৩) যাহাবী, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৮২ খৃ., ২খ., পৃ. ৩২২-৪; (২৪) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী আন-নাদবী, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, দারুশ শুরূক, জেদ্দা তা.বি., পৃ. ৪৪২-৫; (২৫) ইব্ন কাছীর, শামায়িলুর-রাসূল, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত তা.বি., পৃ. ৬৬-৭৩।

নূর মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ধৈর্য

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি উহাদের জন্য ত্বরা করিও না" (৪৬ ঃ ৩৫)।

মাসরূক (র) বলেন, 'আইশা (রা) আমাকে বলিয়াছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সকাল হইতে রোযা অবস্থায় ছিলেন। আহারের জন্য কিছু না পাওয়ায় সারাদিন উপবাস থাকিলেন। পরের দিনও একই অবস্থা হইল, তৃতীয় দিনও অনুরূপ হইল। তিনি এইভাবে ক্রমাগত তিনদিন তিনরাত্রি উপবাস থাকিবার পর আমাকে বলিলেন ঃ হে 'আইশা! দুনিয়া না মুহাম্মাদের জন্য শোভনীয়, না মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন ও বংশধরের জন্য! হে 'আইশা! আল্লাহ তা'আলা উলুল-'আয্ম (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) রাসূলগণের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন একমাত্র তাঁহাদের মনের বিপরীত বিধানাবলী পালনে ধৈর্যাবলম্বন ও মানবীয় বিষয়াবলী পরিত্যাগে সবর করার কারণে। তিনি আমার উপরও সন্তুষ্ট হইবেন একমাত্র সেইসব কষ্ট বরদাশ্ত করিবার কারণে যেই সমস্ত কষ্ট তাঁহারা বরদাশ্ত করিয়াছেন। কাজেই আল্লাহ্র কসম! আমি সাধ্যানুযায়ী ধৈর্যাবলম্বনে অটল থাকিব যেইভাবে তাঁহারা থাকিয়াছেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত কেহ কোন ইবাদত করিতে সক্ষম হইবে না (ইব্ন কাছীর, সূরা আহকাফের আয়াত নং ৩৫-এর ব্যাখ্যা)।

আনাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র পথে আমাকে এত সন্ত্রস্ত করা হইয়াছে যাহা আর কাহাকেও করা হয় নাই এবং এত অধিক যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে যাহা আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। কখনও ক্রমাগত ত্রিশ দিবারাত্র অতিক্রান্ত হইত অথচ আমার ও বিলালের ভক্ষণের জন্য এই পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা হইত না যাহা কোন মানুষ উদরস্থ করিতে পারে। আর যাহা মিলিত তাহা এতই যৎসামান্য হইত যে, বিলালের বগল উহাকে লুকাইতে পারিত (সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ, বাব নং ১৫, হাদীছ নং ২৫৯০)।

ধৈর্য বা صبر -এর সামর্থ্য অনুধাবনে আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে যে, অসামর্থ্য ও অপারগতার সময় ধৈর্য ধারণ করা ও সাধারণত বিপদাপদের ক্ষেত্রে ধৈর্যাবলম্বন করা প্রয়োজন। অথচ ইসলাম সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ, অনুরূপভাবে বিপদাপদ ছাড়াও জীবনের বহুমুখী ক্ষেত্রে ধৈর্যাবলম্বনের আদর্শ প্রদান করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে صبر (ধৈর্য) শব্দটি নানা

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নাবী, ৫খ, পৃ. ২৪৭-৬০)। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সীরাত অধ্যয়ন করিলে এই সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, কুরআনে বর্ণিত সেইসব ধৈর্য তাঁহার নূরানী জীবনে কী সুন্দরভাবে শোভা পাইয়াছিল।

দা'ওয়াতী কার্যে নজিরবিহীন ধৈর্যাবলম্বন

আল-হারিছ ইবনুল হারিছ বলেন, একদিন আমি বেশকিছু লোককে সমবেত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া আমার আব্বাকে তাহাদের একত্র হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ তাহারা একজন ধর্মত্যাগীর নিকট সমবেত হইয়াছে। অতঃপর আমরা নিকটে যাইয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) লোকদিগকে ঈমান ও তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াত দিতেছেন আর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছে ও তাঁহাকে কষ্ট দিতেছে। এইভাবে দ্বিপ্রহর হইয়া গেলে লোকজন চলিয়া গেল। অতঃপর উঠতি বয়সের জনৈকা তরুণী একটি পাত্র ও রুমাল লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) কিছু পানি পান করিয়া উযূ করিলেন ও স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ বেটী! ওড়না ব্যবহার কর। আর তোমার বাবার জন্য পরাজিত বা লজ্জিত হওয়ার আশংকা করিও না। আমরা জানিতে চাহিলাম মেয়েটি কে? লোকেরা বলিল, সে তাঁহারই কন্যা যায়নাব (র) (আল-মু'জামুল কাবীর, ২২খ., পৃ. ৪৩২, হাদীছ নং ১০৫২, বাব যিকরু সিন্নি যায়নাব ওয়া ওয়াফাতিহা ওয়ামিন আখবারিহা)।

'উরওয়া ইবনুয্ যুবায়র (র) বলেন, একদিন আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা)-এর নিকট এই মর্মে প্রশ্ন করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দুশমন হইয়া কুরায়শগণ তাঁহাকে কোন্ ধরনের কষ্ট দিতে ও জ্বালাতন করিতে আপনি বেশী লক্ষ্য করিয়াছেন ? তিনি উত্তরে বলিলেন, একবারের ঘটনা। মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ হাজরে আসওয়াদের সন্নিকটে সমবেত ছিল। আমিও তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তাহারা বলিল, এই লোকটির (মুহাম্মাদ (স)-এর) ক্ষেত্রে আমরা যতখানি ধৈর্যধারণ করিয়াছি ইহার নজীর আর কোথাও মিলিবে না। এই লোকটি আমাদের বুদ্ধিমানদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করে, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গালমন্দ করে, আমাদের ধর্মের দোষচর্চা করিয়া বেড়ায় ও আমাদের একতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, সর্বোপরি আমাদের উপাস্যদিগকে যা তা বলে। এতদসত্ত্বেও আমরা তাহার ব্যাপারে অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছি।

এইরূপ আলাপচারিতায় তাহারা লিপ্ত ছিল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আগমন ঘটিল। তিনি রুকনে ইয়ামানীর বরাবর আসিয়া কা'বা শরীফ তাওয়াফ আরম্ভ করিলেন। প্রথম চক্করের সময় তিনি যখন উপস্থিত নেতৃবৃন্দের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তাহারা এমন কিছু কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে চাহিল যাহা তিনি স্বীয় দাওয়াতের সময় বলিয়া থাকেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চেহারা লক্ষ্য করিয়া বিরক্তির ভাব বুঝিতে পারিলাম। দ্বিতীয় চক্করের সময়ও তাহারা পূর্বের অনুরূপ করিলে আমি তাঁহার চেহারায় পুন বিরক্তি লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রতিউত্তর না করিয়া বরাবর তাওয়াফ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয়বার চক্কর দেওয়ার সময় যখন তাহারা পূর্বের ন্যায় অযাচিত ব্যবহার করিল তখন তিনি বলিলেন, "হে কুরায়শ নেতৃবর্গ! ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ, সেই সত্তার শপথ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ লইয়া আসিয়াছি"। কথাটি তাহাদের অন্তরে মারাত্মক রেখাপাত করিল। এমনকি তাহাদের সকলেই এমনভাবে মাথা নোয়াইয়া ভাবিতে লাগিল যেন তাহাদের মাথার উপর পাখি বসিয়া রহিয়াছে। ইহার চাইতেও মজার কথা হইল, গতকল্য পর্যন্ত যেই লোকটি তাঁহাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য লোকজনকে উৎসাহিত করিয়া বেড়াইত এখন সে ভয়ে তাঁহার সহিত নরম কথা বলিতে লাগিল। এক পর্যায়ে সে তাঁহাকে বলিল ঃ হে আবুল কাসিম! চলিয়া যান। আপনি তো ভাল মানুষ, আপনার নিকট তো অবস্থা অজানা নয়। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) চলিয়া গেলেন।

পরের দিন আবার তাহারা পূর্বের স্থানে একত্র হইল, আমিও তাহাদের সঙ্গে ছিলাম। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, তোমরা আগে বলিয়াছ যে, সে (মুহাম্মাদ স) কোথায় যাইয়া পৌঁছিয়াছে ও তোমাদিগকে কোথায় আনিয়া ঠেকাইয়াছে। কিন্তু যখন সে তাঁহার সেই ঘৃণ্য কাজ লইয়া তোমাদের সামনে আসিল যাহা তোমরা অপছন্দ কর তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে? এইরূপ আলোচনায় তাহারা ব্যস্ত ছিল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আগমন ঘটিল। এইবার তাঁহাকে দেখামাত্র সকলে মিলিয়া একসাথে তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। সকলে তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক যা তা করিতে লাগিল যে, তুমিই কি এইরূপ বল? তাহাদের দেব-দেবী ও ধর্মের দোষারোপমূলক তিনি যাহা বলিতেন সবকিছু তাঁহাকে বলিতে লাগিল। তাহাদের কথার উত্তরে নবী কারীম (স) বলিলেন, আমিই তো এইসব বলিয়া থাকি। ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চাদরের পৌঁচাইয়া ধরিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতেছে। ইতোমধ্যে আবূ বকর (রা) উপস্থিত হইয়া সেই লোকটিকে ধরিবার উদ্দেশ্যে আগাইতে লাগিলেন ও এই কথা বলিতেছিলেন, এক ব্যক্তি বলে যে, রাব্বী আল্লাহ (আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্)। এতখানি অপরাধের কারণে তোমরা কি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার মত আচরণ করিতে পার? ইহার পর দেখিতে দেখিতে সকলেই চলিয়া গেল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমার প্রত্যক্ষিত ঘটনাসমূহ হইতে ইহাই ছিল কুরায়শদের পক্ষ হইতে তাঁহার সহিত সবচাইতে জঘন্য আচরণ (আল-হায়ছামী, বুগয়াতুর- রায়িদ ফী তাহকীক মাজমা'ইয্ যাওয়াইদ, ৬খ., পৃ. ৮-২১)।

আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর মুশরিক যখন অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া অসহনীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন আরম্ভ করিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) এই আশায় তাইফ রওয়ানা করিলেন যে, হইতে পারে ছাকীফ বংশের লোকেরা তাঁহার সাহায্যকারী হইবে। কেননা তাহারা তাঁহার মামার বংশধর ছিল। ইহা ছাড়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ পূর্ব-শত্রুতা ছিল না। পক্ষান্তরে ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তাহারা কুরায়শদের তুলনায় কয়েক গুণ অগ্রে বাড়িয়া নির্যাতন চালাইয়া তাঁহার সহিত অত্যন্ত নির্মম ও দুঃখজনক ব্যবহার প্রদর্শন করিল। এতদসত্ত্বেও তাঁহার ধৈর্যের পাহাড় দেখিয়া সকলকে বিস্মিত হইতে হয়। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করা হইল।

আইশা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জানিতে চাহিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহুদ যুদ্ধের দিন আপনার উপর যেই নির্মম নির্যাতন চালানো হইয়াছে ইহার চাইতেও কঠিন সময়ও কি আপনার উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, ইহার চাইতেও কঠিনতম মুহূর্ত আমার উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। তাহা ছিল আকাবার দিন। উহাই ছিল আমার জন্য সবচাইতে দুঃখ ও কষ্টের দিবস।

আমি ইব্ন আব্দ ইয়ালীল ইব্ন আব্দ কুলাল-এর নিকট দাওয়াত পেশ করিয়া আমাকে আশ্রয় দেওয়ার কথা বলিলে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে আমি অবর্ণনীয় চিন্তিত ও দুঃখিত অবস্থায় যেই দিকেই নযর যায় সেই দিকেই চলিতেছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম, আমি কারনুছ ছা'আলিব নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া দেখিতে পাইলাম, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়াদান করিতেছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া সেইখানে জিবরাঈল (আ)-কে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন: আপনার দা'ওয়াত ও আপনার সম্প্রদায়ের প্রতিউত্তর আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, যেন আপনি তাঁহাকে ইহাদের বিষয়ে যাহা নির্দেশ দান করেন তাহাই করিতে পারে। অতঃপর পর্বতের ফেরেশতা সালাম পূর্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার জাতি আপনাকে যাহা বলিয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণ করিয়াছেন। আমি পাহাড়ের দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশ্তা। তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, যেন আপনার সিদ্ধান্ত আমাকে অবগত করেন। তাবারানীর বর্ণনায় রহিয়াছে, আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাকে নির্দেশ দিতে পারেন। যদি আপনি চাহেন তাহা হইলে আমি দুই দিকের পাহাড়কে একত্র করিয়া তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন, না, বরং আমি আশা করি ইহাদের বংশধর হইতে এমন মানুষ সৃষ্টি হইবে যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিবে ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না (মুসলিম, বাব মা লাকিয়ান্নাবিয়্যু (স) মিন আযাল-মুশরিকীনা ওয়াল-মুনাফিকীন, হাদীছ নং ১৭৯৫)।

উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যুলুম-অত্যাচার বৃদ্ধি পাইলে তিনি ছাকীফ গোত্রে এই উদ্দেশ্যে গমনেচ্ছা করিলেন যে, হয়ত তাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিবে ও তাঁহার সাহায্য করিবে। তিনি সেইখানে যাইয়া ছাকীফের নেতৃস্থানীয় তিন ব্যক্তিকে একত্রে পাইলেন। তাঁহারা ছিলেন তিন ভাই, যথাক্রমে 'আব্দ ইয়ালীল, ইব্ন 'আমর, খুবায়ব ইব্ন 'আমর ও মাস'উদ ইব্ন 'আমর। তিনি তাহাদের নিকট আশ্রয় কামনা করিলেন এবং স্বীয় সম্প্রদায় কুরায়শের সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগ করিলেন।

তাঁহার কথা শ্রবণান্তে একজন বলিল, আল্লাহ্ যদি বাস্তবিকই তোমাকে কোন কিছু (নবুওয়াত) দিয়া প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি কা'বা শরীফের চাদর চুরি করিয়া

লইয়া আসিব। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! এই বৈঠকের পর তোমার সহিত আমি কোন কথাই বলিব না। কেননা সত্যিই যদি তুমি নবী হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি এতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে, তোমার সহিত আমি কথা বলার সাহসই করিতে পারি না। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় রহিয়াছে, পক্ষান্তরে যদি তুমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা দাবি করিয়া থাক, তাহা হইলে তো তোমার সহিত কথা বলা মোটেই সমীচীন হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্ বুঝি নবী বানাইবার জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাইলেন না?

যাহা হউক, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিষয়ে গোটা ছাকীফ গোত্রকে সংবাদ জানাইয়া দিলে সকলেই সমবেত হইয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল এবং তাহারা হাতে পাথর লইয়া রাস্তার দুই ধারে কাতার বাঁধিয়া বসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ (স) যখনই পা উঠাইতেন বা নামাইতেন সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উহাতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া রক্তাক্ত করিয়া দিত এবং অত্যন্ত বিদ্রূপ ও উপহাস করিত। অতঃপর যখন তিনি তাহাদের কাতার অতিক্রম করিলেন আর তাঁহার দুইটি পা হইতে রক্ত ঝরিতেছিল তখন তিনি তাহাদের একটি আঙ্গুর বাগানের দিকে যাইতে মনস্থ করিয়া আঙ্গুর বাগানের ছায়ার নীচে আসিলেন, শিকড়ের নিকট সীমাহীন দুঃখিত ও ব্যথিত হৃদয়ে বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার দুই পা হইতে রক্ত ঝরিতেছিল (সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বাব সাবরুহু (স) 'আলা আযাল-মুশরিকীন ওয়া তাহাম্মুলুহুম শাদাইদ ফী সাবীলিল্লাহ্, পৃ. ২৭৩-৫, উদ্ধৃতি ঃ আবূ নু'আয়ম ফিদ্-দালায়িল; শারহুল আল্লামা 'আয্-যুরকানী 'আলাল-মাওয়াহিব, বাব খুরুজুন্নবী (স) ইলাত- তাইফ, ২খ., পৃ. ৪৯-৫৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, বাবঃ সাফারুন্নাবী (স) ইলাত্-তাইফ, ২খ., পৃ. ৪৩৮-৪১)।

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফার (রা) বলেন ঃ আবূ তালিবের ইন্তিকাল করিলে রাসূলুল্লাহ (স) পায়ে হাঁটিয়া তাইফ গমন করিলেন ও তাইফবাসীকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। কিন্তু তাহার দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি আঙ্গুর গাছের ছায়াতলে আসিয়া দুই রাক্'আত সালাত আদায় পূর্বক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার দুর্বলতা অদূরদর্শিতা ও আমার প্রতি মানুষের মন্দ ব্যবহারের অভিযোগ একমাত্র আপনার নিকট করিতেছি। ইয়া আরহামার রাহিমীন! আপনি সমস্ত দয়ালু মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু, আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক। আপনি আমাকে কাহার হাওয়ালা করেন? আপনি কি আমাকে এমন দূরবর্তী দুশমনের নিকট ছাড়িয়া দিয়াছেন যে আমার সহিত কঠোর মূর্তি ধারণ করিয়া রুক্ষ ব্যবহার করে, নাকি এমন কোন নিকটবর্তী শত্রুর নিকট হস্তান্তর করেন যাহাকে আপনি আমার উপর ক্ষমতাশালী বানাইয়া দিয়াছেন? হে আল্লাহ্! আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না থাকেন তাহা হইলে আমার কোন পরওয়া নাই। তবে আমি আপনার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা পাইবার অধিক উপযুক্ত। হে আল্লাহ্! আপনার যে নূরের দ্বারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল আলোকোদ্ভাসিত হইয়াছে ও যাহার দ্বারা সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে ও যাহার দ্বারা ইহ ও পরকালের যাবতীয় বিষয় পরিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই নূরের উসীলায় আমার উপর আপনার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি পতিত হওয়া হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি

আপনার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিব। আপনার সাহায্য ব্যতীত না গুনাহ্ হইতে বাঁচার শক্তি আমার রহিয়াছে, না ইবাদাত করিবার ক্ষমতা (আল-মু'জামুল কাবীর, ২৫খ., পৃ. ৩৪৬)।

উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের পূর্বে একদা রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে দেখিবার উদ্দেশে বানুল হারিছ ইবনিল খাযরাজ গোত্রে যাওয়ার মনস্থ করিয়া একটি গাধায় চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। তাঁহার গাধার উপর একটি ফাদাকী চাদর বিছাইয়া একটি গদি উহার উপর বসাইয়া তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন ও আমাকে তাঁহার পিছনে বসাইলেন। পথিমধ্যে এমন একটি সমাবেশ অতিক্রম করিতে হইল যাহাতে মুসলিম, মুশরিক, ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজক তথা সর্বজাতির লোকসহ মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূলও উপস্থিত ছিল। প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-ও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের সময় তাঁহার গাধার চলার কারণে ধুলাবালি উড়িয়া সমাবেশে পৌঁছিলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য চাদর দ্বারা স্বীয় নাসিকা আবৃত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদিগকে ধুলা দিবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে সালাম করিয়া বাহন হইতে অবতরণ করিলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকজনকে কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ও আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত দিলেন। ইহাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য বলিয়া উঠিল, ওহে! ইহার চাইতে ভাল কিছু নাই ? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কথা যদি বাস্তবিকই সঠিক হইয়া থাকে তাহা হইলে নিজ বাহনে যাইয়া বসিয়া থাক। কেহ তোমার কাছে সাগ্রহে গেলে তাহাকে শোনাও, কিন্তু আমাদের সমাবেশে আসিয়া আমাদিগকে আর বিরক্ত করিও না।

ইহাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলিলেন, বরং আপনি আমাদের মজলিসে অবশ্যই আসিবেন ও আপনার বক্তব্য শুনাইবেন। কেননা আমরা উহা পছন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীগণ পরস্পর গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিলে পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গড়াইল যে, একে অপরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স) সকলকে শান্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাইয়া এক পর্যায়ে তিনি স্বীয় বাহনে আরোহণ পূর্বক সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি সা'দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সা'দ! আবূ হুবাব (আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূল) কী বলিয়াছে তাহা কি শুনিয়াছ? সে তো এইরূপ এইরূপ বলিয়াছে। সা'দ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন, তাহাকে মার্জনা করিয়া দিন। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা তো আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই এলাকাবাসী সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল যে, তাহারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূলকে মুকুট পরাইয়া দিবে ও পাগড়ী বাঁধিয়া দিবে (অর্থাৎ তাহাদের বাদশাহ স্থির করিবে)। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করিয়া তাহার ভাবী নেতৃত্বকে চুরমার করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই সে (আত্মহিংসার

আগুনে) জ্বলিতেছে বিধায় আপনার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাবুন ফী দু'আইন-নাবী (স) ওয়া সাবরুহু 'আলা আযাল-মুনাফিকীন, হাদীছ নং ১৭৯৮)।

আনাস ইব্ন মালিক (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূলকে দা'ওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে অনুরোধ করা হইলে তিনি একটি গর্দভে আরোহণ পূর্বক তাহার উদ্দেশে রওয়ানা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন মুসলমানও ছিলেন। আবদুল্লাহর এলাকার মাটি ছিল লবণাক্ত ও শেওলাযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট পৌছিলে সে বলিল, আমার নিকট হইতে দূরে সরুন। আল্লাহ্র কসম! আপনার গর্দভের দুর্গন্ধে আমি বিব্রত বোধ করিতেছি। ইহা শুনিয়া একজন আনসারী সাহাবী বলিলেন, তোমার গন্ধের চাইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গাধার গন্ধ অনেক উত্তম। ইহা শুনিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্য-এর স্বগোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি চটিয়া গেল। উভয় পক্ষের লোকেরা একে অপরের প্রতি ক্রোধাগ্নি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং এক পর্যায়ে হাত, জুতা ও খর্জুরশাখা দিয়া মারামারিও হইয়া গেল। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমি শুনিয়াছি যে, তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۔

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে" (৪৯ ঃ ৯; প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ১৭৯৯)।

মানুষের জুলুম-নির্যাতন ও অসভ্য ব্যবহারে ধৈর্যধারণ

'আইশা (রা) বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখি নাই যে, তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করা হইয়াছে আর তিনি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কোন হারাম কার্য প্রকাশ পাইলে তাঁহার ভূমিকা হইত অত্যন্ত বজ্রকঠোর। তাঁহাকে দুইটি বিষয়ের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইলে তিনি তুলনামূলক সহজটিই গ্রহণ করিতেন (আবুশ্ শায়খ, আখলাকুন্নবী, বাব মা রুবি'য়া মিন কারামিহী ওয়া কাছরাতি ইহ'তিমালিহী ওয়া কাযমিহিল গায়যা, হাদীছ নং ৪৭)।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন যায়দ ইব্ন সানাকে হিদায়াত দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন সে বলিল, আমি মুহাম্মাদ (স)-এর চেহারা মুবারক দর্শন করিয়াই নবূওয়াতের নিদর্শনাবলীর সব কয়টিই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান পাইয়াছি। শুধু দুইটি বিষয় এখনও আমার পরীক্ষা করা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। একটি হইল ঃ তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মূর্খদের মূর্খতার উপর বিজয়ী থাকিবে। দ্বিতীয়টি হইল ঃ গণ্ডমূর্খদের রুক্ষতা ও রূঢ় ব্যবহারে অধৈর্য না হইয়া তাঁহার সহিষ্ণুতা বরং আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে আমি তাঁহার সঙ্গে বিভিন্ন সময় উঠাবসা করিতে লাগিলাম।

একবারের ঘটনা। মুহাম্মাদ (স) 'আলী ইব্ন আবী তালিবকে সঙ্গে লইয়া কোথাও যাওয়ার উদ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইলে গ্রাম্য প্রকৃতির এক আগন্তুক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া

বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক গ্রামের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম, তাহারা মুসলমান হইলে রিযিকের প্রাচুর্য দেখা দিবে; অথচ তাহারা বর্তমানে দুর্ভিক্ষ ও মহাসংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে দিনাতিপাত করিতেছে। আমার আশংকা হইতেছে, তাহারা যেই লালসায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল অনুরূপ অন্য কোন লালসায় পড়িয়া ইসলাম পরিত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং আপনি চাহিলে তাহাদের সাহায্যার্থে কোন কিছু পাঠাইতে পারেন। যায়দ বলেন, আমি বলিলাম, আমি আপনাদিগকে এখন এত পরিমাণ দীনার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি এই শর্তের উপর যে, ইহার বিনিময়ে অমুক তারিখে আপনারা এত পরিমাণ খেজুর পরিশোধ করিবেন। চুক্তি পাকা হইলে আমি থলি খুলিয়া রাসূলে আকরাম (স)-এর হাতে আশি দীনার প্রদান করিলে তিনি উহা উক্ত আগন্তুককে হস্তান্তর করিয়া বলিলেন, দ্রুত যাও এবং এইগুলি দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা কর।

অতঃপর আমার ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের এক, দুই কিংবা তিনদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) একটি জানাযার নামায পড়ানোর জন্য বাকী'-এর উদ্দেশে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আবূ বক্র ও উমারসহ সাহাবীগণের একটি জামা'আতও ছিল। তিনি জানাযার নামায পড়াইয়া দেয়ালের নিকটে আসিলে আমি তাঁহার চাদর ধরিয়া এত জোরে টান দিলাম যে, উহা তাঁহার গর্দান হইতে পড়িয়া গেল। অতঃপর তাঁহার সামনে অপ্রসন্ন মুখ ও রূক্ষমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ! আমার পাওনা পরিশোধ করিবে না? আল্লাহ্র কসম হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমাদিগকে তো ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আমি টালবাহানাকারী হিসাবে জানিতাম না। তোমাদের সহিত উঠাবসা করিয়া আমার তো একটি বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল। যায়দ বলেন, আমার আচরণ লক্ষ্য করিয়া উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রোষে ও ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার রোষপূর্ণ দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুই আল্লাহ্র রাসূল (স)-কে এই কথা বলিয়াছিস? আমার চোখের সামনে তাঁহার সহিত এইরূপ আচরণ করিলে ও এত কঠোর কথা বলিলে? সেই আল্লাহ্র কসম যিনি তাঁহাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন! যাহা ছুটিয়া যাইবার ভয় আমি পাইতেছি তাহা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমি তোর গর্দান উড়াইয়া দিতাম। এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স) উমার (রা)-কে অত্যন্ত স্থির ও শান্তভাবে দেখিতেছিলেন। তিনি একটু মুচকি হাঁসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে উমার! তোমার নিকট হইতে কিন্তু আমরা ইহা ব্যতীত অন্যরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাহা এই যে, তুমি আমাকে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিতে এবং তাহাকে তাগাদার সুন্দর পদ্ধতি বলিয়া দিতে। আবূ যুর'আ-এর বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, হে উমার! যাও তাহার পাওনা পরিশোধ করিয়া আস, সাথে কুড়ি সা' খেজুর বাড়াইয়া দিও যেন তুমি তাহাকে যেই ভীতি প্রদর্শন করিয়াছ উহার বদল হইয়া যায়।

যায়দ (রা) বলেন, উমার (রা) আমাকে লইয়া চলিয়া গেলেন এবং আমার পাওনা পরিশোধ করিয়া আরও অতিরিক্ত কুড়ি সা' খেজুর প্রদান করিলে আমি বলিলাম, এইগুলি কিসের

বিনিময়ে? তিনি বলিলেন, তোমার সহিত রাগ করিবার কারণে এই পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদান করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। আমি বলিলাম, হে উমার! তুমি কি আমাকে চিন? তিনি বলিলেন, না, তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি যায়দ ইব্ন সা'নাহ্। তিনি বলিলেন, সেই ইয়াহূদী আলিম? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়াহূদী আলিম। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে কিসের কারণে তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এইরূপ রূঢ় ব্যবহার, কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলে? আমি বলিলাম, হে উমার! নবূওয়াতের নিদর্শনাবলী হইতে সব কয়টিই আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। তবে শুধু দুইটি বিষয় আমার পরীক্ষা করিবার বাকী ছিল। তাহা হইল, তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মূর্খদের মূর্খতার উপর বিজয়ী থাকিবে এবং গণ্ডমূর্খদের রুক্ষতা ও রূঢ় ব্যবহারে অধৈর্য না হইয়া তাঁহার সহিষ্ণুতা বরং আরও বৃদ্ধি পাইবে। এইবার তাঁহার মধ্যে আমি উহার পরীক্ষা করিয়াছি। অতএব হে উমার! তুমি সাক্ষী থাক, আমি রব (পালনকর্তা) হিসাবে আল্লাহ্‌র উপর ও দীন হিসাবে ইসলামের উপর ও নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (স)-এর উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম এবং আমি তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে সাদাকা করিলাম। কেননা আমার অনেক সম্পদ রহিয়াছে। কাজেই উহার অর্ধেক আমি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য সাদাকা করিয়া দিলাম। উমার (রা) বলিলেন, সমস্ত উম্মাতের জন্য নাকি উহার একটি অংশের জন্য? কেননা সকল উম্মাতকে পৌঁছানো সম্ভব হইবে না। আমি বলিলাম, ঠিক আছে, অংশবিশেষের জন্য।

অতঃপর আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাত হওয়া মাত্র আমি বলিয়া উঠিলাম, আশ্‌হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিলাম ও তাঁহার হাতে বায়'আত করিলাম এবং তাঁহার সহিত অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলাম (আখলাকুন্নাবী, মা রুবি'য়া ফী কাযমিহিল গায়য়া ওয়া হি'লমিহী, হাদীছ নং ১৭৮)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফে নামায পড়িতেছিলেন। নিকটেই আবূ জাহ্ল সদলবলে উপবিষ্ট ছিল। আর পূর্ব দিনের যবেহ্‌কৃত উটের নাড়িভুঁড়ি নিকটেই পতিত ছিল। আবূ জাহ্ল বলিল, তোমাদের মধ্য হইতে কে এই কাজটি আঞ্জাম দিতে পারিবে যে, মুহাম্মাদ (স) সিজদায় গেলে অমুক বংশের যবেহ্‌কৃত উটের ভুঁড়ি আনিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া দিবে? উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে সবচাইতে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত এই জঘন্য কাজের জন্য উদ্যত হইল এবং রাসূলুল্লাহ (স) সিজদায় গমন করিলে উহা উঠাইয়া তাঁহার কাঁধের উপর রাখিয়া দিল। এই ঘৃণ্য দৃশ্য অবলোকন করিয়া তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া একে অপরের উপর ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম, হায়! আমি যদি সামর্থ্যবান কিংবা জনবলের অধিকারী হইতাম তাহা হইলে

আমি তাঁহার কাঁধ হইতে উহা সরাইয়া দিতাম। এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স) সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করিতে পারিতেছিলেন না। ইহার পর জনৈক ব্যক্তি ফাতিমা (রা)-কে বিষয়টি অবহিত করিলে তিনি তথায় আগমন করিয়া ভূঁড়িটি তাঁহার কাঁধ হইতে সরাইয়া দিলেন এবং উপস্থিত কাফিরদিগকে গালমন্দ করিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া নামায পূর্ণ করিলেন ও উচ্চৈস্বরে কাফিরদিগকে বদদু'আ করিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, যখন দু'আ করিতেন তিনবার করিতেন ও যখন প্রার্থনা করিতেন তিনবার করিতেন। তিনি বদদু'আ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি কুরায়শকে পাকড়াও করুন। এইরূপ তিনবার বলিলেন। তাঁহার এই বদদু'আর আওয়ায শোনামাত্র কাফিরদের হাঁসি শেষ হইয়া গেল এবং ইহাতে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর তিনি কাফিরদের নামসহ এইভাবে অভিসম্পাত করেন, হে আল্লাহ! আপনার শাস্তির হাওয়ালা করিলাম আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রাবী'আ, আল-ওয়ালীদ ইব্ন উতবা, উমায়্যা ইব্ন খালাফ ও উকবা ইব্ন আবী মু'আয়তকে। সপ্তম এক ব্যক্তির নামও বলিয়াছেন, তবে আমি স্মরণ রাখিতে পারি নাই। সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন! যাহাদের নাম তিনি লইয়াছিলেন সকলেই বদর প্রান্তরে কাতরাইয়া কাতরাইয়া নিহত হইয়াছে এবং উহা আমি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে বদরের ঐতিহাসিক কূপে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে (সহীহ মুসলিম, বাব মা লাকি'য়ান্নাবিয়্যু (স) মিন আযা'ল-মুশরিকীন ওয়াল মুনাফিকীন, হাদীছ নং ১৭৯৪)।

বেদুঈনদের রুক্ষ ব্যবহারে ধৈর্যাবলম্বন

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া কোন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে কিছু দান করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমার উপকার করি নাই? সে বলিল, না, আপনি সুন্দর করেন নাই। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) ইঙ্গিতে তাহাদেরকে থামিতে বলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মজলিস হইতে উঠিয়া স্বগৃহে তাশরীফ আনিলেন। কিছুক্ষণ পর বেদুঈনকে গৃহে সংবাদ দিয়া আনিলেন এবং তাহাকে আরও কিছু বাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে সে খুশী হইয়া গেল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, প্রথমে তুমি আমার নিকট আসিয়া কিছু চাহিলে আমি তোমাকে কিছু দান করিলাম। কিন্তু উহার জবাবে তুমি কি বলিয়াছিলে তাহা তোমার ভালভাবেই জানা আছে, যাহার কারণে মুসলমানদের অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে। তুমি ভাল মনে করিলে এখন আমার সামনে যেইভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছ তাহাদের সামনেও যাইয়া উহা প্রকাশ কর যেন তাহাদের অন্তরের দুঃখ দূর হইয়া যায়। সে বলিল, ঠিক আছে। পরের দিন সকাল বা বিকালে লোকটি আসিলে রাসূলুল্লাহ (স) সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের এই সাথীটি ক্ষুধার্ত ছিল। আমি কিছু দান করার

পর কী বলিয়াছিল তাহা তোমাদের জানা আছে। ইহার পর আমি তাহাকে আমার গৃহে আহবান করিয়া আরও কিছু দান করিলে স্বীয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কি ঠিক বলিয়াছি? ইহাতে বেদুঈন বলিয়া উঠিল, হাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, একটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। আমার ও এই বেদুঈনের উপমা হইল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার একটি উষ্ট্রী ছিল যাহা তাহার হাতছাড়া হইয়া লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে পালাইতে লাগিল। লোকেরা উহাকে ধরিবার জন্য পিছন হইতে অনুসরণ করিলে উহা আরও দ্রুত গতিতে পালাইতে লাগিল। অতঃপর উষ্ট্রীর মালিক লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার উষ্ট্রী আমাকেই ধরিতে দাও, কেননা আমি উহার প্রতি অধিক সদয়। অতঃপর সে উষ্ট্রীর সম্মুখে মাটি হইতে কিছু খড়কুটা একত্র করিয়া উহার সামনে রাখিলে উষ্ট্রী নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ মালিক উহার উপরে গদি বাঁধিয়া উহাতে চড়িয়া বসিল। জানিয়া রাখ, বেদুঈনের উক্ত অশোভনীয় কথার পর আমি যদি তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম আর তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে যাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে—তাহা হইলে লোকটি জাহান্নামে যাইত (বুগয়াতুর রাইদ ফী তাহকীকি মাজমাইয যাওয়াইদ, ৮খ., পৃ. ৫৭৫, হাদীছ নং ১৪১৯৩; আল-ওয়াফা বি-আহ্'ওয়ালিল মুস্তাফা, বাব ৪, ফী যিকরি শাফাক'তিহি ওয়া মাদারাতিহি (স), হাদীছ নং ৭০৭)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাইয়া তাঁহার চাদর মুবারক ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে টান দিল। আমি তাঁহার গ্রীবাদেশে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, টানের তীব্রতায় সেইখানে চাদরের কিনারার দাগ পড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর বেদুঈন বলিল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ আপনাকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাকে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ (স) চেহারা মুবারক ঘুরাইয়া লোকটিকে দেখিয়া হাসিয়া দিলেন এবং তাহাকে কিছু দান করিবার জন্য খাদেমকে নির্দেশ প্রদান করিলেন (আখলাকুন্নাবী (স), বাবঃ মা রুবি'য়া মিন কারামিহী ওয়া কাছরাতি ইহ্'তিমালিহী ওয়া কাযমিহিল গায়য, হাদীছ নং ৬২)।

হযরত আইশা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (স) ঘরে সংরক্ষিত খেজুরের বিনিময়ে এক বেদুঈন হইতে একটি উট ক্রয় করিলেন। উট লইয়া গৃহে ফিরিবার পর অনুসন্ধান করিয়া উক্ত খেজুর আর পাইলেন না। অতঃপর তিনি বেদুঈনের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার এই উটটিকে ঘরের মওজুদ খেজুরের বিনিময়ে খরিদ করিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, খেজুরগুলি ঘরে আছে। কিন্তু এখন খোঁজাখুঁজি করিয়া তাহা না পাইয়া উটটি ফেরত লইয়া আসিলাম। ইহা শুনিয়া বেদুঈন বলিল, হে বিশ্বাসঘাতক! উপস্থিত লোকজন তাহার এই বেআদবিমূলক কথা শোনামাত্র ঘুষি মারিয়া বলিয়া উঠিল, হে বেআদব! রাসূলুল্লাহ (স)-কে এইরূপ কথা বলিস? রাসূলুল্লাহ (স) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দাও (আল-ওয়াফা বি-আহ্'ওয়ালিল মুস্তাফা, আল-বাবুছ-ছানী ফী যিকরি হি্'লমিহি ওয়া সাফহিহী, হাদীছ নং ৭০৬)।

বেআদবি কথা ও ক্রোধের সময় ধৈর্য

'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) ছিলেন সর্বাধিক সহিষ্ণু, সবচাইতে বেশী ধৈর্যশীল ও সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধসংবরণকারী (আবুশ্ শায়খ, অধ্যায় মা রুবি'য়া ফী কাযমিহীল গায়যা ওয়া হি'লমিহী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হাদীছ নং ১৭৫)।

ইসমাঈল ইব্‌ন 'আয়্যাশ-এর মুরসাল সূত্রে বর্ণনা। তিনি বলেন, মানুষের নানাবিধ কষ্ট ও দুঃখদানে রাসূলুল্লাহ্ (স) সর্বাধিক ধৈর্যপরায়ণ ছিলেন (কানযুল উম্মাল, হাদীছ নং ১৭৮৮১)।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও নিজ খাদেমকে প্রহার করেন নাই, তাঁহার কোন পত্নীকেও কখনও মারধর করেন নাই, এমনকি তিনি অন্য কাহাকেও কখনও প্রহার করেন নাই। তাঁহার প্রতি কেহ অন্যায় আচরণ করিলে যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে আল্লাহ্র কোন অমোঘ বিধানের লঙ্ঘন না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহার প্রতিশোধ লইতেন না। হাঁ, আল্লাহ্র হুকুম লঙ্ঘন হইলে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাকে দুইটি বিষয়ের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইলে গোনাহ্ না হওয়া সাপেক্ষে তিনি সর্বদা তুলনামূলক সহজ সরল বিষয়টিই অবলম্বন করিতেন। তবে উহার মধ্যে গুনাহের লেশ মাত্র থাকিলে তাহা হইতে সবচাইতে দূরে ভাগিতেন (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, বাব ২০, হাদীছ নং ৭৯)।

জুনদুব ইব্‌ন সুফয়ান (র) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিবরাঈল (আ) আসিতে কয়েক দিন বিলম্ব করিলেন। ইহাতে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল, মুহাম্মাদ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَالضُّحٰى ۔ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۔

"শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম ! তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই" (৯৩ ঃ ১-৩)।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) অসুস্থতাজনিত কারণে দুই-তিন দিন ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। ইহাতে এক মহিলা (ওহীর ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া) আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তানটি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে (না'উযু' বিল্লাহ)। কেননা সে তো দুই-তিন দিন যাবৎ তোমার নিকট আসিতেছে না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالضُّحٰى ۔ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۔

(মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্-সিয়ার, বাব নং ৩৯, মা লাকি'য়ান্নাবীয়্যু (স). মিন আযা'ল-মুশরিকীন ওয়াল-মুনাফিকীন, হাদীছ নং ১৭৯৭)।

'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন আমার পিতা যুবায়র (রা) স্বীয় একটি ঘটনা এইভাবে বলিতেন, একদা আমি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন আনসারী সাহাবীর বিরুদ্ধে হাররা (মদীনা নগরী সংলগ্ন প্রস্তরময় উপত্যকা)-এর যেই খাল হইতে আমরা উভয়ে নিজ নিজ জমিতে

পানি সিঞ্চন করিতাম সেই খাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অভিযোগ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, হে যুবায়র! তোমার ক্ষেতে সেচ দেওয়ার পর প্রতিবেশীর জন্য পানি ছাড়িয়া দাও। ইহা শুনিয়া আনসারী সাহাবী রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই হওয়ার কারণেই তো এইরূপ পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারক রক্তবর্ণ ধারণ করিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে যুবায়র! তোমার জমিতে সেচ দেওয়ার পর পানি বন্ধ করিয়া দাও যেন পানি ক্ষেতের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে। বর্ণনাকারী বলেন, এই ফয়সালায় রাসূলুল্লাহ্ (স) যুবায়র-এর জন্য পানির সম্পূর্ণ হকই প্রদান করিলেন। অথচ প্রথমবারের সিদ্ধান্তে তিনি যুবায়র-এর জন্য যাহা বলিয়াছিলেন উহাতে উভয়ের জন্যই সেচের অবকাশ ছিল। কিন্তু আনসারী সাহাবী তাঁহাকে রাগান্বিত করিলে তিনি যুবায়র-এর জন্য সম্পূর্ণ পানি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিলেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল তাহার হক। 'উরওয়া বলেন, যুবায়র বলিয়াছেন, কসম করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের এই ঘটনা সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা মু'মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে" (৪ ঃ ৬৫; ইমাম বুখারী, কিতাবুস সুলহি, বাব ইযা আশরাল ইমাম বিস্সুলহি ফাআবা, বাব নং ১২ হাদীছ নং ২৭০৮)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী একটি ছোট হার আনা হইলে তিনি সাহাবীদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিলেন। জনৈক বেদুঈন দাঁড়াইয়া বলিল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তো আপনাকে ইনসাফ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন; কিন্তু আমি তো আপনাকে ইনসাফ করিতে দেখিতেছি না। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আফসোস্ তোমার জন্য! আমার পরে তাহা হইলে তোমার জন্য আর কে ইনসাফ করিবে? অতঃপর লোকটি চলিয়া যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) উপস্থিত সাহাবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, লোকটিকে শান্তভাবে আমার নিকট লইয়া আস। অতঃপর তাহাকেও কিছু দান করিলেন, যদিও পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না (আখলাকুন্নবী (স), বাব মা রুবিয়া মিন 'আফবিহী ওয়া সাফহিহী (স), হাদীছ নং ৬৭)।

'আবদুল্লাহ (র) বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের সময় গনীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স) কয়েকজন মুসলমানকে প্রাধান্য দেন। তাহা এইরূপ ছিল যে, আকরা ইব্ন হাবিসকে এক শত উষ্ট্রী ও 'উয়ায়নাকে এক শত উষ্ট্রী প্রদান করেন এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত আরবকে অন্যদের তুলনায় অধিক দান করেন। এইরূপ বণ্টন দেখিয়া জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অগোচরে এই বলিয়া মন্তব্য করিল যে, আল্লাহর কসম! এই বণ্টনে ইনসাফ করা হয় নাই এবং ইহাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নহে। বর্ণনাকারী বলেন, তাহার মন্তব্য শুনিয়া আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি এই কথা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে জানাইয়া দিব। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট

আসিয়া উক্ত মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই যদি ইনসাফ না করেন তাহা হইলে আর কে ইনসাফ করিবে? আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন ! তাঁহাকে তো ইহার চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন (ইমাম বুখারী, আল-জামিউস্ সাহীহ্, কিতাবু ফারদিল খুমুস, বাব ১৯ ঃ মা কানান্নাবিয়্যু (স) য়ুতীল মুআল্লাফাতা কু'লূবুহুম, হাদীছ নং ৩১৫০)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হত্যার চক্রান্তকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দান

ইব্ন শিহাব বলেন, জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা) আমাদিগকে এই হাদীছ বর্ণনা করিতেন যে, খায়বারের জনৈক ইয়াহূদী নারী ভূনা করা একটি বকরীতে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হাদিয়া পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) উহার একটি রান লইয়া কিছুটা আহার করিলেন এবং তাঁহার সহিত কয়েকজন সাহাবীও আহার করিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে খাদ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং ইয়াহূদী নারীকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কি এই বকরীতে বিষ মিশাইয়াছ? সে বলিল, আপনাকে কে জানাইল? বলিলেন, আমার হাতের এই রানটি আমাকে জানাইয়াছে। সে বলিল, হাঁ মিশাইয়াছি। তিনি বলিলেন, ইহাতে তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? বলিল, এই মনে করিয়া যে, যদি আপনি সত্যই নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে যদি নবী না হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ হইতে নিস্তার পাইব। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন ও কোনরূপ প্রতিশোধ লইলেন না, কিন্তু ভক্ষণকারী সাহাবীগণের মধ্য হইতে একজন সাহাবী এই কারণে প্রাণ হারাইয়াছিলেন (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত সাহাবীর কিসাস-স্বরূপ তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল)। রাসূলুল্লাহ (স) সেই সাহাবীর পৃষ্ঠের উপরী অংশে শিঙ্গা লাগাইতে বলিলে মদীনার বনী বায়াদা গোত্র কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবূ হিন্দ শিং ও চাকুর সাহায্যে শিঙ্গা লাগাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই (আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুদ দিয়াত, বাব ৬ ঃ ফী মান সাকা রাজুলান সাম্মান আও আত'আমাহু ফামাতা, হাদীছ নং ৪৪৯৯)।

'আইশা (রা) বলেন, বনী যুরায়ক গোত্রের লাবীদ নামের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে যাদু করিলে তাঁহার অবস্থা এইরূপ হইয়া গেল যে, তিনি কোন জিনিস করেন নাই অথচ তাঁহার ধারণা হইত যে, উহা করিয়াছেন। এমনই অবস্থায় কোন এক দিনে বা রাত্রে তিনি আমার নিকট অবস্থানরত ছিলেন, অথচ তিনি আমাকে লইয়া ব্যস্ত না হইয়া দু'আর মধ্যেই মশগুল হইয়া গেলেন। অতঃপর বলিলেন, হে 'আইশা! আমি যাহা দু'আ করিয়াছি আল্লাহ্ তাহা কবূল করিয়াছেন, তুমি কি অনুভব করিতে পারিয়াছ? (অতঃপর বলিলেন) আমার নিকট দুইজন লোক আগমন করিলেন, একজন আমার মাথার পার্শ্বে ও অপরজন পায়ের নিকট বসিয়া একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—লোকটির কী কষ্ট? অপরজন বলিলেন, তিনি

যাদুগ্রস্ত। ১ম ব্যক্তি ঃ কে যাদু করিয়াছে? ২য় ব্যক্তি ঃ লাবীদ ইব্ন আসাম। ১ম ব্যক্তি ঃ কিসের সাহায্যে করিয়াছে? ২য় ব্যক্তি ঃ চিরুনী করিয়া পড়া কেশ ও একটি নর খর্জুর বৃক্ষের খোসার দ্বারা। ১ম ব্যক্তি ঃ উহা কোথায় রাখা হইয়াছে? ২য় ব্যক্তি ঃ যারওয়ান কূপে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকজন সাহাবীসহ সেইখানে যাইয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে 'আইশা! সেই কূপের পানির রং মেহেদির রঙের ন্যায় রক্তিম এবং সেই কূপ হইতে সেচনকৃত খেজুর গাছের মাথা একেবারে শয়তানের মস্তকের ন্যায় বিশ্রী। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি উহা বাহির করিলেন না? বলিলেন ঃ আল্লাহ তো আমাকে সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। কাজেই মানুষের নিকট ইহার আলোচনা ভাল মনে করি নাই। কেননা হইতে পারে যাদুর চর্চা করিয়া খারাবীতে লিপ্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে উহাকে বাহির করিয়া পুতিয়া রাখা হইয়াছে। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, লাবীদ ইব্ন আসাম মুনাফিক ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বীকার করিয়াছিল। কেহ কেহ তাহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। কেননা তিনি নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না (বুখারী, কিতাবুত্ তিব্ব, বাব নং ৪৭, ৪৯, ৫০, বাবুস সিহ্র, হাদীছ নং ৫৭৬৩, ৫৭৫৬, ৫৭৬৬)।

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত নাজ্দ অভিমুখে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যাবর্তন করিলে তিনিও তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমের সময় তাঁহারা কণ্টকময় বৃক্ষ বেষ্টিত এক উপত্যকায় আসিয়া পৌছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বাহন হইতে অবতরণ করিলে অন্যান্য সঙ্গীও নিজ নিজ বাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়ায় আরামের উদ্দেশ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ (স) অধিক পত্রবিশিষ্ট একটি বৃক্ষে স্বীয় তরবারি লটকাইয়া উহার ছায়ায় আরাম করিতে লাগিলেন। জাবির (রা) বলেন, আমাদের নিদ্রা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। আমরা গমন করিয়া দেখি তাঁহার নিকট এক বেদুঈন বসিয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই লোকটি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার তরবারিখানা হস্তগত করিয়াছে। আমি জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাই যে, সে নগ্ন তরবারি লইয়া আমার সামনে দণ্ডায়মান। অতঃপর সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্! অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, অতঃপর তাহার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। ইহার পর আমি উহা লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, এইবার বল, আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া উত্তম তরবারি ধারণকারী হওয়ার পরিচয় দিন। অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই উপবিষ্ট ব্যক্তিই হইল সেই ব্যক্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই (প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতি যাতির-রিকা, বাব নং ৩১, হাদীছ নং ৪১৩৫)।

স্ত্রীগণের ব্যবহারে ধৈর্য

হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কোন এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। অপর এক স্ত্রীর একটি বরতনে তাঁহার জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া পাঠাইলে সেই বিবি খাদেমের হাতে প্রহার করিলে পাত্রটি পড়িয়া দুই টুকরা হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) উভয় টুকরাকে পাশাপাশি মিলাইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাদ্যসমূহ উঠাইতে লাগিলেন ও বলিতেছিলেন ঃ তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগিয়াছে, তোমরা খাইয়া ফেল। ইহাতে উপস্থিত খাদেম সাহাবীগণ খাবারটুকু খাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পাত্রটি ধরিয়া পূর্বের বিবির ঘরে আসিলেন এবং উহার পরিবর্তে একটি ভাল পাত্র বাহকের নিকট হস্তান্তর করিলেন আর ভাঙ্গা পাত্রটি যিনি ভাঙ্গিয়াছেন তাহার ঘরে রাখিয়া দিলেন (সুনান নাসাঈ, কিতাবু ইশরাতিন্নিসা, বাবুল গায়রাত)।

হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন, একদা তিনি স্বীয় বরতনে করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীগণের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিলেন। ইত্যবসরে হযরত 'আইশা (রা) একটি চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ঔষধ পেষণের একটি পাথর লইয়া আসিলেন ও উহার সাহায্যে বরতনটি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বিক্ষিপ্ত টুকরাসমূহ একত্র করিতে লাগিলেন ও দুইবার বলিলেন, তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আইশা হইতে একটি ভাল বরতন লইয়া হযরত উম্মু সালামার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি হযরত 'আইশাকে দিলেন (প্রাগুক্ত)।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন স্ত্রীর পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া আসিলে আমার আত্মমর্যাদাবোধে এতখানি আঘাত লাগিত না যতখানি লাগিত সাফিয়্যা কর্তৃক প্রেরিত হাদিয়ার ক্ষেত্রে, এমনকি আমি সংবরণ হারাইয়া পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। সুতরাং ইহার কাফ্ফারা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, পাত্রটির অনুরূপ পাত্র ও আহারের অনুরূপ আহার দিতে হইবে (প্রাগুক্ত)।

'আইশা (রা) বলেন, কখনও এইরূপ হইত যে, রাসূলুল্লাহ (স) যায়নাব বিন্ত জাহ্শের ঘরে অবস্থানকালে মধু পান করিতেন। একবার আমি ও হাফসা (রা) এই মর্মে একজোট হইলাম যে, আমাদের মধ্য হইতে যাহার ঘরেই তিনি আসিবেন সে বলিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি মাগাফির (এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত আঠাল খাদ্যবিশেষ) খাইয়াছেন? আমি তো আপনার মুখ হইতে উহার দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছি! অতঃপর এমনই হইল। আমাদের মধ্য হইতে একজনের ঘরে তিনি প্রবেশ করিলে সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি মাগাফির আহার করিয়াছেন? আমি তো আপনার মুখ হইতে উহার দুর্গন্ধ পাইতেছি! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, বরং আমি যায়নাব বিন্ত জাহশের গৃহে মধু পান করিয়াছি। আর কখনও উহা পান করিব না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ·

"হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন" (৬৬ ঃ ১)? ও এই আয়াত اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ "যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর" (৬৬ ঃ ৪)। (এই আয়াতখানা) আইশা ও হাফসা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এই আয়াত وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا (স্মরণ কর, নবী তাহার স্ত্রীদিগের একজনকে গোপনে কিছু বলিয়াছিল)। রাসূলুল্লাহ (স) যখন বলিলেন, আমি মাগাফির খাই নাই বরং মধু পান করিয়াছি তখন এই আয়াত নাযিল হয় (প্রাগুক্ত)।

উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট হইতে বাহির হইলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিতে বলিলে আমি অস্বীকার করিলাম। তিনি আমাকে কসম দিয়া বলিলেন, দরজা খোল। ইহাতে আমি বলিলাম, আমার পালার রাত্রিতে আপনি অন্য স্ত্রীর ঘরে চলিয়া যাইতে চাহেন। তিনি বলিলেন, না, আমি তাহা করি নাই; বরং পেশাবের প্রয়োজন হইয়াছিল (আল-মুস্তাদরাক, কিতাবু মা'রিফাতিস্ সাহাবা, তামমিয়াতু আয্ওয়াজি রাসূলিল্লাহ (স), যিকরু উম্মিল মু'মিনীন মায়মূনা বিনতিল হারিছ (রা), ৪/৩২, ২৩৯৮/৬৮০০)।

'আইশা (রা) বলেন, একদা সাওদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আসিয়া আমার ও তাহার মাঝখানে বসিলেন। আমি হারীরা নামক এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য তৈয়ার করিয়া অনিয়া বলিলাম, আহার করুন। সাওদা অস্বীকৃতি জানাইলে আমি বলিলাম, হয় খাইবেন, না হয় আমি ইহা আপনার চেহারায় মাখাইয়া দিব। ইহাতেও তিনি সম্মত না হইলে আমি পাত্র হইতে কিছুটা খাদ্য লইয়া তাঁহার চেহারায় মাখাইয়া দিলাম। এই দৃশ্য দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) হাসিয়া দিলেন এবং স্বীয় পা তাহার কোল হইতে তুলিয়া নিয়া বলিলেন, তুমিও তাহার চেহারায় একইভাবে মাখাইয়া দাও। ইহাতে তিনি খানিকটা খাবার লইয়া আমার মুখমণ্ডলে মাখাইয়া দিলেন। এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স) হাসিতেছিলেন। উমার (রা) আমাদের নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া হে আবদুল্লাহ্! হে আবদুল্লাহ্! বলিয়া কাহাকেও ডাকিতে ডাকিতে যাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই ভাবিয়া যে, হযরত 'উমার (রা) ঘরে আসিবেন আমাদিগকে বলিলেন ঃ তোমরা যাও ও আপন আপন চেহারা ধৌত কর। 'আইশা বলেন, ইহার পর হইতে আমি 'উমারকে ভয় করি। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন (বুগয়াতুর রায়িদ ফী তাহ্কীকি মাজমাইয যাওয়াইদ, কিতাবুন্নিকাহ্, বাব ইশরাতিন্নিসা, ৪খ., পৃ. ৫৭৮; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৭০)।

'আইশা (রা) বলেন, এক সফরে আমার সামান ছিল হালকা আর তাহাও ছিল একটি দ্রুতগামী উটের পিঠে। পক্ষান্তরে সাফিয়্যার সামান ছিল ভারী ও তাঁহার উটটি ছিল ধীর গতিসম্পন্ন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) সঙ্গীদিগকে বলিলেন, 'আইশার আসবাব আনিয়া সাফিয়্যার উটে রাখ এবং সাফিয়্যার আসবাব 'আইশার (রা) উটে রাখ যেন বাহন সুন্দরভাবে চলিতে পারে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র বান্দারা! এই ইয়াহূদী মেয়েটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিষয়ে আমাদের উপর বিজয়ী হইল। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আয় 'আব্দুল্লাহ্র মা! তোমার সামান হালকা আর সাফিয়্যার সামান হইল ভারী যাহার দরুন চলিতে বিলম্ব হইতেছে।

এইজন্য তাহার সামান তোমার উটে ও তোমার সামান তাহার উটে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছি। আইশা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি কি নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করেন না? ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) হাসিয়া দিলেন ও বলিলেন, হে আবদুল্লাহ্র মা! আমার মধ্যেও কি সন্দেহ হইতে পারে? 'আইশা বলেন, আমি বলিলাম, যদি আপনি নিজেকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা হইলে কেন আপনি ইনসাফ করিলেন না? আবূ বকর (রা) আমার কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি একজন তেজস্বী মানুষ ছিলেন। তিনি আগাইয়া আসিয়া আমার মুখে চপেটাঘাত করিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, থামুন, হে আবু বকর! এত তাড়াহুড়া করিবেন না। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি শুনিয়াছেন সে কী বলিয়াছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মেয়েরা উপত্যকার উপর হইতে নিম্নভূমি দেখিতে পায় না (অর্থাৎ ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না) (প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৩২২; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৯খ., পৃ. ৭১, আল-বাবুস্ সাবিউ ফী হুসনি খুলুকিহী)।

অসুস্থতায় ও প্রিয়জনদের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অসুস্থ পাইলাম। তাঁহার গায়ে একটি চাদর ছিল। আমি চাদরের উপরে হাত রাখিয়া গরম অনুভব করিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জ্বর কত তীব্র! তিনি বলিলেন, নবীগণের উপর মুসীবত খুবই তীব্র হইয়া থাকে আর ইহার প্রতিদানও দ্বিগুণ হইয়া থাকে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তিকে সবচাইতে কঠিন বিপদ দেওয়া হয়? তিনি বলিলেন, নবীগণকে। আমি বলিলাম, অতঃপর কাহাকে? বলিলেন, আলিমগণকে। বলিলাম, ইহার পর কাহাকে? বলিলেন, নেককারদিগকে। অতঃপর তিনি বলেন, পূর্বেকার নেককার লোকদের মধ্য হইতে কাহাকেও উকুনের দ্বারা মুসীবত দেওয়া হইয়াছিল, এমনকি উকুন তাহাকে মারিয়া ছাড়িয়াছিল। কাহাকেও দারিদ্র্যের বিপদে ক্লিষ্ট করা হইয়াছিল, এমনকি পরিধানের জন্য শুধু একটি চাদর ব্যতীত অন্য কিছুই মিলিত না। তাহাদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিলেন যে, এতসব কঠিন মুসীবত পাইয়াও এতখানি খুশী হইতেন যতখানি তোমাদের অনেকেই নেয়ামত পাইয়া আনন্দিত হয় (আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, কিতাবুল জানাইয ওয়ামা ইয়াতাকাদ্দামুহা, আত্-তারগীব ফিস্-সাবরি, হাদীছ নং ৪৮৯০)।

ইবন মাস্'উদ (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তিনি অসুস্থ। আমি তাঁহার শরীরে হাত রাখিয়া বলিলাম, আপনার রোগের প্রকোপ তো খুবই তীব্র? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি তোমাদের মত দুইজন ব্যক্তির সমপরিমাণ প্রকোপ ভোগ করিয়া থাকি। আমি বলিলাম, ইহা কি এইজন্য যে, আপনার প্রতিদান দ্বিগুণ হইয়া থাকে? বলিলেন, হাঁ, কোন মুসলমান যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা অসুস্থতাজনিত হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ইহাতে তাঁহার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া যায় যেমনভাবে বৃক্ষ হইতে শুকনা পত্র ঝরিয়া পড়ে (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৪৯৩৩)।

আনাস (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে লৌহকার আবূ সায়ফ-এর বাড়িতে গেলাম। আবূ সায়ফ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র ইব্‌রাহীমের স্তন্যদানকারিনী মহিলার স্বামী। রাসূলুল্লাহ (স) ইব্‌রাহীমকে লইয়া চুম্বন করিলেন ও তাঁহাকে নাকের সাথে মিলাইলেন। ইহার পর অন্য একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে সেই বাড়িতে গেলাম। তখন ইব্‌রাহীমের অন্তিম অবস্থা ছিল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতে আরম্ভ করিলে আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা) তাঁহাকে বলিলেন, এই অবস্থায় আপনিও ক্রন্দন করিয়া থাকেন ? বলিলেন, হে 'আওফের পুত্র ! বরং ইহা হইল কোমল হৃদয় ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। ইহার পর তাঁহার চক্ষু হইতে পুনর্বার অশ্রু আসিলে বলিলেন, চক্ষু অশ্রুসজল ও অন্তর ব্যথিত হইতেছে। কিন্তু আমরা এইরূপ কোন বাক্য উচ্চারণ করিব না যাহাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হইয়া যান। আমরা শুধু এতখানি বলিতে চাহি যে, হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে ব্যথিত (বুখারী, কিতাবুল জানাইয, বাব কাওলিন্নাবিয়্যি (স) ইন্নাবিকা লামাহ্‌যূনূন, বাব নং ৪৩, হাদীছ নং ১৩০৩)।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা (রা) অসুস্থতাজনিত কারণে চরম দুর্বল হইয়া পড়িলে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি তাঁহার নিকট প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পরিবারের লোকজন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি বলিলেন, সা'দ কি দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে ? তাহারা বলিল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (স) কাঁদিয়া ফেলিলেন। উপস্থিত লোকজন তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া নিজেরাও কাঁদিয়া ফেলিল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা চক্ষুর অশ্রু ও হৃদয়ের চিন্তার কারণে শাস্তিদান করেন না? বরং জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহার কারণে, অথবা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। আর ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মৃত ব্যক্তিকে তাহার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ মাতম করিয়া কান্নাকাটি করিলে উমার (রা) লাঠি দিয়া প্রহার করিতেন, পাথর নিক্ষেপ করিতেন ও মাটি ছিটাইয়া দিতেন (প্রাগুক্ত, বাবুল বুকা' 'ইনদাল-মারীদ, বাব নং ৪৪, হাদীছ নং ১৩০৪)। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তি কান্নাকাটি করার ওসিয়াত করিয়া থাকিলেই কেবল সে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যায়দ ইব্‌ন হারিছা, জা'ফার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ আসিয়া পৌছিলে তিনি দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়া বসিয়া পড়েন। আমি দরজার কিনারা দিয়া উঁকি মারিলে তাঁহার চেহারায় মারাত্মক দুঃখিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় (প্রাগুক্ত, বাব মা য়ুনহা মিনান্নাওহি ওয়াল-বুকাই, বাব নং ৪৫, হাদীছ নং ১৩০৫)।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদল কারী সাহাবাকে একটি সারিয়্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বি'র মা'উনা নামক স্থানে শাহাদাত বরণ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) এতখানি দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, আর কখনও তাঁহাকে এত দুঃখিত হইতে আমি দেখি নাই (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৮খ., পৃ. ৩৫৫, আল-বাবুছ ছালিছ ফী হুযনিহী ওয়া বুকায়িহী)।

আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক কন্যার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার কবরে নামিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার উভয় চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে আমি লক্ষ্য করিয়াছি (প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানাইয, বাব মান ইয়াদখুলু ক'বরাল মায়্যাতি, বাব নং ৭২, হাদীছ নং ১৩৪২)।

'আইশা (রা) বলেন, 'উছমান ইব্ন মায্'উন (রা)-এর ইন্তিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি যে, তিনি তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছেন তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল, এমনকি অশ্রু তাঁহার মুখ-মণ্ডলে গড়াইয়া পড়িতে আমি লক্ষ্য করিয়াছি (তিরমিযী, আবওয়াবুল জানায, বাবু মা জা'আ ফী তাক'বীলিল মায়্যিত, বাব নং ১৩, হাদীছ নং ৯৯৪)।

জীবনোপকরণের দৈন্যতায় ধৈর্য

'উমার (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি তিনি একটি চাটাইয়ে কাত হইয়া শুইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের বুননের অনুরূপ চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমি মাথা উঁচু করিয়া সম্পূর্ণ ঘরখানা লক্ষ্য করিলাম, আল্লাহ্র কসম, এমন কোন জিনিস সেইখানে পাই নাই যাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে পারে। শুধু ঝুলন্ত তিনটি চামড়া, আর স্তূপীকৃত কিছু যব দেখা গিয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার দুইটি চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে আরম্ভ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা লক্ষ্য করিতে পারিয়া বলিলেন, উমার! তোমার কী হইয়াছে ? বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি হইলেন সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিসরা ও কায়সার অবর্ণনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছে? এই কথা শোনামাত্র তাঁহার চেহারার রঙ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি শোয়া হইতে উঠিয়া বসিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, হে 'উমার! এই বিষয়ে তুমি কি এখনও সন্দিহান রহিয়াছ? অতঃপর বলিলেন, হে 'উমার! জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা ঐসমস্ত লোককে পার্থিব জীবনেই যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়া তাহাদের পাওনা শেষ করিয়া দেন। তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তাহাদের শুধু দুনিয়া মিলিবে আর আমাদের জন্য নির্ধারিত থাকিবে আখেরাত ? আমি বলিলাম, নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিতেছি। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, হে 'উমার! আমি যদি চাহিতাম যে, সুউচ্চ পাহাড়সমূহ স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুক, তাহা হইলে অবশ্যই চলিত (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৭৭, বাব নং ১৬, ফী যুহদিহী ফিদ্-দুনয়া)।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, একদিন দ্বিপ্রহরে আবূ বকর (রা) মসজিদে আগমন করিলেন। উমার (রা) ইহা জানিতে পারিয়া তিনিও আসিলেন ও আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ বকর! এই দ্বিপ্রহরে কী কারণ আপনাকে এইখানে লইয়া আসিয়াছে? তিনি বলিলেন, অন্য কিছু নহে, আল্লাহ্র কসম, শুধু ক্ষুধার তাড়নাই আমাকে এই অসময়ে এইখানে লইয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া উমার (রা) বলিলেন, যেই সত্তার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আমাকেও একমাত্র ক্ষুধা ব্যতীত অন্য কিছু বাহির করে নাই।

ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁহাদের মধ্যে তাশরীফ আনিলেন। তিনি তাঁহাদের দুইজনকে অপ্রত্যাশিতভাবে মসজিদে উপস্থিত পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে এই সময় কী কারণ মসজিদে লইয়া আসিল? তাঁহারা বলিলেন, ক্ষুধার তাড়না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যাহার কুদরতী হস্তে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমাকেও ক্ষুধা ব্যতীত অন্য কিছু বাহির করিয়া আনে নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, চল।

অতঃপর তাঁহারা সকলে উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-র বাড়িতে গেলেন। আবূ আয়্যুব (রা)-এর একটি অভ্যাস ছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কোন ধরনের খাদ্য কিংবা দুধ মওজুদ রাখিতেন। কিন্তু সেই দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর আসার সাধারণ সময় পার হইয়া যাওয়ায় আবূ আয়্যুব (রা) এই ভাবিয়া যে, তিনি হয়ত আসিবেন না মওজুদকৃত খাবার স্বীয় পরিবারের লোকদিগকে খাওয়াইয়া খেজুর বাগানে চলিয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তাঁহারা সকলে আবূ আয়্যুব (রা)-র বাড়ির দরজায় পৌছিলে তাঁহার স্ত্রী বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, মারহাবা! আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার সাহাবীগণকে মারহাবা!! রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, আবূ আয়্যুব কোথায়? ইত্যবসরে আবূ আয়্যুব খেজুর বাগান হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, মারহাবা! আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার সঙ্গীগণকে মারহাবা!! আর আল্লাহ্র নবী! এইরূপ সময় তো আপনি কখনও আসেন না? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।

বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আবূ আয়্যুব (রা) গিয়া খেজুরের একটি কাঁদি কাটিয়া পেশ করিলেন, যাহাতে অপুষ্ট, পুষ্ট ও পাকা সব ধরনের খেজুরই ছিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, পূর্ণ কাঁদি আনার প্রয়োজন কি ছিল? শুধু পাকা খেজুর আনিলেই তো চলিত! আবূ আয়্যুব (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাঁচা পাকা ও অপুষ্ট যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই যেন খাইতে পারেন, সেইজন্য এইরূপ করিয়াছি। ইহার সাথে একটি বকরী যবেহ করিয়া গোশ্তেরও ব্যবস্থা করিতেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, দুগ্ধবতী বকরী যবেহ করিও না। তিনি একটি বাচ্চা বকরী যবেহ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি তো রুটি তৈরীতে সবচাইতে পারদর্শিনী। সুতরাং উৎকৃষ্ট মানের রুটি তৈরী কর। ইহা বলিয়া তিনি নিজে অর্ধেক গোশতের ঝোল-তরকারী ও অবশিষ্ট অর্ধেকের ভুনা তৈরী করিলেন।

খানা প্রস্তুত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সঙ্গিগণের সম্মুখে পেশ করা হইলে রাসূলুল্লাহ (স) একটি রুটিতে খানিকটা তরকারী রাখিয়া আবূ আয়্যুবকে বলিলেন, আবূ আয়্যুব! ইহা ফাতিমা (রা)-র নিকট পৌছাইয়া দাও। কেননা কয়েক দিন যাবত সেও এইরূপ কোন খাদ্য পাইতেছে না। আবূ আয়্যুব (রা) উহা ফাতিমা (রা)-এর নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন।

তাঁহারা আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, রুটি, গোশ্ত, পাকা খেজুর, অপুষ্ট ও পুষ্ট খেজুর—এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, সেই আল্লাহ্র শপথ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! এই সবই হইল ঐ নিআমত যেইগুলি সম্পর্কে

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। বিষয়টি উপস্থিত সাহাবীগণের নিকট খুবই গুরুতর মনে হইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তবে হাঁ, তোমরা যদি আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ ও শেষে এই দু'আ পড় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلَ (অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করাইয়া উত্তম নি'আমত দান করিয়াছেন) তাহা হইলে ইহা ঐ নিয়ামতের প্রতিবদল হইয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভ্যাস ছিল যে, তাঁহার প্রতি উত্তম আচরণকারীকে তিনি প্রতিদান দিতেন। সুতরাং মজলিস হইতে উঠিয়া আবূ আয়্যূব (রা)-কে বলিলেন, আগামী কল্য আমার সহিত সাক্ষাত করিও। কিন্তু তিনি উহা না শুনিলে 'উমার (রা) উহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আগামী কল্য তোমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে বলিয়াছেন। তিনি সাক্ষাত করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে স্বীয় বাঁদী হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করিয়া বলিলেন, আবূ আয়্যূব! তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করিও। কেননা সে আমাদের নিকট যতদিন ছিল ততদিন আমরা ইহার দ্বারা ভাল ছাড়া কোন খারাপ হইতে দেখি নাই। আবূ আয়্যূব (রা) তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে আনিবার পর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমি মনে করি তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই হইতেছে তাহার সহিত অধিক উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন। সুতরাং তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুত-তা'আম, আত-তারগীব ফী হামদিল্লাহি বা'দাল আকলি, হাদীছ নং ৩১৪০; ইবন হিব্বান, আস্-সাহীহ, বিতারতীবি ইবন বালবান, তাহকীক-শু'আয়ব আরনাউত, কিতাবুল আতইমা, বাব যিকরুল আমরি বিতাহমীদিল্লাহি, ১২খ., পৃ. ১৬, হাদীছ নং ৫২১৬০)।

আস্ সাহীহ, বিতারতীবি ইব্ন বালবান, তাহ্কীক শুআইব আল আরনাউত বাবু যিকরিল আমরি বিতাহমীদিল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা ইনদাল ফারাগ মিনাত তাআম, ১২খ., পৃ. ১৬)।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও ক্রমাগত কয়েক রাত্রি উপবাস কাটাইয়া দিতেন। তিনি ও তাঁহার পরিবার রাত্রে খাওয়ার মত কিছুই পাইতেন না। তাঁহাদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের রুটি (আল-মুসনাদ আহ্মাদ, ১/৩৭৪, হাদীছ নং ৩৫৩৫)।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা আগমনের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার পরিবার কখনও ক্রমাগত তিন দিন গমের রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন নাই (বুখারী, কিতাবুর-রিকাক, বাবু কায়ফা কানা আইশুন্ নাবিয়্যি, বাব নং ১৭, হাদীছ নং ৬৪৫৪)।

মাসরূক (র) বলেন, আমি একদা আইশা (রা)-এর খিদমতে হাজির হইলে তিনি আমার জন্য খানা আনিতে বলিলেন। অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি যখনই পরিতৃপ্ত হইয়া যাই তখনই আমার কাঁদিতে মনে চায় এবং আমি কাঁদিয়া ফেলি। আমি বলিলাম, তাহা কেন? বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কী অবস্থায় এই দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ হইয়া যায়। আল্লাহ্র শপথ! তিনি কখনও দিনে দুইবার রুটি ও গোশত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া

আহার করেন নাই (তিরমিযি, কিতাবুয্-যুহদ, বাব মা জাআ ফী মা'ঈশাতিন্নাবিয়্যি (স) ওয়া আহলিহী, বাব নং ৩৮, হাদীছ নং ২৩৫৬)।

বায়হাকীর এক বর্ণনায় তাঁহার উক্ত বক্তব্য এইরূপ ঃ কখনও রাসূলুল্লাহ (স) ক্রমাগত তিন দিন তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করেন নাই। হাঁ, যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই সর্বদা পরিতৃপ্ত হইয়া ভক্ষণ করিতে পারিতাম। তবে তিনি সর্বদা নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতেন (আল-বায়হাকী, বাব ফিল-মাতাইমি ওয়াল-মাশারিবি, আল-ফাসলুছ-ছানী ফী যিকরি কাছরাতিল আকলি, হাদীছ নং ৫৬৪০)।

নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) স্বীয় শাগরিদদিগকে বলেন, তোমরা কি আপন আপন চাহিদানুযায়ী পানাহার করিতে পারিতেছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী করীম (স)-কে এইরূপ অবস্থায় পাইয়াছি যে, তাঁহার এমন সামর্থ্য হইত না যে, নিম্ন মানের খেজুর দ্বারাও তিনি পেট পূর্ণ করিয়া আহার করিয়াছেন (তিরমিযী, কিতাবুয-যুহদ, বাব মা-জাআ ফী মা'ঈশাতি আসহাবিন্নাবিয়্যি (স) বাব নং ৩৯, হাদীছ নং ২৩৭২)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, কখনও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরিবারের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁহার কোন স্ত্রীর ঘরে বাতিও জ্বলিত না, চুলাও জ্বলিত না। কেননা বাতি জ্বালাইবার মত তৈল পাওয়া গেলে তাহা শরীরে মাখাইবার কাজেই শেষ হইয়া যাইত। আর চর্বিজাতীয় কিছু পাওয়া গেলে তাহা খাওয়ার কাজেই ফুরাইয়া যাইত (আল-মাওসিলী, আল-মুসনাদ, মুসনাদু আবী হুরায়রা, ৬খ., পৃ. ৬৯ হাদীছ নং ৬৪৪৭)।

'আইশা (রা) স্বীয় বোনপুত্র উরওয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, আল্লাহ্র কসম! কোন কোন সময় এমনও হইত যে, আমরা এক চাঁদ, অতঃপর দ্বিতীয় চাঁদ, অতঃপর তৃতীয় চাঁদ অর্থাৎ দুই মাসে তিন চাঁদ পর্যন্ত দেখিতাম অথচ এই দীর্ঘ দুই মাসেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন সহধর্মিনীর গৃহে আগুন জ্বলে নাই। উরওয়া বলেন, আমি বলিলাম, খালাম্মা! তাহা হইলে কী খাইয়া আপনারা বাঁচিয়া থাকিতেন? তিনি বলিলেন, দুই কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর ও পানি। তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন যাহাদের দুগ্ধবতী উটনী ছিল। তাঁহারা কখনও দুধ পাঠাইলে শুধু তাহাই আমরা পান করিতাম (বুখারী, কিতাবুর-রিকাক, বাব কায়ফা কানা 'আয়শুন্-নাবিয়্যি (স), বাব নং ১৭, হাদীছ নং ৬৪৫৯)।

আবূ তালহা (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ক্ষুধার তাড়নার কথা জানাইয়া আমাদের পেট তাঁহাকে দেখাইলাম যাহাতে একটি করিয়া পাথর বাঁধা ছিল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পেট উন্মোচন করিলেন যাহাতে দুইখানা পাথর বাঁধা ছিল (তিরমিযী, কিতাবুয-যুহদ, বাব মা-জাআ ফী মা'ঈশাতি আসহাবিন্নাবিয়্যি (স), বাব নং ৩৯, হাদীছ নং ২৩৭১)।

'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন যে, ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে তাঁহার যুদ্ধের বর্মখানি এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক ছিল (আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুত-তাওবাতি ওয়ায্-যুহদি, বাব আত্-তারগীবু ফীয যুহদি ফীদ-দুনয়া, হাদীছ নং ৪৭৩০, ৩খ., পৃ. ৩১৪)।

অপর বর্ণনায় আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যেই বালিশে ঠেশ লাগাইতেন ও শয়ন করিতেন তাহার ভিতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ৪৭২০)।

অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, তিনি যেই বিছানায় শয়ন করিতেন তাহার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল (পূর্বোক্ত)।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, একদিন জিবরাঈল (আ) সাফা পাহাড়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি বলিলেন, হে জিবরাঈল! যেই সত্তা আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম! অদ্য সারাদিন মুহাম্মাদ-পরিবারের জন্য না একমুষ্টি আটা মিলিয়াছে, না ছাতু। তাঁহার এই কথাখানি শেষ হইতে না হইতেই আকাশে তিনি এমন একটি ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন যাহাতে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তা'আলা কি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন? জিবরাঈল (আ) বলিলেন, না, তবে তিনি আপনার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া ইসরাফীলকে আপনার নিকট আসিতে বলিলে তিনি অবতরণ করিয়াছেন। ইত্যবসরে ইসরাফীল (আ) তাঁহার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নবী! আল্লাহ তা'আলা আপনার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সমগ্র ভূ-মণ্ডলের তাবৎ ভাণ্ডারের চাবিসহ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন এবং আমাকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন আমি যেন আপনার খেদমতে এই বিষয়টি পেশ করি যে, মক্কার পর্বতমালকে মহামূল্যবান যমুররুদ, ইয়াকূত, স্বর্ণ ও রৌপ্যে রূপান্তরিত করিয়া আপনার পিছনে পিছনে পরিচালিত করিয়া দেই। আপনি ইচ্ছা করিলে একজন বাদশাহ নবী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন কিংবা একজন বিনয়ী নবী হিসাবে থাকিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিবরাঈল (আ)-এর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, তিনি বিনয় অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। ইহাতে তিনি তিনবার বলিলেন, বরং আমি বিনয়ী হওয়া গ্রহণ করিলাম (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ৪৭১১)।

ইবাদতে ধৈর্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত

হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রাত্রির সালাতে এত দীর্ঘ কিয়াম (দাঁড়ানো অবস্থা) করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। তাঁহাকে বলা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি কি একজন শোকরগুযার বান্দা হইব না? (সাহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব কি'য়ামিন্নাবিয়্যি, কিতাব নং ১৯, বাব নং ৬, হাদীছ নং ১১৩০)।

অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, অতঃপর তাঁহার শরীরে গোশ্‌তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শরীর মোটা হইলে তিনি বসিয়া বসিয়া সালাত আদায় করিতেন।

হযরত 'আইশা (রা) তাঁহার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও রাত্রি জাগরণ ছাড়িতেন না। অসুস্থ হইয়া পড়িলে কিংবা অলসতা অনুভব করিলে বসিয়া হইলেও সালাত আদায় করিতেন (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ৬/২৪৯, হাদীছ নং ২৫৫৮৩)।

আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) কিছুটা ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। সকালবেলা কেহ তাঁহাকে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ব্যথার প্রভাব আপনার চেহারায় পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। তিনি বলিলেন, গত রাত্রের তাহাজ্জুদ সালাতে সূরা বাকারা হইতে প্রথম সাতটি বড় সূরা পড়িয়াছি; উহারই প্রভাব দেখিতে পাইতেছ (আখলাকু- নাবী, বাব যিকরুল শিদ্দাতি ইজতিহাদিহী ওয়া 'ইবাদাতিহী, হাদীছ নং ৫৪১)।

হুযায়ফা (রা) বলেন, ইশার সালাতের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আমার সাক্ষাত হইলে আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনার মত ইবাদত করিবার অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) একটি কূপের নিকট গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। অতঃপর আমি তাঁহার কাপড় ঝুলাইয়া ও তাঁহাকে আমার পিছনে করিয়া পর্দার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি গোসল সারিয়া আমার কাপড়ের সাহায্যে আমাকে পর্দা করিলে আমিও গোসল করিয়া নিলাম। অতঃপর তিনি মসজিদে আসিয়া কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন ও আমাকে তাঁহার ডানদিকে দাঁড় করাইলেন। ইহার পর সালাত শুরু করিয়া সূরা ফাতিহা শেষ করিয়া সূরা বাকারা আরম্ভ করিলেন। তিনি রহমতের আয়াত আসিলে আল্লাহ্র নিকট রহমতের দু'আ করিতেন, ভীতিজনক আয়াত আসিলে সেই ভয় হইতে আশ্রয় চাহিতেন, কোন দৃষ্টান্ত আসিলে তাহাতে চিন্তা করিতেন, এইভাবে উহা শেষ করিলেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলিয়া রুকূতে যাইয়া বলিলেন, সুবহ়ানা রাব্বিয়াল 'আযীম এবং তিনি স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় নাড়াইয়া আরও কি যেন পড়িলেন। আমার মনে হইল তিনি ওয়া বিহ়ামদিহী বলিয়াছেন। তিনি রুকূতে এত দীর্ঘ সময় কাটাইয়া দিলেন যে প্রায় কিয়ামের কাছাকাছি হইয়া গেল। অতঃপর রুকূ হইতে মাথা উঠাইলেন ও তাকবীর বলিয়া সিজদায় গমন করিলেন। সেইখানে তাঁহাকে সুবহ়ানা রাব্বিয়াল আ'লা বলিতে শুনিয়াছি। আরও ঠোঁট নাড়াইলে আমার মনে হইল, তিনি ওয়াবিহ়ামদিহী বলিয়াছেন। সিজদায় তিনি এতদীর্ঘ সময় কাটাইলেন যে, কিয়ামের কাছাকাছি হইয়া গেল।

ইহার পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য উঠিয়া সূরা ফাতিহা পড়িয়া সূরা আল-ইমরান শুরু করিলেন। রহমতের আয়াত অতিক্রম করিলে রহমত চাহিলেন এবং কোন দৃষ্টান্ত আসিলে চিন্তা করিলেন, এইভাবে পূর্ণসূরা সমাপ্ত করিয়া রুকূ ও সিজদা করিলেন এবং পূর্বের রুকূ-সিজদায় যাহা করিয়াছেন এইবারও তাহা করিলেন। অতঃপর আমি ফজরের আযান শুনিতে পাইলাম। হুযায়ফা (রা) বলেন, ইহার চাইতে কঠিন ইবাদত আমি আর কখনও করি নাই (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, আল-বাবুছ-ছালিছ ফী ওয়াক্তি কিয়ামিহী, ৮খ., পৃ. ২৭৯)।

অপর এক বর্ণনায় হুযায়ফা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে সালাতে দণ্ডায়মান হইলে আমি তাঁহার পিছনে এই ভাবিয়া ইক্তিদা করিলাম যে, হয়ত তিনি টের পাইবেন না। প্রথমে তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম হয়ত এক শত আয়াত পড়িয়া রুকূতে যাইবেন। কিন্তু এক শত আয়াত পড়িবার পর রুকূতে না যাইয়া সামনে আরও পড়িতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম, হয়ত দুই শত আয়াত পড়িয়া রুকূ করিবেন, কিন্তু তখনও তিনি রুকূ করিলেন না। এইবার আমি ভাবিলাম, হয়ত পূর্ণ সূরা শেষ

করিয়াই রুকূতে যাইবেন। অতঃপর সূরা বাকারা শেষ করিয়া তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়া বলিলেন, আল্লাহুম্মা লাকাল হ'াম্দু (হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই সব প্রশংসা)। কিন্তু তিনি রুকূতে না যাইয়া সূরা আল ইমরান শুরু করিলেন। ভাবিলাম, ইহা শেষ করিয়া রুকূতে যাইবেন। অতঃপর দেখা গেল ইহা শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় আল্লাহুম্মা লাকাল হ'ামদু বলিয়া সূরা নিসা শুরু করিয়া দিলেন। তখন আমার ধারণা হইল যে, ইহা শেষ করিয়াই রুকূ করিবেন। কিন্তু এইবারও তিনি ইহা শেষ করিয়া আল্লাহুম্মা লাকাল হ'ামদু বলিয়া সূরা মাইদা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন ভাবিলাম যে, ইহা শেষ করিয়াই রুকূ করিবেন। বাস্তবেও তাহাই হইল। তিনি উহা শেষ করিয়া রুকূতে গেলেন ও সেইখানে বলিলেন, সুবহ'ানা রাব্বীয়াল 'আযীম। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ের নাড়াচাড়ার আওয়াযে মনে হইল তিনি আরও কিছু পড়িয়াছেন, তবে উহা কি তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। এইভাবে প্রথম রাক'আত শেষ করিয়া দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়াইয়া সূরা আন'আম আরম্ভ করিলে আমি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম (প্রাগুক্ত, ৮খ., পৃ. ২৭৮; আব্দুর রায্যাক আস্-সানআনী, আল-মুসান্নাফ, কিতাবুস্-সালাত, বাব কি'রাআতিস্-সুওয়ার ফির-রাক'আতি, ২খ., পৃ. ১৪৬, হাদীছ নং ২৮৪২)।

রণাঙ্গনে অপরিসীম ধৈর্যাবলম্বন

উহুদ যুদ্ধে মারাত্মক আহত হওয়া সত্ত্বেও চরম ধৈর্য

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার দাঁতের প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, যে সম্প্রদায় তাহাদের নবীর সহিত এইরূপ অন্যায় আচরণ করিল তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা মারাত্মক ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর স্বীয় ক্রোধ অধিক পতিত করেন যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাস্তায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হত্যা করেন (সাহীহুল-বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, বাব মা-আসাবান্নাবিয়্যু (স) মিনাল জিরাহি ইয়াওমা উহুদিন, বাব নং ২৪, হাদীছ নং ৪০৭৩)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর কঠিন রাগান্বিত হন যাহাকে রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং আল্লাহ্র রাস্তায় হত্যা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে সেই জাতির উপর আল্লাহ্ তা'আলা মারাত্মক ক্রোধান্বিত হন যাহারা স্বীয় নবীর মুখমণ্ডলকে রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ৪০৭৪)।

উপরিউক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন, আওযা'ঈ-এর সূত্রে উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি বলেন—আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ যুদ্ধে আহত হইয়া একটি বস্ত্রদ্বারা স্বীয় রক্ত মুছিতেছিলেন ও বলিতেছিলেন, যদি ইহা হইতে সামান্য পরিমাণ রক্ত মাটিতে পড়ে তাহা হইলে আসমান হইতে তোমাদের উপর আযাব নাযিল হইবে। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে আপনি ক্ষমা করিয়া দিন, কেননা ইহারা অজ্ঞ (ফাতহুল-বারী, হাদীছ নং ৪০৭৪-এর ব্যাখ্যা)।

বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহত হওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, ভালভাবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই জানি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর

ক্ষতস্থান কে ধৌত করিয়া দিয়াছিল এবং কে সেইখানে পানি ঢালিয়াছিল এবং কিসের দ্বারা উহার চিকিৎসা করা হইয়াছিল ? তিনি বলেন, নবী-কন্যা ফাতিমা (রা) ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিতেন এবং আলী (রা) ঢালের সাহায্যে উহার উপর পানি ঢালিতেন। এক পর্যায়ে ফাতিমা (রা) ইহা লক্ষ্য করিলেন যে, পানি ঢালার দ্বারা রক্ত না কমিয়া আরও বৃদ্ধি পাইতেছে তখন একটি পুরাতন চাটাইয়ের টুকরা পোড়াইয়া উহার ছাই ক্ষতস্থানে লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। সেই দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্তনদন্ত ভাঙ্গিয়া যায়, চেহারা মুবারক বিক্ষত হয় এবং লোহার টুপি ভাঙ্গিয়া মাথায় বিদ্ধ হয় (সাহীহুল বুখারী, পূর্বোক্ত কিতাব ও বাব, হাদীছ নং ৪০৭৫)।

আনাস (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের সামনের পাটির দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল এবং মাথায় লোহা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়িলে তিনি রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, সেই জাতি কীভাবে সফল হইতে পারে যাহারা স্বীয় নবীকে আহত করিয়াছে, তাঁহার কর্তনদন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে অথচ তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ডাকিতেছিলেন ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ "এই বিষয়ে তোমরা করণীয় কিছুই নাই" (৩ : ১২৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদি ওয়াস্-সিয়ার, কিতাব নং ৩২, বাব নং ৩৭, হাদীছ নং ১০৪, ১৭৯১)।

ইব্ন ইসহাক উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহত হওয়ার বর্ণনা দান করিয়া বলেন, শত্রুপক্ষ অনন্যোপায় হইয়া এক পর্যায়ে অতর্কিতে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর উহা ছিল মুসলমানদিগের জন্য অগ্নিপরীক্ষার দিবস। আল্লাহ্ তা'আলা সেই দিন কতক মুসলমানকে শাহাদাতের সুধা পান করাইয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এমনকি শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং তাঁহার উপর পাথর নিক্ষেপ করিয়া আঘাত হানিলে তাঁহার দন্ত মুবারক আহত হইল, মুখমণ্ডলে পাথর বিদ্ধ হইল এবং ঠোঁট ক্ষত- বিক্ষত হইয়া গেল। তাঁহাকে হামলাকারী সেই পাপিষ্ঠের নাম ছিল উতবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাস।

ইব্ন ইসহাক আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, উহুদ যুদ্ধের রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্তনদন্ত ভাঙ্গিয়া যায় এবং চেহারা মুবারকে পাথর বিদ্ধ হইয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতে লাগিলে তিনি রক্ত মুছিতেছিলেন ও বলিতেছিলেন, যেই জাতি স্বীয় নবীর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করিয়াছে, অথচ তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করিতেছিলেন, সেই জাতি কিভাবে সফল হইতে পারে ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ٠

"তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই; কারণ তাহারা যালিম" (৩ : ১২৮)।

ইব্ন হিশাম বলেন, রুবায়হ্ ইব্ন 'আব্দির রহমান আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, উতবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাস উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করিয়া (তীর)

নিক্ষেপ করিলে তাঁহার নীচ পাটির ডান কর্তনদন্তখানি ভাঙ্গিয়া যায় এবং নীচ ঠোঁটে যখম হয়। এতদ্ব্যতীত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শিহাব যুহরী এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কপালে (তীর) বিদ্ধ করে এবং ইব্‌ন কামিয়াহ্ তাঁহার গালের উপরিভাগে যখম করিলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর লৌহবর্মের দুইটি লোহা তাঁহার গালের উপরিভাগে ঢুকিয়া পড়ে এবং তিনি একটি গর্তের ভিতর পড়িয়া যান, যেই গর্তসমূহ আবূ আমের এইজন্যই খনন করিয়াছিল যেন মুসলিম বাহিনী অজান্তে এই গর্তে পড়িয়া যায়।

অতঃপর 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরিলেন এবং তালহা ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্ তাঁহাকে উঠাইলে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। মালিক ইব্‌ন সিনান ও আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) উভয়ে নিজ নিজ জিহ্বার সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারক হইতে রক্ত মুছিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার রক্ত যাহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে তাহাকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করিবে না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কেহ যদি পৃথিবীতে বিচরণকারী যিন্দা শহীদ দেখিতে চায় সে যেন তালহা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহকে দেখিয়া লয়। আদ্-দারাওয়ারদী আবূ বকর সিদ্দীক (র)-এর সূত্রে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারকে বিদ্ধ হওয়া দুইটি লৌহ আংটা হইতে একটিকে যখন বাহির করিলেন তখন তাঁহার একটি দাঁত পড়িয়া গেল। ইহার পর যখন দ্বিতীয় আংটাটি বাহির করিলেন তখন তাঁহার আরেকটি দাঁত পড়িয়া গেল। এইভাবে তাঁহার দুইটি দাঁতই পড়িয়া যায় (ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরাহ আন্-নাবাবিয়্যা, গায্ওয়াতু উহুদ, মা লাকিয়াহুর রাসূলু ইয়াওমা উহুদ, ৩খ., পৃ. ৮৪)।

হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ধৈর্য

'আব্বাস (রা) বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করিলাম। সেইখানে আমি ও আবূ সুফ্য়ান ইব্‌ন আল-হারিছ রাসূলুল্লাহ (স)-কে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলাম। ফারওয়া ইব্‌ন নুফাছা আল-জুযামী রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি খচ্চর হাদিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উহার উপর উপবিষ্ট ছিলেন। মুসলিম ও কাফির বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইলে মুসলমানগণ পিছন দিকে হটিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) কাফিরদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খচ্চরের লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। খচ্চরটি দ্রুত আগে না বাড়ার জন্য আমি উহাকে বাধা দিতেছিলাম আর আবূ সুফ্য়ান রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাদানি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে 'আব্বাস! সামুরাওয়ালাদিগকে আহ্বান কর (হুদায়বিয়ায় যে বৃক্ষের নিচে যুদ্ধের বায়'আত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল উহাকে সামুরা বলা হইত বিধায় তাঁহাদিগকে সামুরাওয়ালা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন)। 'আব্বাস (রা) অত্যন্ত উচ্চ আওয়াজের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সর্বোচ্চ আওয়াজে বলিলাম, সামুরাওয়ালারা

কোথায়? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার আওয়াজ শোনামাত্র তাঁহাদের মধ্যে এমনই ভাবাবেগের সৃষ্টি হইল যেইরূপ ভাবাবেগ হইয়া থাকে গাভীর স্বীয় বাচ্চার উপর। সুতরাং তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন—ইয়া লাব্বায়ক, ইয়া লাব্বায়ক, হাজির, হাজির। এই বলিয়া তাঁহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

অনুরূপভাবে আনসারদিগকে আহ্বান করা হইল, ইয়া মা'শারাল আনসার! ইয়া মা'শারাল আনসার! হে আনসারবর্গ, হে আনসারবর্গ! বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আনসারদিগকে একেকটি গোত্র হিসাবে ডাকা হইল, যেমন হে আল-হারিছ ইব্‌ন আল-খাযরাজ বংশের লোকেরা! হে হারিছ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের সদস্যবর্গ!

এইভাবে সকলেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় সাদা খচ্চরে থাকিয়া মাথা উঁচু করিয়া যুদ্ধের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এখন শুরু হইয়াছে যুদ্ধ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এক মুষ্টি কংকর লইয়া কাফিরদিগের চেহারায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মুহাম্মাদের পালনকর্তার কসম! ইহারা (কাফিররা) পরাজয় বরণ করিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে আমার মনে হইল যে, যুদ্ধ বুঝি এখনও আপন অবস্থায়ই রহিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (স)-এর কংকরসমূহ নিক্ষেপ করার পর হইতে আমি দেখিতেছিলাম যে, তাহাদের শক্তি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা পলায়ন করিয়াছে (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফী গাযওয়াতি হুনায়ন, বাব নং ২৮, হাদীছ নং ১৭৭৫)।

আবূ ইসহাক বলেন, কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বারাআ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি হুনায়ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-কে রাখিয়া ময়দান হইতে পালায়ন করিয়াছিলেন? বারাআ (রা) বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) পালায়ন করেন নাই। হাওয়াযিন গোত্র অতর্কিতে হামলা চালাইয়াছিল। আমরা তাহাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাইলে তাহারা ময়দান ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। অতঃপর আমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অতর্কিত হামলা চালায় (ইহাতে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল)। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি লক্ষ্য করিলাম, তিনি স্বীয় খচ্চরে উপবিষ্ট আছেন, আবূ সুফয়ান ইব্‌ন হারিছ উহার লাগাম ধরিয়া আছেন। এমতাবস্থায় তিনি বলিতেছিলেন, أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ "মিথ্যা নয়, আমি সত্যই নবী, আমি আবদুল মুত্তালিবের প্রপৌত্র" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ১৭৭৫-এর শেষ বর্ণনা)।

সচ্চরিত্রে ধৈর্যাবলম্বন

আনাস (রা) বলেন, আমি ক্রমাগত দশটি বৎসর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমত করিয়াছি। (এই দীর্ঘদিন যাবত) তাঁহার শরীর হইতে আতরের সুঘ্রাণ পাইয়াছি। তাঁহার মুখে যেইরূপ সুঘ্রাণ বিরাজ করিত অনুভব করিয়াছি সেইরূপ অন্য কাহারো মুখে অনুভব করি নাই। কোন সাহাবী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে তিনি (সাক্ষাত না দিয়া) তাহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন না। কোন সাহাবী সাক্ষাতের সময়ে মুসাফাহার

উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইলে তিনিও স্বীয় হস্ত বাড়াইয়া দিতেন। অতঃপর সেই সাহাবী আগে হাত না সরাইলে তিনি সরাইতেন না। অনুরূপভাবে কোন সাহাবী কানে কানে কথা বলিতে চাহিলে স্বীয় কর্ণ তাহার প্রতি বাড়াইয়া দিতেন। অতঃপর নিজের কান আগে সরাইতেন না যতক্ষণ না সাহাবী মুখ ফিরাইত (আখলাকুন্নাবী, বাব মা যুকিরা মিন হুসনি খুলুকি রাসূলিল্লাহ (স), হাদীছ নং ১৮)।

উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কাহাকেও প্রহার করেন নাই। নিজস্ব কোন খাদেমকেও প্রহার করেন নাই এবং তাঁহার কোন সহধর্মিণীকেও কখনও মারধর করেন নাই। তাঁহার প্রতি কেহ অন্যায় আচরণ করিলে যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে আল্লাহ্র কোন অমোঘ বিধান লঙ্ঘন না হইত ততক্ষণ পর্যন্ত উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। হাঁ, আল্লাহ্র হুকুম লঙ্ঘন হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রতিশোধ লইতেন। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, তাঁহাকে দুইটি বিষয়ের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইলে গুনাহ না হওয়া সাপেক্ষে তিনি সর্বদা তুলনামূলক সহজ-সরল বিষয়টিই অবলম্বন করিতেন। তবে উহার মধ্যে গুনাহের লেশ মাত্র থাকিলে তাহা হইতে সবচাইতে বেশী দূরে থাকিতেন (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, বাবু মুবা'আদাতিহী (স) লিল-আছাম, বাব নং ২০, হাদীছ নং ৭৯ (২৩২৮) ও ৭৮ (২৩২৭)।

ধৈর্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আনসারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু আর্থিক সাহায্য চাহিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে যে-ই চাহিয়াছেন তাহাকেই তিনি দান করিয়াছেন। এক পর্যায়ে তাঁহার নিকট আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। দুই হস্তে বিলাইয়া দেওয়ার পর সবকিছু ফুরাইয়া গেলে তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার নিকট কোন সম্পদ আসিলে আমি তাহা তোমাদের অজান্তে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া দেই না। তবে জানিয়া রাখ, যেই ব্যক্তি (হারাম হইতে ও চাওয়া হইতে) বাঁচিয়া থাকিতে চাহে আল্লাহ্ পাকও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। যেই ব্যক্তি (কষ্ট সত্ত্বেও) ধৈর্য অবলম্বন করিতে চাহে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ধৈর্যের তৌফিক দান করেন। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্ হইতে অমুখাপেক্ষী থাকিতে চাহে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অমুখাপেক্ষী বানাইয়া দেন। আরও জানিয়া রাখ, তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে যাহা কিছু (গুণাবলী) দান করা হইয়াছে তন্মধ্যে ধৈর্যাপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ত কোন গুণ দেওয়া হয় নাই (সাহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুস্ সাবরি আন মাহ'ারিমিল্লাহ্, বাব নং ২১, হাদীছ নং ৬৪৭০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, বৈরূত, তা.বি., সূরা আহ্'কাফের আয়াত নং ৩৫-এর ব্যাখ্যা, সূরা ঃ আল-'ইমরান, আয়াত নং ১২৮-এর ব্যাখ্যা; (২) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আদ্-দুররুল-মানছূর ফিত্-তাফসীরিল মাছূর, বৈরূত তা.বি., ১খ., পৃ. ৬৫-৭; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, আস্-সাহীহ (ফাতহুল বারীসহ), কায়রো ১৯৮৮ খৃ., কিতাবুস্-সুলহি; (৪) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস্-সাহীহ (ইকমালু ইকমালিল মু'লিমসহ), বৈরূত ১৯৯৪ খৃ.; (৬) আবূ দাউদ আল-আশ্আছী, আস্-সুনান; (৭) আবূ আবদির-রাহমান আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, আস্-সুনান; (৮) হাকেম

আন-নীশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক; (৯) ইব্‌ন হিব্বান, আস্-সাহীহ, বিতারতিবি ইব্‌ন বালবান, তাহকীক শু'আয়ব আল-আরনাউত, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ.; (১০) ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/৩৭৪; (১১) আবূ বাক্‌র আহমাদ ইবনুল হুসায়ন আল-বায়হাকী, আস্-সুনান, তাহকীক আবূ হাজির মুহাম্মাদ আস্-সাঈদ ইব্‌ন বাসয়ূনী যাগলুল, বৈরূত ১৯৯০ খৃ.; (১২) হাফিয তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, তাহকীক হুমায়দী আবদুল মাজীদ আস্-সালাফী, তা.বি., ২২খ. পৃ. ৪৩২; (১৩) হাফিজ নূরুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-হায়ছামী, বুগয়াতুর-রাইদ ফী তাহকীকি মাজমাইয্ যাওয়াইদ, তাহকীক আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ আদ্-দারবীশ, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ.; (১৪) হাফিজ আবূ মুহাম্মাদ যাকিয়্যুদ্দীন আল-মুনযিরী, আত্-তারগীবু ওয়াত-তারহীব, বৈরূত ১৯৯২ খৃ.; (১৫) ইব্‌ন হাজার আস্‌কালানী, ফাতহুল বারী; (১৬) আল্লামা কাসতাল্লানী, শারহুয যুরকানী 'আলাল-মাওয়াহিব, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ.; (১৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আস্-সালিহী আশ্-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (১৮) আবুশ-শায়খ, আখলাকুন্নাবী (স), রিয়াদ, ১৯৯৮ খৃ.; (১৯) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্নাবী (স), লাহোর ২০০০ খৃ.; (২০) ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরাহ আন্-নাবাবিয়্যা, তাহকীক-মুস্তাফা আস্-সাক্কা, মিস্‌র ১৯৩৬ খৃ.; (২১) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্‌ওয়ালিল মুস্তাফা, তাহকীক-মুস্তাফা আবদুল কাদির আতা, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ.; (২২) আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দীন, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, মাকতাবা দারুল ফালাহ, হালাব, আফয়ূন, ১৯৯০ খৃ.; (২৩) আল্লামা আলাউদ্দীন আলী আল- মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানযুল উম্মাল, বৈরূত ১৯৮৯ খৃ.; (২৪) অবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ তা. বি.; (২৫) আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, আ'লামুন-নবুওয়াহ্, বৈরূত ১৯৯২ খৃ.; (২৬) কাদী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসূরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামীন, দিল্লী ১৯৯৯ খৃ.; (২৭) আবূ ঈসা আত্-তিরমিযী, আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যা, মদীনা মুনাওয়ারা ২০০১ খৃ.; (২৮) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ.; (২৯) মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধালবী, হায়াতুস্-সাহাবা, দিল্লী ১৯৯০ খৃ.; (৩০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ আয্-যুহরী, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা.বি.; (৩১) হাফিজ মিয্‌যী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ.; (৩২) আহমাদ শিহাবুদ্দীন আল-খাফাজী, নাসীমুর-রিয়াদ ফী শারহি শিনাইল কাদী 'ইয়াদ, বৈরূত তা.বি.; (৩৩) আবদুর রায্‌যাক আস্-সান'আনী, আল-মুসান্নাফ, তাহকীক-হাবীবুর রহমান আযমী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূম আল-ইসলামিয়্যা, করাচী ১৯৯৬ খৃ.; (৩৪) ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, তাহকীক-আবূ হাজির মুহাম্মদ আস্-সাঈদ, বৈরূত ১৯৯০ খৃ.; (৩৫) হাফিজ যাহাবী, আস্-সীরাহ্ আন্-নাবাবিয়্যা, তাহকীক-হুসামুদ্দীন আল-কুদসী, বৈরূত ১৯৮২ খৃ.; (৩৬) সায়িদ আবুল হাসান আলী নাদবী, আস্-সীরাহ আন্-নাবাবিয়্যাহ্, জেদ্দা, তা. বি.।

নূর মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্নেহ-মমতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তর ছিল সর্বাধিক স্নেম-মমতায় ভরপুর। যে ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শ লাভ করিত সেই ধন্য হইত। বিশেষত শিশুদের প্রতি তাঁহার স্নেহ এবং বিপদগ্রস্তদের প্রতি তাঁহার মমতা ছিল অবারিত। এতদ্ব্যতীত সকল মুমিনের প্রতিই তিনি ছিলেন স্নেহময়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ·

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হইতে এক রাসূল আসিয়াছে, তোমাদেরকে যাহা কষ্ট দেয় তাহা তাহাকে পীড়া দেয়, তোমাদের মঙ্গলের ব্যাপারে তিনি আকাঙ্ক্ষাকারী এবং মু'মিনদের জন্য তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১২৮)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ·

"আল্লাহর রহমতের বদৌলতেই তুমি তাহাদের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছিলে। যদি তুমি রূঢ়ভাষী ও কঠোর অন্তরের হইতে তাহা হইলে তোমার পার্শ্ব হইতে দূরে সরিয়া পড়িত" (৩ ঃ ১৫৯)।

আল্লাহ্র প্রিয়নবী (স) সর্বোতভাবে ছিলেন স্নেহ-মমতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁহার অনুপম স্নেহ ও অসীম মমতার পরশে শিশু-কিশোর ও দুস্থ-নিপীড়িত জনগণ প্রাণ ভরিয়া স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াছে। বঞ্চিত, নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন শিশুরা তাহাদের চাহিদামত অবস্থান লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার চাইতে অধিক স্নেহ-মমতার স্বাক্ষর কেহই রাখিতে পারে নাই। আরবের তৎকালীন তিমির অমানিশায় তিনি স্নেহ-মমতার এমন উজ্জ্বল জ্যোতি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার ফলে আজও পৃথিবী আলোকময় হইয়া রহিয়াছে। কিছু ঘটনা, বিবরণ ও বাস্তব প্রেক্ষাপটে তাঁহার স্নেহ-মমতার কিঞ্চিত নির্দশন এইখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্নেহের পরশ ছিল পৃথিবীর সকল স্নেহ-মমতা হইতে অত্যধিক। এই প্রসঙ্গে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার আট বৎসর বয়সে তাঁহাকে আরবের হুব্বাশাহ (حباشة) বন্দরে বিক্রয় করা হয়। হযরত খাদীজা (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম ইব্ন হিযাম এক কাফেলা হইতে তাঁহাকে ক্রয় করেন। খাদীজা (রা) এই কিশোরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতের জন্য তাঁহাকে প্রদান করেন। বালকটিকে নবী

করীম (স) অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং স্বীয় পুত্রবৎ স্নেহ-মমতায় লালন-পালন করিয়াছেন। দীর্ঘদিন পর তাঁহার পিতা হারিছা ও চাচা কা'ব তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হইয়া পুনরায় ক্রয় করিবার জন্য মক্কায় আগমন করে। তখনও ইসলাম প্রকাশিত হয় নাই। তাহারা নবী করীম (স)-এর নিকট নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং বিনিময়ে অর্থকড়ি দিতে ইচ্ছা করেন। নবী করীম (স) বলিলেন, আচ্ছা! তাহাকে ডাকিয়া তাহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে বলুন। যদি যায়দ আমার নিকট অবস্থান করিতে চাহে তবে থাকিতে পারিবে; আর যদি আপনাদের সাথে চলিয়া যাইতে চাহে তবে আপনাদের সহিত চলিয়া যাইতে পারিবে। অতঃপর যায়দ (রা) উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপস্থিত মহোদয়গণকে তুমি কি চিন? তিনি পিতা হারিছা ইব্‌ন শুরাহবীল আর অন্য একজনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, তিনি হইলেন আমার পিতৃব্য কা'ব ইব্‌ন শুরাহবীল। অতঃপর নবী করীম (স) বলিলেন, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সহিত চলিয়া যাইতে পার, আর ইচ্ছা করিলে আমার সহিত অবস্থান করিতে পার। যায়দ (রা) বলিলেন, আমি বরং আপনার সাথে থাকাই পছন্দ করি। শুনিয়া তাঁহার পিতা বলিলেন, স্নেহের যায়দ! তুমি কি মুক্ত জীবন যাপন পছন্দ কর না? তোমার পিতা-মাতা, জন্মস্থান, সম্প্রদায় সবাইকে পছন্দ করিলে না? তখন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখাইয়া বলিলেন, আমি কখনও এই মহৎ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। রাসূলুল্লাহ (স) তখন কুরায়শদের বৈঠকে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক।এই বালক আমার পুত্র, সে আমার সম্পদের উত্তরাধিকারীও হইবে। ইহা শুনিয়া যায়দ (রা)-এর পিতা ও চাচা আশাতীত আনন্দিত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত মনে স্বদেশে গমন করেন (আর-রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ৪২৮)।

আনাস (রা) হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা শরীফে আগমন করিলে আবূ তালহা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনাস বুদ্ধিমান বালক। তাহাকে আপনার খিদমতের জন্য রাখিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মতিক্রমে তখন হইতে আমি তাঁহার খিদমতে থাকিতে লাগিলাম। সফরে, গৃহে, প্রবাসে আমি তাঁহার সাথী হইলাম। দীর্ঘ নয় বৎসর যাবত তাঁহার নিকট থাকা অবস্থায় কখনও তিনি আমাকে বলেন নাই, এই কাজ কেন করিয়াছ? ঐরূপ কেন কর নাই? তাঁহাকে আমার কাজে ত্রুটি নির্ণয় করিতে কখনও দেখি নাই (আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া, পৃ. ৩৭)। শিশুদিগকে স্নেহভরে হযরত রাসূলুল্লাহ (স) কখনও স্বীয় উরুর উপর বসাইতেন। এই প্রসঙ্গে 'উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একদা আমাকে কোলে লইয়া তাঁহার এক উরুর উপর বসাইলেন এবং হাসান (রা)-কে অপর উরুর উপর বসাইলেন। এমতাবস্থায় তিনি দু'আ করিলেন ঃ

اللهم ارحمهما فانى ارحمهما-

"হে আল্লাহ! আপনি তাহাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, আমি তো তাহাদের উপর দয়া করিয়াছি" (বুখারী, বাবু ওয়াদইস সাবিয়িও 'আলাল-ফাখিযি, হাদীছ নং ৫৬৫৭)।

সালাত আদায়কালেও রাসূলুল্লাহ (স) শিশুদিগকে স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদিগকে কোলে লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আবূ কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় কন্যা যায়নাবের শিশু কন্যা উমামাকে কোলে রাখিয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। যখন তিনি দাঁড়াইতেন, তাহাকে কোলে তুলিতেন, আবার সিজদায় যাওয়ার সময় তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন (ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, বাবু জিওয়াযি হামলিস- সিব্য়ানি ফীস-সালাতি, হাদীছ নং-৫৪৩)। শিশুদিগকে স্নেহ-মমতার সহিত তিনি দীন শিক্ষা দিতেন। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা)-এর গৃহে রাত্রিযাপন করিলেন। রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (স) সালাত আদায় করিতে লাগিলেন। ইহাতে আবদুল্লাহও উৎসাহিত হইলেন এবং নবী করীম (স)-এর বাম দিকে আসিয়া সালাতে দাঁড়াইলেন। তখন তিনি (স) তাঁহার মাথায় সস্নেহে হাত রাখিয়া নিজের ডানপার্শ্বে তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন (ইমাম নাসাঈ, সুনান, বাবুল-ইমামাহ, মাওক'ফুল ইমাম ইযা কানা মা'আহু সাবিয়্যুন ওয়া ইমরাআতুন)।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বালকদিগকে খুবই ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে আদর করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইতেন। শৈশবকালে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার, ক'ছাম ইব্ন আব্বাস ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস একদা খেলা করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) উটের পিঠে আরোহণ করিয়া তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি (স) তাহাদিগকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রথমে আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফারকে নিজের পাশে সওয়ারীতে বসাইলেন, ইহার পরে ক'ছাম ও উবায়দুল্লাহকেও বাহনের উপরে তুলিয়া তাহাদিগকে স্নেহভরে আদর করিয়া আবার নামাইয়া দিলেন। ইহাতে এই শিশুরা খুবই প্রীত হইল (আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, ৪খ., ৩৯৮)।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স) সময়ে সময়ে শিশুদিগকে মমতার পরশে আপন করিয়া লইতেন। তাঁহার পবিত্র পরশ স্থায়ী নির্দশন হইয়াও কাহারও জীবনে চিরভাস্বর হইত। সা'ইব ইব্ন ইয়াযীদ নামক জনৈক সাহাবীর মাথায় চুল ও দাড়ির এক পার্শ্ব সাদা ও একপার্শ্ব কাল রং-এর ছিল। একদা তাঁহার মুক্তদাস 'আতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চুল ও দাঁড়ির রং-এ এইরূপ বৈচিত্র্যের কোন কারণ আছে কি? সা'ইব (রা) বলিলেন, আমি শৈশবকালে একদা কতিপয় শিশুর সহিত খেলা করিতেছিলাম। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের পাশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকট আগমন করিলাম এবং ভক্তিভরে তাঁহাকে সালাম দিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার উপরও সালাম, তুমি কে? আমি বলিলাম, সা'ইব ইব্ন ইয়াযীদ। তিনি (স) আমার মাথায় তাঁহার পবিত্র হাত বুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন। হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরশ লাভে ধন্য আমার চুল-দাড়িগুলি সাদা হয় নাই, সর্বদা সেইগুলি সতেজ রহিয়া গিয়াছে। তাই এইগুলির একাংশ সাদা এবং অন্য অংশ কাল বর্ণের রহিয়াছে (দালাইলুন-নবূওয়াত, ১খ., পৃ. ১৭৩)।

শিশুসুলভ আনন্দ করার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (স) সুযোগ দিতেন, এমনকি সমবয়সীদের সহিত কিঞ্চিত মনোরঞ্জনেরও ব্যবস্থা করিতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে মেয়েদের সহিত খেলাধুলা করিতাম। আমার বান্ধবী হিসাবে তাহাদের অনেকেই আমার নিকট আসা-যাওয়া করিত। যখনই হযরত রাসূলুল্লাহ (স)- কে তাহারা দেখিত লজ্জাবনত হইয়া দ্রুত প্রস্থান করিত। নবী করীম (স) ইহাতে খুশী হইতেন। আবার তিনি (স) চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায় হাজির হইত (আখলাকুন্নাবিয়্যি, পৃ. ১০৬)।

ঘরের সকলের প্রতি নবী করীম (স) অতন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। চাকর-বাকরদিগকেও তিনি স্নেহ করিতেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একাধারে নয় বৎসর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমত করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ কালে আমার কাজ করা বা না করার ব্যাপারে তিনি কখনও কৈফিয়ত তলব করেন নাই, এমনকি কখনও ভর্ৎসনাও করেন নাই অর্থাৎ তিনি (স) কখনও নির্দয় আচরণ করেন নাই (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ১০৮)।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স) শিশুদিগকে স্নেহ করিতেন। হযরত সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) হইতে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, একদা তিনি স্বীয় খালার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন। তাঁহার খালা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার বোনের এই ছেলেটি অসুস্থ। নবী করীম (স) তাহার মাথায় তাঁহার পবিত্র হাত বুলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিলেন। ইহার পর তিনি উযূ করিলেন। সে তাঁহার উযূর পানি স্পর্শ করিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুহরে নবুওয়াত প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিল যে, উহা চমকাইতেছে (ইমাম তিরমিযী, আল-জামি, আবওয়াবুল-মানাকি'ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাবু মা জাআ ফী খাতিমিন- নাবুওয়্যাতি, বাব-৪২, পৃ. ২০৫, হাদীছ নং ৩৭২৩)।

এই হাদীছ হইতে বুঝা যায়, শিশুদের সহিত প্রথমেই নবী করীম (সা) স্নেহ-মমতার মাধ্যমে আপন হইয়া যাইতেন। শিশুরা স্বাচ্ছন্দে তাঁহার নিকট ঘুরাফেরা করিত, কখনও তিনি কোন প্রকার কর্কশ আচরণ করিতেন না।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে থাকিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত নিকট হইতে দেখার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার স্নেহ-মমতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাঁহার কাছে কেহ কোন প্রয়োজনে আগমন করিলে তিনি তাহার জন্য কিছু না কিছু করিতেন, তাঁহার উপস্থাপিত বক্তব্যকে তিনি কাজে পরিণত করিতেন। তাঁহার নিকট সম্পদ থাকিলে তিনি উহা হইতে দানের ব্যাপারে কাহাকেও বারণ করিতেন না (কানযুল-উম্মাল, ৭খ., হাদীছ নং ১৮৪১০)।

রুগ্ন শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) খুবই সদয় ছিলেন। এমনকি অসুস্থ অমুসলিম শিশুদিগকেও তিনি দেখিতে যাইতেন। এই প্রসঙ্গে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ইয়াহূদী বালক প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিত এবং তাহার খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে দেখিতে তাহার গৃহে গমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) স্নেহভরে তাহাকে বলিলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া

বালকটি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিল (সহীহ বুখারী, বাব 'ইয়াদাতিল মুশরিক, হাদীছ নং ৫৩৩৩)। শিশুদের দুঃখে নবী করীম (স) বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিতেন এবং এই স্নেহে তাহারা দুঃখ বিস্মৃত হইত। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমার একটি ছোট ভাই ছিল যাহার নাম ছিল আবূ উমায়র। নুগায়র নামে তাহার একটি পোষা পাখী ছিল। পাখীটিকে হারাইয়া বিমর্ষ চিত্তে সে একদা কাঁদিতেছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দেখিয়া বলিলেনঃ

يا ابا عمير ما فعل النغير .

"ওহে আবূ উমায়র ! তোমার নুগায়রটি কি করিল ?"

ইহাতে শিশু আবূ উমায়র খুব প্রীত হইল (যাখাইরুল-উকবা ফী মানাকি'বি যাবিল কু'র্বা, ১খ., পৃ. ২১৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) শিশুদিগকে স্নেহ-মমতা করিতেন এবং অন্যদিগকেও তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের সহিত আলোচনাশেষে দাঁড়াইলেন, সাহাবীগণও তাঁহার সহিত দাঁড়াইলেন। নবী করীম (স)-এর নিকট একটি শিশুকে আগাইয়া দেওয়া হইল। শিশুটিকে তিনি তাঁহার ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। ইহাতে শিশুর অভিভাবক তাঁহার সম্মানে শিশুটির থেকে কি আচরণ প্রকাশ হয় তাহা নিয়া খুবই চিন্তিত হইলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তখন সা'দ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি? তিনি (স) বলিলেন, ইহা মহান আল্লাহর রহমতেরই প্রতিফলন, মহান আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার অন্তরেই শুধু ইহা ঢালিয়া দেন। মহান আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে শুধু দয়া ও মমতার অধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন (ইমাম বুখারী, আল-জামি আস-সাহীহ, কিতাবুল মারদা, বাব ইয়াদাতিস-সিব্য়ান, হাদীছ নং ৫৩৩১)। শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র পরশ ও আদর-মমতার কথা সাহাবীগণ স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইতেন। হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত, একদা একদল শিশু রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া ছোটাছুটি করিতে লাগিল। কেহ তাঁহার চেহারা মুবারক স্পর্শ করিল, আবার কেহ তাঁহার দুই পার্শ্ব স্পর্শ করিল। আমিও তাঁহার মমতা লাভের উদ্দেশ্যে নিকটে আসিলাম। তিনি আমার গালে মমতাভরে হাত বুলাইলেন। তিনি আমার মুখমণ্ডলের যেই পার্শ্ব স্পর্শ করিয়াছিলেন উহা চিরদিন অপর পার্শ্ব হইতে সুন্দর ও তুলতুলে রহিয়া গেল (দালাইলুন-নুবূওয়াহ, ১খ., পৃ. ১৭৩)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মমতার বদৌলতে তাৎক্ষণিকভাবে অনেকে আরোগ্যও লাভ করিতেন। হযরত জারহাদ আল-আসলামী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলেন, তাঁহার সম্মুখে আহার প্রস্তুত ছিল। তিনি (জারহাদ) বাম হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি ডান হাতে খাও। জারহাদ বলিলেন, হে রাসূলুল্লাহ! আমার ডান হাত রোগাক্রান্ত। নবী করীম (স) তাঁহার ডান হাতে ফুঁ দিলেন। ইহার

পর হইতে কয়েক বৎসর পর্যন্ত আর কখনো তাঁহার হাতে অসুবিধা দেখা যায় নাই (দালাইলুন-নুবূওয়াহ, ৯খ., পৃ. ১৭৩)।

হযরত আবূ যায়দ (রা) বলেন, শৈশবকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমি আগমন করিলাম। তিনি (স) বলিলেন, তুমি কাছে আস। আমি নিকটবর্তী হইলে তিনি আমার পিঠ মুছিয়া দিলেন। ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিঠ মুবারক মুছিতে লাগিলাম। ইহাতে তিনি হাসিতে লাগিলেন (আত-তারাতীবুল- ইদারিয়্যা ১খ., পৃ. ৩৮)।

হযরত বাশীর ইব্ন 'আকরাবা আল-জুহানী (রা) বলেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করিলে আমি কাঁদিতে লাগিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমাকে কোন্ দুঃখ কাঁদাইতেছে? তুমি কি এই ব্যাপারে খুশী হইবে না যে, আমি তোমার পিতা, আইশা তোমার মাতা। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার মাথায় যে অংশে নবী করীম (স)-এর হাত মুবারকের ছোঁয়া লাগিয়াছিল সেখানকার চুলগুলি বৃদ্ধাবস্থায়ও সতেজ ছিল, সেইগুলি কখনও সাদা হয় নাই।

তিনি কিছুটা তোতলাইয়া কথা বলিতেন, নবী করীম (স) নিজ মুখের থু থু তাঁহার মুখে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার তোতলাভাব দূরীভূত হইয়া গেল। নবী করীম (স) আবার বলিলেন, বলতো তোমার নাম কি? আমি বলিলাম, বুজায়র। তিনি বলিলেন, বরং এখন হইতে তোমার নাম বাশীর (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) স্নেহ-মমতার মাধ্যমে শিশুদিগকে খুবই কাছে টানিয়া লইতেন এবং বিশেষভাবে দু'আ করিতেন, যাহার ফল তাঁহারা বয়োবৃদ্ধকালেও ভোগ করিতেন। হযরত আমর ইব্নুল-হুমক আল-খুযাঈ (রা) হইতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু দুধ আনিয়া দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْهُ بِشَبَابِهِ .

"হে আল্লাহ! তাহার যৌবনকে আপনি (স্থায়ীভাবে) উপভোগ করার সুযোগ প্রদান করুন"। দীর্ঘ আশি বৎসর বয়স হইলেও তাহার একটি চুল-দাড়িও শুভ্র বর্ণ ধারণ করে নাই (পূর্বোক্ত দালাইল, পৃ. ১৭৩)।

আবূ যায়দ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার মাথায় ও দাড়িতে মমতাবশে স্বীয় হাত বুলাইলেন, তাহার পর দু'আ করিলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে সৌন্দর্য প্রদান করুন'। তাহার পর তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেন, এমনকি এক শত বৎসরের বেশী বয়সে তাঁহার কোন দাড়িতে শুভ্রতা দেখা যায় নাই। অর্থাৎ নবী করীম (স)-এর মমতার পরশ তাঁহার শরীরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিল (ইমাম সুয়ূতী, কিফায়াতুত- তালিবিল-লাবীব ফী খাসাইসিল হাবীব, ২খ., পৃ. ১৩৯)।

নবী করীম (স) কাহারও বিপদের সময়ে স্নেহ-মমতার কোমল স্পর্শ দান করিতেন। তাঁহার মমতায় দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে হালকা ও স্বাভাবিক মনে করিত। রাসূলুল্লাহ (স) জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর ইয়াতীম সন্তানদের মাথায় নিজের হাত বুলাইয়া দেন। মুহাম্মাদ ও

আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা) যখন পিতার শাহাদাতের সংবাদ শুনিয়া শোকবিহ্বল হইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে স্নেহ-মমতায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, "আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিলাম" (আত-তারাতীবুল ইদারিয়্যা, ২খ., পৃ. ২৩৮)।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র পরশে স্নেহধন্য হইতেন। তাঁহাদের নিকট এই স্মৃতি চিরস্থায়ী হইত। কেহ কেহ এই স্মৃতিকে ধারণ করণার্থে ব্যতিক্রমী কার্যও করিতেন । সাফিয়্যা বিন্ত বাহ্রা (রা) বলেন, হযরত আবূ মাহযূর (রা) বসিলে তাঁহার চুলের একাংশ মাটি স্পর্শ করিত। তাঁহার এই দীর্ঘ চুলের ব্যাপারে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার মাথায় শৈশবে হাত বুলাইয়া ছিলেন। তাঁহার পবিত্র পরশ সমৃদ্ধ চুলগুলি আমি কাটি নাই, তাই তাহা দীর্ঘ হইয়াছে (আখবার মাক্কা ফী ক'াদীমিদ- দাহরি ওয়া হ'াদীছিহী, ২খ., পৃ. ১৪০)।

ইয়াতীমদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) খুবই স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করিতেন। ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

انا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة ٠

"আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক জান্নাতে এইভাবে (তাঁহার দুই আঙ্গুল একত্র করিয়া দেখাইলেন) থাকিব।" অর্থাৎ ইয়াতীমের প্রতি সদাচরণ করিয়া যদি কেহ তাহাদের লালন-পালন করে তাহা হইলে সে জান্নাতে থাকিতে পারিবে (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, باب فى من ضم اليتيم, হাদীছ নং ৫১৫০) ।

অনাথ শিশুদের সম্পদের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত মমতাপূর্ণ উদার নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি ইয়াতীমের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন ঃ

الا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقة ٠

"সাবধান! কোন ব্যক্তি যদি সম্পদশালী ইয়াতীমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে, সে যেন তাহার সম্পদের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, সম্পদ ফেলিয়া না রাখে; অন্যথা যাকাত সম্পদকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে" (তিরমিযী, বাব মা জাআ ফী যাকাতি মালিল-ইয়াতীম, হাদীছ নং ৬৩৬)।

শিশুদিগকে যত্নের সহিত লালন-পালনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে তাহাদের জন্য দু'আ করিতেন। এই প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর জন্য পানাহ চাহিয়া দু'আ করিতেন ঃ

اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ٠

"আল্লাহর পূর্ণ বাণীসমূহ দ্বারা তোমাদের উভয়ের জন্য শয়তান ও হিংসুকের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং প্রতিটি ক্ষতিকর দৃষ্টি হইতে পানাহ চাহিতেছি।"

ইহার পর জানাইলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষ পিতা ইবরাহীম ও স্বীয় দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্যও এই দু'আ করিতেন" (আল-আযকারুন নাবাবিয়্যা باب ما يعوذ به الصبيان وايرهم, হাদীছ নং ৩৪২)।

শিশুদের প্রতি অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كفوا صبيانكم عند العشاء فان للجن انتشارا وحفظة ·

"তোমরা সন্ধ্যার সময় তোমাদের শিশুদিগকে আটকাইয়া রাখ। কেননা জিন জাতি এই সময়ে ছড়াইয়া পড়ে ও ক্রোধান্বিত থাকে" (কানযুল উম্মাল, ১৬খ., হাদীছ নং ৪৫৩১৬)।

শিশুদিগকে যত্নের সহিত লালন-পালন প্রসঙ্গে আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين ·

"যে ব্যক্তি বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দুইটি কন্যা সন্তানের লালন-পালন করিবে, সে এবং আমি কিয়ামতের দিন এইরূপ অর্থাৎ খুব নিকটে থাকিব" (মুসলিম, বাবু ফাদলিল ইহ্সান ইলাল-বানাত, হাদীছ নং ১৪৯)।

শিশু ছেলে বা মেয়ে যাহাই হউক, তাহাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি (স) বলিয়াছেন ঃ

ان اولادكم من كسبكم وهبه الله لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ·

"নিশ্চয় তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জিত ধন। আল্লাহ তাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন" (মুল্লা 'আলী আল-কারী, শারহু মুসনাদি আবী হানীফা, বাব ان اولادكم من كسبكم।।

শিশু সন্তানের লালন-পালন প্রক্রিয়া এবং ইহাতে ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশেষ নীতি রাসূলুল্লাহ (স) শিক্ষা দিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها (قال يعنى الذكور) ادخله الجنة ·

"যাহার কন্যা সন্তান রহিয়াছে তাহাকে সে জীবন্ত কবরস্থ করে নাই এবং তাহাকে অপমানও করে নাই, তাহার উপর ছেলে সন্তানকেও অগ্রাধিকার দেয় নাই, আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন" (আবূ দাউদ, বাব নং ১৩০, হাদীছ নং ৫১৪৬)।

নবী করীম (স) কন্যা সন্তানের প্রতি অত্যধিক মমতা প্রদর্শন করিতেন। জাহিলী যুগে কন্যাদিগকে হেয় ও লাঞ্ছিত করা হইত। আর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রতিপালনের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة ·

"যেই ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান রহিয়াছে, সে তাহাদিগকে লালন-পালন করিয়া শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছে ও বিবাহ দিয়াছে এবং সে তাহাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার জন্য জান্নাত" (আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত—আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীছ নং ৫১৪৭)।

বালকদিগকে স্নেহের পরশে রাসূলুল্লাহ (স) হাত বুলাইয়া দিতেন এবং বিশেষভাবে দু'আ করিতেন। যেমন হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (স) আমার বক্ষে তাঁহার হাত মুছিয়া দু'আ করিলেন ঃ اللهم علمه الحكمة ।

"হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে প্রজ্ঞা শিখাইয়া দিন" (বুখারী, হাদীছ নং ৩৫৪৬)।

বালকদিগকে স্নেহভরে রাসূলুল্লাহ (স) সালাম প্রদান করিতেন। আনাস (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত পথ চলিতেছিলাম। কিছু সংখ্যক শিশু দেখিয়া তিনি (স) তাহাদিগকে সালাম দিলেন (তিরমিযী, বাব মা জাআ ফীত- তাসলীম 'আলাস-সিবয়ান, হাদীছ নং ২৮৩৭)।

অন্য বর্ণনায় বালকদের খেলারত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে সালাম দিলেন (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৫২০২)।

রাসূলুল্লাহ (স) স্নেহভরে শিশুদিগকে কোলে তুলিয়া লইতেন, কখনও বা ঘাড়ে চড়াইতেন। এই প্রসঙ্গে বারাআ ইব্‌ন 'আযিব (রা) বলেন, আমি একদা হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘাড়ের উপর উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। নবীজী (স) তখন বলিতেছিলেন ঃ

اللهم انى احبه فاحبه ·

"হে আল্লাহ! আমি তাহাকে ভালবাসি, তাই আপনিও তাহাকে ভালবাসুন।" (বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাব মানাকিবিল হাসান ওয়াল-হুসায়ন, হাদীছ নং ৩৫৩৯)।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স) শিশুদিগকে স্নেহভরে চুম্বন করিতেন । তিনি হাসান ও হুসায়ন (রা) সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ - هما ريحانتاى من الدنيا "তাহারা দুইজন পৃথিবীতে আমার সুগন্ধ" (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ৩৫৪৩)।

মমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার ও ব্যাপক অবস্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ·

"দয়ালুদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। পৃথিবীবাসীর প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহা হইলে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইবেন। রহম শব্দটি রহমান শব্দ হইতে নির্গত। যে আত্মীয়তা বজায় রাখে সে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি তাহা ছিন্ন করে আল্লাহ তাহাকে ছিন্ন করিয়া দেন" (তিরমিযী, বাব মা জা'আ ফী রাহমাতিন্নাস, হাদীছ নং ১৯৮৯)।

শিশুরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোলে পেশাব করিয়া দিলে তিনি উহা সহজে পবিত্র করিয়া লইতেন। তিনি শিশুদিগকে কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি শিশু আনা হইলে শিশুটি তাঁহার কাপড়ে পেশাব করিয়া দিল। তিনি পানি আনাইলেন এবং কাপড়ে পানি ঢালিয়া তাহা পবিত্র করিয়া নিলেন (বুখারী, বাব বাওলিস সিবয়ান, হাদীছ নং ২২০)।

শিশুদিগকে তিনি মমতাভরে কোলে নিতেন। শিশুরা তাঁহার নিকট আসিতে খুবই আনন্দ পাইত। উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা) হইতে বর্ণিত ঃ তাহার শিশু পুত্রকে লইয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে আদর করিয়া কোলে বসাইলে শিশুটি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব করিয়া দিল। তিনি সেই স্থানে কিছু পানি ঢালিয়া দিলেন (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ২২১)।

শিশুদের অসুবিধা যাহাতে না হয় সেইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) সালাতের কিরাআত দীর্ঘ করিতেন না। আবূ কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

انی لأقوم فی الصلوة ارید ان اطول فیها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی کراهیة ان اشق علی أمه .

"আমি সালাতে দাঁড়াইলে উহা দীর্ঘ করিয়া আদায় করিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু যখন আমি শিশুর কান্না শুনিতে পাই তখন আমার সালাতকে সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করি যাহাতে শিশুর মাতার কষ্ট না হয়" (বুখারী, বাব মান আখাফ্‌ফাস সালাতা 'ইনদা বুকাইস সাবিয়্যি, হাদীছ নং-৬৭৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) শিশুদেরকে চুম্বন করিতেন এবং তাহাদিগকে নাকের কাছে নিতেন। আনাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পুত্র ইবরাহীমকে কোলে নিলেন, ইহার পর তাহাকে চম্বুন করিলেন এবং তাহাকে শুকিলেন (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ৫৬৪৮, বাব রাহমাতিল ওয়ালাদি ওয়া তাক'বীলিহি ওয়া মু'আনাক'াতিহি)।

শিশুদেরকে স্নেহ করার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা) গুরুত্ব দিতেন। তৎসঙ্গে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করারও নির্দেশ দিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত ঃ একদা এক বৃদ্ধ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া তাহার নিকট যাইতে চাহিল। কিন্তু লোকজন তাহাকে যাওয়ার পথ করিয়া দিল না। তখন তিনি (স) বলিলেন ঃ

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ۔

"সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদিগকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দিগকে সম্মান করে না" (তিরমিযী; বাব মা জাআ ফী রাহমাতিস-সিবয়ান, হাদীছ নং ১৯৮৩)।

শিশুদিগকে সাজাইয়া সুন্দর রাখিতে ও স্নেহভরে প্রতিপালন করিতে রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়াছেন। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ۔

"নবী (স) শিশুদের চুলের একাংশ কমাইয়া অপর অংশ রাখিয়া বিশ্রী করিতে নিষেধ করিয়াছেন" (ইমাম নাসাঈ, সুনান باب ذكر النهى عن ان يحلق بعض شعر الصبى ويترك بعضه)।

রাসূলুল্লাহ (সা) স্নেহ-মমতা দিয়া পরিচিত কাহারও প্রত্যাগমনকে মনোরম করিয়া তুলিতেন। এই প্রসঙ্গে 'আইশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) মদীনা শরীফে আগমন করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। তিনি দরজায় খটখট করিলে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পোশাক টানিতে টানিতে দরজা খুলিয়া তাহার সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে চুম্বন করিলেন (রিয়াদুস সালিহীন, বাব নং ১৪৩, বাব ইসতিহ'বাবিল মুসাফাহ'াতি 'ইনদাল্লিক'া, হাদীছ নং ৮৯১)।

রাসূলুল্লাহ (স) সকলের প্রতিই ছিলেন মমতাময়। এই প্রসঙ্গে 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اللهم انما انا بشر فأى المسلمين لعنته او سببته فاجعله زكاة واجرا ۔

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি একজন মানুষ। সুতরাং যে কোন মুসলমানকে আমি যদি অভিশাপ দেই অথবা গালি দেই তাহা হইলে তাহাও সেই লোকের জন্য পূণ্যের ব্যাপার করিয়া দিন" (মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ, বাব মান লা'আনাহুন নাবীয়্যু (স), হাদীছ নং ২৬০০)।

বিধর্মী শিশু ও শিশুর মাতাদের প্রতিও তিনি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত ঃ এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ইহার পর তিনি স্থায়ীভাবে মহিলা ও শিশুদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন (মুসলিম, বাব তাহ'রীমি ক'াতলিন-নিসা ওয়াস-সিব্‌য়ান ফীল হ'ারব, হাদীছ নং ১৭৪৪)।

এই প্রসঙ্গে নাজদাহ নামক এক গভর্নরের চিঠির উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) জানাইয়াছিলেন, মহানবী (স) কখন কোন শিশুকে হত্যা করিবার আদেশ দেন নাই, তিনি কঠোরভাবে তাহা বারণ করিয়াছেন (মুসলিম, হাদীছ নং ১৮১২)।

সকল উম্মতের জন্যই তিনি অত্যন্ত মমতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, এমনকি শারী'আতের বিধানগুলি যাহাতে দুর্বল উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না হয় সেইজন্যও তিনি ছিলেন অত্যন্ত চিন্তিত। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য মসজিদে নববীতে রাত্রিতে একটি পর্দা করিয়া দেওয়া হইত। তিনি তাহাতে সালাত আদায় করিতেন। দেখিতে দেখিতে অনেক সাহাবী গভীর রাত্রিতে মসজিদে একত্র হইতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুকরণে তাঁহারাও সালাত আদায় করিতেন। এক রাত্রে তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন, তাহারা অধিক সংখ্যক উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

ايها الناس عليكم بما تطيقون من الاعمال فان الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وان خير الاعمال ما دووم عليها وان قل (ثم قال) ما منعنى من ان اصلى ههنا الا انى اخشى ان ينزل على شئ لا تطيقونه ٠

"ওহে লোকেরা! তোমরা সামর্থ্য অনুসারে আমল কর। তোমরা অপারগ না হওয়া পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ (তোমাদের প্রতিদান প্রদানে) অপারগ হন না। মহিমান্বিত আল্লাহ ততক্ষণ পূর্ণরূপে কার্য গ্রহণ করেন না যতক্ষণ না তোমরা পূর্ণ কর। উত্তম কর্মরূপে তাহাই স্বীকৃত যাহা অল্প হইলেও অনবরত করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলিলেন, এইখানে তোমাদের কাছে আসিয়া সালাত আদায়ে আমাকে অন্য কিছু বিরত রাখে নাই। আমি শুধু মনে মনে ভয় করিয়াছি, (তোমাদের উৎসাহে) আমার উপর এমন নির্দেশের অবতরণ হয় যাহা পালন করিতে তোমাদের সামর্থ্য থাকিবে না" (আখলাকুন্নাবী (স), পৃ. ৪৬৩)।

মযলূমের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত মমতাময়। মযলূম ব্যক্তি সহজেই স্বীয় অধিকার লাভে তাঁহার সহযোগিতা পাইত। একদা আবূ জাহল জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট ক্রয় করিবে বলিয়া তাহাকে লইয়া গেল, অথচ কোন মূল্য পরিশোধ করিল না। লোকটি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! আমার প্রাপ্য আদায় করিয়া দেওয়ার মত তোমাদের মধ্যে কোন লোক আছেন কি ? তাহারা লোকটিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাইতে বলিল। কাফিররা বিষয়টি লইয়া উপহাস করিতে উদ্যত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) উহা শুনিয়া লোকটিকে সাথে লইয়া আবূ জাহলের গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া উহা খট খট করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) আবূ জাহলের উদ্দেশ্যে বলিলেন, লোকটির পাওনা আদায় করিয়া দাও। সে বলিল, হাঁ এখনই পরিশোধ করিতেছি। লোকটির অধিকার দেওয়ার পর অন্যরা তাহাকে বলিল, আবূ জাহ্‌ল ! তুমি কেন এত সহজেই পাওনা পরিশোধ করিয়া দিলে? সে বলিল, আমি তখন আমার মাথার উপর প্রকাণ্ড উটের একটি মুখ হা করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আমি দিতে অস্বীকার করিলে ভয় হইতেছিল, উহা আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) ঝুঁকি লইয়া দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং মযলূমের আশ্রয়স্থল হিসাবে পরিগণিত

হইয়াছেন। পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার মমতার পরশে ধন্য হইত (ওয়াসীলাতুল ইসলাম বিন্নাবিয়্যি 'আলায়হিস সালাতু ওয়াসসালাম, ১খ., পৃ. ১২৮)।

সব ধরনের লোকজনের বিপদাপদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্নেহ-মমতার পরশ সর্বদা অবারিত থাকিত। একদা এক মাতা স্বীয় পুত্রকে লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন, ছেলেটির জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) কুল্লি করিয়া সামান্য পানি পাত্রে দিলেন এবং বলিলেন, তাহাকে এই পানি পান করাও। মাতা শিশুকে তাহা পান করাইলে ক্রমে ছেলেটি লোকজনের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানী হিসাবে পরিগণিত হইল। এই প্রসঙ্গে উতবা ইব্ন ফারকাদ (রা) হইতে বর্ণিত ঃ একদা আমার শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হইল। আমি তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিলাম। তিনি আমার হাতে তাঁহার মুখ নিঃসৃত থু থু দিলেন এবং আমার পিঠে ও পেটে মুছিয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ আমার ব্যথা দূরীভূত হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত মিশক আম্বর হইতেও সুগন্ধ সর্বদা আমার শরীর হইতে বহিতে লাগিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২)।

মৃত মু'মিনের দাফনের পরও রাসূলুল্লাহ (স) মমতাপূর্ণ দু'আ করিয়া তাহার পরকালীন শান্তি সুনিশ্চিত করিতেন। এই প্রসঙ্গে উছমান ইব্ন আফফান (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) কোন মৃত্যের দাফনকার্য হইতে অবসর হইয়া বলিতেন ঃ

استغفروا لاخيكم واسئالوا له التثبيت فانه الآن يسأل .

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে এখন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে। তাই তাহার জন্য দৃঢ় থাকার দু'আ কর" (রিয়াদুস-সালিহীন, কিতাবু 'ইয়াদাতিল মারীদ, বাবুদ-দু'আ লিল-মায়্যিত বা'দা দাফানিহি ওয়াল-কুউ ইনদা ক'াবরিহি, হাদীছ নং ৯৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত মমতাময়। তিনি তাঁহার কারণে কাহারও সামান্য অসুবিধা হওয়াও পছন্দ করিতেন না। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা)-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তিনি ঘরের নিচতলায় থাকা পছন্দ করিলেন আর আবূ আয়্যূব (রা)-কে পরিজনসহ উপর তলায় অবস্থান গ্রহণ করিতে বলিলেন। সেখানে হঠাৎ পাত্র হইতে কিছু পানি পড়িয়া গেল। ইহাতে আবূ আয়্যূব (রা) ও তাঁহার স্ত্রী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে কিনা তাহা দেখিতে উভয়ে নিচের কক্ষে অবতরণ করিলেন। তখন তাহারা ছিলেন ভীত ও বিমর্ষ। তাহারা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের আপনার উপরের তলায় রাত্রিতে অবস্থান করাটাতো উচিৎ বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহার এই বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় সরঞ্জামাদি স্থানান্তর করিয়া লইতে বলিলেন। তাঁহার সরঞ্জামাদিও ছিল খুবই স্বল্প (কিতাবু দালাইলিন- নুবূওয়াহ, ১খ., পৃ. ৪৬০)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাধারণভাবেই ছিলেন সকলের প্রতি মমতাময়। তিনি গভীরভাবে অসুবিধা হওয়ার দিকগুলি চিন্তা করিতেন এবং তাঁহার প্রতিনিধিগণকে তাহা জানাইয়া দিতেন। এই প্রসঙ্গে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ইয়ামানের গর্ভনর হিসাবে প্রেরণের প্রাক্কালে বলিয়াছেন—

يا معاذ اذا كان فى الشتاء فغلس بالفجر واطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم فاذا كان الصيف فاسفر بالفجر فالليل قصير والناس ينامون فامهلهم حتى يداركوا ·

"ওহে মু'আয! শীতকালে ফজরের সালাত অন্ধকার থাকিতেই আদায় করিও, কিরা'আত মানুষের সহনীয় পরিমাণ দীর্ঘ করিও , তাহাদিগকে বিরক্ত করিও না এবং গ্রীষ্মকালে ফজর ফর্সা হইলে আদায় করিও। কেননা তখন রাত অপেক্ষাকৃত স্বল্প দীর্ঘ হয় এবং লোকজন ঘুমাইয়া থাকে। তাই তাহাদিগকে সুযোগ দিও যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে সালাতের জামা'আতে শামিল হইতে পারে" (আখলাকুন্নাবিয়্যি (সা), পৃ. ৪৫১)।

উপস্থিতি ক্ষেত্রেও কাহারো কোন অসুবিধা দেখিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার সমস্যা নিরসন করিতেন। এই সম্পর্কে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একদা সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া সফরে রওয়ানা হইতেছিলেন। সেই সময় সওয়ারী এক ব্যক্তি আসিয়া ডানে ও বামে বিক্ষিপ্তভাবে তাকাইতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যাহার নিকট অতিরিক্ত বাহন আছে সে যেন বাহন দ্বারা অন্য লোককে উপকৃত করে। যাহার নিকট অতিরিক্ত খাদ্য রহিয়াছে সে যেন তাহা এমন লোককে দেয় যাহার খাদ্য নাই। এরপর তিনি আরো কয়েকটি সম্পদের উল্লেখ করিলেন। ইহাতে আমাদের ধারণা হইল যে, অতিরিক্ত কোন সম্পদ রাখিবার অধিকার কাহারো নাই (রিয়াদুস-সালিহীন, কিতাবু আদাবিস-সাফার, হাদীছ নং ৯৬৯)।

সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (স) নিজ উম্মতের জন্য অত্যধিক মমতাময় ও উদারচিত্তের ধারক ছিলেন। তিনি তাঁহার সর্বস্ব গুনাহগার উম্মাতদের মায়ায় ও কল্যাণে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সকল মাখলুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু তিনি উম্মাতের পরকালীন শান্তির উদ্দেশ্যে স্বীয় আরাম-আয়েশ, এমনকি সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আমাকে এমন বিশেষ পাঁচটি নি'আমত প্রদান করা হইয়াছে যেগুলি আমার পূর্বেকার কোন নবী (আ)-কে দেওয়া হয় নাই। পৃথিবীর সম্পূর্ণটাই আমার জন্য সালাত আদায়ের স্থান করা হইয়াছে, অথচ অন্যান্য নবীগণ নির্ধারিত স্থানে যাইয়া সালাত আদায় না করিলে কবুল হইত না। এক মাসের পথ দূরত্বে থাকিতেই শত্রুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়, আমি তাহা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্বেকার নবীগণ বিশেষ কোন গোত্রের বা এলাকার জন্য প্রেরিত হইতেন, আর আমি সকল জিন ও মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি। গনীমতের খুমুসকে আমার দরিদ্র উম্মতের মাঝে বণ্টন করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু পূর্বেকার নবীগণ তাহা খোলা আকাশের নিচে জমা করিতেন এবং আগুনের ঝলক তাহা জ্বালাইয়া দিত। প্রত্যেক নবী যেই দু'আ করিতেন তাহাই প্রাপ্ত হইতেন। আমি আমার মূল দু'আকে বিশেষভাবে আখিরাতে আমার উম্মতের শাফা'আতস্বরূপ বিলম্বিত করিয়াছি (সুয়ূতী, আল- খাসাইস, ২খ.,

পৃ. ৩২০; ইহা ছাড়া ইমাম বুখারী স্বীয় তারীখে, বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম স্ব স্ব গ্রন্থে এ হাদীছ সংকলন করিয়াছেন)।

মূলকথা, রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় উম্মতের জন্য কত বেশী মমতা রাখেন ও নিঃস্বদেরকে কত অধিক স্নেহ করেন তাহার যথাযথ বর্ণনা করার ভাষা আমাদের জানা নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল-কারীম; (২) আবূ জা'ফার আহমাদ ইব্ন আবদিল্লাহ আত্-তাবারী, রিয়াদুন-নাদিরাহ্ ফী মানাকি'বিল আশারাহ্, দারুল-গারবিল-ইসলামী, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ.; (৩) 'আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা লিইব্নি হিশাম, দারুল-জায়ল, বৈরূত ১৪১১ হি.; (৪) আবুল-ফাদল জালালুদ্দীন "আবদুর রাহমান আস-সুয়ূতী, কিফায়াতুত-তালিবিল-লাবীব ফী খাসাইসিল-হাবীব (আল-খাসাইসুল কুব্রা), দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ.; (৫) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার, কিতাবুল মাবদা ওয়াল-মাবআছ ওয়াল-মাগাযী, মাহাদুদ-দিরাসাতি ওয়াল-আবহাছি লিত-তা'রীবি, সম্পাদনা মুহাম্মাদ হামীদুল্লা, সি.ডি. আস্-সীরাতুন নাবায়্যি; (৬) আবুল-ফার্ক আবদুর রাহমান ইব্ন আলী, সাফওয়াতুস-সাফাওয়াহ, দারুল মারিফা, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ.; (৭) আবূ বাক্র জাফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান, দালাইলুন নুবূওয়্যা, দারু হিরা' মক্কা আল-মুকাররামা ১৪০৬ হি.; (৮) আবূ 'উমার খালীফা ইব্ন খায়্যাত আল-লায়ছী, তারীখু খালীফা, দারুল-কালাম, দামিশক ১৩৯৭ হি.; (৯) আবুল-ফিদা ইসমাঈল ইব্ন 'উমার ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, বৈরূত, তা.বি.; (১০) আবূ বাক্র আহমাদ ইব্ন 'আমর আশ-শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল-মাছানী, দারুর-রায়া, রিয়াদ ১৯৯১ খৃ.; (১১) আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন হিব্বান আল-ইসবাহানী, আখলাকুননাবীয়্যি সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়া আদাবুহু, দারুল-মুসলিম, রিয়াদ ১৯৯৮ খৃ.; (১২) আবদুর রাহমান ইব্ন আবদিল্লাহ আল-খাছ'আমী আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ ফী তাফসীরিস-সীরাতিন-নাবাবিয়্যা লিইবনি হিশাম, দারুল-কুতবিল 'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৮/১৯৯৭; (১৩) আবুল-আব্বাস আহমাদ ইব্ন আহমাদ আল-খাতীব, ওয়াসীলাতুল ইসলামি বিন্নাবিয়্যি 'আলায়হিস-সালাতু ওয়াস-সালাম, দারুল গারবিল-ইসলামী, বৈরূত ১৯৮৪ খৃ.; (১৪) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালবিয়্যা ফী সীরাতিল-আমীনিল- মা'মূন, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত ১৪০০ হি.; (১৫) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মানী আয-যুহরী, আত-তাবাকাতুল- কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত, তা.বি.; (১৬) সিহাহ সিত্তাহ ও প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থাদি।

মোঃ ফামরুল হাসান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর লজ্জাশীলতা

লজ্জা মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। লজ্জাবোধই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে সত্য, সুন্দর, কল্যাণকর ও মার্জিত জীবনাদর্শে অভ্যস্ত হইতে এবং বিরত রাখে অন্যায়, অসত্য, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার নিকৃষ্ট ও গর্হিত কার্যাবলী হইতে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন লজ্জাশীলতার উত্তম নমুনা। কুমারী মেয়ে অপেক্ষাও অধিক লাজুক ছিলেন তিনি। লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজ ছিল শালীন ও মার্জিত। এক কথায় তিনি ছিলেন লজ্জাশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"লজ্জা"-এর আরবী প্রতিশব্দ الحياء । আভিধানিক অর্থ হইল শরম, লজ্জাবোধ, শালীনতাবোধ, কুণ্ঠাবোধ প্রভৃতি। পারিভাষিক অর্থে حياء বা লজ্জাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে।

حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير فى حق ذى الحق.

"লজ্জা হইল মানুষের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যাহা তাহাকে মন্দ ও গর্হিত জিনিস বর্জন করিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং হকদারের হক যথাযথ আদায় করিতে উৎসাহিত করে" (আল-মাওয়াহিবুল- লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ৩৫৯; 'উমদাতুল- কারী, ১খ., পৃ. ১২৯; শরহে রিয়াদুস-সালিহীন, ২খ., পৃ. ১১; জাম'উল ওয়াসাইল ফী শারহিশ-শামাইল, ২খ., পৃ. ১৭৪)।

আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ

الحياء رقة نعترى وجه الانسان عند فعل ما يتوقع كراهيته او ما يكون تركه خيرا من فعله.

"লজ্জা হইল মানুষের এমন একটি সূক্ষ্মানুভূতি যাহা মন্দের আশংকা রহিয়াছে এমন কোন কাজ সম্পাদনের সময় মানুষের চেহারাকে ফ্যাকাশে করিয়া দেয় অথবা এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, কাজটি সম্পাদন করার চেয়ে না করাই উত্তম" (কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৪১; জাম'উল-ওয়াসাইল ফী শারহিশ-শামাইল, ২খ., পৃ. ১৭৪)।

قال ذو النون الحياء وجود الهيئة فى القلب مع وحشة ما يسبق منك الى ربك.

"লজ্জা হইল অন্তরে বিদ্যমান এমন একটি ভীতিপ্রদ অবস্থা যাহা তোমাকে ব্যক্তিসত্তা হইতে পৃথক করিয়া প্রতিপালকের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়" (আল-মাওয়াহিবুল- লাদুন্নিয়্যা, ২খ., পৃ. ৩৫৯)।

আবুল কাসিম আল-জুনায়দ (র) বলিয়াছেন ঃ

الحياء روية الالاء ورعية التقصير فيولد بينهما حالة يسنى الحياء ٠

"মানুষ প্রথমত আল্লাহ্র অপরিসীম দয়া, অনুগ্রহ এবং অসংখ্য নিয়ামত প্রত্যক্ষ করিবে, তারপর নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিবে, এতদুভয় চিন্তার ফলে মানসপটে যে ভাবের উদয় হয় তাহাই লজ্জা" (শারহে রিয়াদুস-সালেহীন, ২খ., পৃ. ১১; জামি'উল ওয়াসাইল ফী শারহিস- শামায়িল, ২খ., পৃ. ১৭৪)।

মোটকথা লজ্জা হইল মানুষের অন্তরে সৃষ্ট এক ধরনের ঘৃণাবোধ যাহা অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়া ব্যক্তির সামগ্রিক ক্রিয়া-কর্মে ইহার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তবে মানুষের অন্তরের অবস্থা অনুসারে এই হায়া বা লজ্জাবোধের তারতম্য হইয়া থাকে। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজে লজ্জাশীলতা প্রতিভাত হইত। পাপ-পঙ্কিলতা, নির্লজ্জ ও বেহায়াপনা বেলেল্লাপনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমাজে সলজ্জ ও শালীন জীবন যাপন করিয়া তিনি বিশ্ববাসীর জন্য লজ্জাশীলতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন (আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, পৃ. ১০৬; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, বাংলা অনু., ২খ., পৃ. ৫৭১)।

লজ্জানুভূতি ও সম্ভ্রমশীলতা মানুষের চারিত্রিক ভূষণ। ইহা একটি সহজাত প্রাকৃতিক গুণ। এই লজ্জাশীলতার সুবাদে মানুষ বহুবিধ নৈতিক সৎ গুণাবলী অর্জন করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা পবিত্রতা, নির্মলতা ও স্বচ্ছতার বিকাশ সাধিত হয়। সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত থাকা যায়। যথাযথ লজ্জাশীল ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, শান্ত ও শালীন হইয়া থাকেন। তাহাদের সকল ক্রিয়াকলাপ হয় প্রশংসনীয়। তাহারা অপরের হক নষ্ট করেন না, আবেদনকারীদের বঞ্চিত করেন না। তাহারা আপোষে একে অপরের সহিত মানবতাবোধ প্রকাশ করেন। সকল অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। এমনকি এই মহৎ গুণের ফলে মানুষ বহুবিধ গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৬)।

লজ্জাশীলতার এই মহৎ গুণটি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জন্মলাভ করে। বাল্যকাল হইতেই বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিতে থাকে। যদি ইহাকে প্রয়োজনীয় লালন ও পরিচর্যা করা হয় তাহা হইলে উহা মানব জীবনকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, বরং উহা পরিবর্ধিতও হইতে পারে এবং এক সময় বিরাট মহীরূহে ও পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইয়া লজ্জাশীলতার সুফল বিস্তার করিতে থাকে। আর যদি সৎ সান্নিধ্য পাওয়া না যায় তবে লজ্জা ও সম্ভ্রমসুলভ সৎ গুণের বিলুপ্তি ঘটে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৭)।

এইজন্য ইসলাম লজ্জা ও সম্ভ্রমশীলতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (স) বলেন ঃ

الحياء شعبة من الايمان ·

"লজ্জা হইল ঈমানের একটি অঙ্গ" (ইব্ন মাজা, ১খ., পৃ. ২২; ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ ৬০০, ২খ., পৃ. ২১৮; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৯৮)।

লজ্জাশীলতার এই মহৎ গুণটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে শিশুকাল হইতেই প্রকাশিত হয়। তখনও তিনি শিশু ছিলেন, কৈশরে পদার্পণ করেন নাই। সমাজের আর দশজন শিশুর মত উলঙ্গ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তখনও তিনি উলঙ্গ থাকিতেন বা উলঙ্গ হইয়া চলাফিরা করিতেন এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই, তবে একবার কাপড় খোলার ইচ্ছা করিতেই বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান। হাদীছ শরীফে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

لما بنيت الكعبة ذهب النبى ﷺ وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبى ﷺ اجعل ازارك على رقبتيك فخر النبى ﷺ الى الارض فطمحت عيناه الى السماء فقال ازارى ازارى فشده عليه ·

"তখন পবিত্র কা'বা ঘরের সংস্কার কাজ চলিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার চাচা আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি তোমার তহবন্দ খুলিয়া কাঁধের উপর রাখ, ইহাতে তোমার কাঁধের উপর দাগ পড়িবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) কাপড় খোলার জন্য হাত বাড়াইতেই অকস্মাৎ বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিয়া উঠেন, আমার তহবন্দ, আমার তহবন্দ। অতঃপর আব্বাস (রা) তৎক্ষণাৎ তাহা বাঁধিয়া দিলেন" (ইমাম বুখারী, হাদীছ ১৫৮২, পৃ. ৩১৫; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৮)।

এই তো গেল রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাল্যকালের লজ্জাশীলতার কথা। বাল্যকালেই যদি তাঁহার লজ্জাশীলতার এমন পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে নবূওয়াতের পরে তাঁহার লজ্জাশীলতার অবস্থা কেমন ছিল সহজেই অনুমান করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর লজ্জাশীলতার বর্ণনা প্রায় সকল বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كان رسول الله ﷺ اشد حياء من عزراء فى حدرها فاذا كان كره شيئا عرفناه فى وجهه ·

"রাসূলুল্লাহ (স) পর্দানশীন কুমারী মেয়ে অপেক্ষা অধিক লাজুক ছিলেন। তিনি যখন কোন কিছু অপসন্দ করিতেন আমরা তাহা তাঁহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিয়া নিতাম" (সুনান ইব্ন মাজা, হাদীছ ৪১৮০, ১খ., ১৩৯৯; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ ৬০১, ২খ., পৃ. ২১৮; ফাতহুল-বারী, হাদীছ ৬১১৯, ১০খ., পৃ. ৫২১; বুখারী, হাদীছ ৬১১৯, পৃ. ১২৯৮)।

লজ্জাশীলতা ইসলামী সভ্যতার মানদণ্ড। ইসলামী বিধানে নারী-পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত গোপন জীবনেও লজ্জা-শরম বাদ পড়ে নাই। তাই হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال رسول الله ﷺ اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين ·

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেহ স্বীয় স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে চাহিলে সে যেন গোপনে মিলিত হয় এবং গাধার মত উলঙ্গ না হয়" (সুনানু ইবন মাজা, হাদীছ ১৯২১, ১খ., পৃ. ৬১৯)।

এই কথা বাস্তব সত্য যে, একজন লজ্জাশীল মানুষের সামনে অন্য ব্যক্তি লজ্জাশীল হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া পারিবারিক জীবনে স্বামী যদি লজ্জাশীল হয় তাহা হইলে লজ্জাশীল স্বামীর নৈতিক চরিত্রের প্রভাব স্ত্রীর মাঝেও প্রতিফলিত হয়। পক্ষান্তরে স্বামী যদি নির্লজ্জ, বেহায়া ও উলঙ্গ সভ্যতার বাহক হয় তবে তাহার উলঙ্গ সভ্যতা স্ত্রীর মাঝেও বিস্তার লাভ করিবে সন্দেহ নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর লজ্জাশীলতার প্রভাব তাঁহার পুণ্যবান স্ত্রীদের মাঝেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت ما رأيت فرج النبى ﷺ او ما نظرت الى فرج النبى ﷺ قط ·

"হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই অথবা আমি তাঁহার লজ্জাস্থান দেখি নাই" (ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, হাদীছ ২৩৮২৩, ৭খ., পৃ. ৯৩; সুনান ইবন মাজা, হাদীছ ১৯২২, ১খ., পৃ. ৬১৯; কাদী ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৪৩)।

সুতরাং বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীদের নিকট যদি এত লজ্জাশীল হইয়া থাকেন তবে অন্যদের বেলায় কত লজ্জাশীল ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। আর ইহাও জানা গেল যে, তাঁহার স্ত্রীগণ তাঁহার লজ্জাশীলতায় প্রভাবান্বিত ছিলেন বিধায় কখনও তাঁহার লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

অতিশয় লাজুক হওয়ার দরুন রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কখনও বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত অসুবিধা আর কষ্টকে তিনি হাসিমুখেই বরণ করিয়া নিতেন। লোকজনকে নিজের নিকট হইতে উঠিয়া যাইতে বলিতেন না কখনও। কারণ উত্তম নৈতিক চরিত্র এবং সহমর্মিতার বরখেলাপ ছিল। এইজন্য তিনি নিজে লজ্জাবোধ করিতেন, তবে তাহার পরও তিনি তাহাদের প্রয়োজনীয় আলোচনা ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিতেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহ উপলক্ষে ওলীমার (বিবাহ ভোজ) আয়োজন করিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই আসিয়া আহার করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে কয়েকজন সাহাবী খানাপিনার পরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কষ্টকর ছিল।

কিন্তু সহজাত স্বভাব লজ্জার কারণে তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া এক সময় তাহাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া হযরত আইশা (রা)-এর হুজরায় চলিয়া যান। সেইখানে কিছুক্ষণ সময় আলোচনা করিয়া কাটাইলেন। তাহার পর আবার ফিরিয়া আসেন কিন্তু দেখিলেন, তাহারা পূর্ববৎ আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন। এইভাবে বিনা প্রয়োজনে জমিয়া বসিয়া থাকা সাধারণত নৈতিকতার, বিশেষত নবূওয়াতের আদব ও শিষ্টাচারের বরখেলাফ তাহা তাহারা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওহীর মাধ্যমে বিষয়টি তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৯; বুখারী, হাদীছ ৪৭৯৩, পৃ. ১০২০; মা'আরিফুল-কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ১০৯২)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيْ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজনশেষে তোমরা চলিয়া যাইও। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না" (৩৩ ঃ ৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) অতিশয় লজ্জাশীল ছিলেন সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া এই লজ্জাবোধ কখনও তাঁহার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে বাধা হইয়া দাঁড়াইত না এবং দা'ওয়াত-তাবলীগ, শিক্ষা-দীক্ষা ও সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিতে কখনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনেক লোকজন নানা সমস্যা সমাধানের জন্য আসিত। তাহাদের সমস্যাবলী তিনি ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করিতেন এবং যথাযথ সমাধান করিয়া দিতেন। অনেক সময় দেখা যাইত যে, সমস্যাটি এমন যাহা একান্তই লজ্জাজনক। ইহার পরও তিনি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সামান্যতম কুণ্ঠিত হইতেন না!, শালীনতা বজায় রাখিয়াই সমাধান করিয়া দিতেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن على بن ابى طالب قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال النبى ﷺ فساله فقال فيه الوضوء .

"আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে মযী (বীর্যরস) বাহির হইত। এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মিকদাদ (রা)-কে বলিলাম। তিনি

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহাতে কেবল উযু করিতে হইবে" (বুখারী (বাংলা), হাদীছ ১৩৪, ১খ., পৃ. ৯১)।

অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله ﷺ فقالت يارسول الله ﷺ ان الله لا يستحى من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال النبى ﷺ اذا رات الماء فغطت ام سلمة تعنى وجهها وقالت يارسول الله اذ تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها.

"উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উম্মু সুলায়ম (রা) আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা হক কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হইলে তাহাকে কি গোসল করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ অবশ্যই, যখন সে বীর্য দেখিতে পাইবে। তখন উম্মু সালামা লজ্জায় তাহার মুখ ঢাকিয়া নিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বলিলেন, হাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক। তাহা না হইলে তাহার সন্তান তাহার আকৃতি পায় কিরূপে" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, বাংলা, হাদীছ ১৩২, ১খ., পৃ. ৯০)।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজারো প্রশ্ন উত্থাপন করা হইত। পুরুষের পাশাপাশি মহিলাগণও তাহাদের সমস্যার কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিজেরাই উত্থাপন করিতেন। আর সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাটাকে তাহারা নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করিতেন। এই প্রসঙ্গে হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين.

"আনসার মহিলারা কতই না উত্তম। লজ্জা তাহাদেরকে দীনের জ্ঞান অর্জন হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে নাই" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, বাংলা, ১খ., পৃ. ৯০; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৫০)।

সুতরাং বুঝা গেল সাহাবা-ই কিরাম ধর্মীয় ব্যাপারে কখনও লজ্জাবোধ করিতেন না। হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

ان رسول الله ﷺ بينما هو جالس فى المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى رسول الله ﷺ وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله ﷺ فاما احدهما فرى فرجة فى الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله ﷺ قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فاوى الى

الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله منه ·

"রাসূলুল্লাহ (স) একদা মসজিদে বসা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লোকজনও ছিল। ইতোমধ্যে তিনজন লোক আসিল। তাহাদের মধ্যে দুইজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে আগাইয়া আসিল এবং অপরজন চলিয়া গেল। রাবী বলেন, তাহারা দুইজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ইহার পর তাহাদের একজন মজলিসের মাঝে কিছুটা জায়গা দেখিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। আর অন্যজন তাহাদের পিছনে বসিল। আর তৃতীয়জন ফিরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) মজলিস শেষে সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলিব? তাহাদের একজন আল্লাহ্র দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, তাই আল্লাহ তা'আলাও তাহাকে স্থান দিয়াছেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করিয়াছে, তাই আল্লাহ তা'আলাও তাহার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করিয়াছেন (অর্থাৎ তাহাকে শাস্তি দিতে এবং রহমত হইতে বঞ্চিত করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন)। আর অপরজন মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, তাই আল্লাহও তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীছ ২৭২৪, ৫খ., পৃ. ৭৩; ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ (বাংলা), হাদীছ ৬৬, ১খ., পৃ. ৫৫; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৬-১৪৭; লুবাবুল-আদাব, পৃ. ২৮১)।

রাসূলুল্লাহ (স) নির্লজ্জতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত আরববাসীকে নগ্নতা ও অশ্লীলতা হইতে মুক্ত করিতে এবং বিশ্ববাসীকে লজ্জাশীলতার শিক্ষা দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

قال احفظ عوراتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قالت قلت يارسول الله ﷺ اذا كان القوم بعضهم فى بعض قال استطعت ان لا يراها احد فلا ترينها احدا قال قلت يا نبى الله ان كان احدنا خاليا قال فالله احق ان تستحيى منه من الناس ·

"রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তুমি তোমার স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্য কাহারও সামনে সতর উন্মুক্ত করিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! অনেক লোক যখন একসাথে থাকে এবং মানুষ তাহার সতর রক্ষা করায় পুরাপুরি সক্ষম না হয় তাহা হইলে কি করিবে? তিনি বলিলেন, যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে কেহ তাহার লজ্জাস্থান না দেখে। আমি আবার বলিলাম, কেহ যখন একাকী থাকে তখনও কি সতর ঢাকিতে হইবে? তিনি উত্তরে বলিলেন, তখন তো আল্লাহ থাকেন। আর মানুষের তুলনায় লজ্জা করিবার বেশি উপযুক্ত হইলেন আল্লাহ তা'আলা" (সুনান ইব্ন মাজা, হাদীছ ১৯২০, ১খ., পৃ. ৬১৮)।

অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে উন্মুক্ত প্রান্তরে উলঙ্গাবস্থায় গোসল করিতে দেখিলেন। সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেনঃ

قال ان الله عز وجل حليم حيى ستير يحب الحياء والستير فاذا اغتسل احدكم فليستر ٠

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল এবং অধিক পর্দাচ্ছাদনকারী। লজ্জাশীলতা ও পর্দাকেই তিনি অধিক পসন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কেহ যখন গোসল করিবে তখন সে যেন পর্দা করে" (শারহুস-সুনান আন-নাসাঈ, ১খ., পৃ. ২০১; লুবাবুল-আদাব, পৃ. ২৮২)।

ইসলাম কোনক্রমেই লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতাকে সমর্থন করে না। তাই তো জাহিলিয়াতের সকল বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে ঘোষিত হইল ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ٠

"আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে এবং প্রথম প্রাচীন (জাহিলী) মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না" (৩৩ ঃ ৩৩)।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহিলী যুগ ছিল নগ্নতা ও অশ্লীলতার যুগ যাহা ইসলামী যুগে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। নবী পত্নীগণকে লক্ষ্য করিয়া যে পথনির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে তাহা শুধু তাহাদের জন্য খাস নহে, বরং সর্বকালের সমগ্র নারী জাতিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে (তাফসীরে নূরুল কুরআন, ২২খ., পৃ. ১১)।

ইসলাম লজ্জা-সম্ভ্রমের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া মহিলাদের অঙ্গাবয়বের সম্ভ্রম রক্ষার্থে দৃষ্টিকে অধোগামী করা, লজ্জাহীন বাক্যালাপ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা, উলঙ্গপনাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, এমনকি গোসলখানা ও একান্ত দেহ পরিচর্যার স্থলে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করার মূলে রহিয়াছে দৃষ্টিকে লজ্জাহীনতা হইতে রক্ষা করা, লজ্জাহীনতার পথ সামগ্রিকভাবে রুদ্ধ করা এবং সামান্যতম লজ্জাহীনতার দুঃসাহসকে চিরতরে অবদমিত করা যাহাতে মানুষ কোনক্রমেই লজ্জাহীনতার দিকে ঝুঁকিয়া না যায় এবং তাহাদের মাঝে লজ্জাসুলভ সৌজন্যবোধ সৃষ্টি হয় (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৮)। কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ.

"মু'মিন নারীদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে" (২৪ ঃ ৩১)।

কেবল মহিলাদেরকেই নয়, পাশাপাশি পুরুষদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

"মু'মিনদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ সেই বিষয়ে সম্যক অবহিত" (২৪ ঃ ৩০)।

দুইটি আয়াতেই দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ করিতে আদেশ করা হইয়াছে। আর লজ্জাশীলতার বহিপ্রকাশ এই দুইটি মাধ্যমেই হইয়া থাকে। এই দুইটির অনিয়ন্ত্রিত বলগাহীন ব্যবহার মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্যায় হইতে পশুত্বের পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) লজ্জাশীল ছিলেন, লজ্জাশীলতার ব্যাপারেও ছিলেন আপোষহীন, লজ্জাহীনতা ঘৃণা করিতেন। মানুষ লজ্জাহীনতা বর্জন করিয়া শালীন জীবন যাপন করুক তাহাই তিনি কামনা করিতেন। তাই তিনি লজ্জাশীলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

قال رسول الله ﷺ استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا نبي الله انا لنستحيي والحمد الله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحياء من الله حق الحياء .

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে লজ্জিত হও, যথার্থ লজ্জিত। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো আল্লাহ্র ব্যাপারে লজ্জিত। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, ইহা নয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে পরিপূর্ণ লজ্জাবোধ হইল এই যে, তোমার মাথাকে রক্ষা করিবে এবং উহা যাহা ধারণ করে তাহাও। তোমার পেটকে এবং উহা যাহাকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহাও। আর যে ব্যক্তি পরকাল কামনা করিবে, তাহাকে দুনিয়ার চাকচিক্য ত্যাগ করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি ঐসকল কার্যাবলী সম্পাদন করিবে সে-ই আল্লাহ্র ব্যাপারে পরিপূর্ণ লজ্জাশীল হইবে" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৪০০; লুবাবুল- আদাব, পৃ. ২৮২)।

অপর একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

الحياء شعبة من الايمان لا ايمان لمن لاحياء له .

"লজ্জা হইল ঈমানের একটি অঙ্গ। আর যাহার লজ্জা-শরম নাই তাহার ঈমান নাই" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৪০০)।

আলোচ্য হাদীছে লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈমান যেমন মানুষকে যাবতীয় লজ্জাহীনতা ও হীনমন্যতার স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ লজ্জাও মানুষকে ঐসকল বস্তু হইতে বিরত রাখে যাহা অশিষ্টতা, নগ্নতা ও লজ্জাহীনতার পরিচায়ক (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৯; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ.

এখানে যে লজ্জাকে ঈমানের অংশ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা হইল শারী'আত সম্মত লজ্জা। সুতরাং যে সকল লোকের মাঝে স্বভাবগত সহজাত লজ্জানুভূতির উপাত্ত ও উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার পক্ষে শারী'আতসম্মত লজ্জা যা ঈমানের অঙ্গ, অর্জন করা সহজ হইবে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ৮খ., পৃ. ১৪৯)।

অপর একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) লজ্জা এবং ঈমানের মাঝে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ان النبى ﷺ قال ان الحياء والايمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر وفى رواية اذا سلب احدهما تبعه الاخر.

"রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, নিশ্চয় লজ্জা ও ঈমান একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি উঠিয়া বা দূর হইয়া গেলে অপরটিও দূর হইয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, যখন একটিকে ছিনাইয়া নেওয়া হয় তখন অপরটিও তাহার অনুগামী হয়" (মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ ৫০৯৩, ৩খ., পৃ. ১৪১১; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৪০০)।

লজ্জা-শরম মানুষের জীবনে এক মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদে সম্পদশালী ব্যক্তি সকল প্রকার গর্হিত ও মানবতা বিরোধী ক্রিয়াকলাপ হইতে মুক্ত। তাহাদের কাজে, কর্মে, জীবনের সকল স্তরেই এই সৎগুণের বহিপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। তাহারা পশুর মত নির্লজ্জ হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। বস্তুত লজ্জাই হইল মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্যের ভিত্তি। সেইজন্যই ইসলাম লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করিয়াছে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال رسول الله ﷺ الحياء لا ياتى الابخير .

"লজ্জা-শরম মানবজীবনে বিপুল কল্যাণই আনে" (বুখারী, হাদীছ ৬১১৭, পৃ. ১২৯৮; সুনান আবী দাউদ, হাদীছ ৪৭৯৬, ৫খ., পৃ. ১৪৭; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ ৫০৭১, ৩খ., পৃ. ১৪০৭)।

লজ্জাশীলতার এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء .

"প্রত্যেক ধর্মেরই একটা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্য হইল লজ্জাশীলতা" (সুনান ইব্ন মাজা, হাদীছ ৪১৮১, ২খ., পৃ. ১৩৯৯; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৯৯)।

অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লজ্জা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ

يارسول الله الحياء من الايمان فقال رسول الله ﷺ بل هو الدين كله .

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! লজ্জা কি ঈমানের অংশ ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, (লজ্জা শুধু ঈমানের অংশই নয়), বরং লজ্জাই পরিপূর্ণ দীন" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৯৯)।

ইসলামে লজ্জার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি হাদীছে বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এইভাবে ঃ

ان النبى ﷺ قال ان الله عز وجل اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا .

"নবী (স) বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ধ্বংস করিতে চাহেন তবে তাহার লজ্জা-শরম উঠাইয়া নেন। যখন তাহার লজ্জা শরম উঠিয়া যায় তখন সে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পায় না" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৪০১)।

লজ্জাহীনতা মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। কেননা লজ্জাবোধের অভাব হইলে মানুষের নৈতিকতাবোধের অভাব হয়। নৈতিক অধপতনই তাহাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দেয়। নির্লজ্জ ব্যক্তি পশুর ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) লজ্জাহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

عن انس ان رسول الله ﷺ قال ما كان الفحش فى شيئ قط الا شانه ولا كان الحياء فى شيئ قط الا زانه .

"আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কোন বিষয়ে অশ্লীলতা তাহার মূল্যহানি করে। পক্ষান্তরে লজ্জাশীলতা সকল কিছুর মর্যাদা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে" (সুনান ইবন মাজা, হাদীছ ৪১৮৫, ২খ., পৃ. ১৪০০; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ ৬০৪, ২খ., পৃ. ২২০; তিরমিযী, বাংলা, হাদীছ ১৯২৪, ৩খ., পৃ. ৪০)।

এই লজ্জাশীলতা এমন একটি বিষয় যাহা পূর্ববর্তী নবীদের ধর্মেও ছিল। তাহাদের অনেক বিধান রহিত হইয়া গেলেও লজ্জাশীলতার বিধান কোন শারী'আতেই রহিত হয় নাই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحى فاصنع ما شئت .

"ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মানুষ পূর্ববর্তী নবীদের বাণীসমূহ হইতে যাহা পাইয়াছে তাহা হইতে একটি হইল ঃ যখন তুমি লজ্জাবোধ করিবে না তখন তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে" (সুনান আবী দাউদ, হাদীছ ৪৭৯৭, ৫খ., পৃ. ১৪৮-১৪৯; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ ৫০৭২, ৩খ., পৃ. ১৪০৭; ফাতহুল বারী, ১০খ., পৃ. ৫২৩; লুবাবুল আদাব, পৃ. ২৮২)।

লজ্জাশীলতা মু'মিনের বড় পরিচয়। সেইজন্য ইসলামে লজ্জাশীলতার স্থান সকল কিছুর উর্ধ্বে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال رسول الله ﷺ الحياء من الايمان والايمان فى الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار ·

"রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, লজ্জা হইল ঈমানের অঙ্গ আর ঈমান মানুষকে জান্নাতে দাখিল করে। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা জুলুমের অঙ্গ। আর জুলুমের স্থান জাহান্নাম" (তিরমিযী, বাংলা অনু., হাদীছ ১৯৫৮, ৩খ., পৃ. ৪১৬; মিশকাতুল-মাসাবীহ, হাদীছ ৫০৮৮, ৩খ., পৃ. ১৪০৮; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৯৮)।

নির্লজ্জতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। ইহা দিগম্বর সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। লজ্জাশীলতা ও নির্লজ্জতার প্রভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ يا عائشة لوكان الحياو رجلا لكان رجلا صالحا ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوء ·

"হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, হে 'আইশা! যদি লজ্জা মানুষ হইত তবে উহা একজন সৎ মানুষ হইত। আর যদি নির্লজ্জ মানুষ হইত তবে উহা অবশ্যই একটি মন্দ লোক হইত" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ৩৯৯)।

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লজ্জাশীলতার প্রভাবে মানুষ সৎ, মহৎ ও উত্তম নৈতিক চরিত্রে ভূষিত হইয়া থাকে। আর নির্লজ্জতার প্রভাবে মানুষ অসৎ ও চরিত্রহীন হইয়া থাকে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদা এক আনসার ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি তখন তাহার এক ভাইকে অত্যধিক লজ্জা না করিবার জন্য নসীহত করিতেছিলেন। উল্লেখ্য যে, যাহাকে নসীহত করা হইতেছিল তিনি ছিলেন খুবই লাজুক ব্যক্তি। আর নসীহতকারী তাহাকে অত্যধিক লজ্জার জন্য তিরস্কার করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, دعه فان الحياء من الايمان "তাহাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা লজ্জা হইল ঈমানের অঙ্গ" (ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা, বাংলা অনু., হাদীছ ২৭০২, ৪৩৫; সুনান আবী দাউদ, হাদীছ ৪৭৯৫, ৫খ., পৃ. ১৪৭; মিশকাতুল-মাসাবীহ, হাদীছ ৫০৭০, ৩খ., পৃ. ১৪০৭; সুনান ইব্‌ন মাজা, হাদীছ ৫৭, ১খ., পৃ. ২২; কানযুল-উম্মাল, হাদীছ ৮৫১৯, ৩খ., পৃ. ৭০৮; আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীছ ৬০৫, ২খ., পৃ. ২২১)।

রাসূলুল্লাহ (স) লজ্জাশীলতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল ঃ

اوصنى قال استحيى من الله كما تستحى رجلا صالحا من قومك ·

"আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, তুমি আল্লাহ্র ব্যাপারে লজ্জাবোধ করিবে যেমন তুমি গোত্রের কোন সৎ লোকের বেলায় লজ্জাবোধ করিয়া থাক" (লুবাবুল-আদাব, পৃ. ২৮২)।

ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি কাঁদিতেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন কাঁদিতেছেন ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে সংবাদ দিয়া গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ যুবককে কষ্ট দিতে লজ্জাবোধ করেন যে তাহার যৌবনকাল ইসলামের উপর অতিবাহিত করে, অথচ সে বৃদ্ধাবস্থায় পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সামান্যতম লজ্জাবোধ করিবে না? অথচ ইসলামের উপরই সে বাড়িয়া উঠিয়াছে (লুবাবুল আদাব, পৃ. ২৮৩)।

পরিশেষে বলা যায়, লজ্জাশীলতা হইল মানবীয় সৎ গুণাবলীর অন্যতম। ইসলাম লজ্জাশীলতার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করিয়াছে। লজ্জাশীলতার এই গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থসমূহের সম্মানিত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব কিতাবে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে লজ্জা সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। এই সকল হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীছেই লজ্জাশীলতার গুরুত্বের পাশাপাশি নির্লজ্জতার ভয়াবহ পরিণতির কথাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন আল-কারীম; (২) হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর, তাফসীর ইব্ন কাছীর, অনু. ডঃ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, প্রকাশকাল ১৯৯৭ খৃ. / হিজরী ১৪১৮; (৩) মাওলানা আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল-কুরআন, ২২খ., আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ খৃ. / ১৪০৪ হি.; (৪) মাওঃ মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ই.ফা.বা. ১৯৯৪ খৃ. / ১৪১৫ হি.; (৫) ইমাম আবূ দাউদ, সুনান আবী দাউদ, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪ খৃ. / ১৩৯৪ হি.; (৬) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে', দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (৭) ইমাম ইব্ন মাজা, সুনান ইব্ন মাজা, দারুল ফিক্র, তা.বি.; (৮) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস-সালাম, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃ. / ১৪১৭ হি.; (৯) ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, আল-মুওয়াত্তা, অনুবাদ মুহাম্মাদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ই.ফা.বা., প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭ খৃ. / ১৪১৬ হি.; (১০) ইমাম বুখারী, আল- আদাবুল মুফরাদ, অনু. ই.ফা.বা., প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪ খৃ. / ১৪১৪ হি.; (১১) ইমাম তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ (বাংলা), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল ১৯৯৭ খৃ. / ১৪১৮ হি.; (১২) ইমাম ওয়ালীউদ্দীন আল-খাতীব, মিশকাতুল- মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯ খৃ. / ১৩৯৯ হি.; (১৩) কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, মাকতাবাতুল- ফারাবী, দামিশ্ক, তা. বি.; (১৪) আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী, কানযুল-উম্মাল, মাকতাবাতুত-তুরাছ আল-ইসলামী,

হালাব, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০ খৃ. / ১৩৯০ হি.; (১৫) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (১৬) বাদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমদাতুল-কারী, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (১৭) ইমাম সুয়ূতী, শরহুস-সুনান আন-নাসাঈ, দারুল-ফিক্র, বৈরূত, লেবানন তা.বি.; (১৮) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩ খৃ.; (১৯) উসামা ইব্ন মুনকিদ, লুবাবুল আলবাব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৯৮০ খৃ. / ১৪০০ হি.; (২০) ইমাম যাকীউদ্দীন আবদুল-আজীম আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (২১) আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন-নবী, ২খ., অনুবাদ এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, বাংলাদেশ তাজ কোং লিঃ, ঢাকা ১৯৮৮ খৃ.; (২২) ইমাম মুসলিম, সাহীহ্ মুসলিম, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, লেবানন তা.বি.; (২৩) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন নবী (উর্দূ), মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়; (২৪) শায়খুল হাদীছ মাওঃ মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা' (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ খৃ. / ১৪১৮ হি.; (২৫) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ই. ফা. বা., প্রকাশকাল ১৯৮৯ খৃ. / ১৪১০ হি.; (২৬) আল- কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা আল-মাকতাবুল ইসলামী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯১ খৃ. / ১৪১৬ হি.; (২৭) আবূ উসামা সালীম ইব্ন ঈদ আল-হিলালী, শারহু রিয়াদিস-সালেহীন, দারু ইবনিল-জাওযী, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪ খৃ. / ১৪১৫ হি.; (২৮) ইমাম বুখারী; বাংলা বুখারী, ই. ফা. বা. দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫ খৃ. / ১৪১৫ হি.; (২৯) শায়খ মুসলিহ উদ্দীন সাদী সীরাজী, বুস্তাঁ, কুতুব-ই পাহলাবী, তা.বি.; (৩০) ইমাম গাযালী, কীমিয়া-ই সা'আদাত, অনুবাদ মাওলানা নূরুর রহমান, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ষষ্ঠ প্রকাশ ১৯৯৫ খৃ.; (৩১) হযরত রাসূল করীম (স), জীবন ও শিক্ষা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা., প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭ খৃ. / ১৪১৫ হি.।

মুহাঃ মুজিবুর রহমান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিনয় ও নম্রতা

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ·

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল আসিয়াছে। তোমাদেরকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১২৮)।

আলোচ্য আয়াতের মর্মানুযায়ী মানবজাতির বিপদগ্রস্ত হওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের বিপদাপদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কষ্টদায়ক। কুতায়বী বলেন, তোমাদের বিপদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য অস্বস্তিকর (তাফসীরে মাযহারী, ৪খ., পৃ. ৩২৮)।

আয়াতে উল্লিখিত 'রাঊফ' শব্দের অর্থ অনুকম্পাশীল। আর 'রাহীম' শব্দের অর্থ অপরিসীম দয়ালু। 'রাউফে' রহিয়াছে অনুরাগসঞ্জাত দয়ার্দ্রতা আর 'রাহীমের' মধ্যে করুণাসঞ্জাত আশীর্বাদ। কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার প্রিয়তম সহচরগণের প্রতি 'রাউফ' ছিলেন, আর অবিশ্বাসীদের প্রতি 'রাহীম' ছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যিনি দয়ার্দ্র ছিলেন তিনি বিনয়ী এবং বিনম্রও ছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮)।

অহংকারের বিপরীত শব্দ বিনয়। বিনয় ও নম্রতা মানুষের একটি গুণ। একজন মানুষ তাহার মর্যাদাকে সকলের উর্ধ্বে মনে করিলে তাহা হইবে অহংকার। আর যদি স্বীয় মর্যাদাকে সকলের নিম্নে মনে করে তবে তাহাই হইবে বিনয় ও নম্রতা (মাদারিজুন নুবূওয়াহ, ১খ., পৃ. ৭৯)।

একদা জুনায়দ বাগদাদীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বিনয় বা নম্রতা কি? তিনি বলিয়াছিলেন, স্কন্ধদ্বয় অবনমিত করা। পার্শ্বদেশে ঝুঁকিয়া থাকার নামই বিনয় বা নম্রতা। তিনি আরও বলিয়াছেন, বিনয়ী ব্যক্তি সত্যের প্রতি অনুগত হইবে। তোমার কর্তব্য হইবে, সে যে সত্য বলিবে, তুমি তাহা গ্রহণ করিবে। তাহার পক্ষ হইতে যাহাই বলা হইবে, বিনা বাক্য ব্যয়ে তাহাই তুমি মান্য করিবে।

এই বিনয় ও নম্রতার মুকুটমণি ছিলেন সায়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। তিনি সতত আল্লাহ পাকের সমীপে মিনতি জানাইতেন, "আয় আল্লাহ! তুমি আমার চোখে আমাকে

তুচ্ছ করিয়া দেখাও আর শ্রেষ্ঠ করিয়া দেখাও অপরাপর মানুষের চোখে" (মাদারিজুন নুবূওয়াহ, ১খ., পৃ. ৭৯)।

হযরত উমার (রা) বলেন, আল্লাহ পাক মহানবী (স)-কে এই স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন যে, তিনি নবী-বাদশাহ হইবেন, না নবী-বান্দা। মহানবী (স) নিজেকে নবী-বান্দা হওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন (কাযী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩০)। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ পাক তাহার মর্যাদা উন্নত করিয়া দেন" এই বাণীর মর্মানুযায়ী মহানবী (স) গ্রহণ করিয়াছিলেন বিনয় ও নম্রতা। আর তাই আল্লাহ পাকও তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন সমগ্র সৃষ্টির উপর এক বিশেষ মর্যাদা। মানুষের শ্রেষ্ঠতম নেতারূপে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তম সহচরবৃন্দকে বলিতেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করিবে না, সীমা লঙ্ঘনও করিবে না। যেমন খৃস্টান সমাজ মরিয়ম তনয় নবী 'ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে। পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অর্জন করা সত্ত্বেও আমি আল্লাহ্রই বান্দা। তাই তোমরাও আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল বলিও" (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২০৪)। একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখামাত্রই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এতদ্দর্শনে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, আমি মহাপরাক্রমশালী কোন রাজা-বাদশাহ নই। আমি এক মহিলার সন্তান যিনি শুকনা গোশত রান্না করিয়া ভক্ষণ করিতেন। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, যে কোন ধরনের লোক তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি তাহার আহ্বানে সাড়া দিতেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২০৪; হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৩খ., পৃ. ৪৮)।

হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন, একদা মহানবী (স) লাঠিতে ভর দিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে আমরা দাঁড়াইয়া গেলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, অনারব লোকেরা কাহাকেও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যেইভাবে দাঁড়াইয়া যায়, তোমরা সেইভাবে দাঁড়াইবে না (কাযী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৬৩)। তিনি আরও বলিলেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁহার অন্যান্য বান্দাদের মতই পানাহার করি। আমিও সেইভাবে উপবেশন করি যেইভাবে তাহারা উপবেশন করে (কাযী 'ইয়াদ, আশ-শিফা ১খ., ২৬৩)। মহানবী (স)-এর এই বাণীতে তাঁহার বিনয়-নম্রতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নম্র, সদাচারী, সদালাপী ও রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত 'আইশা, হযরত আলী, হযরত আনাস (রা)-সহ তাঁহার অনেক সাহাবীর বর্ণনা হইতে জানা যায়, তিনি বরাবরই একজন খোশমেযাজী লোক ছিলেন। তাঁহার আচরণে কখনও অসৌজন্যের প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায় নাই। প্রায় সময়ই উৎফুল্লচিত্ত ও হাসি-খুশী থাকিতেন। তাঁহার পবিত্র নয়ন-যুগল হইতে সর্বদা আনন্দঘন উজ্জ্বল দীপ্তি ঝরিয়া পড়িত। আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন, একবার হযরত বারাআ ইব্ন 'আযিবকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মহানবী (স)-এর দেহ মোবারকের ঔজ্জ্বল্য শাণিত তরবারির দীপ্তির মত ছিল কি না। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, না, বরং তাহা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও অশোভন ও অমার্জিত ভাষা মুখে উচ্চারণই

করেন নাই। অভ্যাস বশত এবং অসতর্কভাবে কখনও অশালীন বচন তাঁহার যবান হইতে বাহির হয় নাই (আত্-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৩৭৮)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন, তোমাদের মধ্যে তাহারাই উত্তম যাহারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯১)। তিনি আরও বলিয়াছেন, চরিত্রে মাধুর্যের চরম উৎকর্ষতার উদ্দেশ্যেই আমি আবির্ভূত হইয়াছি। তিনি আরও বলিয়াছেন, ইহজগতে বিনয়কে অধিক হালকা মনে হইলেও পরজগতে উহার ওজন অত্যধিক ভারী হইবে (আত্-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৩৭৭)।

হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর যখনই আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতাম, তখনই তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেন। আমাকে সাধুবাদ জানাইবার সময় তাঁহাকে আমি হাস্যোজ্জ্বল দেখিতাম। হযরত 'আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) অপেক্ষা অধিকতর বিনয়ী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়ে নাই। যে কোন লোকের সহিত সাক্ষাত হইলে প্রথমেই তিনি সালাম জানাইতেন। আগন্তুকের কুশলবার্তা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন। কোন ব্যক্তি একান্তে তাঁহার সহিত কথা বলিতে চাহিলে তাহার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করা পর্যন্ত তিনি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইতেন না। কাহারও সহিত করমর্দনকালে তিনি স্বীয় হস্ত সরাইতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই লোকটি তাহার হস্ত সরাইয়া না লইত। সাহাবীদের সহিত উপবেশনকালে তিনি এমনভাবে উপবেশন করিতেন যাহাতে তাঁহাকে তাঁহাদেরই একজন বলিয়া মনে হইত। তিনি কখনও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উচ্চাসন কিম্বা স্থানে উপবেশন করিতেন না। সাহাবীদের দিকে কদম মুবারক ফিরাইয়া বসিতেন না। বৈদেশিক প্রতিনিধিদলসহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করিত। দেখা যাইত, তিনি মসজিদে বসিয়া তাঁহার সাহাবীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার সাধারণ পোশাক ও বসিবার ধরন-ধারণের কারণে তাঁহাকে সনাক্ত করা প্রতিনিধিদলের পক্ষে কষ্টকর হইত (আত্-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৩৭৮)।

একবার আবিসিনিয়ার সম্রাটের কয়েকজন দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেন। মহানবী (স) মেহমান হিসাবে তাহাদেরকে নিজের কাছেই রাখেন, স্বহস্তে তাহাদের সেবা ও দেখাশুনা করেন। তাঁহার সাহাবীগণের অনেকেই মেহমানবর্গের আতিথেয়তার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তিনি বলেন, ইহারা একদিন আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী আমার সাহাবীগণের সেবাযত্ন করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সেবার দায়িত্ব পালনও আমার নিজেকেই করিতে হইবে (মাদারিজুন-নুবূওয়াহ, ১খ., পৃ. ৮৩)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন হযরত 'ইতবান ইব্ন মালিক (রা)। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলে একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমাদের লোকালয়ের মসজিদে নামায পড়াইতাম। বৃষ্টি নামিলে মসজিদে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আপনি আজ আমার

বাড়িতে উপস্থিত হইয়া সালাত আদায় করেন, তাহা হইলে আপনার সালাত আদায়ের স্থানকে আমার নামাযের স্থান নির্ধারণ করিয়া সেখানেই আমি সালাত আদায় করিব। পরদিন বেলা উপরে উঠিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার একান্ত ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবূ বকর (রা)-কে সঙ্গে লইয়া হযরত ইতবানের বাড়িতে গমন করেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। ভিতর হইতে অনুমতি আসিলে তিনি প্রবেশ করিয়া ইতবানকে বলিলেন, সালাত কোথায় আদায় করিব দেখাইয়া দাও। সালাতের স্থান দেখাইয়া দেওয়া হইলে তিনি তাকবীর পাঠ করিয়া দুই রাকাত সালাত আদায় করিলেন। সালাতঅন্তে জনগণ তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কীমার উপর আটার প্রলেপে তৈরীকৃত খামীরা উপস্থিত করা হইল। জনপদের সকলেই ভোজনে অংশগ্রহণ করিলেন। ভোজনপর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর জনগণের মধ্য হইতে একজন বলিল, মালিক ইব্‌নুদ-দুখায়শিনকে দেখা যাইতেছে না কেন? অপর একজন বলিল, সে তো মুনাফিক। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা এইভাবে কথা বলিবে না। সেও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে। জনগণ বলিল, তাহার আচরণ কপটাচারী প্রকৃতির। ইহাতে মহানবী (স) বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাককে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর নরকানল হারাম করিয়া দেন (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ, পৃ. ১৮০; সহীহ্ বুখারী, ১খ., পৃ. ৬১; সালাত, বাব আল-মাসজিদ ফিল বুয়ূত)।

হিজরতের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) মুহাজিরদিগকে লাইয়া আনসারগণের বাড়িতে মেহমান হিসাবে অবস্থান করিতেন। দশজন লোকের একটি দল একজন আনসারীর বাড়িতে থাকিবার নিয়ম ছিল। হযরত মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ বলেন, আমিও সেই দলে ছিলাম যে দলে মহানবী (স) ছিলেন। বাড়ীর মালিকের ছিল কয়েকটি ছাগল। ঐ ছাগলের দুধ দ্বারাই সমাধা হইত নিত্যদিনের আহার পর্ব। ছাগলের দুধ দোহন করার পর প্রত্যেকেই স্ব স্ব অংশ পান করিত আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশ রক্ষিত থাকিত দুধের পাত্রেই। একদিনের ঘটনা, মহানবী (স)-এর আগমনে কিছুটা বিলম্ব হইল। অন্যান্য সকলে স্ব স্ব দুধ পান করিয়া শয্যাগমন করিল। মহানবী (স) প্রত্যাবর্তন করিয়া লক্ষ করিলেন যে, পাত্রে কোন দুধ নাই। কিছুক্ষণ তিনি নীরব থাকার পর বলিলেন, হে আল্লাহ্! আজ আমাকে যে ভোজন করাইবে তুমি তাহাকে ভোজন করাইও। এই কথা শ্রবণমাত্র হযরত মিকদাদ শাণিত অস্ত্রসহ গাত্রোত্থান করিলেন এই উদ্দেশ্যে যে একটি ছাগল যবেহ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে আপ্যায়িত করিবেন। মহানবী (স) ইহাতে বাধা দিলেন এবং ছাগল দোহন করিয়া যতটুকু দুধ পাইলেন তাহা পান করিয়া নীরবে শয্যাগ্রহণ করিলেন (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ১৮০)।

হযরত আবূ শু'আয়ব ছিলেন একজন আনসারী সাহাবী। তাঁহার ক্রীতদাস বাজারে গোশত বিক্রয় করিতেন। একদা হযরত আবূ শু'আয়ব সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মহানবী (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরীরে ক্ষুধার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ক্রীতদাসকে পাঁচজনের আহার্য প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিলেন। আহার্য প্রস্তুত হইলে তিনি মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণের নিবেদন জানাইলেন। উপস্থিত সাহাবী

পাঁচজন ছিলেন। তাঁহাদেরকে সঙ্গে লইয়া মহানবী (স) যাত্রা করিলে পথে আরও একজন সঙ্গী জুটিল। তিনি আবূ শু'আয়বকে বলিলেন, এই লোকটি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে অনুমতি দিতে পার, অন্যথা তাহাকে বিদায় দিতে পার। হযরত আবূ শু'আয়ব বলিলেন, বরং আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮২১; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ১৮০)।

রাসূলুল্লাহ (স) উকবা ইব্ন আমেরকে সঙ্গে লইয়া একটি সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি উটের পিঠে আরোহী ছিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর পালা হিসাবে তিনি উকবাকে উটের পিঠে আরোহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু উকবা উটের পিঠে আরোহণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স) চলিবেন পায়ে হাঁটিয়া আর তিনি থাকিবেন উটের পিঠে আরামে বসিয়া, বিষয়টি তিনি কোনক্রমে মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) উটের পিঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং হযরত উকবা ইব্ন আমেরকে বাধ্য করিলেন উটের পিঠে আরোহণ করিতে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ১৮০)।

মহানবী (স)-এর উল্লিখিত সদাচরণ এমন পর্যায়ের ছিল যে, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে জনগণের অসৌজন্যমূলক আচরণ ও অশালীন বাক্যও তিনি নীরবে সহ্য করিতেন। এইসব ব্যাপারে কখনও তাঁহাকে কোনরূপ অনুযোগ করিতেও দেখা যায় নাই। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (রা)-র বিবাহ উপলক্ষে ওলীমার ভোজনানুষ্ঠানে তিনি বেশ কিছু লোককে দাওয়াত করিয়াছিলেন। ভোজন পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু সংখ্যক মেহমান গভীর রাত পর্যন্ত নানাবিধ খোশগল্পে নিমগ্ন ছিল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বেশ অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন এবং পায়চারী করিতেছিলেন—একবার বহির্বাটিতে একবার অন্দর মহলে। নিতান্ত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি গল্পরত মেহমানদিগকে কিছুই বলেন নাই। এমনকি তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলেও কোন অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ঘটনার পরপরই সামাজিক আচরণে মুসলমানদিগকে অধিক মার্জিত হইতে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে নির্দেশনা আসে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لاَ يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবীগৃহে প্রবেশ করিও না এবং ভোজন শেষে তোমরা চলিয়া যাইও, কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। সে তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলিতে সংকোচবোধ করেন না" (৩৩ ঃ ৫৩; তাফসীরে মাযহারী, ৭খ., পৃ. ৩৭০)।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি তাঁহার পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে জানাইলেন, লোকটি তাহার গোত্রের নিকট সুধীজন

বলিয়া বিবেচিত নয়। তিনি তাহাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলেন। সে প্রবেশ করিলে তিনি অত্যন্ত সৌজন্যসুলভ ভাষায় তাহার সাথে কথাবার্তা বলিলেন। লোকটির বিদায় হওয়ার পর হযরত 'আইশা (রা) মহানবী (স)-এর নিকট সবিস্ময়ে নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি যদি অশালীনই হয় তবে আপনি কেন তাহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে বাক্য বিনিময় করিলেন? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিলেন, 'আইশা! মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট যাহার কটূক্তির ভয়ে মানুষ তাহার নিকট হইতে দূরে থাকে, তাহার সহিত মেলামেশা বন্ধ করিয়া দেয় (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯৪)।

অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ইয়াহূদীদিগের বিদ্বেষমূলক শত্রুতা একটি সত্য বিষয় ছিল। তৎসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সহিত সদা সদ্ব্যবহার করিতেন, খোলামনে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতেন। অথচ ইয়াহূদীরা বারংবার মুসলিম মহিলাদেরকে উত্যক্ত করিত। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে তাহারা কুৎসিত ভাষায় কথাবার্তা বলিত, তাঁহার দুর্নাম রটাইত, এমনকি একাধিক বার তাঁহার প্রাণনাশেরও চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এতদসত্ত্বেও ইয়াহূদীদিগের প্রতি তাঁহার আচরণে বিন্দুমাত্র অসৌজন্যের প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায় নাই। হযরত 'আইশা (রা) বলিয়াছেন, একদা একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া 'আস্সামু 'আলায়কুম' (তোমার মৃত্যু আসুক) বলিয়া সালাম জানাইল। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, আমি তাহাদের সম্বোধন যথার্থ উপলব্ধি করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলাম, তোমাদের উপরও মৃত্যু আসুক। আমার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, ক্ষান্ত হও, 'আইশা, শান্ত হও। আল্লাহ পাক সব ক্ষেত্রেই নম্রতাকে পসন্দ করেন। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, আমি আরয করিলাম, তাহারা যাহা বলিয়াছে আপনি নিশ্চিয় উহা শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমিও তাহাদিগকে সমুচিত জবাব দিয়াছি। বলিয়াছি, তোমাদের উপরও (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯০)।

একজন আনসারী একবার এক ইয়াহূদীকে এইরূপ কথা বলিতে শুনিলেন—আল্লাহর শপথ। যিনি হযরত মূসা (আ)-কে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। সাহাবী ধারণা করিলেন, কথাটির দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবমাননা করা হইতেছে। তিনি ক্রোধবশত ইয়াহূদীটিকে একটি চড় মারিলেন। ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে সেই আনসারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) আনসারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে ঘটনার সত্যতা যাচাই করিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে সকল নবীর উপর ফযীলত দিও না (হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ৪খ., পৃ. ৩১৭; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২০৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবার সর্বদা লোকজনে পরিপূর্ণ থাকিত। যাহারা বিলম্বে আসিত, তাহাদের জন্য খুব একটা খালি জায়গা থাকিত না। তাঁহার সাহাবীগণ তড়িঘড়ি করিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া পড়িতেন। অতঃপর যাহারা পরে আসিত তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় কম্বল বিছাইয়া দিতেন। একবার জি'ইররানা' নামক স্থানে তিনি জনগণের মধ্যে গোশত বণ্টন করিতেছিলেন। এমন সময় এক মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাত

করার উদ্দেশ্যে তথায় আগমন করিল। সম্মানের সাথে তিনি মহিলাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্বীয় চাদর বিছাইয়া তাহাকে বসিতে দিলেন। এই ঘটনার বর্ণনাকারী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই আগন্তুক মহিলা ছিলেন তাঁহার দুধমাতা বিবি হালীমা (রা) (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৪১৮)।

গৃহের কাজকর্ম তিনি স্বহস্তে সমাধা করিতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন, কাপড়ে তালি লাগাইতেন, দুধ দোহন করিতেন। বাজার হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতেন। জুতা ছিড়িয়া গেলে নিজেই সেলাই করিতেন। গাধার উপরে আরোহণ করিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ক্রীতদাস ও অভাবীদের সঙ্গে তিনি একত্রে বসিতেন এবং তাহাদের সহিত বসিয়া আহার করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। দীন-দরিদ্রও যদি রোগাক্রান্ত হইত তিনি তাহাদের দেখার জন্য নির্দ্বিধায় গমন করিতেন। তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বুঝা যাইত না। কোন সভায় গমন করিলে তিনি যেখানেই স্থান পাইতেন সেখানেই বসিয়া পড়িতেন (জামি'উত্-তিরমিযী, পৃ. ২০১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিনয়-নম্রতা সুলভ আচরণের দৃষ্টান্ত এমনই ছিল যে, কখনও কখনও তিনি মাটিতে বসিয়া আহার করিতেন। তিনি বলিতেন, আমি আল্লাহর একজন বান্দা, একজন সাধারণ বান্দার মতই বসি ও আহার করি। একবার কোন এক ভোজানুষ্ঠানে বসিবার স্থান ছিল স্বল্প পরিসরের আর জনসমাগম ছিল অধিক। তিনি এক কোণে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এক বেদুঈন। সে বলিল, হে মুহাম্মাদ! ইহা কেমন ধরনের বসা হইল তিনি বলিলেন, "আল্লাহ পাক আমাকে বিনয়ী বান্দারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীরূপে সৃষ্টি করেন নাই"(শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২০৪)।

মহানবী (স)-এর স্বভাবে বিনয়-নম্রতা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার সম্পর্কে বৈধ সম্মানসূচক সম্বোধনও পসন্দ করিতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আমাদের মহান পরিচালক! আমাদের পরিচালকের মহান সন্তান। তিনি বলিলেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন কর। শয়তান তোমাদিগকে পদস্খলিত করিতে পারিবে না। আমি আবদুল্লাহ তনয় মুহাম্মাদ। আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আল্লাহ পাক আমাকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, আমি পসন্দ করি না যে, তোমরা তদপেক্ষা বাড়াইয়া বল (ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, ৩খ., পৃ. ৭৩)।

একবার জনৈক ব্যক্তি 'হে সৃষ্টির সর্বোত্তম' বলিয়া মহানবী (স)-কে সম্বোধন করিল। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন– তিনি ছিলেন পিতা ইব্রাহীম (আল-মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৪১৭)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সুখায়র বলেন, আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদের মহান নেতা। তিনি বলিলেন, মহান নেতা একমাত্র আল্লাহ পাক। অতঃপর আমরা পুনরায় আরয

করিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি বলিলেন, তোমরা যখন কথা বলিবে, তখন খেয়াল রাখিবে শয়তান তোমাদেরকে প্রতারণা করিতেছে কি না (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২০৪)।

এক সময় এক মতিচ্ছন্ন মহিলা মদীনাতে বসবাস করিত। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার সাথে একান্তে আমার কিছু কথা আছে। তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে যেখানে যাইতে বলিবে আমি সেইখানেই যাইব। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সঙ্গে লইয়া একটি গলির মধ্যে গেল এবং সেখানেই সে বসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ (স)-ও সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মহিলাটির যাহা প্রয়োজন উহা তিনি সমাধা করিয়া দিলেন (প্রাগুক্ত)।

হযরত মাখরামা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তম সাহাবী। একবার তিনি তদীয় সন্তান সিজওয়ার (রা)-কে বলিলেন, বৎস! রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কোথাও হইতে বেশ কিছু চাদর আসিয়াছে। তিনি তাহা বিতরণ করিতেছেন। চল, আমরাও তাঁহার নিকট যাই। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে রওয়ানা হইলেন। তাহারা উপস্থিত হইয়া দেখেন, তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করিতেছেন। পিতা পুত্রকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডাক দাও। তিনি বলিলেন, আব্বা! আমার কি সেই যোগ্যতা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে আহ্বান করিব? পিতা বলিলেন, বৎস! তিনি অত্যাচারী, বদমেযাজী নহেন। তুমি তাহাকে ডাক দাও। পিতার পক্ষ হইতে সাহস পাইয়া হযরত সিজওয়ার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডাক দিলেন। ডাক শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে একটি রেশমী জুব্বা দান করিলেন যাহার বুতাম ছিল সোনালী রঙের (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৭১)।

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াত করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে হেলান দেওয়ার জন্য এক দাসী একটি বালিশ আগাইয়া দিল। রাসূলুল্লাহ (স) বালিশটি আদী এবং নিজের মাঝে স্থাপন করিয়া তিনি মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। হযরত আদী বলেন, ইহাতেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি কোন রাজা-বাদশাহ নহেন (যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৪৩)।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) পীড়িতের সেবা করিতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করিতেন এবং গাধার উপর আরোহণও করিতেন। ক্রীতদাসদের দাওয়াত গ্রহণ করিতেন (ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৩৮২)।

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে যবের রুটি ও স্বাদবিহীন ব্যঞ্জনের দাওয়াত করা হইলেও তিনি সাগ্রহে তাহা মঞ্জুর করিতেন (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩১)।

হযরত আনাস (রা)-এর আরও একটি বর্ণনায় আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, আমি একজন বান্দা আর বান্দার মতই আহার ও উপবেশন করি (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১০১)।

একবার প্রবাস যাত্রাকালে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী-সাথিগণ খাইবার উদ্দেশ্যে একটি ছাগল যবেহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কাজের দায়িত্ব তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বন্টন

করিয়া লইলেন। একজন যবেহ করিবেন, একজন চামড়া ছাড়াইবেন এবং রান্না করিবেন আর একজন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি জ্বালানীর কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিব। সাহাবীগণ সবিনয় আপত্তি জানাইলেন যে, সে কাজটিও তাঁহারাই করিবেন, মহানবী (স)-কে কিছুই করিতে হইবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি জানি, তোমরা আমার কর্মটি অতি আগ্রহের সহিত করিবে। তবে সকলের মধ্যে আমি এইরূপ একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে অবস্থান গ্রহণ করিতে পসন্দ করি না। আর আল্লাহ্ পাকও উহা পসন্দ করেন না (মাদারিজুন নুবূওয়াহ, ১খ., পৃ. ৮২)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, বানূ কুরায়যার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) গাধার পিঠে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। উহার গদি ও লাগাম খেজুরের আঁশ ও পাতার তৈরী ছিল (প্রাগুক্ত)।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) একটি উটের পিঠে পুরাতন গদির উপর আরূঢ় অবস্থায় বিদায় হজ্জ পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে অতি সাধারণ পোশাক ছিল; যাহার মূল্য চারি দিরহামের বেশী ছিল না। তিনি আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'আ করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার এই হজ্জকে গ্রহণ করিও, খ্যাতির অনিষ্টতা হইতে রক্ষা করিও (প্রাগুক্ত)। উল্লেখ্য যে, তাঁহার হৃদয়োৎসারিত এই প্রার্থনা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ।

হযরত আনাস (রা) আরও বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তম সাহাবীবৃন্দ বিশ্বের সকল কিছু অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিতেন। তিনি অপসন্দ করিতেন বলিয়া তাঁহার আগমনের সময় কেহই দাঁড়াইতেন না (প্রাগুক্ত)।

মক্কার অধিবাসীরা একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। পরবর্তীতে তিনি সেই পুণ্যভূমি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন বিজয়ী বেশে। কিন্তু তিনি একজন চিরাচরিত বিজয়ীর ন্যায় গর্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই বরং তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যের অভিব্যক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, বিনয়ের ভারে মস্তক অবনত হইয়া উটের গদির কাষ্ঠ পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল। অনুরূপভাবে খায়বার বিজয়ের পর যখন তিনি বিজয়ী বেশে নিজ শহরে প্রবেশ করিলে দেখা গেল, এমন একজন বিজয়ী যোদ্ধার বাহন ছিল একটি গাধা এবং উহার লাগাম ছিল খেজুর ডালের আশের তৈরি (প্রাগুক্ত)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, জনগণের উচিত তাহারা যেন তাহাদের পূর্বপুরুষদিগকে লইয়া গর্ববোধ না করে। তাহারা নরকের ইন্ধন বৈ আর কিছুই নয়। এমনকি আল্লাহ্ পাকের নিকট তাহাদের গুরুত্ব তুচ্ছ। তোমাদের ইসলাম-পূর্ব যুগের গৌরব ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের লইয়া গর্ববোধ করিতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেন। একজন মানুষের পরিচয়, হয় সে ধার্মিক মু'মিন নয়তো দুর্দশাগ্রস্ত অধার্মিক। তবে সকল মানুষই আদম সন্তান। আর আদমের সৃষ্টি মৃত্তিকা হইতে (আল-মিশকাতুল- মাসাবীহ, পৃ. ৪১৮)।

মহানবী (স) বিনয় ও নম্রতার অনুকরণীয় প্রতীক ছিলেন। আরবজাতিকে তিনি শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ.

"তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করিয়াছি যাহাতে তাহারা বিনীত হয়" (৬ ঃ ৪২)।

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য বিনয়-নম্রতা একটি অপরিহার্য গুণ যাহা অর্জন করা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ পাক মানুষকে বিপদাপদের সম্মুখীন করিয়াও নম্র স্বভাবে অভ্যস্ত করিতে চাহেন। দুর্বিনীত হওয়া মানুষের জন্য নিষিদ্ধ।

হযরত মূসা (আ)-ও তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে বিনয়ী হওয়ার উপদেশ প্রদান করিতেন। যেমন কুরআন পাকের ভাষায় উল্লেখ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْلَكُمْ خَطِيْئٰتِكُمْ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ.

"স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা এই জনপদে বাস কর ও যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে আরও অধিক দান করিব" (৭ ঃ ১৬১)।

ইহাতে বুঝা যায়, ন্যায় ও সৎকর্মপরায়ণ এবং ধার্মিক লোকের জন্য বিনয়-নম্রতা একটি বিশেষ গুণ।

মহানবী (স)-এর বিনয়ের প্রকৃতি ছিল এই রকম ঃ তিনি সাহাবীদিগকেও কখনও ধমক দিয়া কিছু বলিতেন না। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দশ বৎসর যাবৎ মহানবী (স)-এর খেদমতে অবস্থান করিয়াছিলাম। তিনি কখনও ভর্ৎসনার সুরে কথা বলেন নাই। এমন কথাও বলেন নাই যে, 'তুমি এমনটি করিয়াছ কেন অথবা তুমি এমনটি কর নাই কেন' (সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৯২)। পরিবার-পরিজনদের প্রতিও তিনি এমন অনুকম্পাশীল ছিলেন যাহার কোন দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, একমাত্র রণক্ষেত্র ব্যতীত তিনি কখনও কাহাকেও স্বীয় হস্ত দ্বারা প্রহার করেন নাই। ধর্মীয় অধিকার ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত কারণে তিনি কাহারও নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই (মাদারিজুন নুবূওয়াহ, ১খ., ৮২)।

মহানবী (স)-এর বিনয় ও নম্রতা এমনই আকর্ষণীয় ছিল যে, তিনি তাঁহার সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কাহারও প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করেন নাই। গোত্রপ্রধানদিগকে তিনি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত করিতেন গোত্র পরিচালনার দায়িত্ব। তিনি সকলের জন্যই ছিলেন পরম পিতৃতুল্য বরং তাহা

অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহশীল। তবে অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সকল মানুষই তাঁহার নিকট সমান ছিলেন।

হযরত আইশা (রা) বলেন, নন্দিত স্বভাবের ক্ষেত্রে মহানবী (স) অপেক্ষা অগ্রণী আর কেহই ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবীল হুমামা (রা) বর্ণনা করেন, নবূওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে আমি একবার মহানবী (স)-এর নিকট হইতে একটি বস্তু ক্রয় করিয়াছিলাম। মূল্য কিছু বাকী ছিল। আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, অমুক স্থানে গিয়া আমি আপনার বাকী পাওনা পরিশোধ করিব। অঙ্গীকারটি আমি বেমালুম ভুলিয়া গেলাম। তিন দিন পর অঙ্গীকারটি আমার স্মরণে আসিলে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি সেখানে সশরীরে উপস্থিত। আমি তো দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। হায় হায়! তিনি যে আমাকে কি বলেন! দেখা গেল তিনি আমাকে শুধু এতটুকুই বলিলেন, তুমি আমাকে কঠিন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছ। আজ তিন দিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষায় আমি এখানে বসিয়া আছি (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১২৬)। ঘটনাটি হইতে একজন মহামানবের সীমাহীন বিনয়, ধৈর্য ও অঙ্গীকার রক্ষার বিরল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

রাসূলে পাক (স)-এর আর একটি নন্দিত স্বভাব ছিল, তাঁহার নিকট আগত আগন্তুককে তিনিই সর্বপ্রথম সালাম করিতেন। কদাচিৎ কেহ তাঁহাকে আগেই সালাম দিয়া ফেলিলে অতি সৌজন্যের সহিত তিনি সালামের প্রত্যুত্তর করিতেন। ইহাও ছিল তাঁহার বিনয়েরই এক চরম নিদর্শন।

আল্-ওয়াকিদী তদীয় গ্রন্থে যুদ্ধ বিষয়ক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত 'আইশা (রা)-র মুক্ত এক দাস বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আইশা (রা)-র সম্মুখে এক বন্দীকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, ইহাকে সর্বদা সর্বোচ্চ সতর্ক পাহারায় রাখিতে হইবে। এইটুকু বলিয়াই তিনি অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হযরত 'আইশা (রা) বন্দীটির প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। হঠাৎ আগন্তুক এক মহিলার সহিত আলাপ করিতে গিয়া তিনি কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইত্যবসরে বন্দীটি পলায়ন করিল। কিছুক্ষণ পরই রাসূলুল্লাহ (স) অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্দী লোকটিকে দেখিতেছি না কেন? প্রত্যুত্তরে হযরত 'আইশা (রা) বলিলেন, লোকটি এখানেই তো ছিল। গেল কোথায়? ইহাতে মহানবী (স) কিছুটা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, 'আল্লাহ পাক তোমার হাতটা কাটিয়া ফেলুক'। এই বলিয়া তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন। অপেক্ষমান সাহাবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মালযামের পশ্চাদ্ভূমি হইতে শীঘ্রই বন্দী লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইয়া আস। নির্দেশ শোনামাত্র অনুসন্ধানকারিগণ দ্রুত বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে বন্দী করিয়া পুনরায় রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে উপস্থিত করিলেন। ইহার পর তিনি শান্ত মনে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, হযরত 'আইশা (রা) এক স্থানে নীরবে বসিয়া তাহার হাত দুইখানি এপিঠ ওপিঠ করিয়া দেখিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি 'আইশা? এইভাবে হাতে উলট-পালট

করিয়া কি দেখিতেছ? প্রত্যুত্তরে হযরত 'আইশা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার হাত কাটিয়া পড়ার জন্য বদদো'আ করিয়াছেন। আপনার বদদো'আ কার্যকর হওয়ার প্রতীক্ষায় আমি প্রহর গুনিতেছি। কখন আমার হাতটি কাটিয়া পড়ে। সাথে সাথে মহানবী (স)-এর হৃদয়খানি বিনম্র হইয়া গলিয়া গেল। তিনি হাত দুইখানি উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া দো'আ করিতে লাগিলেন, হে আমার আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং ভুল, ক্রোধ প্রভৃতি মানবিক বৃত্তিগুলি কখনও কখনও আমার স্বভাবে ছায়াপাত করিতে পারে। কাজেই হে আমার একমাত্র জীবনাধিকারী! আমি যদি কোন ঈমানদার নর বা নারীর জন্য বদদো'আ করি, তবে তুমি আমার সেই বদদো'আ তাহার জন্য নেকদো'আয় পরিণত করিয়া দিও (আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, ২খ., ৫৫৪)।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে আমরা মহানবী (স)-এর বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে সম্যক অবগত হইতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, দরিয়াগঞ্জ প্রকাশনী, নতুন দিল্লী, তা.বি.; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা, শামাইলুন-নবী, ইয়াহ্ইয়া কুতুবখানা, মাযাহিরুল-উলূম মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট, কানপুর, ভারত, তা. বি.; (৩) আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ, সুনান আবূ দাউদ, প্রকাশক, দারু ইহ্য়াউস-সুন্নাহ, দরিয়াগঞ্জ, নতুন দিল্লী; (৪) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, মাকতাবা-ই ইসলামী, বৈরূত, তা. বি.; (৫) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, রাশীদিয়া প্রকাশনী, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা. বি.; (৬) কাযী 'ইয়াদ ইব্ন মূসা, আশ-শিফা, আল-ফারাবী প্রকাশনী, দামেশক সোয়াজ-বা পৃ. ২৩৮২; (৭) ইসমাঈল ইব্ন কাছীর দামেশকী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইহ্য়াউত তুরাছুল-আরাবী প্রকাশনী, ১৯৮৮ খৃ.; (৮) ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল-মা'আদ, মাকতাবা ইসলামী, বৈরূত তা.বি.; (৯) শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন-নুবূওয়াহ্, প্রকাশক, সাঈদ কোম্পানী, চকবাজার, করাচী, পাকিস্তান, তা. বি.; (১০) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯৬৬ খৃ.; (১১) ওয়ালীউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ, আল-মিশকাতুল-মাসাবীহ, আল- মুজতাবায়ী প্রকাশনী, দিল্লী।

মোহাম্মদ তালেব আলী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দয়ার্দ্রতা

দয়ার্দ্রতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূতপবিত্র জীবনাদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সম্পর্কে রব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করেন, "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

দরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন পরম সহানুভূতিশীল এবং দয়ার্দ্র। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) বলেন, "নবী করীম (স) সদাসর্বদা গরীব-মিসকীনদের মঙ্গল কামনা করিতেন। তিনি নিজে তাহাদের জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কাহারো কোন কষ্ট দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং ইহার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার চেহারায় কোন প্রশান্তির চিহ্ন দেখা যাইত না" (সহীহ মুসলিম, আস্-সাদাকাত, ২খ., পৃ. ৪০৫, হাদীছ ১০১৭)।

দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি নবী করীম (স)-এর দয়ার্দ্রতা গুণ যে কত বেশী ছিল উহার প্রমাণ হইল, আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার একটি বিশেষ মোনাজাত ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখিও, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং দরিদ্রদের সঙ্গে আমার হাশর করিও" (মিশকাত, ২খ., পৃ. ৬৬৫, হাদীছ ৫২৪৪)।

গনীমত হিসাবে নবী করীম (স)-এর নিকট কোন দাস-দাসী আসিলে তিনি তাঁহার নিজের আত্মীয়-স্বজন, এমনকি তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা ফাতিমা (রা)-এর তুলনায়ও তাহাদের উপর দরিদ্রদের অধিকারকে অগ্রগণ্য মনে করিতেন। নবী করীম (স)-এর কন্যা চাক্কি পিষুক, কোমরে পানির মশক বহন করুক, ইহাতে তিনি রাজি ছিলেন। কিন্তু দরিদ্র অসহায় মানুষের তুলনায় তাঁহার কোন আত্মীয়-স্বজন বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক উহা তিনি কখনও পছন্দ করিতেন না (ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, প্রবন্ধ ঃ উম্মু হাকীম)।

কেহ যদি কোন দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিকে মন্দ বলিত তবে নবী করীম (স) খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং ইহাকে জাহিলী যুগের আচরণ বলিতেন (সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৩৫৯, হাদীছ ১৫৫৭)।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মত সাহাবীও যদি হযরত বিলাল (রা) কিংবা সুহায়ব (রা)-এর মত দরিদ্র সাহাবীদের মনে কোন রকম কষ্ট দিতেন তাহা হইলেও তিনি তাঁহাকে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং দরিদ্র অসহায়দের অসন্তুষ্টিকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি হিসাবে আখ্যায়িত করিতেন (সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১৯৪৭, হাদীছ ২৫০৪)।

কোন দরিদ্র ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর নবী করীম (স)-কে না জানাইয়া তাহাকে দাফন করিয়া ফেলিলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তাহার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার জন্য দু'আ করিতেন (সুনান নাসাঈ, কিতাবুল জানাইয; সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৩৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দয়ার্দ্রতাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) প্রবহমান বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর গতিসম্পন্ন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, বিশেষত রমযান মাসের মুবারক দিনসমূহে (সহীহ বুখারী, ১খ., ওহী অধ্যায়)। হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (স)-এর নিকট যখনই কোন কিছু চাওয়া হইত, তিনি কখনও উহা দিতে অস্বীকার করিতেন না (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকি'ব)। হুনায়নের যুদ্ধে প্রায় চার হাজার অমুসলিম নরনারী বন্দী হয়। আরবের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তাহাদিগকে দাস-দাসী বানানো হইত। কিন্তু নবী করীম (স) তাহাদের সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের অনুরোধক্রমে তাহাদের সকলকে মুক্তি দেন (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, পৃ. ১৫৩-১৫৫)। এতদ্ব্যতীত হুনায়নের যুদ্ধে গনীমত হিসাবে চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল। তিনি এই সমস্ত মাল মুজাহিদগণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে বণ্টন কবিয়া দিয়াছিলেন (আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১৪৯)। হুনায়নের যুদ্ধে বহু নও মুসলিম, এমনকি কতক অমুসলিমকে পর্যন্ত তিনি শত শত উট দান করিয়াছিলেন। সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাকে তিন শত উট দান করিয়াছিলেন (সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১৬০৬, হাদীছ ২৩১৩; কাদী 'ইয়াদ, আশ- শিফা, পৃ. ৪৯)।

একবার নবী করীম (স)-এর হাতে সত্তর হাজার দিরহাম আসিয়াছিল। তিনি সেইগুলি লইয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়া চাটাইয়ের উপর ঢালিয়া দিয়া বণ্টন করিতে লাগিলেন এবং এইভাবেই উহা সাধারণ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) নিজ দয়ার্দ্রতার গুণের ফলে এত বেশী দান করিতেন যে, তাঁহার নিকট কোন কিছু পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিত না।

একবার তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত খাজাঞ্চী হযরত বিলাল (রা)-এর নিকট কিছু খেজুর জমা দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইগুলি কি?" হযরত বিলাল (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু সঞ্চয় করিতেছি যাহাতে দুঃসময়ে কাজে আসে। তিনি বলিলেন, তোমার কি এই ভয় হয় না যে, উহা জাহান্নামের জ্বালানীও হইতে পারে? হে বিলাল! ইহা খরচ করিতে থাক, অভাবের আশংকা করিও না (ইবনুল-জাওযী, ২খ., পৃ. ৪৪২)। নবী করীম (স) একবার হযরত আব্বাস (রা)-কে এত বেশি পরিমাণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে উহা বহন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে দয়ার্দ্রতা এত বেশী পরিমাণ ছিল যে, নিজের কাছে না থাকিলে তিনি ঋণ করিয়া হইলেও প্রার্থীকে দান করিতেন (কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, পৃ. ৫০)।

রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম-অমুসলিম, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের প্রতি এত দয়ালু ছিলেন যে, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রুর উপরও কোন রকম প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না (জামি' তিরমিযী, শামাইল)। মক্কা বিজয়ের পর তাঁহার রক্তপিপাসু শত্রুদের মার্জনা করা এবং তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগত ঘাতকদিগকে ক্ষমা করা তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয়েরই উজ্জ্বল নিদর্শন (জামি' তিরমিযী, গাযওয়া নববী)। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সুলূলের মৃত্যুর পর নবী করীম (স) দয়ার্দ্রতার কারণে তাহাকে শুধু ক্ষমাই করেন নাই, বরং মৃত্যুর পর তাহাকে স্বীয় জামা পরিধান করাইয়া তাহার দাফনকার্য সম্পন্ন করেন এবং তাহার জন্য সত্তর বারের অধিক ইস্তিগফার করিবার প্রতিশ্রুতিও দান করেন (সহীহ বুখারী, ১খ., কিতাবুল জানাইয)। সাহাবীগণ মুনাফিকীর কারণে তাহাকে একাধিকবার হত্যা করার অনুমতি চাহিলেও নবী করীম (স) অনুমতি দেন নাই (মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, সূরা মুনাফিকূন)। একবার এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে পেশাব করিতে থাকিলে সাহাবীগণ তাহাকে মারিতে চাহিলেন। ইহাতে নবী করীম (স) তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান এবং লোকটিকে তাহার প্রয়োজন শেষ করার অবকাশ প্রদান করেন। ইহার পর তিনি স্থানটি ধৌত করার নির্দেশ দেন এবং লোকটিকে বিনম্র ভাষায় মসজিদের পবিত্রতা সম্পর্কে বুঝাইয়া দেন (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৭৬; সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ২৩৬; সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৬৩-২৬৫, হাদীছ ৩৮০; জামি' তিরমিযী, ১খ., পৃ. ২৭৬, হাদীছ ১৪৭)। নবী করীম (স) নিজের দয়ার্দ্রতার কারণে তাঁহার খাদেমদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিতেন (সহীহ মুসলিম, ৪খ., ১৮০৫, হাদীছ ২৩১০)।

ইয়াতীম, বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি নবী করীম (স) খুবই দয়া প্রদর্শন করিতেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে আমার পাশাপাশি থাকিবে, যেমন হাতের দুইটি আঙ্গুল। তিনি আরও বলেন, যেই ব্যক্তি কোন বিধবা ও মিসকীনের কল্যাণে সচেষ্ট থাকে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত কিংবা ঐ ব্যক্তির মত যে দিনে রোযা রাখে এবং সারা রাত ইবাদতে কাটায় (জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩২১, ৩৩৭, হাদীছ ১৯১৮ ও ১৯৫৪)।

বিধবাদের প্রতি তাঁহার কি পরিমাণ দয়া ও সহানুভূতি ছিল উহা উপলব্ধি করা যায় তাহাদের সার্বিক উন্নয়নে তাঁহার গৃহীত কর্মসূচী হইতে। তৎকালীন আরবের লোক বিধবাদিগকে বিবাহ করা পছন্দ করিত না; বরং তাহাদিগকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত রাখিত। এই ধরনের সামাজিক অবিচার ও কুপ্রথা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) শুধু অন্যকেই বিধবা বিবাহে উৎসাহ প্রদান করেন নাই বরং তিনি নিজেও হযরত 'আইশা (রা) ব্যতীত বাকী সকল বিবাহ বিধবাগণকেই করিয়াছিলেন এবং এইভাবেই তিনি বিধবাদের নৈতিক ও সামাজিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন (ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূল করীম, জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ২৭৬)।

আর্তপীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয়জনের অসুস্থতার খবর পাইলে তাহাকে দেখার জন্য তিনি

সেইখানে দ্রুত হাযির হইতেন। এই বিষয়ে তাঁহার নিকট আপন-পরের কোন ভেদাভেদ ছিল না। এমনকি কোন অমুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হইলে তাহাকেও তিনি দেখিতে যাইতেন। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিদের মুখমণ্ডল ও বুকে-পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেন এবং তাহার আরোগ্য কামনা করিয়া দু'আ করিতেন (সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ৪২, ৪৪)।

সমাজের নিম্ন স্তরের লোকদের প্রতি নবী করীম (স) খুবই দয়াপরবশ ছিলেন। এই স্তরের মানুষের মধ্যে দাস-দাসীদের বিষয়টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব ইতিহাসে মহানবী (স)-ই সর্বপ্রথম দাস-দাসীদিগকে তাহাদের বৈধ ও মৌলিক অধিকার প্রদানের জন্য নানাবিধ বাস্তব পন্থা অবলম্বন করেন। বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী, মুক্তিপণ, কাফফারা ইত্যাদির মাধ্যমে দাসমুক্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেন। এমনকি জীবনের শেষ ওসিয়াতেও তিনি তাহাদের অধিকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করিতে ভুলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "দাস-দাসীরা তোমাদের মত মানুষ এবং তোমাদেরই ভাইবোন যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অধীন করিয়াছেন। তোমরা নিজেরা যাহা খাও তাহাদিগকে উহাই খাইতে দিবে, তোমরা নিজেরা যাহা পরিধান কর তাহাদিগকে উহাই পরিধান করিতে দিবে এবং সাধ্যের অধিক তাহাদের উপর কোন কাজ চাপাইয়া দিবে না। আগত্যা যদি দিতেই হয় তবে তোমরা নিজেরাও তাহাদিগকে সেই কাজে সাহায্য-সহায়তা করিবে (সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৩৬০, হাদীছ ২১৫৮; সহীহ মুসলিম, ৩খ., ১২৮২, হাদীছ ১৬৬১; জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩৪৪, হাদীছ ১৯৪)।

হযরত আনাস (রা) তাঁহার বাল্যকালের ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, একদিন নবী করীম (স) আমাকে ডাকিয়া কোন একটি কাজে যাইতে বলিলেন। আমি তখন নেহায়েত বালকসুলভ ব্যবহার দেখাইয়া বলিলাম, না এখন যাইতে পারিব না। এই বলিয়া আমি বাহিরে গিয়া খেলাধুলা করিতে শুরু করিলাম। কিছুক্ষণ পর নবী করীম (স) পিছন দিক হইতে আসিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া হাসিমুখে বলিলেন, এখন যাইতে পারিবে তো? এইবার সম্মত হইয়া আমি বিনা দ্বিধায় কাজে চলিয়া গেলাম। হযরত আনাস (রা) আরও বলেন, বাল্যকালে আমি দীর্ঘ দশ বৎসর নবী করীম (স)-এর খেদমত করিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি একদিনও আমাকে কোন রকম তিরস্কার করেন নাই (আবূ দাউদ, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল-আদাব)।

উহুদের যুদ্ধে যে ওয়াহ্শী সায়্যিদুশ-শুহাদা হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করিয়াছিল সে মক্কা বিজয়ের পর তায়েফের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। নবী করীম (স) তাঁহার প্রিয়তম চাচার হত্যাকারী এই ওয়াহ্শীকেও ইসলাম গ্রহণ করার ফলে দয়ার্দ্র হৃদয়ে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। তবে শুধু তাহাকে এতটুকু বলিয়া দিয়াছিলেন, সচরাচর তুমি আমার সামনে পড়িও না। কেননা তোমাকে দেখিলেই আমার প্রিয়তম চাচার কথা মনে পড়িয়া যায় (সহীহ বুখারী, হযরত হামযা (রা)-এর হত্যা)।

আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)-এর কলিজা চিবাইতে চিবাইতে নৃত্য করিয়াছিল। সেও মক্কা বিজয়ের পর নেকাব দিয়া মুখ ঢাকিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করত কৌশলে নিরাপত্তার সনদ গ্রহণ করিয়া নিয়াছিল। নবী করীম (স) তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে কিছু বলিলেন না। ইহাতে সেই পাষাণ হৃদয়ের নারীর মন গলিয়া গেল এবং স্বতস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত আমার চোখে আপনার তাঁবুর চাইতে ঘৃণিত আর কোন তাঁবু ছিল না, কিন্তু এখন আপনার তাঁবুর চাইতে প্রিয়তম কোন তাঁবু আমার চোখে আর একটিও নাই" (সহীহ বুখারী, হিন্দ-এর বিবরণ)। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আবূ সুফ্য়ান নবী করীম (স) ও ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। মাক্কী জীবনে নবী করীম (স)-এর সব কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং হিজরতের পর বদরের যুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নেতৃত্বদান হইতে নিয়া ইসলাম ও নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে যতগুলি ষড়যন্ত্র হইয়াছে উহার প্রায় প্রতিটির অগ্রভাগেই ছিলেন আবূ সুফ্য়ান। মক্কা বিজয়ের দিন তাহাকে গ্রেফতার করিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট হাযির করা হইলে হযরত উমার (রা) আবূ সুফ্য়ানকে হত্যা করার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু দয়ার সাগর নবী করীম (স) তাঁহার জীবনের এই প্রধান শত্রুকে হাতে পাওয়ার পর তাহার প্রতিশোধ না লইয়া শুধু তাহাকেই মুক্তিদান করিলেন না বরং ঘোষণা করিয়া দিলেন, "শুধু আবূ সুফ্য়ানই মুক্ত নয়, যাহারা তাহার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারাও নিরাপদ" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মক্কা বিজয় প্রসঙ্গ)।

নবী করীম (স) যখন ইসলামের দা'ওয়াত লইয়া তাইফে গমন করিলেন, তখন তাইফবাসীরা নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া ইসলামের দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করিল এবং নবী করীম (স)-এর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত করিয়া তাঁহাকে শহর হইতে বাহির করিয়া দিল। এমন সময় আযাবের ফেরেশ্তারা আসিয়া নবী করীম (স)-কে বলিল, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা পাহাড় উল্টাইয়া দিয়া উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলি। দয়ার নবী উত্তরে বলিলেন, উহা হয় না, উহারা না মানুক, হয়ত তাহাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা হইবে (সহীহ বুখারী, বরাতে আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৩৭৫)।

নবী করীম (স)-এর মদীনায় হিজরত করার সময় হুবার ইব্ন আসওয়াদ নামক এক দুস্কৃতকারী তাঁহার সন্তান সম্ভবা কন্যা হযরত যায়নাব (রা)-কে রাস্তায় আটকাইয়া নির্যাতন করার এক পর্যায়ে উটের পিঠ হইতে নিচে ফেলিয়া দেয়। ফলে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও তাহার বিরুদ্ধে মুসলমানদের উপর বহু নির্যাতনের অভিযোগ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর সে ইরানে পালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু হিদায়াতের আলো তাহাকে আকর্ষণ করিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট লইয়া আসে। নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রাণভয়ে আমি দেশত্যাগ করিয়া পালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর আপনার অশেষ দয়ার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় আমি ইসলাম গ্রহণ

করার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার সম্পর্কে আপনার নিকট যে সমস্ত অভিযোগ আসিয়াছে উহা সবই সত্য। আমার মূর্খতা ও অপরাধ আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি। অপরাধীর এই অনুশোচনামূলক কথায় রহমতে আলম নবী করীম (স)-এর মনে করুণা ও দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাহার প্রতি হাত বাড়াইয়া বিনা দ্বিধায় তাহাকে তাঁহার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করেন (ইব্ন ইসহাক, হুবারের বর্ণনা, বরাতে আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৩৫৯)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মা মুশরিকা থাকা অবস্থায় নবী করীম (স)-কে খুব মন্দ বলিত। ইহাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) মনের কষ্টে একদিন খুব কাঁদিলেন এবং নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমার মা আপনার শানে বেআদবি করেন, আপনি তাহাকে বদ দু'আ করুন।" এই কথা শুনিয়া নবী করীম (স) দয়ার্দ্র কণ্ঠে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আবূ হুরায়রার মা-কে হিদায়াত দান কর।" ইহার পর হযরত আবূ হুরায়রা বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, তাহার মায়ের গৃহের দরজা বন্ধ। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলিলে দেখা গেল তাহার মা গোসল করিয়া পাক-পবিত্র অবস্থায় ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করিতেছেন (সহীহ মুসলিম, আবূ হুরায়রার ফযীলত)।

কেবল মানবজাতির জন্যই নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টির জন্যই রাসূলুল্লাহ (স)-এর হৃদয় দয়া ও রহমতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি জীবজন্তুর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সাহাবীগণকে সদাসর্বদা নির্দেশ দিতেন। কোন পশুকে দুরবস্থায় দেখিলে তিনি বলিতেন, "এই বোবা প্রাণীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, উত্তমরূপে ইহাদের উপর আরোহণ কর এবং ইহাদিগকে প্রয়োজনীয় খাবার দাও" (সুনান আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৪৯, হাদীছ ২৫৪৮)। নবী করীম (স) কোন পশুর মুখে দাগ লাগানো দেখিলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন, "তোমরা কি শোন নাই, আমি নির্বাক প্রাণীর মুখে দাগ এবং উহাদের আকৃতি বিকৃত করিতে নিষেধ করিয়াছি" (মুসলিম, ৩খ., পৃ. ১৬৭৩, হাদীছ ২১১৭)।

প্রত্যূষে মোরগের ডাক শুনিয়া যদি কেহ বিরক্ত হইত তবে নবী করীম (স) বলিতেন, মোরগকে গালি দিও না, কেননা সে সালাতের জন্য মানুষকে ঘুম হইতে জাগ্রত করে। তিনি আরও বলিতেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনিবে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁহার রহমত কামনা করিবে। কেননা সে কোন রহমতের ফেরেশতা দেখিয়াই ডাকে (আবূ দাউদ, ৫খ., ৩৩১, হাদীছ ৫১০১ ও ৫১০২; সহীহ বুখারী, বাদ্উ'ল-খালক, ৪খ., পৃ. ১৫৫; সহীহ মুসলিম, আয-যিকর, ৪খ., পৃ. ২০৯১, হাদীছ ২৭২৯)।

রহমাতুললিল 'আলামীন নবী মুহাম্মদ (স) একদিকে জীবের প্রতি দয়ার শিক্ষা দিয়াছেন অন্যদিকে জাহিলী যুগের ঐ সমস্ত কুপ্রথারও মূল উৎপাটন করিয়াছেন যাহা জীবজন্তুকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিত। যেমন জীবিত জন্তুর গোশত কাটা, ইহার লেজ ও কেশর কাটা, ইহাদের মধ্যে পরস্পর লড়াই বাঁধানো, ইহাকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্য বানানো ইত্যাদি। এই সকল

কাজকে বর্বর ও নির্দয়ের কাজ বলিয়া অভিহিত করত তিনি ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তৎকালীন আরবদের মধ্যে পাখীর বাসার ডিম চুরি বা ইহাদের ছোট ছোট ছানা ধরিয়া আনার ব্যাপক প্রচলন ছিল যাহার উপর তিনি কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছিলেন (সুনান আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৪৬৯, হাদীছ ৩০৮৯; বরাত হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, বঙ্গানুবাদ, ই.ফা.বা. সংস্করণ ১৯৯৭ খৃ., সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭; (২) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল-কুরআন, সূরাতুল মুনাফিকূন; (৩) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-জামি'উ'স-সাহীহ, লাইডেন (তা. বি); (৪) মুসলিম আন-নীশাপুরী; আস-সাহীহ, কায়রো ১৩৩০ হি.; (৫) আবূ 'ঈসা আত্-তিরমিযী, আল-জামি'উস-সুনান, বুলাক ১২৯১ হি. এবং ঐ শামাইলুত-তিরমিযী; (৬) আবূ দাউদ, আস-সুনান, দিল্লী ১৩৮৩ হি.; (৭) আন-নাসাঈ, আস-সুনান, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী সংস্করণ; (৮) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ খাতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, দামিশক- কায়রো; (৯) ইবনুল আছীর, উসুদুল-গাবা ফী মা'রিফাতিস্-সাহাবা, তেহরান; (১০) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ আল-কাতিব, কিতাবুত-তাবাকাতিল কাবীর (সং-লাইডেন, বৈরূত ১৩৮০/১৯৬০); (১১) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, সম্পা. Mardson Jones, অক্সফোর্ড ১৯৬৬ খৃ.; (১২) আবুল ফাদল কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা বি'তা'রিফি হুকূকিল-মুস্তাফা (সং. কায়রো, দিমাশ্ক ও বেরলী); (১৩) ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ'ওয়ালিল-মুস্তাফা, লাহোর ১৩৯৭ / ১৯৭৭; (১৪) আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী (স), বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রকাশকাল ১৯৭৫ খৃ.; (১৫) ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, ই.ফা.বা., হযরত রাসূলে করীম (স) ঃ জীবন ও শিক্ষা।

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দানশীলতা

দানশীলতা কুরআন কারীম নির্দেশিত একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিবার জন্য উহাতে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। যথা ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۔

"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না" (২ ঃ ১৯৫)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ.

"হে মু'মিনগণ! আমি যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেই দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকিবে না" (২ ঃ ২৫৪)।

মানুষের উপার্জিত উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করিতে উৎসাহিত করত নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যথা ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۔

"হে মুমিনগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না" (২ ঃ ২৬৭)।

গোপনে বা প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়কারীদের জন্য শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। যথা ঃ

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۔

"যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে তাহাদের জন্য শুভ পরিণাম" (১৩ ঃ ২২)।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করাকে লাভজনক ব্যবসায়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে যাহাতে ক্ষতির কোন আশঙ্কা নাই। যথা ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ.

"যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করিতে পারে—তাহাদের এমন ব্যবসায়ের যাহার ক্ষয় নাই" (৩৫ ঃ ২৯)।

মৃত্যু আসিবার পূর্বেই আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নতুবা মৃত্যুক্ষণে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান না করার কারণে আফছোছ করিতে হইবে—মহান আল্লাহ এই কথা অবহিত করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّارَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"আমি তোমাদিগকে যে রিযিক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে, অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম" (৬৩ ঃ ১০)।

রাসূলে কারীম (স)-এর সমগ্র জীবন ছিল আল-কুরআনুল কারীমেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। 'আইশা (রা)-এর নিকট কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চরিত্র কেমন ছিল ? তিনি বলিলেন, তোমরা কি কুরআন পাঠ কর নাই? তাঁহার চরিত্র ছিল আল-কুরআন (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৬)।

তাই কুরআন কারীমে উল্লিখিত দানশীলতার গুণটি তিনি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। দানের ক্ষেত্রে তাঁহার কোনও তুলনা চলে না। কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাই সাহাবায়ে কিরাম তাঁহার দানকে বসন্তের মৃদু সমীরণের সহিত তুলনা করত তাহা হইতেও অধিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ

عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ اجود الناس وكان اجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله ﷺ اجود بالخير من الريح المرسلة.

"ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরও বেশী দানশীল হইতেন যখন জিবরাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আর রমযানের প্রতি রাত্রেই জিবরাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহারা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রবহমান

বাতাস হইতেও অধিক দানশীল ছিলেন" (বুখারী, কিতাবু বাদইল ওয়াহ'য়ি, হাদীছ নং ৬, কিতাবুস সাওম, হাদীছ নং ১৯০২; মুসলিম, ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৬০৪; শামাইল তিরমিযী, হাদীছ নং ৪২৯৪)।

রাসূলে কারীম (স) এতই দানশীল ছিলেন যে, জীবনে কখনো কোন প্রার্থীকে তিনি 'না' বলিয়া ফেরত দেন নাই। জাবির (রা) হইতে এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ما سئل النبى ﷺ عن شيئ قط فقال لا.

"ইবনুল মুনকাদির (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাওয়া হইলে কখনও তিনি 'না' বলেন নাই" (বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু হুসনিল খুলুক ওয়াস-সাখা, হাদীছ নং ৬০৩৪; মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৮১১; আত-তিরমিযী, আশ-শামাইল, হাদীছ নং ৪২৯৩)।

হযরত আনাস (রা) ও সাহ্ল ইব্ন সা'দ আস্-সা'ইদী (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে (কাযী 'ইয়াদ, আশ-শিফা বি-তারীফি হুকূকিল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১১১)।

সাধ্য থাকিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) এত বেশী দান করিতেন যাহা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। ইসলামের দ্রুত প্রসারে তাঁহার এই দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছিল। বিশেষত কেহ ইসলাম গ্রহণের পর কিছু চাহিলে তিনি অবশ্যই তাহাকে তাহা দান করিতেন। ইহার একটি নযীর পেশ করিয়া আনাস (রা) বলেন ঃ

ماسئل رسول الله ﷺ على الاسلام شيئا الا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال ياقوم أسلموا فان محمدا يعطى عطاء لا يخشى الفاقة.

"রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পর কেহ কিছু চাহিলে তিনি অবশ্যই তাহাকে উহা দান করিতেন। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিল। তিনি তাঁহাকে এত বেশী ছাগল দান করিলেন যাহাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর সেই ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে বলিল, হে আমার কওম! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা মুহাম্মাদ (স) এত বেশী দান করেন যাহার পর আর অভাবের ভয় থাকে না" (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৮১৩, ৫৮১৪)।

এক বর্ণনামতে হাদীছে বর্ণিত ব্যক্তিটির নাম ছিল সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা। অন্য এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (স) অন্য একজনকে এক শতটি উট দান করেন এবং সাফওয়ানকে দান করেন তিন শত উট (কাযী 'ইয়াদ, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১১২)।

নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও রাসূলে কারীম (স) সম্প্রসারিত হস্তে দান করিতেন। নবূওয়াত প্রাপ্তির পনের বৎসর পূর্বে মক্কার ধনাঢ্য বণিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী খাদীজা (রা)-এর সহিত

তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর খাদীজা (রা) তাঁহার অঢেল সম্পদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পদতলে সমর্পণ করেন আর তিনি অকাতরে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দুই হাতে তাহা বিলাইয়া দেন। তাই প্রথম ওহী লাভের পর যখন তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া গৃহে ফিরেন তখন খাদীজা (রা) তাঁহার কিছু সদগুণের উল্লেখপূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করেন। সেইসব গুণের মধ্যে দানশীলতা ছিল অন্যতম। তিনি বলেন ঃ

كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ٠

"আল্লাহ্র কসম! কখনও নহে। মহান আল্লাহ্ আপনাকে কখনও অপমানিত করিবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন" (বুখারী, কিতাবু বাদইল ওয়াহ্য়ি, হাদীছ নং ৪)। উল্লেখ্য যে, এইখানে উল্লিখিত পাঁচটি গুণের মধ্যে চারটিই দানশীলতার সহিত সম্পর্কিত।

হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র মুসলিম বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ফলে মুসলমানগণ গনীমত হিসাবে তাহাদের নিকট হইতে অঢেল সম্পদ লাভ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় বদান্যতায় তাহাদের ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারেরও অধিক বকরী ও চার হাজার উকিয়া রৌপ্য তাহাদিগকে ফেরৎ দেন যাহা না দিলে তাহাদের কিছুই করার ছিল না (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১১২-১১৩)। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাকে গনীমতের সম্পদ হইতে এক শত এক শত করিয়া তিনবার তিন শত উট দান করেন (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৮১৫)।

'আব্বাস (রা)-কে একবার তিনি এত পরিমাণ স্বর্ণ দান করেন যাহা বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, বাহরায়ন হইতে একবার প্রচুর সম্পদ আসিল। তিনি নির্দেশ দিলেন, মসজিদের আঙ্গিনায় উহা ঢালিয়া দাও। অতঃপর তিনি মসজিদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সালাত শেষে তিনি উক্ত সম্পদের নিকট গিয়া বসিলেন। তিনি যাহাকেই পাইতেছিলেন তাহাকেই উহা হইতে দান করিতেছিলেন। এমনিভাবে এক সময় 'আব্বাস (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে কিছু দিন। কারণ আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং আকীলের পক্ষ হইতে মুক্তিপণ দিয়াছি। তিনি বলিলেন, গ্রহণ করুন। অতঃপর আব্বাস (রা) কাপড় ভর্তি করিয়া লইলেন। তিনি উহা বহন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। তখন বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাহাকেও আমার কাঁধে উঠাইয়া দিতে নির্দেশ দিন। তিনি বলিলেন, না। 'আব্বাস (রা) বলিলেন, তবে আপনি নিজে উঠাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি পারিব না। অতঃপর 'আব্বাস (রা) উহা হইতে কিছু কমাইয়া পুনরায় উঠাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ইহার পরও উঠাইতে পারিলেন না। তখন বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাহাকেও আমার কাঁধে উঠাইয়া দিতে নির্দেশ দিন। তিনি বলিলেন, না। অতঃপর তিনি উহা হইতে কিছু হ্রাস করিয়া কাঁধে

তুলিয়া লইলেন এবং উহা লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) আনন্দভরে তাঁহার গমন পথের দিকে তাঁকাইয়া রহিলেন। এক দিরহাম বাকী থাকিতেও রাসূলুল্লাহ (স) সেখান হইতে উঠিলেন না (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৫১)।

সম্পদ থাকিতে তিনি কাহাকেও উহা হইতে বঞ্চিত করিতেন না। উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মানুষের মধ্যে উহা বিতরণ করিতে থাকিতেন। ইহার প্রমাণ উপরিউক্ত বর্ণনা ছাড়াও আরো বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন, একবার তাঁহার নিকট নব্বই হাজার দিরহাম আসিল। উহা একটি চাটাইয়ের উপর রাখা হইল এবং রাসূলুল্লাহ (স) উহার সম্মুখে গমন করিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর তিনি উহা বণ্টন করিতে শুরু করিলেন। উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রার্থীকে তিনি ফেরত দেন নাই (কাদী ‘ইয়াদ, আশ-শিফা বি-তারীফি হুকূকিল মুসতাফা, ১খ., পৃ. ১১৩; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৫১)।

নিজের নিকট না থাকিলেও তিনি কোনও প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না। একবার তাঁহার নিকট এক লোক আসিয়া কিছু চাহিল। তিনি বলিলেন, আমার নিকট তো কিছুই নাই। তবে তুমি আমার নামে ধারে কিছু ক্রয় করিয়া লইয়া যাও। অতঃপর আমার নিকট কোন সম্পদ আসিলে আমি উহা পরিশোধ করিয়া দিব। তখন ‘উমার (রা) তাঁহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যাহার সামর্থ্য রাখেন না তাহা দান করিতে তো আল্লাহ্ তা‘আলা আপনাকে বাধ্য করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার এই কথা পছন্দ করিলেন না। তখন আনসারদের এক লোক বলিলেন, يا رسول الله ولا تخف من ذى العرش اقلالا "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি খরচ করিতে থাকুন এবং আরশের মালিক সম্পর্কে কম প্রদানের ভয় করিবেন না"।

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসিলেন। আনসারীর কথায় তাঁহার চেহারায় সন্তুষ্টির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, بهذا امرت "আমাকে তো এইরূপই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে" (তিরমিযী, আশ-শামাইল, হাদীছ নং ৪২৯৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) কখনও আগামী কল্যের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। তাঁহার নিকট যাহা থাকিত, আগামী কল্য আসিবার পূর্বেই তাহা বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার খাদেম আনাস (রা) যিনি দীর্ঘ দশ বৎসর যাবত তাঁহার খিদমত করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ

كان النبى ﷺ لا يدخر شيئا لغد .

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি আগামী কল্যের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না" (তিরমিযী, আশ-শামাইল, হাদীছ নং ৪২৯৫)।

কেহ আগ্রহভরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে কোন উপঢৌকন দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন। তবে তাহার অনেক বেশী প্রতিদান তিনি উপঢৌকনদাতাকে দিতেন।

عن عائشة إن النبى ﷺ كان يقبل الهدية ويثيب عليها .

"আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন এবং উহার প্রতিদান দিতেন" (তিরমিযী, আশ-শামাইল, হাদীছ নং ৪২৯৮)।

বিভিন্ন হাদীছে উপঢৌকন গ্রহণ করত উহার বেশী প্রতিদান প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت اتيت النبى ﷺ بقناع من رطب واجر رغب فاعطا نى ملأ كفه حليا وذهبا .

"রুবায়্যি বিনত মু'আওবিয ইব্ন 'আফরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক পাত্র খেজুর এবং কিছু হালকা-পাতলা শসা লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে এক মুষ্টি অলংকার ও স্বর্ণ দান করিলেন" (তিরমিযী, আশ-শামাইল, হাদীছ নং ৪২৯৭)।

দান করিবার জন্য কখনও কখনও তিনি কৌশল গ্রহণ করিতেন। এমনও ঘটনা তাঁহার জীবনে সংঘটিত হইয়াছে যে, তিনি কাহাকেও কিছু দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন কিন্তু সরাসরি দান করিলে তাহার ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগিতে পারে অথবা সে লজ্জিত হইতে পারে বা বিষয়টি দৃষ্টিকটু হইতে পারে, তাই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন যে, কোনও জিনিস তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিয়াছেন ঠিকই; কিন্তু সেই ক্রয়কৃত বস্তুটিই তিনি তাহাকে উপঢৌকন দিয়াছেন। যেমন জাবির (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদা তাঁহার উটের উপর আরোহণ করিয়া সফর করিতেছিলেন। উটটি চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। রাসূলে কারীম (স) সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি উটটিকে মৃদু আঘাত করিলেন এবং উহার জন্য দু'আ করিলেন। তখন উটটি এমন দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল যে, ইতোপূর্বে উহা ঐরূপ কখনও চলে নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, উহাকে আমার নিকট এক উকিয়া মূল্যে বিক্রয় কর। আমি বলিলাম, না। তিনি আবারও বলিলেন, উহা আমার নিকট এক উকিয়া মূল্যে বিক্রয় কর। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট উহা বিক্রয় করিলাম, তবে উহাতে আরোহণ করিয়া আমার পরিবারের নিকট যাওয়ার শর্ত করিলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় আগমন করিলে আমি উটটি লইয়া তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি আমাকে উহার নগদ মূল্য প্রদান করিলেন। আমি ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, আমি তোমার উট গ্রহণ করিব না। তোমার ঐ উট তুমিই গ্রহণ কর। উহা তোমার সম্পদ (বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, হাদীছ নং ২৭১৮)।

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) জাবির (রা)-কে কোনও এক সফরে বলিলেন, আমার নিকট তোমার উটটি বিক্রয় কর। জাবির (রা) বলিলেন, উহা আপনারই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক! তিনি বলিলেন, উহা আমার নিকট বিক্রয় কর। অতঃপর জাবির (রা) উহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন উহার নগদ মূল্য পরিশোধ করিয়া দিতে। বিলাল (রা) উহার নগদ মূল্য পরিশোধ করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি মূল্য ও উট (উভয়টিই) লইয়া যাও। আল্লাহ্ তোমাকে উভয়টিতে বরকত দান করুন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা তাঁহার এই কথার প্রতিদান দেওয়ার জন্য করিয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা আপনার জন্যই"।

অতঃপর তিনি তাহাকে উটের মূল্য প্রদান করেন, উটটিও তাহাকে ফেরৎ দেন এবং অতিরিক্ত আরো বরকতের দু'আ করেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৫১)।

একবার তিনি 'উমার (রা)-এর নিকট হইতে উট ক্রয় করত তখনই উহা 'উমার (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহকে উপঢৌকন দেন (বুখারী, ২খ., পৃ. ২৮২; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নাবী, ২খ., পৃ. ১৮৮)।

বস্তুত রাসূলে কারীম (স) ছিলেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। এই কথাও তিনি উম্মতকে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি কি তোমাদিগকে সর্বাধিক দাতা কে তাহা বলিব? আল্লাহ্ই সর্বাধিক দাতা আর আমি আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক দাতা। আমার পর সর্বাধিক দাতা সেই ব্যক্তি যে 'ইল্ম শিক্ষা করে এবং স্বীয় ইলমের প্রচার-প্রসার করে। কিয়ামতের দিন সে একাই একটি উম্মত হিসাবে উঠিবে। আর সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়াছে (মাজমা'উয- যাওয়াইদ, ১খ., পৃ. ১৬৬)। আনাস (রা) হইতে আরও একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كان رسول الله ﷺ اجود الناس ٠

"রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দাতা" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৫৩)।

নিজের যতই পছন্দনীয় জিনিস হউক না কেন কেহ তাহা চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা তাহাকে দান করিতেন। সাহ্ল ইব্ন সা'দ আস্-সা'ইদী (রা) বলেন, একদা জনৈক মহিলা একটি চাদর লইয়া আসিল যাহার প্রান্তভাগ ছিল হস্ত দ্বারা বয়ন করা। মহিলাটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইহা আপনাকে পরিধান করিবার জন্য দিতেছি। রাসূলুল্লাহ (স) আগ্রহভরে উহা গ্রহণ করিলেন এবং উহা পরিধান করিলেন। এক সাহাবী তাঁহাকে ইহা পরিহিত দেখিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কত সুন্দর! আমাকে ইহা পরিধান করিতে দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, ইহা তোমাকে দিব। রাসূলুল্লাহ (স) যখন উঠিয়া গেলেন তখন সাহাবীগণ তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, কাজটি তুমি ভাল কর নাই। যখন তুমি দেখিলে যে, তিনি আগ্রহভরে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পরও তুমি তাহা চাহিলে! অথচ তুমি তো জান, তাঁহার নিকট কোন জিনিস চাহিলে তিনি প্রার্থীকে ফিরাইয়া দেন না। সাহাবী বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যেহেতু উহা পরিধান করিয়াছেন তাই আমি উহার বরকত গ্রহণ করিতে চাহিয়াছি যাহাতে উক্ত কাপড়ে আমার কাফন দেওয়া হয় (বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীছ নং ৬০৩৬)।

অপর এক বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, আমি উহা পরিধান করিবার জন্য চাহি নাই। এইজন্য চাহিয়াছি যাহাতে উহা আমার কাফন হয়। সা'দ (রা) বলেন, অতঃপর উহাই তাহার কাফন হইয়াছিল (বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জানাইয, হাদীছ নং ১২৭৭)।

পানাহারের সামান্যতম জিনিসও তিনি একাকী খাইতেন না; বরং সঙ্গের সকল সাহাবীকে উহাতে শরীক করিতেন। এক যুদ্ধে ১৩০জন সাহাবী তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। তিনি একটি বকরী ক্রয় করিয়া যবেহ করিলেন এবং উহার কলিজা ভূনা করিবার নির্দেশ দিলেন। খাবার প্রস্তুত

হইবার পর সাহাবীগণকে উহাতে শরীক করিলেন। যাহারা খাওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন না তাহাদের অংশ পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নাবী, ২খ., পৃ. ১৮৮)।

তাঁহার অভ্যাস ছিল, গৃহে অর্থকড়ি ও সম্পদ যাহাই থাকিত তাহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান না করা পর্যন্ত তিনি গৃহে আরাম করিতেন না। ফাদাকের নেতা একবার চারটি উট বোঝাই করিয়া খাদ্যশস্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করিল। বিলাল (রা) উহার কিছু অংশ বাজারে বিক্রয় করিয়া এক ইয়াহূদীর ঋণ পরিশোধ করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া তাহা বিবৃত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহা সব বিক্রয় করিয়া ফেল নাই? বিলাল (রা) বলিলেন, না। উহা হইতে কিছু বিক্রয় করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ বিক্রিত হইবে ততক্ষণ আমি এখান হইতে যাইতে পারি না। বিলাল (রা) বলিলেন, আমি কি করিব, কোনও প্রার্থীও তো আসিতেছে না। রাসূলুল্লাহ (স) সেই রাত্রি মসজিদে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন বিলাল (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ যাহা ছিল সবই বন্টন হইয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিলেন এবং গৃহে গমন করিলেন (আবূ দাউদ, আস-সুনান, বাবু হাদায়াল-মুশরিকীন)।

একবার 'আসরের সালাতশেষে তিনি দ্রুত গৃহে গমন করিলেন এবং একটু পরই ফিরিয়া আসিলেন। লোকজন বিস্মিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, সালাতে আমার খেয়াল হইল যে, কিছু স্বর্ণ আমার গৃহে রহিয়া গিয়াছে। উহা গৃহে থাকিতেই যেন রাত্রি আসিয়া না যায় এইজন্য গৃহে গিয়া উহা দান করার কথা বলিয়া আসিলাম (বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাব তাফাক-কুরু রাজুলিশ-শায়আ ফিস-সালাত, হাদীছ নং ১২২১)।

দানশীলতার বিপরীত গুণ হইল কৃপণতা। কৃপণতা ছিল তাঁহার স্বভাব বিরোধী। কখনও তিনি কৃপণতা করিতেন না। এমনকি যে দান পাওয়ার উপযুক্ত নহে, সে আসিয়া কিছু চাহিলেও তিনি তাহাকে দান করিতেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার কতিপয় লোককে কিছু সম্পদ বন্টন করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহাদের তুলনায় অন্যরা এই দান পাওয়ার বেশী হকদার ছিল। তিনি বলিলেন, ইহারা আমাকে দুইটি বিষয়ের এখতিয়ার দিয়াছে ঃ হয় তাহারা নির্লজ্জভাবে চাহিবে অথবা আমাকে কৃপণ বানাইবে। আমি তো কৃপণ নহি (মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুয-যাকাত, হাদীছ নং ২২৯৫)।

জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) বলেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। হুনায়নের যুদ্ধ হইতে (যে গনীমত সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা সবই দান করিয়া তিনি) ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বেদুঈনগণ খবর পাইল যে, এই পথ দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) গমন করিতেছেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে লোকজন দৌড়াইয়া আসিয়া নিবেদন করিল, আমাদিগকেও কিছু দান করুন। লোকের ভীড় লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাদর ধরিয়া টান দিল, ফলে উহা তাঁহার শরীর হইতে খুলিয়া গিয়া তাহাদের হাতেই রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার চাদর ফিরাইয়া

দাও। আল্লাহ্‌র কসম! বনের বৃক্ষের সমপরিমাণ উটও যদি আমার হাতে আসিত তবে অবশ্যই আমি তাহা তোমাদিগকে দান করিতাম। তবুও তোমরা আমাকে কৃপণরূপে বা মিথ্যাবাদীরূপে অথবা ভীরুরূপে পাইতে না (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুশ শুজা'আতি ফিল-হারবি ওয়াল-জুবুন, হাদীছ নং ২৮২১)।

একবার তিনি সাহাবীদের সহিত বসাছিলেন। এক বেদুঈন আসিয়া তাঁহার চাদর ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে কিছু দান কর। এই সম্পদ তো তোমারও নহে, তোমার পিতারও নহে। আমাকে এই উটদ্বয় বোঝাই করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (স) একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহার উট দুইটি খেজুর ও যব দ্বারা বোঝাই করিয়া দাও (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, ২খ., পৃ. ৬৫৮-৫৯)।

ইব্‌ন 'আদিয়্যি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার নিকট যদি তিহামার পর্বতরাজির সমপরিমাণ স্বর্ণও থাকিত তবে অবশ্যই আমি তাহা তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বা কৃপণরূপে পাইতে না (সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৫৩)।

ঋণ পরিশোধের পরিমাণ অর্থ ছাড়া আর কোনও টাকা-পয়সা তাঁহার গৃহে থাকুক ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। দুই হাতে তিনি উহা দান করিতে ভালবাসিতেন। আবূ যার (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মদীনার কঙ্করময় প্রান্তরে হাঁটিতেছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ পাহাড় আমাদের সম্মুখে পড়িল। তিনি বলিলেন, হে আবূ যার! আমি বলিলাম, লাব্বায়ক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন ঃ

مايسرنى ان عندى مثل أحد هذا ذهبا تمضى على ثالثة وعندى منه دينار الا شيئا ارصده لدين الا ان اقول به فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه .

"আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ হউক আর ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহা হইতে একটি দীনারও আমার নিকট জমা থাকুক এবং এই অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হউক তাহা আমাকে আনন্দিত করিবে না; বরং আমি উহা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এইভাবে ডান দিকে, বাম দিকে ও পিছনের দিকে বিতরণ করিয়া দিব" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীছ নং ৬৪৪৪)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে ঃ

قال رسول الله ﷺ لوكان لى مثل أحد ذهبا ما يسرنى ان لا تمر على ثلث ليال وعندى منه شيئ الا شيئا ارصده لدين .

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকিলেও তাহা তিন রাত্রি অতিবাহিত হইবে আর আমার নিকট উহার কিছু অংশও অবশিষ্ট থাকিবে তাহা

আমাকে আনন্দিত করিবে না। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য রাখা ভিন্ন কথা" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৬৪৪৫)।

তিনি এতই দানশীল ছিলেন যে, কেহ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইনতিকাল করিলে তাহার ঋণ পরিশোধের যিম্মাদারি তিনি লইতেন আর ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ওয়ারিছদিগকে প্রদান করিতেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ

انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته .

"আমি মু'মিনদের তাহাদের নিজ হইতেও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই মু'মিনদের যে ইনতিকাল করিবে, সে ঋণ রাখিয়া গেলে তাহা পরিশোধ করা আমার যিম্মায়। আর সে যে সম্পদ রাখিয়া যাইবে তাহা তাহার ওয়ারিছদের জন্য" (বুখারী, কিতাবুল-কাফালা, বাবুদ-দায়ন, হাদীছ নং ২২৯৮)।

নিজের হকও তিনি অন্যকে অকাতরে দান করিয়া দিতেন। ইসলামের বিধান হইল, কোন মুক্ত দাস ইন্তিকাল করিলে তাহার ত্যাজ্য সম্পদ তাহাকে আযাদকারী মনিব পাইবে। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর এমন একজন দাস ইনতিকাল করিল। লোকজন্ তাহার ত্যাজ্য সম্পদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আনিয়া হাজির করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে তাহার স্বদেশী কেহ আছে কি? লোকজন উত্তর করিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, এই সবকিছুই তাহাকে দিয়া দাও (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ১৯০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস-সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব ১৪১৭/১৯৯৭, ১ম সং; (৩) মুসলিম, আস-সাহীহ, কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যা, দেওবান্দ, ইউ. পি., তা. বি.; (৪) আত-তিরমিযী, আল-জামি' আস-সাহীহ, কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যা, দেওবানদ, ইউ. পি., তা. বি.; (৫) আবূ দাউদ, আস্-সুনান, কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যা, দেওবানদ, ইউ.পি., তা. বি.; (৬) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল-'ইবাদ, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪/১৯৯৩, ১ম সং; (৭) কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকি, 'ল-মুসতাফা, দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন তা. বি.; (৮) ইউসুফ ইব্ন ইসমাঈল আন-নারহানী, হায়াতু রাসূলিল্লাহ (স) ওয়া ফাদাইলুহু, মু'আসসাসা-'ইয্যুদ-দীন, বৈরূত, লেবানন ১৪০৭/১৯৮৬; (৯) আবদুর রাহমান ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল-মুস্তাফা, মাকতাবা নূরিয়্য রিদাবিয়্যা, পাকিস্তান, ১৩৯৭/১৯৭৭, ২য় সং; (১০) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতুন্-নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম, দারুল ইশা'আত, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ১ম সংস্করণ।

ড. আবদুল জলীল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বীরত্ব ও সাহসিকতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্পূর্ণ জীবনই ছিল বীরত্ব ও সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁহার আগমনের সময় হইতে শুরু করিয়া ওয়াফাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কথা ও কাজে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বীরত্ব ও সাহসিকতার নজীর স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যতগুলি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উহার প্রতিটিতে (হুনায়ন যুদ্ধ ব্যতীত) মুসলিম বাহিনীর তুলনায় শত্রু বাহিনীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেশী ছিল। উহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হন নাই, পশ্চাদগমনও করেন নাই এবং শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হন নাই, বরং নিঃসংকোচে শান্ত মনে ময়দানে স্থির থাকিয়া সাহসিকতা ও বীরত্বের সাক্ষর রাখিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বীর, সাহসী, দানবীর ও অল্পে তুষ্ট আর কাহাকেও দেখি নাই (মুল্লা আলী আল-কারী, শারহুশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৫৭; কাযী ইয়ায, শিফা, ১খ., পৃ. ১১৬)। রাসূলুল্লাহ (স) সালাতের পর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেন ঃ اللهم انى أعوذ بك من الجبن "হে আল্লাহ! আমি ভীরুতা ও কাপুরুষতা হইতে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৯৬)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতেন ঃ اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা ও বার্ধক্য হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি" (বুখারী, ১খ, পৃ. ৩৯৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন ঃ لا تجدنى بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا "তুমি আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক ও কাপুরষ পাইবে না" (বুখারী, ১খ, পৃ.৩৯৬)।

হযরত আনাস (রা), হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

فضلت على الناس باربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش .

"আমাকে চারটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষের উপর অধিক সম্মানিত করা হইয়াছে ঃ দানশীলতা, সাহসিকতা, অধিক রতিশক্তি ও কঠোর পাকড়াও-এর ক্ষমতা" (তারীখে বাগদাদ, ৮খ., পৃ. ৭০; কাযী ইয়াদ, শিফা, ১খ., পৃ. ৯১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের প্রথম স্তরে দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া (রা)-এর গৃহে অবস্থানকালে তাঁহার দুধ ভাই ও অন্যান্য বালকদের সহিত খেলা-ধুলায় অংশগ্রহণ করিয়া বীরত্ব

প্রকাশ করিয়াছেন (ইবন জাওযী, আল- ওয়াফা, ১খ., পৃ. ১১২)। শুধু তাহাই নহে, তিনি ছাগল ও মেষ চরাইয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ, পৃ. ১২৫)। তিনি বার বৎসর বয়সে চাচা আবূ তালিব ও অন্যান্য মক্কাবাসীর সহিত সিরিয়া গমন করিয়া ব্যবসায় অংশগ্রহণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে আবূ তালিব তাঁহাকে সিরিয়ার সফর সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৩৪; ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ১৩১)। তাঁহার চৌদ্দ কিংবা বিশ বৎসর বয়সকালে হারবুল- ফিজার নামক চতুর্থ যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া তীর সংগ্রহ করেন এবং পিতৃব্যদের নিকট তাহা প্রদান করেন (আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ, পৃ. ১২৮)। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, كنت انبل على اعمامى يوم الفجار "ফিজারের যুদ্ধে আমি পিতৃব্যের সহিত থাকিয়া তীর সংগ্রহ করিয়া তাহাদের হাতে দিয়াছি" (ইবন জাওযী, ১খ., পৃ. ১৩৫; ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন- নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৩৮)।

বাণিজ্য সফরকালে একবার এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত লাত ও উয্যা-র নামে কসম করিল। তখন তিনি বলিলেন, ما حلفت بهما قط وانى لأمر بهما فلا التفت اليهما "আমি কখনো তাহাদের নামে কসম করি নাই। আমি যখন লাত ও উয্যার পাশ দিয়া অতিক্রম করি তখন ঐগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি না" (ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা, ১খ, পৃ. ১৪৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বীরত্ব ও সাহসিকতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হইল কুস্তিতে অংশগ্রহণ। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) অনেকের সঙ্গে কুস্তিতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রুকানা ছাড়াও আবূ রুকানা, আবূ জাহ্ল, ইয়াযীদ ইব্ন রুকানা উল্লেখযোগ্য (কাযী 'ইয়াদ, শিফা, ১খ., পৃ. ৬৯; টীকা)। তিনি রুকানা ইব্ন ইয়াযীদ পাহলোয়ানের সঙ্গেও কুস্তিতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত সুঠামদেহী শক্তিশালী ব্যক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে আরবে কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ (স) রুকানা ইব্ন 'আবদ ইয়াযীদ-এর সহিত কয়েক দফায় মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম দফা রাসূলুল্লাহ (স) রুকানাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে সে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং কুস্তিতে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। রুকানা কুস্তিতে পরাজিত হইলে ইসলাম গ্রহণ করিবে বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করে। সে দুই বার মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে যাদুকর বলিয়া বিদায় নিল।

দ্বিতীয় দফায় সে ও রাসূলুল্লাহ (স) একসঙ্গে আবূ তালিবের ছাগল চরাইতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ও সে একটি ছাগলের শর্তে কুস্তি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুকানা পরাজিত হইল। এমনিভাবে পরপর আরো দুইবার কুস্তিতে অংশগ্রহণ করিয়া সে পরাজিত হইল। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) এখানে জয়লাভ করার কারণে তিনটি ছাগল গ্রহণ করিলেন। পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ (স) প্রশ্ন করিলেন, রুকানা! কি হইল ? সে উত্তরে বলিল, আমি পরাজিত, তিনবারের পর আবারো কুস্তিতে অংশগ্রহণ করার সাহস নাই।

তৃতীয় দফা ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতের প্রথমদিকে ইসলামের দা'ওয়াতকে অবহেলা করিয়া রুকানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে দশটি ছাগলের শর্তে কুস্তিতে অংশগ্রহণের প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, যদি তুমি তাহাই চাও তাহা হইলে আমিও লড়াই করিতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর মল্লযুদ্ধ শুরু হইল। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিলেন আর রুকানা লাত ও উয্যার ডাক দিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া পরাজিত করিলেন। এমনিভাবে পরপর আরো দুইবার কুস্তিতে অংশ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব দিলে রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিবারই রাযী হইলেন। প্রত্যেকবারেই রুকানা পরাজিত হইল (আল-খাসাইসুল-কুবরা, ১খ., পৃ. ১২৯-১৩০, বাবুল আয়াতি ফী মুছারিআতিহী (স) রুকানা)।

মক্কা নগরীতে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের সূচনা লগ্নে চাচা আবূ তালিব ব্যতীত অন্য কেহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে ছিল না মক্কার কাফির সম্প্রদায় তাঁহাকে পাগল, যাদুকর ও কবি বলিয়া আখ্যায়িত করে। অপরদিকে তাহারা ইসলাম প্রচারের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আবূ তালিবের কাছে আবেদন করিল। তিনি তাহাদের আবেদন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই কাজ হইতে বিরত থাকিবার কথা বলিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হে চাচা জান!

والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر فى يسارى على ان أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك ما تركته.

"আল্লাহর কসম! ধর্ম প্রচার ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাহারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও তুলিয়া দেয় তবুও আমি এই কাজ হইতে বিরত থাকিব না যতক্ষণ না আল্লাহ ইহাকে বিজয়ী করেন বা ধ্বংস করেন" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৯৫)।

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি দেখিলাম, বদর যুদ্ধের দিন আমরা (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি আর তিনি শত্রু সেনার সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলেন (ইবনুল-জাওযী, ২খ., পৃ. ৪৪৩; মুল্লা 'আলী আল-কারী, শারহুশ- শিফা, ১খ, পৃ. ২৫৮)। হযরত আলী আরো বর্ণনা করেন, যুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করিল, এক পক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ করিল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আশ্রয় নিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর তুলনায় অন্য কেহ শত্রুর নিকটবর্তী ছিল না (ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৪৪৩)।

হযরত বারা'আ (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হইল তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে আশ্রয় নিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে তিনিই বীর হিসাবে পরিচিত হইতেন যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটবর্তী হইতেন। কেননা তিনি শত্রুর নিকটতম স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন (আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৪৪৩; শারহুশ-শিফা, ১খ.,

উহুদ যুদ্ধের দিন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে বাহিরে না যাওয়ার মত প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে অধিকাংশ সাহাবীর মত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। তিনি নিজেও সুদৃঢ় লৌহবর্ম ও স্কন্ধে তরবারি ঝুলাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অবস্থা দেখিয়া সাহাবীগণ নিজেদের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হইলেন এবং বলিলেন, আপনার অভিমতের বাহিরে সিদ্ধান্ত লওয়া আমাদের ঠিক হয় নাই। সুতরাং আপনি আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

لا ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه .

"কোন নবী যখন যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন তখন শত্রুদের সহিত একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা খোলেন না" (কাস্তাল্লানী, আল-মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ২০৫; বুখারী, সাহীহ, ২খ., পৃ. ১০৯৫)।

বদর যুদ্ধে কাফির সৈনিক উবায় ইব্ন খালাফ বন্দী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিয়াছিল, আমি আপনাকে হত্যা করিব। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

بل أنا اقتلك ان شاء الله .

"বরং আমি তোমাকে হত্যা করিব ইনশাআল্লাহ"।

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) বা হারিছ ইবনুস্-সিম্মাহ্ হইতে বর্শা লইয়া তাহাকে আঘাত করেন। ফলে সে ভূপাতিত হয়। কাফির সম্প্রদায় তাহাকে বহন করিয়া লওয়ার পথে মক্কা হইতে ছয় মাইল দূরে 'সারিফ' নামক জায়গায় সে মারা যায় (আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৬৮৭; কাযী 'ইয়াদ, শিফা, ১খ., পৃ. ১১৭; আবূ না'ঈম আল-ইসবাহানী, দালাইলুন-নবূওয়াত, পৃ. ৪১৭)। খন্দক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) তিন হাজার সৈনিক লইয়া পরিখা খননের কাজ শুরু করিলেন আর কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার (আর-রাহীকুল- মাখতূম, পৃ. ৩৪০)। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-ও পেটে পাথার বাধিয়া পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন। পরিখা খননের সময় এক স্থানে একটি বিরাট পাথর দেখা দিল। সাহাবীগণের মধ্যে কেহই কোদাল দিয়া উহা ভাঙ্গিতে পারে নাই। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত হইয়া কোদাল মারিয়া উহাকে বালুকা স্তূপে পরিণত করিলেন (আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ২৩৫; আত-তাফসীরুল কাবীর, ৮খ., পৃ. ৪)।

৮ম হিজরী শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হুনায়ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) অসাধারণ বীরত্বের নযীর স্থাপন করেন। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে চারজন সাহাবী হযরত আলী (রা), চাচা 'আব্বাস (রা), আবূ সুফয়ান (রা) ও ইব্ন মাস'উদ (রা) ব্যতীত কেহই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন না (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৭, টীকা ৯)। হযরত বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) হইতে বর্ণিত আছে, কায়স গোত্রের এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, হুনায়ন যুদ্ধের দিন

বানূ হাওয়াযিনের তীরন্দাযদের অবিরাম তীর বর্ষণে তোমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছ কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন, পলায়ন করেন নাই। হযরত বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা) বলেন, আমরা যখন তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম তাহারা পরাজিত হইল, তখন আমরা গনীমতের মাল গ্রহণ করিলাম। ইত্যবসরে আমরা তাহাদের তীরের দ্বারা আক্রান্ত হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স) একটি সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়া বীরত্বের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেছিলেন আর বলিলেন—

ان النبى لاكذب + انا ابن عبد المطلب ·

"আমি নবী এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার অবকাশ নাই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর" (ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, হাদীছ নং ১৮৭৩৩)।

এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হন নাই, বরং তিনি তাঁহার খচ্চরকে ঐ দিন কাফিরদের দিকে ধাওয়া করিলেন (শারহুশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৫৭)। ঐদিন কোন ব্যক্তিকেও রাসূলুল্লাহ (স) অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ও বীর পুরুষ দেখা যায় নাই (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬)।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও দানশীল ছিলেন। একবার মদীনা মুনাওয়ারায় গভীর রাত্রে বিকট শব্দে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হইল। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েক ব্যক্তি ইহার সন্ধানে বাহির হইল। ঐ আওয়াজকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা অনুসন্ধান চালাইল, দেখিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) গলদেশে তলোয়ার ঝুলাইয়া হযরত আবূ তালহার ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া শহরের উপকণ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং বলিতেছেন, ভয় করিও না, বিপদের কোন আশংকা নাই (মুসলিম, ২খ., পৃ. ২৫২; বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৯৫)। রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধের ময়দানে শুধু যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন তাহাই নহে বরং সুযোগমত কাফিরদিগকে প্রতিরোধ করিয়া বীরত্বের নযীর স্থাপন করিয়াছেন। সাহাবীদের মধ্যে বীরত্ব ও সাহাসিকতার গুণাবলী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা দিয়াছেন ঃ الجنة تحت ظلال السيوف "জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে" (বুখারী, ১খ, ৩৯৫; ফাতহুল-বারী, ৬খ., হাদীছ নং ২৮১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাযী আবুল ফাদল 'ইয়াদ, আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল-মুসতাফা, দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়্যা, তা. বি., ১খ., পৃ. ৯১, ১১৪-১১৮, ৬৯; (২) মুল্লা 'আলী আল-কারী, শারহুশ-শিফা, বৈরূত, দারুল কুতুবিল, ইসলামিয়্যা, তা. বি., ১খ., ২৫৭-২৫৮; (৩) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সহীহ, ১খ., পৃ. ৩৯৫-৩৯৬, কিতাবুল- জিহাদ, বাবুশ-শাজা'আতি ফিল-হারবি ওয়াল-জুবনি, ২খ., পৃ. ৬১৭, ১০৯৫; (৪) হাফিজ আবূ বকর আহমাদ ইব্ন আলী আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, বৈরূত, দারুল- কুতুবিল ইসলামিয়্যা, তা. বি., ৮খ., পৃ. ৭০; (৫) ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান

ইব্‌নুল-জাওযী, আল-ওয়াফা বি-আহ্‌ওয়ালিল-মুসতাফা, আল-মাকতাবাতুন নুরিয়্যাতুর রিদবিয়্যা, পাকিস্তান, ১৯৭৭ খৃ. / ১৩৯৭ হি., ২য় সংস্করণ, ১খ., পৃ. ১১২, ১৩১, ১৩৫, ১৪৩ ও ২খ., পৃ. ৪৪২-৪৪৩, আল- বাবুল আশিরু ফী যিক্‌রি শাজা'আতি রাসূলিল্লাহ (স), পৃ. ৬৮৭; (৬) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত, দার সাদির, তা. বি., ১খ., পৃ. ১২৫, ১২৮; (৭) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত, ১৯৯৮ খৃ. / ১৪১৮ হি., ১খ., পৃ. ১৩৪, ১৩৮; (৮) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-খাসাইসুল-কুবরা, ১খ., দারুল- কিতাবিল- আরাবী, পৃ. ১২৯-৩০; বাবুল আয়াতি ফী মাসারি'আতি রাসূলিল্লাহ (স) রুকানা; উর্দূ অনুবাদ:হাকীম গোলাম মুঈনুদ্দীন নাঈমী, করাচী ঃ মদীনা পাবলিকেশন্স কোম্পানী, পৃ. ২৮৬-২৮৭; ঐ, বাংলা অনু., অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ. / ১৪১৯ হি., ১খ., পৃ. ২৩৯-২৪২; (৯) শায়খ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কাস্তাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যা, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৯৯৬ খৃ. / ১৪১৬ হি.; ১ম সংস্করণ, ১খ., পৃ. ২০৫; (১০) সফিউর রাহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মক্কা আল-মুকাররামা, রাবিতাতুল 'আলামিল ইসলামী, ১৯৯৪ খৃ. / ১৪১৫ হি.; ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৩৪০; (১১) আবূ না'ঈম আল-ইসবাহানী, দালাইলুন-নুবূওয়াহ, আলেপ্পো, তা. বি., পৃ. ৪১৭; (১২) ইমাম আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, মুআস্‌সাসাতুল আলামী, তা.বি., ২খ., পৃ. ২৩৫; (১৩) ইমাম ফাখরুদ্দীন-রাযী, আত-তাফসীরুল কবীর, ৮খ., পৃ. ৪; (১৪) ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, বৈরূত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা ৪খ., হাদীছ নং ১৮৭৩৩; (১৫) মুসলিম, আস-সাহীহ, দিল্লী, আল-মাক্‌তাবাতুর- রাশীদিয়্যা, তা. বি.; ২খ., পৃ. ২৫২; কিতাবুল ফাদাইল, বাব শাজা'আতু রাসূলাল্লাহ (স); (১৬) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, ৬খ., হাদীছ নং ২৮১৮ এবং ৭খ., পৃ. ৪২৭ (দারুস-সালাম, রিয়াদ, তা.বি.)।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রসবোধ

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা (স)-কে মানুষ ও জিন জাতির জন্য তাহাদের প্রত্যেকের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সামগ্রিক জীবনে সর্ববিধ অবস্থায় সর্বক্ষেত্রে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় সর্বোত্তম আর্দশ হিসাবে মনোনীত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য যে কোন ধরনের উত্তম আর্দশ অনুসন্ধান করিতে চাহিলে তাহাই পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের কোন না কোন অধ্যায়ে প্রতিফলিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। সেজন্যই তো আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় হাবীব সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করিবে এবং আল্লহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যেই রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)। কুরআন মজীদে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন, "নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪)।

রাসূলে কারীম (স)-এর জন্ম হইতে শুরু করিয়া ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁহার সারা জীবনের ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দিনের আলোতে বা রাতের অন্ধকারে সংঘটিত সমুদয় কার্যাবলীই উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য উত্তম আর্দশ হিসাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। ঐ আদর্শাবলীর অন্যতম হইতেছে সকল স্তরের সকল বয়সের লোকদের সাথে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে সত্য কথা বা ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে হাস্যরস ও কৌতুক করিয়া লোকদিগকে আকস্মিকভাবে মুচকি হাসি ও আনন্দে প্রাণবন্ত করিয়া তোলা।

তাঁহার মধুময় বাচনিক ভঙ্গিতে ও সুললিত কণ্ঠে প্রকাশিত সত্য ঘটনার কৌতুক হইতে তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণ, শিশু, কিশোর-কিশোরী, উট চালক, দুধমাতা, জামাতা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) কেহই বঞ্চিত ছিলেন না। রাসূলে কারীম (স)-এর রসবোধের অনুপম দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হইল ঃ

শিশু-কিশোরদের সাথে কৌতুক ঃ আবূ উমায়র নামে হযরত আনাস (রা)-এর এক ছোট ভাই ছিল। তাহার লাল ঠোটবিশিষ্ট একটি পাখি ছিল। উহার নাম ছিল নুগায়র'। হঠাৎ একদিন পাখিটি মারা যায়। আবূ উমায়র পাখিটির সাথে খেলা করিত। পাখিটি মারা যাওয়ার কারণে আবূ উমায়র অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হয়। রাসূলে কারীম (স) তাহাদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে মিশিতেন। তাই আবূ উমায়রকে কৌতুক করিয়া তিনি বলিলেন ঃ হে আবূ উমায়র! কি করিল নুগায়র (মিশকাত, ৩খ., হাদীছ নং ৪৮৮৪)।

হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার আমাকে কৌতুক করিয়া يا ذا الاذنين (হে দুই কানওয়ালা) বলিয়াছেন (মিশকাত, ৩খ., হাদীছ নং ৪৮৮৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) মাঝে-মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরে যাইয়া প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হাসান-হুসায়ন (রা)-কে অত্যন্ত আদর-স্নেহ করিতেন এবং চুম্বন করিতেন। হযরত ফাতিমা (রা)-এর পুত্র হযরত হাসান-হুসায়ন (রা) তাঁহাদের নানা রাসূলে কারীম (স)-এর সাথে খুব অন্তরঙ্গভাবে খেলাধূলা, হাসি-তামাশা ও কৌতুক করিতেন। একদিন হযরত হাসান অথবা হুসায়ন (রা)-এর পদযুগলকে রাসূলে কারীম (সা)-এর পদযুগলের উপর স্থাপন করাইয়া কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, আরোহণ কর। এই সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হাসান-হুসায়ন (রা)-এর ঘরে যাইয়া হযরত হাসান অথবা হুসায়ন (রা)-এর পদযুগল নিজের পবিত্র পদযুগলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, আরোহণ কর (আল-আদাবুল-মুফরাদ, ২খ., পৃ. ১১)।

কিশোরীদের সাথে কৌতুক

৪। রাসূলে কারীম (স)-এর দরবারে একবার হাবশী মেয়ে উম্মে খালিদ তাহার পিতা খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা)-এর সাথে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে ছিল ধুসর বর্ণের একটি জামা, যাহা দেখিয়া রাসূলে কারীম (স) খুব প্রশংসা করিলেন। হাবশায় 'হুসনা'-কে 'সানাহ' বলা হয়। সেইহেতু রাসূলে কারীম (স) কৌতুহলবশে উক্ত মেয়েটিকে 'সানাহ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন (বুখারী, হাদীছ নং ৫৯৯৩, পৃ. ১২৭৬)।

অপর একটি ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম (স)-এর দরবারে কাপড় বণ্টন করিবার সময় দুই দিকে সুন্দর আঁচলযুক্ত একটি কালো রঙের ছোট চাঁদর পাওয়া গিয়াছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই চাঁদরটি কাহাকে দেওয়া যায়? সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উম্মে খালিদকে নিয়া আস। তাহাকে আনিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিজ হাতে সেই চাঁদরটি পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, বড় মানাইয়াছে তোমাকে। পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করিবে কেমন! ইহা কি 'সানাহ' (সুন্দর) নয়?

উহার সাথে নিম্নোক্ত ঘটনার মিল পাওয়া যায়। উম্মে খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) বলিয়াছেন, একবার আমি আমার পিতা খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা)-এর সহিত রাসূলে কারীম (স)-এর দরবারে আসিয়াছিলাম। আর আমার গায়ে ছিল ধুসর বর্ণের জামা। অতঃপর রাসূলে কারীম (স) জামাটি দেখিয়া বলিলেন ঃ সানাহ! সানাহ! (সুন্দর! সুন্দর!)।

আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, হাবশী ভাষায় 'সানাহ' বলিতে 'হাসানাহ' (সুন্দর)-কে বুঝাইয়া থাকে। উম্মে খালিদ বলিয়াছেন, অতঃপর আমি রাসূলে কারীম (স)-এর মাহরে নবূওয়াত নিয়া খেলা করিতে লাগিলাম। আমার পিতা 'মাহরে নবূওয়াত' নিয়া খেলা করিতে নিষেধ করিলেন। রাসূলে কারীম (স) বলিলেন ঃ উম্মে খালিদকে মাহরে নবূওয়াত নিয়া খেলা করিতে দাও (বুখারী, পৃ. ১২৭৬)।

দুধমাতার সাথে হাস্যরস

উম্মে আয়মান (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বপ্রথম দাত্রী অর্থাৎ জন্মগ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) সর্বপ্রথম উম্মে আয়মান (রা)-এর বুকের দুধ পান করিয়াছিলেন। সেইহেতু তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধমাতা। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে সওয়ারীর উপযুক্ত একটি উট চাহিতে আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাথে মুচকি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ঠিক আছে, আপনাকে একটি উটের বাচ্চা দেওয়া হইবে। তখন দুধমাতা বলিয়াছিলেন, আমি উটের বাচ্চা দিয়া কি করিব? উহা তো আমাকে বহন করিতে পারিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ছোট বড় সব উটই তো কোন না কোন উটের বাচ্চা হইবে (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাতুল কুব্‌রা, ৮খ., পৃ. ২২৪)।

উম্মুহাতুল মু'মিনীনের সাথে হাস্যরস

হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) বলিয়াছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তখন ঘরের অভ্যন্তরে পারিবারিক কোন ব্যাপারে বাক-বিতণ্ডার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কণ্ঠের উপর 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর উচ্চকণ্ঠ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আইশা সিদ্দীকা (রা)-কে উচ্চকণ্ঠের কারণে শাসন করিতে যাইয়া চড় মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, আমি দেখিলাম তোমার কণ্ঠ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কণ্ঠের উপর শোনা যাইতেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-কে আড়াল করিয়া তাহাকে (আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে) বাঁধা দিয়াছিলেন যাহাতে তাহাকে চড় মারিতে না পারেন। আর তৎক্ষণাৎ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাগান্বিত অবস্থায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বাহির হইয়া গিয়াছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (রা) 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-কে প্রাণবন্ত ভাষায় রসময় কণ্ঠে বলিলেন ঃ দেখিয়াছ, কিভাবে তোমাকে ঐ ব্যক্তিটির হাত হইতে মুক্তি দিয়াছি! কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর অত্যন্ত আন্তরিকতাসম্পন্ন। সেহেতু তাঁহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, আমি কী আপনাদের আনন্দ-ঘন মুহূর্তে প্রবেশ করিতে পারি যেমন সেই দিন আপনাদের বাক-বিতণ্ডা ও ক্রোধের সময় প্রবেশ করিয়াছিলাম? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ আমাদের অভিব্যক্তি তো এমনটিই ছিল। আমাদের প্রত্যাশা তো এমনটিই ছিল। অর্থাৎ আমরা আশা করিয়াছিলাম, আপনি আমাদের আনন্দঘন মুহূর্তে আসিয়া শরীক হইবেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৫২)।

হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার হুজরার দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন। হাবশী লোকেরা তখন মসজিদে নববীতে যুদ্ধের কসরত দেখাইতেছিল। আমিও দাঁড়াইয়া তাহাদের কসরত দেখিতেছিলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁহার চাঁদর দ্বারা

আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং যে পর্যন্ত আমি সেখান হইতে সরিয়া না আসিয়াছি তখন পর্যন্ত তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) বলিলেন, তোমরা অনুমান কর তো, একজন অল্পবয়সী বালিকার খেলাধূলার প্রতি কতখানি আগ্রহ থাকিতে পারে এবং তিনি কত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত (কষ্ট সহ্য করিয়া আমাকে আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য) তখন সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন (আখলাকুন-নবী, পৃ. ২০)।

একদা হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রসিকতা করিলেন। তখন তাঁহার মাতা (আইশা (রা)-এর মাতা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পরিবারের কোন কোন রসিকতা কিনানা গোত্র হইতে আসিয়াছে। নবী করীম (স) বলিলেন, আমাদের একটি মূর্তমান রসিকতা ঐ গোত্র হইতেই আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) এখানে তদীয় প্রিয়তমা 'আইশা (রা)-কে মূর্তমান রসিকতা বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহার প্রতি তদীয় প্রাণঢালা সোহাগের অভিব্যক্তি করিলেন (আল-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., পৃ. ৯)।

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) হাস্যরস ছলে 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করিলেন। 'আইশা (রা) তখন অত্যন্ত হাল্কা-পাতলা ছিলেন। তিনি আগে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিছু কাল পর তাঁহার শরীর ভারী হইয়া গেল। তখন পুনরায় দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইল। এইবার রাসূলুল্লাহ (স) বিজয়ী হইলেন। অতঃপর বলিলেন, ইহা ঐ দিনের প্রতিশোধ (সীরাতুন-নবী, অনু. মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৭৪১)।

মেয়ে-জামাতার সাথে হাস্যরস

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা ছিলেন হযরত আলী (রা)। একদিন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সন্ধানে হযরত ফাতিমা (রা)-এর গৃহে পদার্পণ করিলেন এবং হাস্যরসছলে তাঁহার মেয়েকে বলিলেন, আমার চাচাত ভাই কোথায়? তখন আলী (রা) মসজিদে কাত হইয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে মাটি লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তথায় গমন করিয়া তাঁহার মাটি ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিলেন ঃ ওঠ হে আবূ তুরাব! ওঠ, হে আবূ তুরাব! ইহা সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) বলিয়াছেন, রাসূলে কারীম (স) ফাতিমা (রা)-এর ঘরে আসিলেন, কিন্তু আলী (রা)-কে ঘরে পাইলেন না। তিনি ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বলিলেন, আমার ও তাঁহার মধ্যে কিছু ঘটিয়াছে। তিনি আমার সাথে অভিমান করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। আমার ঘরে দ্বিপ্রহরের বিশ্রামও করেন নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, দেখিয়া আস সে কোথায়। ঐ ব্যক্তি সন্ধান করিয়া আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি মসজিদে শুইয়া আছেন। রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে গমন করিলেন। তখন আলী (রা) কাত হইয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে মাটি লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার শরীরের মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন, ওঠ হে আবূ তুরাব! ওঠ হে আবূ তুরাব! (মুকাম্মাল বুখারী, হাদীছ নং ৪৪১, পৃ. ৯৪, ১ম সং)।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সহিত হাস্যরস

সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর আকস্মিক রসিকতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া একবার বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে হাস্যরসও করিতেছেন? প্রত্যুত্তরে রাসূলে কারীম (স) বলিলেন, আমি রসিকতা করিলেও সত্য কথা ছাড়া কখনও মিথ্যা কথা বলি না। এই প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা কতিপয় সাহাবী (রা) আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি (রাসূল হইয়াও) আমাদের সহিত রসিকতা করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ (রসিকতা করিলেও) আমি সব সময় সত্য কথা বলিয়া থাকি (মিশকাত, ৩খ., হাদীছ নং ৪৮৮৫)।

বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহর রাসূল (স)-এর জীবনের সমুদয় রসিকতা ও কৌতুকই সত্য ঘটনা ভিত্তিক ছিল।

হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বাহনের জন্য কোন জন্তু চাহিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দেওয়া হইবে। আবেদনকারী আরয করিল ঃ উটের বাচ্চা দিয়া আমি কি করিব? আমার তো বাহন দরকার। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ প্রতিটি উটই তো কোন না কোন উটের বাচ্চা হইয়া থাকিবে (মিশকাত, ৩খ., হাদীছ নং ৪৮৮৬)।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, আমি এক বয়স্ক মহিলাকে বিবাহ করিলাম। ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, কুমারী না অকুমারী? আমি বলিলাম, অকুমারী। তিনি বলিলেন, তুমি কুমারী বিবাহ করিলে না কেন? তাহা হইলে তুমিও তাহার সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিতে আর সেও তোমার সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিত (আত্-তিরমিযী, ৩খ., পৃ. ৩৭৯)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বিড়াল ছানাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রাত্রি বেলা গাছে তুলিয়া দিতেন আর দিনের বেলা গাছ হইতে নামাইয়া খেলা করিতেন। সেইজন্য সকলেই তাঁহাকে আবূ হুরায়রা বা বিড়ালের পিতা নামে সম্বোধন করিত। ইসলাম কবূল করার পর আল্লাহর নবী (স) কৌতুক করিয়া স্নেহমাখা হৃদয়ে 'ইয়া আবা হুরায়রা' (হে বিড়াল ছানার পিতা) নামে সম্বোধন করিতেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর বরকত লাভ করিবার আশায় উক্ত নামকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়া নিজের নাম আবূ হুরায়রা গ্রহণ করিলেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাতুল-কুবরা, ৪খ., পৃ. ৩২৬)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি একটি বকরী যবেহ করিবার জন্য মাটিতে শোয়াইয়া দিয়া ছুরিতে শান দিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা দেখিয়া তাহাকে হাস্যরসছলে বলিলেন, তুমি কি ইহাকে দুইবার মারিতে চাহিয়াছ? ইহাকে শোয়াইয়া দেওয়ার আগেই কেন তুমি ছুরিতে শানদিলে না (নবীয়ে রহমত, পৃ. ৪৭৩)?

একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে অত্যন্ত গরীব এক সাহাবী আসিয়া বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। কেননা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমি রমযানের দিবসে আমার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার উক্ত অপরাধের জন্য কাফফারাস্বরূপ একটি গোলাম আযাদ করিয়া দিতে বলিলেন। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, আমার কোন গোলাম নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ! বলিলেন, তাহা হইলে তুমি একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! ইহাতেও আমি সক্ষম নহি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহা হইলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, ইহাতেও আমি সক্ষম নহি। সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে কিছু খেজুর হাদিয়া হিসাবে আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কোথায় ? এই খেজুরগুলি নিয়া সাদাকা করিয়া দাও। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্থ কে আছে ? আল্লাহর তা'আলার কসম! মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে এমন কোন পরিবার নাই যে, আমাদের চেয়েও বেশি অভাবগ্রস্থ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) এমনভাবে মুচকি হাসি দিলেন যে, তাঁহার চোয়ালের দাঁতগুলো পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, তাহা হইল তুমিই ইহা খাইয়া লও (বুখারী, হাদীছ নং ৬০৮, পৃ. ১২৯২)।

যুহায়র ইব্ন হারাম নামে গ্রামে বসবাসরত একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁহার চেহারা সুন্দর ছিল না। তিনি গ্রামের যাবতীয় সামগ্রী তথা তরি-তরকারী, শাক-সবজি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে পেশ করিতেন। আর বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (স) শহরের খাদ্য বস্তু উপহার স্বরূপ তাহাকে দান করিতেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে (যুহায়র) তাহাদের গ্রাম এবং নিজেকে তাঁহার শহর আখ্যায়িত করিতেন। একদিন যুহায়র কোন এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার জিনিসপত্র বিক্রয় করিতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে আগমন করিয়া তাঁহার পিছন দিকে আসিয়া দুই হাত দ্বারা যুহায়রের কোমর চাপিয়া ধরিলেন যাহাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে না পান। তিনি বলিলেন, আরে কে ? আমাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু যখন আড়চোখে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিতে পাইলেন তখন নিজের কোমর ইচ্ছাপূর্বক পিছনে ঠেলিয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর বুকের সহিত লাগাইয়া দিলেন। তখন মহানবী (স) রসিকতা করিয়া বলিলেন ঃ এই গোলামটি ক্রয় করিবার জন্য কেউ আছ কি ? যুহায়র বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বিক্রয় করিলে খুব কম মূল্য পাইবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, না। আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার দাম কম নয়, অনেক বেশি (মিশকাত, ৩খ., হাদীছ নং ৪৮৮৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরষ আগমন করিতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করিবেন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে রসিকতা করিয়া বলিলেন ঃ জান্নাতে বৃদ্ধ মহিলা দাখিল হইতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এহেন (কৌতুকপূর্ণ) বক্তব্য শুনিয়া মহিলাটি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি

ফিরিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে আদেশ করিলেন, তোমরা যাইয়া বুড়ীকে বুঝাইয়া দাও যে, জান্নাতে কেহই বার্ধক্য অবস্থায় দাখিল হইবে না বরং আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে সকল জান্নাতী মহিলাকে যুবতী (কুমারী) বানাইয়া দিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ঘোষণা করিয়াছেন, 'আমি এই মহিলাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদেরকে কুমারী করিয়াছি' (৫৬ ঃ ৩৫-৩৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৫৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় দূর-দূরান্তের পথে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল উট, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি প্রাণী। একদা রাসূলুল্লাহ (স) কোথাও সফরে বাহির হইয়াছিলেন। সফরসঙ্গী হিসাবে তাঁহার কতিপয় সহধর্মিনীও ছিলেন। তাঁহাদের বাহনের পরিচালক ছিল আনজাশা নামক এক যুবক। সে অত্যন্ত চমৎকার সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিল। তাহার সুরেলা আবৃত্তিতে উট দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিত। মহিলা যাত্রীদের ইহাতে কষ্ট হইত। এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আন্‌জাশাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যরস ছলে বলিলেন, হে আনজাশা! একটু ধীরে চালাও। তোমার আরোহীরা যেন কাঁচ (আল-আদাবুল-মুফরাদ, ২খ., পৃ. ৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল-কারীম, সূরা, ৩৩ ঃ ২১; ৫৬ ঃ ৩৫-৩৬, ৬৮;৪; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস-সালাম, রিয়াদ, ১ম সং, সউদী আরব ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ১২৭৬, ৯৪, ১২৯২; (৩) আল-খাতীব আত্-তাবরীযী, মিশকাতুল-মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত, লেবানন ১৯৮৫ খৃ., ৩য় সং, ৩খ., পৃ. ১৩৬৯, ১৩৭০; (৪) ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল-কুব্‌রা, দার সাদির, বৈরূত, লেবানন, তা.বি., ৪খ., ৮খ., পৃ. ৩২৫, ২২৪; (৫) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দার ইহ্‌য়াইত্-তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, লেবানন ১৯৯২ খৃ., ১ম সং, নং ৫খ., পৃ. ৫২, ৫৪; (৬) আত্-তিরমিযী, সুনানুত-তিরমিযী, অনু. ই.ফা.বা. ১৯৯৫ খৃ., ৩খ., পৃ. ৩৭৯; (৭) আল-বুখারী, আল-আদাবুল-মুফরাদ, অনু. ই. ফা. বা. ১৯৯৪ খৃ., ২খ., পৃ. ১১, ৯, ৭; (৮) আল-ইসফাহানী, আখলাকুন্-নবী, স. অনু. ই.ফা. বা., ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ২০; (৯) আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, স. অনু. আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, মজলিশে নাশরিয়াত-ই ইসলাম, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ১৯৯৭ খৃ., ১ম সং, পৃ. ৪৭৩; (১০) আল্লামা শিবলী নো'মানী, সীরাতুন-নবী (স), অনু. মাওঃ মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০০ খৃ., ৭ম সং, পৃ. ৭৪১)।

মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন খান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

আয়্যামে জাহিলিয়্যা বা অজ্ঞতার যুগে আরবদেশসমূহসহ সমগ্র বিশ্বে ন্যায়পরায়ণতা (ইনসাফ/'আদালত) বলিতে লিখিত-অলিখিত প্রামাণ্য কোন বিধি-বিধান ছিল না। জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-ভৌগোলিক বিভক্তি ও ভাষাগত পার্থক্যসহ সর্বত্রই মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। অবিচার-অত্যাচার, খুন-রাহাজানী, ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও অমানবিক হিংস্র কার্যকলাপ ছিল সমগ্র বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। "জোর যার মুল্লুক তার" এই ভ্রান্তনীতির আলোকে নিষ্পেষিত হইত অসহায় মানব। দুর্বল, ইয়াতীম ও নারীদিগকে সর্বত্র শোষণ করাই ছিল তৎকালীন শাসক ও শক্তিধর শোষক শ্রেণীর মূল প্রতিপাদ্য। বংশীয় আভিজাত্য, অপরের সম্পদ জবরদখল ও অবৈধ হত্যার প্রতিশোধকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত প্রতিশোধের নেশায় শতাব্দীর পর শতাব্দী শাণিত নাঙ্গা তরবারির রক্তপাত ও যুদ্ধ চলিত। নারীদিগকে জীবন্ত কবরস্থ করা ও ভোগ্য পণ্যে পরিণত করা হইত। শিশু, কিশোর-কিশোরীদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করাই ছিল নির্যাতনের চূড়ান্ত সীমা। অসহায় নিষ্পেষিত শিশু-কিশোর-কিশোরী ও নারী-পুরুষের আর্তনাদে আসমান-যমীন প্রকম্পিত হইত। সেই তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইনসাফের আলোকবর্তিকা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান আল-কুরআন মুতাবিক ন্যায়বিচারের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপহার দিয়াছিলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীবাসীকে। তিনি রক্তপিপাসু হিংস্র ও পাশবিকতায় অভ্যস্ত আরব তথা বিশ্ববাসীকে পরিণত করিয়াছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ন্যায়পরায়ণ জাতিতে। তিনি নিজেও ছিলেন আজন্ম ন্যায়পরায়ণতার সর্বোত্তম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়ন, শিল্প-সংস্কৃতি, দীনি দাওয়াত প্রচার ও প্রসার, যিম্মী প্রশাসন, অসহায়দের পুনর্বাসন ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী এক অনন্য মহান ব্যক্তিত্ব। শাসক-শাসিত, সেনাপতি-সেনা, নেতা-কর্মী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধব, মালিক-শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, দাস-মনিব, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন নির্বিশেষে প্রত্যেকেই জীবনে চলার পথে তাঁহাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খুঁজিয়া পাইবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে অনুসরণীয় সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (১৬ ঃ ৯০)।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে পরোক্ষ নির্দেশ দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ·

"আর বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে" (৪২ ঃ ১৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) যে বাস্তবিকই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন সেই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰس. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ·

"ইয়াসীন। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, আপনি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত; আপনি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত" (৩৬ ঃ ১-৪)।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى. عَلَّمَه شَدِيْدُ الْقُوٰى. ذُوْمِرَّةٍ فَاسْتَوٰى. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ·

"শপথ নক্ষত্রের যখন উহা হয় অস্তমিত; তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন; এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না; ইহা তো ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়; তাঁহাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী; প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল; তখন সে উর্ধ্বদিগন্তে" (৫৩ ঃ ১-৭)।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। মু'মিনদেরকে ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির

অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন" (৪ ঃ ১৩৫)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ
تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় করিবে। তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন" (৫ ঃ ৮)।

ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস, ওযনে কারচুপি, অন্যায় কথা ও ওয়াদা ভঙ্গ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ
بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য কথা বলিবে, স্বজনদের সম্পর্কে হইলেও এবং আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" (৬ ঃ ১৫২)।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ.

"তোমরা ওযনে ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিও না" (৫৫ ঃ ৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) মু'মিনদেরকে ঋণের কারবার ন্যায্যভাবে লিখিয়া রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা আবৃত্তি করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلاَ يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لاَ يَسْتَطِيْعُ
اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى وَلاَ
يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلاَ تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ

عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلاَّ تَرْتَابُوْاۤ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْاۤ اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلاَ شَهِيْدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না, যেমন আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং সে যেন লিখে; এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে। যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষিগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা ছোট হউক অথবা বড় হউক মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ন্যায়সঙ্গত ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত" (২ ঃ ২৮২)।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের কারবারে বা অন্য কোন আদান-প্রদানে দুইজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষীর সামনে লিখিয়া চুক্তি সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে ন্যায়পরায়ণতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়া ঘোষণা করিলেন আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করিয়াছিলাম, উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তাহারা ইয়াহূদীগণকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ। কারণ তাহাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই কাফির। আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই যালিম" (৫ ঃ ৪৪-৪৫)।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন যে, যাহারা তাঁহার বিধান আল-কুরআন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না এবং ন্যায়পরায়ণতার ভারসাম্য রক্ষা করে না তাহারাই কাফির এবং যালিম। রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তাঁহার ন্যায়ের উপর অবিচলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছেন। কারণ তিনি ছিলেন আজন্ম ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তহীন এক ব্যক্তিত্ব। নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা আরো সুস্পষ্ট হইবে যে, তিনি সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি অত্যাচার-অবিচারকে এত ঘৃণা করিতেন যে, তাহা হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য তিনি সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ .

"হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি ইহা হইতে যে, আমি বিপথগামী হইব বা বিপথে পরিচালিত হইব কিংবা আমি পদস্খলিত হইব কিংবা আমাকে পদস্খলিত করা হইবে কিংবা কাহারও উপর যুলুম করিব বা কাহারও দ্বারা নিপীড়িত হইব অথবা কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকিব বা আমার প্রতি অজ্ঞতা আরোপ করা হইবে" (সুনান ইব্ন মাজা, ৩খ., পৃ. ২৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে আপন-পর শত্রু-মিত্রের কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ করিতেন না। তিনি যুলুম হইতে নিজেকে সর্বাবস্থায় বিরত রখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "তুমি তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য কর সে যালিম হউক অথবা মযলূম। যালিমকে সাহায্য করিবার পন্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, যুলুম হইতে বিরত রাখাই তাহাকে সাহায্য করা" (বুখারী, হা. ২৪৪৩; ২৪৪৪; পৃ. ৪৮৪)।

তিনি যাহাদেরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইতেন তাহাদেরকে সাবধান করিয়া বলিতেন ঃ

اتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب.

"মযলূম (অত্যাচারিত)-এর বদদু'আ হইতে আত্মরক্ষা কর; কেননা তাহার ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোন পর্দা নাই" (বুখারী, হা. ২৪৪৮, পৃ. ৪৮৫)।

নিম্নে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতার কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হইল।

শিশু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইনসাফবোধ

হালীমা সা'দিয়া (রা) উল্লেখ করেন, যখনই আমি শিশু মুহাম্মাদকে দুধ পান করাইবার উদ্দেশ্যে কোলে উঠাইয়া লইতাম তখন তাঁহার নিকট উভয় স্তন পেশ করিতাম যেন তিনি তাঁহার পছন্দমত দুধ পান করিতে পারেন। তিনি তৃপ্তি সহকারে (একটি স্তনের) দুধপান করিতেন এবং তাঁহার দুধভাই 'আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ (রা) একই সাথে তাঁহার মায়ের (আমার অপর স্তনের) দুধ তৃপ্তিসহ পান করিতেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও হালীমা সা'দিয়া (রা)-এর একটি স্তন ছাড়া অন্যটি গ্রহণ করিতেন না। অথচ তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় স্তনটিও পেশ করিতেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) উহা গ্রহণ করিতেন না। তিনি যেন অনুভব করিতেন ও জানিতেন যে, হালীমা (রা)-এর স্তনে আরও একজন অংশীদার বিদ্যমান আছে। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায় তথা ইনসাফ-এর প্রতীক এবং অংশীদারের অংশ প্রদানে, ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে তুলনাহীন (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ১৮৭; ইবন হিশাম, সীরাত, ১খ., পৃ. ১৭১ পাদটীকা-১)।

কিশোর মুহাম্মাদ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স) মাতৃক্রোড় হইতেই ছিলেন তীক্ষ্ণ উপলব্ধি ও ন্যায়বোধসম্পন্ন । পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্য আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতেছিলেন। আবূ তালিবের সংসার ছিল বেশ অসচ্ছল। অধিক সন্তান এবং অল্প আয়ের কারণে সংকটের মাঝে তাঁহার সংসার চলিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বাল্য বয়সেই তাহা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মন ব্যথিত হইয়া উঠিল যে, তাঁহারও তো চাচার সংসারে আয়- উন্নতির ব্যাপারে সহযোগিতা করা উচিত। তিনি কিশোর অবস্থায় উল্লিখিত ন্যায়নীতির প্রতি আগ্রহান্বিত থাকার কারণে পিতৃব্যের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের আশেপাশে ছাগল চরাইতেন। তাঁহার অর্জিত সামান্য পারিশ্রমিক হয়ত বা চাচা আবূ তালিবের বিরাট সংসারে তেমন কোন বড় সাহায্য ছিল না, কিন্তু ইহার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার আজন্ম চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল না হইয়া বরং নিজের উপার্জিত সামান্য অর্থের উপর জীবন চলার এক অস্বাভাবিক ইনসাফবোধের দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে পরিস্ফুটিত হইয়াছে (সাঈদ হাবী, সীরাহ নাবাবিয়াহ্, ১খ., পৃ. ৯; বুখারী., ১খ., কিতাবুল ইজারা, বাবা রা'ইল গানাম, পৃ. ৩০১)।

ফিজারের যুদ্ধে যুবক মুহাম্মাদ (স)-এর ইনসাফ বোধ

জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে মুহাররাম, রজব, যুল-কা'দা ও যুল-হিজ্জা এই মাস চতুষ্টয়ে সশস্ত্রযুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। আলোচ্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহারা ইহার

নামকরণ করে 'হারবুল ফিজার' (পাপের যুদ্ধ, অন্যায় যুদ্ধ)। বিভিন্ন কারণে এই যুদ্ধ চারবার অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ ফিজার যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পিতৃব্যদের সহিত কোন কোন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। আবরাহার হস্তীবাহিনী ধ্বংসের পর এই যুদ্ধই ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিল কিনানা ও কুরায়শ গোত্র এবং অপর পক্ষে ছিল কায়স আয়লান গোত্র (ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়সহ)। কুরায়শ গোত্রের সকল উপগোত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ বাহিনী গঠন করে। হাশিম উপগোত্রের সামারিক পতাকা বহন করেন যুবায়র ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব এবং রাসূলুল্লাহ (স) এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হিরা অধিপতি নু'মান ইব্ন মুনযির প্রতি বৎসর উকাযের মেলায় নিজের ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রী প্রেরণ করিত। যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বৎসর হাওয়াযিন গোত্রের উরওয়া আর-রাহ্হাল নামক এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নু'মানের পণ্যসম্ভার উকাযের মেলায় পৌঁছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহাতে কিনানা গোত্রের বাররাদ ইব্ন কায়স ক্ষিপ্ত হইয়া নজদের উচ্চভূমি তায়নান যী-তালাল নামক স্থানে উরওয়াকে হত্যা করে। উকাযের মেলায় কুরায়শদের নিকট উরওয়ার নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ না করার উদ্দেশ্যে হারাম এলাকায় রওয়ানা হল এবং হারাম এলাকায় পৌঁছিবার পূর্বেই হাওয়াযিন গোত্রের সহিত যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং সারাদিন যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই যুদ্ধ একাধারে চারদিন চলে এবং রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াওমুশ-শূরব নামে অভিহিত তৃতীয় দিনের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত যুদ্ধে পিতৃব্যের সম্মানার্থে যুবক মুহাম্মাদ (স) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই এবং কাহাকেও আঘাত করেন নাই। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

كُنْتُ أُنَبِّلُ عَلَى أَعْمَامِي أَيْ أَرُدُّ عَنْهُمْ نَبْلَ عَدُوِّهِمْ بِهَا .

"দুশমনদের নিক্ষিপ্ত তীর আমি কুড়াইয়া আনিয়া আমার পিতৃব্যদের হাতে দিতাম।"

উল্লিখিত যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তিনি উপস্থিত হইয়া পিতৃব্যদের নিকট দুশমনদের নিক্ষিপ্ত তীর কুড়াইয়া দিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই যুদ্ধ অন্যায় ও অহেতুক বলিয়া ন্যায়পরায়ণ রাসূলুল্লাহ (স) সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই এবং শত্রুপক্ষের কাহাকেও আঘাত করেন নাই। পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিতেন, আমি যদি এতটুকু অংশ গ্রহণও না করিতাম তবে তাহাই উত্তম হইত। উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) আজন্ম ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (সীরাত বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ৪খ., পৃ. ২৮১-২৮২)।

প্রাপ্য পরিশোধে ন্যায়পরায়ণতা

জনৈক পণ্যসামগ্রী বিক্রেতা বিক্রয়ের নিমিত্ত তাহার কিছু দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া আসে। আবূ জাহ্ল তাহার নিকট হইতে দ্রব্যসামগ্রী খরিদ করিল, কিন্তু তাহার মূল্য পরিশোধ না করিয়াই তাহাকে বিদায় করিল। গরীব বিক্রেতা অনন্যোপায় হইয়া দারুন- নাদওয়াতে উপস্থিত হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে কুরায়শগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে

আবুল হাকামের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য আদায় করিয়া দিতে পারিবে? আমি একজন গরীব ফেরিওয়ালা, সে আমার অধিকার আত্মসাৎ করিয়াছে। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) তখন মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। কুরায়শগণ তামাশা দেখিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, ঐ ব্যক্তি তোমার প্রাপ্য আদায় করিয়া দিবে।

নবূওয়াত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আবূ জাহ্লের কী ধরনের শত্রুতা ছিল তাহারা তাহা খুব ভাল করিয়াই অবগত ছিল। ইহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হেয় প্রতিপন্ন ও বিরক্ত করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। পণ্য বিক্রেতা ইনসাফ পাওয়ার আশায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল এবং আরও বলিল, কুরায়শগণ বলিয়াছে, আপনিই নাকি আমার প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় করিয়া দিতে পারিবেন। ন্যায়পরায়ণতার মাইলফলক রাসূলুল্লাহ (স) ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিরস্কারকারীর তিরস্কারের এবং অত্যাচারীর অত্যাচারকে কখনও পরওয়া করিতেন না। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত লোককে সঙ্গে লইয়া তাঁহার জীবনশত্রু আবূ জাহ্লের গৃহে গমন করত তাহার দরজায় খট্‌খট্ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আবূ জাহ্ল বাহিরে আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই বেচারার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দাও।" এতদ শ্রবণে আবূ জাহ্ল তৎক্ষণাৎ ফেরিওয়ালার সমুদয় প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দেয়। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সুদৃঢ় (আসাহ্হুস সিয়ার, ই.ফা.বা. অনুবাদ, পৃ. ১০৬-১০৭)।

কঠিন দুর্ভিক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

একবার মক্কায় কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবূ তালিবের অনেক সন্তান ছিল। তাই তাহার পক্ষে তাহাদের সকলের ভরণপোষণ নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য ছিল। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার চাচা আব্বাস (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি ছিলেন বানূ হাশিমের সচ্ছল ব্যক্তিদের অন্যতম। ন্যায়পরায়ণতার আধার রাসূলুল্লাহ (স) কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃব্যের অভাবী সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের আলো জ্বালাইতে আব্বাস (রা)-কে বলিলেন ঃ

ياعباس ان اخاك ابا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الازمة فانطلق بنا اليه فتخفف عنه من عياله أخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا-فنكلهما عنه.

"হে আব্বাস! আপনার ভাই আবূ তালিবের তো অনেক সন্তান। আর এই দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ যে কেমন বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহা তো আপনি দেখিতেছেন। তাই চলুন, আমরা তাহার কাছে যাই যাহাতে তাহার কষ্টের ভার আমরা কিছুটা লাঘব করিতে পারি। তাহার সন্তানদের একজনকে আমি গ্রহণ করিব এবং আপনি আরেকজনকে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর আমরা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিব।" অতঃপর আব্বাস (রা) তাহাতে সায় দেন এবং তাঁহারা উভয়ে আবূ তালিবের নিকট আসিয়া বলেন ঃ

انا نريد ان نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف عن الناس ماهم فيه.

"আমরা চাহিতেছি আপনার পরিবারের ভার কিছুটা লাঘব করিতে যে পর্যন্ত না লোকজন সংকট কাটাইয়া উঠে"।

অতঃপর আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) এবং জা'ফার (রা)-কে আব্বাস (রা) নিজ তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিয়া সংকটের সমঅংশীদার হইয়াছিলেন (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ. ৪৮২)।

মেষচারণে ন্যায়সঙ্গত অবদান

মুহাম্মাদ (স)-এর দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া (রা)-এর এক পুত্র 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ এবং দুই কন্যা আনীসা বিনতুল হারিছ ও খুযামা বিনতুল হারিছ ছিল তাঁহার শৈশবের খেলার সাথী। রাসূলুল্লাহ (স) সুদীর্ঘ চার বৎসর তাঁহার দুধমাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুধভাই বোনেরা গ্রামপল্লীর অনতিদূরে মেষ চরাইতেন। সার্বিক ক্ষেত্রে সমতা ও সম অংশীদারের প্রতিষ্ঠাতা রাসূলুল্লাহ (স) ন্যায়সঙ্গত কারণেই তাঁহার দুধভাই-বোনের সহিত মাঠে মেষ চরাইতেন। যেহেতু মেষ বা ছাগল চরাইতে তাঁহার দুধভাই-বোনের যেমন কর্তব্য ছিল তদ্রূপ কর্তব্য ছিল তাঁহারও। সেহেতু ন্যায়সঙ্গত কর্তব্যের খাতিরে তিনি ছাগল চরাইতে দুধভাই-বোনের সহিত মাঠে যাইতেন। যেমন তিনি বলেন, তোমরা সর্বাধিক কালো ফলগুলি আহরণ কর। কেননা ঐ ফলগুলিই বেশী সুস্বাদু। আমি শিশুকালে যখন মেষ চরাইতাম তখন কালো ফলগুলি গ্রহণ করিতাম। আমরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মেষ চরাইয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ। প্রত্যেক নবীই মেষ চরাইয়াছেন। উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ন্যায়পরায়ণতা ও সহমর্মিতা রক্ষা করিতে ভাই-বোনদের সম-অংশীদার হিসাবে মেষ চরাইতেন (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ. ২৩৭-২৪০)।

জীবনের চরম শত্রুদের সহিত ন্যায়সঙ্গত আচরণের অপূর্ব দৃষ্টান্ত

মক্কার কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার চূড়ান্ত নীলনকশা প্রণয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তাঁহাকে অবগত করিলেন এবং হিজরতের নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত হিজরতের নির্দেশ পাওয়ার পর সিদ্দীকে আকবার (রা)-কে মদীনায় হিজরতের জন্য তৈরি হইতে বলিলেন। এদিকে মক্কার ইয়াহূদী-মুশরিকদের গচ্ছিত আমানত যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ছিল তাহা তাহাদের নিকট যথাযথভাবে হস্তান্তর করা অপরিহার্য। আল্লাহ্র নির্দেশে হিজরত এবং আমানত ও ঋণ ন্যায়সঙ্গত প্রত্যর্পণ করা একই সঙ্গে সম্ভব নহে বলিয়া ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে জীবননাশের আশংকাজনক মুহূর্তে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন। এদিকে মক্কার কাফির-মুশরিক ইসলামদ্রোহী শত্রুগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহের চতুর্দিকে ঘেরাও করিয়া উন্মুক্ত তলোয়ার হস্তে প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছিল। প্রভাত হইলে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ইসলামের জ্যোতি চিরদিনের জন্য নির্বাপিত করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিকট গচ্ছিত তাঁহার জীবনশত্রুদের আমানত ও ঋণ যথাযথ পৌঁছাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত তাঁহার বিছানায় চাঁদর মুড়ি দিয়া আলী (রা)-কে শায়িত করিলেন এবং তিনি

শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইয়া নিরাপদে মদীনায় হিজরত করিলেন (আসাহহুস সিয়ার, ই.ফা.বা., পৃ. ১১৭); উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ১০৩; ওয়াফাউল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ২৩৭)।

জামাতার মুক্তিপণে ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্নেহময়ী কন্যা যয়নব বিনতে খাদীজা (রা)-এর স্বামী আবুল 'আস বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসাবে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নীত হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যয়নব (রা) তখন মক্কায় কাফির স্বামীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের আত্মীয়-স্বজন নিজেদের লোকদের মুক্তির জন্য মক্কা হইতে মুক্তিপণ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করে তখন যয়নব (রা)-ও স্বীয় স্বামীর মুক্তির জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করেন। এই মুক্তিপণের মধ্যে তাঁহার একটি কণ্ঠহারও ছিল যাহা খাদীজা (রা) তাঁহার বিবাহের সময়ে তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রাসূলুল্লাহ (স) উহা দেখিয়া আবেগাপ্লুত হইয়া সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি তোমরা ভাল মনে কর তাহা হইলে যয়নব-এর বন্দীকে মুক্তি দাও এবং তাহার প্রেরিত মালামালও ফেরত প্রদান কর। এতদশ্রবণে সকল সাহাবী সম্মত হইয়া তাহাকে মুক্তিপণ ব্যতীত মুক্তি প্রদান করেন। উল্লিখিত ক্ষেত্রে মুক্তিপণ ব্যতীত মুক্তি দেওয়ার পরিপূর্ণ এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের পরামর্শ ও সম্মতির অপেক্ষা করিলেন যাহাতে তাঁহার ন্যায়বিচারের অনুপম আদর্শ উপস্থাপিত হইয়াছে (আসাহহুস্‌সিয়ার, পৃ. ১৫১)।

খন্দক (পরিখা) খননে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার পূর্বদিকের পাহাড়ের সম্মুখে এমনভাবে পরিখা খনন করেন যাহাতে মুসলিম বাহিনী পরিখা এবং সালআ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে নিরাপদে অবস্থান লাভ করে। স্বয়ং সেনাপতি রাসূলুল্লাহ (স) এবং সকল মুহাজির ও আনসার পরিখা খননের কাজ করেন। সময়টি ছিল প্রচণ্ড শীতকাল। সকলেই অনাহারক্লিষ্ট ছিলেন। খাদ্যের কোন সংস্থান ছিল না। একাধারে তিন দিবস পর্যন্ত অনেকে ক্ষুধার্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে পেটে পাথর বাঁধেন। এমন অবস্থায় নিজে মাটি খনন করিয়া নিজে নিজেই মস্তকে উত্তোলন করিয়া বহন করিয়া সরাইতেন। বারাআ ইবন 'আযিব (রা) এবং আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্ষ ও পৃষ্ঠ লোমাবৃত ছিল, তাহা সব মাটিতে আবৃত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, হে মহান আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ। ইহা ছিল এক বিরাট বিপদ। উল্লিখিত ঘটনায় সায়্যিদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন যুদ্ধের সেনানায়ক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সেনাদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বৈষম্যবিহীন খননকার্য পরিচালনা করিয়া ন্যায়পরায়ণতার মহান আদর্শ পেশ করিয়াছেন (আসাহ্হুস- সিয়ার, পৃ. ২০০)।

জাহিলী যুগেও ন্যায়ের আদর্শে অধিষ্ঠিত

ইসলাম সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, কুফর মিথ্যা, অন্যায় ও পরিত্যাজ্য—আজ এই কথা সর্বজন-স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই বক্তব্য এতটা সুস্পষ্ট ছিল না,

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) আজন্ম ন্যায়পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কখনও কেহ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ন্যায়পথ ও ন্যায়নীতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই যাহার বাস্তব দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত ঘটনাবলী ঃ রাসূলুল্লাহ (স) হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসায়িক পণ্য-সামগ্রী লইয়া সিরিয়ার বুসরা বাজারে পৌঁছিলেন। তৎকালীন আরবে কোন বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদনে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে শপথ করা হইত যাহা হারাম এবং গর্হিত অন্যায় বটে। বুসরায় ক্রয়- বিক্রয়কালে মূল্য নির্ধারণ লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত মতভেদ সৃষ্টি হয়। প্রতিপক্ষের লোকটি তাঁহাকে লাত ও 'উয্যার শপথ করিতে বলিলে তিনি বলেন, আমি কখনও উহাদের শপথ করি না (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ. ২৭৩)।

একবার জনৈক কুরায়শীর গৃহে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াত দেওয়া হইল। তিনি সময়মত তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি তাঁহার সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার খাবার পরিবেশিত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবীর নামে যবেহকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করেন না বলিয়া খাবার গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ ৩০৬)।

জাহিলী যুগে কা'বা ঘরে ইসাফ ও নায়লা নামক দুইটি প্রতিমা রাখা ছিল। কাফির মুশরিকরা কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় এই দুইটি প্রতিমাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করিত। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় উক্ত প্রতিমাদ্বয় স্পর্শ করিতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেন। আমি দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) আরো কঠোরভাবে নিষেধ করেন (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ. ৩০৬)। উল্লিখিত ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জাহিলী কর্মকাণ্ড হইতে দূরে থাকিয়া ন্যায়ের পথে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হাজারে আসওয়াদ স্থাপনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াত লাভের পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন তাঁহার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন মক্কার কুরায়শগণ কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করে। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের জন্য নির্ধারিত স্থান পৃথক পৃথকভাবে নির্মাণ করিতে থাকে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ কাজ শেষ হইবার পর হাজারে আসওয়াদ ইহার নির্দিষ্ট যায়গায় স্থাপনের বিষয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। কারণ এই পবিত্র পাথর স্থাপনের বিষয়টি অতি পুণ্যময় মনে করিয়া সকলেই এই কাজটি করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল এবং কোন গোত্রই হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। ফলে সকল গোত্রের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘাত, এমনকি যুদ্ধ শুরু হইবার উপক্রম হইল। আরব গোত্রসমূহের এই কোন্দল ও মতবিরোধে মক্কা নগরী কম্পিত হইয়া উঠিল। সামান্য কারণ বা অকারণে যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইত, পরস্পরের রক্ত প্লাবিত করিয়াও যাহাদের প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হইত না, তাহারা সকলে স্বীয় কৌলীন্য ও গৌরব এবং পূর্বপুরুষদের মর্যাদা রক্ষার নামে যুদ্ধ শুরু করিতেছে ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এইভাবে চারদিন অতিবাহিত হইল কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। অবশেষে তাহারা সেই সময় দেশের প্রচলিত প্রথানুযায়ী রক্তপূর্ণ পাত্রে

হাত ডুবাইয়া মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা করিল। উল্লেখ্য যে, ইহা ছিল আরবদের কঠোরতম প্রতিজ্ঞা। নিমেষে চারদিকে অস্ত্রের মহড়া শুরু হইল।

যে কোন মুহূর্তে ভয়াবহ যুদ্ধ ও রক্তপাত শুরু হইয়া যাইতে পারে এইরূপ সঙ্কটময় মুহূর্তে কুরায়শদের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি আবূ উমায়্যা ইব্ন মুগীরা মাখযূমী দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া আবেগের সঙ্গে সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা শান্ত হও, আমার কথা শোন। এই শুভ কাজ সম্পাদনের শেষ মুহূর্তে তোমরা অশুভ ও অকল্যাণের সূত্রপাত করিও না। হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের ব্যাপারে আমার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ এই যে, আগামী কাল সকালে যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে উপস্থিত হইবে তাঁহার মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী এই বিবাদের মীমাংসা করা হইবে। সকলে এই প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিল। পরের দিন সকলেই কা'বা ঘরে সমবেত হইল। সকলে রুদ্ধশ্বাসে, আশংকা ও আতঙ্কমিশ্রিত মনে আগন্তুকের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, কি জানি কে প্রথম কা'বা ঘরের প্রান্তরে প্রবেশ করে, কে জানে সে কাহার পক্ষের লোক হইবে, না জানি সে কি মীমাংসা করিয়া বসে। তাহার মীমাংসা যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে কি করিয়া উহা মানিয়া লওয়া যাইবে। এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠাসহ সকলে পলকহীন নেত্রে কা'বা গৃহের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহারা সহসা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ (স) আজ প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বার দিকে আগমন করিতেছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল ঃ

هذا محمد الامين قد رضيناه هذا محمد الامين.

"এই হইল মুহাম্মাদ (স) আল-আমীন, আমরা তাঁহার নির্দেশ ও মতামত মানিতে প্রস্তুত আছি। এই হইল মুহাম্মাদ (স) আল-আমীন।"

কা'বা ঘরে উপস্থিত হওয়ার পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপনে উদ্ভূত ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা মুহাম্মাদ (স)-কে অবহিত করা হইল। তিনি সকল ঘটনা অবগত হইয়া সকল নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, যে সকল গোত্র হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের মাধ্যমে পুণ্য লাভের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে তাহারা নিজ নিজ গোত্র হইতে এক একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করুক যাহাতে কোন গোত্রই এই পুণ্যময় কাজ হইতে বঞ্চিত না হয়। অতঃপর তিনি একটি চাদর আনাইলেন এবং নিজ হাতে পাথরখানা চাদরের উপর রাখিলেন। সাথে সাথে গোত্রের প্রতিনিধিগণকে চাদরের এক এক প্রান্ত ধরিয়া তাহা যথাস্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য বলিলেন। কুরায়শদের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ঐদিন চাদর ধরিয়াছিলেন তাহারা হইলেন ঃ (১) 'উতবা ইব্ন রাবী'আ, (২) আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব, (৩) আবূ হুযায়ফা ইব্ন মুগীরা ও (৪) কায়স ইব্ন 'আদী সাহমী।

এইভাবে যখন পাথরখানা নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইল তখন মুহাম্মাদ (স) নিজ হাতে চাদর হইতে পাথরখানা উঠাইয়া কা'বা ঘরের প্রাচীরে স্থাপন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর

ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও ঐতিহাসিক ভূমিকার ফলে আরববাসীদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘাত ও সম্মুখ যুদ্ধ পরিস্থিতি সুকৌশলে নির্বাপিত হইল এবং মক্কাবাসী এক ভয়াবহ রক্তপাত হইতে মুক্তি পাইল (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ. ৩০৩)।

আল-আমীন উপাধি লাভ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কৈশোরে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারি, নম্রতা, ভদ্রতা, নিঃস্বার্থ মানবসেবা ও সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা, চরিত্র মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারের ফলে আরব মুশরিক-কাফিররা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে তিনি আল-আমীন বা পরম বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত হন। ফলে মুহাম্মাদ (স) নাম অন্তরালে পড়িয়া গিয়া তিনি আল-আমীন বা পরম বিশ্বস্ত নামেই খ্যাত হইয়া উঠিলেন। নীতিধর্ম বিবর্জিত ঈর্ষা-বিদ্বেষ কলুষিত, পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরবদের অন্তরে এতখানি স্থান লাভ করা ঐ সময়ে খুবই কঠিন ছিল। অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই মুহাম্মাদ (স)-এর বিপক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., ২৮৯)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবিল হাসমা নবূওয়াতের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে। তাহাতে আবদুল্লাহর যিম্মায় কিছু দেনা বাকী থাকে। তিনি অঙ্গীকার করেন, অনতিবিলম্বে আমি ফিরিয়া আসিব এবং বাকী দেনা পরিশোধ করিব। আপনি কিছুক্ষণ এই জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে বাড়ি যাওয়ার পর ঘটনাক্রমে উক্ত প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া যায়। তিন দিন পর ঐ অঙ্গীকারের কথা মনে পড়িলে তৎক্ষণাৎ সে ঐ স্থানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে অপেক্ষমান পায়। রাসূলুল্লাহ (স) ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না এবং কটু বাক্যও প্রয়োগ করিলেন না বরং বলিলেন, তুমি আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। আমি তিন দিন যাবত এইখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। ইহা ন্যায়পরায়ণতা ও ওয়াদা রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ. ২৯১)।

ব্যবসা-বাণিজ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স ছিল তখন পঁচিশ বৎসর। পিতৃব্যের ছিল অর্থনৈতিক দৈন্য দশার সংসার। তখন অর্থনৈতিক সহযোগিতার বড় প্রয়োজন ছিল। এই সময় খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদ (রা) ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা। সেই যুগে আরবের নারী অধিকার বলিতে কিছুই ছিল না। পদে পদে নারীরা চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার শিকার হইত। সেই সময় এই সতী-সাধ্বী মহিলা স্বীয় পবিত্রতা ও বংশমর্যাদায় এত সম্মানিত ছিলেন যে, তাহাকে সকলেই 'তাহিরা বা পবিত্রা' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি তাঁহার ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার ও সত্যবাদী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে মনোনীত করিলেন এবং প্রচুর মালামাল ও অনেক মূলধনসহ সিরিয়া প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া হইতে রাসূলুল্লাহ (স) বাণিজ্য কাফেলাসহ খাদীজা (রা)-এর বাড়িতে পৌঁছাইয়া আমদানীকৃত সমস্ত মালামাল ও অর্থকড়ি তাঁহাকে যথাযথভাবে বুঝাইয়া দিলেন। এই ব্যবসায়ে খাদীজা (রা) পূর্বের ব্যবসায়ের তুলনায়

অধিক লাভবান হইলেন। সুতরাং অঙ্গীকার অনুযায়ী আনন্দচিত্তে দ্বিগুণের বেশী লভ্যাংশ প্রদান করিয়া তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় করিলেন। অতঃপর খাদীজাতুল কুবরা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূত-পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি ও ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহা সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করেন। সুতরাং খাদীজা (রা) তাঁহার সহচর এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়া নাফীসার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৬৪)।

হিলফুল মুতায়্যাবীন

হিলফুল মুতায়্যাবীন বা আতর ব্যবহারকারীগণের অঙ্গীকার ছিল প্রাগ-ইসলামী সেবাসংঘের একটি অন্যতম সেবাসংঘ। রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত সেবাসংঘের একজন সদস্য ছিলেন যাহা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ বাল্যকালেই আমি আমার চাচাদের সহিত হিলফুল মুতায়্যাবীনে অংশগ্রহণ করি। সেই অঙ্গীকার ভঙ্গের বিনিময়ে অনেকগুলি লাল উটও আমি পছন্দ করি না। এই অঙ্গীকার মক্কা মুকাররমায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুদআনের গৃহে বনী হাশিম ও বনী উমায়্যা এবং বনী যুহরা ও বনী মাখযূমের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ছিল পরস্পর সহযোগিতা, যালিমের নিকট হইতে মযলূমের হক আদায় করার, মান-মর্যাদা প্রকৃত যোগ্যতমদেরকে ফিরাইয়া দেওয়ার এক মহান অঙ্গীকার। একটি বড় সুগন্ধির পাত্রে তাহারা সকলে হাত রাখিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং অঙ্গীকারশেষে কা'বার দেওয়ালে হাত স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া এই অঙ্গীকারকে 'হিলফুল মুতায়্যাবীন' বলা হয়। মক্কায় হাজ্জীদের যমযমের পানি পান করানো ও চাঁদা লইয়া দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া এই দ্বিতীয় হিলফুল মুতায়্যাবীন গঠিত হয়। এই অঙ্গীকারে রাসূলুল্লাহ (স) অংশগ্রহণ করিয়া ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন (মহানবীর জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩১৭)।

হিলফুল ফুযূল

হিলফুল ফুযূল-এর হিলফ শব্দটির অর্থ পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের অঙ্গীকার (ইব্ন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, ২খ., পৃ. ৯৬৩)। সুদূর অতীতে আল-ফাদল নামক কয়েকজন শান্তিপ্রিয় লোকের উদ্যোগে হিজাযে, বিশেষত মক্কা মু'আজ্জমায় সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইতিহাসে 'হিলফুল ফুযূল' নামে প্রসিদ্ধ।

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যাপক হানাহানির ফলে, বিশেষ করিয়া ফিজার যুদ্ধে বহু সংখ্যক জীবনহানি ঘটিলে এবং সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও জনজীবনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে কিছু সংখ্যক লোকের মনে হিলফুল ফুযূলের কথা জাগ্রত হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বহাল করার জন্য উক্ত সংঘের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃব্য যুবায়র ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিবের অনুপ্রেরণায় বানূ হাশিম, বানুল মুত্তালিব, বানূ আসাদ ইব্ন আবদিল উয্যা, বানূ যুহরা ইব্ন কিলাব ও বানূ তায়ম ইব্ন মুররা আবদুল্লাহ ইব্ন জুদআনের বাড়িতে সমবেত হইয়া ফিজার যুদ্ধের চারি বৎসর পর

মহানবী (স)-এর নবূওয়াত লাভের বিশ বৎসর পূর্বে যুলকা'দা মাসে 'হিলফুল ফুযূল' নামক সেবাসংঘ পুনর্গঠিত করে। ইহা আরবদের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ চুক্তি হিসাবে বিবেচিত ছিল (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৩৯-৪০; আল-বিদায়া, ২খ., পৃ ২৭০; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ১২৯)।

হিলফুল ফুযূল গঠনের কারণ ঃ যুবায়দ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার পণ্যসামগ্রী লইয়া মক্কায় পৌঁছিয়া তাহা 'আস ইব্‌ন ওয়াইল-এর নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু সে তাহার পণ্যদ্রব্যের মূল্য প্রদান না করিয়া তাহা আত্মসাৎ করে। উপায়ান্তর না দেখিয়া যুবায়দী হিলফুল ফুযূলভুক্ত গোত্রসমূহে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহারা তাহাকে সহায়তা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। যুবায়দী অনিষ্ট আশংকা করিয়া সূর্যোদয়কালে আবূ কুবায়স পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া উচ্চৈস্বরে ডাক দিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণের ঘটনা বিবৃত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। এই সময় কুরায়শরা তাহাদের সম্মেলন স্থলে (দারুন নাদওয়াতে) উপস্থিত ছিল। এই ডাক শুনিয়া যুবায়র ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিবের আহ্বানে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আনের গৃহে পূর্বোক্ত গোত্রসমূহ একত্র হইয়া হিলফুল ফুযূল গঠন করে, অতঃপর সংঘবদ্ধভাবে 'আস ইব্‌ন ওয়াইলের গৃহে উপস্থিত হইয়া যুবায়দীর মালপত্র উদ্ধার করিয়া দেয় (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১১০)। এই প্রসঙ্গে যুবায়দী তাহার নিম্নোক্ত কবিতায় বলেন ঃ

يا ال فهر لمظلوم بضاعته + ببطن مكة نأى الدار والنفر ·
ومحرم أشعث لم يقض عمرته + بل للرجال وبين الحجر والحجر ·
ان الحرام لمن تمت كرامته + ولا حرام لثوب الفاجر الغدر ·

"হে ফিহ্‌র গোত্রের লোকেরা! মযলূমের সাহায্যার্থে আগাইয়া আস। যাহার সহায়-সম্বল মক্কায় খোয়া গিয়াছে, যে মযলূম তাহার বাড়ি হইতে বহু দূরে। ঐ এলোকেশী মুহরিমের সাহায্যে আগাইয়া আস যে তাহার 'উমরা আদায় করিতে পারে নাই। হিজর ও হাজরের মাঝে লোকদের সাহায্যে আগাইয়া আস" (মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৩১৬)।

এই প্রসঙ্গে যুবায়র ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব তাহার কবিতায় বলেন ঃ

ان الفضول تحالفوا وتحاكموا وتعاقدوا + ان لا يقر ببطن مكة ظالم ·
امر عليه تعاهدوا وتوافقوا + فالجارون المعترفيهم سالم ·

"ফযলেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, মক্কায় কোন অত্যাচারীর ঠাঁই হইবে না। এই বিষয়ে তাহারা দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল যে, এইখানে মক্কাবাসী ও বহিরাগত সকলেই নিরাপদ থাকিবে" (সীরাত বিশ্বকোষ, ৪খ., পৃ. ২৮৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) নবূওয়াত লাভের পূর্বেও অন্যায়-অবিচার ও যুলুমকে সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য উক্ত হিলফুল ফুযূলের শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعيت به في الاسلام لاجبت.

"আবদুল্লাহ ইব্ন জুদ'আনের গৃহে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে আমি আমার পিতৃব্যগণের সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছি। তাহার বিনিময়ে আমাকে লাল বর্ণের উষ্ট্রী প্রদান করা হইলেও আমি উহাতে সন্তুষ্ট হইব না। ইসলামী সমাজেও যদি কেহ আমাকে উহার দোহাই দিয়া ডাকে তবে আমি অবশ্যই সাড়া দিব" (মুসতাদরাক হাকেম, ২খ., পৃ. ২২০; মুসনাদ আহমাদ, ১খ., পৃ. ১৯০, ১৯৪)।

হিলফুল ফুযূল নামকরণের কারণ ঃ আদি যুগে যাহাদের উদ্যোগে ইহা গঠিত হইয়াছিল তাহাদের সকলের নামের ধাতুমূল ছিল ফা-দ-ল (ফাদল) এবং ইহা হইতেই হিলফুল ফুযূল (ফুদূল) নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইব্ন হিশাম এই সংঘ গঠনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত হাদীছের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহারা প্রাপকের মাল (আল-ফুদূল) তাহাকে ফেরত প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বিধায় ইহার নাম হিলফুল ফুযূল হইয়াছে। যেমন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

تحالفوا ان ترد الفضول على اصلها والا يعد ظالم مظلوما.

"তাহারা অঙ্গীকার করে যে, তাহারা (জোরপূর্বক ছিনাইয় লওয়া) 'ফুদূল' (মাল) ইহার প্রাপককে প্রত্যর্পণ করিবে এবং যালিম যেন মযলূমের উপর বাড়াবাড়ি করিতে না পারে" (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৩৯)।

হিলফুল ফুযূলের ধারাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) আমরা দেশ হইতে অশান্তি দূর করিব;
(২) আমরা বহিরাগতদেরকে রক্ষা করিব;
(৩) আমরা নিঃস্বদেরকে সাহায্য করিব;
(৪) আমরা শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের অত্যাচার প্রতিহত করিব।

এই সেবাসংঘের প্রচেষ্টায় সমাজে অত্যাচার-অবিচার বহুলাংশে হ্রাস পায়, মানুষের যাতায়াত নিরাপদ হয়, যাহার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত ঘটনা ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে একদা খাছ'আম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি তাহার পরমা সুন্দরী কন্যাসহ হজ্জ অথবা 'উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করিলে নুবায়হ ইব্ন হাজ্জাজ নামক এক দুর্বৃত্ত জোরপূর্বক তাহার কন্যাকে অপহরণ করে। সে সাহায্যের আহ্বান জানাইলে জনতা তাহাকে বলিল, তুমি হিলফুল ফুযূলের সদস্যবৃন্দকে জানাও! তখন সে কা'বা ঘরের নিকটে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিল, হে হিলফুল ফুযূল ! এই ডাক শুনিয়া চতুর্দিক হইতে সেবকগণ উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাহারা নুবায়হ-এর বাড়িতে পৌঁছাইয়া তাহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনে (সীরাত বিশ্বকোষ,

উল্লিখিত প্রাক-ইসলামী যুগের সেবাসংঘের কার্যক্রম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স) নবূওয়াতের পূর্বে এবং পরে সর্বাবস্থায় অবিচার-অত্যাচার-অন্যায়কে প্রতিহত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং মযলূমকে সার্বিক সহযোগিতা করিয়া ন্যায়পরায়ণতা ও সহমর্মিতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছিলেন।

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সহিত ন্যায়পরায়ণ আচরণ

বদর যুদ্ধবন্দীদেরকে সাহাবীগণ খুব শক্ত করিয়া বাঁধেন এবং তাহাতে বন্দীরা খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় নিপতিত হয়। তাহাদের ক্রন্দনের রোল শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) সমগ্র রাত শয্যাহীন অবস্থায় অতিবাহিত করেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই অবস্থা টের পাইয়া তাঁহার চাচা 'আব্বাসের বন্ধন শিথিল করিয়া দেন। সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আপন চাচার বন্ধন কিছুটা শিথিল করিয়া দিলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মানসিক কষ্ট লাঘব হইবে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "প্রত্যেক বন্দীর বন্ধন শিথিল করিয়া দাও।" কেননা যুদ্ধবন্দী হিসাবে সকল বন্দীই ইনসাফের দৃষ্টিতে সমান (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধবন্দীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেন এবং বলেন, استوصوا بهم خيرا "তোমরা তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে"। এই প্রসঙ্গে আবূ উযায়র বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ যখন আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল তখন জনৈক আনসারীর ঘরে আমার জায়গা মিলিল। তাহারা আমাকে দুই বেলা রুটি খাইতে দিত আর নিজেরা খেজুর খাইয়া থাকিত। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতার সর্বোত্তম নির্দেশেরই ফল। কেহ কোন স্থান হইতে এক টুকরা রুটি পাইলে উহা আমাকে আনিয়া দিত। তাহা গ্রহণ করিতে আমি লজ্জা পাইতাম। তাই আমি তাহা ফিরাইয়া দিতাম। কিন্তু তাহারা আমাকে জোর করিয়া খাইতে দিত এবং নিজেরা তাহা হাত দিয়াও ধরিত না। ইহাই ছিল যুদ্ধবন্দীদের সহিত মুসলমান তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়সঙ্গত সর্বোত্তম আচরণ (সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, অনু. পৃ. ২৩৮; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ২১৮।

বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) ক্ষমা করেন এবং তাহাদের মুক্তিপণ গ্রহণ করেন। যেই ব্যক্তি যেই রকম ধনী ও বিত্তবান ছিল তাহার মুক্তিপণও সেই অনুপাতে নির্ধারিত হয়, নিকটাত্মীয়তার জন্য তারতম্য হইত না। যাহার দেওয়ার মত কিছুই ছিল না তাহাকে বিনা পণেই মুক্তি দেওয়া হয়। মোটের উপর কুরায়শরা তাহাদের বহু বন্দীকেই মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্ত করিয়া লয়। এমন কিছু সংখ্যক বন্দীও ছিল যাহাদের মুক্তিপণ দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। তাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন যে, তাহারা আনসারদের শিশুদেরকে লেখা-পড়া শিখাইবে। একজন বন্দী দশজন মুসলিমকে লেখা-পড়া শিখাইবে ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) এইভাবেই লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯)। পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মত যুদ্ধবন্দীদের সহিত এমন ন্যায়সঙ্গত আচরণ করিবার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি বোধ হয় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

চুক্তিবদ্ধদেরকে হত্যার দিয়্যাত প্রদান

আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) (যিনি চতুর্থ হিজরীতে নজদে তাবলীগে দীনে প্রেরিত সত্তরজন সাহাবীদের পশ্চাদবর্তী পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন) বীরে মাউনার ঘটনায় বন্দী হন। কিন্তু আমের জানিতে পারে যে, এই ব্যক্তি মুদার গোত্রের। তখন সে তাঁহার মাথার সম্মুখ দিকের চুল কাটিয়া স্বীয় মাতার পক্ষ হইতে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করে। আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া 'কারকারা' নামক স্থানে যখন পৌঁছাইলেন তখন তিনি একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইখানে বানূ কিলাবের আরও দুই ব্যক্তি আসিয়া বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দুইজনই ঘুমাইয়া পড়ে। তখন তিনি দুইজনকেই শায়িত অবস্থায় হত্যা করেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, আমি সাহাবীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা দুইজনই যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ মিত্র পক্ষের লোক ছিল উহা তাহার জানা ছিল না। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছিয়া সকল বৃত্তান্ত পেশ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "তাহাদের হত্যার বদলে আমাদের তো দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করিতে হইবে।" এই রকমই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., ১৪৭-১৪৮)।

জামাতার সহিত ন্যায়সঙ্গত আচরণ

মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে আবুল 'আস বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়া গমন করেন এবং যেহেতু তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন সেহেতু অনেক লোকের বাণিজ্য-সম্ভার তাহার নিকট ছিল। যখন তিনি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করিয়া সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেনাদল তাহার পথরোধ করে এবং সকল বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভার দখল করিয়া তাহাকে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করে। সেনাদল সমস্ত মাল-সম্পদ লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। অপরদিকে বিচক্ষণ আবুল 'আস বাণিজ্য-সম্ভার অনায়াসে লাভ করিবার মানসে সঙ্গোপনে মদীনায় তাহার স্ত্রী যায়নাব (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট তাহার নিরাপত্তা কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যায়নাব (রা) তাঁহার স্বামী আবুল 'আসকে (কাফির থাকা অবস্থায়) নিরাপত্তা প্রদান করেন।

প্রত্যূষে যখন রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের সালাতের উদ্দেশ্যে বাহির হন তখন উচ্চৈস্বরে যয়নাব (রা) ঘোষণা করেন, হে লোকসকল! আমি আবুল 'আস ইব্ন রাবী'কে নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছি এবং তাহাকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করিয়াছি। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (স) সকলকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমরা কি কিছু শুনিতে পাইয়াছ? সকলে জবাব দিল, হাঁ! তিনি তখন বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! এই সম্পর্কে আমি ঘুণাক্ষরেও কিছু জানি না। তোমরা যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহা আমি এখনই শ্রবণ করিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীয় কন্যা যায়নাব (রা)-কে বলিলেন, হে কন্যা। সাবধান থাকিবে! সে যেন তোমার সহিত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে। কারণ সে তোমার জন্য বৈধ নহে (সে এখন কাফির আর তুমি মুসলিম)। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) সেনাদলকে ডাকিলেন এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন ঃ আবুল 'আসের সহিত আমার কি সম্পর্ক তাহা তোমাদের নিকট সুবিদিত।

তোমরা তাহার বাণিজ্য-সামগ্রী হস্তগত করিয়াছ। যদি তোমরা দয়াপরবশ হও এবং তাহা তাহাকে প্রত্যর্পণ কর তাহা হইলে তাহা আমার মনের মতই কাজ হইবে। আর যদি তোমরা তাহা না কর তাহা হইলে তাহা গনীমতের সম্পদ এবং তোমরা উহার প্রাপক। সকলে বলিল, না, আমরা তাহার সব মালামাল প্রত্যর্পণ করিতেছি। তাহাদের যাহার নিকট যাহা ছিল তাহারা উহা এক জায়গায় একত্র করে, এমনকি বালতি এবং উটের রশিও একত্র করা হয়। প্রত্যেকের সামগ্রী যথাযথভাবে ফেরত দেওয়া হয়। উল্লিখিত ঘটনায় পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কারণে সাহাবীদের গণীমত প্রত্যর্পণে অনুরোধ ন্যায়পরায়ণতার এক মহান দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে (আসহহুস সিয়ার, অনু. পৃ. ২১৭)।

যায়দ ইব্ন হারিছার সহিত ন্যায়পরায়ণ আচরণ

যায়দ (রা) ছিলেন কাল্ব গোত্রের হারিছা ইব্ন শুরাহবীল / শারাহবীল নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র। তাঁহার মা সু'দা বিন্ত ছা'লাবা তাঈ গোত্রের শাখা মায়ানা গোত্রসম্ভূত ছিলেন। তাহার আট বৎসর বয়সের সময় তাহার মা তাহাকে লইয়া তাহার বাপের বাড়ী বেড়াইতে যান। পথিমধ্যে বানূ কায়ন ইব্ন জাসর-এর লোকজন তাহাদের কাফেলা আক্রমণ করিয়া লুটতরাজ করে এবং তাহাদেরকে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে যায়দ (রা)-ও ছিলেন। তারপর তাহারা তায়েফের নিকটবর্তী 'উকায মেলায় তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। ক্রেতা ছিলেন খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর ভাতিজা হাকীম ইব্ন হিযাম। তিনি তাহাকে মক্কায় আনিয়া তাহার ফুফু খাদীজাতুল কুবরা (রা)-কে উপহার দেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত খাদীজা (রা)-এর যখন বিবাহ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার গৃহে তাহাকে দেখিতে পান। তাহার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট খুবই পছন্দনীয় ছিল বিধায় খাদীজা (রা) ক্রীতদাস যায়দ (রা)-কে তাঁহার স্বামীর খিদমতে পেশ করিলেন। অতঃপর এই সৌভাগ্যবান বালক ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মহান সাহচর্য লাভ করিয়া উত্তম চারিত্রিক সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভে ধন্য হইল।

এইদিকে তাহার স্নেহময়ী জননী পুত্রশোকে অস্থির হইয়া পড়িল এবং তাহার চোখের পানি কখনও শুকাইত না। তাহার বড় দুঃখ ছিল, তাহার ছেলেটি বাঁচিয়া আছে, না ডাকাতদের হাতে মারা গিয়াছে, এই কথাটি তিনি জানিতেন না। তাই তিনি খুব হতাশ হইয়া পড়েন। তাহার পিতা হারিছা সম্ভাব্য সকল স্থানে হারানো ছেলেকে খুঁজিতে থাকেন। পরিচিত-অপরিচিত প্রতিটি মানুষের নিকট ছেলের সন্ধান করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট কবি। দীর্ঘদিন পর মক্কায় ছেলে আছে সন্ধান পাইয়া তিনি বড় ভাই কা'বসহ যায়দের মুক্তিপণের পর্যাপ্ত অর্থ-কড়ি লইয়া মক্কায় পৌঁছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, 'ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আল্লাহ্র ঘরের প্রতিবেশী। অসহায়ের সাহায্যকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী ও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দানকারী। আপনার নিকট আমাদের যেই ছেলেটি রহিয়াছে আমরা তাহার ব্যাপারে আসিয়াছি। তাহার পর্যাপ্ত মুক্তিপণও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আপনার ইচ্ছামত তাহার মুক্তিপণ নির্ধারণ করুন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আপনারা কোন্ ছেলের কথা বলিতেছেন? প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল, আপনার দাস যায়দ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ মুক্তিপণের চাইতে উত্তম কিছু যদি আপনাদের জন্য নির্ধারণ করি, তাহা কি আপনারা কামনা করেন? তাহারা বলিল, তাহা কি? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আমি তাহাকে আপনাদের সম্মুখে আহ্বান করিতেছি। স্বেচ্ছায় সে নির্ধারণ করিবে যে, সে আমার সহিত থাকিবে, না আপনাদের সহিত চলিয়া যাইবে। সে যদি আপনাদের সহিত যাইতে চায়, মুক্তিপণ ছাড়াই তাহাকে লইয়া যাইবেন। আর সে আমার সহিত অবস্থান করিতে চাহিলে সেই ক্ষেত্রে আমার করিবার কিছুই নাই।

তাহারা তখন তাহার কথায় সাড়া দিয়া বলিল, আপনি অত্যন্ত ন্যায়বিচারের কথা বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ (রা)-কে ডাকিয়া তাহাদের পরিচয়ের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া বলিলেন ঃ তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সহিত চলিয়া যাইতে পার, আর ইচ্ছা করিলে আমার সহিতও থাকিতে পার। কোন রকম ইতস্তত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমি আপনার সহিত অবস্থান করিব। তৎক্ষণাৎ তাহার পিতা পরিতাপের সহিত বলিলেন, যায়দ, তোমার সর্বনাশ হউক! পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া তুমি দাসত্ব বাছিয়া লইলে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখিয়াছি যাহাতে আমি কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।

যায়দ (রা)-এর এই সিদ্ধান্তের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার হাত ধরিয়া কা'বা শরীফের নিকট লইয়া আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উপস্থিত কুরায়শদের লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করেনঃ ওহে কুরায়শ জনমণ্ডলী! তোমরা সাক্ষ্য থাক, আজ হইতে যায়দ আমার ছেলে। সে হইবে আমার এবং আমি হইব তাহার উত্তরাধিকারী। এই ঘোষণায় যায়দের বাবা-চাচা খুব খুশী হইলেন এবং তাহারা তাহাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া প্রশান্ত চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই দিন হইতে যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) হইলেন যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (স)। সকলেই তাহাকে মুহাম্মাদের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিত। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবে "তাহাদেরকে তাহাদের পিতার নামেই ডাক" এই আয়াত নাযিল করিয়া ধর্মপুত্র গ্রহণের প্রথা চিরতরে বাতিল করিলেন। অতঃপর তিনি আবার যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই ঘটনার মাত্র কয়েক বৎসর পর রাসূলুল্লাহ (স) নবূওয়াত লাভ করেন।

যায়দ (রা) হইলেন পুরুষ দাসদের মধ্যে প্রথম মু'মিন। পরবর্তী কালে তিনি হইলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশ্বাসভাজন আমীন, তাঁহার সেনাবাহিনীর কমান্ডার এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে মদীনার অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক। উল্লিখিত ঘটনায় একজন ক্রীতদাসকে আযাদ করিয়া পুত্র বানানো, আপন কুরায়শ বংশীয়া ফুফাতো বোনের সহিত বিবাহ দান এবং সেনাপতি ও অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক বানানো সত্যিই রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের অনন্য দৃষ্টান্ত (আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১খ., পৃ. ১২৫-১২৭; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৮১-২৮৪; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৯৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, পৃ. ২২০)।

নববধূর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনসাফ

উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁহার ছয় / সাত বৎসর বয়সে শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং প্রথম হিজরী শাওয়াল মাসে নয় বৎসরের সময় প্রথম বাসর হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৬০৬)। 'আইশা সিদ্দীকা (রা) যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে নীত হন তখন তাঁহার কম বয়সের দরুন তাঁহার খেলাধুলার মোহ কাটেনি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। চুয়ান্ন বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (স) এই কিশোরীর সহিত অতি অন্তরঙ্গ আচরণ করিয়া ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা ও সহমর্মিতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে পিত্রালয়ের মত তাঁহার গৃহেও কিশোরীসুলভ আচরণের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তিনি হাড়ি-পাতিল ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম লইয়া প্রায়ই খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাতে এতটুকু বিরক্তিবোধ করিতেন না, এমনকি তাঁহার খেলাধুলায় কখনও হস্তক্ষেপও করিতেন না বরং তাঁহার যাবতীয় চাহিদা পূরণ করিতেন (মহানবীর জীবন চরিত, পৃ. ২৯৬)।

সৈনিক নির্বাচনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়নীতি

রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ যুদ্ধে শরীক হইবার জন্য উপযুক্ত বয়সের দক্ষ মুসলিমদেরকে তৈরি হইতে নির্দেশ দেন। তখন জিহাদের দুর্নিবার কামনায় সামুরা ইব্ন জুনদুব ফাযারী ও রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে বয়সের অপূর্ণতার কারণে অদক্ষ ভাবিয়া প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁহারা উভয়ে পনের বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সংবাদ আসিল যে, রাফে' (রা) তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত পারদর্শী। তখন তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। তাহাকে অনুমতি দেওয়ার পর সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা)-এর ব্যাপারে বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সামুরা তো রাফেকে কুস্তিতে পরাস্ত করিতে পারে। কাজেই তাহাকেও অনুমতি দিন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের পরিণত বয়স ও দক্ষতা প্রমাণ সাপেক্ষে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন, আর অন্যান্য (পনের বৎসরের নীচের) বালককে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন নাই (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ই.ফা.বা., ৩খ., পৃ. ২৮)।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (স)

রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ যুদ্ধ মদীনায় অবস্থান করিয়া পরিচালনা করা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী মদীনার বাহিরে যাইয়া মুকাবিলা করিতে পছন্দ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এককভাবে সিদ্ধান্তের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও তিনি সর্বসাধারণ সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিবার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একমাত্র আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূল মদীনায় থাকার পক্ষে ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার বাহিরে যুদ্ধে যাওয়ার রায় গ্রহণ করিয়া ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী (স), অনু.

মদীনায় মুওয়াখাত (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন) ঃ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা

মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হন। এই কথা সুবিদিত যে, মুহাজিরগণ তাঁহাদের পরিবার-পরিজন এবং সহায়-সম্পদ মক্কাতে ফেলিয়া রাখিয়া মদীনায় হিজরত করেন। তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন। কুরায়শরা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত কুশলী হইলেও কৃষি ও হস্তশিল্পে পারদর্শী ছিলেন না। অথচ মদীনার অর্থনীতি এই দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ব্যবসার জন্য প্রয়োজন মূলধন। এই মূলধনের অভাবে মুহাজিরগণ নূতন সমাজে সহজে নিজস্ব জীবিকার উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। নবগঠিত রাষ্ট্র তাহাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হিমশিম খাইতেছিলেন। নূতন সমাজের সাহিত মুহাজিরদের সম্পর্কের কেবল সূচনা হইয়াছিল। মুহাজিরগণ মক্কাতে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া চলিয়া আসেন এবং তাহাদের সহিত যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার ফলে মুহাজিরগণ একাকিত্ব বোধ করেন এবং মাতৃভূমি মক্কার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইহা ছাড়া মক্কা এবং মদীনার আবহাওয়াও ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে মুহাজিরদের অনেকে জ্বরে আক্রান্ত হন।

এমতাবস্থায় তাহাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং স্বাভাবিক মেহমানদারীর অতিরিক্ত সাময়িক সমাধান করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। আনসারগণ নিঃসংকোচে তাহাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দেন। তাহারা ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যাহা আল্লাহ্র কিতাবে চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

"আর তাহাদের জন্যও যাহারা (আনসার) মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে বসবাস করিয়াছে ও ঈমান আনিয়াছে, তাহারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও। যাহাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে তাহারাই সফলকাম" (৫৯ ঃ ৯)।

আনসারদের এহেন ত্যাগ ও উদারতা সত্ত্বেও মুহাজিরদের সুষ্ঠু জীবন যাপনের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ন্যায়সঙ্গত বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন থাকিয়াই যায়। বিশেষ করিয়া মুহাজিরদের ব্যক্তিত্ব, গৌরব ও মর্যাদার স্বাভাবিক দাবি ছিল যে, তাহাদের সমস্যা এমনভাবে সমাধান করা হউক যাহাতে তাহারা যে আনসারদের উপর নির্ভরশীল এই কথা তাহাদের ভাবিতে না হয়। এই কারণে ইনসাফের মহান ধারক রাসূলুল্লাহ (স) আনাস ইব্ন মালিকের বাড়ীতে ৪৫ জন মুহাজির ও অপর ৪৫ জন আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের নিমিত্ত আনসারদের লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

تآخوا فى لله أخوين ثم أخذ على بن ابى طالب فقال هذا أخى فكان رسول الله ﷺ سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الذى ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلى بن ابى طالب رضى الله عنه أخوين .

"আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমরা প্রত্যেকে একজন করিয়া ভ্রাতা গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি নিজেই 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর হাত ধরিয়া বলেন, এই আমার ভাই। অতএব আল্লাহ্‌র রাসূল (স) সমস্ত রাসূলদের নেতা, সমস্ত মু'মিন ও মুত্তাকীদের ইমাম, যিনি বিশ্বের রব, অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার রাসূল এবং আলী ইব্‌ন আবী তালিব দুই ভাই হইয়া গেলেন" (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা, ২খ., ১১২; রাসূলের (স) যুগে মদীনার সমাজ, ১ম খণ্ড, রূপ ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৮৫, ৮৬)।

আল্লাহ উক্ত মুওয়াখাত বিধানকে চিরকালের জন্য স্বাগত জানাইয়া কুরআন মজীদে ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও" (৪৯ ঃ ১০)।

মুওয়াখাতের ফলাফল

মুওয়াখাতের (পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন) বিধানের ফলে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মত বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সহযোগিতা কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, জীবন সমস্যা মুকাবিলায় সব ধরনের বস্তুগত সাহায্য ও সহযোগিতার সর্বব্যাপী ব্যবস্থা ছিল, হউক তাহা সাহায্যদান বা পরিচর্যা করা, উপদেশ প্রদান, পারস্পরিক মেহমানদারী ও ভালবাসা। মুওয়াখাতের ফলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুই ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পরের উত্তরাধিকারীও হইতে পারিতেন। এই ব্যবস্থা দুই ব্যক্তির মধ্যে এমন উচ্চতর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করিয়াছিল যাহা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের চেয়েও সুদৃঢ় ছিল।

আনসারগণ তাহাদের মুহাজির ভাইদের জন্য ত্যাগের সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হন। মুওয়াখাতের এক অনুপম ত্যাগের উদাহরণ হইল সাহাবী সা'দ ইব্‌ন আর-র-বী' (আনসার) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফের (মুহাজির) মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। সা'দ (রা) 'আবদুর রহমান (রা)-কে বলিলেন, "আমার যে সম্পত্তি রহিয়াছে আমি তাহা আমাদের দুইজনের মধ্যে আধাআধি ভাগ করিয়া লইতে চাই। আমার দুইজন স্ত্রী আছে, আপনি তাহাদের যাহাকে পছন্দ করিবেন আমি তাহাকে তালাক দিব যাহাতে আপনি যথা সময়ে তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন"। আবদুর রহমান (রা) বলিলেন, "আল্লাহ আপনার স্ত্রী ও সম্পদকে আপনার জন্য রহমতে রূপান্তরিত করুন। আমাকে বাজারের দিকে লইয়া চলুন"।

ফিরিবার সময় তিনি বিশুদ্ধ মাখন ও গৃহে তৈরী পনীর লইয়া আসেন। তিনি যে ব্যবসা করিলেন—এইটি ছিল তাহার মুনাফা। আবদুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার শরীর হলুদের রং দেখিয়া বলিলেন, কী ব্যাপার? আমি বলিলাম, আমি এক আনসার মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, একটি বকরী হইলেও ওলীমার ব্যবস্থা কর।

গভীর ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক স্বার্থত্যাগের এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া যে কেহ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা অন্য কোন জাতির ইতিহাসে সহমর্মিতার ও সাম্যের এমন ঘটনার কোন নজীর দেখিতে পাই না (রাসূলুল্লাহর (স) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড) রূপ ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ৮৫, ৮৬, ৮৭)। উক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছিল একমাত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর আজীবন ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সার্বিক ত্যাগের বিনিময়ে।

মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য জায়গা সংগ্রহ

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার মুহাজির ও আনসারগণকে লইয়া জামা'আতে নামায পড়িবার জন্য মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। আবূ আয়্যুব (রা)-এর বাড়ির সম্মুখে যেই স্থানে তাঁহার উট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছিল মসজিদ নির্মাণের জন্য এই স্থানটিকেই তিনি পছন্দ করিলেন। জায়গাটি ছিল নাজ্জার বংশীয়দের। তখনকার দিনে জায়গাটির বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। এক পার্শ্বে কয়েকটি কবর আর কয়েকটি খেজুর গাছ ছিল। তিনি নাজ্জার বংশীয় লোকদিগকে বলিলেন, আমি মসজিদ নির্মাণের জন্য এই স্থানটি ক্রয় করিতে চাই। তোমরা মূল্য গ্রহণ করিয়া ইহা আমাকে দিয়া দাও। তাহারা উত্তর করিলেন, আমরা মূল্য লইয়াই স্থানটি আপনাকে দান করিব, কিন্তু মূল্যটা আপনার নিকট হইতে নহে বরং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে গ্রহণ করিব। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই স্থানটি দুইটি ইয়াতীম বালকের তখন তিনি ঐ বালকদ্বয়কে বলিলেন ঃ "উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া স্থানটি আমাকে দিয়া দাও।" বালকেরা কিছুতেই ইহার মূল্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। তাহারা বিনা মূল্যেই জমিটি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দান করিতে চাহিল। কিন্তু তিনি বিনা মূল্যে ইয়াতীমদের সম্পদ লইতে কিছুতেই রাজী হইলেন না।

এইজন্য অগত্যা তাহারা ইহার মূল্য গ্রহণ করিল। নাজ্জার প্রধানগণ জমিটির মূল্য দশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নির্ধারণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশক্রমে আবূ বকর (রা) জমিটির নির্ধারিত মূল্য প্রদান পূর্বক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করিয়া দিলেন। কাফিরদের পুরাতন কবরসমূহ উঠাইয়া স্থানটি সমতল করা হইল। তৎপর মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদ নির্মাণের কাজে যোগদানের জন্য লোকদিগকে আদেশ না দিয়া স্বয়ং ইটের বোঝা বহন করার কাজে যোগদান করিলেন (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৪২৬, ৪২৭)।

উল্লিখিত ঘটনায় ইয়াতীমের সম্পদ ক্রয়ে ন্যায়ানুগ মূল্য প্রদান এবং নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ দ্বারা চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় আদর্শ বিধান

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স) স্বদেশ ভূমি মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। তৎকালে মদীনায় ইয়াহূদীদের দশটি গোত্র এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বারটি উপগোত্র বসবাস করিতেছিল। আওস ও খাযরাজদের মধ্যে মুসলমানও ছিল, পৌত্তলিকও ছিল। এতদ্ব্যতীত ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) সর্বাগ্রে গোত্র ও বংশভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মূল করিয়া তদস্থলে একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠী এবং ভাষা ও আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে এক উম্মাহ ও এক মিল্লাত প্রতিষ্ঠা করিলেন, অমুসলিম ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত করেন, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য চিহ্নিত করেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার নীতির প্রবর্তন করেন এবং প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের মূলনীতি ও বিধিমালা সুবিন্যস্ত করেন। মোটকথা, একটি বিধিবদ্ধ মানব সমাজ সংগঠন, উহার উন্নতি, অগ্রগতি, কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধির জন্য এবং এতদসঙ্গে একটি উন্নত ও উত্তম আদর্শ ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আদর্শ বিধান সম্পাদন করেন। এই আদর্শ বিধান মদীনার সনদ নামে খ্যাত। ইহাতে মোট ৪৭টি ধারা বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ২৩টি ধারা এবং দ্বিতীয় অংশে ২৪টি। প্রথম অংশ মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং তাহাদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় অংশে রহিয়াছে মুসলিম এবং ইয়াহূদী ও অন্যান্য মদীনাবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য এবং তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের স্পষ্ট বিধান যাহা পরিপূর্ণ ইনসাফের মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। এখানে ইনসাফের সহিত প্রত্যক্ষ কিছু ধারা উপস্থাপিত হইল ঃ

(১) ইহা আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংগীকারপত্র যাহা কুরায়শী ও মদীনার মুসলিমদের মধ্যে এবং সেই সকল লোকের মধ্যে যাহারা মুসলিমদের অনুসরণ করিয়া তাহাদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া জিহাদে অংশগ্রহণ করিবে।

(২) উপরিউক্ত জনসমষ্টি অন্যান্য লোকদের হইতে স্বতন্ত্র একটি জাতিতে পরিণত হইবে।

(৩) কুরায়শী মুহাজিরগণ তাহাদের গোত্র-বিধান অনুসারে পরস্পর নিজেদের দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করিবে; অনুরূপ তাহারা নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মু'মিন ও মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে এবং ইনসাফের সহিত আদায় করিবে।

(৪) বানূ 'আওফ তাহাদের গোত্রীয় বিধি-ব্যবস্থায় নিজেদের পূর্বেকার দিয়াতসমূহ আদায় করিবে এবং তাহাদের সকল উপগোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্ত করিবার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত বিধি এবং ইনসাফের সহিত মুক্তিপণ (ফিদ্‌য়া) প্রদান করিবে।

(৫) বানুল হারিছ (ইব্‌ন খাযরাজ) নিজেদের বিধি অনুসারে নিজেদের পুরাতন দিয়াতসমূহ প্রদান করিবে এবং তাহাদের প্রত্যেক উপগোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিধির অধীনে ন্যায়পরায়ণতার সহিত আদায় করিবে।

(৬) তাকওয়ার অনুসারিগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এমন প্রতিটি ব্যক্তির বিরোধিতা করিবে, যে তাহাদের মধ্যে যুলুম, পাপ, বাড়াবাড়ি, অবাধ্যতা, বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের কারণ হইতে পারে। তাহারা সকলে একত্রে এই প্রকৃতির ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, সেই অনাচারী ব্যক্তি তাহাদের কাহারও সন্তানই হউক না কেন।

(৭) ইয়াহূদীদের মধ্য হইতে যাহারাই আমাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইবে তাহাদের সহিত যথারীতি বিধিসম্মত আচরণ, ইনসাফ ও সমতার ভিত্তিতে আচরণের বিধান করা হইল। তাহাদের উপর যুলম করা হইবে না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা হইবে না।

(৮) মুসলিমদের সন্ধি সমভাবে ও সমপর্যায়ের গুরুত্বসম্পন্ন। কোনও মুসলমান আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের কালে মুসলমানদের হইতে পৃথক হইয়া কাহারও সহিত সন্ধি করিতে পারিবে না। মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়নীতি অক্ষুণ্ন রাখিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৯) সকল মুসলিম একে অপরের সাহায্যকারী ও সহকর্মী থাকিবে।

(১০) যেই ব্যক্তি কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিবে তাহাকে নিহতের বিনিময়ে হত্যা করা হইবে, যদি না নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তাহার বিনিময়ে রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণে সম্মত হইয়া যায়। ঈমানদার সকলেই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে থাকিবে।

(১১) বানূ 'আওফ-এর ইয়াহূদীরা নিজেরা, তাহাদের মিত্রবর্গ ও মাওলা (মুক্তদাস)-দের সহকারে মুসলমানদের সহিত এক পক্ষ ও একদল সাব্যস্ত হইবে। ইয়াহূদীরা নিজেদের ধর্ম পালন করিতে পারিবে এবং মুসলমানগণ নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যে কেহই যুলুম ও পাপ করিবে সে নিজেকে এবং পরিবারকে বিপদগ্রস্ত করিবে।

(১২) প্রতিবেশীরা প্রত্যেকের নিজের সমতুল্য পরিগণিত হইবে। তাহাদের কোনও ক্ষতিসাধন করা যাইবে না; তাহাদের উপর অবিচার করা যাইবে না।

(১৩) এই চুক্তি যালিম ও পাপীকে তাহার অসৎকর্মের পরিণাম হইতে রক্ষা করিবে না। যেই ব্যক্তি (মদীনা হইতে) বাহিরে চলিয়া যাইবে সেও নিরাপদ থাকিবে এবং যেই ব্যক্তি (মদীনায়) অবস্থান করিয়া থাকিবে সেও নিরাপত্তা লাভ করিবে। কিন্তু যেই ব্যক্তি যুলুম ও গুনাহ করিবে, সে নিরাপদ থাকিবে না। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) নেককার ও মুত্তাকী লোকদের সহায় ও সংরক্ষণকারী (ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩১১-৩২২; রাসূল (স)-এর যুগে মদীনার সমাজ, (১ম খণ্ড), রূপ ও বৈশিষ্ট্য, পৃ. ১২৩-১৪০; ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), অনু. ই.ফা.বা., ৩খ., পৃ. ১৯-২২)।

আমানত হস্তান্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

ইসলাম-পূর্ব কালেও কা'বা ঘরের সেবা করাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ বলিয়া মনে করা হইত। খানায়ে কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যাহারা নির্বাচিত হইত, তাহারা গোষ্ঠী, সমাজ তথা জাতির মধ্যে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। সেইজন্য বায়তুল্লাহ্র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। জাহিলী যুগ হইতে হজ্জের

মওসুমে হাজ্জীদেরকে 'যমযমের' পানি পান করানোর সেবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃব্য আব্বাস (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। এই কাজকে বলা হইত 'সিকায়া'। এমনি করিয়া অন্যান্য আরো কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য পিতৃব্য আবূ তালিবের উপর এবং কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখিয়া নির্ধারিত সময়ে উহা খুলিয়া দেওয়া ও বন্ধ করিবার দায়িত্ব 'উছমান ইব্‌ন তালহা (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল।

উছমান ইব্‌ন তালহা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহ্‌র দরজা খুলিয়া দিলে মানুষ উহাতে প্রবেশ করিত। হিজরতের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকজন সাহাবীসহ বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে গমন করিলে উছমান (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই) তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ধৈর্য সহকারে উছমানের কটূক্তিসমূহ সহ্য করিলেন এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ياعثمان لعلك ستري هذا المفتاح يوما بيدي اصنعه حيث شئت .

"হে উছমান! অচিরেই তুমি একদিন বায়তুল্লাহ্‌র এই চাবি আমার হাতে দেখিতে পাইবে। তখন যাহাকে ইচ্ছা এই চাবি হস্তান্তর করিবার অধিকার আমারই থাকিবে।"

উছমান বলিল, যদি তাই হয় তবে সেই দিন কুরায়শরা অপমানিত ও অপদস্থ হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ بل عمرت وعزت "না, উহা নয়। তখন কুরায়শরা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহারা হইবে যথার্থভাবে সম্মানিত।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর মক্কা বিজিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) উছমানের নিকট হইতে চাবি চাহিয়া লইলেন। মতান্তরে উছমান চাবি লইয়া বায়তুল্লাহ্‌র উপর উঠিয়া যান। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে আলী (রা) তাহার নিকট হইতে জোরপূর্বক চাবি ছিনাইয়া লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বায়তুল্লাহ প্রবেশ করিয়া দুই রাক'আত নামায আদায় করিলেন। এই সময় আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا .

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (৪ ঃ ৫৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) কা'বা শরীফ হইতে বাহির হইলে আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে উছমান ইব্‌ন তালহাকে তিনি পুনরায় কা'বা শরীফের চাবি দিয়া বলিলেন ঃ

خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا الظالم ياعثمان ان الله استامنكم على بيته فكلوا بما وصل اليكم من هذا البيت بالمعروف .

"এই নাও, এখন হইতে এই চাবি সব সময় তোমার বংশধরদের হাতেই থাকিবে। যালিম ছাড়া কেহ ইহা তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। হে উছমান! অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁহার ঘরের আমানতদার করিয়াছেন। অতএব এই ঘরের সেবার মাধ্যমে যাহা কিছু বৈধভাবে অর্জিত হইবে উহা তোমাদের জন্য বৈধ"।

উছমান ইব্ন তালহা চাবি লইয়া আনন্দচিত্তে চলিয়া যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, اَلَمْ يَكُنِ الَّذِىْ قُلْتُ لَكَ "হে উছমান! আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইল নাকি"? তখন আমার সেই কথাটি মনে পড়িয়া গেল। আমি নিবেদন করিলাম ঃ

بلى اشهد انك رسول الله .

"আপনার কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল।"

অতঃপর আজীবন উছমান ইব্ন তালহা (রা)-এর নিকট কা'বা শরীফের চাবি ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাই শায়বা (রা)-এর নিকট এই চাবি ছিল। অতঃপর তাঁহাদের বংশধরদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে হস্তান্তরিত হইতে হইতে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে (আত-তাফসীর আল-মাযহারী, ২খ., ১৪৭-১৪৮; আল-কুরতুবী, ৩খ., পৃ. ১৭৭-১৭৮; মুফতী শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ সৌদি সরকার কর্তৃক, পৃ. ২৫৭-২৫৮ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ)।

উল্লিখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স) চাবির একচ্ছত্র মালিক হইয়াও আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক অমুসলিম উছমানকে হস্তান্তর করিয়া চরম ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন। ফলে তিনি মুসলমান হন।

স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী 'আসরের সালাতের পর কিছু সময়ের জন্য স্ত্রীদের হুজরাসমূহে যাইতেন। একবার তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত যায়নাব (রা)-এর হুজরায় সাধারণ নিয়মের চাইতে কিছু বেশি সময় কাটাইয়াছিলেন। 'আইশা (রা) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মধু ও মিষ্টি খুবই পছন্দ। আর যায়নাব (রা)-এর নিকট কোথা হইতে কিছু মধু আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হুজরায় গেলেই তিনি (যায়নাব রা) তাঁহার সামনে মধু পেশ করিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাহা পান করিতেন। এই কারণে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে সেখানে বেশী সময় অতিবাহিত হয়। ঈর্ষান্বিত হইয়া 'আইশা (রা) ব্যাপারটি জানিতে চাহিলেন। 'আইশা (রা) মনে করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ

(স)-কে বেশি সময় আপন হুজরায় ধরিয়া রাখিবার জন্যই যায়নাব (রা) এই কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন।

'আইশা (রা) একটি কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং হাফসা (রা)-ও তাঁহার সহিত যোগ দেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন যায়নাব (রা)-এর ঘর হইতে তাঁহাদের ঘরে আসিবেন তখন তাঁহারা বলিবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার মুখ হইতে 'মাগাফীর'-এর গন্ধ আসিতেছে। ইহার পর এই সিদ্ধান্তের কথা অন্যান্য স্ত্রীদেরকেও জানানো হইল এবং তাঁহারাও তাহাতে যোগ দিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) যখন আপন অভ্যাস অনুযায়ী হাফসা (রা)-এর হুজরায় আসেন তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি মাগাফীর খাইয়াছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না। এই কথার উপর হাফসা (রা) বলিলেন, আপনার মুখ হইতে তো মাগাফীরের গন্ধ আসিতেছে। এই একই কথা অন্যান্য স্ত্রীরাও রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রত্যেকের সহিত সাক্ষাতমাত্র বলেন। এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কারণে অন্যরা ন্যূনতম কষ্ট পাইবে তাহা তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার শানের খেলাফ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং স্ত্রীদের সন্তুষ্টির নিমিত্তে তিনি শপথ করিলেন যে, তিনি আগামীতে কখনও মধু খাইবেন না। মধু একটি হালাল খাদ্য এবং ইহা না খাওয়ার শপথ গ্রহণ করা একটি হালাল বস্তুকে হারাম করারই নামান্তর। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া একটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করিয়া লওয়াও ঠিক নহে। সেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمٰنِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ .

"হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন আপনি তাহা নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিতেছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের শপথ হইতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়" (৬৬ ঃ ১-২)।

এই প্রসঙ্গে 'আইশা (রা) বলিয়াছেন ঃ

كان رسول الله ﷺ يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطأت انا وحفصة عن اتينا دخل عليها فلتقل اكلت مغافير انى اجد ريح مغافير قال لا ولكني كنت اشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن اعود له وقد حلفت ولا تخبري بذلك احدا .

"রাসূলুল্লাহ (স) যায়নাব বিনত জাহ্‌শ (রা)-এর হুজরায় মধু পান করিতেন এবং (এই কারণে) দীর্ঘ সময় সেইখানে বসিতেন। ইহার পর আমি ও হাফসা (রা) সিদ্ধান্ত লইয়াছিলাম যে, যখনই রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাহারও নিকট আসিবেন তখন আমরা সকলে বলিব,

আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন? ইহার গন্ধ তো আপনার মুখ হইতে আসিতেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাহাই করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমি তো মাগাফীর খাই নাই। তবে হাঁ, যায়নাব-এর গৃহে মধু খাইয়াছি। এখন আমি শপথ নিতেছি যে, আমি আগামীতে কখনো মধু খাইব না। কিন্তু তোমরা এই কথা কাহারও নিকট বলিও না" (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত (স), ই.ফা.বা. অনুবাদ, পৃ. ৪৮০-৪৮২)।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স) কাফ্ফারা প্রদান করিয়া শপথ ভংগ করেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করিয়া ন্যায়পরায়ণতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন।

চুরির শাস্তিবিধানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের সময় ফাতিমা বিন্ত আবুল আসাদ ইব্ন 'আবদুল আসাদ মাখযূমী চুরি করিয়া ধৃত হন। ইব্ন সা'দ মহিলাটির নাম উম্মু 'আমর বিন্ত সুফ্য়ান ইব্ন 'আবদুল আসাদ লিখিয়াছেন। বনূ মাখযূম গোত্রে উক্ত মহিলার পরিবারটি ছিল সম্ভ্রান্ত। রাসূলুল্লাহ (স) যথা বিধি তাঁহার হাত কাটার আদেশ দিলেন। ইহাতে তাহার সম্প্রদায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। তাহারা উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সুপারিশ করিতে বলিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে ইহা পেশ করেন। তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল অসন্তোষে রক্তিম বর্ণ হইয়া গেল। তিনি কঠোর ভাষায় বলিলেন, হে উসামা! তুমি আমার নিকট আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান পরিবর্তনের সুপারিশ করিতে আসিয়াছ? উসামা (রা) সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) খুতবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। হামদ ও ছানার পর ঘোষণা করিলেন ঃ

انما هلك من كان قبلكم بانه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية.

"তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় এইজন্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করিলে তাহাকে শাস্তি হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। সেই সত্তার শপথ যাঁহার কব্জায় আমার প্রাণ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা উহা করিলে অবশ্যই তাঁহার হাতও কাটিয়া ফেলিতাম। অতঃপর উক্ত মাখযূমী মহিলার হাত কাটিয়া ফেলা হইল" (আত-তাফসীর আল-মাযহারী, ৩খ., পৃ. ৯৬; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩২৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যে কত কঠোর ছিলেন তাঁহার অনুপম দৃষ্টান্ত উল্লিখিত ঘটনায় পরিস্ফুটিত হইয়াছে। এমনিভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন চলার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোতভাবে রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যেমন ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য তিনি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন।

যাকাত বণ্টনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

মদীনার কোন কোন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাকাত বণ্টনে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করে। উক্ত অভিযোগ হইতে রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ . وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ .

"উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদাকা (যাকাত) বণ্টন সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে। অতঃপর ইহার কিছু উহাদিগকে দেওয়া হইলে উহারা পরিতুষ্ট হয়, আর ইহার কিছু উহাদেরকে না দেওয়া হইলে তৎক্ষণাত উহারা বিক্ষুব্ধ হয়। ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল উহাদেরকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন নিজ করুণায় এবং অচিরেই তাঁহার রাসূলও; আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত" (৯ ঃ ৫৮-৫৯)।

এই প্রসঙ্গে যায়দ ইব্‌ন হারিছ আস-সুদাঈ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হইয়া অবগত হইলেন যে, তিনি তাঁহার গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যের একটি দল অচিরেই প্রেরণ করিবেন।

তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিরত থাকুন। আমি দায়িত্ব লইতেছি যে, তাহারা সকলেই বশ্যতা স্বীকার করিয়া এখানে হাযির হইবে। অতঃপর তিনি স্বগোত্রে পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্র পাইয়া তাঁহারা সকহে ইসলাম গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলেন ঃ

يا اخا صداء المطاع فى قومه .

"হে সুদা-এর ভ্রাতা! তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা"।

তিনি আরয করিলেন, ইহাতে তাঁহার কৃতিত্বের কিছুই নাই। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাহারা হিদায়াত লাভ করিয়া মুসলমান হইয়াছে। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু সাহায্য (যাকাত) প্রার্থনা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জবাব দিলেন, সাদাকা (যাকাত) ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ তাঁহার নবী বা অন্য কাহারও উপর ন্যস্ত করেন নাই। তিনি নিজেই সাদাকা আটটি খাত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই আটটি শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে আমি তোমাকে সাদাকা দিতে পারি। উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও যাকাত বণ্টনে স্বজনপ্রীতি করেন নাই।

তিনি স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে থাকিয়া ন্যায়পরায়ণভাবে বণ্টন করিতেন (মুফতী শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৫৭৫-৫৭৬)।

তাবূক যুদ্ধে অনুপস্থিত সাহাবীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল, তিনি (স) কোন স্থানে অভিযানে যাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমেই তাহা প্রকাশ করিতেন না। কয়েক দিন পথ চলিবার পর কোথায় কিভাবে কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা তিনি ভালভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু তাবূক অভিযানের সময় তিনি এইরূপ করেন নাই। কারণ তখন ছিল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। ভ্রমণপথ ছিল সুদীর্ঘ ও বন্ধুর। শত্রুসংখ্যাও ছিল অনেক। তাই রাসূলুল্লাহ (স) যাত্রার পূর্বেই সকল কিছুর স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছিলেন। তাঁহার ঘোষণা শুনিয়া যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন তিরিশ হাজার সৈন্য।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাবূক অভিযানে যাত্রা করিলেন তখন ছিল ফসলের মৌসুম। খেজুরের বাগানগুলি ছিল ফলে ভরপুর। প্রায় আশিজন মুনাফিক বিভিন্ন বাহানা, ওযর ও আপত্তিতে তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে। আর মাত্র তিন ব্যক্তি যাহাদের মধ্যে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-ও ছিলেন, তাহারা এই অভিযানে গমন করেন নাই। এতদ্ব্যতীত ইতোপূর্বে অন্যান্য যুদ্ধে তাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত কা'ব (রা) ছিলেন তৃতীয় আকাবার বায়'আতের অন্যতম সদস্য। অপর দুইজন মুরারা ইব্‌ন রাবী' (রা) ও হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা (রা) ছিলেন বদরী সাহাবী। তাঁহারা সকলেই আজ যায় কাল যায় বলিয়া একদিন দুই দিন করিয়া বিলম্ব করেন। ফলে যখন তাঁহারা রওয়ানা হইবার ইচ্ছা করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বিনানুমতি ও বিনা উযরে অলসতা করিয়া বিশিষ্ট তিনজন সাহাবীর (রা) অনুপস্থিতি ছিল বড় অপরাধ। কারণ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট যত প্রিয় তাহার ত্রুটিও আল্লাহ্‌র নিকট তত গুরুতর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক হইতে মদীনায় পৌঁছিলে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত একনিষ্ঠ তিনজন আনসারী সাহাবী ভাবিলেন যে, তাবূক অভিযানে না যাইয়া করিয়াছি এক অপরাধ; আবার মিথ্যা ওযর দর্শাইলে হইবে অপর এক অপরাধ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তো আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। আমরা সত্য কথা বলিতে কার্পণ্য করিব না। অতঃপর তাঁহারা নির্দ্বিধায় অকপটে অভিযানে গমন না করিবার কারণ বলিয়াছিলেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে শাস্তি বিধান করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে বলিয়া দিলেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কোন ফায়সালা না আসা পর্যন্ত যুদ্ধত্যাগী সাহাবীত্রয়ের সহিত সালাম-কালাম, লেন-দেন, উঠা-বসা সবকিছু নিষিদ্ধ করা হইল। কা'ব (রা) নিয়মিত মসজিদে সালাতে আসিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটে দাঁড়াইতেন। কা'ব (রা) বারংবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে তাকাইতেন, চোখে চোখ পড়ামাত্র রাসূলুল্লাহ (স) অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেন। কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম দিলে তাহার কোন জওয়াব দিতেন না।

এইভাবে দীর্ঘ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) দূত মারফত তাহাদেরকে নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন হইতেও বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তখন তাঁহাদের নিকট বিস্তৃত পৃথিবী সংকুচিত হইয়া গেল।

মদীনার সমাজ, পরিবার সর্বক্ষেত্রে তাঁহাদেরকে বয়কট করে। অর্থবল, জনবল, পরিবার-পরিজন থাকিতেও তাঁহারা অপাংক্তেয় হইয়া যান। মুনাফিকদের মত ছল-চাতুরির মিথ্যা আশ্রয় না লইয়া সত্য কথা প্রকাশ করায় তাঁহাদের উপর এই চরম অসহায়ত্বের একাকীত্ব ও নির্জন জীবনের মানসিক শাস্তি চলিতে থাকে। তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

"এবং অপর তিনজনকে যাহাদেরকে পিছনে রাখা হইয়াছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সংকুচিত হইয়া গেল এবং তাহাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিল; আর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর তিনি সদয় হইলেন তাহাদের প্রতি যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময়, করুণাশীল" (৯ : ১১৮)।

অপরদিকে মুনাফিকদের গোপন চরিত্র ফাঁস করিয়া মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ . سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ . يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ . اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে। বলিবেন, অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদেরকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রাসূলও। অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁহার নিকট

তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে এবং তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদেরকে জানাইয়া দিবেন। তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে অচিরেই উহারা আল্লাহ্‌র শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা উহাদেরকে উপেক্ষা করিবে। উহারা অপবিত্র এবং উহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম উহাদের আবাসস্থল। উহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হইবেন না। কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীরা কঠোরতর; এবং আল্লাহ তাঁহার রাসূলের প্রতি যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। মরুবাসীদের কেহ কেহ, যাহা তাহারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাহা অর্থদণ্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র উহাদেরই হউক; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (৯ ঃ ৯৪-৯৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌছার পূর্বেই মুনাফিকরা তাহাদের অহেতুক ওযর-আপত্তি তুলিয়া ধরিল। ইহার পরও রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের ওযর-আপত্তি গ্রহণ করিয়া বায়'আত করিলেন। যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কোন বিধিনিষেধ ছিল না এবং প্রকাশ্য সাক্ষ্য- প্রমাণের উপর শর'ঈ বিধান কার্যকর। অপ্রকাশ্যভাবে তথ্য জ্ঞাত হইলেও তাহা বিচারকের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমাজচ্যুত সাহাবায়ে কিরামত্রয়ের ব্যাপারে ইরশাদ করেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٠

"এবং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল যে, তিনি উহাদেরকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৯ ঃ ১০৬)।

এমতাবস্থায় সমাজচ্যুত সাহাবীত্রয় আশংকাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, আমরা মৃত্যুবরণ করিলে আমাদের জানাযায় রাসূলুল্লাহ (স) এবং কোন মুসলমান আসিবে না। আমাদের জানাযাও হইবে না এবং দাফন-কাফনও হইবে না। আল্লাহ্ না করুন, আর এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করিলে আমরা চিরদিনের জন্য মুসলিম সমাজচ্যুত হইয়া পড়িব। আর আল্লাহ্‌র রহমত তো পাওয়ার কোন ভরসাই নাই। এইভাবে তাহারা চরম মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। তদুপরি স্ত্রীদের নিকট হইতে নির্জনতা অবলম্বনের নির্দেশ আরো শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রেরিত দূত খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা) স্ত্রীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে তালাক দিবেন কিনা ব্যাখ্যা চাহিলে—শুধু দৈহিক ও অন্যান্য খেদমত লইতে নিষেধ করা হয়। এইভাবে চল্লিশ দিনের পর ক্রমান্বয়ে পঞ্চাশ দিনের দিকে তাহাদের বয়কট চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সিরিয়ার গাস্সান অধিপতির নিকট হইতে কা'ব (রা)-এর নিকট চিঠি আসিল যাহা ছিল রেশমী কাপড়ে মোড়ানো। তাহাতে লিখা ছিল ঃ

أَمَّا بَعْدُ فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك واقصاك ولم يجعلك الله بدار الهوان ولا مصنيعة فان كنت مجولا فالحق بنا نواسيك .

"অতএব আমি জানিতে পারিলাম, আপনার (কা'ব) অধিকর্তা আপনার প্রতি অবিচার করিয়াছে। আল্লাহ্ আপনাকে তুচ্ছ অথবা ধ্বংসকর পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই। আপনি আমাদের কাছে চলিয়া আসুন। আমরা আপনাকে সহায়তা করিব।"

কা'ব (রা) চিঠি পড়িয়া দেখিলেন, কাফির-মুশরিক সম্প্রদায় তাহাকে কুফুরীর দিকে আহ্বান করিতেছে যাহা তাঁহার জন্য এইরূপ বিভীষিকাময় মুহূর্তে ঈমানের চরম পরীক্ষাস্বরূপ। তিনি উক্ত পত্র পাঠ করিয়া তাহা আগুনে জ্বালাইয়া আল্লাহ্র নিকট হইতে ক্ষমার প্রবল আশা লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পঞ্চাশ দিবস রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর তাঁহাদের ক্ষমা করা হইয়াছে এই মর্মে (৯ ঃ ১১৭-১১৯) আয়াত নাযিল করিলেন।

ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (স) উহা সাহাবীগণকে জানাইয়া দিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক ও 'উমার (রা) পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রতিযোগিতামূলকভাবে সমাজচ্যুত সাহাবীত্রয়ের সহিত সালাম, মুসাফাহা করিতে ছুটিয়া আসিলেন।

অতঃপর কা'ব (রা) মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) চতুর্দিকে মানুষ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। অতঃপর সেই বসা মানুষদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সহিত মুসাফাহা (করমর্দন) করিলেন এবং মুবারকাবাদ জানাইলেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে তিনি সালাম দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারক সুসংবাদের আনন্দে বিদ্যুতের মত জ্বলজ্বল করিতেছিল। এমতাবস্থায় তিনি (স) বলিলেন ঃ

ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك.

"আমি তোমাকে এমন শ্রেষ্ঠতম কল্যাণকর সুসংবাদ দিতেছি যাহা তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর কোন দিন পাওনি।"

তখন কা'ব (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সুসংবাদ কি আপনার তরফ হইতে না আল্লাহ্র তরফ হইতে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, আমার তরফ হইতে নহে বরং আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তিলাওয়াত করিলেন নিম্নোক্ত আয়াত যাহা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَي النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ . وَعَلَي الثَّلٰثَةِ

الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لاَّ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۰ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۰

"আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল সংকটকালে—এমনকি যখন তাহাদের এক দলের চিত্তবৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। পরে আল্লাহ্ উহাদেরকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো উহাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহার জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিষহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই, তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত। পরে তিনি উহাদের তওবা কবূল করিলেন যাহাতে উহারা তওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও" (৯ ঃ ১১৭-১১৯)।

তাবূক অভিযানত্যাগী মু'মিন ও মুনাফিকদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণ ফায়সালা নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) মুনাফিকদের মিথ্যা ওযর-আপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহ্র ফায়সালা অনুযায়ী তাহাদেরকে ক্ষমা করা এবং বায়'আতপূর্বক তাহাদের জন্য দো'আ করা ছিল ন্যায়সঙ্গত।

(২) শর'ঈ হুকুম প্রকাশ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কার্যকর হয়। মুনাফিকরা বাহ্য সাক্ষ্য-প্রমাণে মিথ্যা ওযরে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিল সেহেতু অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করিয়া শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

(৩) কা'ব (রা), মুরারা (রা), হিলাল (রা) নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং যে কোন শাস্তি গ্রহণে সম্মত ছিলেন, সেহেতু তাহাদের ব্যাপারে বিধান দ্রুত নাযিল হয় নাই।

(৪) বাহ্যিক শর'ঈ ওযর থাকায় তাঁহাদেরকে আল্লাহ্র ফায়সালার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(৫) একনিষ্ঠ তওবার জন্য তাঁহাদেরকে বয়কট করা হয় যাহাতে ঈমানের দৃঢ়তা আসে।

(৬) মিথ্যা পরিহার করায় কা'ব (রা), হিলাল (রা) ও মুরারা (রা)-কে সিদ্দীক উপাধি দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যদিগকেও তাঁহাদের দলভুক্ত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। আর তাহাদের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা পরিশুদ্ধ হইতে পারেন।

উল্লিখিত যুদ্ধত্যাগীদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) যাবতীয় বিধিনিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক করিয়াছেন এবং বয়কটের ফায়সালা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজস্ব অথবা

গোপন নির্দেশের ভিত্তিতে হইয়াছিল যাহা ছিল আগত মুসলিম জাতির জন্য এক অনুপম ন্যায়নিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত বয়কট বহাল ছিল যাহা হইতেছে তওবা কবূলের সময়কাল, অতঃপর তওবা কবূল হইলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ গ্রহণ করা হইল (তাফসীর আল-মাযহারী, ৪খ., পৃ. ২৮৩-২৮৪, ২৯০, ৩১০-৩২০; ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ২খ.; ইব্ন আল-হাসান আত-তাবরাসী, মাজমা'উল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ৫খ., পৃ. ১১৯-১২০)।

সংবাদ যাচাইয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়নীতি

মুস্তালিক গোত্রের সরদার উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা)-এর পিতা হযরত হারিছ ইব্ন দিরার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেন। তিনি দীন ইসলাম কবূল করিবার পর যাকাত আদায় করিবার অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, এখন আমি সগোত্রে ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরকেও দীন ইসলাম কবূল ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দিব। যাহারা আমার কথা মানিবে এবং যাকাত আদায় করিবে, আমি তাহাদের যাকাত একত্র করিয়া আমার নিকট জমা রাখিব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখের মধ্যে কোন দূত আমার নিকট প্রেরণ করিবেন যাহাতে আমি যাকাতের জমাকৃত অর্থ তাহার হস্তে সোপর্দ করিতে পারি।

অতঃপর হারিছ (রা) যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করিলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত আগমন করিল না, তখন তিনি আশংকা করিলেন যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (স) কোন কারণে তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। হারিছ (রা) আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করিলেন এবং সকলে মিলিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করিলেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) নির্ধারিত তারিখে ওয়ালীদ ইব্ন উকবা (রা)-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠাইয়া দেন। জাহিলী যুগে ওয়ালীদ ইব্ন উকবার সহিত মুস্তালিক গোত্রের পুরাতন শত্রুতা ছিল। ওয়ালীদ যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌছান তখন মুস্তালিক গোত্র তাহার অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে বাহির হইয়া আসে। ওয়ালীদ মনের সন্দেহবশত ভাবিলেন যে, তাহারা বোধহয় পুরাতন শত্রুতার কারণে তাহাকে হত্যা করিতে আগাইয়া আসিতেছে। সেমতে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করিলেন, তাহারা যাকাত দিতে সম্মত নয় বরং আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, গোপনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। যদি তাহাদের ঈমানের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় তবে তাহাদের নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিবে, নতুবা কাফিরদের সহিত যেমন ব্যবহার করা হয় তাহাদের সহিতও তেমন ব্যবহার করিবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ

অনুযায়ী খালিদ (রা) তথায় গুপ্তচরের মাধ্যমে মাগরিব ও 'ইশার নামাযের আযান শুনিতে পাইলেন। অতএব তিনি তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে আনুগত্য ও কল্যাণকর বিষয় ছাড়া ফেতনা-ফাসাদ মূলত কিছুই পান নাই। অতঃপর খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া উপরিউক্ত সংবাদ প্রদান করিলেন।

আল্লাহ তা'আলা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সংবাদের সত্যতামূলক এবং 'উকবার সংবাদ ধারণাপ্রসূত অসত্যমূলক তাহা প্রমাণ করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন, যাহা ছিল ন্যায়পরায়ণতা বিকাশের অন্যতম সুযোগ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْآ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

"হে মু'মিনগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট সংবাদ আনয়ন করে তবে তোমরা তাহা যাচাই করিয়া দেখিবে, যাহাতে অজ্ঞানতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও, অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও" (৪৯ ঃ ৬; আততাফসীর আল-মাযহারী, ৯খ., পৃ. ৪৫-৪৬; মুফতী শফী, মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত সং. পৃ. ১২৭৮)।

উল্লেখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কতিপয় ন্যায়পরায়ণতা উদঘাটিত হইয়াছে। যথা ঃ

(১) হারিছ (রা)-এর ওয়াদা মুতাবিক যাকাত সংগ্রহে নির্দিষ্ট মাসে, নির্দিষ্ট দিনে দূত প্রেরণ।

(২) ধারণার বশবর্তী হইয়া ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উকবা সত্যে উপনীত না হইয়া ইজতিহাদী সংবাদ রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রদান করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহা গ্রহণ না করিয়া পুনরায় খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

(৩) খালিদ (রা) যাকাত গ্রহণ করিয়া যাচাইকৃত সঠিক তথ্য পরিবেশন করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেই মুহূর্তে উল্লিখিত আয়াত নাযিল করিয়া সত্যায়ন করিলেন। ফলে বনুল-মুস্তালিক অযাচিত অন্যায় যুদ্ধ হইতে বাঁচিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (স) দূরদর্শিতার মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণভাবে যাচাই করিয়া অগত্যা এক অহেতুক যুদ্ধ হইতে নিরাপদ হইলেন।

সময় বণ্টনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার, বাহ্যিক আচরণ, অভ্যন্তরীণ আচরণ, প্রকাশ্য-গোপন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিকসহ সর্বাঙ্গণে সময় বণ্টনের ক্ষেত্রেও ছিলেন ন্যায়পরায়ণতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত, যাহা পূর্ণাঙ্গভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে ইমাম হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর হাদীছ হইতে। তিনি 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

كان دخوله لنفسه ماذونا له فى ذلك و كان اذا اتى الى منزله جزء دخوله ثلاثة اجزاء (١) جزء الله . (٢) جزء لاهله (٣) وجزء لنفسه . ثم يجعل جزأه بين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا فكان من سيرته فى جزء الامة ايثار اهل الفضل باذنه وقسمته على قدر فضلهم فى الدين منهم ذوالحاجة ومنهم ذوالحاجتين ومنهم ذو الحوائز فيشغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والامة من مسالته عنهم واخبارهم بالذي ينبغي لهم يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لايستطيع ابلاغي حاجته فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لايستطيع ابلغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده الا ذلك ولا يقبل من احد غيره . . . . قد وسع الناس منه خلقه فصار لهم أبا و صار عنده فى الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وامانة .

"ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার এই অনুমতি ছিল যে, যখনই ইচ্ছা করিতেন তখনই তিনি গৃহে প্রবেশ করিতে পারিতেন। তবুও তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠ অভ্যাস ছিল, যখনই গৃহে গমন করিতেন তাঁহার সময়কে তিনভাগে ভাগ করিতেন।

(১) এক ভাগ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য;

(২) দ্বিতীয় ভাগ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য;

(৩) এবং তৃতীয় ভাগ নিজের আরামের জন্য; আবার নিজ আরামের সময়টুকুও লোকজনের কল্যাণে ব্যয় করিতেন।

তাঁহার অভ্যাস ছিল, উম্মতের জন্য নির্ধারিত সময়ে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী জ্ঞানীদেরকে প্রাধান্য দিতেন এবং ঐ সময়ের বণ্টনে দীনী মর্যাদা হিসাবে তারতম্য ঘটিত। তাহাদের মধ্যে কাহারও থাকিত একটি কাজ, কাহারও থাকিত দুইটি কাজ এবং কাহারও কয়েকটি কাজ।

তোমরা আমাকে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন অবগত কর, যে তাহার প্রয়োজনকে আমার নিকট পর্যন্ত পৌছাইতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি আমীর (প্রশাসক) পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তির প্রয়োজনকে পৌছাইয়া দিয়াছে, যে তাহার নিজের প্রয়োজনকে ঐ পর্যন্ত পৌছাইতে পারে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে দৃঢ়পদ রাখিবেন। এই কথাই তাহার কাছে আলোচিত হইত এবং ইহা ছাড়া তিনি কাহারও কোন কথা পছন্দ করিতেন না।

তাঁহার ব্যবহার সমস্ত লোকের জন্য সমান ছিল। (স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে) তিনি ছিলেন তাঁহাদের পিতা। আর লোকেরা সব (অধিকারের ক্ষেত্রে) তাঁহার নিকট ছিল সমান। তাঁহার মজলিস ছিল ধৈর্যশীলতা, লজ্জাশীলতা, সততা ও আমানতের মজলিস।

উল্লিখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়নিষ্ঠ সময় বন্টনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে (আখলাকুন নবী (স), অনুবাদ, ই.ফা.বা., পৃ. ৬-৭)।

মুবাহালার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

নবম মতান্তরে দশম হিজরীতে নাজরান খৃস্টান প্রতিনিধি দল আগমন করে। তাহারা বলিল, হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং আল্লাহ; আল্লাহ্‌র পুত্র, তিন আল্লাহ্‌র মধ্যে আল্লাহ্। কেননা তিনি মৃতকে জীবিত করেন, কুষ্ঠরোগীকে ভাল করেন, ধবল রোগীকে আরোগ্যসহ অন্যান্য রোগব্যাধি আরোগ্য করেন, অদৃশ্যের সংবাদ দেন, মাটি দ্বারা পাখি বানাইয়া ফুৎকার দিয়া আকাশে উড়াইয়া দেন। এইসব আল্লাহ্‌র কাজ। অতএব তিনি আল্লাহ্। ইহা ছাড়া তাঁহার কোন পিতা নাই। তাই আল্লাহ্‌ই তাঁহার পিতা হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এতদ্ব্যতীত তিনি মাতৃক্রোড়ে কথা বলিয়াছেন যাহা একমাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে দীন ইসলাম কবূল করিবার দাওয়াত দিলেন। তাহারা বলিল ঃ হাঁ। আমরা তো আপনার পূর্বেই ইসলাম কবূল করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের উভয়কে (আকিব ও আরহামকে) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

الا كذبتما يمنعكما من الاسلام ادعا ؤكما الله ولدا وعبادتكم الصليب وأكلكما الخنزير .

" তোমাদের মিথ্যা বক্তব্যই তোমাদেরকে দীন ইসলাম কবূল করা হইতে বিরত রাখিয়াছে। কেননা তোমরা আল্লাহ্‌র পুত্র স্বীকার কর, ক্রুশের পূজা কর এবং শূকরের গোশত খাও (যাহা হারাম)"।

তাহারা বলিল, ঈসা (আ)-এর পিতা যদি খোদা না হয় তবে তাহার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি জান না, আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব। কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু হইবে। প্রতিনিধি দল বলিল, জানি। রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বলিলেন, তোমাদের কি এই কথা জানা নাই যে, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করিয়া দেন। সবকিছুকে সংরক্ষণ ও রিযিক দানের দায়িত্ব তাঁহারই। তাহারা উত্তর দিল, জানি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই রকম গুণ কি হযরত ঈসা (আ)-এর রহিয়াছে? তাহারা উত্তর দিল, না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি এই জ্ঞান রাখ না যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র অগোচরে নাই? তাহারা বলিল, জানিব না কেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই রকম গুণ কি হযরত ঈসা (আ)-এর আছে? তাহারা বলিল, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমাদের প্রতিপালক হযরত ঈসা (আ)-কে তাঁহার মায়ের উদরে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের আল্লাহ পানাহারের প্রয়োজন হইতে মুক্ত। তাহারা বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা কি এতটুকুও বুঝিতেছে না, তাঁহার মাতা হযরত ঈসা (আ)-কে অন্যান্য গর্ভধারিণী স্ত্রীলোকদের মতই আপন উদরে ধারণ করিয়াছিলেন, প্রসবও করিয়াছিলেন অন্যান্য মহিলাদের মত, তারপর তিনি আহার দিয়াছিলেন যেমন অন্যান্য শিশুদেরকে দেয়া হয়। তিনি পানাহার করিতেন এবং

প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ করিতেন। তাহারা বলিল, এই কথা আমরা জানি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহার পরও তোমরা তাহাকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে কর কিভাবে? খৃস্টানরা নির্বাক হইয়া গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের প্রারম্ভ হইতে আশিটি আয়াত নাযিল করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) শক্তি প্রয়োগ না করিয়া মুবাহালা করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে জিয্য়া গ্রহণ করিয়া তাহাদেরকে শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১খ., ৩২৮ ও অন্যান্য তাফসীর; তাফসীরে নূরুল কোরআন, ৩খ., পৃ. ১৫৬-১৫৮, ২৬৯-২৭১; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫০৬)।

সন্ধির শর্ত বহির্ভূত মহিলাদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হইবার পর মক্কা হইতে কিছু সংখ্যক মু'মিন মহিলা আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর নিকট মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলেন। তাহাদের আত্মীয়-স্বজন হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী তাহাদেরকে ফেরত দাবি করিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (স) এই দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ন্যায়পরায়ণতার মদদগার রাসূলুল্লাহ (স) যুক্তি দেখাইলেন যে, এই বিষয়ে চুক্তিতে লিখিত বক্তব্য হইতেছে ঃ

وعلي أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان علي دينك الا رودته إلينا .

"আমাদের মধ্য হইতে যে সমস্ত পুরুষ আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিবে তাহারা যদিও আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তথাপিও তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে"।

কিন্তু মহিলাদের ব্যাপারে চুক্তিতে কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। অতএব মহিলাগণ চুক্তির শর্ত বহির্ভূত। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَي الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَاۤ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَاۤ اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَي الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ . يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰي اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ

يَفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আসিলে তাহাদেরকে পরীক্ষা করিও। আল্লাহ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারিগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিররা মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তোমরা তাহা উহাদেরকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদেরকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদেরকে তাহাদের মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট রহিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদেরকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। হে নবী! মু'মিন নারীরা যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৬০ ঃ ১০-১২)।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন মু'মিন মহিলা হিজরত করিয়া আসিলে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষ স্বীকারোক্তি করিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর মদীনায় থাকার অনুমতি লাভ করিত, ফেরত পাঠান হইত না। আর যাহারা উক্ত শর্ত মুতাবিক অঙ্গীকার করিত না তাহাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠান হইত। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) মু'মিন নারীদের মদীনায় আশ্রয় দিয়া হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষা করিয়াছেন (সহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং ২৭৩২, ২৭৩১; পৃ. ৫৪৯; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৩-২৫৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৩৬২; মহানবী (স) জীবন চরিত, পৃ. ৪৯৫)।

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতামূলক ভাষণ

আল্লাহ্র রাসূল (স) বিদায় হজ্জে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য আরাফা ও মিনায় খুতবাহ প্রদান করিয়াছেন। তিনি মুসলমানদেরকে বিদায় হজ্জে ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বলেন ঃ

(١) ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . (٢) ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع . (٣) ودماء

الجاهلية موضوعة . (٤) فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بامانة الله . (٥)واستحللتم فروجهن بكلمة الله . (٦) ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه . (٧) فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح . (٨) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .(٩) وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله . (١٠) أنتم تسالون عنى فما أنتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال باصبعه السبابة يرفعها الي السماء وينكتها الي الناس اللهم اشهد ثلاث مرات .

(১) "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের নিকট তেমন পবিত্র যেমন পবিত্র আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর।

(২) জাহিলী যুগের অনৈসলামিক সকল কার্যকলাপ আমার পদতলে, এই ব্যাপারে সাবধান থাকিবে।

(৩) জাহিলী যুগের অবৈধ অনৈসলামিক সকল রক্তপাত বন্ধ করা হইল।

(৪) আর তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করিও। কেননা তাহাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র আমানতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছ।

(৫) আর আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক তাহাদেরকে সম্ভোগের বৈধতা লাভ করিয়াছ।

(৬) তাহাদের (স্ত্রীদের) উপর তোমাদের হক রহিয়াছে যে, তাহারা স্বামীর অবর্তমানে তাহাদের সতীত্ব রক্ষা করিবে।

(৭) যদি তাহারা (স্ত্রীগণ) স্বামীর অবর্তমানে অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয় তবে তাহাদেরকে এমনভাবে প্রহার কর যেন শরীরে দাগ না পড়ে।

(৮) তোমাদের উপর তাহাদের (স্ত্রীদের) হক রহিয়াছে যে, তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী তাহাদেরকে খোরপোষ প্রদান করিবে।

(৯) তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি এমন বস্তু যাহা আকড়াইয়া ধরিলে তোমরা আমার অবর্তমানে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইতেছে ঃ (ক) আল্লাহ্র কিতাব ও (খ) তাঁহার রাসূলের সুন্নাত।

(১০) হাশরের মাঠে তোমরা আমার সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হইবে। অতএব তাহার জবাবে তোমরা কী বলিবে? সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আমরা সকলে অবশ্য অবশ্য সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় নসীহত যথাযথভাবে আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার শাহাদাত আঙ্গুলী আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়া সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর দিকে ইঙ্গিতপূর্বক ঘোষণা করিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও! হে আল্লাহ। তুমি সাক্ষী থাকিও! (আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছি)" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৭৪)।

অন্য রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

يايها الناس اسمعوا وأطيعوا وان أمرعليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله تعالي . ارقاءكم ارقاءكم أطعموهم مماتأكلون واكسوهم مما تلبسون وان جاؤا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم أيها الناس اسمعوا قولي اعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وان المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم .

"হে মানুষ! তোমাদের আমীর (নেতা) যদি হাবশী কৃষ্ণ দাসও হয়, তথাপি তাহার আদেশ-নিষেধ মান্য করিবে এবং আনুগত্য করিবে যাবত তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করিবে।"

"তোমাদের দাস! তোমাদের দাস! তোমরা যাহা খাইবে তাহাকেও তাহা খাওয়াইবে। তোমরা যাহা পরিধান করিবে তাহাকেও তাহা পরিধান করাইবে। আর যদি উক্ত দাস কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলে যাহা ক্ষমার অযোগ্য তবে আল্লাহ্র বান্দাকে বিক্রয় করিয়া দাও, কষ্ট দিও না।"

"হে মানুষ! তোমরা আমার বক্তব্য শ্রবণ কর এবং উপলব্ধি করিয়া শিক্ষা গ্রহণ কর। এক মুসলিম অপর মুসলিম-এর ভাই। আর অবশ্যই মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। নিজের জন্য যাহা পছন্দনীয় তাহা ছাড়া মুসলমান ভাইয়ের জন্য অন্যকিছু পছন্দ করা বৈধ নহে।"

"তোমরা পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিবে না"

(ড. মুহাম্মাদ সাঈদ রমযান আল-বূতী, ফিকহুস সীরাহ আন-নাববিয়্যা, পৃ. ৩২৫-৩২৬)। ইহা রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও পালন করিয়াছেন এবং মুসলমানদেরকে পালন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

ন্যায়নিষ্ঠার সহিত দ্বিতীয় আকাবার বায়'আত পালন

হজ্জের মওসুমে প্রথম আকাবার বায়'আত মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় আকাবার বায়'আত মদীনা হইতে মক্কায় আগত আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় সত্তরজন পুরুষ ও ২জন স্ত্রীলোকের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বায়'আতের সময় তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যাবতীয় শর্ত আন্তরিকতার সহিত মানিয়া লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটিমাত্র শর্তে আবদ্ধ করিয়া লয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রদত্ত শর্তটি চিরস্থায়ীভাবে মানিয়া লইয়া তাহা যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া অনুপম প্রতিশ্রুতি রক্ষার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন যাহা নিম্নে আলোচিত হইল ঃ

মুস'আব (রা) বলিলেন ঃ "অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) কথা বলিলেন, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন, আল্লাহ্র পথে আহবান করিলেন, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের এই মর্মে শপথ লইতেছি, তোমরা তোমাদের জীবন, সন্তান ও স্ত্রীদের যেইভাবে হেফাযত কর আমাকে সেইভাবে হেফাযত করিবে। মুস'আব (রা) বলিলেন,

আল-বারাআ ইব্ন মা'রূর (রা) তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন! আমরা নিশ্চয় আপনাকে হেফাযত করিব নিজেদের সম্মানকে হেফাযত করিবার মত। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার হাতে হাত রাখিয়া শপথ লইলাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যোদ্ধা সন্তান। আমরা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী। এই শৌর্য আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠিত। বারাআ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বলিয়া যাইতেছেন। আবুল হায়ছাম ইব্ন তায়্যিহান (রা) মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদীদের সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। আমরা (আপনার সম্মানে) তাহা ছিন্ন করিব। আমরা যদি ইহা করি এবং আল্লাহ তা'আলা যদি আপনাকে বিজয় দান করেন তাহা হইলে আবার আমাদেরকে ছাড়িয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া আসিবেন না তো?

"এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ঈষৎ মুচ্‌কি হাসিলেন, অতঃপর বলিলেন, কঠিন অঙ্গীকার। আমি তোমাদের, তোমরাও আমার! যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে আমিও তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব। যাহারা তোমাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবে আমিও তাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইব। কা'ব (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের পক্ষ হইতে বারজন প্রতিনিধি আমার নিকট পাঠাও যাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবে। তাহারা তাহাদের মধ্য হইতে বারজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া প্রেরণ করিল ঃ নয়জন খাযরাজের, তিনজন আওসের। বায়'আত সমাপ্ত হওয়ার পর আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নাদলা (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি ইচ্ছা করিলে আগামীকালই আমরা আমাদের তরবারি লইয়া মিনাবাসীর উপর চড়াও হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি সেই আদেশ প্রদান করি নাই। তোমরা বরং তোমাদের কাফেলায় ফিরিয়া যাও। অতএব তাহারা তাহাদের কাফেলায়" ফিরিয়া গেল।

আল্লাহ্‌র রাসূল (স) মদীনায় হিজরতের পর আকাবার দ্বিতীয় চুক্তি অনুযায়ী জীবনে কোনদিন মক্কায় বসবাসের জন্য ফিরিয়া আসেন নাই এবং তাঁহারদেরকে ত্যাগও করেন নাই। বর্তমানে তাঁহার রওযা শরীফও মদীনায়। এই রকমই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুক্তি প্রতিপালনে ন্যায়সঙ্গত অনুপম দৃষ্টান্ত (মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., ৩৮২-৩৮৩)।

হুদায়বিয়ার সন্ধি রক্ষায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়পরায়ণতা

হুদায়বিয়ার সন্ধি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মক্কার কুরায়শদের প্রতিনিধি সুহায়ল ইব্ন আমরের সহিত সম্পাদনের সময় নও-মুসলিম আবূ জান্দাল ইব্ন সুহায়ল (সুহায়লের পুত্র) উপস্থিত হন। তিনি কাফিরদের অত্যাচারে জর্জরিত ও শৃংখলাবদ্ধ ছিলেন। পায়ের শৃংখল টানিয়া টানিয়া মক্কার নিম্নভূমি দিয়া পলায়ন করিয়া তিনি মুসলমানদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন তাহার পিতা সুহায়ল ছেলেকে দেখামাত্র মুখে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, সন্ধির শর্তানুসারে সর্বপ্রথম আমি এই লোকটি সম্পর্কে ফায়সালা করিতে চাই যে, একে আমাদের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে। আবূ জানদাল (রা) চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে মুসলিম ভাইয়েরা! তাহারা আমাকে ফেরত নিতে পারিলে ধর্মচ্যুত করিবে নতুবা হত্যা করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সন্ধির কাজ এখনো তো শেষ হয় নাই (তাই তাহাকে আমরা

তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইব না)। সুহায়ল (রা) বলিল, যদি তাই হয় তবে তোমার সঙ্গে সন্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ জান্দলের (রা) ব্যাপারটি সন্ধি বহির্ভূত রাখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মিকরায ইব্ন হাফসের সহিত তাল মিলাইয়া সুহায়ল জিদ ধরিল, না, তাহাকে অবশ্যই ফিরাইয়া দিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) সন্ধির শর্ত মানিয়া আবূ জান্দাল (রা)-কে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর সন্ধির শর্ত পালনের সর্বপ্রথম ন্যায়পরায়ণতার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত। (মহানবী (স)-এর জীবনী বিশ্বকোষ (অনুবাদ), ১খ., পৃ. ৪৭২; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা আন-নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৪৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; স্থা., নিবন্ধগর্ভে সংযোজিত; (২) ইমাম আল-বুখারী, আস-সাহীহ, মুকাম্মাল জিলদ, দারুস সালাম, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৭/১৯৯৭; (৩) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল-মাগাযী, 'আলামুল কুতুব, বৈরূত, ৩য় সং. ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ খৃ.; (৪) ইব্ন হিশাম, আস-সীরা আন-নাবাবিয়্যা, দারুল খায়র, বৈরূত, ২য় সং. ১৪১৬ হি. / ১৯৯৫ খৃ.; (৫) ইমাম ইবনুল কায়্যিম, যাদুল-মা'আদ, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত, ২য় সং. ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (৬) ইব্ন খলীফা উলয়াবী, মাওসূ'আতু ফাতাওয়ায়ান-নাবী (স), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, প্রথম সং., ১৪১২ হি. / ১৯৯২ খৃ.; (৭) সাফীউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল-মাখতূম, দারুল খায়র, দামিশক ১৪১৭ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (৮) আহমাদ খালীল জুমসাহ, নিসাউ আহলিল-বায়ত, আল-ইয়ামামা, দামিশক, দ্বিতীয় সং. ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খৃ.; (৯) ইব্ন আহমাদ আস-সামহূদী, ওয়াফাউল-ওয়াফা বি-আখবারি দারিল-মুসতাফা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত তা.বি.; (১০) মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী, রাওয়াবি'উল বায়ান তাফসীর আয়াতিল আহকামি মিনাল-কুরআন, দারু ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, ১ম সং. ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (১১) 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-খাযিন, তাফসীরুল-খাযিন, দারুল ফিকার, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ খৃ.; (১২) বুরহানুদ্দীন আল-বিকা'ঈ, নাজমুদ-দুরার, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১ম সং., ১৪১৫ হি. / ১৯৯৫ খৃ.; (১৩) আয্-যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ, দারুল কিতাব আল-'আরাবী, তা.বি.; (১৪) মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা, আল-মানার, দারুল ফিকর, দ্বিতীয় সং., তা.বি.; (১৫) ইব্ন মাসউদ আল-ফাররা' আল-বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল, দারুল ফিকার, বৈরূত ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খৃ.; (১৬) আহমাদ মুস্তাফা আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, দার ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা.বি.; (১৭) শায়খ ইসমাঈল হাক্কী আল-বিরসূয়ী, রূহুল-বায়ান, দার ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, সপ্তম সং. ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খৃ.; (১৮) শায়খ আত-তারিফাহ্ আত-তূসী, তাফসীর আত-তিব্য়ান, মাকতাবাতুল আমীন, তা.বি.; (১৯) ড. ওয়াহ্বা আয-যুহায়লী, আত-তাফসীরুল মুনীর, দারুল ফিকর আল-মা'আসির, বৈরূত, ১ম সং. ১৪১১ হি. / ১৯৯১ খৃ.; (২০) আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান, দারুল-ফিকর, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৫ হি. / ১৯৯৫ খৃ.; (২১) আল্লামা আল-আলূসী আল-বাগদাদী, রূহুল-মা'আনী, দার ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, ৪র্থ সং. ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খৃ.; (২২) মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, মিন নূরিল-কুরআনিল-কারীম, দারুস-সালাম, ১ম সং. ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (২৩) ইব্ন নাসির আস-সা'দী, তাফসীরু কালামিল মান্নান, মাকতাবা নাযার মুস্তাফা আলবাব, মক্কাতুল

মুকাররমা, ১ম সং., ১৪১৫ হি. / ১৯৯৫ খৃ.; (২৪) আবূ তাহির আল-ফীরূযাবাদী, তাফসীরু ইব্‌ন আব্বাস, দারুল ফিকার, বৈরূত, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৫ হি. / ১৯৯৫ খৃ.; (২৫) আল বায়দাবী, তাফসীর, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা.বি.; (২৬) মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, তাফসীরুল কাসিমী, দারু ইহ্‌য়াইল কুতুব আল-আরাবিয়্যা, তা.বি.; (২৭) আবূস সুউদ মুহাম্মাদ, তাফসীরু আবিস সুউদ, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, ৩য় সং. ১৪১১ হি. / ১৯৯০ খৃ.; (২৮) জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আত্-তাফসীরুল মা'ছূর, দারুল ফিকার, ১ম সং., ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ খৃ.; (২৯) মো. আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম সং. ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ খৃ.; (৩০) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, বাংলা অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, তাফহীমুল কুরআন, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম সং. ১৩১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (৩১) আল-কাসতাল্লানী, ইরশাদুস্-সারী, শারহি আল-বুখারী, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা.বি.; (৩২) ইমাম আল-'আয়নী, উমদাতুল কারী, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.; (৩৩) ড. মুহাম্মাদ আ. রহীম, তাফসীরুল হাসান আল-বাসরী, দারুল হাদীছ, আল-কাহিরা, তা.বি.; (৩৪) ড. মুহাম্মাদ সা'ঈদ রামাদান আল-বূতী, ফিকহুস সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, দারুল ফিকার, দামিশক, ১১তম সং. ১৪১২ হি. / ১৯৯১ খৃ.; (৩৫) ইমাম আল-কুরতুবী, আল-জামে' লি-আহ্‌কামিল- কুরআন, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ.; (৩৬) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীর আল-কাবীর, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, ৩য় সং. তা.বি.; (৩৭) মুফতী মুহাম্মাদ শফী', তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, অনুবাদ ই.ফা.বা., পঞ্চম সং., ১৪০৪ হি. / ২০০০ খৃ.; (৩৮) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল আদয়ান লিত-তুরাছ, ১ম সং. ১৪০৮ হি . / ১৯৮৮ খৃ.; (৩৯) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত তা.বি.; (৪০) সংকলন ও সম্পাদনা, নাদরাতুন-না'ঈম, (অনু. মহানবী (স.)-এর জীবনী বিশ্বকোষ), দারুল ওয়াসীলা, ঢাকা, ১ম সং. ১৪২১ হি. / ২০০০ খৃ.; (৪১) সালিহ ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন হুমায়দ, মাওসূআতু নাদরাতিন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম (স), দারুল ওয়াসীলা, জিদ্দা, ৩য় সং. ১৪১৯ হি. / ১৯৯৯ খৃ.; (৪২) শায়খ তানতাবী জাওহারী, আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুরআন, মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, মিসর, ২য় সং. ১৩৫০ হি.; (৪৩) মুহাম্মাদ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, দারুল মা'রিফা, বৈরূত তা.বি.; (৪৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়ূসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১ম সং. ১৪১৪ হি. / ১৯৯৩ খৃ.; (৪৫) কাযী আবুল ফাদল ইয়াদ, আশ-শিফা বিতারীখি হুকূকিল-মুসতাফা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা.বি.; (৪৬) হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী (র), আখলাকুন নবী (স), অনুবাদ ই.ফা.বা., ১ম সং., ১৪১৫ হি. / ১৯৯৪ খৃ.; (৪৭) ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, ই.ফা.বা., ১ম সং., ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (৪৮) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ১ম সং., ১৪১০ হি. / ১৯৮৯ খৃ.; (৪৯) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত (স), অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ই.ফা.বা., দ্বিতীয় সং. ১৪২৩ হি. / ২০০২ খৃ.; (৫০) মাওলানা আবুল

কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত (স) ই.ফা.বা., অনুবাদ ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী, ১ম সং. ১৪২২ হি. / ২০০২ খৃ.; (৫১) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, আনুবাদ এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১ম সং. ১৯৯১ খৃ.; (৫২) শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন নুবূওয়াত, মাকতাবা দানিশ, দেওবন্দ, ইউপি, ১ম সং. ১৯৮০ খৃ.; (৫৩) মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মাদ (স), মাকতাবা আন-নাহাদাতিল মিসরিয়্যা, ১৩তম সং. ১৯৬৮ খৃ.; (৫৪) ড. আকরাম জিয়া আল-উমারী, রাসূলের যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড) রূপ ও বৈশিষ্ট্য, মো. সাজ্জাদুল ইসলাম অনূদিত, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯ হি. / ১৯৮৮ খৃ.; (৫৫) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৫৬) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ১ম সং., বৈরূত, ১৪১২ হি. / ১৯৯১ খৃ.; (৫৭) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত তা.বি.; (৫৮) 'আলাউদ্দীন আলী আল-বুরহানপুরী, কানযুল উম্মাল, ১ম সং., বৈরূত ১৪০৯ হি. / ১৯৮৯ খৃ.; (৫৯) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সং., বৈরূত ১৪১৫ হি. / ১৯৯৫ খৃ.; (৬০) আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, মুয়াস্সাসাতির রিসালা, ১১শ সং., ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খৃ.; (৬১) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যা, লেবানন ১৪১৩ হি. / ১৯৯৩ খৃ.; (৬২) ড. ওসমান গণী, মহানবী (স), মল্লিক ব্রাদার্স, ৪র্থ সং., কলিকাতা, ১৯৯৬ খৃ.; (৬৩) মাহমূদ শীছ খাত্তাব, সুফারাউন-নাবী, মুআস্সাসাতুল আদয়ান, ১খ.,, ১ম সং. বৈরূত ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খৃ.; (৬৪) সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, কানযুল ঈমান ওয়া খাযাইনুল ইরফান, গুলশান-ই হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, ৩য় প্রকাশ, চট্টগ্রাম, ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খৃ; (৬৫) কাদী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীর আল-মাযহারী, মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, কুয়েত তা.বি.; (৬৬) মুফতী মুহাম্মদ শাফী', অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত সং.), তা.বি.; (৬৭) ইবনুল হাসান আত-তাবারসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মা'রিফা, দ্বিতীয় সং. ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ খৃ; (৬৮) ইমাম ইব্ন মাজা, সুনান ইব্ন মাজা, ই.ফা.বা. কর্তৃক অনূদিত, ১ম সং. ১৪২১ হি. / ২০০০ খৃ; (৬৯) ইমাম বুখারী, বুখারী শরীফ, অনূদিত ও সম্পাদিত ই.ফা.বা., ২য় সং. ১৪১৫ হি. / ১৯৯৫ খৃ; (৭০) সায়্যিদ কুত্ব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, অনুবাদ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন, ৯ম সং. ১৪২৪ হি. / ২০০৩ খৃ; (৭১) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, খাসাইসুল কুবরা, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, চতুর্থ সং., ঢাকা, ১৪২১ হি. / ২০০০ খৃ.; (৭২) ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফে ছানী, সাবদাত-মাআ'দ, অনুবাদ, মাহবুবুর রহমান, খাস মুজাদ্দিদীয়া প্রকাশনী খুলনা, ১ম সং., ১৪০৩ হি. / ১৯৮২ খৃ; (৭৩) ঐ লেখক, মাকতূবাত শরীফ, অনুবাদ, শাহ মুতী আহমদ আফতাবী, সূফীবাদ প্রচার সংস্থা, সাভার, দ্বিতীয় সং. ঢাকা, ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খৃ.।

জয়নাল আবেদীন খান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানদারী

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় অতিশয় মেহমাননাওয়ায ছিলেন। তাঁহার মতে মেহমানদারী ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ·

"যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন তাহার মেহমানকে সমাদর করে" (মুসলিম, ১খ., পৃ. ৫০)।

الخير اسرع إلى البيت الذى يوكل فيه من الشفرة الى سنام البعير ·

"কল্যাণ অতি দ্রুত অগ্রসর হয় ঐ গৃহের দিকে যেখানে একের পর এক মেহমানের দ্রুত আগমন ঘটে যেমন ছুরি তাড়াতাড়ি উটের কুঁজের দিকে চালানো হয়" (ইব্‌ন মাজা, আত'ইমা, বাবুদ-দিয়াফাতি, নং ৩৩৫৬-৭; মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩৭০)।

হযরত সালমান ফারিসী (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইলাম। তখন তিনি একটি কুশনে (বিসাদা) হেলান দিয়া বসা ছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি তাঁহার কুশনটি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন ঃ

يا سلمان اما من مسلم يدخل على اخيه فيلقى لها وسادة اكراما له إلا غفر الله له ·

"হে সালমান! যখন কোন মুসলমান তাহার ভাইয়ের নিকট আগমন করে, তখন যদি সে আগত মুসলমান ভাইয়ের সম্মানার্থে নিজের কুশন বসিবার জন্য বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন" (হাকেম-এর বরাতে, হায়াতুস-সাহাবা, পৃ. ৪৪৬)।

একদিন হযরত আবূ যাবীব (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অন্তরে মেহমানদারী করিবার খুব বেশী আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাতে কি কোন ছওয়াব হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ! ধনী-গরীব নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির সহিত সদ্ব্যবহার করা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। অতএব তুমি ছওয়াব পাইবে। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কত দিন পর্যন্ত একজন লোকের মেহমানদারী করিতে হয়? তিনি বলিলেন, তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা তোমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তুমি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে যদি তদপেক্ষা অধিক মেহমানদারী কর তবে উহা

সাদাকা হিসাবে গণ্য হইবে। ইহাতে তুমি ছওয়াব পাইবে। নতুবা তোমার মনে কষ্ট দিয়া তিন দিনের অধিক তোমার বাড়ীতে অবস্থান করা মেহমানের উচিৎ হইবে না (যুরকানী, শারহুল-মাওয়াহিব, ৪খ., পৃ. ৫৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) মেহমান সেবায় ধনী-গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। তাঁহার মেহমানখানা ছিল সকলের জন্য অবারিত; বরং তিনি মেহমানদারীর ক্ষেত্রে গরীব-দুঃখী লোকদিগকে এড়াইয়া যাওয়া আদৌ পছন্দ করিতেন না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে তিনি বলেন ঃ

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ٠

"সেই ওয়ালীমা (বিবাহভোজ) নিকৃষ্ট যেখানে শুধু ধনী শ্রেণীকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীব- মিসকীনদিগকে এড়াইয়া যাওয়া হয় (ইমাম মুসলিম, সহীহ, ১খ., পৃ. ৪৬২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানদারী কেহ না করিলেও তিনি তাহার মেহমানদারী করিতেন। তিনি তাঁহার সাহাবীদিগকে এইরূপ নিঃস্বার্থ মেহমানদারী করিবার নির্দেশ দিতেন। একবার সাহাবী জাবির (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে করুন, আমি এক লোকের নিকট গেলাম। কিন্তু সে আমার মেহমানদারী করিল না পরে যদি সেই লোক আমার নিকট আসে, তখন কি আমি তাহার মেহমানদারী করিব, নাকি তাহার সহিত তাহার পূর্বের আচরণের ন্যায় আচরণ করিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, বরং তুমি তাহার মেহমানদারী কর (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩৬৯)।

নবূওয়াত লাভের পূর্বেও রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ। মক্কার মরু অঞ্চলে মেহমানদারী ও অতিথি সেবার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রথম প্রহরে রাসূলুল্লাহ (স) যখন নানাভাবে অসহায়ত্ব বোধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জীবনসঙ্গিনী ও সহধর্মিনী হযরত খাদীজা (রা) তাঁহাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে আপনি কখনও বঞ্চিত হইবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের হক আদায় করিয়া থাকেন। আপনি পাওনাদারদের প্রাপ্য যথাযথ পরিশোধ করেন। দরিদ্র-অসহায়দের সর্বদা সাহায্য করেন। আপনি মেহমানদিগকে উদারভাবে আপ্যায়ন ও সেবা-যত্ন করিয়া থাকেন (বুখারী, বাবু কায়ফা কানা বাদ্উল-ওয়াহয়ি, ১খ.)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানদারীর কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁহার মেহমানদারী কখনও কোন ধর্ম ও বর্ণের সংকীর্ণতার জালে আবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। মুশরিক, ইয়াহূদী, নাসারা, আরব-অনারব সকলেই তাঁহার মেহমান হইত। তিনি কোন প্রকার ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ না করিয়া সকলের মেহমানদারী করিতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ইয়াহূদী জাতির বিদ্বেষমূলক ক্রিয়াকলাপ ছিল একটি অতি গোপন সত্য। কিন্তু তথাপি তিনি সর্বদা তাহাদের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করিতেন। তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমান হইত তখন তিনি খোলামেলা অত্যন্ত উদারভাবে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতেন, তাঁহাদের উপযুক্ত মেহমানদারী করিতেন। সাহাবী আবূ মাসউদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমান হইয়াছিলাম। তিনি আমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমাকে তাঁহার নিকট বসাইলেন। তৎপর তিনি আমাকে তাঁহার চাদর হাদিয়া দিলেন। আমি যতক্ষণ তাঁহার নিকট ছিলাম তিনি আমাকে তাঁহার আতিথেয়তায় মুগ্ধ করিলেন। আমি তাঁহার এই অসাধারণ আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম (ইবনুস-সাকান-এর বরাতে হায়াতুস-সাহাবা, পৃ. ৪৪৭)।

মেহমানদিগকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট কোন মেহমানের আগমন ঘটিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেন। মেহমানকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য তিনি "মারহাবা" শব্দ ব্যবহার করিতেন (ইবনুল-কায়্যিম, যাদুল মা'আদ পৃ. ৬৫৭)।

সাহাবী জাবির (রা) বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইতাম তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাইতেন। আমাকে গ্রহণ করিবার সময় সর্বদা আমি তাঁহার মুখে হাসি বিচ্ছুরিত হইতে দেখিতাম (আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ই. ফা. বা. ১৯৮৯ খৃ., ১খ., পৃ. ৪৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) কোন মেহমানের আগমনবার্তা শুনিতে পাইলে দরজার বাহিরে অগ্রসর হইয়া মেহমানকে অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেন (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩৭৩)। কেহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য দাঁড়াইলে তিনি নিষেধ করিতেন, কিন্তু কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাইতে স্বয়ং দাঁড়াইয়া যাইতেন। একবার তাঁহার দুধমাতা হালীমা সা'দিয়া (রা) তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখামাত্র রাসূলুল্লাহ (স) নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বীয় চাদর বিছাইয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে হযরত হালীমা (রা)-এর স্বামী উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার কম্বলের একটি প্রান্ত বিছাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। সর্বশেষে তাঁহার দুধভাই আসিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে তাঁহার নিজ আসনে বসিতে বলিলেন (হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৫২)।

সাহাবী ওয়াইল ইবন হুজর (রা) বলেন, আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট হাজির হইলাম। আমার আগমন বার্তা তিনি পূর্বেই সাহাবীগণকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইতেই আমাকে তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাইলেন। তিন তাঁহার চাদর বিছাইয়া উহাতে আমাকে বসাইলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (স) মসজিদে নববীর মিম্বারে আরোহণ

করিলেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত বসাইলেন। অতঃপর হাম্‌দ-ছানা পাঠপূর্বক তিনি সাহাবীগণের সামনে আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন (হায়াতুস-সাহাবা, পৃ. ৪৫৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) সর্বাগ্রে মেহমানকে সালাম করিতেন এবং মুসাফাহা করিতেন। কেহ তাঁহাকে আগে কুশলবার্তা জানাইবার কিংবা সালাম করিবার সুযোগ পাইত না (তিরমিযী, আল-জামে', ২খ., পৃ. ৯৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমনকারীদের মধ্যে কোন শিশু থাকিলে তিনি তাহাদিগকে স্নেহের চুমা খাইতেন। তাহাদের হাতে বিভিন্ন উপহার তুলিয়া দিতেন। সাহাবী জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) তাঁহার শৈশবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর গৃহে মেহমান হইলাম। তখন তাঁহার গৃহে আরও কিছু শিশু ছিল। তিন আগত সকল শিশুকে চুমা খাইলেন এবং আমাকেও (হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৬৩)।

আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম তাঈ-এর পুত্র 'আদী একবার রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মেহমান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি নিজ আসন ছাড়িয়া তাঁহাকে বসাইলেন এবং স্বয়ং মাটিতে বসিয়া গেলেন। 'আদী ইব্‌ন হাতিম রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উদারতা ও অকৃত্রিম আতিথেয়তা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

اشهد انك لا تبغى علوا فى الارض ولا فسادا ·

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিতে পসন্দ করেন না।" এই কথা বলিয়া 'আদী ইব্‌ন হাতিম ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

একজন অমুসলিম আগন্তুকের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সৌজন্যমূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া সাহাবীগণ হতবাক হইয়া গেলেন। কারণ তৎকালীন সমাজে ইহা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। তাই সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একজন অমুসলিম মেহমানের প্রতি আপনার এই অকৃত্রিম ভদ্রোচিত আচরণের কারণ কী? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

هذا كريم قومه فاذا اتاكم كريم قوم فاكرموه ·

"দেখ! তিনি তাঁহার গোত্রের সর্দার ও সম্মানিত ব্যক্তি। কাজেই যখন তোমাদের নিকট কোন কওমের সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ঘটে তখন তোমরা তাহাকে যথার্থ সম্মান-সমাদর করিবে" (কানযুল-উম্মাল-এর বরাতে হায়াতুস-সাহাবা, পৃ. ৪৪৭)।

একবার আবিসিনিয়ার সম্রাটের কয়েকজন দূত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। তিনি এই দূতদিগকে নিজস্ব মেহমান হিসাবে সম্মান করিলেন। সাহাবীগণ বর্গের সেবার দায়িত্ব তাহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ তাহারা এক সময় আবিসিনিয়ার আশ্রয় গ্রহণকারী আমার বিপন্ন সাহাবীদিগের সেবা-যত্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাকেই তাহাদের মেহমানদারী ও আদর-আপ্যায়নের কর্তব্য পালন করিতে হইবে (হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ৫০)।

দুষ্ট ও শত্রুভাবাপন্ন মেহমানদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সদাচরণ

কোন দুষ্টমতি খারাপ লোকও যদি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মেহমান হইত, তাহাদের সহিতও তিনি কোন প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করিতেন না, বরং তাহাদিগের যথোপযুক্ত সাদর সম্ভাষণ ও আদর-আপ্যায়ন করিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে তিনি 'আইশা (রা)-এর নিকট মন্তব্য করিলেন, "এই ব্যক্তি তাহার গোত্রের খারাপ লোক হিসাবে পরিচিত।" তৎপর ঐ লোকটি তাঁহার গৃহে আগমন করিলে তিনি তাহার সহিত যথারীতি সৌজন্যমূলক আচরণ করিলেন। লোকটি চলিয়া যাওয়ার পর হযরত 'আইশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই লোকটিকে আপনি খারাপ বলিয়া জানেন, অথচ তাহার প্রতি আপনি অত্যন্ত ভাল আচরণ করিলেন, ইহার কারণ কী? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অত্যন্ত খারাপ যে লোকদিগের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণ করে না এবং লোকজন যাহার খারাপ আচরণে দূরে সরিয়া যায় (তিরমিযী, আল-জামে', ২খ., পৃ. ২০)।

আরবের মুহারিব গোত্রের লোকজন ছিল অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের। গোটা আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন যখন ইসলামের মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া মদীনায় আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিলে, তখন মুহারিব গোত্রেরও দশজনের একটি দল মদীনায় আসিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের অভ্যর্থনা ও আদর-আপ্যায়নের জন্য হযরত বিলাল (রা)-কে নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যহ সকাল-বিকাল তিনি তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন। তাহাদের মত উগ্র স্বভাবের লোকজনের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এইরূপ অসাধারণ মেহমানদারী তাহাদিগকে মুগ্ধ করিল। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিল (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৪৪৪)।

মেহমানের অসৌজন্যমূলক আচরণে ধৈর্যধারণ

কোন কোন মেহমান রাসূলুল্লাহ্ (স) -এর সামনে অসৌজন্যমূলক আচরণ করিয়া বসিত। কিন্তু তিনি তাহা নিরবে সহ্য করিতেন এবং মার্জনা করিতেন, মেহমানকে কটুকথা বলিতেন না, এমনকি অন্য কাহাকেও কিছু বলিতে নিষেধ করিতেন। একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইল। হঠাৎ সে মসজিদে নববীর ভিতরেই পেশাব করিতে আরম্ভ করিল। সাহাবীগণ তাহাকে এই বিষয়ে নিষেধ করিলেন এবং ধমকাইতে শুরু করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "তোমরা কঠোর হওয়ার জন্য নও বরং নম্র ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হইয়াছ"। অতঃপর বেদুঈন মেহমানকে ডাকিয়া তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ! মসজিদ আল্লাহর 'ইবাদতের গৃহ, এইখানে নামায আদায় করা হয়। ইহা পেশাব-পায়খানার উপযুক্ত জায়গা নহে। অতঃপর উপস্থিত সাহাবীদিগকে বলিলেন, "পেশাবের উপর পানি প্রবাহিত করিয়া দাও" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৫)।

কোন কোন ইয়াহূদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে السلام عليكم বলিয়া সালাম দেওয়ার পরিবর্তে السام عليكم (তোমার মৃত্যু হউক) বলিয়া অভিসম্পাত করিত। তিনি তাহাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হইতেন না। এমনকি কেহ উহার প্রতিউত্তরে আগন্তুককে কিছু বলিতে চাহিলে

তাহাকে নিষেধ করিতেন। একদা হযরত আইশা (রা) এক ইয়াহূদীর ঐ জঘণ্যতম উক্তির প্রতি উত্তরে বলিয়া ফেলিলেন, وعليك السام অর্থাৎ তোমারই বরং মৃত্যু হউক। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'আইশা! আমি ইহা পসন্দ করি না (বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবুদ-দায়ফ)।

দশম হিজরীতে ইয়ামানের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহারা মিথ্যা নবূওয়াতের দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের একটি পত্র লইয়া আসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) মেহমানদিগকে বলিলেন, তোমরা বল, لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্)। তাহারা বলিল, لاَ الٰهَ الاَّ اللّٰهُ مُسَيْلَمَةُ رَسُوْلُ اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুসায়লামাতু রাসূলুল্লাহ্)। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে মুসায়লামা যাহা বলে তোমরাও তাহাই বলিতেছ। তাহারা বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, বাহককে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হইলে আমি তোমাদিগকে হত্যা করিতাম (আবূ দাউদ তায়ালিসী, মুসনাদ, ১খ., পৃ. ২৩৮)।

বানূ তামীমের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মেহমান হইল। তিনি তাহাদের আগমনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বানূ তামীমের অভ্যাগতদের প্রতি শুভেচ্ছা স্বাগতম"। তাহারা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে উত্তরে বলিল, "শুভেচ্ছা তো দিলেন, এখন কিছু ধন-সম্পদ দান করুন"। তাহাদের এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও অভদ্রোচিত আচরণে রাসূলুল্লাহ্ (স) মনে খুব ব্যথা পাইলেন, কিন্তু মেহমানের সম্মানার্থে মুখে কিছুই বলিলেন না (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৫৩)।

হযরত যয়নব (রা)-কে বিবাহ করিবার সময় ওয়ালীমার ভোজানুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহাবা-ই কিরামকে দাওয়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের অনেকেই ভোজনপর্ব সমাপ্ত করিয়া গভীর রাত্র পর্যন্ত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া খোশগল্পে লিপ্ত হইলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) মনে খুব কষ্ট পাইলেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও তিনি চুপচাপ রহিলেন, মেহমানদিগকে কিছুই বলিলেন না। এই ঘটনার পর সামাজিক আচরণে মুসলমানদিগকে আরও মার্জিত হওয়ার শিক্ষাদানের জন্য আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহবান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজনশেষে চলিয়া যাইও। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া যাইও না, কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, তিনি তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচবোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচবোধ করেন না" (৩৩ঃ৫৩; ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ৩খ., পৃ. ৪৬৯)।

এক যুদ্ধে বানূ তামীমের কিছু লোক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীগণের মুক্তির জন্য বানূ তামীমের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করিল। তাহারা ছিল অশিক্ষিত ও অভদ্র লোক। দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজগৃহে আরাম করিতেছিলেন। তাঁহার আগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহারা গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া কর্কশ ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নাম লইয়া ডাকিতে লাগিল, "হে মুহাম্মাদ! বাড়ীতে আছ কি? বাহির হইয়া আস। আমরা তোমাকে আত্মগৌরবপূর্ণ যশোগাঁথা শোনাইব"। তাহাদের এই অসৌজন্যমূলক আচরণ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপসন্দ হইল এবং তিনি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"নিশ্চয় যাহারা তোমাকে হুজরাসমূহের অপর পার্শ্ব হইতে ডাকিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি-জ্ঞান রাখে না। তোমার বহির্গমন পর্যন্ত তাহারা যদি ধৈর্য ধারণ করিত তবেই তাহাদের জন্য মঙ্গল হইত। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু" (৪৯ ঃ ৪-৫)।

প্রয়োজন সারিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে গমন করিলেন এবং সালাতান্তে বনূ তামীমদের সাথে কথাবার্তা বলিলেন। তাহাদের অভদ্রোচিত আচরণের জন্য তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না, বরং তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আদর-আপ্যায়ন করিলেন, তাহাদের বন্দীদের মুক্তির আবেদন মঞ্জুর করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই মহানুভবতা, উদারতা ও মেহমানদারী মুগ্ধ হইয়া তাহারা সকলেই মুসলমান হইল। অধিকন্তু আরও কিছু দিনের জন্য তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানদারী গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের জন্য কুরআন ও ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন পর তাহারা যখন বিদায়ের প্রস্তুতি লইল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত পাথেয় ও উপহার প্রদান করিলেন (নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ২০৬-২০৭; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৩০৭-৩০৮)।

মেহমানদের যত্ন ও খোঁজ-খবর নেওয়া

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কোন মেহমান আসিলে তিনি স্বয়ং মেহ্মানের সমাদর ও সেবা-যত্ন করিতেন। অনেক সময় মেহমানদারী করিতে যাইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে অনাহারে থাকিতে হইত। তথাপি তিনি কখনও মেহমানের আগমনে বিরক্ত হইতেন না (ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, ৬খ., পৃ. ৩৯৭)।

কখনও কখনও এমনও হইত যে, অধিক মেহমানের আগমনের ফলে তাহাদের সকলের আপ্যায়ন এবং থাকিবার জায়গার সংকুলান হইত না। এমতাবস্থায় তিনি মেহমানদিগকে সাহাবীদের মাঝে বন্টন করিয়া দিতেন। তিনি রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগিয়া মেহমানদের খোঁজ-খবর লইতেন। একবার আব্দে কায়স গোত্রের একটি বিরাট কাফেলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হইল। তিনি তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তাহাদের

সরদার আশাজ্জকে তাঁহার নিকট বসাইলেন, অতঃপর তাহাদের এবং তাহাদের দেশের হালচাল ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় ও কুশলপর্ব সমাপ্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আনসারী সাহাবীগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা তোমাদের ভাইদের সমাদর কর"। সকালবেলা মেহমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের আনসারী ভাইদেরকে কেমন পাইলে? তাহারা তোমাদিগের কিরূপ আদর-যত্ন ও মেহমানদারী করিল? তাহারা বলিল, "উত্তম! তাহারা আমাদের জন্য নরম বিছানা পাতিয়া দিয়াছে, উত্তম খাবার খাওয়াইয়াছে। রাত্রে ও সকালে তাহারা আমাদিগকে কুরআন এবং আপনার হাদীছ শিক্ষা দিয়াছে।" রাসূলুল্লাহ (স) ইহাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন (মুসনাদে আহমাদ-এর বরাতে, হায়াতুস-সাহাবা, পৃ. ৬৪৩)।

মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে দলে দলে লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মেহমানও হইত প্রচুর। রাসূলুল্লাহ (স) নিজে এই সকল মেহমানের আতিথেয়তার আঞ্জাম দিতেন। উপরন্তু মেহমানদের সেবাযত্ন ও খিদমতের সুষ্ঠু ইন্তেজামের জন্য তিনি সাহাবী হযরত বিলাল (রা)-কে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন (শিবলী, সীরাতুন্নবী, ২খ, পৃ. ৫০৪)।

মেহমানদিগকে মসজিদে নববীতে এবং আসহাবে সুফ্ফার সহিত অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইত। ইহা ছাড়াও মদীনার দুইজন মহিলা সাহাবীর গৃহকেও মেহমানদের থাকিবার জন্য ব্যবহার করা হইত। তাঁহারা হইলেন হযরত রামলা (রা) এবং হযরত উম্মে শারীক (রা) (যুরকানী, শারহুল-মাওয়াহিবিল-লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৮০)।

আসহাবে সুফফা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রায় সার্বক্ষণিক মেহমান। তাঁহার গৃহে একটি বড় ও ভারী খাবারের পাত্র ছিল, ইহা নাড়াচাড়া করিতে চারজন লোকের প্রয়োজন হইত। দ্বিপ্রহরের সময় পাত্রটিতে খাবার ভর্তি করিয়া সুফ্ফায় লইয়া যাওয়া হইত। সুফ্ফার মেহমানগণ উহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া বসিয়া যাইতেন এবং খাবার খাইতেন (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) খাবারের সময় তাঁহার চলার পথে কোন সাহাবীর সাক্ষাত পাইলে তাঁহাকে সাথে লইয়া যাইতেন এবং আপ্যায়ন করাইতেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, একদিন আমি একটি বাড়ীতে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় আমাকে ডাকিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া তাঁহার সহিত লইয়া চলিলেন। তিনি তাঁহার এক স্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আহারের উপযোগী কোন খাবার আছে কি? গৃহের লোকজন বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তিনটি রুটি আনা হইল। রুটিগুলির অর্ধেক আমার সামনে এবং অর্ধেক রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিজের সামনে দস্তরখানে রাখিলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুটি খাওয়ার জন্য কোন তরকারী আছে কি? তাহারা বলিলেন, সামান্য সিরকা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, উহাই আন। সিরকা কতই না উত্তম তরকারী (মুসলিম, ২খ.,

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সুফ্ফার সকলকে লইয়া হযরত 'আইশা (রা)-এর ঘরে আসিলেন এবং ঘরে খাবার যাহা কিছু আছে তাহা আনিতে বলিলেন। হযরত 'আইশা (রা) যাহা কিছু রান্না করিয়াছিলেন তাহা সবই হাযির করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আরও কিছু খাবার চাহিলে হযরত 'আইশা (রা) ঘরে রক্ষিত খেজুরগুলি আনিয়া দিলেন। ইহার পর একটি পাত্র ভরিয়া দুধ আনিলেন এবং ইহাই ছিল ঘরের সর্বশেষ খাবার (মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, পৃ. ৯২)।

এইভাবে মেহমানকে আদর-আপ্যায়ন করিতে যাইয়া নবী পরিবারবর্গ অনেক সময় অভুক্ত থাকিতেন। সাহাবী আবূ বিশর গিফারী (রা) তাহার নিজের দেখা ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে যে, আমি ছিলাম পৌত্তলিক ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। ঐ সময় একবার আমি মদীনায় আগমন করি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমান হিসাবে তাঁহার গৃহে অবস্থান করি। রাত্রিবেলা তাঁহার পালিত সব কয়টি ছাগলের দুধ আমি গোপনে দোহন করিয়া পান করি। অথচ এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে একটি কথাও বলেন নাই। ঐ রাত্রে তিনি ও তাঁহার পরিবারের সকলে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়েন।" অনুরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। এক রাত্রে এক অমুসলিম রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে মেহমান হিসাবে অবস্থান করে। সে একের পর এক সাতটি ছাগলের দুধ পান করে। কিন্তু মহানবী (স) লোকটির প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন নাই, তাহাকে কিছু বলেনও নাই । মহানবী (স)-এর এই মার্জিত আচরণে মুগ্ধ হইয়া পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবীগৃহে অবস্থানকালে একটি মাত্র ছাগলের দুধ পান করিয়াই তৃপ্ত থাকে (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৮৬)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন সুফ্ফার অন্যতম সদস্য। এই সুবাদে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়মিত মেহমান। তিনি তাঁহার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি চরম ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া মসজিদে নববীর সামনে মানুষের চলার পথে বসিয়া পড়িলাম যাহাতে আমার ক্ষুধার্ত অবস্থা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এই সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমার নিকট দিয়া গেলেন। আমি তাঁহার নিকট কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলাম। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তিনি যেন আমার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়া চলিয়া গেলেন এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলেন না। অতঃপর হযরত উমার (রা)-র আগমন ঘটিল। আমি তাঁহার সহিতও তদ্রূপ কৌশল অবলম্বন করিলাম। কিন্তু তিনিও চলিয়া গেলেন, আমাকে সঙ্গে করিয়া নিলেন না। কিছুক্ষণ পর এই পথে রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই আমার অন্তরের ভাষা বুঝিয়া ফেলিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন, হে আবূ হির! আমার সঙ্গে আস। আমি তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের একজনের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক পেয়ালা দুধ রক্ষিত ছিল । রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন, আবূ হির! যাও, সুফ্ফার সকলকে ডাকিয়া আন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, মাত্র এক পেয়ালা দুধ ভাবিয়াছিলাম, তৃপ্তি সহকারে

উহা পান করিব। এখন সুফ্ফার সত্তরজন মেহমানকে ডাকিয়া লইলে আমার ভাগ্যে কী জুটিবে? যাহা হউক, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশমত সকলকে ডাকিলাম। তিনি দুধের পেয়ালাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, সকলকে পান করাও। আমি সকলের হাতে একের পর এক দুধের পেয়ালাটি তুলিয়া দিতে লাগিলাম। সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করিতে লাগিলেন। সকলের পান করার পর আমি পেয়ালাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে ফিরাইয়া দিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আবূ হির! এইবার তুমি পান কর। আমি পেট ভরিয়া পান করিলাম। মহানবী (স) বলিলেন, আরও পান কর। আমি আরও পান করিলাম। এইভাবে তিনি বারবার আমাকে বলিতেছিলেন, " আরও পান কর, আরও পান কর"। অবশেষে আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর শপথ! আমার পেটে আর এক ফোঁটা পরিমাণ দুধেরও জায়গা নাই। অতঃপর তিনি পেয়ালাটি হাতে নিলেন এবং দুধ পান করিলেন (হাফিয আবূ শায়খ ইস্পাহানী, আখলাকুন্নবী (স), ই.ফা.বা., ১৯৯৮ খ., পৃ. ১১৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) মেহমানের সহিত একই পাত্রে খাবার খাইতেন। অনেক সময় এমনও হইত যে, তাঁহার তৃপ্তি হইয়া গিয়াছে, খাবারের আর চাহিদা নাই, তথাপি তিনি খাবারের পাত্র হইতে হাত উঠাইতেন না যতক্ষণ না মেহমান তৃপ্তি সহকারে খাবার খাইয়া লইত (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩৭০)। তিনি মেহমানের সহিত খাবার খাওয়ার সময় খাবারের উৎকৃষ্ট অংশ, যেমন গোশত ইত্যাদি মেহমানের সামনে বাড়াইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, দলবদ্ধভাবে খাবার গ্রহণকালে যদি কাহারও তৃপ্তি হইয়া যায়, তথাপি খাবার পাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লওয়া তাহার উচিৎ হইবে না। ইহাতে মেহমান সংকোচ বোধ করিবে। হইতে পারে মেহমানের আরও খাবার খাওয়ার চাহিদা রহিয়াছে। তিনি যখন মেহমানের সহিত খাবার খাইতেন, তখন সকলের পরে তাঁহার খাবার খাওয়া শেষ করিতেন যাহাতে মেহমান ভালভাবে পরিতৃপ্ত হইতে পারে (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩৭০)। কখনও কখনও মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করা হইলে মেহমান লজ্জা ও সংকোচের কারণে বলিত, আমার খাবারের চাহিদা নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিতেন, পেটে ক্ষুধা রাখিয়া 'না' বলিও না, খাবারে শরীক হও (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩৭০)।

রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সময়ে সাহাবাই কিরামকে তাঁহার গৃহে দাওয়াত করিতেন। কখনও তাহা বিশেষ কোন উপলক্ষেও হইত। যেমন বিবাহোত্তর ওয়ালীমা। হযরত আনাস (রা) বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করেন। এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার গৃহে বিবাহোত্তর ভোজের আয়োজন করেন (মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ২৭৮)। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার প্রতিটি বিবাহেই বিবাহোত্তর ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন (ফায়যুল-কালাম, পৃ. ৩৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘ সফরের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন উপলক্ষেও ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেন। তিনি এই উপলক্ষে তাঁহার সাহাবা ও নিকটাত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করিতেন।

হযরত জাবির (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘ সফর শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বিশেষ দাওয়াতের আয়োজন করিলেন। উহাতে তিনি উট অথবা গরু যবেহ করিয়াছিলেন (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩২৯)।

মেহমানের সাথে অন্তরঙ্গতা ও হাস্যরস

রাসূলুল্লাহ (স) মেহমানের সহিত খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং হাস্যরস করিতেন, মেহমানের সহিত হাসিমুখে কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন, মেহমানদের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলাও একটি সাদাকাহ (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৮) । বর্ণিত হইয়াছে, একবার তিনি মেহমানের সহিত খেজুর খাইতেছিলেন। খাবারের দস্তরখানে হযরত আলী (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) খেজুরের সব আঁটি হযরত আলী (রা)-এর সামনে রাখিয়া বলিলেন, তুমি তো দেখিতেছি বড্ড পেটুক! হযরত আলী (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আর কত পেটুক! আপনার সামনে তো আঁটি পর্যন্তও নাই। তখন সবাই হাসিয়া উঠিলেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার এক মেহমান বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কোন সওয়ারী নাই, সুতরাং চড়িয়া বেড়াইবার জন্য আমাকে একটি সওয়ারী দিন। রাসূলুল্লাহ (স) (কৌতুক করিয়া) বলিলেন তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিব। লোকটি বলিল, উটের বাচ্চা লইয়া আমি কি করিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এমন কোন উট আছে কি যাহা কোন উটের গর্ভ হইতে জন্মায় নাই (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২০)?

বিদায়কালে মেহমানকে উপঢৌকন প্রদান

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ। প্রত্যেক মেহমানকে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আদর-আপ্যায়ন তো করিতেনই, উপরন্তু বিদায়কালে প্রত্যেক মেহমানকে উপযুক্ত পথ-খরচা এবং উপঢৌকন প্রদান করিতেন। ইহা করিতে যাইয়া তিনি কখনও কখনও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন (হযরত মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., ৮৫)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ওফাতকালে যেই সংক্ষিপ্ত ওসিয়্যাত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহাও ছিল আমি যেইভাবে মেহমানদিগকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছি, তোমরাও সেইভাবে উহা প্রদান করিও (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৩৮)। সাধারণভাবে প্রদত্ত এই পথ-খরচা ও বিদায়ী উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল জনপ্রতি পাঁচ উকিয়া রৌপ্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যও প্রদান করা হইত (ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩১৭)।

হযরত হাবীব ইব্‌ন 'উমার সালমানী (রা) বলেন, আমরা সালমানী গোত্রের সাতজন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য মদীনায় হাজির হই। আমরা তিন দিন মদীনায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তিন দিনই আমাদিগকে মেহমানদারী করেন। যখন বিদায়ের সময় হইল তখন হযরত বিলাল (রা) তাঁহার নির্দেশমত আমাদের প্রত্যেককে জনপ্রতি পাঁচ উকিয়া রৌপ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এই বলিয়া ওযরখাহি করিলেন, আজ আমাদের হাতে অর্থ নাই। আমরা বলিলাম, হযরত! ইহার চেয়ে উত্তম মাল আর কী হইতে পারে? তারপর আমরা মাতৃভূমির উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৪৪৯)।

একবার মুযায়না কবীলার চার শত লোকের একটি কাফেলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের উপযুক্ত মেহমানদারী করিলেন। বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত উমার (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, উমার! উঠ, ইহাদিগকে ঘরে ফিরিবার মত পথ-খরচা দিয়া দাও। হযরত উমার (রা) বলিলেন, আমার কাছে তো আর কিছু নাই। যাহা কিছু খেজুর আছে উহা সকলের প্রয়োজন মিটাইবে না। রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বলিলেন, উমার! যাও, তাহাদিগকে পাথেয় দিয়া দাও। অবশেষে উমার (রা) মেহমানদিগকে লইয়া তাহার গৃহের ছাদের উপরে উঠিলেন। তিনি উঠিয়াই বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, উটের পিঠের সমান উচুঁ এক বিশাল খেজুরের স্তূপ। তিনি মেহমানদিগকে বলিলেন, আপনারা নিজ নিজ প্রয়োজন মাফিক খেজুর তুলিয়া নিন। হযরত নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা) বলেন, কী বিস্ময়কর! আমরা এত লোক খেজুর লওয়ার পরও সেই স্তূপের একটি খেজুর কমিয়াছে বলিয়া মনে হইল না (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৪২৩)।

সাহাবী হারিস ইব্ন আওফের নেতৃত্বে যূ-মুররা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমান হইল। বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া পরিমাণের রৌপ্য এবং সাহাবী হারিছকে বার উকিয়া রৌপ্য প্রদান করিলেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৪৪৩)। অনুরূপভাবে যে কেহ তাঁহার মেহমান হইত, বিদায়কালে তিনি তাহাদিগকে কিছু না কিছু পারিতোষিক প্রদান না করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। কোন মেহমান তাঁহার জন্য হাদিয়া লইয়া আসিলে তিনি উহার যথার্থ মূল্যায়ন করিতেন এবং বিদায়কালে উহার উপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করিতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, জাহীর ইব্ন হারাম নামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন মরুবাসী প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বেড়াইতে আসিতেন। আসিবার সময় তিনি গ্রাম হইতে কিছু শাক-সবজী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উপহার হিসাবে লইয়া আসিতেন। তিনি যখন মদীনা হইতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে শহরের কিছু না কিছু জিনিস উপহার দিতেন। তিনি বলিতেন, "জাহীর আমাদের গাঁয়ের বন্ধু আর আমরা তাহার শহরের বন্ধু" (ইমাম তিরমিযী, শামাইলুন-নবী, পৃ. ১৬)।

মেহমানদের আতিথেয়তা এবং তাহাদের সেবা-যত্ন ও উপঢৌকন প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) সর্বদা তাহাদের মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতেন। এই ক্ষেত্রে মেহমানের মর্যাদা, আন্তরিকতা ও তাকওয়ার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনায় আনিতেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৪৩৬)।

মেহমানদিগকে উপহার প্রদানকালে পাছে কেহ বাকী রহিল কি না, সেই দিকেও রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতেন। তুজীব কবীলার তেরজন মেহমানকে বিদায়কালে তাহাদিগকে উপযুক্ত হাদিয়া প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ বাকী রহিয়া গেল না তো? তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ একজন তরুণকে আমরা আমাদের মালপত্র এবং বাহন দেখাশুনার জন্য রাখিয়া আসিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং অন্যান্যদের মত তাহাকেও উপহার প্রদান করিলেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৪৩৪-৫)।

কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা মেহমানগণ তাহাদের পূর্ব পরিচিতির কারণে কোন কোন সাহাবীর গৃহে অবস্থান করিতেন। ইহাদের প্রতিও রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতেন, ইহাদের মেহমানদারী এবং সেবা-যত্নের খোঁজ-খবর লইতেন এবং সাধ্যমত তিনি নিজেও এই সকল মেহমানের আদর-আপ্যায়নে শরীক হইতেন। সাহাবী হযরত রুওয়ায়ফি' (রা) বলেন, আমি ছিলাম আরবের বালী গোত্রের লোক। একবার বালী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আমার বাড়ীতে মেহমান হইল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিল। তাহারা তিন দিন আমার বাড়ীতে ছিল। একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমার বাড়ীতে আসিয়া মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য কিছু খেজুর দিয়া গেলেন, অতঃপর বিদায়কালেও তিনি তাহাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত উপঢৌকন প্রদান করিলেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১৯খ., পৃ. ৩৩১)।

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিকট আগত মেহমানদের উপযুক্ত সম্মান করিতেন। তিনি কাহারও সহিত স্বীয় আন্তরিকতা ও প্রফুল্লচিত্ততার ক্ষেত্রে তারতম্য করিতেন না। তিনি প্রত্যেকের খোঁজ-খবর লইতেন। তিনি মেহমানদের সহিত নিরহংকারভাবে বসিতেন। তাঁহার নিকট আগত কেহই এই কথা অনুভব করিত না যে, সে ছাড়া অন্য কেহ তাঁহার বেশী প্রিয়। তিনি ছিলেন নম্র ও বিনয়ী। তিনি প্রত্যেক মেহমানকে প্রয়োজন মাফিক সময় দিতেন। মেহমান প্রয়োজনের কথা জানাইলে তাহা পূরণের জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন অথবা কোমল ভাষায় সান্ত্বনা দিতেন। তিনি মেহমানদের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও অযাচিত ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করিতেন (ইস্পাহানী, আখলাকুন-নবী, পৃ. ৮-১০)। অপর একটি রিওয়ায়াতে হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সামাজিকতা পালনে তৎপর। তাই যে কেহ তাঁহার সহিত মিশিত এবং তাঁহার সমাদর দেখিত, সে-ই তাঁহাকে অত্যধিক ভালবাসিত (ইস্পাহানী, আখলাকুন-নবী, পৃ. ৪৪)।

হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে আগমন করিয়া দেখিলাম, গৃহে অনেক লোক । রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখিয়া তাঁহার চাদর মোবারক বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহা বিছাইয়া বসিয়া যাও। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাদর মোবারক হাতে পাইয়া উহাকে আমার সিনায় লাগাইলাম এবং চুমু খাইলাম। বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যেই উষ্ণ সমাদর করিলেন, আল্লাহ আপনাকে অনুরূপ সমাদর করুন। তিনি উত্তরে বলিলেন, শোন! যখন তোমাদের নিকট কোন সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করে তখন তোমরা তাহাকে যথাযথ সমাদর করিবে" (তাবারানীর বরাতে হায়াতুস-সাহাবা, পৃ. ৪৪৬)।

হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) আরও বলেন, ইসলামে দীক্ষিত হইবার পর যখনই আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিতাম, তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাইতেন। আমাকে

গ্রহণ করিবার সময় সর্বদা আমি তাঁহার মুখে হাসি বিচ্ছুরিত হইতে দেখিতাম (মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৪০৬)।

হযরত জাহজাহ আল-গিফারী (রা) বলেন, আমি যখন পৌত্তলিক ছিলাম, ঐ সময় একবার আমি মদীনায় আসি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমান হিসাবে তাঁহার গৃহে অবস্থান করি। রাত্রি বেলা তাঁহার পালিত সব কয়টি ছাগলের দুধ আমি দোহন করিয়া পান করি । ইহার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে একটি কথাও বলেন নাই। ঐ রাত্রে তিনি ও তাঁহার পরিবারের সকলে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়েন (আফযালুর-রহমান, হযরত মুহম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ.৭৪)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, রমযান মাসে সিয়াম আদায় করে এবং মেহমানের আদর-আপ্যায়ন করে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৫২)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ফেরেশতাগণ ঐ ব্যক্তির জন্য রহমতের দু'আ করিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত মেহমানের জন্য তাহার দস্তরখান বিছানো থাকে (আত-তারগীর ওয়াত্-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৫২)।

যাহারা কৃপণতা করে, মেহমানদারী করে না, তাহাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স) কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, لا خير فيمن لا يضيف "যে ব্যক্তি মেহমানের আদর-আপ্যায়ন করে না তাহার মধ্যে কল্যাণ নাই" (আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৫৩)।

তিনি আরও বলেন, যদি তোমরা কোন কওমের নিকট অবতরণ কর, আর তাহারা তোমাদের যথাযথ আতিথেয়তা আঞ্জাম দেয় তবে তাহা গ্রহণ কর। আর যদি তাহারা তোমাদের মেহমানদারী না করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের অবস্থা মাফিক মেহমানের হক আদায় করিয়া লও (বুখারী, পৃ. ৯০৫)।

আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন মুসলমানদের স্থায়ী মেহমান। রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যাহার দুইজনকে আহার করাইবার সামর্থ্য আছে, সে তাহাদের তিনজনকে সাথে লইবে। যাহার চারজনের আহার করাইবার সামর্থ্য রহিয়াছে, সে তাহাদের পাঁচজনকে সাথে লইবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই ঘোষণা শুনিয়া কোন সাহাবী একজন, কোন সাহাবী দুইজন, কোন সাহাবী তিনজন, এইভাবে প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্যানুযায়ী তাঁহাদিগকে নিজেদের মেহমান হিসাবে নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন (সীরাতুল-মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৪৬২)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া খাবার চাহিল। তিনি আহারের জন্য তাহাকে তাঁহার এক স্ত্রীর গৃহে পাঠাইলেন। সেখান হইতে জবাব আসিল, গৃহে পানি ছাড়া আর কোন খাবার নাই। তিনি তাহাকে আর এক স্ত্রীর

নিকট পাঠাইলেন। সেখান হইতেও একই জবাব আসিল। এইভাবে সকল স্ত্রীর নিকট হইতে একই জবাব আসিল। অবশেষে তিনি উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কে আছ, আজ রাত এই মেহমানের আদর-আপ্যায়ন করিবে? একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তৈরী আছি। আনসারী সাহাবী মেহমানকে সাথে লইয়া নিজ গৃহে পৌছিলেন। তখন তাঁহার গৃহে তাঁহার শিশু সন্তানদের খাবার ছাড়া আর কোন খাবারই ছিল না। অবশেষে তাঁহারা কৌশলে শিশু সন্তানদিগকে অভুক্ত রাখিয়াই ঘুম পাড়াইয়া দিলেন এবং ঐ খাবারই মেহমানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। আনসারী সাহাবী তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, শোন! মেহমান যখন দস্তরখানে বসিবে তখন বাতি নিভাইয়া দিবে এবং আমরা ভান করিব যেন মেহমান বুঝিতে পারে, আমরাও খাবার খাইতেছি। এইভাবে তাহারা মেহমানের সমাদর করিলেন এবং নিজেরা অভুক্ত রাত্র কাটাইলেন। পরের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (স) আনসারী সাহাবীকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা স্বামী-স্ত্রী মেহমানের যেই আদর-আপ্যায়ন করিয়াছ, ইহাতে আল্লাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি তোমাদের শানে এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

"আর তাহারা তাঁহাদিগকে (মেহমানদিগকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্থ হইলেও" (সূরা হাশর ঃ ৯, আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৫০)

মেহমানের অধিকার সংরক্ষণ

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীগণকে মেহমানের হক ও অধিকার আদায়ে অধিক যত্নবান হওয়ার জন্য জোর তাকীদ করিতেন। মেহমানের হক ও অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তাহার মেহমানের মেহমানদারী করে। একদিন ও একরাত পর্যন্ত মেহমানকে উত্তম খাদ্য প্রদান করিতে হইবে। আর মেহমানদারী হইল তিন দিন। ইহার বেশী হইবে সাদাকাহ (বুখারী, পৃ. ৯০৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রত্যেক মেহমানের তাহার মেযবানের উপর তিন দিন আতিথেয়তা পাওয়ার অধিকার রহিয়াছে (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ., পৃ. ২৫১)। কোন মেযবান যদি মেহমানের এই অধিকার আদায়ের কার্পণ্য অথবা অনীহা প্রদর্শন করে তাহা হইলে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করিয়া উক্ত মেহমানের হক আদায় করা যাইবে (বুখারী, পৃ. ৯০৬)।

একবার রাসূলুল্লাহ (স) অবগত হইলেন যে, তাঁহার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) প্রতিদিন রোযা রাখেন এবং প্রতি রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত-বন্দেগী করেন। তিনি তাঁহার সাহাবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, শুনিয়াছি তুমি প্রতিদিন রোযা রাখ এবং প্রতিরাত ইবাদতে কাটাও ? সাহাবী বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, এমন করিবে না; বরং তোমার উপর তোমার রবের যেমন হক রহিয়াছে, তেমন তোমার দেহের

তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের এবং তোমার নিকট আগত মেহমানদেরও হক রহিয়াছে। কাজেই প্রত্যেককে তাহার হক যথাযথ আদায় কর (বুখারী, পৃ. ৯০৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি.; (২) খতীব তাবরিযী, মিশকাতুল-মাসাবীহ, ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি.; (৩) হায়াতুস-সাহাবা, ইউসুফ কান্ধলাবী, দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪২৩ হি.; (৪) যুরকানী, শারহুল-মাওয়াহিব, আল-মাতবা'আতুল-আযহারিয়্যা, মিসর ১৩১৮ হি.; (৫) ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, আসাহহুল-মাতাবি, দিল্লী, তা. বি.; (৬) ইবনুল-কায়্যিম, যাদুল- মা'আদ, মাকতাবা মুস্তাফা, বাবিল-হালাবী, মিসর ১৯২৮ খৃ.; (৭) আফযালুর রহমান, মুহাম্মাদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ই. ফা. বা., ১৯৮৯ খৃ. ঢাকা; (৮) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে', আবওয়াবুদ-দি'আফাহ, কুতুবখানা; রশীদিয়া, দেওবন্দ, তা.বি.; (৯) দানাপুরী, আসাহহুস-সিয়ার, মাকতাবা-ই থানবী, দেওবন্দ, তা. বি.; (১০) আবূ দাউদ তায়ালিসী, মুসনাদ, আল-মাতবা'আতুস-সালাফিয়্যা, মিসর ১৩৮৯ হি.; (১১) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, আল-মাতবা'আতুল-আসারিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ.; (১২) শায়খ মুহাম্মাদ খিদরী বেক, নূরুল ইয়াকীন, মাতবা'আ মুস্তাফা মুহাম্মদ, মিসর ১৯২৬ খৃ.; (১৩) ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, আবওয়াবুয-যিয়াফাহ; (১৪) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্ন-নবী; (১৫) হাফিয আবূ শায়খ ইস্পাহানী, আখলাকুন-নবী, ই.ফা. বা., ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.; (১৬) মুফতী ফয়যুল্লাহ, ফায়যুল-কালাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, চট্টগ্রাম, তা. বি.; (১৭) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত; (১৮) ইমাম তিরমিযী, শামায়েলুন নবী (স), কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.; (১৯) হাফিয মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, মাকতাবা আববাস আহমাদ আল্-বায, মক্কা ১৯৯৬ খৃ.; (২০) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল-মুস্তাফা, দিল্লী তা. বি.।

মাসউদুল করীম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য সাদাকাহ গ্রহণ নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি সাদাকাহ গ্রহণ করিতেন না, তবে হাদিয়া (উপহার-উপঢৌকন) গ্রহণ করিতেন (ফাতহুল-বারী, ৪খ., পৃ. ১২১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাদাকাহ গ্রহণ না করা এবং হাদিয়া গ্রহণ করার বৈশিষ্ট্যটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিবৃত তাঁহার নবূওয়াতের আলামতসমূহের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছিল। প্রখ্যাত সাহাবী সালমান ফারসী (রা) জন্মগতভাবে পারস্যে প্রচলিত 'যরদশ্ত' (অগ্নি উপাসনা) ধর্মের অনুসারী ছিলেন। এক সময় তিনি যরদশ্ত ধর্মের প্রতি আস্থা হারাইয়া সত্য ধর্মের অন্বেষণে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ইয়াহূদী ও নাসারাদের পাদ্রী ও ধর্মবিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন যে, শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা (স) হিজাযে আবির্ভূত হইবেন। ইয়াহূদী ও নাসারা পণ্ডিতগণ তাহাকে আরও জানাইল যে, এই প্রতীক্ষিত শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সত্যতার প্রমাণ ও বৈশিষ্ট্য হইবে ঃ

ক. তিনি সাদাকাহ গ্রহণ করিবেন না।

খ. তিনি হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন।

গ. তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবূওয়াত থাকিবে।

হযরত সালমান (রা) এই নবীর সন্ধানে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে তিনি দাস ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়িয়া কয়েক দফা বিক্রি হন এবং সর্বশেষে মদীনার এক ইয়াহূদী তাঁহাকে দাসরূপে খরিদ করে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় আসেন তখন সালমান তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়া কিছু ফল লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইলেন এবং বলিলেন, "আমি আপনাকে এই ফলগুলি সাদাকাহস্বরূপ দান করিলাম, আপনি মেহেরবানী পূর্বক গ্রহণ করুন।" রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন, "আমি সাদাকাহ গ্রহণ করি না।" সালমান (রা) তাঁহার নবূওয়াতের সত্যতার প্রথম প্রমাণ ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাইয়া গেলেন। কিছুদিন পর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রমাণের জন্য তিনি কিছু ফল লইয়া আবার মহানবী (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ইহা আপনার জন্য আমার পক্ষ হইতে হাদিয়া, দয়া করিয়া কবুল করুন।" রাসূলুল্লাহ (স) তাহার হাদিয়া কবুল করিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রমাণের পর হযরত সালমান (রা) মহানবী (স)-এর তৃতীয় প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য যখন আগ্রহী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে তাঁহার মোহরে নবূওয়াত প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দিলেন। হযরত সালমান (রা) তাঁহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাইয়া তৎক্ষণাত

ইসলাম গ্রহণ করিলেন (রাহমাতুললিল্ আলামীন, ১খ., পৃ. ২৩৩)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাদাকাহ্ গ্রহণ না করার বিষয়টি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত ছিল এবং ইহা ছিল তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্-কুরআন এবং আল্-হাদীছে সাদাকাহ শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (এক) সাদাকাহ প্রায়শ যাকাত শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ৯ ঃ ৬০)। (দুই) স্বতস্ফূর্ত ঐচ্ছিক দান-খয়রাত অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ২৬৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন; انا لا تحل لنا الصدقة "আমাদের জন্য (মুহাম্মাদ (স), তাঁহার পরিবার-পরিজন ও তাঁহার বংশীয় লোকজন) সাদাকাহ্ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ" (মুসলিম, পৃ. ৩৪৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপরে উল্লিখিত বক্তব্য সাদাকাহ (الصدقة) শব্দটি নিঃশর্ত ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা ফরয সাদাকাহ, যথা যাকাত এবং নফল সাদাকাহ, যথা ঃ ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত দান-খয়রাত ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই রাসূলুল্লাহ (স) ফরয সাদাকাহ (যাকাত) এবং নফল সাদাকাহ (তথা সাধারণ দান-খয়রাত) কোনটিই গ্রহণ করিতেন না। উভয়বিধ সাদাকাহ্ গ্রহণ না করাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য (আল্-'উরফুশ্-শাযী, সুনানে তিরমিযীর টীকাভাষ্য, ১খ., পৃ. ১৪৩-১৪৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূলে কারীম (স)-এর নাতি হযরত হাসান ইব্ন 'আলী (রা) একটি সাদাকাহ্র খেজুর হাতে লইয়া মুখে দিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা দেখামাত্র বলিয়া উঠিলেন, ছি! ছি!! অর্থাৎ যাহা কিছু মুখে দিয়াছ তাহা ফেলিয়া দাও। হাসান (রা) মুখ হইতে খেজুরটি বাহির করিয়া ফেলিলেন। কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত দ্বারা হাসানের মুখ হইতে খেজুরটি বাহির করিয়া ফেলিয়া দেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : "তুমি জান না, আমরা (নবী-পরিবার) সাদাকাহ্ গ্রহণ করি না" (বুখারী, ১খ., পৃ. ২০২)।

একবার হযরত আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবী'আ (রা) এবং হযরত ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলে কারীম (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগকে যাকাত আদায়কারীর পদে নিয়োগ দিন। ইহাতে আমরা পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু সাদাকাহ লাভ করিতে পারি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

ان الصدقة لا ينبغى لال محمد وانما هو اوساخ الناس .

"মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজনের জন্য সাদাকাহ্ গ্রহণ করা সমীচীন নহে। কারণ সাদাকাহ্র দ্রব্য মানুষের ময়লা-আবর্জনাস্বরূপ" (মুসলিম, পৃ. ৩৪৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং বংশীয়দের জন্য সাদাকাহ্ গ্রহণ করা সমীচীন না হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. সাদাকাহ মূলত মানুষের ধন-সম্পদের ময়লা ও আবর্জনাস্বরূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা যাকাতের উপকারিতা ও নির্দেশ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

"তুমি উহাদিগের (মুমিনদিগের) সম্পদ হইতে সাদাকাহ গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে। তুমি উহাদিগকে দু'আ করিবে। তোমার দু'আ তো উহাদিগের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (৯ ঃ ১০৩)।

একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বানূ হাশিমকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

يا بنو هاشم ان الله كره لكم غسالة ايدى الناس واوساخهم وهوضكم منا بخمس الخمس .

"হে বনূ হাশিম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগের জন্য মানুষের উপার্জিত ধন-সম্পদের ময়লা ও বর্জ্য গ্রহণ করা অপসন্দ করেন। তিনি তোমাদিগকে উহার প্রতিদানে বায়তুল-মালের 'খুমুস' (গনীমতের সম্পদ হইতে বায়তুল-মালের জন্য রক্ষিত এক-পঞ্চমাংশ) হইতে সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা করিয়াছেন" (শারহু ফাতহিল কাদীর, ২খ., পৃ. ২৭৭)।

উল্লেখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও বংশীয়দের জন্য সাদাকাহ গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য হইল তাঁহাদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা। যেহেতু তাঁহারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্ভাব্য সকল প্রকারে সহযোগিতা দান করিয়াছেন, সুতরাং মানুষের ধন-সম্পদের ময়লা ও বর্জ্য দ্বারা তাঁহাদিগের জীবিকার বন্দোবস্ত করা তাঁহাদের মর্যাদার পরিপন্থী। তাই তাঁহাদের জন্য সাদাকাহ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যেহেতু এই বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ হইল ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী, অতএব রাসূলুল্লাহ (স) সেই সকল আত্মীয়-স্বজন এবং বংশীয়দিগকে তাঁহার এই ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যাঁহারা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে সাধ্যমত সহযোগিতা করিয়াছেন। তাই আবূ লাহাব ও তাহার বংশধরদের জন্য এই মর্যাদা কার্যকর হয় নাই (মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ১৬১, টীকা দ্র.)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لا قرابة بيننا وبين ابى لهب فانه اتو علينا الأ فجورين .

"আমাদের ও আবূ লাহাবের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নাই। কারণ সে আমাদের উপর পাপিষ্ঠদিগকে অগ্রাধিকার দিয়াছে" (রদ্দুল মুহতার 'আলা দুররিল-মুখতার, ২খ., পৃ. ৩৫০)।

২. আল্-কুরআনুল-কারীমে নবী-রাসূল এবং দীনের দাঈগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে ঃ

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

"আমি ইহার (সত্যের প্রতি আহ্বানের) জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে" (২৬ ঃ ১৬৪)।

আয়াতের মমার্থ এই যে, নবী-রাসূল এবং দীনের দাঈগণ তাঁহাদের মহান দাওয়াতী দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে মানুষের নিকট হইতে কোন বিনিময় কামনা করেন না। সুতরাং নবী-রাসূলগণ যদি সাদাকাহ গ্রহণ করেন তাহা হইলে ইহাতে তাহাদিগের সমালোচিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে (ফাতহুল-বারী, ৪খ., পৃ. ১২৩)।

৩. রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও বংশীয়দের জন্য সাদাকাহ গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি কারণ এই যে, যাহা মানুষ অপরকে অনুগ্রহ করিয়া ছওয়াবের আশায় প্রদান করে তাহাই সাদাকাহ। পক্ষান্তরে হাদিয়া হইল যাহা মানুষ অপরের সম্মানার্থে বা অপরের সহিত আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রদান করিয়া থাকে। যদিও ইহাতে ছওয়াব রহিয়াছে, তথাপি ছওয়াবটা এখানে মুখ্য নয়। সাদাকাহ ও হাদিয়ার মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

اليد العليا خير من اليد السفلى .

"সাদাকাহ গ্রহীতার হাত নীচু পক্ষান্তরে দাতার হাত উঁচু"।

মোটকথা, সাদাকাহ্ গ্রহণের ক্ষেত্রে রহিয়াছে সাদাকাহ গ্রহীতার মর্যাদার হীনতা আর দাতার শ্রেষ্ঠত্ব। ইহা নবীর শানের পরিপন্থী। কারণ প্রত্যেক নবী তাঁহার যুগের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। নবী কাহারও অনুগ্রহের পাত্র নহেন, বরং সকলেই নবীর অনুগ্রহে ধন্য। এই কারণে নবীর জন্য সাদাকাহ গ্রহণ পসন্দ করা হয় নাই (ফাতহুল-বারী, ৪খ., পৃ. ১২৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাদাকাহ গ্রহণ করিতেন না। কেহ কোন কিছু তাঁহার খিদমতে পেশ করিলে তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা হাদিয়া না সাদাকাহ্? যদি উত্তরে বলা হইত হাদিয়া, তবে গ্রহণ করিতেন। আর যদি বলা হইত, সাদাকাহ, তাহা হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিতেন না বরং উপস্থিত লোকজনের মধ্যে সাদাকাহ গ্রহণের উপযুক্ত কাউকে দেখাইয়া দিতেন (মুসলিম, পৃ. ৩৪৫)।

কখনও কোন অবস্থাতেই যেন তাঁহার হাতে সাদাকাহ আসিয়া না যায় এবং সাদাকার বিন্দুমাত্রও তাঁহার উদরস্থ না হয় সেই দিকে তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। ইসলামী রাষ্ট্র মদীনার যাকাত, সাদাকাহ ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জমা করা হইত এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে উহা বণ্টন করা হইত। খেজুর বাগান সমৃদ্ধ মদীনায় যাকাত ও সাদাকাহরূপে খেজুরের আমদানী হইত সর্বাপেক্ষা বেশী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে বা গৃহচত্বরে উহার বণ্টনকার্য হইত। এই কারণে কখনও কখনও দেখা যাইত যে, তাঁহার গৃহে বা গৃহচত্বরে দুই-একটি খেজুর পড়িয়া রহিয়াছে। এই পতিত খেজুর যেমন সাদাকাহ ও যাকাতের অংশ হইতে পারে তেমনি তাঁহার গৃহের খেজুরও হইতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, আমি কখনও কখনও আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইতাম যে, এখানে সেখানে দুই-একটি খেজুর পড়িয়া রহিয়াছে। আমি উহা হাতে উঠাইয়া লইতাম; অতঃপর "ইহা সাদাকার খেজুর হইবে" ভাবিয়া রাখিয়া দিতাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর তীব্র প্রয়োজন ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি উহা খাওয়া হইতে বিরত থাকিতেন (মুসলিম, পৃ. ২৪৪)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) একটি খেজুর পতিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "খেজুরটি সাদাকার না হইলে আমি উহা খাইতাম" (মুসলিম, পৃ. ৩৪৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাদাকার ক্ষেত্রে নিজের ব্যাপারে যেমন অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার পরিবারবর্গ ও বংশীয় অন্যান্যদের ব্যাপারেও অত্যধিক সচেতন থাকিতেন। এমনকি যাহার মধ্যে সাদাকাহ হওয়ার বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিত তাহাও তিনি নিষেধ করিতেন।

পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে যে, সাদাকাহ দুই প্রকার ঃ ফরয সাদাকাহ তথা যাকাত এবং নফল সাদাকাহ অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত দান-খয়রাত। রাসূলুল্লাহ (স) উভয়বিধ সাদাকাহ পরিহার করিতেন। তবে তাঁহার পরিবারবর্গ এবং বংশীয়দের জন্য কেবল ফরয সাদাকাহ নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহারা নফল সাদাকাহ গ্রহণ করিতে পারিতেন (ফাতহুল-বারী, ৪খ., পৃ. ১২৪)।

সাদাকার ক্ষেত্রে একটি শার'ঈ নীতি এই যে, সাদাকাহ গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি উহা গ্রহণের পর যখন তাহার পূর্ণ অধিকারে চলিয়া আসে, তখন সে উহা কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে প্রদান করিলে সচ্ছল ব্যক্তির জন্য উহা সাদাকাহ্ বলিয়া বিবেচিত হইবে না বরং উহা তাহার জন্য হাদিয়ারূপে সম্পূর্ণ জায়েয গণ্য হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণ কখনও কখনও এইরূপ নফল সাদাকাহ্ প্রাপ্ত হইতেন। তাহারা উহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাদিয়ারূপে পেশ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন। একবার হযরত 'আইশা (রা)-এর মুক্ত দাসী বারীরা (রা) সাদাকাহ হিসাবে প্রাপ্ত গোশতের অংশবিশেষ আহারের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) উহা গ্রহণে আগ্রহী হইলে 'আইশা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা তো বারীরা সাদাকারূপে পাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, لك صدقة ولنا هدية "হাঁ, ইহা তোমার (বারীরা) জন্য সাদাকাহ্,, আমাদের জন্য হাদিয়া" (মুসলিম, ৩৪৩; বুখারী, পৃ. ২০২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্ত্রী হযরত জুওয়ায়রিয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে তাশরীফ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহে কোন খাবার আছে কি? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! গৃহে কোন খাবার নাই। তবে বকরীর এক টুকরা গোশত রহিয়াছে যাহা আমার দাসী সাদাকারূপে পাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহা আমাকে দিতে পার। কারণ সাদাকাহ্ উহার প্রকৃত হকদারের নিকট পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ এখন সে উহা আমাদিগকে প্রদান করিলে আমাদের জন্য উহা সাদাকাহরূপে বিবেচিত হইবে না (মুসলিম, পৃ. ৩৪৫; তিরমিযী, ভাষ্যগ্রন্থ আল-'উরফুশ-শাযী, পৃ. ১৪৩ দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহুল-বারী, দারুল-ফিকর, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ.; (২) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, আসাহহুল মাতাবি', দিল্লী, তা. বি.; (৩) আনওয়ার শাহ কাশমিরী, আল-'উরফুশ-শাযী, সুনান তিরমিযীর টীকাভাষ্য, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.; (৪) ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, আসাহহুল-মাতাবি', দিল্লী, তা. বি.; (৫) ইব্ন হুমাম, শারহু ফাতহিল-কাদীর, দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৫ খৃ.; (৬) ইব্ন আবেদীন, রাদ্দুল-মুহতার 'আলা'দ-দুররিল-মুখতার, মাকতাবা মুস্তাফা আহমাদ, মক্কা ১৯৬৬ খৃ.।

মাসউদুল করীম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপঢৌকন আদান-প্রদান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপঢৌকন গ্রহণ ও প্রদান তাঁহার অসংখ্য গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কেহ হাদিয়া (উপঢৌকন) প্রদান করিলে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেন এবং তিনিও মানুষকে হাদিয়া প্রদান করিতেন প্রফুল্লচিত্তে। তিনি উপঢৌকন দিতেন আর্থিক কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই। মানুষের প্রতি তাঁহার উদারতা ও মমতাবোধ ছিল সীমাহীন। তাঁহার মধ্যে সকল প্রকার সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি সর্বাধিক মহানুভব ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি কাহারও নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করিলে তাহাকেও প্রদান করিতেন উহা হইতে অধিক পরিমাণ। হাদিয়া গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদাকা প্রদান করিবে; ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক। যদি তোমরা তাহাতে অক্ষম হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সাদাকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত" (৫৮ : ১২-১৩)।

ইব্ন আবী হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, যখন হাদিয়া প্রদানের বিধান সম্বলিত এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন অনেকেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অতিরিক্ত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিল। ইমাম বাগাবী (র) লিখিয়াছেন, তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কথাবার্তা বলা হইতে বিরত রহিল। বিত্তহীনেরা কথাবার্তা বলিতে অক্ষম হইয়া গেল। আর বিত্তশালীরা বাক্যালাপ বন্ধ করিল হাদিয়া প্রদানের ভয়ে। বিশুদ্ধচিত্ত সাহাবীগণও অর্থাভাবে মৌনতা অবলম্বন করিলেন। বিষয়টি তাঁহাদের জন্য হইয়া গেল

পীড়াদায়ক। পরে অবশ্য তাহারা অর্থ প্রদান ছাড়াই বাক্যালাপের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (তাফসীরে মাযহারী, ৯খ., পৃ. ২২৫)।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, কথা বলিতে হইলে উপঢৌকন প্রদান করিতে হইবে, এই বিধানটি নাযিল হওয়ার পর হযরত 'আলী (রা) সর্বপ্রথম এক দীনার হাদিয়া প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। ইহার পর নাযিল হয় হাদিয়া ব্যতিরেকে কথা বলার অনুমতি। এই কারণেই হযরত আলী (রা) বলিতেন, আল-কুরআনুল কারীমে এমন একটি আয়াত রহিয়াছে যে আয়াতের উপর আমার আগে কেহ আমল করিতে পারে নাই, আর কেহ পারিবেও না। আর সেই আয়াত হইল এই আয়াত (যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে)। ইব্ন আবী শায়বা তাঁহার আল-মুসান্নাফ কিতাবে এবং হাকেম তাঁহার আল্-মুসতাদ্রাক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত 'আলী (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহর কিতাবে এমন একটি আয়াত রহিয়াছে যাহার উপর আমিই সর্বপ্রথম আমল করিয়াছি। আমার নিকট একটি দীনার ছিল। আমি সেইটিকে ভাংগাইয়া নিয়াছিলাম। যখনই আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কথা বলিতাম, তখনই উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করিতাম একটি করিয়া দিরহাম। তাফসীরে মাদারেকে রহিয়াছে, হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য এক দিরহাম করিয়া হাদিয়া প্রদান করিতাম। এইভাবে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম দশটি। তিনি সেইগুলির জবাব দিয়াছিলেন যথারীতি (তাফসীরে মাযহারী, ৯খ., পৃ. ২২৫; মা'আরিফুল-কুরআন, ৮খ., পৃ. ৩৪৭)।

আল্লাহর বাণী 'যালিকা খায়রুল লাকুম' ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় 'ওয়া আতহারু' এবং পরিশোধক। ফাইল-লাম তাজিদু' যদি তাহাতে অক্ষম হও, 'ফা-ইন্নাল্লাহা গাফূরুর-রাহীম' আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এইভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, 'আমার রাসূলের সহিত কথা বলিতে হাদিয়া নিবেদনের এই বিধানটি তোমাদের জন্য উপকারী। ইহার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু বিত্তবিবর্জিত হওয়ার কারণে যদি তোমরা বিধানটির উপর আমল করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে না। কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়" (তাফসীরে মাযহারী, ৯খ., পৃ. ২২৬)।

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, যখন অবতীর্ণ হইল 'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদাকা প্রদান করিবে' তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আলী! তোমার অভিমত কি? হাদিয়ার পরিমাণ কি এক দীনার হওয়া উচিত? আমি বলিলাম, লোকেরা ইহার উপর আমল করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে কি অর্ধ দীনার? আমি বলিলাম, তাহাতেও সক্ষম হইবে না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে কত? আমি বলিলাম, একটি যব (এক পয়সার সমতুল্য)। তিনি বলিলেন, তোমাকে তো মনে হয় সাধনাকারীর মত (প্রাগুক্ত, ৯খ., পৃ. ২২৬)।

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান বলিয়াছেন, বিধানটি বলবৎ ছিল দশ রাত পর্যন্ত। কালবী বলিয়াছেন, এক ঘণ্টার বেশী সময় এই বিধান কার্যকর ছিল না (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে আহমাদ, বায্যার ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, জাহিলী যুগে কুতায়লা বিন্‌ত আবদুল উয্যা ছিল হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্ত্রী। তিনি তাহাকে তালাক দিয়াছিলেন। সে একদিন তাহার কন্যা হযরত আসমা (রা)-র নিকট কিছু উপঢৌকন নিয়া দেখা করিতে আসিল। তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাহাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতিও দিলেন না। তিনি হযরত আইশা (রা)-কে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে এই বিষয়ের বিধান জানিয়া নিয়া আমাকে জানাও। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, উপঢৌকন গ্রহণ কর এবং তোমার মাকে ঘরে বসিতে দাও (তাফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন, ৮খ., পৃ. ৪০৫; তাফসীরে মাযহারী, ৯খ., পৃ. ২৬২)।

হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মাতা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করিলাম, আমার মাতা আমার নিকট আসিয়াছেন। মনে হয় তিনি আমার নিকট হইতে সহানুভূতি পাইবার আশা রাখেন। আমি কি তাঁহাকে সাহায্য-সহায়তা করিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, তুমি তোমার মাতার প্রতি সহানুভূতি দেখাও (বুখারী, কিতাবুল হিবা, ১খ., পৃ. ৩৫৭)।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ.

"মু'মিনদের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না" (৯ ঃ ৭৯)।

বাগাবী (র) লিখিয়াছেন, তাফসীরকারগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার সকলকে দান-খয়রাত করিতে অনুপ্রাণিত করিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) চার হাজার দিরহাম নিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট আট হাজার দিরহাম ছিল। সেইগুলি হইতে আপনার জন্য চার হাজার দিরহাম নিয়া আসিয়াছি। আপনি এইগুলি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করুন। অবশিষ্ট চার হাজার দিরহাম আমি আমার পরিজনের জন্য রাখিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি যাহা রাখিয়াছ এবং যাহা হাদিয়া দিয়াছ সবগুলিতে আল্লাহ বরকত দান করুন (তাফসীরে মাযহারী, ৪খ., পৃ. ২৭১)।

হযরত আসিম ইবন আদী 'আয্‌লানী আনিলেন এক শত ওয়াসাক খেজুর। হযরত আবী আকীল আনসারী আনিলেন মাত্র এক সা' যব। বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সারা রাত পানি টানার কাজ করিয়া আমি পারিশ্রমিক হিসাবে পাইয়াছি দুই সা' যব। সেইগুলি হইতে এক সা' আনিয়াছি আপনার খিদমতে। রাসূলুল্লাহ (স) ওই এক স' যবকে সাদাকার স্তূপের উপর রাখার নির্দেশ দিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২)।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ.

"তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নহে; বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদিগকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না" (২ ঃ ২৭২)।

নাসাঈ, তাবারানী, বায্যার ও হাকেম হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমদিকে সাহাবীগণ তাঁহাদের কাফির আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া প্রদান করিতে অনীহা প্রকাশ করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা করিতে নিষেধ করেন। ইব্ন আবী শায়বা মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়া হইতে মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবী হাতিম ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) কেবল মুসলমানদেরকে দান করিতে বলিয়াছিলেন। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সকল সম্প্রদায়কে হাদিয়া প্রদানের অনুমতি দেন (তাফসীরে মাযহারী, ১খ., পৃ. ৩৯০)।

ইব্ন আবী শায়বা হযরত সা'ঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নিজ ধর্মানুসারী ছাড়া অন্যকে হাদিয়া প্রদান করিও না। কালবী বলিয়াছেন, মুসলমানদের কিছু ইয়াহূদী আত্মীয় ছিল। মুসলমানদের সাহায্য-সহানুভূতি ব্যতীত তাহারা ছিল নিরুপায়। মুসলমানগণ এই উদ্দেশ্যে হাদিয়া প্রদান হইতে বিরত রহিল যে, তাহারা যেন মুসলমান হইয়া যায়। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়া কাহাকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাইবে না। 'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন'। ইহাতে বুঝা যায় যে, সৎপথ প্রাপ্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে।

ফরয দান-যাকাত, 'উশর, ফিতরা কেবল মুসলমানদিগকে দিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য সকল প্রকার দান, হাদিয়া বা উপঢৌকন মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলকে দেয়া জাইয (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৯০)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর প্রদত্ত হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তহা স্বল্প গোশ্তবিশিষ্ট বকরীর হাঁড় হইলেও" (বুখারী, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাদলিহা ওয়াত্- তাহরীদ 'আলায়হা, ১খ., পৃ. ৩৪৯)।

আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি একবার উরওয়া (র)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ভাগিনা! আমরা নূতন চাঁদ দেখিতাম, আবার নূতন চাঁদ দেখিতাম। এইভাবে দুই মাসে তিনটি নূতন চাঁদ দেখিতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন গৃহেই আগুন জ্বালানো হইত না। (উরওয়া বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে খালা! আপনারা তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিতেন কিভাবে? তিনি বলিলেন, দুইটি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর ও পানিই শুধু আমাদের বাঁচাইয়া রাখিত। অবশ্য কয়েক ঘর আনসার পরিবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাহাদের

কিছু দুধওয়ালা উটনী ও বকরী ছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাইত। তিনি আমাদিগকে তাহাই পান করিতে দিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ নবী করীম (স) বলিয়াছেন, যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতা খাইতে আহবান করা হয় তবুও তাহা আমি গ্রহণ করিব। আর যদি আমাকে পায়া বা হাতা উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাহা হইলেও আমি তাহা গ্রহণ করিব (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯)।

আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট হইতে শিকারকৃত পশুর একটি বাহু হাদিয়াস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, মাররউয-যাহারান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করিলাম। লোকেরা সেইটার পিছনে ধাওয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে আমি উহাকে নাগালে পাইয়া ধরিয়া আবূ তালহা (রা)-এর নিকট নিয়া গেলাম। তিনি উহাকে যবেহ করিয়া দুইটি রান রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০)।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাসের খালা উম্মু হুফায়দ (রা) একবার নবী করীম (স)-এর খিদমতে পনীর, ঘি ও গুইসাপ উপঢৌকন পাঠাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) শুধু পনীর ও ঘি খাইলেন আর গুইসাপ রুচি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে রাখিয়া দিলেন (বুখারী, ১খ., কিতাবুল হিবা, পৃ. ৩৫০)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে কোন খাবার আনয়ন করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা হাদিয়া না সাদাকা? যদি বলা হইত সাদাকা, তাহা হইলে সাহাবীদিগকে তিনি বলিতেন, তোমরা খাও, কিন্তু তিনি খাইতেন না। আর যদি বলা হইত হাদিয়া, তাহা হইলে তিনিও হাত বাড়াইতেন এবং তাঁহাদের সাথে খাওয়ায় শরীক হইতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০)।

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, নবী করীম (স)-এর খিদমতে কিছু গোশত আনা হইল এবং বলা হইল, ইহা আসলে বারীরার নিকট সাদাকারূপে আসিয়াছিল। তিনি বলিলেন, ইহা তাঁহার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০)।

হযরত উম্মু আতিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কোন খাবার আছে কি? তিনি বলিলেন, না, তবে সেই বকরীর কিছু গোশ্‌ত উম্মু আতিয়্যা পাঠাইয়াছেন যাহা আপনি তাহাকে সাদাকাস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, সাদাকা তো যথাস্থানে পৌছিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের জন্য ইহা সাদাকা নয়, উপঢৌকন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, নবী করীম (স)-এর স্ত্রীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন 'আইশা, হাফসা, সাফিয়্যা ও সাওদা (রা)। অপর দলে ছিলেন উম্মে সালামা (রা) সহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যান্য স্ত্রী। 'আইশা (রা)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ ভালবাসার

কথা সাহাবীগণ জানিতেন। তাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাদিয়া পাঠাইতে চাহিলে তাহা বিলম্বিত করিতেন। যেই দিন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আইশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করিতেন সেই দিন হাদিয়া দানকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হযরত 'আইশা (রা)-এর ঘরে পাঠাইয়া দিতেন। উম্মে সালামা (রা)-এর দল তাহা নিয়া আলোচনা করিতেন। উম্মে সালামা (রা)-কে তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত এই বিষয়ে আপনি আলাপ করুন, তিনি যেন লোকদিগকে বলিয়া দেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাদিয়া পাঠাইতে চায় তাহারা যেন তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেয়, যে স্ত্রীর ঘরেই তিনি থাকুন না কেন। উম্মে সালামা (রা) তাহাদের প্রস্তাব নিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে কোন জওয়াব দিলেন না। পরে সবাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহাকে কোন জওয়াব দেন নাই। তখন তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি তাঁহার সহিত আবার আলাপ করুন। 'আইশা (রা) বলেন, যেই দিন রাসূলুল্লাহ (স) উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে গেলেন সেই দিন তিনি আবার তাঁহার নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিলেন। সেই দিনও তিনি তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। ইহার পর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমাকে তিনি কিছুই বলেন নাই। তখন তাহারা বলিলেন. তিনি কোন জওয়াব না দেওয়া পর্যন্ত আপনি বলিতে থাকুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ঘরে গেলে আবার তিনি সেই প্রসঙ্গ তুলিলেন। এইবার তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'আইশার ব্যাপার নিয়া তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। জানিয়া রাখ, 'আইশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর বস্ত্রাচ্ছাদনে থাকা অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয় নাই। 'আইশা (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া উম্মু সালামা (রা) বলিলেন— হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধ হইতে আমি আল্লাহর নিকট তওবা করিতেছি।

ইহার পর সকলে হযরত ফাতিমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই কথা বলার জন্য পাঠাইলেন, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর দোহাই দিয়া আবূ বকর (রা)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাইয়াছেন। ফাতিমা (রা) ইহা পেশ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে প্রিয় কন্যা! আমি যাহা পসন্দ করি, তুমি কি তাহা পসন্দ কর না? তিনি বলিলেন, অবশ্যই করি। তারপর তিনি তাঁহাদের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে আদ্যোপান্ত অবহিত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আবার যাও। কিন্তু এইবার তিনি যাইতে অস্বীকার করিলেন।

পুনরায় তাঁহারা হযরত যয়নাব বিনত জাহ্শ (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার নিকট গিয়া কঠোর ভাষা ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর দোহাই দিয়া আবূ বকরের কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাইয়াছেন। ইহার পর তিনি গলার স্বর উচুঁ করিলেন, এমনকি 'আইশা (রা)-কে জড়াইয়াও কিছু বলিলেন। 'আইশা (রা) সেইখানে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) 'আইশা (রা)-এর দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন তিনি কিছু বলেন কি না। বর্ণনাকারী বলেন, যয়নাব (রা)-এর কথার প্রতিবাদে তিনি কথা বলিতে শুরু করিলেন এবং তাঁহাকে চুপ করিয়া দিলেন। 'আইশা (রা) বলেন, নবী করীম (স) তখন 'আইশা (রা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এই হইল আবূ বকরের কন্যা। আবূ মারওয়ান গাসসানী (র)

হিশাম-এর সূত্রে উরওয়া (র) হইতে বলেন, লোকেরা তাহাদের হাদিয়াসমূহ নিয়া 'আইশা (রা)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করিত (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১)।

হযরত আযুরা ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা) বলেন, আমি একদিন ছুমামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে সুগন্ধি দিলেন এবং বলিলেন, আনাস (রা) কখনো সুগন্ধি ফিরাইয়া দিতেন না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুগন্ধি ফিরাইয়া দিতেন না (বুখারী, হেরা, পৃ. ৩৫১)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হাদিয়া কবুল করিতেন এবং তাহার প্রতিদানও দিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। এই দুইজনের কাহাকে আমি উপঢৌকন দিব? তিনি বলিলেন, এই দুইজনের মধ্যে যাহার দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩)।

আবূ হুমায়দ সা'ইদী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আয্‌দ গোত্রের ইব্‌নুল লুতবিয়্যা নামক এক ব্যক্তিকে সাদাকা সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এইগুলি আপনাদের (সাদাকার মাল) আর এইগুলি আমাকে উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সে তাহার বাবার ঘরে অথবা তাহার মায়ের ঘরে কেন বসিয়া থাকিল না? তখন সে দেখিত তাহাকে কেহ হাদিয়া দেয় কি না? যাঁহার পবিত্র হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! সাদাকার মাল হইতে সামান্য পরিমাণও যে আত্মসাত করিবে, সে তাহা কাঁধে করিয়া কিয়ামতের দিন হাযির হইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩)।

আবীদা (রা) বলেন, দানকারী ব্যক্তি হাদিয়া সামগ্রী পৃথক করিয়া হাদিয়া প্রাপকের জীবদ্দশায় মারা গেলে তাহা হাদিয়া প্রাপকের ওয়ারিছদের হক হইবে। (যদি প্রাপক ইতোমধ্যে মারা গিয়া থাকে) আর পৃথক না করিয়া থাকিলে হাদিয়া দাতার ওয়ারিছদের হক হইবে। আর হাসান (র) বলিয়াছেন, উভয়ের কোন একজন মারা গেলে এবং প্রাপক কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত হাদিয়া সামগ্রী নিজ অধিকারে নিয়া নিলে তাহা প্রাপকের ওয়ারিছদের হক হইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩)।

হযরত মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার কিছু কাবা (পোশাক বিশেষ) বণ্টন করিলেন। কিন্তু মাখরামাকে তাহা হইতে একটিও দিলেন না। মাখরামা (রা) তখন তাঁহার ছেলেকে বলিলেন, প্রিয় বৎস! আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়া চল। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি তাহার সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, যাও ভিতরে গিয়া তাঁহাকে আমার জন্য আহবান জানাও। মিসওয়ার বলেন, ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকিলাম। তিনি যখন বাহিরে আসিলেন তখন তাঁহার নিকট ছিল একটি কাবা। তিনি বলিলেন, ইহা আমি তোমার জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাখরামা উহা তাকাইয়া দেখিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, মাখরামা খুশি হইয়া গিয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪)।

আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করেন, ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার স্ত্রী সারাকে নিয়া হিজরতকালে এমন এক জনপদে উপনীত হইলেন যেখানে ছিল এক বাদশাহ অথবা

বর্ণনাকারী বলেন, প্রতাপশালী শাসক। তিনি সারার খেদমতের জন্য উপহারস্বরূপ হাজারকে দান করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশ্ত হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আবূ হুমায়দ (রা) বলেন, আইলার শাসক রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়াছিলেন। প্রতিদানে তিনি তাহাকে একটি চাদর উপঢৌকন দিয়াছিলেন আর সেখানকার শাসক হিসাবে তাহাকে নিয়োগ পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৫৬)।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি রেশমী জুব্বা উপঢৌকন দেওয়া হইল। অথচ তিনি রেশ্মী কাপড় ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! জান্নাতে সা'দ ইব্ন মু'আযের রুমাল ইহার চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট। সা'ঈদ (র) কাতাদা (র)-এর বরাতে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দূমার উকায়দির রাসূলুল্লাহ (স)-কে উহা হাদিয়া দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, 'উমার (রা) জনৈক ব্যক্তিকে রেশমী কাপড় বিক্রি করিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, এই জোড়াটি খরিদ করিয়া নিন। জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার নিকট কোন প্রতিনিধি দল আসে তখন তাহা পরিধান করিবেন। তিনি বলিলেন, এইসব তো তাহারাই পরিধান করে যাহাদের আখিরাতে কোন হিস্সা নাই। পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কয়েক জোড়া রেশমী কাপড় আসিল। সেইগুলি হইতে এক জোড়া তিনি 'উমার (রা)-এর নিকট পাঠাইলেন। তখন 'উমার (রা) বলিলেন, ইহা কিভাবে পরিধান করিব, অথচ এই সম্পর্কে আপনি যাহা বলিবার বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ইহা তোমাকে পরিধান করিবার জন্য দেই নাই। হয় ইহা বিক্রি করিবে, নচেৎ কাহাকেও হাদিয়া দিবে। অতএব 'উমার (রা) উহা মক্কায় বসবাসকারী তাঁহার এক দুধ ভাইকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হাদিয়া পাঠাইলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭)।

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে রেশমী ডোরাবিশিষ্ট এক জোড়া কাপড় হাদিয়া দিলেন। আমি উহা পরিধান করিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিলাম। পরে ঐ কাপড় জোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী পরিধেয় বানাইয়া দিলাম (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) ফাতিমা (রা)-এর গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে প্রবেশ না করিয়া চলিয়া গেলেন। আলী (রা) বাড়ি আসিয়া ফাতিমা (রা)-কে চিন্তিত দেখিলেন। ফাতিমা (রা) তাঁহার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে ফাতিমা (রা)-র অবস্থা ব্যক্ত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি তাহার ঘরের দরজায় নক্শাকৃত পর্দা লটকান দেখিয়াছি। অর্থাৎ অনাবশ্যক জাঁকজমক আমি পসন্দ করি না, তাই ফিরিয়া আসিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, দুনিয়ার জাঁকজমকের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আলী (রা) ফাতিমা (রা)-এর নিকট সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলেন। ফাতিমা (রা) বলিলেন, এই পর্দা সম্পর্কে আব্বা যাহা আদেশ

করিবেন আমি তাহাই করিব। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা অমুক পরিবারের লোকদিগকে হাদিয়া হিসাবে প্রদান কর (বুখারী, পৃ. ৩৫৬)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) তাঁহার এক বাঁদীকে আযাদ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি তাহাকে তোমার মামাদের কাউকে হাদিয়া প্রদান করিতে তাহা হইলে তোমরা ছওয়াব বেশী হইত।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হাদিয়া দাতা হিসাবে সর্বাধিক উত্তম ছিলেন (আখলাকুন নবী (স), অনু. ই. ফা. বা,. পৃ. ৩২৪)।

হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কোন হাদিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গী-সাথীরা না খাওয়া পর্যন্ত তিনি তাহা খাইতেন না।

আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) হাদিয়া দানকারীকে প্রথমে হাদিয়াকৃত খাদ্য খাইতে বলিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই নিয়ম করিয়াছিলেন তাঁহাকে বিষাক্ত বকরীর গোশ্ত দেওয়ার পর হইতে। প্রতারণামূলকভাবে তাঁহাকে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়ায় তিনি তাহা খাওয়া হইতে বিরত থাকেন এবং অন্যদিগকেও নিষেধ করেন। এই ঘটনার পর হইতে তিনি সাবধানতার জন্য নিয়ম করিয়া নিয়াছিলেন যে, হাদিয়া দাতা নিজে প্রথমে তাহার হাদিয়াকৃত খাদ্য খাইবে, তাহার পর রাসূলুল্লাহ (স) সেই খাদ্য গ্রহণ করিবেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬)।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যুহর ও আসরের সালাত আদায় করিলাম। সালাম ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাক। রাসূলুল্লাহ (স)-কে এক হাঁড়ি হালুয়া হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেককে এক চামচ করিয়া হালুয়া দিতে থাকিলেন। তিনি আমার নিকট আসিয়া আমাকেও এক চামচ হালুয়া খাওয়াইলেন। আমি তখন ছোট ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাকে আরো দেই? আমি বলিলাম, হাঁ। আমি ছোট হওয়ার কারণে তিনি আমাকে আরো এক চামচ দিলেন। এইভাবে তিনি শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত উহা বিতরণ করিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-কে খেজুর গাছের সর্বপ্রথম ফল উপহার দেওয়া হইলে তিনি এই দোআ করিতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের শহরে বরকত দান কর, আমাদের মুদ্দ ও সা'-এ অধিক বরকত দান কর। অতঃপর তিনি উক্ত ফল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কম বয়স্ক শিশুটিকে দিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭)।

হযরত 'আইশা (রা)-এর নিকট জনৈক ভিক্ষুক আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। ঘরে মাত্র একটি রুটি ব্যতীত কিছুই ছিল না। তিনি স্বীয় দাসীকে বলিলেন, উহা ফকীরকে দিয়া দাও। দাসী বলিল, আপনার ইফতারের জন্য আর কিছুই থাকিবে না। তিনি

বলিলেন, দিয়া দাও। অতঃপর দাসী সেই রুটি ফকীরকে দিয়া দিলেন। দাসী বলেন, সন্ধ্যার সময় কোন এক বাড়ী হইতে বা কোন এক ব্যক্তি হাদিয়া পাঠাইলেন ছাগলের ভুনা গোশ্ত। হযরত 'আইশা (রা) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, খাও। ইহা তোমার রুটি হইতে উত্তম (ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা, ২খ., পৃ. ৫১৯)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, উম্মুল-মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের সময় হযরত উম্মু সুলায়ম (রা) হায়স ভর্তি একটি বড় পেয়ালা আমাকে দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পাঠাইয়া দিলেন। হায়স হইল খেজুর, ঘি ও ছাতু মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের আহার্য। উম্মু সুলায়ম হযরত আনাস (রা)-কে বলিলেন, হে আনাস! এইগুলি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে লইয়া যাও এবং বলিও, আমার আম্মাজান এই খাবার আপনার জন্য উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন এবং আপনার নিকট তিনি সালাম পেশ করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাদিয়া পেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, রাখিয়া দাও (মাদারিজুন-নবূওয়াত, ১খ., পৃ. ৩৩৭)।

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত ঃ উম্মু মালিক নামের জনৈক আনসারী মহিলা মাঝে-মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে এক পেয়ালা ঘি হাদিয়া পাঠাইতেন। তিনি সর্বদা পেয়ালা ভর্তি ঘি দেখিতে পাইতেন। একদিন উম্মু মালিকের সন্তানেরা খাওয়ার জন্য ব্যঞ্জন চাহিল। কিন্তু ঘরে সেই সময় কোন ব্যঞ্জন ছিল না। সেদিন তিনি সেই পেয়ালা হইতে সবটুকু ঘি ঢালিয়া সন্তানদিগকে দিয়া দিলেন। কিন্তু পরে আর তাহাতে ঘি জমা করিতে পারিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি তো সমস্ত ঘি নিংড়াইয়া নিয়াছিলে, তাই এমন হইয়াছে। সামান্য কিছু রাখিয়া দিলে সর্বদাই ঘি পাইতে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ তাঁহাকে খাদ্যসামগ্রী, বাহন জন্তু বা অন্যবিধ নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা গ্রহণ করিতেন। রাজা-বাদশাহগণও তাহার দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি তাহা গ্রহণও করিয়াছেন। রাজা-বাদশাহদের উপঢৌকন সামগ্রী তিনি সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করিতেন। আর যে বস্তু তাঁহার পসন্দ হইত তাহা তিনি নিজের জন্য রাখিতেন। মিসরের শাসক মুকাওকিস বা মাকুকাস রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপঢৌকন সামগ্রী প্রেরণ করেন। এইগুলির মধ্যে মারিয়া কিব্তিয়া এবং শিরীনও ছিলেন। আরও ছিল একটি খচ্চর, একটি গাধা এবং কিছু দ্রব্যসামগ্রী। রাসূলুল্লাহ (স) মারিয়া কিব্তিয়াকে নিজের জন্য পসন্দ করেন এবং শিরীনকে তিনি হযরত হাস্সানের হাতে তুলিয়া দেন। আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজাশী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হাদিয়া প্রেরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাহা কবুল করেন। বিনিময়ে তিনিও আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর জন্য হাদিয়া প্রেরণ করেন। হাদিয়া প্রেরণকালে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, এইগুলি পৌঁছিবার পূর্বেই নাজাশীর মৃত্যু হইবে, তাহাই হইয়াছিল। ফারওয়া ইব্ন নুফাছা জুযামী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হাদিয়াস্বরূপ শ্বেতবর্ণের একটি মাদী খচ্চর পাঠাইয়াছিলেন। অন্য

বর্ণনায় আছে, আয়লার বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য শ্বেতবর্ণের একটি মাদী খচ্চর উপহার পাঠাইয়াছিলেন (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৩৮৯-৯০)।

আবূ সুফয়ান রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হাদিয়া প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) উহা গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু আমির ইব্ন মালিক একটি ঘোড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করিলে তিনি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, আমরা কোন পৌত্তলিকের উপহার গ্রহণ করিনা। অনুরূপভাবে আয়ায মাজাশিঈ তাঁহাকে হাদিয়া দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০)।

আবূ উবায়দ বলেন, আবূ সুফয়ানের হাদিয়া তিনি এইজন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তখন সময়টা ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পর। সেই সময় কুরায়শদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ ছিল। মুকাওকিসের হাদিয়াও তিনি এইজন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দূত হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আর সহিত মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে সত্য সত্যই আল্লাহর নবী এই কথাও স্বীকার করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু বৈরী মুশরিকের হাদিয়া তিনি কোন দিন গ্রহণ করেন নাই (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০)।

মুসলিম জাতির নেতাকে হাদিয়া বা উপঢৌকন প্রদানের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম মালিক (র)-এর কতিপয় শিষ্য এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, রোমের বাদশাহ যদি মুসলিম জাতির নেতার নিকট কোন হাদিয়া প্রেরণ করেন তবে তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত হাদিয়া হিসাবেই গণ্য হইবে। কিন্তু ইমাম আওযাঈ বলেন, তাহা মুসলমানদের জাতীয় সম্পদ এবং তাহা বায়তুল মালে জমা থাকিবে। ইমাম আহ্মাদ বলেন, ইমাম বা সেনাপতিকে কাফিরদের প্রদত্ত উপঢৌকন সামগ্রী গনীমত বলিয়া গণ্য হইবে এবং গনীমতের মালের বিধানই তাহাতে প্রযোজ্য হইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০-৯১)।

ইমাম নববী বলেন, যাকাত উশুলের জন্য নির্ধারিত আমেল ছাড়া অন্যরা হাদিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, বরং হাদিয়া, উপঢৌকন কবুল করা মুস্তাহাব (আসাহ্হুস- সিয়ার, পৃ. ৩৯১)।

ইয়াদ ইব্ন হিমার (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স)-কে কিছু হাদিয়া দিলেন, বর্ণনান্তরে একটি উট হাদিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইমাম আবূ ঈসা (র) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ। রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি মুশ্রিকদের হাদিয়া গ্রহণ করিতেন। এই হাদীছে তাহা মাকরূহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তিনি মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করিতেন, পরে তাহাদের হাদিয়া গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় (আত্-তিরমিযী, ৪খ., অভিযান অধ্যায়, বাব মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা, পৃ. ১৪০)।

ফুরাত ইব্‌ন মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন, একদা 'উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ছেব আপেল ফল খাওয়ার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার নিকট তেমন অর্থ ছিল না যাহা দ্বারা তিনি ছেব ফল ক্রয় করিবেন। একদিন আমরা তাঁহার সঙ্গে কোথাও রওয়ানা হইলাম। এমন সময় এক ক্রীতদাস একটি খাঞ্চা ভরিয়া ছেব ফল লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল যাহা কেহ হাদিয়াস্বরূপ পাঠাইয়াছিল। তিনি উহা হইতে একটি ছেব ফল হাতে উঠাইয়া নাড়াচাড়া করিলেন এবং উহার সুঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, অতঃপর উহা খাঞ্চার মধ্যেই রাখিয়া দিলেন। আমি তাহাকে উহা গ্রহণের অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করিব না। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) এবং আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) হাদিয়া গ্রহণ করিতেন না কি? তিনি বলিলেন, তাঁহাদের যুগে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হাদিয়া প্রকৃতই হাদিয়া ছিল। কিন্তু তাহাদের সেই যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর শাসন ক্ষমতাধারীদের জন্য হাদিয়া নামীয় বস্তুসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকোচ হইয়া গিয়াছে (ফাতহুল-বারী দ্র., বুখারী, অনু. আজিজুল হক, ৩খ., পৃ. ২৩)।

উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে হাদিয়া প্রকৃতই হাদিয়া ছিল, কিন্তু আজকাল তাহা উৎকোচে পরিণত হইয়াছে (বুখারী, কিতাবুল হিবা, ১খ., পৃ. ৩৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) মুআল্লাফাতুল-কুলূবদেরকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করেন। মুআল্লাফাতুল কুলূবরা ছিলেন প্রধানত বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি ও বিভিন্ন দলের নেতা। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স) এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করিত। তাহাদের কেহ কেহ ইসলাম গ্রহণ করে নাই। আবার এমনও কেহ কেহ ছিল যাহারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করিলেও ভিতরে ভিতরে পুরাদস্তর ইসলামের শত্রু ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে হাদিয়া প্রদান করেন (আসাহ্‌হুস-সিয়ার, পৃ. ৩১২)।

আবূ সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারবকে রাসূলুল্লাহ (স) চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য এবং এক শত উট প্রদান করেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!আমার পুত্র ইয়াযীদকেও প্রদান করুন। তিনি তাহাকেও দিলেন চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য এবং এক শত উট। সে পুনরায় বলিল, আমার পুত্র মু'আবিয়াকেও প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকেও চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য এবং এক শত উট প্রদানের নির্দেশ দেন। হাকীম ইব্‌ন হিযামকে তিনি এক শত উট প্রদান করেন। সে আরও এক শত উট চাহিলে তাহাকে আরও এক শত উট দিলেন। হারিছ ইব্‌ন হিশামকে এক শত উট, সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে এক শত উট, হুয়ায়ত ইব্‌ন আবদুল-উয্‌যাকে এক শত উট, আলা ইব্‌ন জারিয়া আছ-ছাকাফীকে এক শত উট, উয়ায়না ইব্‌ন হিসন ফাজারীকে এক শত উট, আকরা' ইব্‌ন হাবিস তামীমীকে এক শত উট, মালিক ইব্‌ন আওফ নাদ্‌রীকে এক শত উট এবং সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যাকে এক শত উট প্রদান করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২)।

ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন শিহাব যুহরী উপহারাদি প্রাপকদের অপর একটি তালিকা তৈরি করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উপঢৌকন প্রাপ্তরা হইতেছেন ঃ

১. আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব; ২. তুলায়ক ইব্ন সুফ্য়ান; ৩. খালিদ ইব্ন উসায়দ; ৪. শায়বা ইব্ন উছমান ইব্ন আবূ তালহা; ৫. আবুস্-সানাবিল ইব্ন জাকাক; ৬. ইকরামা ইব্ন আমের; ৭. যুহায়র ইব্ন আবূ উমায়্যা ইবনুল-মুগীরা; ৮. হারিছ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা; ৯. খালিদ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা; ১০. হিশাম ইব্নুল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা; ১১. সুফ্য়ান ইব্ন আবদুল- আসাদ; ১২. সাইব ইব্ন আবূ সাইব; ১৩. মূতী ইবনুল-আসওয়াদ ইব্ন হারিছা; ১৪. আবূ জাহ্ম ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন গানিম; ১৫. সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা; ১৬. উহায়হা ইব্ন উমায়্যা ;১৭. আদী ইব্ন কায়স সাহমী; ১৮. হুওয়ায়তিব ইব্ন আবদুল-উয্যা; ১৯. হিশাম ইব্ন উমার ইব্ন রাবী'আ।

কুরায়শ ব্যতিত অন্যান্য গোত্রের উপহার প্রাপ্তরা হইলেন ঃ

২০. নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া আদ-দীলী; ২১. 'আলকামা ইব্ন আলাছা ইব্ন আওফ কিলাবী; ২২. খালিদ ইব্ন হাওযা; ২৩. হারমালা ইব্ন হাওযা; ২৪. মালিক ইব্ন 'আওফ আন-নাদরী; ২৫. আব্বাস ইব্ন মিরদাস আসলামী; ২৬. উয়ায়না ইব্ন হিসন ফাজারী ও ২৭. আকরা' ইব্ন হাবিস হানজালী তামীমী।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি উয়ায়না ইব্ন হিসন এবং আকরা' ইব্ন হাবিসকে এক শত উট দিলেন অথচ জু'আয়িল ইব্ন সুরাকাকে কিছুই দিলেন না। তিনি বলিলেন, হাঁ, জু'আয়িল ইব্ন সুরাকার ইসলামের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সুতরাং তাহার মনোরনের জন্য কোন উপঢৌকন প্রয়োজন নাই।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কাহাকেও এক শত, আবার কাহাকেও তাহার চেয়ে কমও দিয়াছেন। যাহাদের এক শত-এর কম দিয়াছেন তাহারা হইল ঃ মাখরামা ইব্ন নাওফাল আয্-যুহরী, উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব আল-জুমাহী, হিশাম ইব্ন 'উমার এবং তাহার ভাই। তাহাদিগকে কয়টি করিয়া উট প্রদান করা হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। তবে আদী ইব্ন কায়স আস্-সাহমীকে পঞ্চাশটি এবং আব্বাস ইব্ন মিরদাসকে চল্লিশটি উট প্রদান করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) জি'রানায় কুরায়শ এবং অন্যান্য কবীলার সরদারগণকে যে মহামূল্যবান উপঢৌকনাদি প্রদান করিলেন তাহার তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হইয়া কেহ কেহ অশোভনীয় মন্তব্যও করিয়া বসে।

ইব্ন ইসহাক লিখেন, তামীম বংশীয় এক ব্যক্তি যুলখুয়ায়সিরা উপহারসামগ্রী বণ্টনের সময় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ করিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আজ আপনি যাহা করিলেন তাহা আমি লক্ষ্য করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি লক্ষ্য করিলে ? সে বলিল, আপনি সুবিচার করেন নাই। অসন্তোষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মোবারক লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমিই যদি সুবিচার না করি দুনিয়ায় আর সুবিচার করিবে কে? হযরত উমার (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আমি এই অপদার্থকে খতম করিয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাকে যাইতে দাও। তাহার বংশধরদের মধ্যে সাচ্চা মুসলমান পয়দা হইবে (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৩১৪)।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে হাদিয়া ও তোহফা গ্রহণ করিতেন। তিনি ইহাকে ভালবাসা বৃদ্ধির উপকরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান কর। তাহা হইলে একের সহিত অন্যের মহব্বত পয়দা হইবে। এইজন্য সাহাবীগণ প্রত্যহ কিছু না কিছু হাদিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে প্রেরণ করিতেন (সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ১৯৪)।

একবার এক মহিলা একটি চাদর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পেশ করিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। তখনই এক ব্যক্তি উহা কামনা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) চাদরটি তাহাকে দান করিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)।

পার্শ্ববর্তী দেশের শাসকগণও তাঁহার নিকট হাদিয়া প্রেরণ করিতেন। একবার একজন আমীর রাসূলুল্লাহ (স)-কে এক জোড়া মোজা উপহার দিয়াছিলেন। রোম সম্রাট রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য এক প্রস্থ কাপড় উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে হালকা রেশমের কারুকাজ খচিত ছিল। চাদরটি তিনি অল্প সময়ের জন্য পরিধান করিয়াছিলেন। পরে তাহা খুলিয়া হযরত আলী (রা)-এর ভাই হযরত জা'ফর (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। হযরত জা'ফর (রা) চাদরটি গায়ে দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, চাদরটি এইজন্য দেওয়া হয় নাই যে, তুমি তাহা ব্যবহার করিবে। তিনি আরয করিলেন, তাহা কি করিব? তিনি বলিলেন, প্রিয় ভাই হাবশার বাদশাহ্ নাজাশীর জন্য উপঢৌকন পাঠাও (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)।

ইয়ামানের বাদশা সীয়েজেন, যিনি হাবশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া ইরানীদের অধীনে মুসলিম শাসন কায়েম করিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি দামী জামা উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন যাহার মূল্য ছিল ২৩টি উটের সমান। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা কবুল করিয়াছিলেন এবং তাহার নিকটও একটি দামী জামা প্রেরণ করিলেন যাহারা মূল্য ছিল ২০টি উটের সমান (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)।

একবার কাজায়াহ গোত্রের এক লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাদিয়াস্বরূপ একটি উটনী প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাহার নিকট বিনিময়ে কিছু উপঢৌকন পাঠাইলেন। ইহাতে সে নারাজ হইল। রাসূলুল্লাহ (স) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া খুতবা দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা আমার নিকট হাদিয়া পাঠাও, আমিও সাধ্যমত উহার বিনিময়ে কিছু প্রদান করি। ইহাতে তোমরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও। ভবিষ্যতে আমি কুরায়শ, আনসার, ছাকীফ এবং আওস গোত্র ব্যতীত আর কোন গোত্রের নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করিব না (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)।

হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) অধিকাংশ সময় খাদ্যসামগ্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রেরণ করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) পড়শী ও প্রতিবেশীদের গৃহেও হাদিয়া পাঠাইতেন। আসহাবে সুফফার সদস্যগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিয়া গ্রহণ করিতেন (সীরাতুন-নবী, ২খ.,

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন আমি প্রচণ্ড ক্ষুধায় মদীনার প্রধান রাস্তায় বসিয়াছিলাম। হযরত আবূ বকর (রা) সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে আল-কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না। হযরত উমার (রা)-ও তাহাই করিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) সেই পথে আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিলেন ও বলিলেন, আমার সাথে আইস। তিনি ঘরে পৌঁছিয়া এক পাত্র দুধ দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহা হাদিয়া হিসাবে আসিয়াছে। তিনি আমাকে সুফ্ফার সকল লোককে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। আমি তাহাদের সকলকে লইয়া হাজির হইলাম। তিনি দুধের পাত্রটি আমার হাতে দিয়া সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে বলিলেন। সেই এক বাটি দুধ সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন (আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, পৃ. ৯২)।

একদিন আল্লাহর রাসূল (স) সুফফার সকলকে লইয়া হযরত 'আইশা (রা)-এর ঘরে আসিলেন এবং ঘরে যাহা খাবার ছিল তাহা আনিতে বলিলেন। হযরত 'আইশা (রা) যাহা রান্না করিয়াছিলেন সবই দিয়া দিলেন। তিনি আরো কিছু খাবার চাহিলে হযরত 'আইশা (রা) কিছু খেজুর আনিয়া দিলেন। ইহার পর একটি পাত্র ভরিয়া দুধ লইয়া আসিলেন, তাহা ছিল ঘরের সর্বশেষ খাবার। এইভাবেই রাসূলুল্লাহ (স) সকল কিছু বিতরণ করিতেন (আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, পৃ. ৯২)।

'বারযা' হইতে আগত একটি কাফেলা মদীনার উপকণ্ঠে থামিয়া গেল। আজিকার মত তাহারা ডেরা (তাঁবু) ফেলিল সেখানে বিশ্রাম নিয়া ক্লান্ত শরীরটাকে তাজা করিয়া আগামী দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাইবে। কাফেলাটি বেশ বড়, পুরুষ আছে অনেকজন। মহিলার সংখ্যাও নগণ্য নয়। উট আছে, অশ্ব আছে, আর আছে একটি বিশেষ সম্পদ— লোহিত বর্ণের উষ্ট্র। মরুর দেশে লাল উট যেমন দুর্লভ, তেমনি উহার কদর। এই উটটি তাহারা বিক্রয় করার জন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

কাফেলা বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় একজন আগন্তুক আসিলেন এবং সালাম করিয়া লাল উটটির পাশে দাঁড়াইলেন। সর্বাঙ্গে সাদা পোশাক। সুশ্রী মানুষ। অত্যন্ত অভিজাত চেহারা। কাফেলার পুরুষদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উট কি আপনারা বিক্রয় করিবেন? তাহারা বলিল, হাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, দাম কত? কাফেলার তরফ হইতে দাম জানানো হইল। দাম শুনিয়া তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। সেই মূল্য স্বীকার করিয়া উটের লাগাম ধরিয়া শহরের দিকে আগাইয়া চলিলেন।

বেশ কিছু পরে লোকটি যখন দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া গেলেন তখন কাফেলার একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা লোকটিকে চিন কি? সে উত্তর দিল, না। শেষে সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কেহই লোকটি সম্পর্কে কিছুই জানে না। অবশেষে তাহাদের মধ্যে শুরু হইল আফসোস-অনুশোচনা। কেহই চিনে না অথচ একজন অজানা-অচেনা লোকের হাতে উটটি চলিয়া গেল। তারপর ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে শুরু হইল আত্মকলহ।

সেই কাফেলায় একজন মহিলা ছিলেন , তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, তোমরা থাম। আমি জীবনে এমন সুদর্শন ও জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখি নাই। আল্লাহর কসম! এমন অভিজাত পবিত্র চেহারার মানুষ কখনও প্রবঞ্চক হইতে পারেন না।

রাত একটু গভীর হইবার মুখে হঠাৎ কোন ব্যক্তির পদধ্বনি শোনা গেল। কাফেলার সকলেই উৎকর্ণ হইল। লাল উটতো গেছেই, কোন ঠকবাজের পাল্লায় পড়িয়া অন্য উটগুলি না চলিয়া যায়। চুরি হইতে পারে, সুতরাং কাফেলার সকলেই মুহূর্তে সতর্ক হইয়া গেল। ক্রুর চোখে তাকাইয়া থাকিল আগন্তুকের পথের দিকে। আগন্তুক ধীরে ধীরে সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের উদ্দেশ্যে সালাম জানাইয়া বলিলেন, উট তো আপনাদেরই? হাঁ, হাঁ, কেন কি হইয়াছে? আগন্তুক বলিলেন, এই নিন আপনাদের উটের দাম, যিনি উট লইয়া গিয়াছিলেন তিনি পাঠাইয়াছেন। আর উটের দামের সহিত হাদিয়াস্বরূপ পাঠাইয়াছেন আজিকার রাতের খানা। আল্লাহর নবী সত্যের বাহক হযরত মুহাম্মাদ (স) উটের মূল্য আর রাশিকৃত খাদ্যবস্তু উপঢৌকন পাঠাইয়া সকলকে নির্বাক করিয়া দিয়াছিলেন (আবদুল আযীয আল-আমান, আলোর আবাবিল, পৃ. ২৫, ২৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিবেশীদের মধ্যে যে সকল ধনী সমাজপতি বাস করিতেন তাহাদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা), হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা), হযরত আম্মার ইব্‌ন হাযম (রা) এবং হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে দুধ প্রেরণ করিতেন, আর ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান আহার্য দ্রব্য। হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) নিয়মিতভাবে তাঁহার গৃহ হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বড় পাত্রে আহার্য পাঠাইতেন। কখনও ইহাতে ব্যাঞ্জন, আবার কখনও দুধভর্তি থাকিত (শিবলী নু'মানী ও সৈয়দ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ১৬৯; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, কিতাবুন-নিসা, পৃ. ১১৬)।

হযরত আনাস (রা)-র মাতা উম্মে আনাস (রা) তাঁহার সম্পত্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে পেশ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন এবং উহা তাঁহার ধাত্রী হযরত উম্মে আয়মান (রা)-কে প্রদান করেন। স্বয়ং তিনি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন (বুখারী, কিতাবুল-হিবা, পৃ. ৩৫৮)।

সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, একদা ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বৃহস্পতিবার, হায়রে বৃহস্পতিবার! এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এমনকি তাঁহার অশ্রু ধারায় কংকর ভিজিয়া যায়। আমি বলিলাম, হে আবূ আব্বাস! বৃহস্পতিবারের রহস্য কি? তিনি বলিলেন, সেই দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পীড়া বৃদ্ধি পায়। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট আস, আমি তোমাদিগকে এমন একটি লিপি লিখিয়া দেই, যাহাতে আমার পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হইবে না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত ছিল না। তাঁহারা বলিলেন, নবী করীম (স)-এর অবস্থা এখন কীরূপ? তিনি কি অর্থহীন কথা বলিতেছেন? তোমরা তাঁহার কথা বুঝার চেষ্টা কর। রাবী বলেন,

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা আমাকে বিতর্ক হইতে মুক্ত থাকিতে দাও। কেননা আমি যে অবস্থায় রহিয়াছি তাহাই উত্তম। আমি তোমাদিগকে তিনটি বিষয়ে ওসীয়াত করিতেছি ঃ মুশরিকদিগকে আরব উপদ্বীপ হইতে বহিষ্কার কর, প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন দাও যেমন আমি তাহাদিগকে উপঢৌকন দিতাম। বর্ণনাকারী তৃতীয়টি প্রকাশ করেন নাই (মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়াত, পৃ. ৪২, ৪৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে যী-মুররা হইতে তেরজন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আসে। তাহাদের সরদার ছিলেন হারিছ ইব্ন 'আওফ (রা)। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার গোত্রেরই লোক। আমরা লুআই ইব্ন গালিবের বংশধর। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মৃদু হাসিলেন এবং হারিছকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, পরিবার-পরিজন কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, সালাহ্ নামক স্থানে। তিনি আবার বলিলেন, তোমাদের দেশের অবস্থা কি ? তিনি বলিলেন, নিদারুন খরায় দেশ বিরান হইয়া গেল, পশুর মগজ পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আল্লাহ! তাহাদিগকে বৃষ্টি দ্বারা তৃপ্ত করুন।

তাহারা বেশ কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত বিলাল (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান কর। তাহাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া এবং হারিছ ইব্ন আওফকে বার উকিয়া প্রদানের নির্দেশ দেন। তাহারা দেশে ফিরিয়া জানিল যে, যেই দিন রাসূলুল্লাহ (স) দো'আ করিয়াছিলেন সেই দিনই বৃষ্টি হইয়াছিল (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৪৫৭)।

দশম হিজরীর শা'বান মাসে খাওলানের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। তাঁহাদের সাহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তাঁহারা যখন বিদায় নিল তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদিগকে হাদিয়া প্রদান করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮)।

দশম হিজরীর রমযান মাসে গাস্সানের তিন ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহারা বলেন, জানি না আমাদের স্বজাতির লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিবে কিনা। তাহারা তো তাহাদের রাজত্ব রক্ষা এবং রোমক সম্রাটের নৈকট্যের জন্য লালায়িত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের বিদায়ের সময়ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন।

সাত সদস্যবিশিষ্ট সালমান প্রতিনিধি দল আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাহাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবীব ইব্ন উমার (রা)-ও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা বর্ণনা করেন, আমরা তিন দিন মদীনায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তিন দিনই আমাদের জন্য হাদিয়া প্রেরণ করেন। যখন বিদায়ের সময় হইল তখন হযরত বিলাল (রা) তাঁহার নির্দেশক্রমে আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ উকিয়া করিয়া উপঢৌকন প্রদান করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩)।

তুজীব কবিলার তের ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাহারা সাথে লইয়া আসেন তাহাদের উপর যাকাতের সম্পদ ও পশুপাল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে কতিপয়

প্রশ্নও করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তাহাদের বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত বিলাল (রা)-কে বলিলেন, তাহাদের পাথেয় ও উপঢৌকন প্রদান কর। হযরত বিলাল (রা) অন্যান্য প্রতিনিধি দলের তুলনায় তাহাদিগকে বেশী করিয়া উপঢৌকন প্রদান করেন।

বিদায়ের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উপহার সামগ্রী হইতে বাকী রহিল না তো? তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সর্বকণিষ্ঠ এক তরুণকে আমাদের বাহন ও আসবাবপত্রের নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। তারপর তিনি তাহাকেও তাহার সাথীদের মতো উপঢৌকন দিয়া সকলকে একই সঙ্গে বিদায় দিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮, ৪৪৯)।

আল-ওয়াকিদী আবূ নু'মান প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন এবং তিনি তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ— যিনি নিজে বানূ সা'দ হুযায়মের লোক ছিলেন, বর্ণনা করেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোককে নিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হই। এখন গোটা আরবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অপ্রতিহত সাফল্য। দেশে দুই প্রকারের লোক ছিল ঃ কেহ স্বেচ্ছায় স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, আবার কেহ তরবারির ভয়ে আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

আমরা যখন মদীনায় আসিলাম তখন শহরের বাহিরেই অবস্থান করিলাম, তারপর ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে আগাইয়া গেলাম। যখন মসজিদের দরজায় পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদের ভিতরে জানাযার সালাত আদায় করিতেছিলেন। সালাতশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কথা হইল। তারপর আমরা সকলে আনুষ্ঠানিকভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিলাম। তারপর আমরা অবতরণ স্থলে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের মালপত্রের হিফাজতের জন্য একটি ছেলেকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে আবার ডাকিলেন, আমরা আমাদের সাথীকে নিয়া গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহারও বায়'আত নিলেন। যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে বিদায় নিতে উদ্যত হইলাম তখন তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে আমাদের প্রত্যেককে কয়েক উকিয়া করিয়া রৌপ্য হাদিয়া প্রদানের নির্দেশ দিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০, ৪৫১)।

আল-ওয়াকিদী কারীমা বিন্‌ত মিকদাদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার মা দাবা'আ বিন্‌ত যুবায়র ইব্‌ন আবদুল-মুত্তালিব তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন যে, ইয়ামানের বাহরা কবীলার প্রতিনিধি দল যখন আগমন করেন তখন সেই দলে তেরজন সদস্য ছিলেন। তাহারা তাহাদের সওয়ারীসহ মিকদাদ ইবনুল-আসওয়াদের দরজা পর্যন্ত আসিলেন। ঐ সময় আমরা সকলেই নিজ নিজ ঘরে ছিলাম। মিকদাদ বাহির হইয়া তাহাদিগকে মারহাবা বলিলেন এবং তাহাদিগকে সেখানেই অবতরণ করিতে বলিলেন। তাহার পর তিনি ঘরে আসিয়া কিছু পাকানো খাদ্য তাহাদের জন্য লইয়া যান। তাহারা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। পেয়ালা যখন ফেরত আসিল তখন তাহাতে অল্প কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। মিকদাদ তনয়া বলেন, অবশিষ্ট খাদ্যটুকু আমরা একটি ছোট পেয়ালায় করিয়া আমাদের বাঁদী সিদরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ

(স)-এর খিদমতে হাদিয়া পাঠাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তখন উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, দাবা'আ পাঠাইয়াছে নাকি? সিদরা বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা! রাখিয়া দাও। তাঁহার পর তিনি মেহমানদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এবং উপস্থিত সকলেই তাহা তৃপ্তির সহিত খাইলেন। সিদরাও তাহা হইতে খাইল। তাহার পরও একাংশ অবশিষ্ট রহিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, মেহমানদের জন্য এইটুকু লইয়া যাও। সিদরা বলেন, ইহার পর আমি তাহা লইয়া গেলাম এবং যত দিন পর্যন্ত মেহমানরা সেইখানে ছিল প্রত্যেকবারই আমি ঐ অবশিষ্ট খাদ্যাংশ তাহাদের জন্য লইয়া যাইতাম, অথচ তাহা একটুও হ্রাস পাইত না। মেহমানরা হযরত মিকদাদ (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ মা'বাদ! এমন সুস্বাদু খাবার তুমি আমাদেরকে খাওয়াইলে যাহা আমরা জীবনে কোন দিন কোথাও খাই নাই। আবূ মা'বাদ তাহাদিগকে সব খুলিয়া বলিলেন। আরও বলিলেন, এই স্বাদ হইতেছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অঙ্গুলীসমূহের বরকতে। এই ঘটনা শুনিয়া তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া গেলেন। তাহাদের মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইল যে, রাসূলুল্লাহ (স) সত্য সত্যই আল্লাহর রাসূল। তাহার পর তাহারা সেইখানে কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং দীনের জ্ঞান অর্জন করেন। তাহাদের বিদায়ের সময় অন্যান্য প্রতিনিধি দলসমূহের ন্যায় তাহাদিগকেও যথারীতি উপঢৌকন সামগ্রী দিয়া বিদায় দিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪)।

নবম হিজরীর সফর মাসে বার সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করেন। হামযা ইব্ন নু'মান (রা)-ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কবীলার লোক? তাহাদের ভাষ্যকার জানাইলেন, আমরা উয্রা গোত্রের লোক, মাতার দিক হইতে যিনি কুসাঈর ভাই ছিলেন। ইহাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তিনি আরও জানান যে, হিরাক্লিয়াস এই দেশ হইতে পালাইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কুরবানী সংক্রান্ত প্রচলিত নানা প্রথা হইতে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, কুরবানী ছাড়া আর কোনরূপ পশু বলি যেন তাহারা না দেয়। তাহারা কয়েক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। বিদায় বেলায় অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত তাহাদিগকেও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয় (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫)।

নবম হিজরীর রবীউল আওওয়াল মাসে বালিয়্যি কবিলার প্রতিনিধি দল আগমন করেন। রুওয়ায়ফি' ইব্ন ছাবিত বালাবী (রা) যেহেতু এই গোত্রেরই লোক ছিলেন তাই তিনি তাঁহাদিগকে তাহারই বাড়ীতে রাখেন এবং নিজেই তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে লইয়া যান। সেখানে গিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আমার গোত্রীয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাকে এবং তোমার স্বগোত্রীয়দিগকে স্বাগতম। তাহারা সবাই মুসলমান হইয়া যান এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন।

রুওয়ায়ফি' (রা) বলেন, তাহারা আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরই রাসূলুল্লাহ (স) হাদিয়াস্বরূপ কিছু খেজুর লইয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে তাহা দিলেন। উহার পর তাহারা আরও তিন দিন ছিলেন। তাহারা যেইদিন চলিয়া যাইবেন সেই দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিদায় নিতে গেলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে উপহারসামগ্রী প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। উপহারসামগ্রী লইয়া তাহারা তাহাদের এলাকায় ফিরিয়া গেলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫, ৪৫৬)।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (স) কতিপয় লোককে হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কা'ব ইব্ন যুহায়র ছিলেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন ইসহাক লিখেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন বুজায়র ইব্ন যুহায়র তাঁহার ভাই কা'ব ইব্ন যুহায়রকে লিখিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুৎসা রটনাকারী সকল কবি ইতোমধ্যে নিহত হইয়াছে। কুরায়শ বংশের কবিদের মধ্যে কেবল ইবনুয্-যুব'আরী এবং হুবায়রা ইব্ন ওয়াহ্ব তখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর রীতি হইল, যাহারা অনুতপ্ত ও মুসলমান হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হয় তিনি তাহাদিগকে হত্যা করেন না। এখন তোমার যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে শীঘ্র ক্ষমাপ্রার্থী হও। ইহা ছাড়া উপায় নাই। বুজায়র ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাহাকে উৎসাহ দিয়া কবিতার কয়েকটি পংক্তিও রচনা করেন। গত্যন্তর না দেখিয়া কা'ব ইব্ন যুহায়র রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা রচনা করিয়া মদীনায় আসিলেন এবং জুহায়নার পূর্ব পরিচিত বন্ধুর নিকট উঠিলেন। প্রত্যূষে তিনি তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সালাত সমাপ্ত করিলে কা'ব তাঁহার সামনে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) কা'বকে চিনিতেন না। তাই তাঁহার বন্ধু কা'ব-এর হাত ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কা'ব ইব্ন যুহায়র তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রার্থনা করিতেছে। আপনি কি তাহাকে অভয় দিবেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ। তখন কা'বও নিজ পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আমি কা'ব ইব্ন যুহায়র।

শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাবী লিখেন, কা'ব ইব্ন যুহায়র তখন তাঁহার রচিত কবিতা "বানাত সু'আদ" আবৃত্তি করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং স্বীয় চাদর মুবারক তাঁহাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সেই চাদরখানি কা'ব ইব্ন যুহায়র আজীবন সযত্নে রক্ষা করেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) চাদরখানি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে চাহেন, কিন্তু তিনি কোনমতেই তাহাতে রাজী হন নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পর অবশেষে মু'আবিয়া (রা) তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে উহা হস্তগত করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐ চাদর মুবারক মুসলমান শাসকদের নিকট সংরক্ষিত ছিল (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৩৩০-৩২)।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে বানূ তাঈ গোত্রের দেবালয় ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত দেড় শত অশ্বারোহী ছিল। তাহাদের সহিত সাদা ছোট পতাকা ও কালো বড় পতাকা ছিল। তাঁহারা 'কুল্স'-এর দেবালয়ে পৌঁছিয়া ফজরের সময় হামলা করিয়া

দেবালয়টি ধ্বংস করিয়া দেন। তারপর তাহাদের নারীদের গ্রেফতার করিয়া প্রচুর উট ও বক্‌রী লাভ করেন। বন্দীদের মধ্যে বিখ্যাত হাতিম তাই-এর কন্যাও ছিল।

সে বন্দী হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে নীত হইলে পর আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা পরলোকগত। আমার অভিভাবক আমাকে একা ফেলিয়া নিরুদ্দিষ্ট। আমি দুর্বল নারী, আমার দ্বারা কোন খেদমতও হইবে না। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হইবেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অভিভাবক কে? সে বলিল, 'আদী ইব্‌ন হাতিম। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহার ফেরত আসার জন্য হাদিয়াস্বরূপ একটি উট প্রদান করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮-২৯)।

হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ্ মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন কিবতীদের সরদার। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত হযরত হাতিব (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করেন এবং উপঢৌকনস্বরূপ তিনজন কুমারী কন্যা (মারিয়া কিবতিয়া এবং তাঁহার দুই বোন, একজনের নাম ছিল সিরীন এবং অপর জনের নাম কায়সারী) এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ, বিশটি কিবতী বস্ত্র, একটি শ্বেত মাদী খচ্চর অর্থাৎ দুলদুল, একটি শ্বেত গাধা, আফীর ও মাবূর নামক জনৈক নপুংসক গোলাম, লাযযাত নামক একটি ঘোড়া, একটি কাঁচের পেয়ালা মধু প্রেরণ করেন। সকল উপঢৌকনসামগ্রী গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, খবীছ রাজ্যের লোভে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, অথচ ইহা নশ্বর (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০)।

সালীত ইব্‌ন 'আমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) হাওযা ইব্‌ন আলীর নিকট ইয়ামামায় প্রেরণ করেন। তিনি যথেষ্ট সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ করেন এবং হিজর এলাকায় প্রস্তুতকৃত উন্নত মানের পরিধেয় বস্ত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উপঢৌকন প্রদান করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০)।

ফারওয়া ইব্‌ন আমর আল-জুহানী রোমের কায়সারের পক্ষ হইতে মা'আন-এর গভর্নর ছিল। এলাকার শামী ও আরব অঞ্চলসমূহের উপরও তাহার আধিপত্য ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াত অনুসারে তাহার নিকটও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাসিদ পৌঁছিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বয়ং মাস'উদ ইব্‌ন সা'দকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদও তাঁহাকে অবগত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উপঢৌকনসামগ্রীও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ফায্‌যা নামক একটি ঘোড়া এবং শ্বেত বর্ণের একটি খচ্চরও ছিল। আয-যারব নামক অন্য একটি ঘোড়া, ইয়াফূর নামক একটি গাধা, কিছু বস্ত্র এবং স্বর্ণের কারুকাজ সম্বলিত রেশমী কুবাও সেই উপহারসামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) সেই উপহারসামগ্রী গ্রহণ করেন এবং বাহক মাস'উদ ইব্‌ন সা'দকে বার উকিয়া এবং এক নশ হাদিয়া প্রদান করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২-৪০৩)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন উবায়দ সা'দী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুধবোন শায়মাকে বন্দী করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট

উপস্থিত করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দুধবোন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহার নিদর্শন কি? জবাবে শায়মা বলিলেন, আপনি যে শিশুকালে আমার পিঠে কামড় দিয়াছিলেন তাহার দাগ এখনো আমার পিঠে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিদর্শনটি শনাক্ত করিতে সমর্থ হন। তিনি তাঁহার জন্য চাদর বিছাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে ইহার উপর বসাইলেন। তিনি তাঁহাকে দুইটি প্রস্তাব দিয়া বলিলেন, তুমি যদি আমার নিকট থাকিতে পসন্দ কর তাহা হইলে প্রাণঢালা ভালবাসা ও সম্মান পাইবে। আর তুমি যদি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট আমার দেওয়া উপহারসামগ্রী লইয়া ফিরিয়া যাইতে চাও তাহা হইলে তোমাকে তাহাই দিব। শায়মা বলিলেন, উপহারসামগ্রীসহ আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরাইয়া দিন। সেইমতে রাসূলুল্লাহ (স) প্রচুর উপঢৌকনসহ তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বানূ সা'দের লোকেরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) শায়মাকে মাকহূল নামক এক গোলাম এবং তাহার সহিত একজন বাঁদীকেও উপহারস্বরূপ প্রদান করেন (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৬০, ৬১)।

শুকরান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর আযাদকৃত গোলাম সাহাবী। ইনি হাবশী ছিলেন। নাম ছিল সালেহ্ ইব্ন আদী। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁহাকে হাদিয়াস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাঁচটি খচ্চর ছিল ঃ ১. দুলদুল, মুকাওকিস্ রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল; ২. ফাদ্দা, ফারওয়া জুযামী কর্তৃক হাদিয়াস্বরূপ প্রেরিত; ৩. আইলা-রাজ কর্তৃক হাদিয়াস্বরূপ প্রেরিত খচ্চর; ৪. দূমাতুল জান্দাল কর্তৃক প্রেরিত খচ্চর। ৫. হাব্শ অধিপতি নাজাশী কর্তৃক প্রেরিত খচ্চর (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিনটি গাধা ছিল ঃ ১. আফরা, মুকাওকিস প্রেরিত গাধাটি—যাহা অন্যান্য উপহারসামগ্রীর সহিত আসিয়া ছিল; ২. ফারওয়া জুযামী কর্তৃক হাদিয়াস্বরূপ গাধা; ৩. হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) কর্তৃক হাদিয়াস্বরূপ প্রেরিত গাধা (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ৯ টি তরবারি ছিল ঃ ১. আল-মাছূর; ২. আল-আদাব; ৩. যুল-ফিকার; ৪. কালঈ; ৫. আল-বিতার; ৬. আল- খানাফ; ৭. আর-রাসূব; ৮. আল-মিখদাম; ৯. আল-কুদায়ব। এইগুলির মধ্যে যুল-ফিকার তলোয়ারটি হযরত আলী (রা)-কে উপহার প্রদান করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি খাট ছিল। এই খাটটি হযরত আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯)।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, পরিচিত-অপরিচিত, প্রতিবেশী, সাহাবী ও আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া বা উপঢৌকন প্রদান করিতেন। সাহাবীগণ ও বিভিন্ন দেশের মুসলিম-অমুসলিম শাসকগণ তাঁহার

নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন, তিনি তাহা গ্রহণও করিতেন। হাদিয়া-তোহ্ফা আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাঁহারা ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সুন্নত বা উত্তম আদর্শের আমল এখন বিলীন প্রায়। আমরাও যদি আমাদের প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন দেশের রাজা-বাদশাহকে উপঢৌকন প্রদান করি, তহা হইলে আমরাও ভালবাসার সেই বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯শ মুদ্রণ, ১৯৯৭ খৃ.; (২) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র), আত-তাফসীরুল মাযহারী, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা ১২২৫ হি.; (৩) সহীহ্ আল-বুখারী, আসাহ্হুল-মাতাবিই, দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.; (৪) সহীহ্ মুসলিম, ২খ., কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ, তা. বি.; (৫) আবদুর হক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী (র), মাদারিজুন-নুবূওয়াত, অনু. মুফতী গোলাম মঈনউদ্দিন, মদীনা পাবলিশিং কোম্পনী, করাচী তা. বি.; (৬) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, মাকতাবাতে তাওফিকিয়্যা, আল-আজহার, তা.বি.; (৭) শিবলী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী (র), সীরাতুন-নবী, দারুল-ইশা'আত, করাচী ১৯৮৪ খৃ.; (৮) হাকিম আবুল-বারাকাত, আবদুর রউফ দানাপুরী (র), আসাহ্হুস- সিয়ার, কুতুবখানা রহিমীয়া, দেওবন্দ ১৩৫১ হি./১৯৩২ খৃ.; (৯) হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইসফাহানী (র), আখলাকুন-নবী (স), অনু. ই. ফা. বা, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খৃ.; (১০) ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা, ২খ., অনু. রায়হানা ফারুকী মালেক, মাকতাবা দারুল ফুরকান, জামে মসজিদ দিল্লী, তা.বি.; (১১) জামে আত-তিরমিযী, ৪খ., দারু ইহয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.; (১২) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, অনু. ই. ফা. বা, ১৯৮৯ খৃ./১৪১০ হি.; (১৩) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন, ৮খ., ইদারাতুল-মা'রিফা ,করাচী ১৯৭৮ খৃ./১৩৯৮ হি.; (১৪) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, প্রেস, ১৯৮৪ খৃ. / ১৪০৪ হি.; (১৫) ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স), অনু. শহীদ আখন্দ, ৩খ., ই. ফা. বা, ১৯৯২ খৃ. / ১৪১৩ হি.।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কঠোরতা বর্জন

কোমলতা আর কঠোরতা মানুষের দুইটি বিপরীতমুখী স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। কোমলতা মানুষকে করে সুজন আর কঠোরতা করে দুর্জন। মানুষ সুজনের সহিত সখ্যতা করে আর দুর্জনের নিকট হইতে অবস্থান করে অনেক দূরে। মহানবী (স) ছিলেন বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক। তাই কোমলতাই ছিল তাঁহার আখলাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি কঠোরতা পরিহার করার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। নিজেও সদা-সর্বদা কঠোরতাকে বর্জন করিয়া চলিতেন। অবশ্য ধর্মীয় অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর।

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বাস করিতেন পল্লীর এক নিভৃত মহল্লায়। তিনি ফজরের সালাতে তিলাওয়াত করিতেন দীর্ঘ কিরাআত। এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলেন যে, তিনি সালাত আদায়কালে অতি দীর্ঘ কিরাআত তিলাওয়াত করেন যদ্দরুন তাঁহার পশ্চাতে সালাত আদায় করিতে আমি কষ্ট বোধ করি। হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) বলেন, আমি ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-কে এত রাগান্বিত হইতে দেখি নাই যেমনটি এই অভিযোগ শোনার পর তিনি হইয়াছিলেন। জনগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেনঃ 'এমন কতক লোক আছে যাহারা মানুষকে বিরাগভাজন করিয়া তোলে। তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমাম হইয়া সালাত আদায় করে তাহারা যেন সংক্ষেপে সালাত আদায় করে। কারণ সালাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও শ্রমজীবী লোকও অংশগ্রহণ করিয়া থাকে (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুননবী, ২খ., পৃ. ৩২১)।

উম্মতের জন্য কঠোর অথবা অপসন্দনীয় হইবে এমন বিষয়গুলিও তিনি সহজতর করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমার উম্মতের ন্য কঠিন হইবে এমন আশঙ্কা যদি না করিতাম তাহা হইলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় তাহাদেরকে মেসওয়াক করিবার আদেশ করিতাম (আবূ দাউদ, ১খ., পৃ. ৪২)। তিনি স্বয়ং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় মেসওয়াক ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তোমার সাধ্যে যাহাই সম্ভব হইবে তাহাই করিবে' (ফাতহুল-বারী, ১১খ., পৃ. ২৫১)। ইবাদত-বন্দেগীতে তিনি কঠোরতা পরিহার করিবার উপদেশ দিতেন। রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া সালাত আদায় করিতেও তিনি নিষেধ করিতেন। যেমন, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আল-আস

(রা) একবার বলিলেন, আমি রাত জাগিয়া সালাত আদায় করিব। মহান রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে রাত্রি জাগরণ করিয়া সালাত আদায় করিতে নিষেধ করিলেন।

আরবে সাহরী ও ইফতার ব্যতিরেকেই বিরতিহীনরূপে রোযা রাখার প্রথা পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। মহান রাসূল (স)-এর মান্যবর সহচরবৃন্দও এইরূপ রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) ছিলেন একজন দৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, দিনভর রোযা রাখিবেন এবং সারারাত অতিবাহিত করিবেন ইবাদত- বন্দেগীতে। বিষয়টি মহানবী (স)-এর গোচরীভূত হইলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি সত্য? তিনি আরয় করিলেন, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তোমার দেহের একটি হক আছে, চোখের হক আছে, স্ত্রী-পরিবারেরও একটি হক আছে। কাজেই প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। ইহাতে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরয় জানাইলেন, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক রোযা রাখিতে সক্ষম। এরশাদ হইল, আচ্ছা ঠিক আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর আরয় করিলেন, আমি ইহা অপেক্ষা আরও অধিক রোযা রাখিতে সক্ষম। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি একদিন পরপর রোযা রাখিবে। নবী দাউদ (আ) এই ভাবেই রোযা রাখিতেন। আর এই ভাবে নফল রোযা রাখাই উত্তম (মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ২৬৫)।

একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি একজন নবীন যুবক, আমার বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই। আবার প্রবৃত্তির দিক হইতেও আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। রাসূলুল্লাহ (স) চুপ করিয়া রহিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) পুনরায় একই আবেদন পেশ করিলেন। এবারেও তিনি নিশ্চুপ রহিলেন। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তৃতীয়বার আরজী পেশ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করিলেন, আবূ হুরায়রাহ! তোমার ভাগ্য কার্যকর হইবেই। আল্লাহ্র বিধান টলিতে পারে না (মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৫৯)। বাহিলা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রয়োজন সমাধা পূর্বক নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এক বৎসর পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেই সময় তাঁহার আকার-আকৃতি এমনই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না। তিনি স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ত খুবই সুন্দর ছিলে। ইতোমধ্যে তোমার স্বাস্থ্য এমন পরিবর্তিত হইল কেন? তিনি আরয করিলেন, আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় লওয়ার পর হইতে বিরতীহীন রোযা রাখিতে শুরু করিয়াছিলাম। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি এইভাবে নিজেকে শাস্তি দিতেছ কেন ? মনে রাখিও, রমযান মাস ব্যতীত প্রতিমাসে একদিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক রোযা রাখিবার সামর্থ্য আমার

আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আরও একদিন যোগ করিয়া লও। তিনি আরও অধিক বাড়াইবার জন্য আবেদন করিলেন। মহানবী (স) তিন দিনের অনুমতি প্রদান করিলেন। ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে হারাম চারি মাসের (যিলকদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম, রজব) রোযা রাখার অনুমতি প্রদান করিলেন (সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ, সুনানে আবু দাউদ, পৃ. ২২৪)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক বলেন, একদা তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদত-বন্দেগীর প্রকৃতি জানার জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহার ইবাদতের প্রকৃতি সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তাহাদিগকে উহা জানানো হইল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদত-বন্দেগী তাহাদের নিকট অপ্রতুল মনে হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আমাদের কি কোন তুলনা হইতে পারে? আল্লাহ পাক তাঁহার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, আমি রাতভর সালাত আদায় করিব। অপর একজন বলিল, আমি জীবনভর বিরতীহীন রোযা রাখিব। অপর জন বলিল, আমি জীবনে বিবাহই করিব না। ইত্যবসরে সেখানে মহানবী (স)-এর শুভাগমন ঘটিল। তিনি বলিলেন, তোমরা এই ধরনের কথাবার্তা বলিতেছিলে, তাই না? তিনি আরও বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি, সমীহও করি। তবু আমি রোযাও রাখি, পানাহারও করি। সালাত আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই। বিবাহও করিয়াছি। তবে যে আমার সুন্নত অনুসরণ করে না, সে আমার দলভুক্ত নহে (মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, আস্-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৭৫৭; ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল- কুবরা, ১খ., পৃ. ৩৭২)।

তাবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন পথে একজন সাহাবী একটি কূপের সন্ধান পাইলেন, কূপে প্রচুর পানি। ছায়াঘন নিরিবিলি জায়গা। আশেপাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী। মনোরম পরিবেশ। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন জানাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি একটি কূপের সন্ধান লাভ করিয়াছি। সেখানে প্রয়োজনীয় পানি বিদ্যমান আছে বলিয়া আমার ধারণা। সদয় অনুমতি পাইলে সেখানে আমি একাকী জীবন যাপন করিতে পারি। এই অভিশপ্ত দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি ইয়াহূদীবাদ ও খৃস্টাবাদের ন্যায় বৈরাগ্য লইয়া আবির্ভূত হই নাই, বরং আমি লইয়া আসিয়াছি সহজতর আরামপ্রদ মাযহাবে ইব্রাহীমি (আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ৫খ., পৃ. ২৬৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন 'রাহমাতুল লিল-আলামীন'—দয়া ও করুণার আধার। ধারণা করা যায় না যে, মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তিনি সহজতর পন্থা পরিহার করিয়া কঠিনতর পন্থার প্রবর্তন করিবেন। তাঁহার উম্মতগণ কষ্টসাধ্য ইবাদতের মানত করিলেও সেক্ষেত্রে তিনি সহজতর পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দান করিয়াছেন। যেমন, মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি মানত করিয়াছিলাম, আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কা মু'আজ্জামার বিজয় দান করিলে আমি বায়তুল-মাকদিসে সালাত আদায় করিব। তিনি বলিলেন, তুমি এইখানেই সালাত আদায় করিবে। লোকটি দুইতিন

বার তাঁহার আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঠিক আছে, তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর (আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশআছ, সুনান আবু দাউদ, ৩খ., ৬০২)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন,-মসজিদে হারাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন মসজিদ অপেক্ষা আমার মসজিদে (নববীতে) পঠিত সালাতের মর্যাদা এক হাযার গুণ বেশী। হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, স্বগৃহে আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা লোকালয়ের মসজিদে সালাত আদায়ের গুরুত্ব পঁচিশ গুণ বেশি। আর জামে মসজিদে পাঁচ শত গুণ মসজিদে আকসায় এক হাজার গুণ বেশি। আমার মসজিদে পঞ্চাশ হাজার গুণ আর মসজিদে হারামে এক লক্ষ গুণ বেশী (আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ, আল-মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৭২)। উল্লেখ্য যে, মর্যাদার বর্ণিত তারতম্য ফরয সালাতের ক্ষেত্রে, নফল সালাতের ক্ষেত্রে নহে। হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য সালাত আমার মসজিদে আদায় করা অপেক্ষা স্বগৃহে আদায় করাই উত্তম (আবূ ঈসা মুহম্মদ ইব্ন ঈসা, জামিউত্-তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৪৭)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ভাষণ দান কালে একবার দেখিলেন, এক ব্যক্তি রৌদ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি লোকটির রৌদ্রে দাঁড়াইবার কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, আবূ ইসরাঈল মানত করিয়াছে যে, সে রোযা পালন কালে বৃক্ষ ছায়াতে উপবেশন করিবেনা এবং কাহারও সহিত কথা বলিবে না। তাই সে রৌদ্রে দণ্ডায়মান। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লোকটিকে বলিয়া দাও, সে যেন বৃক্ষ ছায়াতে উপবেশন করে, জনগণের সহিত কথাবার্তা বলে এবং রোযাও পালন করে (মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৯৯১)।

হযরত উকবা ইব্ন আমির জুহানী বর্ণনা করেন, একবার আমার ভগ্নি মানত করিল যে, সে অনাবৃত মস্তকে ও নগ্ন পায়ে হাঁটিয়া হজ্জ করিবে। হজ্জ পালনের সময় তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এই অবস্থায় যাত্রা করিয়াছ কেন? তাহার সহযাত্রীদের মধ্য হইতে একজন জানাইল-সে এইরূপ অবস্থায় হজ্জ পালনের মানত করিয়াছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও- সে যেন বাহনে আরোহন করে এবং মস্তকও আবৃত করে (মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৯৯১; সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ, সুনান আবু দাউদ, ৩খ., পৃ. ৫৯৬)।

হযরত ইব্ন আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) লক্ষ্য করিলেন-এক লোক তাহার দুই পুত্রের কাঁধে ভর করিয়া হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটি এইভাবে চলিয়াছে কেন? জনৈক সাহাবী জবাব দিলেন, সে এই অবস্থাতেই হজ্জব্রত পালন করার মানত করিয়াছে। মহানবী (সা) বলিলেন,

মহান আল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন লোকটিকে এইরূপ শাস্তি দেওয়ার। অতঃপর তিনি লোকটিকে বাহনের উপর আরোহন করার নির্দেশ দিলেন (মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৯৯২; আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আছ, সুনানে আবু দাউদ, ৩খ., পৃ. ৫৯৯)।

লক্ষ্য করা যায়, অপরাধের দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে মহানবী (স) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। সর্বদা আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া কঠোরতা পরিহার করিতেন, দণ্ডবিধানের সহজতর উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে মার্জনা করিয়াও দিতেন। বর্ণিত আছে, মা'ইয আসলামী নামক এক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া বিচার প্রত্যাশায় রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপকর্ম করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি তাঁহার চেহারা মোবারক অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি পুনরায় তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, আমি ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছি। হে আল্লাহ্‌র রসূল (স)! আপনি প্রতিবিধান করুন। তিনি পুনরায় তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি আবারও তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া বলিলেন, আমি ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছি। হে আল্লাহর রাসূল (স)! আপনি বিচার করুন। এইবার রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি পাগল নওতো। তিনি বলিলেন, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্ভবত তুমি শুধু স্পর্শ করিয়াছ। তিনি বলিলেন, না, বরং আমি অপকর্মই করিয়াছি। অবশেষে নিরুপায় হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) লোকটিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন (ওয়ালী উদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, মিশকাতুল-মাসাবীহ, পৃ. ৩১০)।

বর্ণিত হইয়াছে, একদা জনৈকি ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমি পাপ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক বিচার করুন। রাসূলুল্লাহ (স) নিশ্চুপ রহিলেন। সালাতের সময় হইল। সালাত সুসম্পন্ন হওয়ার পর লোকটি পুনরায় আবেদন পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–তুমি কি সালাত আদায় কর নাই? তিনি উত্তর করিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ্ পাক তোমার পাপ মার্জনা করিয়া দিয়াছেন (মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ১০০৮)।

বর্ণিত হইয়াছে, গামিদ গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, আমি অশ্লীল কর্ম করিয়াছি। তিনি বলিলেন, যাও। মহিলাটি দ্বিতীয়বার আসিয়া পুনরায় বলিল, আমাকে কি গামিরের মত অব্যাহতি দিতে চান? আল্লাহ্‌র শপথ, আমি অন্তঃস্বত্তা হইয়াছি। তিনি বলিলেন, যাও যাও, চলিয়া যাও। তৃতীয় দিন আসিয়া মহিলাটি একই অনুযোগ পেশ করিলেন। ইহাতে মহানবী (স) বলিলেন, বিদায় হও। শিশুটি ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। প্রসবের পর সদ্য প্রসূত শিশুটিকে কোলে লইয়া মহিলাটি পুনরায় আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, স্তন্য পান শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে থাক। স্তন্যপান শেষে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে উপস্থিত হইলেন। এইবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে

প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। লোকজন তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একজনের পাথর তাঁহার মুখমণ্ডলে আঘাত করিলে ফিনকি দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া আঘাতকারীর দেহে লাগিল। লোকটি দণ্ডপ্রাপ্তা মহিলাটিকে গালি দিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কথা বন্ধ কর। আল্লাহর শপথ, সে এমন তওবা করিয়াছে, একজন লুণ্ঠনকারী দস্যুও যদি তেমন তওবা করিত, তাহা হইলে তাহাকেও মার্জনা করিয়া দেওয়া হইত (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৭৫২)।

একদা একজন সাহাবী রমযানের একমাসের 'ঈলা' (স্ত্রীর সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ) করিলেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বীয় স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। অতঃপর শপথ ভঙ্গের বিষয়টি লোকজনকে জানাইয়া বলিলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া চলুন। দেখি, তিনি ইহার কি প্রতিবিধান করেন। লোকজন তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া যাইতে অস্বীকৃতি জানাইল। অগত্যা তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার আনুপূর্বিক ঘটনা শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। অতঃপর দণ্ডস্বরূপ তাহাকে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার আদেশ প্রদান করিলেন। সাহাবী ইহাতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে একাধারে দুইমাস রোযা রাখিবার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলিলেন– রমযানে রোযার কারণেই তো আমার এই বিপদ ঘটিয়াছে। কাজেই আমি ইহাতেও অক্ষম। অনন্তর তিনি তাঁহাকে ৬০ জন অভাবী লোককে আহার প্রদানের নির্দেশ দিলেন। লোকটি উত্তর করিলেন, আমি নিজেই অনাহারে থাকি। এতগুলি লোককে আহার প্রদান করা আমার পক্ষে কঠিন। পরিশেষে মহানবী (স) তাঁহাকে বলিলেন, কোষাগারের অর্থ সচিবের নিকট যাও। সে তোমাকে এক ওয়াসাক খেজুর দিবে। সেইগুলি তুমি ষাটজন অভাবী লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করিবে। ইহাতে সাহাবী অন্যান্যদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলেই কঠোর মনোভাবসম্পন্ন লোক। তোমরা আমাকে মহানবী (স)-এর সভাগৃহে উপস্থিতই করিলে না। অথচ আমি তাঁহাকে পাইলাম অত্যন্ত স্বজন বৎসল, সহৃদয় ও সহজতর ব্যক্তি হিসাবে (সুনানে আবূ দাউদ, ১খ., পৃ. ২২০; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৩২৩)।

একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিয়াছি। রাসূলে করীম (স) বলিলেন, একজন ক্রীতদাস মুক্ত করিতে পারিবে? আবেদনকারী অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখিতে পারিবে? লোকটি বলিলেন, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ষাটজন অভাবীকে ভোজন করাইতে পারিবে? সাহাবী উত্তর করিলেন, সম্ভব নহে। মহানবী (স) চিন্তাযুক্ত হইলেন। ইত্যবসরে কোথা হইতে উপঢৌকনস্বরূপ এক ঝুড়ি খেজুর সেখানে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লোকটি কোথায়? সাহাবী বলিলেন, আমি এখানেই উপস্থিত আছি। তিনি বলিলেন, যাও, খেজুরগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। লোকটি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ

(স)! মদীনা মুনাওয়ারাতে আমা অপেক্ষা দরিদ্র আর কে আছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যাও, তোমার পরিবারবর্গের মধ্যেই ইহার সদ্ব্যবহার কর (মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, আস্-সাহীহ্, ১খ, পৃ. ২৬০)।

মহানবী (স)-এর গোত্রের লোকজন যখন তাঁহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, ফেরেশতা জিবরাঈল তখন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন আপনার জাতি আপনার প্রতি যাহা বলিয়াছে, স্বয়ং আল্লাহ পাক তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। সুতরাং আপনি পাহাড়কে আদেশ করুন, পাহাড় তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি বরং আশা করি ইহাদের দেশে বংশে এমনই ব্যক্তির আগমন ঘটিবে, যে আল্লাহপাকের ইবাদত করিবে (কাযী ইয়ায, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১২৫)।

ইব্ন মুনকাদির বর্ণনা করেন, অবিশ্বাসীরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিভিন্নরূপ ক্লেশ দ্বারা জর্জরিত করিতেছিল, তখন জিবরাঈল (আ) আগমন পূর্বক রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আল্লাহ পাক আকাশ-পৃথিবী- পাহাড়কে আপনার অনুগত করিয়া দিয়াছেন। আপনি ইহাদের দ্বারা আপনার প্রাণের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার উম্মতদের নিকট হইতে ঐগুলিকে দূরে সরাইয়া রাখুন। হইতে পারে, আল্লাহ পাক তাহাদের তওবা কবুল করিবেন (শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন-নবুওয়াহ্, ১খ, পৃ. ১০৩)।

পরিশেষে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, মহানবী (স) কঠোরতা বর্জন করিয়া চলিতেন।

গ্রন্থপঞ্জি (১) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, আস্-সাহীহ্, দরিয়াগঞ্জ প্রকাশনী, নতুন দিল্লী, তা. বি.; (২) মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, জামিউত-তিরমিযী, ইয়াহইয়া কুতুবখানা, মাযাহিরুল উলুম মাদরাসা সংশ্লিষ্ট, কানপুর, ভারত, তাবি; (৩) আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআছ, সুনানে আবূ দাউদ, দারুল এহইয়াউস-সুন্নাহ্, দরিয়াগঞ্জ, নতুন দিল্লী, তা. বি.; (৪) আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, মাকতাবাই ইসলামী, বৈরূত, তা. বি.; (৫) ওয়ালী উদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ, আল-মিশকাতুল মাসাবীহ্, আল-মুজতাবায়ী প্রকাশনী, দিল্লী, ভারত, তা. বি.; ৬। কাযী ইয়ায ইব্ন মূসা, আশ-শিফা, আল-ফারাবী প্রকাশনী, দামিশক তা. বি.; (৭) শায়খ আবদুল হক, মাদারিজুন-নবুওয়াহ্, সাঈদ কোম্পানি, চকবাজার করাচি, পাকিস্তান, তা. বি.।

মোহাম্মদ তালেব আলী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যমপন্থা অবলম্বন

মানুষের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, ইবাদত-বন্দেগী সকল কিছুতেই মধ্যমপন্থা উত্তম। মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্য ইসলাম জোর তাকিদ দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার অপূর্ব নজীর স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মধ্যমপন্থা সকল ক্ষেত্রেই উত্তম । তিনি ছিলেন সকলের জন্যই সর্ববিষয়ে উত্তম আর্দশ। একজন সাধারণ মানুষের মত মধ্যম ধরনের জীবন যাত্রায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আর অনুরূপ জীবনাদর্শ অনুকরণ করার তাকিদ দিতেন তাঁহার সাহাবীগণকে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, মহানবী (স) বলিয়াছেন, "কাজ-কর্মের উত্তম পদ্ধতি, শালীন আচার-আচরণ আর মধ্যম পন্থার সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে নবুওয়তের এক চতুর্থাংশ (আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, বাংলা, ১খ., পৃ. ৩১১)। হজরত লুকমান (আ) তদীয় সন্তানকে দৈনন্দিন জীবন-যাপন সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে,

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ -

"তুমি সংযতভাবে বিচরণ করিও" (৩১ঃ১৯)।

অর্থাৎ তুমি এমন দাপটের সহিত চলিবে না যাহাতে মনে হইবে তুমি একজন অহংকারী ব্যক্তি। আবার এমন চঞ্চল ভাবে পদচারণা করিবে না যাহাতে মনে হইবে তুমি একজন চপল ব্যক্তি; বরং তুমি এমন সংযম অবলম্বন করিবে যাহাতে ধারণা করা হইবে তুমি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন নিরহংকার ব্যক্তি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "চঞ্চল পদচারণা বিশ্বাসীদের জন্য মর্যাদা হানিকর (কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, ৭খ., পৃ. ২৫৯)।

ইব্ন সা'দের বর্ণনায় আসিয়াছে, হযরত ইয়াযীদ ইব্ন মারছাদ বর্ণনা করিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ (স) -এর স্বাভাবিক পদচারণাও আমাদের নিকট মনে হইত দ্রুততর।" হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "পদ বিক্ষেপ সংযত করিও। চলাচলে মধ্যম গতি বজায় রাখিও" (প্রাগুক্ত)।

ধনসম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার সাহাবীদিগকে সাধ্যানুসারে ব্যয় করার পরামর্শ দান করিয়াছেন এবং নিষেধ করিয়াছেন অমিতব্যয়ী অথবা ব্যয়কুণ্ঠ হইতে। বস্তুতপক্ষে তিনি মানব জাতিকে সীমাতিরিক্ত ব্যয়, পক্ষান্তরে ব্যয় কুণ্ঠ হওয়ার মত দুইটি ঘৃণ্য অভ্যাসের মধ্যে সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। হযরত উমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেন,

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "খরচে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা একজনের অর্ধেক জীবিকার সমতুল্য। সাধারণ খরচাদি এমনকি পরহিতকর কাজের বেলায়ও অমিতব্যয়ী অথবা কার্পণ্য করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। আর এই শ্রেণীর লোকদের সাধুবাদ দেওয়া হইয়াছে পবিত্র কুরআনে। উল্লেখ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

"এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়" (২৫ ঃ ৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) পানাহার, লেবাস-পোশাক, ইবাদত-বন্দেগী হইতে শুরু করিয়া জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহানবী (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী চরম কৃচ্ছতার জীবন যাপন ও সর্বপ্রকার পার্থিব আরাম-আয়েশ পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহানবী (স) তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা ঐরূপ করিও না; বরং তোমরা কখনও রোযা রাখ, কখনও পানাহার কর। রাতের বেলা কখনও ঘুমাও কখনও ইবাদত কর। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরেরও একটি অধিকার আছে। না ঘুমাইলে তোমাদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে। এতদ্ব্যতীত স্ত্রী-পরিবার, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজনেরও একটি হক আছে। জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ ও তৃপ্তিকে পরিহার করা, সারাক্ষণ রোযা, সালাত, যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকাকে তিনি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। তিনি মুসলমানদিগকে একজন সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপনের পরামর্শ দান করিয়াছেন।

একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন জানাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি একজন নবীন যুবক। বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই। আবার প্রবৃত্তির দিক হইতেও আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। রাসূলুল্লাহ (স) নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) পুনরায় একই নিবেদন পেশ করিলেন। এবারেও তিনি নিশ্চুপ। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তৃতীয়বার একই আরয পেশ করিলে তিনি বলিলেন, "তোমার নিয়তি কার্যকর হইবেই। আল্লাহর বিধান টলিতে পারে না (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৫৯)। ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়াদির উপর তিনি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও বৈরাগ্যকে নিন্দনীয় মনে করিতেন। কোন ব্যক্তি স্বীয় স্বভাব-প্রবণতার কারণে সংসার বিরাগী হওয়ার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুমতি কামনা করিলে তিনি কঠোরভাবে তাহা নিষেধ করিলেন। এতদ্বিষয়ে তিনি তাঁহার নীতি-পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে বলেন, "আমি আল্লাহ পাককে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করি। আমি রোযা পালন করি, আবার পানাহারও করি। সালাত আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই। বিবাহও করিয়াছি । তবে যে ব্যক্তি আমার সুন্নত মুতাবিক চলিবে না সে আমার দলভুক্ত নহে (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৫৭; ইবন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৭২)।

তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন পথে একজন সাহাবী একটি কূপের সন্ধান পাইলেন। কূপে প্রচুর পানি। নিরিবিলি পরিবেশ। আশেপাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী । মনোরম দৃশ্য। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া নিবেদন জানাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি একটি কূপের সন্ধান লাভ করিয়াছি। সেখানে জীবিকার প্রয়োজনীয় সকল কিছুই বিদ্যমান। আমার মন চায় সদয় অনুমতি হইলে আমি সেখানে একাকী জীবন যাপন করি। এই অভিশপ্ত পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেই। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "আমি ইয়াহূদীবাদ ও খৃস্টবাদ লইয়া আবির্ভূত হই নাই। আমি লইয়া আসিয়াছি সহজতর আরামপ্রদ মাযহাবে ইবরাহীমী (আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সুলাইমান নদভী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ১৯৮)। দান দক্ষিণা, পরহিতকর কাজে যদিও তিনি অমিতব্যয়ী অথবা কাপর্ণ্য নিষেধ করিতেন, কিন্তু স্বভাবগত ভাবে দানের বেলায় তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। তাঁহার নিকট যাহা কিছুই থাকিত অম্লান বদনে তাহাই তিনি বিলাইয়া দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর উদ্ধৃতিতে ইব্ন মারদুবিয়া বলেন, একদা এক যুবক মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয জানাইলেন, আমার আম্মা আপনার নিকট হইতে কিছু খাদ্য, বস্ত্র ও নগদ অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, এখন তো আমার নিকট কিছুই নাই। যুবকটি বলিলেন, আমার আম্মা বলিয়াছেন, আপনার নিকট দিবার মত কিছু না থাকিলে যেন আপনি আপনার পরিধেয় জামাটি খুলিয়া দেন। মহানবী (স) তৎক্ষণাত তাঁহার জামাটি খুলিয়া দিলেন। অতঃপর গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন অনাবৃত দেহে। আর ঠিক তখনই ওহী অবতীর্ণ হয়,

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

"তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না। তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হইয়া যাইবে" (১৭ঃ২৯)।

অর্থাৎ হে আমার রাসূল! আপনি কৃপণ অথবা অমিতব্যয়ী কোনটাই হইবেন না। চলিবেন এতদুভয়ের মাঝপথে। এই রকম সুসমঞ্জস্য মধ্যমপন্থাই প্রশংসনীয় ও শোভন। কার্পণ্য ও অমিতব্যয়ী মানুষকে যেমন নিন্দিত করে, তেমনই নিঃস্ব করিয়া দেয় (কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, ৫খ., পৃ. ৪৩৫)।

এমন আরও একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় উক্ত তাফসীরে। ইব্ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আবূ উসামা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-কে লক্ষ করিয়া বলিলেন, 'আইশা! যাহা কিছু পাও সঙ্গে সঙ্গে খরচ করিয়া ফেলিও। 'আইশা (রা) আরয করিলেন, তবে তো আমরা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িব। তাঁহাদের ঈদৃশ কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত (প্রাগুক্ত)।

লক্ষ্য করা যায়, অনেক মহাপুরুষ অতি মাত্রায় আগাইয়া যান, কৃচ্ছ সাধনার কষ্টকর পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু মহানবী (স)-এর জীবনে এমনটি ঘটে নাই কখনও। এই জগতে মানবের কল্যাণময় জীবনের উত্থানের পথে সকল কিছুরই সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন তিনি।

তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ সংসারী মানুষ যিনি পরিবার লইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, আস্বাদন করিয়াছেন সংসারের পরিপূর্ণ স্বাদ।

মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার তাকিদে তিনি আরও বলিয়াছেন, "তোমার সাধ্যে যাহা কুলায় তাহারই বোঝা উত্তোলন কর" (ওয়ালীউদ্দীন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ১১০)। এখানে যাহা বলিতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সকল ধরনের ইবাদত অনুষ্ঠানকে বুঝানো হইয়াছে (ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, ১১খ., পৃ. ২৫১)।

হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, প্রাচুর্যের মধ্যে মধ্যমপন্থা কত উত্তম, দারিদ্র্যের মধ্যে মধ্যমপন্থা কত উৎকৃষ্ট এবং ইবাদতের বেলায় মধ্যমপন্থা কত উপাদেয় (আলাউদ্দীন আলী ইব্‌ন হুসসামুদ্দীন, কানযুল-উম্মাল, ২খ., পৃ. ৭)। অর্থাৎ এখন বিত্তশালী হওয়া যাইবে না যাহাতে নামিয়া আসিবে আল্লাহ বিরোধী ও খোদা বিমুখতার অভিশাপ। পক্ষান্তরে দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত হইলে পরিণতিতে সে হইবে অসহায়, বঞ্চিত হইবে সত্য হইতে।

ইবাদত-বন্দেগীতে সীমাতিক্রম করা যাইবে না। যেমন উল্লেখ হইয়াছে হযরত উছমান ইব্‌ন মাযউনের বর্ণনায়। তিনি সালাতের মধ্য দিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাইতেন। বিষয়টি মহানবী (স)-এর গোচরীভূত হইলে তিনি তাঁহাকে এই ধরনের ইবাদত করিতে নিষেধ করেন। মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্য তাকিদ দেন। তিনি আরও বলেন, " তোমার দায়িত্বে আরও কিছু করার আছে।" আল্লামা শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদভী, সীরাতুন্‌-নবী, ৬খ., পৃ. ৫৩০)।

প্রাচীন ধর্মমতগুলি বিশ্ববাসীকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে। একটি সংসার বিরাগী গীর্জা জীবন, অপরটি পরিপূর্ণ সংসারী পার্থিব জীবন। দীন ও দুনিয়ার মধ্যে রচনা করিয়াছিল দুস্তর ব্যবধান। এই দুইটি দল জগদ্বাসীর মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছিল অলংঘণীয় অন্তরাল তথা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। একদলের ধারণা, গীর্জা জীবনই একমাত্র সফল জীবন। অপর দলের ধারণা সম্পদ আহরণই একমাত্র কামিয়াবী। উভয় দলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল রক্তারক্তি, হানাহানির সম্পর্ক। ঠিক সেই নাযুক মুহূর্তেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন দীন-দুনিয়ার মধ্যে সমন্বয়কারী মহাপুরুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, দিল্লী তা. বি.; (২) ইব্‌ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাতুল-কুবরা, আল মাকতাবা-ই ইসলামী, বৈরূত, তা. বি.; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, দারুল-মা'রিফাত, বৈরূত, তা. বি.; (৪) আলাউদ্দীন ইব্‌ন হুসমামুদ্দীন, কানযুল উম্মাল, আত্‌-তুরাছুল ইসলামী প্রকাশনী, হলব, তা. বি.; (৫) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, মাকতাবা-ই রশীদীয়া, সেরকি রোড, কোয়েটা, পাকিস্তান; (৬) আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, উর্দুবাজার, করাচি, পাকিস্তান, অগাষ্ট, ১৯৮৪ খৃ.; (৭) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ১খ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খৃ.।

মোহাম্মদ তালেব আলী

ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক। অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না" (৪৯ ঃ ১২)।

আলোচ্য আয়াতে এই কথাটির দ্বারা কাহারও অনুপস্থিতিতে তাহার দোষ চর্চা করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অপরের দোষ চর্চা করা একটি মন্দ স্বভাব। ইহা পরিবারে ও সমাজে সৃষ্টি করে চরম বিশৃঙ্খলা যাহার বিষময় ফলে বিপন্ন হয় বহু পরিবার। সমাজে ঝগড়া, ফাসাদ, কোন্দলের সৃষ্টি হয়। ইহা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। পরনিন্দার জঘন্যতম ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অতীতে অনেক জাতি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুণ্যময় স্বভাবে পরনিন্দার প্রাদুর্ভাব অচিন্ত্যনীয়। পরন্তু তিনি আজীবন পরনিন্দার নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জানো, পরচর্চা কি? আমরা বলিলাম, আল্লাহপাক ও তাঁহার রাসূল উত্তম জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের কোন ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে তাহার অপসন্দনীয় কিছু বলার নামই পরচর্চা। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! যদি বাস্তবেও ঐ দোষটি তাহার মধ্যে থাকিয়া থাকে, তবুও? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তবুও। আর তাহার মধ্যে যদি বাস্তবে দোষটি না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তুমি তাহাকে অপবাদ দিলে (কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, ৯খ., পৃ. ৫৫;, সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ, সুনানে আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৬৯)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মি'রাজ রজনীতে পরিভ্রমণের সময় আমি একস্থানে একদল লোককে দেখিলাম। তাহাদের হাতের নখগুলি ছিল তাম্রনির্মিত। ঐ নখগুলি দ্বারা তাহারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও দেহের গোশতগুলি টানিয়া টানিয়া ছিড়িতেছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা পৃথিবীতে তাহাদের মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করিত, মানুষের অসাক্ষাতে তাহাদের দোষ বর্ণনা করিয়া তাহাদের সম্মানহানী করিত (সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ, সুনানে আবু দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৭০)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন, একদা আমি আমার সতীন সাফিয়্যা সম্পর্কে বলিয়াছিলাম—সেতো 'এইরকম' অর্থাৎ বেঁটে। এই উক্তি শ্রবণ করা মাত্র রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমিতো গীবত করিলে। তোমার এই কথা যদি সাগরের পানিতে মিশ্রিত করা হয়, তবে সাগরের পানিও তিক্ত হইয়া যাইবে (সুলায়মান ইব্ন আশ'আছ, সুনানে আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৬৯)।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার বলিলেন, গীবত ব্যাভিচার অপেক্ষাও ঘৃণ্য। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! ব্যাভিচার অপেক্ষা গীবত গুরুতর কিভাবে ? তিনি বলিলেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করিলে আল্লাহ মার্জনা করিয়া দেন। পক্ষান্তরে পরচর্চাকারী তওবা করিলেও আল্লাহ মার্জনা করিয়া দেন না যতক্ষণ না যাহার দোষ চর্চা করিয়াছে সে মার্জনা করিয়া দেয় (কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, ৯খ., পৃ. ৫৬)।

হাম্মাম ইব্ন হারিছ বর্ণনা করেন, একদা আমরা হযরত হুযায়ফা (রা)-র সঙ্গে ছিলাম। তাঁহার নিকট এক ব্যক্তির নামে অভিযোগ পেশ করা হইল যে, লোকটি খলীফা হযরত উছমান (রা)-এর নিকট লোকদের নামে দূর্নাম রটাইত। তখন হুযায়ফা বলেন, আমি মহানবী (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "পরচর্চাকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না" (মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল, আস্-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৮৯৫)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা মহানবী (স) দুইটি কবরের মাঝখান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কবর দুইটির অধিবাসী বিপদে আছে। তবে তেমন কিছু গুরুতর অপরাধের কারণে নহে বরং তাহাদের একজন প্রস্রাব করার পর যথাযথ পবিত্রতা অর্জন করিত না, অপর জন পরনিন্দা করিয়া বেড়াইত (মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, আস্-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৮৯)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা নগরীর কোন প্রাচীরের পাশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সেখানে তিনি কবরের মধ্যে দুইজন মৃতের শাস্তি কবলিত হওয়ার শব্দ শুনিতে পান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কবরের অধিবাসী দুইজন চরম শাস্তি কবলিত। বৃহৎ কোন অপরাধের কারণে তাহারা শাস্তিগ্রস্ত নহে বরং তাহাদের একজন প্রস্রাবের অপবিত্রতা হইতে নিরাশঙ্ক থাকিত আর অপরজন পরনিন্দা করিয়া বেড়াইত। অতঃপর মহানবী (স) একটি অথবা দুইটি বৃক্ষ শাখা সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা দুই টুকরা করিয়া দুইটি কবরে পুঁতিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, সম্ভবত এই বৃক্ষশাখাগুলি না শুকানো পর্যন্ত দুইটিতে শাস্তি কিছুটা লঘুতর হইবে (মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল, আস্-সাহীহ্, ২খ., পৃ. ৮৯৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমরা কুধারণা পরিত্যাগ করিয়া চলিবে। কেননা কুধারণা অতিরঞ্জন। কাহারও দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত

হইওনা। একে অপরকে ঘৃণা করিও না। পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিও না। একে অপরের প্রতি বিমুখ হইও না। সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা, পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও। একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর আর একজন প্রস্তাব দিবে না। তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে, আবার প্রত্যাখ্যাতও হইতে পারে। হাদীছটি ইমাম মালিক, আহমদ, ইব্‌ন মাজা, আবূ দাউদ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে (কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, ৯খ., পৃ. ৫৫)।

হযরত ইব্‌ন উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (স) ইরশাদ করিয়াছেন, হে কপটাচারিগণ! যাহারা শুধু মুখে ঈমানের কথা উচ্চারণ করিয়াছে, এখনও যাহাদের অন্তঃকরণে ঈমান প্রবিষ্ট হয় নাই তাহারা উত্তমরূপে শুনিয়া রাখ, মুসলমানদের গীবত করিও না। তাহাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধানে লিপ্ত হইওনা। যে ব্যক্তি অপরের গোপন বিষয় প্রকাশ করিতে চাহিবে, আল্লাহ তাহার গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া দিবেন, অতঃপর তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন (প্রাগুক্ত)।

হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে হযরত খালিদ ইব্‌ন মা'দান বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার এমন পাপের কথা প্রকাশ করত তাহাকে লাঞ্ছিত করে যাহা হইতে সে তওবা করিয়াছে, ঐ ব্যক্তিও তাহার মৃত্যুর পূর্বে ঐ রকম পাপে জড়িত হইয়া পড়ে (প্রাগুক্ত)।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স) পরনিন্দা বা অপরের ছিদ্রান্বেষণ সম্পর্কে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, সহীহ্ বুখারী, দরিয়াগঞ্জ প্রকাশনী, নতুন দিল্লী, ভারত, তা. বি.; (২) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, রশীদিয়া প্রকাশনী, কোয়েটা পাকিস্তান, তা. বি.; (৩) সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আছ, সুনানে আবূ দাউদ, দারু ইহ্ইয়াউস সুন্নাহ্ আত্-তাবাতয়াইয়্যাহ, মিশর, তা. বি.; (৪) কাযী 'ইয়ায ইব্‌ন মূসা, আশ-শিফা, আল-ফারাবী, দামিশক, যোয়াদ-বা, ২৩৮২।

মোহাম্মদ তালেব আলী

তোষামোদ বর্জন

তোষামোদ কি ?

তোষামোদ-এর বাংলা প্রতিশব্দ চাটুকারিতা, স্তাবকতা, মোসাহেবী প্রভৃতি। ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় Flatter। আরবীতে বলা হয় الاطراء। অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা বা তোষামোদ। হিন্দীতে বলা হয় مدح مفرط মাদহে মুফরিত।

পারিভাষিক অর্থে বলা হইয়াছে ঃ

هو ان يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله ذلك من الاعجاب ويظن انه في الحقيقة بتلك المنزلة -

"কোন ব্যক্তির এমন বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা যাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং যে প্রশংসা তাহাকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া তোলে এবং সে ধারণা করে যে, বাস্তবিকই সে উক্ত স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে" ('উমদাতুল-কারী, ২২খ., পৃ. ১৩২)।

বুখারী শরীফের পাদটীকায় বলা হইয়াছে ঃ

هو مدح الشخص بزيادة على ما فيه -

"ব্যক্তিস্থিত বিষয়াবলীর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসাই তোষামোদ" (আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৩৬২)।

মোটকথা তোষামোদ হইল মিথ্যাশ্রিত, কল্পিত, বাস্তবতা বর্জিত অতিশয় প্রশংসামূলক উক্তি ও আচরণ, এমন সব গুণাবলী সম্বলিত যাহা উক্ত ব্যক্তির জীবনে খুঁজিয়া পাওয়াই মুশকিল। আর থাকিলেও তাহার আধিক্য এত পরিমাণ নয় যতটুকু তোষামোদকারী তোষামোদে প্রকাশ করিয়া থাকে।

তোষামোদ ও প্রশংসা মূলত দুইটি ভিন্ন শব্দ হইলেও প্রায় সমার্থবোধক। তবে উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। কেননা প্রশংসা নন্দিত আর তোষামোদ নিন্দিত। প্রশংসা স্বীকৃত, তোষামোদ ধিকৃত। প্রশংসা গ্রহণীয়, তোষামোদ বর্জনীয়। প্রশংসাকারী হয় সমাজে অলংকৃত আর তোষামোদকারী হয় সমাজে কলংকিত।

প্রশংসা হইল কোন ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের বাস্তব গুণাবলীর বহিপ্রকাশ যা নিতান্তই স্বতঃস্ফূর্ত এবং সম্পূর্ণ অতিরঞ্জনমুক্ত। যেমন মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করা। এইজন্য যে, তিনি

মানুষের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন অফুরন্ত নিয়ামত, অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি, আর সীমাহীন উপকারী সব বস্তুসমূহ যাহা মানব মনকে মহান আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট করিতে থাকে এবং প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে। ফলে মানুষের পক্ষে মহান আল্লাহ্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া থাকাই স্বাভাবিক।

অপর দিকে তোষামোদ, খোশামোদ ও চাটুকারিতা হইল জাগতিক কোন সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে এমন সব বিশেষণে বিশেষ্যায়িত করা যাহা উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জীবনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর উহা বিদ্যমান থাকিলেও এত অধিক নয় যত পরিমাণ তোষামোদকারীর তোষামোদে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রাসূল (স)-এর দৃষ্টিতে তোষামোদ

তোষামোদ, খোশামোদ ও চাটুকারিতাকে রাসূলুল্লাহ (স) ঘৃণা করিতেন। নিজে তিনি কোনদিন কাহারও তোষামোদ করেন নাই এবং কাহাকেও তোষামোদ করিবার সুযোগ দেন নাই যাহার স্বাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত পবিত্র কুর'আনে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ .

"উহারা চায় যে, আপনি তাহাদিগের প্রতি নমণীয় হন, তাহা হইলে তাহারাও আপনার প্রতি নমণীয় হইবে" (৬৮ ঃ ৯)।

অতএব বলা যায় যে, মহানবী (স) নিজে কাহারো তোষামোদ করেন নাই বরং তোষামোদকারীর প্রতি তিনি ছিলেন অসন্তুষ্ট। তোষামোদকারীর বিরুদ্ধে তিনি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه قال مدح رجل رجلا عند النبى ﷺ قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا اذا كان احدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكى على الله احدا احسبه ان كان يعلم ذلك كذا وكذا (متفق عليه).

"হযরত আবূ বাকরা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রশংসা করিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার ধ্বংস হউক ! তুমি তো তোমার বন্ধু ও সাথীর গর্দান কাটিয়া দিলে। এই কথাটি তিনি বারবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, কাহারো প্রশংসা যদি একান্তই করিতে হয় তবে তুমি বলিবে, আমার ধারণামতে সে এইরূপ। অবশ্য তোমার ধারণামত সে সত্যিই যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে একমাত্র মহান আল্লাহ্ই তাহার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখেন। আর মহান আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর কাহাকেও প্রাধান্য দিতে চাই না বরং বলিবে, আমি তাহাকে এইরূপ জ্ঞান রাখেন বলিয়া ধারণা করি"

(ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, ২খ., পৃ. ৮৯৫; ইমাম মুসলিম, সাহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৪১৪; ইমাম ওয়ালী উদ্দীন বাগাবী, মিশকাত, ৩খ., পৃ. ১৩৫)।

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন,

عن ابى موسى قال سمع النبى ﷺ رجلا يثنى على رجل يطريه فى المدحة فقال لهذا هلكتم او قطعتم ظهر الرجل.

"আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেন, নবী করীম (স) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করিতে শুনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা তাহাকে ধ্বংস করিয়াছ অথবা তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, ২খ., পৃ. ৮৯৫; ইমাম মুসলিম, সাহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৪১৪; হায়াতুস-সাহাবা ২খ., পৃ. ৫১৬)।

তোষামোদকারীর পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن المقداد بن الاسود (رض) قال قال رسول الله ﷺ اذا رايتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب.

"হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোষামোদকারীদিগকে যখন তোমরা দেখিবে তখন তাহাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করিবে" (মিশকাত, ৩খ., পৃ. ১৩৫৮)।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় হযরত মা'মার হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

...... فجعل المقداد يحثى عليه التراب - وقال امرنا رسول الله ﷺ ان نحثى فى وجوه المداحين التراب.

"অতঃপর মিকদাদ (রা) তাহার মুখমণ্ডলে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তোষামোদকারীর মুখে মাটি নিক্ষেপ করিতে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন" (সাহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৪১৪; মিশকাত, ৩খ., পৃ. ১৩৫৮; ইমাম তিরমিযী, আল-জামি', ২খ., পৃ. ৬২; আল-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., পৃ. ৫০; হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৫১৪)।

কাহার প্রশংসা সাধারণত দোষের কিছু নয়। তবে শর্ত হইল যে, তাহা যেন তোষামোদে পরিণত না হয় এবং প্রশংসার বিষয়টি প্রশংসিত ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে।

عن ابن عباس رضى الله عنه سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبى ﷺ يقول لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله.

"হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ তিনি হযরত উমর (রা)-কে মিম্বরের উপর বসিয়া বলিতে শুনিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা আমার এমন

প্রশংসা করিও না যেমন খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে করিয়া থাকে। অনন্তর আমি আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা বলিবে, আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁহার রাসূল (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৩৬৯)।

অপর এক বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ

عن انس ان رجلا قال للنبى ﷺ يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا - فقال النبى ﷺ قولوا ما اقول لكم - ولا يستهدينكم الشيطان انزلونى حيث انزلنى الله انا عبد الله ورسوله.

"হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে বলিল, হে আমাদের মাঝে মহোত্তম ব্যক্তি, মহোত্তম ব্যক্তির সন্তান, আমাদের নেতা, আমাদের নেতার সন্তান! তিনি বলিলেন, তোমরা তাহাই বলিবে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি। মনে রাখিবে, শয়তান যেন কখন ও তোমাদিগকে প্রবৃত্তির অনুসারী করিতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তোমরাও তাহাই দিবে। আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল (আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৪৩৫; হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৫১৪)।

অপর একটি হাদীছে আসিয়াছে, একবার এক কিশোরী গাহিয়া উঠিল ঃ

فينا نبى يعلم مافى الغد.

"আমাদের মাঝে আছেন এমন একজন নবী যিনি ভবিষ্যত জানেন"।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, থাম তো! এই ধরনের কথা বলিও না। ইতোপূর্বে যাহা বলিতেছিলে তাহাই বল (ইমাম তিরমিযী, আল-জামি, ৩খ., ৩৯৯)।

عن جبير بن محمد جبير بن مطعم عن ابيه عن جده قال اذى رسول الله ﷺ اعرابى فقال يا رسول الله فاستسق الله لنا فانا نتشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله ﷺ ويحك أتدرى ماتقول فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه اصحابه ثم قال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك.

"হযরত জুবায়র (রা) বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর সমীপে এবং আল্লাহর মাধ্যমে আপনার নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) রাগান্বিত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি উৎসন্নে যাও! কি বলিয়াছ তুমি, জান? অতঃপর তিনি এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন যে, তাঁহার প্রভাব সাহাবীদের মুখমণ্ডলেও প্রকাশ পাইল। অতঃপর আবার বলিলেন, তুমি উৎসন্নে যাও! কোন ব্যক্তির কাছে

আল্লাহর মাধ্যমে কেহ সুপারিশ করিও না। আল্লাহর মর্যাদা উহা হইতে অনেক উর্ধ্বে" (সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৭২৬)।

উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রশংসায় অতিরঞ্জন তোষামোদের ন্যায় বর্জনীয়।

তোষামোদ বর্জনীয়, কিন্তু সাধারণ প্রশংসা নহে। তাই এই জাতীয় প্রশংসা করিতে বারণ করা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনেও শর্তসাপেক্ষে প্রশংসা কর যায়। কারণ এই জাতীয় প্রশংসায় অকল্যাণের আশঙ্কা নাই। তবে শর্ত হইল তাহা বাস্তব এবং যথার্থ হইতে হইবে।

عن خلاد بن السائب قال دخلت على اسامة بن زيد فمدحنى فى وجهى وقال انه حملنى على ان امدحك فى وجهك انى سمعت رسول الله ﷺ يقول اذا مدح المؤمن فى وجهه ربا الايمان فى قلبه.

"হযরত খাললাদ ইব্ন আস-সাইব (রা) বলেন, উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর নিকট আমি গেলাম। তিনি আমার সামনেই আমার প্রশংসা করিলেন, তারপর তিনি বলিলেন, আমি তোমার মুখের উপর তোমার প্রশংসা এইজন্য করিয়াছি যে। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির প্রশংসা তাহার সম্মুখে করা হইলে তাহার অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়" (সিলসিলাতুল আহাদীছ আদ-দা'ঈফা ওয়াল-মাওদূ'আ, ৪খ., পৃ. ১৪৩)।

হাদীছটি দা'ঈফ। কারণ বর্ণিত সনদের রাবী লাহী'আর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তবে অন্যান্য রাবীগণ ছিকাহ (প্রাগুক্ত)।

উপরিউল্লিখিত হাদীছে সামনা-সামনি প্রশংসার বৈধতা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও প্রচুর হাদীছ রহিয়াছে। উভয় প্রকার হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া ইমাম নববী (র) উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রশংসিত ব্যক্তি যদি পরিপূর্ণ ঈমান ও প্রত্যয়ের অধিকারী হইয়া থাকে, পরিশুদ্ধ মন ও জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে এবং সামনা-সামনি প্রশংসা তাহার ক্ষতি করিবে না এবং গর্বিত হইয়া প্রশংসা কুড়াইয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিবার কোন আশংকা না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রেই কেবল এই ধরনের প্রশংসা বৈধ। কিন্তু যদি উল্লেখিত দোষগুলোর কোন একটি বা একাধিক দোষ প্রকাশ পাওয়ার আশংকা থাকে তবে সামনা-সামনি প্রশংসা খুবই মারাত্মাক কাজ (ইমাম নববী, রিয়াদুস-সালেহীন, পৃ. ৬৪৩)।

সেইজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) নিজে স্বয়ং এই জাতীয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং সাহাবীদিগকেও এই কাজে উৎসাহিত করিতেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা ছিল যথার্থ প্রশংসা। ইহাতে তোষামোদের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি অযথা, অবাস্তব, অসম্ভব প্রশংসা করেন নাই। কারণ তাহা মিথ্যার নামান্তর; বরং তাঁহার প্রশংসা সীমিত থাকিত। ব্যক্তির মধ্যে যাহা রহিয়াছে শুধু তাহাতেই।

عن سعد ماسمعت النبى ﷺ يقول لاحد يمشى على الارض انه كان من اهل الجنة الا لعبد الله بن سلام.

"হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। আমি নবী করীম (স)-কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) ব্যতীত কাহাকেও দুনিয়াতে বিচরণকারী জান্নাতী বলিতে শুনি নাই" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৮৯৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) ব্যক্তির সৎ গুণাবলী যেমন প্রকাশ করিতেন, তেমনি তাহার দোষ-ত্রুটিসমূহও বর্ণনা করিতেন অকপটে যাহা তোষামোদকারীরা কখনও, এমনকি ভুলেও করেন না। তোষামোদ আর প্রশংসাকারীর মাঝে মৌলিক পার্থক্য এইখানেই।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে –

عن عبد الرحمن عن ابى يونس مولى عائشة ان عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ بئس ابن العشيرة فلما دخل هشى له وانبسط اليه فلما خرج الرجل استأذن اخر قال نعم ابن العشير فلما دخل لم ينبسط اليه كما انبسط الى الاخر ولم يهش اليه كاهش الاخر فلما خرج قلت يارسول الله قلت لفلان ثم هششت اليه وقلت لفلان ولم اراك صنعت مثله قال ياعائشة ان من شر الناس من اتقى لفحشه.

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সমাজের মন্দ লোক আসিয়াছে। সে অন্দরে প্রবেশ করিলে তিনি তাহার সহিত অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হইলেন। সে চলিয়া গেলে অপর একজন প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করিলে। তিনি বলিলেন, সমাজের উত্তম লোক আসিয়াছে। সে প্রবেশ করিলে তিনি তাহার সহিত প্রথম ব্যক্তির ন্যায় তত হাসিমুখে মিলিত হইলেন না। যখন ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেল তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে এই এই বলিয়াছেন, অতঃপর তাহার সাথে হাসিমুখে মিলিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে এই বলিয়াছেন এবং আপনাকে তাহার সাথে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখি নাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, হে আইশা! সর্বনিকৃষ্ট লোক হইতেছে ঐ ব্যক্তি যাহার অশ্লীল মুখ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকে তাহাকে পরিহার করে (আল- আদাবুল-মুফরাদ, ২খ., পৃ. ৪৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) শুধু প্রশংসা করিয়াছেন এমনটি নয়, পাইয়াছেনও যথেষ্ট। তবে তোষামোদের শিকার কিন্তু হন নাই কোনদিন। বিভিন্ন কবিতায়, বক্তৃতায়, সম্বোধনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে। অথচ প্রশংসাকারীর মুখে মৃত্তিকা নিক্ষেপাদেশ করা হয় নাই।

যেমন— হযরত হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) (যিনি শা'ইরুর-রাসূল নামে খ্যাত) বহু কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা করিয়াছেন, আরো করিয়াছেন কবি কা'ব ইব্ন যুহায়র, আরও অনেকে (আল-আয়নী, উমদাতুল-কারী, ২২খ., পৃ. ১৩২)।

খোশামোদ ও চাটুকারিতা সর্বাবস্থায় বর্জনীয়। কেননা ইহাতে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটে, প্রকাশিত হয় নীচতা, হীনতা আর লজ্জাহীনতা। পাশাপাশি মিথ্যার প্রচ্ছন্ন একটা আবরণও ইহাতে লুক্কায়িত থাকে। এই সব তোষামোদ কাহারো জন্যই কল্যাণকর নহে।

তোষামদের কারণে নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মে। কারণ অতি মাত্রায় প্রশংসার আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে এবং বিশ্বাস করে যে, সে সত্যি সত্যি উক্ত গুণাবলীর অধিকারী। এই জাতীয় প্রশংসা বা তোষামোদ কামনাকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বলা হইয়াছে—

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা নিজেরা করে নাই এমন কর্মের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে, তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে- এইরূপ তুমি কখনও মনে করিও না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি" (৩ ঃ ১৮৮)।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিজের কৃতকর্মের উপর অহংকার করা আর অকৃতকর্মের উপর প্রশংসা কামনা করা এতই নিকৃষ্ট ও জঘন্য অপরাধ যে, তওবা ব্যতীত ইহার শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিয়া দেন। তোষামোদকারীরা তোষামোদ করিতে গিয়া স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া নির্বোধের মত তোষামোদ করিয়া থাকে। কি ভালকি মন্দ, ধার্মিক কি অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের তোষামোদ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না। একটিবারও ভাবিয়া দেখিতে চাহে না অধার্মিক ফাসিকের তোষামোদ যে কত বড় ভয়ঙ্কর অপরাধ। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন—

اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتزله العرش .

কোন ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা হইলে আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন এবং আল্লাহ্র আরশ প্রকম্পিত হয় (মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪১৪)।

পরিশেষে বলা যায়, তোষামোদ বর্জন করিয়া অনুপম সুন্দর মার্জিত জীবনাদর্শে অভ্যস্ত হইয়া নির্মল কোমল জীবন গঠনে প্রত্যেকের ব্রতী হওয়া উচিত। আর মহানবী (স) শিষ্টাচার, মার্জিত ব্যবহার ও উত্তম চরিত্র পরিপূরণের জন্যই প্রেরিত হইয়াছেন।

قال ان الله بعثنى لتمام مكارم الاخلاق وكمال محاسن الافعال-

উত্তম চরিত্র পরিপূরণ এবং উত্তম কার্যাবলীর পূর্ণতা দান করিতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন (মিশকাত শরীফ, ৩খ., পৃ. ১৬০৬; কানযুল-উম্মাল, ২খ., পৃ. ৫)। আর এই বিষয়টি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সত্যায়ন করিয়াছেন এই বলিয়া।

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ .

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন আল-কারীম; (২) আল-আয়নী, 'উমদাতুল-কারী, দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল-আরবী, বৈরূত, তা. বি; (৩) আল-জাওযী, আল-ওয়াফা, দারুল কুতুব আল-হাদীছাহ; ৪। কাজী ছানাউল্লা পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, বাংলা অনুবাদ, ই. ফা. বা. ১৯৯৭ খৃ.; (৫) মুজাহিদ ইব্‌ন জুবায়র আল-মাক্কী, তাফসীরে মুজাহিদ, আল-মানসুরাত আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত তা.বি; (৬) ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-খাতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দামিশ্‌ক ১৩৮১ হি.; (৭) ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, বাংলা অনুবাদ, ই.ফা.বা. ১৯৯৪ ঈ. / ১৪১৪ হি.; (৮) মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী, হায়াতুস-সাহাবা, দারুল মা'আরিফা, বৈরূত, তা. বি; (৯) 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানযুল-'উম্মাল, মাকতাবাত আত-তুরাছ আল-ইসলামী, আলেপ্পো ১৩৯০ হি. / ১৯৭০ ঈ.; (১০) ইসমাইল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, এম. বশীর হাসান এডিশন, তাজিরানে কুতুব, কলকাতা, তা. রি; (১১) আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.; (১২) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, কুতুব খানা রাহীমিয়্যা, দেওবন্দ, তা. বি.; (১৩) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, সুনানু ইব্‌ন মাজাহ, দারু ইহয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা.বি.; (১৪) আবূ দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আল-আশ'আছ, সুনানু আবী দাউদ, ১৩৯১ হি. / ১৯৭১ ঈ.; (১৫) মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী, রিয়াদুস-সালেহীন, দারু ইহয়াইল কুতুব আল-আরাবীয়্যা, তা.বি.; (১৬) মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আল বাণী, সিলসিলাতুল-আহাদীছ আদ-দাঈফা ওয়াল মাওদূ'আ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ ঈ.।

মুহাঃ মুজিবুর রহমান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাচার

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল স্তরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মহান জীবনাদর্শই অনুসরণীয়। মহানবী (স)-এর জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ ছিল এই সকল সদগুণে পরিপূর্ণ। তাঁহার মহান চরিত্র ছিল সকল অবস্থায় অনুপম আদর্শ, দোষ-ত্রুটির লেশমাত্রও উহাকে স্পর্শ করে নাই। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

"বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। তবে পার্থক্য এইটুক, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ" (১৮ ঃ ১১০, ৪১ ঃ ৬)।

যে তোমাদের আল্লাহ রব্বুল আলামীন বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, নবীগণও মানুষ ছিলেন, সমাজের আর দশজন মানুষের মত রক্ত-মাংসে গড়া। তোমাদের মত মানবীয় স্বভাব-চরিত্র তাঁহাদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা খাদ্য খাইতেন, নিদ্রা যাইতেন, পায়খানা-পেশাব করিতেন। তাঁহাদেরও ছিল জৈবিক চাহিদা প্রভৃতি। এক কথায়, মানুষের জন্য প্রেরিত রাসূলগণও মানুষই ছিলেন (মুফতী শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃ.-৭৯২)।

عن ابى امامة قال قال رسول الله ﷺ عرض علی ربی عز وجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يارب لكن اجوع يوما واشبع يوما فاذا شبعت شكرتك و حمدتك فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك.

"আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ মক্কার উপত্যকাকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া আমার সামনে পেশ করা হইলে আমি বলিলাম, 'না', হে আমার রব! বরং আমি একদিন অনাহারে থাকিব এবং একদিন তৃপ্তি সহকারে আহার করিব। যখন আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইব তখন আপনার শোকর ও প্রশংসা করিব এবং উপবাস থাকিলে আপনাকে স্মরণ করিব এবং আপনার নিকট অনুনয় করিব" (তিরমিযী, বাংলা অনু., কিতাবুল যুহ্দ, হা. ২৩৫০, ৪খ., পৃ. ৬২১)।

মূলত পার্থিব ধন-সম্পদ, ভালবাসা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করা নিন্দনীয় নয়, বরং ইহা মানুষের জন্মগত চাহিদা। তবে সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া এবং তাহাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া

যাওয়াই নিন্দনীয়। তবে একথা সত্য যে, যাহারা সম্পদের পিছনে দৌড়ায়, তাহারা সম্পদের মোহে অন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র সম্পদই তাহাদের চাওয়া পাওয়া।

মহানবী (স) পার্থিব বিত্ত-বৈভব কামনা করিতেন না। তারপর যদি কোন সূত্রে তাঁহার নিকট সম্পদ আসিত তবে তিনি তাহা কি করিতেন এবং তাঁহার অবস্থা কি হইত তাহা নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে—

عن ابى هريرة عن رسول الله ﷺ قال لوكان لى مثل احد ذهبا لسرنى ان لا تمر على ثلاث ليال عندى منه شيئ الا شئ ارصده لدين.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তাহা হইলে তিনদিন যাইতে না যাইতেই আমার নিকট ইহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহাতেই আমি আনন্দিত হইব। তবে ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু অংশ বাকী থাকিতে পারে" (ইব্ন মাজা, হা. নং ৪১৩২, ২খ., পৃ. ১৩৮৪)।

শুধু তাই নয়, দুনিয়া ও তাহাতে যাহা কিছু রহিয়াছে এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الدنيا ملعونة وملعونة ما فيها الا ما ابتغى به وجه الله عز وجل.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ দুনিয়া অভিশপ্ত আর তাহাতে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহাও অভিশপ্ত। তবে যাহার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা হয় তাহা ব্যতীত" (ইব্ন মাজা, হা. নং- ৪১১২, ২খ., পৃ. ১৩৭৭)।

দুনিয়া অভিশপ্ত বিধায় তাহা কেবল কাফিরদের দেওয়া হইয়াছে। তবে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারাও নিয়ামত লাভ করিয়া থাকেন। আর পরকালের নিয়ামত শুধুমাত্র মুত্তাকী ও পরহেযগার লোকেরাই লাভ করিবে।

যদি আশঙ্কা না থাকিত যে, দুনিয়ার সকল মানুষ কাফির হইয়া যাইবে, তবে দুনিয়ার সকল নিয়ামত শুধু কাফিরদেরকেই দেওয়া হইত। আর দুনিয়া আল্লাহ পাকের পছন্দীয় হইলে কাফিরদেরকে ইহার সামান্যতম অংশও দেওয়া হইত না (তফসীরে নূরুল কুরআন, ২৭খ., পৃ. ৩৮১)।

রাসূলুল্লাহ (স) জাঁকজমক, জৌলুস, বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের স্পর্শ হইতে যেমন মুক্ত ছিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গও তেমনি বিলাসী জীবন হইতে অনেক দূরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন মহামানব আর তাঁহার পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণও ছিলেন মহামানবী। তাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া আরো পুত পবিত্র হইয়া উঠেন সন্দেহ নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বামী হিসাবে পাইয়া যেন তাঁহাদের সকল চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ হইল। তাঁহাদের ছিল না কোন হা-হুতাশ, না ছিল অন্যায় আবদার। অর্থাৎ চাওয়া পাওয়ার বাহুল্যতা তাঁহাদের একেবারেই ছিল না।

হউক না রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী, ইহার পরও মানুষ হিসেবে তাঁহাদের কিছু না কিছু চাওয়া-পাওয়ার অবশ্যই ছিল। তবে এই সকল চাহিদার কোনটি লঘু, আবার কোনটি ছিল গুরু। লঘু না সাধারণ চাহিদাসমূহের ব্যাপারে কাহারও কিছু বলিবার নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও নিরব ছিলেন। তবে অস্বাভাবিক কিছু চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে যাহা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে কষ্ট সাধ্য ছিল, আল্লাহ সেই ব্যাপারে তাঁহাদেরকে সতর্ক করেন। যেমন কুরআনের আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ·

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, তোমরা যদি পার্থিক জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আইস, আমির তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই" (৩৩ ঃ ২৮)।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বনূ কুরায়জা বনূ নাদীরের যুদ্ধের পর, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করায় মুসলমানদের জীবনে স্বচ্ছন্দ অনেকটা ফিরিয়া আসে। আর্থিক অভাব-অনটন বহুলাংশে লাঘব হয়। এতদ্দর্শনে উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাহাদের খোরপোষ বৃদ্ধির আরজি পেশ করিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের সেবা-যত্নের জন্য রহিয়াছে অগণিত দাসদাসী। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি নিজেই দেখিতে পাইতেছেন। তাই আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করুন। তাঁহাদের এই আবদার রাসূলুল্লাহ (স)-এর অপছন্দ হইল এবং তিনি তাহাতে মনঃক্ষুণ্নও হইলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আয়াত নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন, হে রাসূল! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিন, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-উল্লাস, আরাম-আয়েশ, মূল্যবান পোশাক- পরিচ্ছদ, সৌন্দর্য উপকরণ, অলংকার প্রভৃতি কামনা কর, তবে আইস ভদ্রভাবে আমি তোমাদের বিদায় করিয়া দেই। কাম্য বস্তু অর্জনে তোমরা যেইখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে। আমার নিকট রাখিয়া তোমাদেরকে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে বাধ্য করা সমীচিন হইবে না; বরং তোমাদের বিদায় দেওয়াই হইবে অধিক যুক্তিযুক্ত (তাফসীরে নূরুল কুরআন, ২১খ., পৃ. ৪১৬-১৭; তাসীরে মাআরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ১০৭৫)।

পার্থিব জীবনে খোরপোষ বৃদ্ধির দাবি অবৈধ ছিল না। ইহার পর এত বড় ধমক দেওয়ার কারণ ইহা বৈ অন্য কিছু নয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের দুনিয়ার সম্পদের মোহ আল্লাহ্র নিকট অপছন্দ হইয়াছিল। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি কামনা করিয়া পার্থিব সম্পদের মোহ ত্যাগ করিলেন।

চিরস্থায়ী যিন্দেগীর অনন্ত অসীম সম্পদকে প্রাধান্য দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনকেই গ্রহণ করিলেন (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ৫খ., পৃ. ৪৮১-৪৮২; তাফসীরে নূরুল কুরআন, ২১খ., পৃ. ৪১৮)।

অলঙ্কার নারীর ভূষণ, সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক। আর তাহা পরিধান করাও শারী'আতসম্মত। রাসূলুল্লাহ (স) কখনও চাহিতেন না "আহলে বায়ত"-এর কোন সদস্য তাহা পরিধান করুক। তাহা এইজন্য যে, আভিজাত্যবোধ হইতে মুক্ত থাকিয়া সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন নবী করীম (স) পছন্দ করিতেন।

একবার হযরত 'আইশা (রা)-এর হাতে স্বর্ণের কংকন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি তুমি ওয়ারস (এক প্রকার তৃণ)-এর কাঁকনকে যা'ফরান রঙে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিতে, তবে তাহা উত্তম হইত" (নাসাঈ শরীফ, ২খ., পৃ. ২৮৪)।

অন্য একটি বর্ণনায় আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কন্যা ফাতিমা (রা)-এর গলায় সোনার হার দেখিতে পাইয়া বলিলেন, লোকেরা যদি বলে যে, আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা গলায় আগুনের হার পরিধান করিয়াছে তুমি কি তাহা পছন্দ করিবে (নাসাঈ শরীফ, ২খ., পৃ. ২৮৩)?

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের বহিঃপ্রকাশ তাঁহার স্ত্রীদের মাঝেও প্রকাশ পাইয়াছিল। হাদীছে আছে ঃ

حدثنا سعيد بن كثير ابن عبيد قال حدثنى ابى قال دخلت على عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها فقالت امسك حتى اخيط نقبتى فامسكت فقلت يا ام المؤمنين لو اخرجت فاخبرتهم لعدوه منك بخلا قالت ابصر شأنك انه لا جديد لمن لا يلبس الخلف.

"হযরত সাঈদ ইব্ন কাছীর বলিয়াছেন, আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার নেকাবটি সেলাই করিয়া লই। আমি অপেক্ষা করিলাম এবং বলিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি যদি বাহিরে গিয়া লোকজনকে উহা অবগত করাই তবে তাহারা তো আপনাকে কৃপণ বলিবে। তিনি বলিলেন, লোকে কি বলিবে সে কথায় কাজ নাই। নিজের অবস্থা দেখ। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করে নাই তাহার জন্য নূতন কাপড় নাই" (আল-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., পৃ. ১৩২)।

মহানবী (স) জাঁকজমক, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, আড়ম্বরতা হইতে শুধু নিজেই দূরে থাকিতেন তাহা নয়, বরং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সাহাবীদেরকেও তাহা হইতে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিতেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—

عن ابن عمر قال اخذ رسول الله ﷺ بمنكبى فقال كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل.

"হযরত ইব্ন উমার (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার ঘাড় ধরিয়া বলিলেন, দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন আগন্তুক অথবা পথিক মাত্র" (ইব্ন মাজা, হা. নং- ৪১৪, ২খ., পৃ. ১৩৭৮)।

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا.

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তোমরা সম্পদ সংগ্রহে মত্ত হইও না। তাহা হইলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে" (বাংলা তিরমিযী শরীফ, হা. নং ২৩৩১, ৪খ., পৃ. ২৩৩১; মিশকাত শরীফ, হা. নং ৫১৭৮; ৩খ., ১৪৩১)।

মানুষ স্বভাবতই স্বচ্ছলতার প্রত্যাশী। আর্থিক দৈন্যদশা ঘুচিয়া স্বচ্ছলতা আসুক, তাহাই সকলে কামনা করে। বিশেষ করিয়া যখন সে তাহার চেয়ে স্বচ্ছল কোন লোককে সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতেছে দেখে, তাহার আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিতে থাকে এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি ক্রমেই মোহ জন্মিতে থাকে। এই অবস্থায় মানুষের করণীয় কি, তাহাই রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন এইভাবে–

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمة الله عليكم. وفى رواية اخرى اذا نظر احدكم الى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যাহারা তোমাদের চেয়ে নিম্নবিত্ত তাহাদের দিকে তাকাও এবং তাহাদের দিকে তাকাইও না যাহারা তোমাদের চেয়ে উচ্চবিত্ত। কেননা ইহা তোমাদিগকে ঘৃণা হইতে রক্ষা করিবে এবং আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার যোগ্য করিয়া দিবে।" অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, "তোমাদের কেহ যখন এমন কোন ব্যক্তির দিকে তাকায় যাহাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ও সৌন্দর্য দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছেন তখন সে যেন নিজের চেয়ে হীন ব্যক্তির দিকে তাকায়" (ইব্ন মাজা, হা. নং ৪১৪২, ২খ., পৃ. ১৩৮৭; মুসলিম শরীফ, বাংলা, হা. নং ৭১৬১, ৭১৫৯, ৮খ., পৃ. ৪৭৯; আস-সাহীহ, হা. নং ৬৪৯১, পৃ. ১৩৭০)।

রাসূলুল্লাহ (স) আর্থিক স্বচ্ছলতা কামনা করিতেন না কখনও, বরং তিনি পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দ, ধনৈশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়ে অতি সাধারণভাবে দিনাতিপাত করিতে পছন্দ করিতেন।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দফায় দফায় তাঁহার চাচার সহিত বৈঠক করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার ধর্মপ্রচার বন্ধ করিতে অনুরোধ করিল। শুধু তাই নয়, অবশেষে তাহারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া কিছু লোভনীয় ও আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেশ করিল। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রচারিত দীন-এর পিছনে যদি ধন-সম্পদ অর্জন করাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে এত অধিক পরিমাণ ধনসম্পদ দিব যে, তুমি হইবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি। আর যদি সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানাইব। আর যদি বাদশাহী চাও, তাহা হইলে আমরা তোমাকে রাজক্ষমতা দিয়া বাদশাহ বানাইব। আর যদি কোন জিন বা প্রেতাত্মা ইত্যাদি আছর করিয়া থাকে, যাহার চিকিৎসা করিতে তুমি অক্ষম, তাহা হইলে ইহার চিকিৎসা করিতে যত অর্থের প্রয়োজন হইবে আমরা তাহা খরচ করিয়া তোমাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করিয়া তুলিব। তাহার পরও তিনি তাহাদের সহিত কোনরূপ আপোষ করিলেন না, বরং বলিলেন—

يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسرى على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه.

"হে চাচাজান, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তাহারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও তুলিয়া দেয় এবং তাহারা যদি চায় যে, আমি এই কাজ ছাড়িয়া দেই, তবুও আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ হইতে বিরত হইব না যতক্ষণ না আল্লাহ এই কাজকে বিজয়ী করেন অথবা আমি এই পথে ধ্বংস হইয়া যাই" (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৬৫-৬৬, ২৯৩-৯৪)।

একদিকে কুরায়শ সম্প্রদায়ের আকর্ষণীয় প্রস্তাব, পাশাপাশি পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের হাতছানি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

"তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না উহার প্রতি যাহা আমি তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি তদ্দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী" (২০ ঃ ১৩১)।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করিয়া মূলত উম্মতকেই শিক্ষা দিয়াছেন। বলা হইয়াছে, বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী ধনকুবের রাজ-রাজড়াদের জাঁকজমক পার্থিব জীবনের ধনৈশ্বর্য ও চাকচিক্যের প্রতি তাকাইবে না। কেননা এইগুলি ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী।

عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتى المال.

"হযরত কা'ব ইব্ন ইয়াদ (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ সকল উম্মতের জন্য একটি বিপর্যয় রহিয়াছে। আমার উম্মতের বিপর্যয় হইল সম্পদ" (তিরমিযী শরীফ, বাংলা, হা. নং ২৩৩৯, ৪খ., পৃ. ৬১৬)।

عن كعب بن مالك قال قال رسول الله ﷺ ما ذئبان جائعان ارسلا فى غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.

"হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের লালসা মানুষের ধর্মের জন্য যতখানি ক্ষতিকর, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ বকরীর পালের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে উহা পালের জন্য ততখানি ক্ষতিকর নয়" (তিরমিযী শরীফ, বাংলা, যুহ্দ, হা. নং ২৩৭৯, ৪খ., পৃ. ৬৩৪; ইসলামিক সেন্টার অনু. নং ২৩১৭)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনাড়ম্বর জীবনাচারের নামে পার্থিব জীবন ও জীবনোপকরণকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কাম্য নয়, বরং বাহুল্যতা বর্জনই উদ্দেশ্য। কতটুকু সম্পদ অনাড়ম্বরতার মাপকাঠি তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা মুশকিল। তবে নিম্নোক্ত হাদীছখানাকে আমরা সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া নিতে পারি।

عن عثمان بن عفان قال ان النبى ﷺ قال ليس لابن ادم حق فى سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يوارى عوراته وجلف الخبز والماء.

"উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তিনটি জিনিস ব্যতীত অন্য কিছুর উপর বনী আদমের কোন অধিকার বা দাবি নাই ঃ (১) ঘর যাহাতে সে বসবাস করিবে; (২) বস্ত্র যাহা দ্বারা সে লজ্জা নিবারণ করিবে; (৩) এক টুকরা রুটি এবং (৪) পানি" (তিরমিযী শরীফ, বাংলা, হা. নং ২৩৪৪, যুহ্দ, ৪খ., পৃ. ৬১৮; ইসলামিক সেন্টার অনু. নং ২২৮৩)।

সরলতা ও অনাড়ম্বরতা তাঁহার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল বিধায় তিনি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করিতেন। তিনি কখনও এমন পোশাক পরিধান করেন নাই যাহা অশালীন, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رائ حلة سيراء عند باب المسجد تباع فقال يارسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله ﷺ انما يلبس هذه من لا خلاق له فى الاخرة ثم جاء رسول الله ﷺ منها حلل فاعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يارسول الله كسوتنيها وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله ﷺ انى لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة.

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজায় একটি লাল রঙের জুব্বা বিক্রি হইতেছে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি ইহা খরিদ করিতেন তবে তাহা পরিধান করিয়া জুমু'আর সালাত এবং আপনার নিকট প্রতিনিধিদলের আগমনকালে পরিতে পারিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই জাতীয় পোশাক তাহারাই পরিতে পারে পরকালে যাহাদের কোন অংশ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু জুব্বা আসিলে তিনি উমার (রা)-কে তাহা হইতে একটি জুব্বা দান করেন। তখন উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে এটা পরিতে দিলেন, অথচ এই জুব্বা সম্পর্কে সেইদিন বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে উহা পরিধান করিতে দেই নাই। অতএব উমার (রা) ইহা মক্কায় বসবাসরত তাহার এক মুশরিক ভাইকে ব্যবহারের জন্য দিলেন" (আবূ দাউদ, হা. নং- ৪০৪০, ৪খ., পৃ. ৩২০; মুসলিম, হা. নং ২০৬৮; নাসাঈ, হা. নং ৫২৯৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) কি ধরনের পোশাক পরিধান করিতেন তাহার স্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) এইভাবে ঃ

عن ابى موسى الاشعرى قال اخرجت لنا عائشة كساء وازارا غليظا قالت قبض رسول الله ﷺ فى هذين ثوبين.

"হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, হযরত 'আইশা (রা) একটি চাদর এবং একটি মোটা লুঙ্গি আমাদিগকে বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, ওফাতের সময় এই পোশাক রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরিধানে ছিল" (আবূ দাউদ, হা. নং ৪০৩৬, ৪খ., পৃ. ৩১৭; মুসলিম, হা. নং- ২০৮০, ইব্‌ন মাজা, হা. নং- ৩৫৫১, ২খ., পৃ. ১১৭৬)।

হযরত নবী করীম (স) সাতাশটি উটের বিনিময়ে এক সেট পোশাক খরিদ করিয়াছিলেন এবং তাহা পরিধান করিয়াছিলেন (আখলাকুন নবী, হাদীছ নং ২৭৭, পৃ. ১৭৪)। অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس بن مالك ان ذايزان اهدى الى النبى ﷺ حلة اشتريت بثلاثة وثلاثين بعيرا فلبسها مرة.

"হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। যু-ইয়াযান নবী করীম (স)-কে একটি পোশাক হাদিয়া দেন যাহা তেত্রিশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করা হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই জুব্বা একবার মাত্র পরিধান করিয়াছিলেন" (প্রাগুক্ত, হা. নং ২৫১ পৃ. ১৬৩০)।

লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদি ছিল আরবের সাধারণ পোশাক যাহা সচরাচর লোকেরা পরিধান করিত। রাসূলুল্লাহ (স)-ও সেই সাধারণ পোশাকই অধিকাংশ সময় পরিধান করিতেন, পাশাপাশি মূল্যবান পোশাকও পরিধান করিতেন। তবে তা সব সময় নয়। এই সকল মূল্যবান

পোশাক উপহার হিসাবেই আসিত। আর তিনি তাহা একবার কিংবা বিশেষ কোন উপলক্ষে পরিধান করিতেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যবহৃত পোশাকটির মূল্য হাদীছের ভাষ্যানুসারে সাতাশটি উটের সমমূল্যের যাহা তিনি নিজে খরিদ করিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে হাদিয়া হিসাবে প্রদত্ত পোশাক জোড়ার দাম ছিল তেত্রিশটি উটের সমমূল্যের। এত মূল্যবান পোশাক খরিদ করিয়া পরিধান করার ক্ষমতা থাকার পরও তিনি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করিয়া অতি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে-

عن انس بن مالك قال لبس رسول الله ﷺ الصوف واحتذى المخصوف ولبس خشنا واكل بشعا سالت الحسن ما البشع قال غليظ الشعير ما كان يسيغه الا بجرعة ماء.

"হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পশমী কাপড়, তালি দেওয়া জুতা ও মোটা বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং সাধারণ খাবার খাইতেন। রাবী বলেন, আমি হাসানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সাধারণ খাবার কি? তিনি বলেন, মোটা যব যা পানি ছাড়া গলাধকরণ করা যায় না" (আখলাকুন নবী, হা. নং ৩১৫, পৃ. ১৮৭; সুনানু ইব্‌ন মাজা, হা. নং ৩৩৪৮, ২খ., পৃ. ১১১১)।

পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স) খাদ্য গ্রহণ করিতেন, যখন যে খাদ্য জুটিত তাহাই খাইতেন। এমনকি যখন তিনি সমগ্র আরব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি তখনও তাঁহার খাবার ছিল আটার রুটি। আবার কখনও শুধু খেজুর খাইয়াই দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেন।

সকল ধরনের হালাল খাবারই তিনি গ্রহণ করিতেন। তবে যে সকল হালাল খাদ্য তাঁহার অপছন্দ হইত তাহা তিনি মাঝে মাঝে পরিহার করিতেন। যেমন কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি তিনি আহার করিতেন না, যদিও এইগুলি হালাল বস্তু। আর নিজে আহার করেন নাই বলিয়া তিনি এইগুলিকে হারামও ঘোষণা করেন নাই।

عن ابى هريرة قال ما عاب رسول الله ﷺ طعاما قط وان اشتهاه اكلها وان كرهه تركه.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কোন খাবারকে খারাপ বলেন নাই, পছন্দ হইলে খাইয়াছেন, আর অপছন্দ হইলে ত্যাগ করিয়াছেন" (আবূ দাউদ, হা. নং- ৩৭৬৩, ৪খ., ১৩৭; ইব্‌ন মাজা, হা. নং ৩২৫৭; তিরমিযী, হা. নং- ২০৩২, মুসলিম, বাংলা, হা. নং ৫২০৭, ৮খ., পৃ. ৮৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র নিকট পরিবার-পরিজনের জন্য রিযিক প্রার্থনা করিতেন। কেননা তিনি সকল জীবের রিযিকদাতা। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا.

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই" (১১ ঃ ৬)।

তবে তিনি রিযিক প্রার্থনা করিতেন ততটুকু যতটুকু তাঁহার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন, ইহার অধিক নহে। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে—

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا.

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবারবর্গের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রিযিক প্রদান কর" (ইব্‌ন মাজা, হা. নং ৪১৩৭, ২খ., পৃ. ১৩৮৭; মুসলিম, বাংলা, হা. নং ৭১৭১, ও ৭১৭২, ৮খ., পৃ. ৪৮৬; তিরমিযী, বাংলা, হা. নং ২৩৬৪, ৪খ., পৃ. ৬২৬; বুখারী, আস-সাহীহ, হা. নং ৬৪৬০, পৃ. ১৩৬৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন বিধায় সপরিবারে দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে কাটাইতেন, এমনকি মাসের পর মাস চলিয়া যাইত কিন্তু ঘরে খাবার তৈরি হইত না, খেজুর ও পানি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এক সময় তাঁহার পরিবারে সচ্ছলতা আসিয়াছিল, কিন্তু সম্পদের মোহ হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য সরলতা ও অনাড়ম্বরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ يبيت الليالى المتتابعة طاويا اهله ولا يجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير.

"হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার পরিবারবর্গ রাতের পর রাত অনাহারে কাটাইতেন। তাহাদের জন্য রাতের খাবারের সংস্থান হইত না, আর তাহাদের অধিকাংশ খাবার ছিল যবের রুটি" (তিরমিযী শরীফ, বাংলা, হা. নং ২৩৬৩, ৪খ., পৃ. ৬২৫)।

عن عائشة قالت ما شبع ال محمد ﷺ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض وفى رواية اخرى منذ قدم المدينة.

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন একাধারে দুই দিন পেট পুরিয়া যবের রুটি খাইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, মদীনায় হিজরতের পর হইতে" (মুসলিম শরীফ, বাংলা, হা. নং- ৭১৭৬, ৮খ., পৃ. ৪৮৮, তিরমিযী শরীফ, বাংলা, হা. নং ২৩৬০, ৪খ., পৃ. ৬২৫; বুখারী, আস-সাহীহ, হা. নং ১৪৫৪, পৃ. ১৩৬৪)।

عن عـائشـة انـهـا كـانت تقـول كـان يمر بنا هـلال هلال هـلال وما يوقـد فى منزلة رسـول الـلـه ﷺ نار قلت اى خالتى على اى شـيء تعيـشـون قـالت على الاسـودان الـمـاء والتمر.

"উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলিতেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবারবর্গের উপর একের পর এক চাঁদ উঠিত, অথচ আমাদের ঘরে আগুন জ্বলিত না। রাবী বলেন, জিজ্ঞাসা করিলাম, হে খালাজান! তখন আপনারা কি খাইয়া বাঁচিতেন? তিনি বলেন, দুইটি কাল বস্তু, খেজুর ও পানি" (ইব্‌ন মাজা, হা. নং- ৪১৪৪, ২খ., পৃ. ১৩৮৮; মুসলিম শরীফ, বাংলা, হা. নং- ৭১৮৩, ৮খ., পৃ. ৪৮৯)।

عن سهل بن سعد انه قيل له أكل رسول الله ﷺ الـنقى يعنى الـحوارى فقال سهل ما رأى رسول الله ﷺ النقى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله ﷺ قال ما كا نت لنا مناخل فقيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا نفضحه فيطير ما طار ثم نثر به فنعجنه.

"হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ (স) কি কখনও ময়দার রুটি খাইয়াছেন ? সাহল (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) কখনও ময়দা দেখেন নাই। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কি তোমাদের চালুনী ছিল ? তিনি বলিলেন, না। আমাদের কোন চালুনি ছিল না। বলা হইল, তাহা হইল যব নিয়ে কি করিতেন ? তিনি বলেন, আমরা তাহাতে ফুঁ দিতাম। যাহা কিছু উড়িয়া যাইবার উড়িয়া যাইত। ইহার পর উহাতে পানি ঢালিয়া মণ্ড করিয়া নিতাম" (তিরমিযী শরীফ, বাংলা, হা. নং- ২৩৬৭, ৪খ., পৃ. ৬২৭।)।

عن انس بن مـالك عـن ابى طلحـة قـال شكونـا الى النبى ﷺ الجـوع ورفـعنا عن بطوننا عن حجر فرفع النبي ﷺ عن بطنه عن حجرين.

"হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। আবূ তালহা (রা) বলেন, আমরা পেটে পাথর বাঁধিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট ক্ষুধার তীব্রতার অভিযোগ করিলাম এবং নিজেদের পেটের কাপড় উন্মোচন করিয়া পেটের সাথে বাঁধিয়া রাখা পাথর দেখাইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের পেটের কাপড় খুলিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার পেটে বাধা রহিয়াছে দুইটি পাথর" (তিরমিযী শরীফ, হা. নং ২৩৭৪, ৪খ., পৃ. ৬৩২; নাসির উদ্দীন আল বানী, মুখাতাসারু, শামায়িল আল-মুহাম্মাদিয়্যা, হা. নং- ১১২, পৃ.৭৮)।

"হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমি এমনভাবে খাই যেমন একজন বান্দা খাইয়া থাকেন এবং এমনভাবে বসি যেমন একজন বান্দা

বসেন" (নাসির উদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, হা. নং ৫৪৪, ২খ., পৃ. ৮২)।

জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি যবের রুটি খাইয়া কাটাইয়াছিলেন। তাহাও এত অপ্রতুল ছিল যে, কোন খাবার অবশিষ্ট থাকিত না। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامة يقول ماكان يفضل عن اهل بيت النبى ﷺ خبز الشعير.

"হযরত সুলায়ম ইব্ন 'আমের (র) বলিয়াছেন, আমি আবূ উমামা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে যবের রুটি কখনও অতিরিক্ত হইত না" (তিরমিযী, বাংলা, হা. নং ২৩৬২, ৪খ., পৃ. ৬২৫)।

আর রাসূলুল্লাহ (স) ভবিষ্যতের জন্য কোন খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করিতেন না। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس قال ماكان النبى ﷺ يؤخر شيئا لغد.

"হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতেন না" (প্রাগুক্ত, হা. নং ২৩৬৫, ৪খ., পৃ. ৬২৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে দীন প্রচার করিতে, কুরআনের বাণী মানুষের মাঝে প্রচার করিতে বা কাহারও কোন উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিতে কথা বলিতেই হইত। তাঁহার কথা বলিবার ধরন ছিল সহজ-সরল। তিনি এমনভাবে কখনও কথা বলিতেন না যাহাতে অন্য লোকের বুঝিতে অসুবিধা হয়। তাঁহার কথা বলিবার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—

عن الحسن بن على قال سالت خالى هندا قلت صف لى منطقه ﷺ فقال كان رسول الله ﷺ متواصل الاحزان دائم الفكر ليست له راحة ولا يتكلم فى غير حاجة طويل السكت ويفتتح الكلام ويختمه باشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير.

"হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) বলিয়াছেন, আমি আমার মামা হযরত হিন্দ ইব্ন আবী হালা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথাবার্তার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, নবী করীম (স) নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি মোতাবেক পালন করিবার চিন্তায় এবং উম্মতের কল্যাণ চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকিতেন। সামান্যতম অস্থিরতাও তাঁহার ছিল না। তিনি বিনা প্রয়োজনে কথা বলিতেন না এবং কথা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত খুব স্পষ্টভাবে বলিতেন। তাঁহার কথাগুলি ছিল উপযুক্ত শব্দমালা দ্বারা গঠিত। এক বাক্য হইতে

অন্য বাক্য পৃথক হইত। কথাগুলির মাঝে কোন অযথা শব্দ পাওয়া যাইত না আর না থাকিত মর্ম প্রকাশে অক্ষম কোন শব্দাবলী" (আখলাকুন নবী, হা. নং- ১৯৬, পৃ. ১৩৮)।

তিনি অতি সহজ-সরল-প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলিতেন। ফলে উহা কাহারও বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت كان كلام رسول الله ﷺ كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه.

"হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ছিল পৃথক পৃথক, যিনিই শুনিতেন তিনিই বুঝিতে সক্ষম হইতেন" (আবূ দাউদ, হা. নং- ৪৮৩৭, ৫খ., পৃ. ১৭৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) নিজে সরলভাষী ছিলেন বিধায় অন্যদেরকেও সরল ভাষায় কথা বলিতে উৎসাহিত করিতেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن زيد بن اسلم ...... فقام رسول الله ﷺ يخطب فقال يايها الناس قولوا قولكم فانما تشقق الكلام من الشيطان.

"হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণিত।........... রাসূলুল্লাহ (স) বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিলেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা বক্তব্য সরলভাবে উপস্থাপন করিবে। কেননা কথার মধ্যে মারপ্যাচ অবলম্বন করা শয়তানের কাজ" (আল-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., পৃ. ৪১০)।

কাজে-কর্মে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সরলতা ও অনাড়ম্বরতা ছিল কল্পনাতীত। একে তো আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল, তারপর বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র কর্ণধার হইয়াও অনাড়ম্বর ক্রিয়াকর্ম তাঁহার মহানুভবতার এক অনুপম আদর্শ।

রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে পরিবারে যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করিতেন। তিনি নিজেই নিজ গৃহ মেরামত করিতেন, ছেড়া কাপড় তালি দিতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, ভেড়া-বকরীর দুধ দোহন করিতেন, ছেড়া জুতা সেলাই করিতেন, হাটবাজার করিতেন, দোকান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিয়া আনিতেন। তাহা ছাড়া নিজ হাতে গৃহপালিত পশুর যত্ন নিতেন। নিজ হাতে উটকে ঘাস খাওয়াইতেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে কোন গোলাম-বাঁদী ছিল না, এমনটি নয়। এতদ্সত্ত্বেও নিজ হাতে কাজ করিয়া তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সরলতা ও অনাড়ম্বরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তবে একান্তই কিছু ব্যতিক্রমধর্মী কাজকর্ম যা অন্যের সাহায্য ব্যতীত একজনের পক্ষে সম্ভব নয়, সেখানেই কেবল সাহাবা-ই কিরাম তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس قال كان رسول الله ﷺ اذا مشى تكفاء.

"হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন চলিতেন সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলিতেন" (তিরমিযী শরীফ, বাংলা হা. ১৭৬০, ৪খ., পৃ. ২৮১)।

অপর একটি হাদীছে আসিয়াছে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মাটিতে বসিয়া পড়িতেন, মাটিতে বসিয়াই আহার করিতেন (নাসির উদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, হা.-২১২৫, ৫খ., পৃ. ১৫৮)।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চালচলন ছিল অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর। অপর একটি বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ হযরত কায়লা বিনত মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে ফুরফুছা নিয়মে (উরুদ্বয়কে পেটের সাথে লাগাইয়া দুই হাত দ্বারা উভয় পায়ের নলা জড়াইয়া ধরিয়া) বসা অবস্থায় দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এত বিনয়ের সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকি (আল-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., ৪৫৮)। মোটকথা রাসূলুল্লাহ (স) সকল কিছুতেই সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহ ছিল অতি সাধারণ। মদীনায় হিজরতের পর তিনি মসজিদে নববীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। মসজিদে নববী নির্মাণের পর ইহার পার্শ্বে ছোট ছোট হুজরাখানা তৈরি করেন। পরিবার-পরিজন মদীনায় আসিলে তাঁহারা এই সকল হুজরাখানায় বসবাস করেন। এই সকল হুজরার অবস্থা এমন ছিল যে, না ছিল কোন আঙ্গিনা আর না ছিল পর্যাপ্ত জায়গা। প্রতিটি হুজরাখানা ৬/৭ হাতের চেয়ে বেশি বড় ছিল না। দেয়াল ছিল মাটির তৈরি। তাহা এতই দুর্বল ছিল যে, মাঝে মাঝে ফাটল ধরিয়া যাইত। এই সকল ফাঁক দিয়া সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পারিত। ছাদ ছিল খেজুর পাতার তৈরী। বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পশমের কম্বল বিছাইয়া দেওয়া হইত। এই সকল হুজরাখানার উচ্চতা এতটুকু ছিল যে, একজন লোক ভিতরে দাঁড়াইয়া গৃহের ছাদ অনায়াসেই হাত দ্বারা নাগাল পাইত। হুজরাখানার দরজাগুলি ছিল এক পাল্লার কেওয়াড় এবং তাহাতে পর্দা ঝুলানো থাকিত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عن ابن السائب قال سمعت الحسن يقول كنت ادخل بيوت ازواج النبى ﷺ فى خلافة عثمان بن عفان فاتناول سقفها بيدى.

"হযরত ইবনুস সাইব (র) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত হাসান (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আমি হযরত উছমান ইব্ন 'আফফান (রা)-এর খেলাফতকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের ঘরে প্রবেশ করি। তখন আমি হাত দ্বারা ঘরের ছাদ নাগাল পাই" (আল-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., ১২১)।

রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার পরিবার-পরিজন যে সকল হুজরাখানায় বাস করিতেন তাহাতে আরাম-আয়েশের সামগ্রী বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা নিম্নোক্ত হাদীছে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عمر بن الخطب قال دخلت على رسول الله ﷺ هو على حصير قال فجلست فاذا عليه ازار وليس علية غيره واذا الحصير قد اثر فى جنبه واذا انا بقبضة من شعير نحو الصاع وخرط فى ناحية فى الفرقة واذا اهاب معلق فابتدرت عيناىّ فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا رسول الله وما لى لاابكى هذا الحصير قد اثر فى جنبك وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارنى وَذٰكَ كسرى وقيصر فى الثمار والانهار وانت نبى الله وصفواته وهذه خزانتك قال يا ابن الخطاب الاترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا قلت بلى .

"হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম, রাসূলুল্লাহ (স) একটি চাটাইয়ের উপর শুইয়া আছেন। আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেহ মুবারকের উপর একটি তহবন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। দেহ মুবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কয়েক মুষ্টি জব ঘরের এক কোণে এবং একটি শুকনো চামড়া আর চামড়ার একটি মশক ছিল। হযরত উমর (রা) বলেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমার চোখ দিয়া পানি আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কেন কাঁদিব না? চাটাইয়ের দাগ আপনার দেহ মুবারকে লাগিয়া আছে। এই গুদামে আপনি তাশরীফ আনিয়াছেন? অথচ কায়সার ও কিসরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ গৃহসামগ্রী ব্যবহার করিতেছেন। আর আপনি আল্লাহ্র রাসূল (স) ও প্রশংসনীয় হইয়াও আপনার গৃহের আসবাবপত্রের এই দুরবস্থা? তিনি ইরশাদ করিলেন, হে ইব্নুল খাত্তাব! তোমার কি ইহা পছন্দ নহে যে, তাহারা দুনিয়া লইয়া মত্ত থাকুক আর আমরা আখিরাত লইয়া তৃপ্ত থাকি? আমি বলিলাম, হাঁ (আমি পছন্দ করি) (ইব্ন মাজা, হা. নং-৪১৫৩, ২খ., পৃ. ১৩৯১)।

অপর একটি বর্ণনা মতে তিনি হযরত উমর (রা)-কে বলিলেন–

مالى وللدنيا ياعمر انما انا فيها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها .

"হে উমার! দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি তো একজন পথিকের ন্যায় যে কোন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে, অতঃপর তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়" (ইব্ন মাজা, হা. নং-৪১০৯, ২খ., পৃ. ১৩৭৬)।

অতএব রাসূলুল্লাহ (স)-এর শয্যা ছিল খুবই সাধারণ। চাটাই-এর উপর শয়ন করিতেন। শয্যা ত্যাগ করিলে দেখা যাইত যে, শরীরে ইহার দাগ পড়িয়া গিয়াছে। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن مسعود قال نام رسول الله ﷺ على حصير فقام وقد اثر فى جنبه .

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একটি চাটাই-এর উপর ঘুমাইলেন। তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন, দেখা যাইত যে শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে" (তিরমিযী, বাংলা, হা.-২৩৮০, ৪খ., ৬৩৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিছানাটি ছিল চামড়ার তৈরী যাহার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের আঁশ। যেমন বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت كان فراش رسول الله ﷺ ادم حشوه ليف.

"হযরত 'আইশা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী। ইহার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের আঁশ" (আবূ দাউদ, হাঃ-৪১৪৭, ৪খ.,-৩৮১; মুসলিম বাংলা-হা.-৫২৭৩; তিরমিযী বা. হা.-২৪৭১; ইব্ন মাজা,-হা.-৪১৫১, ২খ., ১৩২০; আস-সাহীহ, হা.-৬৪৫৬ প.-১৩৬৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্ববাসীর জন্য সরলতা ও অনাড়ম্বরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহান জীবনাদর্শ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। কেবল তিনি নিজেই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁহার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজনসহ সাহাবা-ই কিরামদিগকেও তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তো তাঁহারা সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, নিজের বেলায় অনাড়ম্বর জীবনাভ্যস্ত হইয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশসহ পৃথিবীর যাবতীয় বাহুল্য পরিত্যাগ করা যত সহজ, নিজ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিদিগকেও অনুরূপ স্বভাবাদর্শে গড়িয়া তোলা তত সহজ নয়। তবে এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবার-পরিজন ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত। উত্তম আহার, জাকজমকপূর্ণ পোশাক, অঢেল প্রাচুর্য ও লোভ-লালসা কখনও তাহাদের মনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই; বরং তাহারা অনাড়ম্বর জীবনাদর্শকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) আবূ ঈসা মুহাম্মাদ আত-তিরমিযী, আল-জামে, বঙ্গানুবাদ মাওঃ ফরিদউদ্দীন মাসঊদ, ই. ফা. বা., ১৪১২/১৯৯২; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, দারুল খায়র, ২ সং., বৈরূত ১৯৯৫; (৪) আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, অনু. মাওঃ এ.কে.এম ফজলুর রহমান মুন্সী, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯০; (৫) হাফিজ আবূ শায়খ আল-ইস্পাহানী, আখলাকুন নবী, বাংলা অনু. ই.ফা.বা., জানুয়ারী ১৯৯৮; (৬) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন্ সাঈদ জালালাবাদী, ই. ফা. বা., মে ১৯৯৪;

(৭) ইমাম মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, সহীহ্ মুসলিম, অনু. বাংলা ই. ফা. বা., ডিসেম্বর ১৯৯৩; (৮) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম, আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ ১৯৮৫ / জুমা. সানী ১৪০৫ হি; (৯) সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, বাংলা অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, মজলিস নাশরিয়াত-ই ইসলাম, রবীউল. ১৪০৮/জুলাই ১৯৯৭; (১০) হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আল-গাযযালী, কিমিয়ায়ে সা'আদাত, অনুবাদঃ নুরুর রহমান, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি; (১১) ওয়ালীউদ্দীন আল-খাতীব আত-তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ্, আল-মাকতাবুল্ ইসলামী, ২সং., ১৯৭১/১৩৯৯; (১২) মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-দা'ঈফা ওয়াল-মাওদূ'আ, মাকতাবুল মা'আরেফ, রিয়াদ, ১সং., ১৪০৮ হি; (১৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযবিনী, সুনানু ইব্নু মাজা, দারু ইহ্য়াউত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, তা. বি.; (১৪) মাওঃ মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, রজব, ১৪১৫; হি. ডিসেম্বর, ১৯৯৪; (১৫) সুলায়মান ইব্ন আল-আশয়াছ, সুনানু আবী দাউদ, দারুল কুতুব আল- ইসলামিয়্যা, তা. বি.; (১৬) মাওঃ মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ঃ মাও. মুহিউদ্দীন খান, তা.বি.; (১৭) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ই. ফা. বা., রবী আও. ১৪১০ / অক্টোবর ১৯৮৯; (১৮) আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব, সুনান আন-নাসাঈ, মাকতাবাতু থানবী, দেওবন্দ, ইউ.পি., ভারত; (১৯) ফজলুর রহমান, শান্তির নবী, ২সং., ২০০০; (২০) আবূ বাক্র জাবির আল- জাযাইরী, হাসান হাবীব ইয়া মুহীব্ব, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল-হিকাম, আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা, ৪ সং., ১৯৯৬/১৪১৭ হি.; (২১) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল- বুখারী, আস-সাহীহ্, দারুস সালাম, রিয়াদ ১ সং. ১৪১৭ হি./১৯৯৭; (২২) মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আস-সাহীহা, মাকতাবাতুল মা'আরেফ, রিয়াদ ১৯৯৫/১৪১৫ হি.; (২৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযবিনী, সুনান ইব্ন মাজা, দারু ইহ্য়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যা, তা. বি.; (২৪) মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আল- আলবানী, মুখতাসারুস-শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়া, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৪খ., সং., রিয়াদ ১৪১৩ হিজরী।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (স)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভাগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ ও জাতিভেদ-বৈষম্য চরম আকারে বিদ্যমান ছিল। আরব, অনারব সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। কোথাও কোথাও এই শ্রেণী, বর্ণ ও জাতিভেদ শাস্ত্রীয় বিধানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। আবার কোথাও এই বৈষম্য নীতি রাষ্ট্রীয় আইন ও সংবিধানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিবর্জিত বরং বঞ্চিত পৃথিবীর এহেন পরিস্থিতিতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান শিক্ষা ও পয়গাম লইয়া আগমন করেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। সকল অসাম্য, বৈষম্য ও শ্রেণীভেদ বিদূরিত করিয়া তিনি বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত করেন সুসাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব।

রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্বমানবতাকে আহ্বান জানাইলেন বিশ্বসাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দিকে। জাত-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের আত্মপরিচয় তিনি মহান আল্লাহ্র বাণীর আলোকে তুলিয়া ধরিলেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন" (৪৯ ঃ ১৩)।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا .

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন" (৪ ঃ ১)।

আয়াত দুইটিতে মানবজাতির আত্মপরিচয় পেশ করা হইয়াছে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একটি পরিবারের সদস্য। তাহারা সকলেই একই পিতা হযরত আদম (আ)-এর সন্তান। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ জাত, বংশ, গোত্র, বর্ণ ও শ্রেণীভেদ নাই। না আরবদের উপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব আছে, আর না অনারবদের উপর আরবদের কোন প্রকার প্রাধান্য আছে। সকলেই চিরুনীর দাঁতের মত মানবীয় মর্যাদায় সমান। তবে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।

(১) রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বাণীতে এই বিশ্বময় সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম বারবার উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

يٰايها الناس ان لله تعالى قد اذهب عنكم عسة الجاهلية وتعظمها بابائها فالناس رجلان .رجل يرتقى كريم على الله تعالى ورجل فاجر شقى هين على الله تعالى ان الله عز وجل يقول يٰايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثٰى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقٰكم الله عليم خبير .

"হে লোকসকল! আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হইতে জাহিলিয়াতের মিথ্যা অহমিকার মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছেন এবং পূর্বপুরুষদেরকে লইয়া গর্ব করার প্রথাও খতম করিয়া দিয়াছেন। মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ এক শ্রেণী যাহারা সৎ ও পরহেযগার। আর তাহারাই আল্লাহ্র দরবারে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হইল, যাহারা অসৎ ও বদবখত, আল্লাহ্র দরবারে তাহারা হেয় ও লাঞ্ছিত হিসাবে বিবেচিত" (ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪খ., পৃ. ১৯৫)।

(২) একদা রাসূলুল্লাহ (স) আবূ যার গিফারী (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ

انظر فانك لست بخير من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوى الله .

"দেখ, তুমি কাহারও হইতে উত্তম নও, না লালবর্ণের কাহারও হইতে, আর না কৃষ্ণবর্ণের কাহারও হইতে। তবে হাঁ, যদি তাকওয়ার ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইতে পার" (প্রাগুক্ত)।

(৩) জাহিলী যুগের অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও শ্রেণী বা বর্ণবৈষম্যের মূলোৎপাটন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) দৃঢ় কণ্ঠে স্পষ্ট ঘোষণা দেন ঃ

ليس منا من دعا الٰى عصبية وليس منا من قاتل علٰي عصبية وليس منا من مات علٰي عصبية .

"সেই লোক আমাদের কেহ নহে, যে অন্যায় গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের দিকে আহ্বান জানায় এবং সেও আমাদের দলভুক্ত নহে, যে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের জন্য লড়াই করে এবং সেও আমাদের দলভুক্ত নহে যে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের উপর মারা যায়"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে গোত্র, সম্প্রদায়, জাতীয়তাপ্রীতির আহ্বায়ক হইবে, সে আমাদের নীতি ও আদর্শের উপর নহে (আবূ দাউদ, সুনান, পৃ. ৬৯৮)।

(৪) একবার একজন মুহাজির সাহাবী জনৈক আনসারী সাহাবীকে ভালমন্দ কিছু বলিয়া ফেলেন। ইহাতে আনসারী সাহাবী চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠেন, হে আনসারগণ! আমার সাহায্যে আগাইয়া আস। ঐদিকে মুহাজির সাহাবী ইহা শুনিয়া চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠেন, ওহে মুহাজিরগণ! তোমরা আমার সাহায্যে আগাইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে হাযির হইলেন এবং উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

دعوها فانها منتنة .

"তোমরা এই আসাবিয়্যাতের শ্লোগান পরিত্যাগ কর। কেননা ইহা দুর্গন্ধময়" (মুসলিম, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৩২১)।

(৫) রাসূলুল্লাহ (স) যখন রাত্রের শেষভাগে আপন প্রভুর সমীপে হাত তুলিয়া মুনাজাত করিতেন, তখন বলিতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, সকল মানুষই ভাই ভাই (আবূ দাঊদ, সুনান)।

(৬) যেই ব্যক্তি জাতি ও বর্ণের সমর্থনে যুদ্ধে মারা যায়, তাহার মৃত্যুকে রাসূলুল্লাহ (স) জাহিলী মৃত্যু হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন ঃ

من قاتل تحت راية عمية يعصب بعصبية او يدعو الى عصبية او ينهر عصبية فقتل فقتلته جاهلية .

"যে ব্যক্তি কোন অন্ধ জাতিপূজার পতাকাতলে, কোন অন্যায় গোত্রপ্রীতির সমর্থনে অথবা কোন অন্যায় গোত্রীয় প্রীতির পক্ষে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হয়, তাহার মৃত্যু হইবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু" (মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৪১৭)।

(৭) বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ ও শ্রেণীবাদের অনিবার্য ফল হইল অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও অপরের প্রতি বৈষম্য ও অবিচার, যাহা আল-কুরআনে কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্কে ভয় করিবে। তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন" (৫ ঃ ৮)।

(৮) বংশ, গোত্র, বর্ণ ও জাতীয়তার তারতম্য ও পার্থক্যকে একেবারেই মূল্যহীন ঘোষণা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم .

"আল্লাহ তোমাদের গঠন, বর্ণ, অবয়ব ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল" (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ১৯৫)।

(৯) বংশীয় গৌরব, অহংকার ও বর্ণ বৈষম্যের চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ

يايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى .

"হে মানুষ! নিশ্চয় তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনিয়া লও ঃ অনারবের উপর যেমন কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তেমনি কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। অনুরূপ সাদার উপর কালোর এবং কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হইল তাকওয়া" (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ১৫৪)।

(১০) বিশ্বের সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ (স) মহান আল্লাহ্র পরিবার বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন এবং এই ভিত্তিতে সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধের আচরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله .

"সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবারভুক্ত, আল্লাহ্র নিকট প্রিয় সেই ব্যক্তি যে তাঁহার সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে" (মিশকাত, বুখারী সূত্রে, পৃ. ৪২৬)।

ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে একজন মানুষের সহিত আরেকজন মানুষের আচরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لا تحاسدوا ولاتدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا .

"তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না, একে অপরকে ঘৃণা করিও না, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনুসন্ধান করিও না। আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩১৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-ই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল বিশ্বমানবকে একই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের দিকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার এই আহ্বান কেবল মুসলিমদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইহা ছিল বিশ্বজনীন, সার্বজনীন ও গোটা মানবজাতির প্রতি দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, গোত্র সকল কিছুর উর্ধ্বে। অমুসলিমদের সহিত সম্পাদিত তাঁহার সকল প্রকার সন্ধি চুক্তি ও অঙ্গীকার মূলত এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সাম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বময় সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যই মদীনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে আমরা

দেখিতে পাই যে, মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো সকল নাগরিক সেখানে সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়াছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ধর্ম বা বর্ণ ভিত্তিক কোনরূপ তারতম্য বা পার্থক্য তিনি করেন নাই। 'মদীনার সনদ' নামে খ্যাত মদীনার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ধারা-উপধারাসমূহ আজও এই ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষী হইয়া আছে।

অমুসলিম জাতি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে জিহাদ সংঘটিত হইয়াছে তাহাও আল্লাহ তা'আলার বাণী, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব-সমুন্নত করা ও চেতনা প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যেই ছিল। ইহা ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিমদিগকে যুদ্ধ-লড়াইয়ের অনুমতি দেন নাই। তাঁহার সকল যুদ্ধ-জিহাদ ছিল প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক। এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উজ্জীবিত করা শ্রেণীবৈষম্য ও অন্যায়-অবিচার দূর করা মানবতা ও মনুষ্যত্বের ভিত্তি দৃঢ় করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষার আলোকে পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাই ভাই। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এই ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ঈমানের অঙ্গ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আঞ্চলিকতা গোত্রীয় আনুগত্য, সাম্প্রদায়িকতা, ভৌগোলিক সীমান্ত মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে পৃথক করিতে পারে না। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিমগণ গোটা পৃথিবীতে এক উম্মাহ, এক জাতি। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব পরিচয়ে সাদা-কালো, আরব-অনারব, ধনী-গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকৃত নাই। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচারিত বাণী ও শিক্ষা গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করিলে ইহা অনায়সে প্রমাণিত হয়।

(১) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ·

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও" (৪৯ : ১০)।

(২) ঈমানের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম নর-নারীকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সম্মানজনক আচরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ·

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে

অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যাহারা তওবা না করে তাহারাই যালিম" (৪৯ ঃ ১১)।

(৩) ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ মুমিনদেরকে একে অপরের প্রতি সুধারণা পোষণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অপর ভাইয়ের দোষ অন্বেষণও পশ্চাতে গীবত-শেকায়াত করা হইতে বিরত থাকিতেও আদেশ করা হইয়াছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ٠

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক, কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করিতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণার্হ মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু" (৪৯ ঃ ১২)।

(৪) মু'মিন মু'মিনের ভাই, এই ভ্রাতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

المؤمن مرأة اخيه والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه ٠

"এক মু'মিন অপর মু'মিন ভ্রাতার দর্পণস্বরূপ। মু'মিন মু'মিনের ভাই। সে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার সম্পদ হিফাজত করিবে এবং তাহার অসাক্ষাতে তাহার পূর্ণ হিফাযত করিবে" (আল-আদাবুল মুফরাদ, বাংলা সং., ১খ., পৃ. ২০৭)।

অপর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اذا رأى فيه عيبا اصلحه ٠

"সে তাহার ভ্রাতার মধ্যে কোন দোষ দেখিতে পাইলে তাহা সংশোধন করিয়া দেয়" (প্রাগুক্ত)।

المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخزله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ههنا بحسب امرأ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم ٠

"মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। কোন মুসলিম তাহার মুসলিম ভ্রাতার সহিত প্রতারণা করিবে না, তাহাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করিবে না বা তাহার সহিত মিথ্যা বলিবে না এবং তাহাকে অপমানিত করিবে না। প্রত্যেক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ইজ্জত-আবরু, ধন-সম্পদ ও জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম। তাকওয়া অন্তরের বিষয়। কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে তাহার কোন মুসলিম ভ্রাতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে" (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৫)।

(৫) মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিমদেরকে পরস্পর সালাম ও মুসাফাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন। উহার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شئ ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم .

"তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না মু'মিন হও, আর মু'মিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালবাসো। আমি কি তোমাদেরকে সেই বিষয়টি বলিয়া দিব, না যাহা করিলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসিতে পারিবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও" (আবূ দাঊদ, পৃ. ৭০৬)।

من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناشرت ذنوبه ·

"যে ব্যক্তি তাহার মুসলিম ভাইয়ের সহিত মুসাফাহা করে এবং হাত নাড়ায়, তাহার গুনাহ ঝরিয়া যায়" (হিদায়া, ৪খ., পৃ. ৫২)।

অপর একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর। ইহা হিংসা-দ্বেষ ও অন্তরজ্বালা দূর করে। তোমরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় কর, ইহা উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে এবং ঘৃণা-দ্বেষ বিদূরিত করে (মিশকাত, পৃ. ৪০৩)।

(৬) পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাই ভাই। তাই কাহারও সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে কিংবা কথা বন্ধ করিতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেন ঃ

لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ·

"কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নহে তাহার অপর মুসলিম ভাইয়ের সহিত তিন দিনের অধিক কাল সম্পর্ক ত্যাগ করা। কোন ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলে এবং এই অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাইবে" (আবূ দাঊদ, পৃ. ৬৭৩)।

(৭) ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পৃথিবীর সকল মুসলিম যেন একটি দেহ একটি প্রাণ। দেশপ্রেম বা বর্ণ-বিভিন্নতা তাহাদের এই একাত্মতাকে ছিন্ন করিতে পারে না। ভ্রাতৃত্ববোধের এই চেতনায় বিশ্বমুসলিমকে একে অপরের সুখে আনন্দিত হইতে এবং একে অপরের দুঃখে দুঃখিত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

- مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى ·

"ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির বিবেচনায় সকল মু'মিন-মুসলিম পরস্পর একটি দেহতুল্য। দেহের একটি অঙ্গ যখন অসুস্থ হয়, তখন গোটা দেহই উহার যাতনায় জ্বরাক্রান্ত হয় এবং বিনিদ্র রজনী যাপনে বাধ্য হয়" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩২১)।

(৮) মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। তাই ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি ও ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা এবং নিজের জন্য যাহা কিছু পছন্দনীয় তাহা অপর ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা ঈমানের পূর্ণতার নিদর্শন। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

والذى نفسى بيده لايؤمن عبد حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه ·

"সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যাঁহার হাতে আমার জীবন! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না সে তাহার ভাইয়ের জন্য উহা পছন্দ করিবে, যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৮)।

ফলকথা, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মুসলিমকে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাই ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের এই নীতি প্রবর্তনের ফলে কোন মুসলিম দেশ বা সমাজ অপর কোন মুসলিম দেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে কোন অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে না। কোন কারণে এমন কিছু ঘটিয়া গেলে এই ভ্রাতৃত্ববোধের নীতিতে অপরাপর সকল মুসলিমের কর্তব্য হইবে উহা বন্ধের সর্বাত্মক চেষ্টা করা, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হইলেও। এই প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ · اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ·

"মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে। আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফায়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও" (৪৯ ঃ ৯-১০)।

মুসলিমদের এই ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। কাহার দ্বারা এই ভ্রাতৃত্ব নীতি বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড বা কথাবার্তা প্রকাশিত হইলে তিনি অত্যন্ত কঠিনভাবে উহার প্রতিবাদ ও সংশোধন করিতেন। আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, একদা আমি জনৈক সাহাবীর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তাহার গায়ের রং ছিল কালো। কোন প্রয়োজনে আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিলাম। তখন আমার যবান হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল ঃ يا ابن السوداء "হে দাসীর সন্তান"। রাসূলুল্লাহ (স) আমার কথা শুনিয়া অপছন্দ করিলেন এবং বলিলেন ঃ طف الصاع طف الصاع (দাঁড়িপাল্লা পূর্ণ কর, দাঁড়িপাল্লা পূর্ণ

কর) অর্থাৎ সমমর্যাদা দাও। সম্ভাষণের ব্যাপার উত্তম ব্যবহার করিবে। কাহাকেও উত্তম আবার কাহাকেও খারাপ শব্দে আহ্বান করিবে এমন করিও না। মানুষে মানুষে পার্থক্য করিও না। ইহা মানবতা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী। তোমা হইতে ইহা কাম্য নহে। শুনিয়া লও ঃ ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل "কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই।"

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সতর্কতার পর আবূ যার গিফারী (রা) তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়িলেন এবং ঐ সাহাবীকে বলিতে লাগিলেন, قم فطأ على خدى "ভাই! উঠ, আমার গণ্ডদেশ পদদলিত কর"।

অন্য এক দিনের ঘটনা ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এক সম্পদশালী মুসলিমকে দেখিতে পাইলেন, তাহার পার্শ্বে বসা এক গরীব মুসলিম হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার কাপড় গুটাইয়া রাখিতেছে। তিনি বলিলেন ঃ

أخشيت ان يعدو اليك فقره ؟

"কি ব্যাপার! তুমি কি ভয় করিতেছ যে, তাহার দারিদ্র্য তোমার মধ্যে সংক্রমিত হইবে"? এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে তিরস্কার করিলেন (গাযালী, ইহ্য়া উলূমিদ্দীন)।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (স) হযরত বিলাল (রা)-কে বায়তুল্লাহ্র মু'আযযিন নিযুক্ত করিলেন। তিনি যখন আযান দিলেন, তখন জনৈক কুরায়শী বলিয়া উঠিল, আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গিয়াছে। তাহাকে এই অশুভ দিনটি দেখিতে হয় নাই। অপর একজন কুরায়শী বলিল, মুহাম্মাদ মসজিদে হারামে আযান দেওয়ার জন্য একটি কাল কাক্ ব্যতীত আর কাহাকেও পাইল না? আবূ সুফ্য়ান (রা) বলিলেন, আমি কিছুই বলিব না। কারণ আমার আশংকা হইতেছে যে, যাহা কিছু বলিব, আকাশের মালিক তাহা তাঁহার (মুহাম্মাদ (স)-এর) নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন।

তাহাদের এই সকল মন্তব্য ও মনোভাব ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির চরম পরিপন্থী। পরক্ষণেই জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই সকল বিষয় অবহিত করিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা কি বলিয়াছ? অগত্যা তাহারা নিজেদের অন্যায় স্বীকার করিল। এই প্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের তের নং আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া খুতবা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার খুতবায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন, সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হইল তাকওয়া-পরহেযগারী। বাহ্য দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, যাহা বর্ণ, আকৃতি, শারীরিক গঠন, জাতি ও বংশ ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয় মহান আল্লাহ্র নিকট সম্মান ও আভিজাত্যের বুনিয়াদ নহে (সারাংশ, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, সূরা হুজুরাত, ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)।

একদিন সালমান ফারসী, সুহায়ব রূমী, বিলাল হাবশী, খাব্বাব (বনূ তামীমের ক্রীতদাস) এবং আম্মার (রা) এক জায়গায় বসিয়া কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন।

কায়স নামীয় এক মুনাফিক তথায় উপস্থিত হইয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, রাসূলকে বুদ্ধি-পরামর্শ দেওয়া ও তাঁহার সমর্থনে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য তো আওস ও খাযরাজ গোত্রই আছে। এই সমস্ত লোকজনের কি প্রয়োজন ? মুনাফিকের এহেন তাচ্ছিল্যভরা মন্তব্যটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই ইহা শ্রবণে সাহাবী মু'আয (রা) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা শ্রবণে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আযানের নির্দেশ দিলেন। লোকজন সমবেত হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং খুতবা প্রদান করিলেন। 'হামদ' ও 'ছানার' পর তিনি ঘোষণা করিলেন, তোমাদের রব এক ও অদ্বিতীয়। তোমাদের পিতা (আদম) একজন। তোমাদের দীন-ধর্ম একটি। বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক হও। অর্থাৎ তোমরা পরস্পর মুসলিম ভাই ভাই। তোমাদের মধ্যে দেশ, জাতি ও ভাষা ভিত্তিক কোন ভেদ-বৈষম্য নাই। তোমরা সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী (ক্রীতদাস থেকে সাহাবী, পৃ. ৬১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজে ক্রীতদাসদের সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা কোন দিক দিয়াই ক্ষুণ্ন বা হীন ছিল না। মানবিক মর্যাদায় সকলেই ছিলেন সমান।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ঃ আরব সমাজে উহার প্রভাব

আরব সমাজ যখন গোত্রীয় বিদ্বেষ ও সীমাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বেড়াজালে আবদ্ধ, আভিজাত্যের বড়াই, কৌলিন্যের অহমিকা, রং ও বর্ণের গোঁড়ামী যখন তাহাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত, তখন তাহাদের সম্মুখে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আহ্বান কেবল রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক একটি নূতন পয়গামই নহে, বরং তাহাদের মাথার উপর ইহা ছিল একটি রীতিমত বজ্রাঘাত। তাহাদের নিকট তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান যেমন নূতন ছিল তেমনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও ছিল সম্পূর্ণ নূতন, একেবারেই অপরিচিত। আভিজাত্য আর বংশীয় গৌরবে স্ফীত আরবজাতি তাই প্রথমদিকে তাঁহার এই আহ্বান মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে অনুপ্রাণিত হইয়া যুগে যুগে বৈষম্যের শিকার দুর্বল জনগোষ্ঠী যখন তাহাদের মর্যাদার মাথা উঁচু করিল, তখন এতদিন যাহারা সমাজে উঁচু-নীচুর পার্থক্য করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা উপহাস আরম্ভ করিয়া দিল। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা বলিয়াছিল, তাহারা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল ঃ

وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ٠

"আমরা তো দেখিতেছি, তোমার অনুসরণ করিতেছে তাহারাই, যাহারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি" (১১ ঃ ২৭)।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির প্রেক্ষিতে ঈমান গ্রহণকারী ধনী, দরিদ্র, সাদা-কালো, মনিব-ভৃত্য সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে সমানভাবে সমাদৃত হইতেন। কিন্তু পার্থিব গর্বে স্ফীত আরব নেতৃবৃন্দের পক্ষে ইহা ছিল অসহনীয়। তাই তাহারা আপত্তি করিল। তাহারা বলিল, আমরা এই নীচদের সহিত একত্রে বসিতে পারি না। আপনি যদি আমাদেরকে কোন পয়গাম শুনাইতে চাহেন, তাহা হইলে এই অধমদিগকে অত্র মজলিস হইতে উঠাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রচারিত ওহী তাহাদের এই গর্বস্ফীত প্রস্তাবকে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিল। প্রত্যাদেশ হইল ঃ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ . وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْآ اَهٰؤُلاَءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ .

"যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদেরকে তুমি বিতাড়িত করিও না। তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নহে এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাহাদের নহে যে, তুমি তাহাদেরকে বিতাড়িত করিবে। করিলে তুমি যালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এইভাবে আমি তাহাদের এক দলকে অপর দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন ? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে অবহিত নহেন" (৬ ঃ ৫২-৫৩) ?

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَتَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلاَتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا .

"তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখিবে উহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদের হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে" (১৮ ঃ ২৮)।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তা'আলার বাণীর প্রেক্ষিতে তাহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির উপর অটল রহিলেন। কারণ তাঁহার শিক্ষা ও মিশনের সাফল্যের জন্য এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছিল অপরিহার্য। তাঁহার এই দৃঢ়তা ও অবিচলতা কিছু দিনের মধ্যেই ফলপ্রসূ হইল। বিশ্বাসীর অন্তরে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, যাহা ছিল অসাধারণ, নজীরবিহীন। চরম শ্রেণীবৈষম্য ও গোত্রপ্রীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আরবজাতির

পক্ষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল একান্তই মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ তাঁহার এই অতুলনীয় করুণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এইভাবে ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ٠

"তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ উহা হইতে তোমাদেরকে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার" (৩ ঃ ১০৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কেবল তত্ত্বগত ঘোষণা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দলীলস্বরূপ একটি সমাজও কায়েম করিয়াছেন, যাহা প্রতিটি যুগের মানুষের জন্য নমুনা হইয়া রহিয়াছে। সেই নমুনা হইল "মদীনার ইসলামী সমাজ"। মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) ইসলাম গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষত মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে এক নূতন আত্মীয়তার বন্ধনের সূত্রপাত করিলেন, যাহা ছিল জন্মগত রক্ত সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের আত্মীয়তার উর্ধ্বের একটি নূতন সম্বন্ধ—ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। তিনি আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণকে আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বাড়িতে সমবেত করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরস্পরের ভাই ঘোষণা করিলেন (বুখারী,আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ৩০৬)।

ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন এতই সুগভীর হইয়াছিল যে, একজন অপরজনকে তাঁহার সর্বক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব পর্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫৬১)। মদীনার মুসলিম সমাজে এই দীনী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যে কত শক্তিশালী ছিল তাহা কল্পনা করাও আমাদের জন্য অসম্ভব। মহান আল্লাহ তাঁহাদের এই ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির যেই প্রশংসা করিয়াছেন উহার শব্দগুলি লইয়া চিন্তা করিলে ইহার কিছুটা অবস্থা আঁচ করা যাইতে পারে। মহান আল্লাহ তাঁহাদের প্রশংসায় বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٠

"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করিয়াছে ও ঈমান আনিয়াছে (মুমিন আনসারগণ) তাহারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যাহা

কিছু দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা (আনসারগণ) নিজেদের উপর তাহাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও। যাহারা কার্পণ্য হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়াছে তাহারাই সফলকাম" (৫৯ ঃ ৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আরেকটি বাস্তব দলীল পেশ করিয়াছেন 'ইবাদতের মাধ্যমে। ইসলাম পূর্বকালে আরব বেদুঈন ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বর্ণ, বংশ ও শ্রেণী কৌলিন্যের দরুন ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও চরম বৈষম্য ও বিভেদ নীতি বিদ্যমান ছিল। সমাজের উঁচু লোকেরা নীচু শ্রেণীর লোকদের সহিত ইবাদত-উপাসনায় যোগ দিত না, যোগ দেয়াকে নিজেদের জন্য মানহানিকর মনে করিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইহা পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ইসলামের বহুবিধ ইবাদতকে সমাজবদ্ধ ও সমবেতভাবে পালন করার প্রথা চালু করেন। যথা প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সাপ্তাহিক জুমু'আর নামায, বাৎসরিক দুই ঈদের নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি।

তাঁহার বাণীর অনুসরণে বিভিন্ন বর্ণ, বংশ ও গোত্রের মুসলিমগণ যখন একজন ইমামের নেতৃত্বে কাতারবন্দী হইয়া নামাযে দাঁড়ায় তখন তাহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে চিন্তা ও কর্মের ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন, বিদূরিত হয় সকল অহমিকা ও বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব। ইবাদতের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এই বাস্তব অনুশীলন প্রত্যেক মু'মিনের প্রাত্যহিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে স্বার্থকভাবেই বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর তাঁহার সাহাবীগণ যখন খিলাফতের মহান দায়িত্বে বরিত হইলেন, তখনও তাহাদের মধ্যে ও সাধারণ জনগণের মধ্যে চালচলন ও জীবনমানের বিচারে কোন তারতম্য সূচিত হয় নাই। তাঁহার সাম্যের নীতিতে ভৃত্য ও মনিবের পারস্পরিক অধিকারে কোন পার্থক্য হয় নাই। এমনকি অপরাপর ধর্ম ও গোষ্ঠীর অনুসারীদের সহিতও মুসলিম সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আচরণ পূর্ববৎ বিদ্যমান রহিল। ইসলামী খিলাফতের আয়ত্তাধীন রাষ্ট্রসমূহে অমুসলিম নাগরিকগণ পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও সাম্য ভোগ করিয়াছে। ইসলামী আদালতসমূহে একজন মুসলিম যে বিচার পাইয়াছে, তদ্রূপ একজন অমুসলিম সেই বিচার পাইয়াছে ধর্মভেদের কারণে তাহাদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যের আচরণ করা হয় নাই। ইতিহাসে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। 'উমার ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে খৃস্টান অধ্যুষিত মিসর মুসলিমদের হাতে আসিল। 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে মিসরের গভর্নর মনোনীত করা হইল। একবার ইবনুল 'আসের পুত্র এক মিসরীয়কে বেত্রাঘাত করিল এবং স্বীয় বাপ-দাদার নামে গর্ব করিয়া কিছু বলিল। খলীফা 'উমার (রা) বিষয়টি অবগত হইলে তিনি গভর্নরকে দারুল খিলাফাতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, হে আমর! যেই মানুষ স্বাধীনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে তুমি কি দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করিতে চাও (দ্র. ইবনুল জাওযীকৃত তারীখে উমার ইবনুল খাত্তাব)?

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

বর্ণ, বংশ, গোত্র ও শ্রেণীভেদ-বৈষম্য পৃথিবীর মানবেতিহাসের একটি চলমান জটিল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে পৃথিবীর মানবেতিহাসে বহু মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে, বহু তত্ত্ব ও থিওরীর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু কোন মতবাদ ও থিওরী দ্বারা এই সমস্যার সমাধান তো হয়-ই নাই বরং ইহা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবির্ভাবকালেও পৃথিবীতে এই সমস্যা ছিল, বরং বলা যায় সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ রূপে ছিল। কারণ সেই যুগটি পৃথিবীর ইতিহাসের চরম জাহিলিয়াতের যুগ।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির দ্বারা এই সমস্যার সফল সমাধান করিয়াছিলেন। তিনিই বিশ্বময় সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা ছিল তাঁহার কর্ম ও অবদানের একটি বিস্ময়কর ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। যে সকল বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে কোন দিন ন্যূনতম সহযোগিতা ও মমত্ববোধ আশা করা যায় নাই, তিনি তাহাদের মধ্যে অতুলনীয় সাম্য ও সীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল, যাহা অপরাপর মতবাদ ও থিওরীসমূহে ছিল না। ফলে তাঁহার শিক্ষা সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছিয়াছে। পক্ষান্তরে অপরাপর মতবাদ ও থিওরীসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবির।

(১) যে কোন ধর্মাদর্শের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এই দৃষ্টিতে ধর্মের পয়গাম হওয়া চাই সকলের জন্য উন্মুক্ত, সার্বজনীন। এই ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নহে।

সমকালীন ধর্মাদর্শ ও মতবাদসমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পয়গামই পৃথিবীর বুকে একমাত্র পয়গাম, যাহা বর্ণ, বংশ, দেশ, জাতি, অঞ্চল, ভূখণ্ড যুগ-কাল সকল কিছুর ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার জন্য নাযিলকৃত সকলের জন্য সমভাবে প্রজোয্য ও গ্রহণযোগ্য। তাঁহার পয়গামই সর্বপ্রথম বিশ্বের সকল মানুষকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি আহ্বান করিয়াছে।

(২) রাসূলুল্লাহ (স) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন দয়ার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে। কারণ, এই দুইটি জিনিস একই সাথে পালন করিলে যাবতীয় গরিমা, অহমিকা, কৌলিন্যবোধ ও স্বার্থপরতা পরিহার করা যায়। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

والله لايؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن قيل من يارسول الله قال الذى لا يامن جاره بوائقه .

"আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নহে; আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নহে; আল্লাহ্‌র শপথ! সে মমিন নহে। কেহ বলিল, কে সে হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৯)।

ليس المؤمن الذى شبع وجاره جائع ۰

"সেই ব্যক্তি মুমিন নহে যে উদর পূর্তি করিয়া খায় আর তাহার প্রতিবেশী তাহার পার্শ্বে ক্ষুধার্ত থাকে" (আল-আদাবুল মুফরাদ, ১খ., পৃ. ১২২)।

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء ۰

"দয়ালুদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আকাশের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন" (আবূ দাঊদ, পৃ. ৬৭৫)।

لايرحم الله من لا يرحم الناس ۰

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তাহার প্রতি দয়া করেন না" (মিশকাত, পৃ. ৪২১)।

(৩) রাসূলুল্লাহ (স) যেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি আহ্বান করিয়াছেন উহার ভিত্তি ছিল মানব মর্যাদার উপর। মানব মর্যাদা জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, বর্ণে বর্ণে বা বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করে না। সমগ্র মানবগোষ্ঠীই এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আওতাভুক্ত। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

الناس كلهم من آدم وآدم من تراب لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى الا بالتقوى ۰

"সকল মানুষ আদমের বংশধর, আর আদম মাটি হইতে তৈরী। কোন আরবের উপর যেমন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তেমনি কোন অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাটি একমাত্র তাকওয়া" (রূহুল মা'আনী, ১৩খ., পৃ. ৩১৪)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম কেবল মুসলিমদের জন্য ছিল না, ইহা ছিল সার্বজনীন বিশ্বভ্রাতৃত্বের পয়গাম। এই পয়গামের বুনিয়াদ ছিল বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে, বিশ্বাস মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না। বরং সকল মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করে। তাঁহার প্রচারিত শিক্ষা হইতে ইহা সুপ্রমাণিত। তিনি আহ্বান করিয়াছেন ঃ

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۰

"হে কিতাবীগণ! আইস সেই কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম" (৩ ঃ ৬৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্বের সকল মত ও পথের মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, তাহারা একই ধর্ম ও মিল্লাতের অনুসারীরূপে পরস্পর ভাই ভাই ছিল। কিন্তু অন্যায় মতভেদ ও হিংসা-দ্বেষ তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে (দ্র. ২ ঃ ২১৩)। তাই তিনি পুনরায় সমগ্র বিশ্বে একক ধর্ম উম্মাহভিত্তিক মানব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান ঃ

يايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا

"হে মানবজাতি! তোমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন, তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে" (ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ১৭১-১৭৯)।

ইয়াহূদী, খৃস্টান, এমনকি পৌত্তলিক মুশরিক সকলেই এই বিশ্ব উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত তাহাদের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের আহ্বানও সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বের চেতনারই ফল। তিনি চাহিয়াছেন যে, বিশ্ববাসী যেন ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মুক্তির রাজপথে একাত্ম হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবারভুক্ত হইয়া এককের পথে পরিচালিত হয়।

(৫) ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তাহাদের নিজ নিজ নবীর বাহিরে কোন নবীকে স্বীকার করে না, সম্মান করে না। তাহাদের আসমানী গ্রন্থ ছাড়া কোন গ্রন্থকে স্বীকার করে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ এই যে, কোন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমই হইতে পারে না, যতক্ষণ না সে দুনিয়ার সকল নবী ও রাসূলের উপর এবং আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনয়ন করিবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا .

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহে, তাঁহার রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি নাযিল করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেহ আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে" (৪ ঃ ১৩৬)।

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ .

"আমরা রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না" (২ ঃ ২৮৫)।

অতীতের নবী-রাসূলগণের মর্যাদার স্বীকৃতি, তাঁহাদের কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান ও সকলের ধর্মাদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়া বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্ববাসীকে এক নূতন আধ্যাত্মিক সাম্য ও মানবিক ভ্রাতৃত্বের পয়গাম দিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার শিক্ষার সার্বজনীনতা ও সাম্যের পরিসর যে কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তাহাই প্রতিভাত হইয়াছে।

(৬) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষাকে শুধুমাত্র নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই রাসূলুল্লাহ (স) ক্ষান্ত হন নাই; বরং তিনি ইহাকে ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি হিসাবে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতিই ছিল প্রধানতম আদর্শ। মদীনার রাষ্ট্রে মাক্কী, ইরানী, রোমীয়, আবিসিনীয় এবং ইয়াহূদীগণ বসবাস করিত। তাহারা ছিল সংখ্যায় অল্প। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সহিত পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আচরণ করিয়াছিলেন। মদীনার অধিবাসীগণ সংখ্যাধিক হওয়া সত্ত্বেও বহিরাগত এই সকল সংখ্যালঘু নাগরিকদের উপর তাহাদের কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। অধিকার ও নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তিতেও ছিল না কোন প্রকার বিভাজন ও তারতম্য। সেখানে কোন দিন এই প্রশ্ন উঠে নাই যে, কে দেশী কে বিদেশী, কে দেশমাতৃকার। তাহারা সকলেই ছিল এক ও অভিন্ন মর্যাদায় অভিষিক্ত। মদীনার রাষ্ট্রে কখনও অধিকার প্রাপ্তির জন্য কোটা নির্ধারণের দাবি উঠে নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি মাত্র মানদণ্ড ছিল মর্যাদা পার্থক্যের। তাহা হইল তাকওয়া-আল্লাহ ভীরুতা।

মানবাধিকার প্রাপ্তিতে তিনি কখনও বর্ণ ও ধর্মের বিভাজনকে টানিয়া আনেন নাই, বরং তাঁহার রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে সকলের জন্য নিম্নবর্ণিত মানবাধিকারগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল ঃ

(১) জীবনের নিরাপত্তা, (২) সম্পদের নিরাপত্তা, (৩) ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা, (৪) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ, (৫) গৃহজীবনের নিরাপত্তা, (৬) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, (৭) শিক্ষা-দীক্ষা ও মেধা বিকাশের অধিকার, (৮) ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার, (৯) সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার, (১০) অর্থনৈতিক অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে রহিয়াছে বাসস্থান, জীবিকা, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির আলোকে রাসূলুল্লাহ (স) দেশের সকল নাগরিকের জন্য এই সমস্ত মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন (বিস্তারিত দ্র. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, এবং ড. হামিদুল আনসারী গাজীকৃত অনুবাদ "ইসলামী হুকুমাত")।

(৭) সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি রাখিয়াছেন এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষার উপর। তাই তিনি কোন বর্ণ বা শ্রেণীভেদ অথবা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের গণ্ডীকে স্বীকার করেন না। জ্ঞানী বা মূর্খ, উন্নত বা অনুন্নত, কৃষ্ণ বা শ্বেত এই ভিত্তিতে তিনি কোন দেশ ও জাতির মর্যাদা ও অধিকার পরিমাপ করেন নাই। তিনি সকল জাতের, সকল বর্ণের, সকল দেশের মানুষকে পরস্পর ভাই ও বৃহত্তর মানব ভ্রাতৃত্বের সদস্য বলিয়া গণ্য করেন। আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের এই ধারণা রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মৌলিক শিক্ষা। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

يايها الناس الا ان ربكم واحد لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا بالتقوى ٠

"হে মানবজাতি! শুনিয়া লও, তোমাদের রব একজন। অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। লালের উপর কালোর এবং কালোর উপর লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তবে তাকওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে" (রূহুল মা'আনী, ১৩খ., পৃ. ৩১৪)।

বিশ্বমানব ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের এই নীতির উপরই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বহিরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অসংখ্য শান্তি ও সহযোগিতা চুক্তি ও সন্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। যথা ঃ মদীনায় বসবাসকারী অপরাপর জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সহিত কৃত মদীনার সনদ, মক্কাবাসীদের সহিত কৃত হুদায়বিয়ার সন্ধি, বাহরায়ন ও নাজরানের খৃস্টানদের সহিত কৃত চুক্তি ইত্যাদি (দ্র. ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, পৃ. ১৩৩-১৩৭)।

(৮) সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে একটি সামাজিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছন, সমাজের উঁচ্চস্তরের লোকদের বদান্যতা ও অনুগ্রহ হিসাবে নহে। অন্যান্য ধর্মাদর্শ ও মতবাদে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের কথা রহিয়াছে কিন্তু তাহা অধিকার হিসাবে নহে, অনুগ্রহ-রূপে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ইউরোপ, আমেরিকার সংবিধানেও সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের কথা আছে, কিন্তু তাহা বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের নীতিবাক্য শ্রেণী সংগ্রাম ও বর্ণ সংগ্রাম ঠেকাইতে অপারগ প্রমাণিত হইয়াছে। অনুরূপ হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও সাম্য ও মমত্ববোধের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু তাহা অকার্যকর প্রমাণিত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মজীবনে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতির বাস্তবায়ন

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পয়গামে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের যে সকল নীতি প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার কর্মজীবনে উহা বাস্তবায়ন করিয়া বিশ্ববাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতির বাস্তবায়নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) আরবে ক্রীতদাসকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হইত। তাহাদের সহিত পশু ও ইতরতুল্য আচরণ করা হইত। রাসূলুল্লাহ (স) ক্রীতদাসকে ভাইরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দানের পাশাপাশি তাঁহার আপন ক্রীতদাস যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে নিজ পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। যায়দের সহিত তিনি এমন মমতাপূর্ণ আচরণ করিতেন যে, সাধারণ মানুষ যায়দকে তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া মনেই করিত না। তাহারা যায়দকে 'যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ' নামে ডাকিত (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ., পৃ. ৪৩৫-৪৩৬)।

(২) বংশীয় গৌরব, গোত্রীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্যের অহমিকা আরব সমাজে ভেদ-বৈষম্যের অনতিক্রম্য প্রাচীর দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির বাস্তব নমুনার মাধ্যমে এই জাতভেদের প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার কুরায়শ বংশীয়া আপন ফুফাতো বোন যয়নব বিন্ত জাহ্শকে আপন ক্রীতদাস যায়দ ইব্ন হারিছার সহিত বিবাহ দেন (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ., পৃ. ৪৫৮)।

(৩) ক্রীতদাস যায়দের পুত্র উসামা ইব্ন যায়দকে রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার কন্যা ফাতিমা (রা)-এর শিশু পুত্র হাসান (রা) ও ক্রীতদাস পুত্র উসামা (রা) ছিলেন সমবয়স্ক। তিনি তাঁহাদের উভয়কে একসঙ্গে কোলে নিতেন এবং আদর-সোহাগ করিতেন। একবার 'আব্বাস (রা) ও 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিকট আপনার পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ ফাতিমা। তাঁহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ফাতিমা (রা) সম্পর্কে জানিতে চাহি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় উসামা ইব্ন যায়দ (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ., পৃ. ৪৫৮)।

(৪) আরবে গোত্রীয় মর্যাদার তারতম্য এত প্রবল ছিল যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোত্র কখনও নিম্ন বংশীয় কাহাকেও যুদ্ধ-লড়াইয়ে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে বরণ করিত না, রণাঙ্গনে সে যত বড় বীরই হউক না কেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই প্রথা উচ্ছেদ করিয়া একাধিক যুদ্ধ-জেহাদে যায়দ ইব্ন হারিছা, তাঁহার পুত্র উসামা ইব্ন যায়দ এবং অন্যান্য সাহাবীকে সেনাপতির দায়িত্বে মনোনয়ন দিয়াছেন। তাঁহার এই মনোনয়ন মানিয়া লওয়া অতীতের গর্বস্ফীত আরবদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহাদের আপত্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিলেন ঃ

اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كان راسه زبيبة .

"তোমরা তোমাদের কর্মকর্তাদের কথা শুন এবং আনুগত্য কর, এমনকি তোমাদের জন্য যদি ক্ষুদ্র মস্তকবিশিষ্ট একজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকেও নেতা নিযুক্ত করা হয়" (মিশকাত, বুখারীর সূত্রে, পৃ. ৩১৯)।

(৫) রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন পূর্ণাঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাঁহার এই সাম্য নীতির কারণে আরবগণ ছাড়াও অন্যান্য দেশ ও জাতির লোকজন তাঁহার রাষ্ট্রীয় কর্মে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন সালমান (রা) ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাষ্ট্রীয় শূরার অন্যতম সদস্য। সুহায়ব (রা) একজন রোমীয় ক্রীতদাস, তিনিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর শূরার সদস্য ছিলেন। বিলাল (রা) কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ (মিশকাত, মানাকিবুস-সাহাবা অধ্যায়, পৃ. ৫৭৪-৫৮০)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার এই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যনীতি তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার ইনতিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদার

শাসনামলে খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে সর্বশ্রেণীর লোকজন মনোনয়ন পাইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য ও শ্রেণীভেদ তাঁহারা করেন নাই। বিলাল (রা) সম্মান ও মর্যাদায় এমন উঁচু স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন যে, স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা) প্রায়শ বলিতেন, তিনি (বিলাল) "আমাদের নেতা, আমাদের সর্দার"। আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা)-এর ইন্তিকালের পর উমার (রা) আফসোস্ করিয়া বলিতেন ঃ "তাঁহার মধ্যে খেলাফত লাভের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল", আজ সালিম বাঁচিয়া থাকিলে আমি তাহাকেই খলীফা নিযুক্ত করিতাম (উস্‌দুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৪৬)।

সালমান ফারসী (রা) উমার (রা)-এর শাসনামলে মাদায়নের গভর্নর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (উস্‌দুল গাবা, ২খ., পৃ, ৩৩১; আল-ইসতী'আব, ২খ., পৃ. ৬৩৬)। হযরত উমার (রা)-এর খিলাফতকালে খাব্বাব ইবনুল-আরাত (রা)-কে তিনি অধিক সম্মান করিতেন এবং অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৫৩২)। উমার (রা) রোমীয় ক্রীতদাস সুহায়ব আর-রোমীকে তাহার মৃত্যু পূর্ববর্তী আহতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত খলীফা হিসাবে নামাযের ইমামতির জন্য নিযুক্ত করেন (ইসাবা, ২খ., পৃ. ৯৫)।

আবূ হুযায়ফা (রা)-এর দাসী ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রা)-এর পুত্র আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা)। ক্রীতদাসিনীর পুত্র অথচ উমার ও আলী (রা)-এর সহিত তাঁহার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমার (রা) তাঁহাকে ইরাকের অন্তর্গত কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

(৬) আইন ও শাস্তি প্রয়োগ নীতিতে, বর্ণ ও জাতভেদ বৈষম্য ছিল আরব সমাজের একটি পুরাতন ব্যাধি। একই অপরাধের শাস্তি নিম্ন বর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর জন্য হইত এক রকম, আর উচ্চ শ্রেণীর জন্য হইত ভিন্ন রকম। আইন ও শাস্তি নীতির এই বৈষম্য উৎখাত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান' এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন। মক্কা বিজয়ের পর আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্র বনূ মাখযূমের এক মহিলা একটি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাম্য ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক আইনের আলোকে তাহার হস্ত কর্তনের নির্দেশ দেন। ইহাতে বনূ মাখযূম নিজেদের গোত্রীয় কৌলিন্য রক্ষার জন্য অন্য কোন শাস্তি প্রয়োগের আবদার করে। তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়া দিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে এই জন্যই ধ্বংস করা হইয়াছে যে, তাহারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উপর তাহাদের শরী'আতের আহকাম কার্যকর করিত আর উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কেহ অন্যায় করিলে কোন না কোন অজুহাতে তাহাকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিত। আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করিত তবে আমি তাহার হাত কর্তনের নির্দেশ দিতাম। অতঃপর সেই মাখযূমী মহিলার উপর বিচারের রায় কার্যকর করা হয় (বুখারী, কিতাবুল হুদূদ,

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রবর্তিত অর্থনীতি সাম্যের প্রতীক

অতীতের ন্যায় বর্তমান বিশ্বেও অশান্তির কারণ প্রধানত দুইটি ঃ (১) জাতিগত ও বর্ণগত বিরোধ এবং (২) ভারসাম্যহীন অর্থব্যবস্থার কারণে শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সংঘাত। মানবেতিহাসে এই সমস্যার সমাধানে বহু মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কোথাও সাম্যবাদের নামে গরীবদেরকে ধনীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করানো হইয়াছে। কোথাও সম্পদশালী শ্রেণী বিলোপ করিয়া মানব সম্প্রদায়কে রেশনভোগী জীবন যন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছে। আবার কোথাও অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে মানুষকে চরম স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপরে পর্যবসিত করা হইয়াছে। এইভাবে পৃথিবীতে জন্মিয়াছে বহুবিধ মতবাদ ও দর্শন। যথা পুঁজিবাদ, ধনবাদ, সাম্যবাদ, সমাজবাদ ইত্যাদি। কিন্তু কোন মতবাদ ও তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারাই পৃথিবী হইতে অশান্তি দূরীভূত করা সম্ভব হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (স) এই সমস্যার সমাধানে তাঁহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির আলোকে একটি নূতন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন এবং তিনিই এই সমস্যার সমাধানে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থায় একদিকে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়া প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। অপরদিকে একটি নির্দিষ্ট সীমার অর্থ-সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির উপরই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে যাকাত, ফিতরা, 'উশর প্রবর্তন করিয়াছেন। অতঃপর কতিপয় আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। উপরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান-খয়রাত ও সাদাকাহ প্রদানে নৈতিকভাবে উৎসাহিত করা হইয়াছে। ফলে সমাজ সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সংঘাতের ন্যায় জটিল সামাজিক সমস্যার অবসান ঘটিয়াছে। ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-ই সর্বপ্রথম এই বাণী প্রচার করেন যে, দারিদ্র্য মানুষকে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করার কারণ হইতে পারে না। দরিদ্রতম ব্যক্তিও অর্থসম্পদশালী ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক গড়ন, গঠন ও তোমাদের ধন-সম্পদ দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের অবস্থা ও আমল অর্থাৎ ঈমান, নেক আমল ও আল্লাহ ভীতি (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ১৯৫)।

তবে ইহাও সত্য যে, ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্য সমাজে উঁচু-নীচুর বৈষম্য সৃষ্টি করিতে চাহে এবং করেও। রাসূলুল্লাহ (স) দুইটি উপায়ে এই স্বাভাবিকতাকে প্রতিরোধ করিয়া সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপায় দুইটি হইল ঃ (ক) বিবেক ও মানবতাবোধকে জাগ্রত করা এবং (খ) আইন প্রণয়ন। ইহার মধ্যে বিবেক ও মানবতাবোধ জাগ্রত করাই ছিল অধিক শক্তিশালী। তিনি প্রত্যেক মু'মিনের বিবেক এমনভাবে জাগ্রত করিয়াছেন যে, কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অভাবী রাখিয়া নিজে ভোগবিলাসী জীবন যাপন করিতে পারে, ইহা কল্পনাও করা যায় না। তিনি প্রত্যেককে অল্পে তুষ্ট থাকিতে এবং রসনাকে সংযত রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) অনুপ্রাণিত করিয়াছেন মনিব ও অধীনস্থকে একই রকম পোশাক পরিধান করিতে, একই মানের খাবার খাইতে। তাঁহার এই আহ্বান সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এতই কার্যকর হইয়াছিল যে, মা'রূর ইব্ন সুয়ায়দ (রা) বলেন, একদিন আমি আবূ যার (রা) ও তাঁহার ভৃত্যকে একই রকম পোশাক পরিহিত দেখিতে পাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তাহারা (দাস-দাসী) তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তোমাদের হিফাজতে তাহাদিগকে রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাহার ভাইকে নিজ হিফাজতে রাখিয়াছে, সে তাহাকে তাহাই খাওয়াইবে যাহা সে নিজে খায়, তাহাকে তাহাই পরিধান করাইবে যাহা সে নিজে পরিধান করে এবং তাহার উপর অত্যধিক বোঝা চাপাইবে না। যদি সে তাহা করে, তবে তাহাকে সাহায্য করিবে (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৮৯৪)।

(২) **জাতিগত ও বর্ণগত বিরোধ ঃ** বিশ্বে অশান্তির দ্বিতীয় কারণ হইল জাতিগত ও বর্ণগত বিরোধ। এই বিরোধের ফলে সামাজিক বৈষম্য ও অধিকার খর্বের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, যাহার অনিবার্য পরিণতি হইল মারামারি-কাটাকাটি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঝগড়া-ফাসাদ।

আজকের বিশ্বে সভ্যতার দাবিদার রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হইল ওই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদ। তাহাদের নিকট পররাষ্ট্রের ও পরবর্ণের নাগরিকদের প্রতি কোনরূপ ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ নাই। সাম্য ও মানবতার দোহাই দিয়া তাহারা যাহা কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে উহার নেপথ্য উদ্দেশ্য হয় কেবল দুর্বল ও পশ্চাদপদ জাতি-গোষ্ঠীকে নিজেদের দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম দুনিয়ার যে সকল দেশ ও রাষ্ট্রে এখনও গৃহীত হয় নাই তথাকার বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তথাকার লোকজন আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে বংশ, বর্ণ, গোত্র, জাতি ও ধন-সম্পদের ভেদ-বৈষম্যের অনতিক্রম্য প্রাচীর দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। এই আধুনিক যুগেও ভারত অধিবাসী হিন্দুরা অপরাপর সকল মানুষকে ম্লেচ্ছ ও অস্পৃস্য গণ্য করিয়া জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার নীতিতে তাহাদের মধ্যে চার শ্রেণীর ভেদ-বৈষম্য আছেই। আধুনিক ইসরাঈলী ইয়াহূদীরা এখনও নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর সকলকে হেয় বলিয়া মনে করে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনকালে পৃথিবীতে এই বর্ণগত ও জাতিগত বিরোধ মারাত্মকভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির ভিত্তিতে ইহার মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ ও কৌলিন্যবাদকে জাহিলিয়াত বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং পরিষ্কার ঘোষণা করেন ঃ "সে আমাদের দলভুক্ত নহে, যে গোত্রপ্রীতি প্রচার করে। সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, যে গোত্রীয় গোঁড়ামীর উপর লড়াই করে। সে আমাদের মধ্যে নহে যে গোত্রীয় প্রীতির চেতনার উপর মারা যায়" (আবূ দাঊদ, সুনান, পৃ. ৬৯৮)।

"মানুষ মাত্রই আদমের বংশধর, আর আদম মাটি হইতে সৃষ্ট। অনারবের উপর যেমন কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নাই তেমনি আরবের উপর কোন অনারবের প্রাধান্য নাই, তবে শ্রেষ্ঠত্ব তাকওয়ার ভিত্তিতে" (রূহুল মা'আনী, ১৩খ., পৃ. ৩১৪)।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার এই সকল বাণী ও শিক্ষার মাধ্যমে জাতিভেদ ও বর্ণভেদের সকল প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বর্ণ, বংশ ও জাতীয়তা মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। সকল বর্ণের ও সকল জাতের মানুষ এক ও অভিন্ন। তাহারা সমান ও তারতম্যহীন। সকল আদম সন্তান বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

বিশ্ব অশান্তির আরেকটি কারণ হইল ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও জাতিগত স্বার্থোদ্ধারের প্রতিযোগিতা। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সামগ্রিক জীবনে ইহার সমাধানে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতির আলোকে, জনকল্যাণের ভিত্তিতে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সমাজের সার্বিক কল্যাণ একটি অবিভাজ্য বিষয় এবং ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত, গোত্রগত ও জাতিগত একক অধিকার থাকিতে পারে না। কারণ সমাজের সকল মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁহারই পরিবারভুক্ত। তাই সকলেই সমান। অতএব তাঁহার নীতিতে জনকল্যাণের স্থান ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী ও জাতিকল্যাণের উর্ধ্বে।

রাসূলুল্লাহ (স) মানব কল্যাণকে ঈমানের পূর্ণতার জন্য পূর্বশর্ত স্থির করিয়াছেন। তিনি বলিতেন ঃ

والذى نفسى بيده لايؤمن عبد حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه ·

"সেই আল্লাহ্‌র কসম যাঁহার হাতে আমার জীবন! কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হইতে পারে না, যতক্ষণ না সে তাহার ভাইয়ের জন্য তাহাই পছন্দ করিবে, যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে" (বুখারী, ১খ., পৃ. ০৮)।

حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاله فاجبه واذا استنصحه فانصح له واذا عطش وحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه ·

"এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের কর্তব্য ছয়টি ঃ তাহার সহিত তোমার সাক্ষাতে তুমি তাহাকে সালাম দিবে, সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তুমি তাহাতে সাড়া দিবে, সে তোমার নিকট পরামর্শ বা নসীহত কামনা করিলে তাহাকে সুপরামর্শ দিবে ও নসীহত করিবে, হাঁচিদাতার 'আলহামদু লিল্লাহ'র উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিবে, সে অসুস্থ হইলে তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাত করিবে, ইন্তিকাল করিলে জানাযায় শরীক হইবে" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ২১৩)।

জনকল্যাণ নীতির আলোকে তিনি প্রতিবেশীর সহিত সদাচার ও ভ্রাতৃত্বমূলক উঠাবসা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নহে যাহার অত্যাচার হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে (মিশকাত, পৃ. ১২)। একবার তিনি আবূ যার (রা)-কে বলিলেন, আবূ যার! তুমি যখন তরকারী রান্না কর তখন ঝোল একটু বেশি দিবে এবং তোমার প্রতিবেশীর খবর নিবে (রিয়াদুস-সালেহীন, পৃ. ১৬২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যা, ২য় সং., বৈরূত ১৯৯৬ খৃ. / ১৪১৭ হি.; (৩) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ্ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, সৌদী আরব, তা.বি.; (৪) আল্লামা আলূসী, তাফসীর রূহুল মা'আনী, দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ.; (৫) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, আসাহহুল মাতাবি', দিল্লী, তা.বি., কিতাবুল আদাব, কিতাবুল ঈমান; (৬) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, আসাহহুল মাতাবি, দিল্লী, তা.বি.; (৭) ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, মাকতাবা আশরাফিয়া, দেওবন্দ, তা.বি.; (৮) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, সংশ্লিষ্ট শিরোনাম; (৯) ইবনুল জাওযী, তারীখ 'উমার ইবনুল খাত্তাব, মাকতাবাতুত-তাওফীকিল আসারিয়্যা, মিসর ১৯৫৯ খৃ.; (১০) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলা সং. ১৯৯১ খৃ.; (১১) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে', কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, তা.বি.; (১২) খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কুতুবখানা এমদাদিয়া, ঢাকা তা.বি.; (১৩) আল্লামা শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী; (১৪) আর্থার কৃষ্টেনসেন, ইরান বে'আহদে সামানিয়া, মাকতাবা ইমদাদিয়া, করাচী ১৯৪৮ খৃ.; (১৫) লেবী, হিস্টরী অফ ইউরোপীয়ান মোরালস, লন্ডন ১৮০৯ খৃ.; (১৬) আল্লামা নববী, রিয়াদুস-সালেহীন, দারুল কিতাব, দেওবন্দ ১৯৮০ খৃ.; (১৭) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সংশ্লিষ্ট শিরো.; (১৮) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, সংশ্লিষ্ট শিরোনাম; (১৯) মাওলানা মুশাহিদ আলী, ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন, বাংলা সংস্করণ, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং., ১৯৮৮ খৃ.; (২০) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তাফা, আশরাফী বুক ডিপো., দিল্লী, তা.বি.; (২১) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, পয়গামে মুহাম্মাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সং., ১৯৯২ খৃ.; (২২) বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আল-ফারগানী, আল-হিদায়া, মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী ১৪০১ হি.; (২৩) আবদুল্লাহ নাসিহ উলয়ান, তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, দারুস সালাম, ৩য় সং., বৈরূত ১৯৮১ খৃ., ১খ., ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মাসউদুল করীম

রাসূলুল্লাহ (স) নিজের কাজ নিজে করিতেন

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ব্যক্তিগত কাজে বিনা প্রয়োজনে কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। তিনি যথাসম্ভব নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করিতেন এবং লক্ষ্য রাখিতেন যাহাতে অন্যের উপর বোঝা চাপাইতে না হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কার্যাবলীকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিতে পারি। যেমন ব্যক্তিগত কাজ, পারিবারিক কাজ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত কাজ

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করিতেন। হাদীছে বর্ণিত আছে, উরওয়া (রা) বলেন, আমি হযরত 'আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী (স) তাঁহার ঘরে কি কি কাজ করিতেন? জবাবে তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যাহা করিয়া থাকে তিনিও তাহাই করিতেন। তিনি জুতা সেলাই করিতেন, কাপড়ে তালি লাগাইতেন এবং সেলাই করিতেন" (ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., পৃ. ১৮২)।

এক সফরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তিনি নিজ হাতেই তাহা জোড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একজন সাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দিন, আমি তাহা জোড়া দিয়া দিতেছি। তিনি বলিলেন, ইহাও এক প্রকারের ব্যক্তিতন্ত্র যাহা আমি পছন্দ করি না (উদ্ধৃত শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২০৭)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বাজারে গমন করিলাম। তথায় তিনি একটি পাজামা ক্রয় করিলে আমি তাহা বহন করিতে গেলাম। তিনি বলিলেন, বস্তুর মালিক সেই বস্তুটি বহন করিবার অধিক দায়িত্বশীল (কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৩)।

পারিবারিক কাজ

পারিবারিক কাজ আঞ্জাম দেওয়া প্রতিটি ব্যক্তির একটি পবিত্র দায়িত্ব। মহানবী (স) তাঁহার নবুওয়াত-পূর্ববর্তী যুগেও পারিবারিক কাজ আঞ্জাম দিতেন। যখন তাঁহার বয়স দশ অথবা বার বৎসর, তখন তিনি বকরী চরাইয়াছেন। ইহা হেয় কিংবা ঘৃণার কোন বিষয় ছিল না; বরং ইহা ছিল পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা, উন্নত মনোবল ও পৌরুষ জ্ঞাপক।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠান নাই যিনি বকরী চরান নাই। তাঁহার সাহাবীগণ বলিলেন, আপনিও?

তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাইতাম (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, ৪খ., পৃ. ১১২)।

ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নবুওয়াত-পূর্ববর্তী যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন। ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদই ছিল তাঁহার নিকট প্রিয়। মক্কা মুকাররমায় আবূ তালিবের একটি দোকান ছিল। তিনি কাপড় ও আতরের ব্যবসায় করিতেন। তীক্ষ্মধীসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রও সেই পরিবেশেই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায়, হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুওয়াত লাভের পূর্বে যৌবনেই ব্যবসা করিয়াছেন এবং ইহাতে অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পিতৃব্য আবূ তালিবের সাহচর্যে তিনি সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অভিমুখে যেই সমস্ত সফর করেন উহা তাঁহাকে বাণিজ্যিক নিয়মনীতি রপ্ত করিতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। অনন্তর তিনি স্বীয় স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করেন। হযরত খাদীজার সহিত বিবাহের পূর্বে ইহাই ছিল তাঁহার আয়ের উৎস।

মহানবী (স)-এর বিশ্বস্ততা, উত্তম আচরণ ও মধুর ব্যবহার এবং ওয়াদা পালনের খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই খ্যাতির কথা হযরত খাদীজা (রা)-ও জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও পবিত্র মহিলা ছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁহার বাণিজ্যসামগ্রী লইয়া ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনের প্রস্তাব দেন এবং অন্যদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাঁহাকে উহার দ্বিগুণ প্রদানের কথা বলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সফর ছিল খুবই সফল এবং প্রচলিত মুনাফার হার অপেক্ষা তিনি অধিক মুনাফা অর্জন করিয়াছিলেন (আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ২খ., পৃ. ২৩১-২৩২)।

আবার নবুওয়াত-পরবর্তী যুগেও নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তিনি পারিবারিক কাজেও সহায়তা করিতেন। হযরত আস্ওয়াদ (র) বলেন, আমি হযরত 'আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পরিজনদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার পরিজনদের সাথে কাজে লাগিয়া থাকিতেন (ইমাম বুখারী, আল্-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., পৃ. ১৮১)।

অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি গৃহস্থালীর কাজে তাঁহার স্ত্রীদের সাহায্য করিতেন, কাপড়ে তালি লাগাইতেন, ঘরে ঝাড়ু দিতেন, দুধ দোহন করিতেন, বাজার হইতে সওদা বহন করিয়া আনিতেন, বালতি মেরামত করিয়া দিতেন, নিজে উট বাঁধিতেন এবং খাদেমদের সাথে আটার খামীর তৈয়ার করিতেন (কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩২-৩৩)।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তাল্হা আনসারীর জন্মকালে আমি তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে নিয়া গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) একটি "আবা" গায়ে তাঁহার উটের শরীর মালিশ করিতেছিলেন (ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ্, ৭খ., পৃ. ১৬৭)।

এই সম্পর্কিত আরেকটি হাদীছ এইভাবে আসিয়াছে যে, হযরত হাব্বা ইব্ন খালিদ এবং হযরত সাওয়া ইব্ন খালিদ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি

বাড়ির দেওয়াল মেরামত করিতেছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই তাঁহাকে এই কাজে সাহায্য করিলেন (ইমাম বুখারী, আল্-আদাবুল মুফরাদ, ২খ., পৃ. ১১২)।

সামাজিক কাজ

সামাজিক কাজকেও রাসূলুল্লাহ (স) নিজের কাজ মনে করিতেন এবং যথাসাধ্য সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিতেন। যেমন তিনি নবুওয়াত পূর্ববর্তী যুগে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণে কায়িক পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যখন কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করা হইতেছিল তখন মহানবী (স) ও আব্বাস (রা) (অন্যদের সাথে) পাথর বহন করিয়া আনিতেছিলেন (ইমাম বুখারী, আস্-সহীহ, ৬খ., পৃ. ১৭০)।

এমনিভাবে নবুওয়াত-পরবর্তী যুগেও মসজিদে নববী নির্মাণকালে মহানবী (স) কায়িক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অংশগ্রহণ ছিল একজন সাধারণ শ্রমিকের মত। সাহাবীগণ মসজিদের এক একটি পাথর বহন করিতেন এবং যুদ্ধের কবিতা পাঠ করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁহাদের সাথে সুর মিলাইয়া পাঠ করিতেন, "হে আল্লাহ্! পরকালের মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন মঙ্গল নাই। অতএব আন্সার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন" (শিবলী নো'মানীর সীরাতুন্নবী, বাংলা অনু., মাওঃ ফজলুর রহমান মুন্শী, ১ সং., ১খ., পৃ. ১৩৪)।

মসজিদে নববী ছাড়াও অন্যান্য মসজিদ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (স) শ্রমিকদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন মসজিদে কু'বা নির্মাণকালে ভারী ভারী পাথর বহন করিবার সময় তাঁহার দেহ পরিশ্রান্ত হইয়া যাইত। নবী প্রেমিকরা তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিতেন, 'আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক! আপনি রাখিয়া দিন, আমরা তাহা বহন করিব'। মহানবী (স) তাঁহাদের অনুরোধ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু নিজে অন্য একটি সম ওজনের পাথর বহন করিয়া নিয়া আসিতেন (শিবলী নো'মানী, সীরাতুন্নবী, বাংলা অনু., ১খ., পৃ. ১৩১)।

এক সফরে বকরী যবেহ করা হইল এবং তাহা রান্না করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ কাজ বন্টন করিয়া নিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিবার দায়িত্ব নিতেছি'। সাহাবায়ে কিরাম ইহাতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি বৈষম্য পছন্দ করি না' (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২০৭, উর্দূ)।

ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) মেহ্মানদের সেবাযত্ন নিজেই আঞ্জাম দিতেন। তাঁহার গৃহে সকল সময় মেহমান থাকিত। এমনকি তাঁহার গৃহে কোন অমুসলিম মেহমানের আগমন ঘটিলেও তিনি তাহাদের সেবা-যত্নে কোন প্রকার ত্রুটি করিতেন না। যেমন, একবার নাজাশীর নিকট হইতে একদল প্রতিনিধি আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে নিজের কাছে রাখিয়া স্বয়ং মেহ্মানদারির যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিলেন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, 'আমরা এই খেদমত আঞ্জাম দিব'। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'এই লোকজন আমার বন্ধুদেরকে বহু খেদমত করিয়াছে। তাই আমি নিজে তাহাদের খেদমত করিতে চাই' (কাদী ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১২৭-১২৮; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২০৮, উর্দূ)।

শুধু মেহমানদের সেবাযত্ন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং অভিভাবকহীনদের দেখাশুনার দায়িত্বও তিনি নিজের কাজ মনে করিয়া গুরুত্ব সহকারে পালন করিতেন। যেমন, মহানবী (স) বলিয়াছেন, "মিসকীন ও স্বামীহীনাদের ভরণ-পোষণের জন্য যে ব্যক্তি উপার্জনের প্রচেষ্টা চালায়, সে হইল আল্লাহ্র পথে মুজাহিদের মত বা ঐ ব্যক্তির মত পুণ্যের অধিকারী সে হইবে, যে দিনভর সিয়াম পালন করে এবং রাতভর দাঁড়াইয়া আল্লাহ্র জন্য সালাত আদায় করে" (জামে তিরমিযী, ৪খ, পৃ. ৩৯৩)। হযরত জুন্নাব ইব্ন আরুত (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এইজন্য তিনি প্রতিদিন জুন্নাবের ঘরে গমন করিয়া দুধ দোহন করিয়া দিতেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, উর্দু) ২খ., পৃ. ২০৮)।

রোগীদের সেবাযত্ন করা নবী করীম (স)-এর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজে রোগীদের দেখাশুনা করিতেন। মুহাম্মাদ ইব্ন নাফে ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত ঃ তিনি বলিয়াছেন, আমি মহানবী (স)-কে হযরত সাঈদ ইব্নুল 'আস্ (রা)-এর সেবা করিতে দেখিয়াছি। তখন আমি দেখিলাম তিনি টুকরা কাপড়ের সাহায্যে সাঈদ ইব্ন আসকে (শরীরে) গরম সেক দিতেছেন (হাকিম আবূ শায়খ ইসপাহানী, আখলাকুন্ নবী (স), পৃ. ৩২৮)।

ইহা ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে স্বয়ং কাজে অংশগ্রহণ ও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মহানবী (স) কথা ও কাজের অপূর্ব মিল দেখাইয়াছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় মদীনা প্রতিরক্ষার জন্য শহরের অভ্যন্তরে থাকিয়াই প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ছয়দিনে দশ হাত গভীর পরিখা খননের কাজ সম্পন্ন হয় (মুফতী মুহাম্মদ শফী, সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, অনু. সিরাজুল হক, পৃ. ৮৩, ই.ফা.বা, ৪র্থ-সংস্করণ। এই খন্দক খননের সময় সাহাবীদের সাথে মহানবী (স)-ও কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বারাআ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) খন্দক খননের সময় মাটি উঠাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন (ইয়া আল্লাহ্!) 'আপনি না হইলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না' (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, ৫খ., পৃ. ১৩৯)।

উক্ত রাবী আরেকটি হাদীছে বর্ণনা করেন, আহযাবের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি যে, তিনি মাটি বহন করিতেছেন, আর তাঁহার পেটের শুভ্রতা মাটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, ৫খ., পৃ. ১৩৯)।

বদরের যুদ্ধসহ অন্যান্য যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তরবারি হাতে নিয়া যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, অন্যান্যদিগকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়া নিজে নিরাপদ স্থানে বসিয়া থাকেন নাই। হযরত আলী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্বে আশ্রয় খুঁজিতেছিলাম। আর তিনি আমাদের সকলের তুলনায় শত্রুদের বেশী কাছাকাছি পৌঁছিয়া মুকাবিলা করিয়া যাইতেছিলেন। বদরের সেই দিন তাঁহার বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল সর্বাধিক (আবূ শায়খ ইসপাহানী, আখলাকুন নবী (স), পৃ. ৫৭)।

এই সমস্ত কাজের পাশাপাশি তিনি অন্যের কাজে সহযোগিতা করিতেন ও পরামর্শ দিতেন। শুধু পরামর্শ নয়, নিজের কাজ মনে করিয়া তাহা আঞ্জাম দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেন।

মদীনার দাসী-বাঁদীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হইয়া বলিত, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই কাজটি করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া সেই কাজটি সমাধা করিয়া দিতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, এক পাগল মহিলা (যিনি বাঁদী ছিলেন) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হইল এবং বলিল, 'আমার এই প্রয়োজন রহিয়াছে'। তিনি বলিলেন, 'হে অমুকের মা! তুমি আমাকে শহরের কোন গলিতে নিয়া যাইতে চাও? তুমি আমাকে যেই গলিতে নিয়া যাইতে চাও, আমি সেইখানেই যাইব এবং তোমার কাজ করিয়া দিব।' বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (স) সেই মহিলার সাথে গমন করিলেন এবং তাহার কাজ সমাধা করিয়া দিলেন (কাদী ইয়াদ, আশ্-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩১)।

ইহা ছাড়া মহানবী (স) কোন শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ দেখিলে তাহা বর্জন করিবার উপদেশ দিতেন এবং তাহা শুধরাইয়া দিতেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, মহানবী (স) এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করিতে দেখিলেন। ইহাতে সাহাবীগণ তাহার প্রতি মারমুখী হইলে তিনি বলিলেন, "ওকে ছাড়িয়া দাও"। সে পেশাব শেষ করিলে তিনি পানি আনাইয়া সেখানে ঢালিয়া দিলেন এবং লোকটিকে বলিয়া দিলেন, মসজিদে পেশাব করা সঙ্গত নহে (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ১৩১)।

এই সম্পর্কিত আরেকটি বর্ণনা এইভাবে আসিয়াছে যে, মহানবী (স) মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখিয়া কাঁকর দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, তোমাদের কেহ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না ফেলে, বরং সে যেন তাহার বাম দিকে অথবা তাহার বাম পায়ের নীচে তাহা ফেলে (ইমাম বুখারী, আস্-সহীহ, ১খ., পৃ. ২২৮)।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলিতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কথা ও কাজে এমন অপূর্ব মিল রাখিয়াছেন দুনিয়ার অন্য কোন মানুষের মাঝে এমন মিল আদৌ পরিলক্ষিত হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ্ (বাংলা অনুবাদ), ই.ফা.বা., ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫; (৩) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে' (বাংলা অনুবাদ), ই.ফা.বা., ১৯৯৫; (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, তাবারী শরীফ (বাংলা অনুবাদ), ই.ফা.বা. ১৯৯৬; (৫) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ্, দারুল-খায়র, ২য় সংস্করণ, বৈরূত, ১৯৯৫; (৬) ঐ লেখক, তারীখ, তা. বি.; (৭) আল্-ওয়াকিদী, আল্-মাগাযী, বৈরূত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৪; (৮) আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্য়া আল্-বালাযুরী, ফুতূহুল বুল্দান, ই.জে.ব্রিল, ১৯৬৮; (৯) ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, ই.ফা.বা. ১৯৯৪; (১০) ইসলামী বিশ্বকোষ, হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, ই.ফা.বা., ১৯৯৭; (১১) আফযালুর রহমান, হযরত মুহাম্মদ (স) জীবনী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ১৯৮৯।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃঢ়চিত্ততা

পবিত্র কুরআনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলদের প্রশংসা করা হইয়াছে। মহানবী (স)-কে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ.

"আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করিবেন না" (৪৬ ঃ ৩৫)।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং খাতিমুল-আম্বিয়া বা সবশেষ নবী হিসাবে আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র গুণটি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ইসলামের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে তিনি কথা ও কাজে এমন দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন যাহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আরব মরুর প্রতিটি ধূলিকণা যেন প্রতিবন্ধকতার পাহাড়-সম হইয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু নবুওয়াতের মর্যাদা এবং আল্লাহপ্রদত্ত দৃঢ়তার কাছে এইগুলি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইত এবং বিরুদ্ধবাদীদের সকল ক্ষমতা ও শক্তি ইহার সামনে ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যাইত। তাঁহার কর্মতৎপর জীবনে এইরূপ বহু সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যখন তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা ও অটল সংকল্পের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁহার কাজ যথারীতি চালাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং লোকজনকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন তখন কুরায়শদের আক্রোশও দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর তীব্র সমালোচনায় মাতিয়া উঠিল এবং পরস্পরকে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আবূ তালিবের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবূ তালিব! আপনি আমাদের মধ্যে প্রবীণ ও মুরব্বী। আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা ও মান্য করি। আমরা বলিয়াছিলাম, আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করুন, কিন্তু আপনি তাহা করিলেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাঁহাকে এইভাবে আর চলিতে দিতে পারি না। সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা ও আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বোকামী ঠাওরানোর যে দৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছে তাহা আমরা আর সহ্য করিতে পারি না। এখন হয় আপনি তাহাকে নিবৃত্ত করুন, নচেৎ আমরা আপনাকেসহ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইব এবং একপক্ষ ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আগে আর থামিব না (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাহ, ১খ., পৃ. ২৬৮)। তখন আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (স)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ

يا ابن اخى ان قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا قالوا له فابق علىّ وعلى نفسك ولا تحمّلنى من الامر لا أطيق.

"হে ভাতিজা! তোমার সম্প্রদায় আমার নিকট আসিয়া এইভাবে এইভাবে বলিয়াছে। অতএব অবস্থা এই পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। কাজেই তুমি নিজেকে সংযত করিয়া চল। আমার উপর আমার সাধ্যের বেশি কোন কিছু চাপাইয়া দিও না"।

রাসূলুল্লাহ (স) ভাবিলেন, চাচা মত পাল্টাইয়া ফেলিয়াছেন এবং কুরায়শদের মুকাবিলায় তাঁহাকে সাহায্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

ইহা ছিল তাঁহার চিন্তা ও চেতনার শেষ সময় এবং দৃঢ়তা ও অটলতার সর্বশেষ পরীক্ষা। এই সময় তাহার কথার প্রত্যুত্তরে তিনি যেই সকল কথা বলিয়াছেন, এই নিখিল বিশ্বে দৃঢ়তা ও দৃঢ়চিত্ততার জন্য ইহার চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা অবান্তর। তিনি বলিলেন, চাচাজান!

والله لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترك هذا الامر حتّی یظهره الله او اهلك فیه ما تركته.

"আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তাহারা (কুরায়শরা) আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও আনিয়া দেয় তবুও আমি দীন প্রচার হইতে বিরত থাকিব না—যেই পর্যন্ত এই প্রচারের দায়িত্ব শেষ না হইবে কিংবা আমার মৃত্যু না ঘটিবে" (ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরাহ্, ১খ., পৃ. ২৬৮)।

একদা কুরায়শ নেতাগণ কা'বা শরীফের নিকট জমায়েত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে আহ্বান করিলে তিনি সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাহারা বলিল, "হে মুহাম্মাদ! তোমার সাথে কিছু কথা বলিবার জন্য আমরা তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ তেমন আর কোন আরব কখনও করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। তুমি পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করিয়াছ, প্রচলিত ধর্মের নিন্দা করিয়াছ, দেব-দেবীকে গালি-গালাজ করিয়াছ, বুদ্ধিমান লোকদের বোকা ঠাওরাইয়াছ এবং জাতির ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছ।

"এখন কথা হইল, এইসব কথা বলিয়া তুমি যদি সম্পদ অর্জন করিতে চাও, তাহা হইলে আমরা তোমাকে বিত্তশালী করিয়া দেই। আর যদি পদমর্যাদার প্রত্যাশী হও, তাহা হইলে আমরা তোমাকে নেতা বানাইয়া দেই। অথবা যদি রাজা-বাদশাহ্ হইতে চাও, তাহা হইলে আমরা তোমাকে রাজা বানাইয়া নেই।" রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের এই সকল লোভনীয় প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা যাহা বলিয়াছ তাহার কোনটাই আমি চাই না। আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমি তোমাদের সম্পদ বা পদমর্যাদা চাই কিংবা রাজা হইতে চাই; বরং আমি তোমাদের কাছে রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। এখন তোমরা যদি আমার এই দাওয়াত গ্রহণ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য ইহকালীন শান্তি ও পরাকালীন মুক্তির ফয়সালা হইয়া যাইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান কর তাহা হইলে তোমাদের ও আমার ব্যাপারে আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করিব" (ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরাহ, ১খ., পৃ. ২৯৩-৯৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃঢ়চিত্ততার আরো সমুজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার শি'বে আবী তালিব-এ অবস্থানকালীন সময়ে। কুরায়শগণ যখন দেখিতে পাইল যে, প্রতিরোধ, নির্যাতন ও

নৃশংসতায় কিছুই হইতেছে না বরং দিন দিন ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হইতেছে। ইতোমধ্যে হযরত উমার (রা) ও হযরত হামযা (রা)-এর মত ব্যক্তিত্ব ঈমান আনয়ন করিয়াছেন। নাজাশীও মুসলমানদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। তাই তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, মুসলমানদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে। এই উপলক্ষে মক্কার সকল গোত্র একজোট হইয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল। শর্ত ছিল কোন ব্যক্তি হাশেমী গোত্রের সাথে কোন প্রকার আত্মীয়তা স্থাপন করিবে না, তাহাদের কাছে কোন প্রকার জিনিস-পত্র বেচা-কেনা করিবে না তাহাদের সহিত মিলিত হইবে না, তাহাদের কাছে কোন প্রকার পানাহার সামগ্রী যাইতে দিবে না, যতক্ষণ না তাহারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যার জন্য কুরায়শদের হস্তে সমর্পণ করিবে। এই চুক্তিপত্রটি মানসূর ইব্ন ইকরিমা লিখিয়া কা'বা শরীফের দেওয়ালে টানাইয়া দিল।

আবূ তালিব বাধ্য হইয়া খান্দানের সকল সদস্যসহ 'শি'বে আবী তালিব'-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর বানূ হাশিম গোত্র অবরুদ্ধ জীবন যাপন করিল। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মুসলমানগণ সেই সময় কাটাযুক্ত গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন, যাহার ফলে তাঁহাদের অনেকের মল ছাগলের মলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল (আস-সুহায়লী, আর- রাওদুল-উনুফ, ২খ., পৃ. ১২৭; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ১খ., পৃ. ১৪৮)। এত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মহানবী (স) দীন প্রচার হইতে একটুও পিছপা হন নাই। ইহা হইতে অধিক দৃঢ়চিত্ততার উদাহরণ আর কি-ইবা হইতে পারে?

হিজরতের পূর্বে একবার সাহাবীগণ কাফিরদের জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে তাহাদের জন্য বদ-দু'আ করিবার অনুরোধ করিলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন ঃ

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفرله فى الارض ثم يوتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذالك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذالك عن دينه - والله ليُتمّنّ الله هذا لامر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف الا الله تعالى.

"তোমাদের পূর্বে যেই সকল ধর্মপরায়ণ লোক চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হইত। অতঃপর তাহাদেরকে করাত দ্বারা চিরিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলা হইত। কিন্তু তবুও ইহা তাহাদিগকে ধর্মচ্যুত করিতে পারিত না। তাহাদের শরীরে লোহার চিরুনী চালনা করা হইত যাহার ফলে দেহ হইতে চর্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। তবুও ইহা তাহাদিগকে ধর্মচ্যুত করিতে পারিত না। আল্লাহ্র শপথ! দীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিবেই। এমনকি সান'আ হইতে হাদারামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারিগণ নির্ভয়ে চলিয়া আসিবে। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও ভয় থাকিবে না" (ইমাম আবূ দাঊদ, আস্-সুনান, ৩খ., পৃ. ৪৭)। কী পরিমাণ দৃঢ়চিত্ত হইলে এই ধরনের উক্তি করিতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বদর যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে (হুনায়ন যুদ্ধে ব্যতীত) মুসলিম বাহিনীর তুলনায় শত্রু সৈন্য ছিল

কয়েক গুণ বেশী। তথাপি রাসূলুল্লাহ (স) এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সংকল্পে বিচলিত হন নাই বরং দৃঢ়চিত্তে এই সকল যুদ্ধ মুকাবিলা করিয়াছেন। বদর যুদ্ধে যখন তিন শত তেরজন মুসলিম সৈন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রহীন অবস্থায় এক হাজার সশস্ত্র কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হইলেন। তখন কাফির বাহিনী সংখ্যাধিক্য ও শক্তির দাপটে মুহুর্মুহু আক্রমণ করিতেছিল এবং মুসলিম বাহিনী আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সন্নিকটে ব্যূহ রচনা করিতেছিলেন, তখনও তিনি দৃঢ়চিত্তে তাহা সম্পূর্ণরূপে মুকাবিলা করিয়াছিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২০৮-৯)।

উহুদের যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর পরামর্শে মদীনার বাহিরে গিয়া শত্রুদের প্রতিরোধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে রাসূলুল্লাহ (স) গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং যুদ্ধের বর্ম পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া উপরিউক্ত সাহাবীগণ অনুতপ্ত কণ্ঠে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী মদীনায় থাকিয়া প্রতিরোধ করিবার অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি দৃঢ়চিত্তে বলিলেন ঃ

لاينبغى لنبى إذ لبس لأمته ان يضعها حتّى يحكم الله بينه وبين أعدائه فانظروا ما امرتكم به فافعلوه وامضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم.

"নবী যখন যুদ্ধের বর্ম পরিধান করেন তখন শত্রুদের সাথে আল্লাহ্ একটা ফয়সালা না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার উহা পরিত্যাগ করা শোভনীয় নয়। অতএব যেই ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছি তাহা ভাবিয়া দেখ এবং আল্লাহ্র নামে উহা বাস্তবায়ন কর। তোমাদের জন্যই রহিয়াছে সাহায্য যতক্ষণ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর (ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৬৮)।

হুনায়ন যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের বীর সিপাহীরা যখন একযোগে বৃষ্টির মত তীর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিল তখন কতিপয় সাহাবী ভীত-বিহবল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মহানবী (স) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কয়েকজন সাহসী সাহাবীর সাথে যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণনাটি নিম্নোক্তভাবে আসিয়াছে ঃ

عن ابى اسحاق سمع البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله ﷺ يوم حنين ؟ فقال لكن رسول الله ﷺ لم يفر كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكبنا على الغنائم فاستقبلنا بالسّهام ولقد رأيت النبى ﷺ على بغلته البيضاء وان ابا سفيان بن الحارث اخذ بزمامها وهو يقول انا النبى لا كذب. وفى رواية زاد انا ابن عبد المطلب.

"আবূ ইস্হাক হইতে বর্ণিত। তিনি বারাআ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তাহাকে কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হুনায়ন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই। হাওয়াযিন গোত্রের লোকগণ ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন

তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম তখন তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। আমরা যখন গনীমত সংগ্রহ করিতে শুরু করিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা (অতর্কিতভাবে) তাহাদের তীরন্দাজ বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁহার সাদা বর্ণের খচ্চরটির উপর আরোহিত অবস্থায় দেখিয়াছি আর আবূ সুফ্য়ান ইব্‌নুল হারিছ তাঁহার খচ্চরের লাগাম ধরিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমি আল্লাহর নবী, ইহাতে কোন মিথ্যা নাই। আবূ ইসহাকের অপর বর্ণনায় ঃ আমি তো আবদুল মুত্তালিবের সন্তান" (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, পৃ. ৮৮৬)।

তাঁহার এই সুদৃঢ় মনোবল ও দৃঢ় সংকল্প মুসলমানদের অনুকূলে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

অপর একটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃঢ়চিত্ততার একটি বিরল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) নাজ্দ এলাকায় কোন এক যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তনকালে একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করিয়া তরবারিখানা গাছে লটকাইয়া রাখিলেন। এমন সময় এক কাফির তাঁহার ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে শাণিত তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ!

من يمنعك منّى ؟ قلت له . الله.

"এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ!"

এই দৃঢ়তা, নির্ভয়তা, সাহস ও বীরত্ব অবলোকন করিয়া কাফির এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হইল যে, তৎক্ষণাত তাহার হাত হইতে তরবারিটি পড়িয়া গেল। মহানবী (স) তরবারিখানা উত্তোলন করিয়া বলিলেন, এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে" (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, পৃ. ৮৫১)?

হিজরতের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) যখন আবূ বকর (রা)-কে নিয়া ছওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন কাফিররা তাঁহাদের খোঁজে গুহার নিকটবর্তী হইলে আবূ বকর (রা) মহানবী (স)-কে বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তাহাদের কেহ পা উঠায় তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) যাহা বলিলেন দৃঢ়চিত্ততা প্রমাণের জন্য ইহা হইতে বড় উক্তি আর কী-ই-বা হইতে পারে? তিনি বলিলেন ঃ

ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟

"এমন দুইজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যাহাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, পৃ. ৯৭০)।

আর উক্ত ঘটনাটি আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا .

"যদি তোমরা তাহাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর তবে (মনে রাখিও) আল্লাহ তো তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফিররা তাহাকে (মক্কা হইতে) বহিষ্কার করিয়াছিল। তিনি ছিলেন দুইজনের দ্বিতীয় দ্বিতীয়জন যখন তাহারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তিনি তখন তাহার সঙ্গীকে বলিয়ালেন, বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করেন। এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই" (৯ ঃ ৪০)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত উছমান (রা)-কে আবূ সুফ্য়ান ও অন্যান্য কুরায়শ নেতাদের সাথে দেখা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা বলিল, দেখ উছমান! তুমি যদি কা'বা তাওয়াফ করিতে চাও তবে তাওয়াফ করিয়া লও।' উছমান (রা) বলিলেন, 'রাসূলুল্লাহ (স) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করিব না।' ইহাতে কুরায়শরা ক্ষিপ্ত হইয়া হযরত উছমান (রা)-কে আটক করিয়া রাখিল।

ঐদিকে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, হযরত উছমান (রা) শাহাদাত বরণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই সংবাদ শোনামাত্র অল্প সংখ্যক সাহাবী থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়চিত্তে বলিলেন, لانبرح حتى نناجز القوم "কুরায়শদের সাথে লড়াই না করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিব না" এই বলিয়া মুসলমানদিগকে লড়াইয়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাইলেন যেইটিকে আমরা بيعة الرضوان বা بيعة الشجرة বলিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাৎক্ষণিক এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়চিত্ততা আল্লাহ্র নিকট এতই পছন্দ হইল যে, তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়া পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করিল। তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করিলেন এবং তাহাদিগকে আসন্ন বিজয় দান করিলেন" (৪৮ ঃ ১৮)।

তাঁহার এই ধরনের অসংখ্য দৃঢ়চিত্ততার উদাহরণ আমাদিগকে দৃঢ়চিত্ত হইতে পথ-নির্দেশ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম; (২) ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ্, দারুস্-সালাম, রিয়াদ, ১ম সং., ১৯৯৭ খৃ.; (৩) ইমাম আবূ দাউদ, আস্-সুনান, দারুল হাদীছ আল্-কাহেরা, তা.বি.; (৪) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ, দারুত-তাওফীকিয়্যা, আল্-আযহার, তা.বি.; (৫) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, দারু ইহ্য়া আত্-তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.; (৬) আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ.; (৭) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী, ১ম সং., ১৯৮৫ খৃ.।

মোঃ ফজলুর রহমান চৌধুরী

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা নবী ও রাসূলগণের একটি অপরিহার্য গুণ। এই গুণ তাঁহাদের সত্তা হইতে কখনও পৃথক হইতে পারে না। কারণ যদি তাঁহাদের কথাবার্তায় সত্যবাদিতাই না থাকে তবে তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত আল্লাহ্র কালাম ও দীন কোনটাই মানুষ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। এইজন্য আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন নবী ও রাসূলগণকে যেমনিভাবে সর্বপ্রকার মন্দ ও অনৈতিক কাজ হইতে বিরত রাখিয়াছেন, অনুরূপভাবে তাহাদের মুখ হইতে জীবনে একটি মিথ্যা কথাও বাহির করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সত্যবাদিতা ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁহার শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক, বিশ্বাসীই হউক আর অবিশ্বাসীই হউক, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) জীবনে একটি মিথ্যা কথাও বলেন নাই।

তাঁহার সত্যবাদিতা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিম্নে পেশ করা হইল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ. فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

"যদি সে আমার নামে কোন কথা রচনা করিত তবে আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম, অতঃপর কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন ধমনী, তোমাদের কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতে না" (৬৯ ঃ ৪৪-৪৮)।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"যখন তাহাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একজন রাসূল আগমন করিলেন যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন যাহা তাহাদের কাছে রহিয়াছে, তখন আহলে কিতাবের একদল আল্লাহ্র গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল" (২ ঃ ১০১)।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ.

"তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছেন সত্যতার সাথে যাহা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের" (৩ ঃ ৩)।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ.

"যখন মু'মিনগণ শত্রুবাহিনীকে দেখিল তখন বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই ওয়াদাই আমাদেরকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন" (৩৩ ঃ ২২)।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهٗ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তাহার কাছে সত্য আগমন করিবার পর তাহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তাহার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হইবে? কাফিরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি" (৩৯ ঃ ৩২)?

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ.

"আর আল্লাহ্ যখন নবীগণের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিলেন যে, আমি যাহা কিছু তোমাদের দান করিয়াছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবের সত্যতা প্রতিদানের জন্য, তখন তোমরা অবশ্যই সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে" (৩ ঃ ৮১)।

অনুরূপভাবে হাদীছ শরীফের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার সত্যবাদিতা সম্পর্কে বহু সংখ্যক বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে হাদীছে জিবরীল-এর উল্লেখ করা যায় যাহাতে মহানবী (স)-কে তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং মহানবী (স) তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। প্রতিবারই জিবরীল (আ) তাঁহার কথাকে সত্যায়ন করিয়াছিলেন। হাদীছে জিবরাঈলের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

হযরত 'উমার (রা) বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত ও কুচকুচে কালো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। অথচ তাঁহার চেহারার মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল না এবং আমরা কেহই তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাঁটুর সহিত তাঁহার হাটু মিলাইয়া বসিলেন এবং তাঁহার উভয় হাতের তালু উভয় উরুর উপর রাখিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, ইসলাম হইতেছে তোমার এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল, আর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা, আর সামর্থ্য থাকিলে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা। তিনি (জিবরীল) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন।

ইহাতে আমরা আশ্চার্যান্বিত হইলাম এই ভাবিয়া যে, তিনি প্রশ্ন করিতেছেন, আবার স্বয়ং সত্যায়নও করিতেছেন। আবার বালিলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ঈমান হইতেছে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করিবে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁহার (নাযিলকৃত) কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁহার প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি আর ঈমান আনয়ন করিবে তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি। তিনি বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন (মিশকাত আল-মাসাবীহ, ১খ., পৃ. ৯)।

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) সর্বোত্তম সত্যবাদী (কাযী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্মের পর হইতে তাঁহার শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে কেহই তাঁহাকে কোন দিন মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই, বরং ছোটবেলা হইতেই তাঁহাকে الامين (আল-আমীন) বা বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বালিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, তাঁহাকে "আল-আমীন" এইজন্যই বলা হইত যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁহার মধ্যে সর্বপ্রকার সৎ, যোগ্য ও যথাযথ আখলাক বা চরিত্রের সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হইতেছে এই, "আমীন" দ্বারা মুহাম্মাদ (স)-কেই বুঝান হইয়াছে (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৩)।

ইতিহাস সাক্ষ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার নবূওয়াত-পূর্ব জীবনেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিচার ফয়সালা করিয়াছেন এবং সমগ্র জাতি তাহা নিঃসংকোচে মানিয়া লইয়াছে। কারণ তাহারা জানিত, যে ব্যক্তি জীবনে একটি মিথ্যা কথাও বলেন নাই বা কোন দিন কাহারও আমানতের খিয়ানত করেন নাই, তাঁহার পক্ষে যে কোন ধরনের বিচার ফয়সালায় পক্ষপাতিত্ব করা কখনও সম্ভব হইবে না। বর্ণিত আছে যে, কুরায়শগণ কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণকালে "হাজরে আসওয়াদ"-কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করিবে তাহার ফয়সালাই সকলে মানিয়া লইবে। সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল ঃ এই তো মুহাম্মাদ! এই তো আল-আমীন" (বিশ্বস্ত সত্যবাদী)। আমরা তাঁহার (ফয়সালার) প্রতি সন্তুষ্ট (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৩-৫)।

রাবী' ইব্ন খুছায়ম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) জাহিলী যুগেও বিচার ফয়সালা করিতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! নিশ্চয় আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে আমীন বা বিশ্বস্ত সত্যবাদী (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৩-৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, উত্তম আচরণ ও মধুর ব্যবহারের খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই খ্যাতির কথা হযরত খাদীজা (রা)-ও শুনিয়াছিলেন। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও পবিত্রা মহিলা ছিলেন। তিনি মহানবী (স)-কে তাঁহার

বাণিজ্যসামগ্রী লইয়া সিরিয়া গমনের প্রস্তাব দেন। তিনি উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। হযরত খাদীজা (রা) প্রচুর বাণিজ্যসামগ্রী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে ন্যস্ত করেন এবং মায়সারা নামক এক ভৃত্যকে তাঁহার সংগী করিয়া দেন। এই সফর ছিল খুবই সফল এবং ইহাতে মুনাফা হইয়াছিল অনেক বেশী। সুতরাং হযরত খাদীজাও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-কে ওয়াদার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন।

হযরত খাদীজা (রা) পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তদুপরি তিনি তাঁহার মধ্যে বাণিজ্যিক আমানতদারি ও সত্যবাদিতা পূর্ণরূপে অবলোকন করেন। এতদ্ভিন্ন সিরিয়ায় সংঘটিত বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায়িক সততার বর্ণনা তিনি তাঁহার ভৃত্য মায়সারার নিকট হইতে শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার চাচার অনুমতিক্রমে বিবাহে সম্মতি দেন ও তাঁহাকে বিবাহ করেন (আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৪৭২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর যখন সর্বপ্রথম "ওহী" অবতীর্ণ হয় তখন খাদীজা (রা) তাঁহাকে লইয়া তাঁহার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফালের নিকট গমন করিলেন এবং ওয়ারাকা তাঁহার নিকট হইতে সবকিছু ভালভাবে শুনিলেন, অতঃপর যাহা বলিলেন তাহা হাদীছে এইভাবে আসিয়াছে ঃ

অতঃপর তাঁহাকে লইয়া খাদীজা (রা) তাঁহার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল-উয্যার নিকট গেলেন যিনি জাহিলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখিতে জানিতেন এবং আল্লাহ্র তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইঞ্জীল হইতে অনুবাদ করিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। খাদীজা (রা) তাহাকে বলিলেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন!' ওয়ারাকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাতিজা! তুমি কি দেখ'? রাসূলুল্লাহ্ (স) যাহা দেখিয়াছিলেন সবই খুলিয়া বলিলেন। তখন ওয়ারাকা তাঁহাকে বলিলেন, 'ইনি সেই দূত যাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকিতাম। আফসোস্! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকিতাম যেদিন তোমার কওম তোমাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে'! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহারা কি আমাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবে ? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু লইয়া আসিয়াছেন তাহার সঙ্গেই শত্রুতা করা হইয়াছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করিব।' ইহার কিছু দিন পর ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্)।

অর্থাৎ তিনি যে সত্য নবী এবং তাঁহার কথায় মিথ্যার কোন ছাপ নাই তাহা তিনি (ওয়ারাকা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কথাতেই পূর্ণভাবে নিশ্চিত হইতে পারিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন নবুওয়াতের প্রচার শুরু করিলেন তখন কাফিরদের মধ্য হইতে যাহারা তাঁহার সম্পর্কে অবগত ছিল তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না; বরং

তাহারা মনে করিল যে, তাহার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছে কিংবা কবিত্ব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কারণে তাহারা তাঁহাকে মাজনূন বলিয়া আখ্যায়িত করিল, কিন্তু তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারে নাই (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২১০)।

মুহাম্মাদ (স)-এর উপর "ওহী" নাযিল হওয়ার পর নাদর ইব্ন হারিছ নামক এক কাফির কুরায়শদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিল ঃ হে কুরায়শগণ! মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মাঝেই শৈশব ও কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তোমাদের মধ্যে তিনি সবার প্রিয়, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ছিলেন। এখন প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়াছেন, এখন তিনি তোমাদের সামনে নূতন সব কথাবার্তা বলিতেছেন। তোমরা তাঁহাকে যাদুকর, কাহিনী বর্ণনাকারী, কবি, মাজনূন বলিয়া অভিহিত করিতেছ। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাঁহার সকল কথাবার্তা শুনিয়াছি। আসলে তাঁহার মধ্যে এইসব কিছুই নাই। মনে হয় তোমাদের উপর কোন নূতন বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৫; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২১০-১১)।

আবূ জাহল বলিত, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারি না, বরং তুমি যাহা বলিতেছ এইগুলি আমি সঠিক বলিয়া মানিয়া নিতে পারিতেছি না। ঠিক তখনই আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

"তাহারা যদিও আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে না, তবুও এই জালিমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিতেছে" (৬ ঃ ৩৩; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৩-৫)।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন আল-কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ.

"হে নবী! স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সতর্ক করুন, ইসলামের দাওয়াত দিন"। তখন তিনি সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া কুরায়শদের ডাক দিলেন। সকল লোক সমবেত হইলে তিনি বলিলেন ঃ

أرأيتكم لو أخبرتكم ان خيلا بالوادى تريد ان تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا.

"যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের পাদদেশে একদল অশ্বারোহী তোমাদের উপর হামলা করিবার জন্য ওঁৎ পাতিয়া আছে, তবে তোমরা কি তাহা বিশ্বাস করিবে? সবাই বলিল, হাঁ, কেননা আমরা তোমাকে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, পৃ. ১০১৩)।

বদর যুদ্ধের দিন আখনাস ইব্ন শুরায়ক আবূ জাহলকে বলিল, হে আবুল হাকাম! এখানে আমি এবং তুমি ছাড়া শোনার মত কেহই নাই। আচ্ছা বল তো! মুহাম্মাদ (স) সত্যবাদী, না

মিথ্যাবাদী? তখন আবূ জাহ্ল বলিল, আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় মুহাম্মাদ (স) সত্যবাদী, সে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৩-৫)।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যদিও ঈমান আনয়ন করে নাই তবুও তাহারা জানিত যে, মুহাম্মাদ (স) কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই এবং এখনও যে কালামকে আল্লাহ্র কালাম বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন তাহা সত্য। তাহা না হইলে তাহারা রাতের পর রাত জাগ্রত থাকিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর তিলাওয়াতকৃত কুরআন কেন শুনে?

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্বভাব ছিল, তিনি রাত্রে সালাতে কিরাআত উচ্চৈস্বরে তিলাওয়াত করিতেন, সালাত ছাড়াও তিলাওয়াত করিতেন। তিনি কুরআন একেবারে উচ্চৈস্বরেও পাঠ করিতেন না আবার একেবারে নিম্নস্বরেও নয়। তিনি এতটুকু উচ্চৈস্বরে তিলাওয়াত করিতেন যাহা বাড়ির বাহিরের লোকেরাও শুনিতে পাইত। কাফিররা যাহা করিত তাহা হইল, তাহারা কুরআনের আয়াত শ্রবণ করিত বিশেষত তাহাজ্জুদের পর। কোন কোন সময় প্রভাতকাল পর্যন্ত তাহারা উপবিষ্ট থাকিত। ইহা তাহাদের হৃদয়ের উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিত তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে সহজেই অনুমেয়।

এক রজনীতে আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম এবং আখনাস ইব্ন শুরায়ক এই তিনজন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে গমন করে, কিন্তু কাহারও সাথে কাহারও যোগাযোগ ছিল না। প্রত্যূষে তিনজনই স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাত ঘটে। যেহেতু পূর্বে কুরআন মজীদ না শুনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল উহা তাহার খেলাফ ছিল, তাই তিনজনেই তাহাদের বড় ভুল হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল এবং ভবিষ্যতে এমনভাবে আর আসা উচিৎ নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল। দ্বিতীয় রজনীতে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পূর্ব রজনীর ন্যায় তিনজনই আবার আগমন করিল, মনে মনে এই ভাবিয়া যে, আজ তো আর অন্য কেহই আগমন করিবে না। কিন্তু যখন তাহারা স্বীয় স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল তখন পুনরায় তিনজনের পথিমধ্যে সাক্ষাত ঘটিল। তিনজনই তাহাদের পদক্ষেপের জন্য অনুশোচনা করিল এবং অঙ্গীকার করিল যে, অতঃপর আর কেহই আসিবে না। কিন্তু তৃতীয় রজনীতেও তাহারা মনে করিল, গতকাল যে পাকা ওয়াদা হইয়াছে তাহাতে অদ্য কেহই আসিবে না। ফলে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধারণা অনুসারে গমন করিল এবং পুনরায় তিনজনের স্ব-স্ব কর্মতৎপরতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হইল।

কিন্তু প্রত্যূষে আখনাস ইব্ন শুরায়ক আবূ সুফ্য়ানের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলতো! রাত্রে মুহাম্মাদের নিকট হইতে যেইসব কথাবার্তা শুনিয়াছ সেই সম্পর্কে তোমার মতামত কি? উত্তরে আবূ সুফ্য়ান বলিল, তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণী খুবই উন্নত। তুমিও তো তাঁহার কিছু কিছু হৃদয়ংগম করিতে সক্ষম হইয়াছ, আর কিছু কথা এমনও আছে যাহা আমাদের জ্ঞানসীমা বহির্ভূত যাহার অর্থ ও মর্ম আমাদের উপলব্ধি হইতেও উন্নততর। আখনাস

বলিল, আমারও কিন্তু একই উপলব্ধি। অতঃপর আখনাস আবূ জাহ্লের নিকট গমন করিল এবং একই প্রশ্ন করিল। আবূ জাহ্ল উত্তরে বলিল, শোন! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের ও আব্দ মনাফদের মধ্যে নিয়ত প্রতিযোগিতা লাগিয়াই আছে। আমরা পরস্পর সমান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সওয়ারীর ন্যায় ছিলাম। যিয়াফত, দায়িত্ব পালন ও দান-দক্ষিণার ক্ষেত্রে আমরা উভয়ই সমকক্ষ ছিলাম। কিন্তু এখন তাহারা বলে, আমাদের মধ্য হইতে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহার নিকট আল্লাহ্র ওহী আসে। এখন বল ইহার প্রতিকার কি? আল্লাহ্র শপথ! আমরা কখনও মুহাম্মাদ (স)-কে নবী হিসাবে মানিয়া লইব না এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ্, ১খ., পৃ. ২৫০-১; আসাহ্হুস- সিয়ার (বাংলা), পৃ. ৯৬)।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এই কথা বিশ্বাস করিত, মুহাম্মাদ (স) যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। কিন্তু তাহাদের নেতৃত্ব হারাইবার ভয়ে তাহারা তাঁহাকে সত্য নবী হিসাবে জনসমক্ষে স্বীকার করিত না।

ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে আবূ সুফ্য়ান ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রায় প্রতিটি অভিযানেই তিনি নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। সেই আবূ সুফ্য়ানই রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সত্যবাদিতাকে অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে আসিয়াছে ঃ

আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব তাহাকে বলিয়াছেন, বাদশাহ হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) একবার তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন। তিনি কুরায়শদের কাফেলায় তখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) আবূ সুফ্য়ান ও কুরায়শদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। আবূ সুফ্য়ান তাঁহার সঙ্গীদেরসহ হিরাকল (হিরাক্লিয়াস)-এর দরবারে আসিলেন এবং তখন হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) জেরুসালেমে অবস্থান করিতেছিলেন। হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাহাদিগকে তাহার দরবারে ডাকিলেন। তাহার পার্শ্বে তখন রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। অতঃপর তাহাদের কাছে ডাকিয়া আনিলেন এবং দোভাষীকে ডাকিলেন। তাহারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই যে ব্যক্তি নবী বলিয়া দাবি করেন, তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়া তাঁহার সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে'? আবূ সুফ্য়ান বলিলেন, 'বংশের দিক দিয়া আমিই তাঁহার নিকটাত্মীয়'। তিনি বলিলেন, 'আবূ সুফিয়ানকে আমার নিকটে লইয়া আস এবং তাহার সঙ্গীদের পেছনে বসাইয়া দাও'। ইহার পর তাহারা দোভাষীকে বলিলেন, তাহাদের বলিয়া দাও, আমি তাহার কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিব, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে। তবে সাথে সাথে তোমরা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করিবে। আবূ সুফ্য়ান বলেন, আল্লাহ্র কসম! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিবে এই লজ্জা যদি আমার না থাকিত, তবে অবশ্যই আমি তাঁহার সম্পর্কে মিথ্যা বলিতাম। অতঃপর তিনি তাঁহার সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তাহা হইতেছে, তোমাদের মধ্যে তাহার বংশমর্যাদা কেমন? আমি বলিলাম, তিনি আমাদের মধ্যে

অতি সম্ভ্রান্ত বংশের। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেহই ইতোপূর্বে নবূওয়াতের দাবী করিয়াছে? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তাহার বাপদাদাদের মধ্যে কি কেহ বাদশাহ্ ছিলেন? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাহার অনুসরণ করে, না সাধারণ লোকেরা? আমি বলিলাম, সাধারণ লোকেরা। তিনি বলিলেন, তাহারা সংখ্যায় বাড়িতেছে, না কমিতেছে? আমি বলিলাম, তাহারা বাড়িয়াই চলিতেছে। তিনি বলিলেন, তাহার দীন গ্রহণ করিবার পর কেহ কি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, নবূওয়াতের দাবির আগে তোমরা কখনও কি তাহাকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছ? আমি বলিলাম, না (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, পৃ. ৩)। এই ছিল তখনকার ইসলামের প্রচণ্ড বিরোধী আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব-এর স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য।

হারিছ ইব্ন আমের একজন মন্দ লোক ছিল। সে মানুষের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে মিথ্যাবাদী বলিত। কিন্তু যখন সে পরিবার-পরিজনের সাথে একাকী অবস্থান করিত তখন বলিত, আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ (স) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয় (মাদারিজুন-নবূওয়াত, ১খ., পৃ. ১০৭)।

একদিন আবূ জাহ্ল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মুসাফাহা করিল। ইহাতে লোকসকল বলিতে লাগিল, কি হলো, তুমি মুহাম্মাদের সাথে মুসাফাহা করিলে? তখন সে বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমি জানি, সে সত্য নবী। কিন্তু কি করিব? আমরা যে আব্দ মনাফ-এর সন্তানদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। অর্থাৎ আমাদের নেতৃত্বের কারণে আমরা তাঁহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮)।

কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে বিভিন্ন উপাধিতে আখ্যায়িত করিবার প্রয়াস চালাইলেও কেহই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিবার দুঃসাহস দেখায় নাই। প্রবীণ কুরায়শ নেতা ওয়ালীদ ইব্ন আল-মুগীরার নিকট কুরায়শদের একটি দল সমবেত হইলে সে বলিল, হে কুরাশগণ! হজ্জের মওসুম সমাগত। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এইখানে লোক আসিবে। আর মুহাম্মাদ (স)-এর কথা তাহারা ইতোমধ্যে শুনিয়াছে। সুতরাং তোমরা তাঁহার সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত মত স্থির কর। এই ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যেন কোন মতানৈক্য না থাকে। যদি মতানৈক্য থাকে তবে একজনের কথা আরেকজনের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে।

সকলেই বলিল, তাহা হইলে আপনিই একটি মত ঠিক করিয়া দিন, আমরা সকলেই সেই মতের প্রতিধ্বনি করিব। ওয়ালীদ বলিল, "বরং তোমরাই বল, আমি শুনি"। সমবেত সকলে বলিল, "আমরা বলিব, মুহাম্মাদ (স) একজন গণক"। ওয়ালীদ বলিল, "না, সে গণক নয়। আমরা অনেক গণক দেখিয়াছি। মুহাম্মাদ (স)-এর কথাবার্তা গণকের ছন্দবদ্ধ প্রতারণামূলক কথার মত নহে।"

সকলে বলিল, "তাহা হইলে আমরা সকলে বলিব, মুহাম্মাদ (স) পাগল"। ওয়ালীদ বলিল, "না, সে পাগলও নয়। আমরা অনেক পাগল দেখিয়াছি আর পাগলামী কাহাকে বলে তাহাও

জানি। পাগলের কথা-বার্তায় জড়তা ও অসুস্থতা থাকে, প্রবল ভাবাবেগের মূর্ছনা এবং সন্দেহ-সংশয়ে তাহা ভারাক্রান্ত থাকে। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর কথায় তাহা নাই।" সকলে বলিল, "তাহা হইলে আমরা বলিব, সে একজন কবি।" ওয়ালীদ বলিল, "না, সে কবিও নয়। আমরা সব ধরনের কবিতা সম্পর্কে জানি। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর কথা কোন ধরনের কবিতার আওতায় পড়ে না।"

সকলে এইবার বলিল, "তাহা হইলে আমরা বলিব, সে যাদুকর"। ওয়ালীদ বলিল, "না, সে যাদুকরও নয়। আমরা অনেক যাদুকর ও যাদু দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের মত গিরা দেওয়া ও তাহাতে ফুঁক দেওয়ার অভ্যাস মুহাম্মাদ (স)-এর নাই।" সকলেই বলিল, "তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান?"

ওয়ালীদ বলিল, "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মাদ (স)-এর কথা শুনিতে বেশ মিষ্টি লাগে। তাঁহার গোড়া অত্যন্ত শক্ত এবং শাখা-প্রশাখা ফলপ্রসূ। তোমরা যেই কথাই বলিবে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তবে সবচেয়ে উপযুক্ত কথা হইবে তাঁহাকে যাদুকর বলা। কেননা সে এমন সব কথা বলে যাহা ভাইয়ে ভাইয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে ও আত্মীয়-স্বজনের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে যাদুর মতই কাজ করে। তাই তাহাকে যথার্থ যাদুই বলা চলে। ইহার প্রভাবে জাতি বাস্তবিকই বিভেদের শিকার হইয়াছে" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ১খ., পৃ. ২১৬)।

এই ছিল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা ও তাহার সংগীদের বক্তব্য। কিন্তু তাহারা তাঁহার সম্পর্কে এত কিছু বলিবার পরও কেহই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস দেখায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন ব্যবসায় জড়িত হন, তখনই তাঁহার আমানতদারি ও সত্যবাদিতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার নবূওয়াত লাভের পূর্বে সাইব ইব্ন আবূ সাইব-এর সহিত ব্যবসায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাহার নিকট আসিয়া বলেন ঃ

كنت شريكى فنعم الشريك كنت لا تدارى ولا تمارى

"তুমি আমার কতই না উত্তম অংশীদার ছিলে, তুমি কখনও ধোঁকাবাজি বা ঝগড়া কর নাই" (ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ৪খ., পৃ. ২৬০)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সত্যবাদিতার কারণে মক্কার লোকেরা তাঁহার নিকট নানা জিনিস গচ্ছিত রাখিত। তিনি তাঁহার হিজরতের প্রাক্কালে ঐসব আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা)-কে দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং এই গচ্ছিত মাল ফেরত দেওয়ার জন্য মক্কায় কিছুদিন অবস্থান করার নির্দেশ দেন (আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৫১৫; ইব্ন হিশাম, আস-সিরাহ, ২খ., ৯৮)।

এতদ্ভিন্ন রাসূলে কারীম (স) অনাগত ভবিষ্যতের জন্য এমন কিছু চরম সত্য ও বাস্তব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যাহা পদে-পদে, অক্ষরে-অক্ষরে পৃথিবীবাসীর সম্মুখে সত্যে পরিণত হইয়াছে যাহা দ্বারা তাঁহার সত্যবাদিতাই প্রমাণিত হয়। এই সম্পর্কিত দুই-একটি ঘটনা উল্লেখ করা গেল ঃ

১. রাসূল কারীম (স) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কিস্‌রা ও কায়সারের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়িত হইবে এবং বাস্তবেও তাহা হইয়াছিল। খুলাফায়ে রাশেদার খেলাফতকালেই রোম সাম্রাজ্য এবং পারস্য মুসলমানদের করতলগত হইয়াছিল। তাঁহার সেই চিরসত্য ভবিষ্যদ্বাণী হাদীছে এইভাবে আসিয়াছে ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কিসরা (পারস্য সম্রাট) যখন একবার ধ্বংস হইবে, তাহার পর আর কোন কিসরার আবির্ভাব ঘটিবে না এবং কায়সার (রোম সম্রাটের উপাধি) যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহার পর আর কোন কায়সারের উদ্ভব ঘটিবে না। ঐ সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! ইহা নিশ্চিত যে, অচিরেই তোমরা কিস্‌রা ও কায়সারের ধনাগারসমূহ জয় করিবে এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবে (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্‌, পৃ. ৬৩৪)।

২. তাতারীদের সাথে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার সত্যবাদিতার আরেকটি অপূর্ব নিদর্শন। এই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী তিনি এইভাবেই করিয়াছিলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ যেইসব লোক চুলের জুতা পরিধান করিবে যে পর্যন্ত তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিবে এবং যে পর্যন্ত তোমরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিবে, যাহাদের চুল হইবে ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল লাল, নাক চেপ্টা আর চেহারা হইবে পেটা ঢালের ন্যায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্‌, পৃ. ৭৩৬)। পরবর্তী কালে তাতার ও তুর্ক বিজয় রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

৩. মহানবী (স) হযরত হাসান (রা)-এর ছোট বেলায় তাঁহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের বিবদমান দুইটি দলের মধ্যে সমঝোতা করাইবেন। বাস্তবেও তাহাই হইয়াছিল। কারণ তিনি খিলাফতের দাবি ত্যাগ করিয়া হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। হাদীছে ঘটনাটি এইভাবে আসিয়াছে ঃ

عن أبى بكرة قال اخرج النبى ﷺ ذات يوم الحسن فصعد به المنبر فقال إبنى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين.

"আবূ বাক্‌রা (রা) বলেন, একদিন মহানবী (স) হাসানকে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহাকে লইয়া মিম্বরে আরোহণ করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, আমার এই পুত্র (দৌহিত্র) নেতা হইবে এবং তাহার দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদের দুইটি বিবদমান দলের মধ্যে সমঝোতা করাইবেন" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্‌, পৃ. ৭৪৩)।

৪. হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীও রাসূলুল্লাহ্ (স) করিয়াছিলেন যাহা বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যে পর্যন্ত এমন দুইটি দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত না হইবে যাহাদের দাবি হইবে এক ও অভিন্ন, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না (ইমাম বুখরী, আস-সাহীহ্, পৃ. ৭৩৯)।

৫. রাসূলে কারীম (স)-এর আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণী হইতেছে, হিজায হইতে অগ্নি বাহির হওয়া যাহা বুসরা নগরীর উটসমূহের ঘাড় আলোকোজ্জ্বল করিবে। আর এই ঘটনা সত্যে পরিণত হইয়াছিল ৬৫৪ হিজরীতে। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমার কাছে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন (সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩১২, ৩৯৩)। হাদীছ শরীফে ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

عن أبى هريرة ان رسول الله ﷺ قال لا تقوم الساعة حتّى تخرج نار من ارض الحجاز تضيئى اعناق الابل ببصرى.

"কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হিজায ভূমি হইতে অগ্নি বাহির হইয়া বুসরা নগরীর উটসমূহের খাড় আলোকোজ্জ্বল করিবে" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, পৃ. ১৪৯৩)।

৬. খারেজীদের যুদ্ধ প্রসংগেও রাসূলুল্লাহ্ (স) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির শারীরিক আকৃতি ও তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তাহাদের চিনিবার জন্য নিদর্শন হইবে এই যে, তাহাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় লোক হইবে যাহার একটি বাহু হইবে স্ত্রীলোকের স্তনের ন্যায় অথবা নড়বড়ে গোশতের টুকরার ন্যায়। যখন মানুষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে তখন তাহারা আত্মপ্রকাশ করিবে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং আমি সেই যুদ্ধে তাঁহার সাথে ছিলাম। তিনি এই কৃষ্ণকায় লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। অতঃপর লোকটিকে হাজির করা হইলে আমি তাহার মধ্যে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি, নবী করীম (স) তাহার ব্যাপারে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, পৃ. ৭৩৯-৪০)।

৭. রাসূলে করীম (স)-এর আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী হইতেছে উম্মে ওয়ারাকা বিনৃত নাওফাল প্রসংগে যিনি শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা নিয়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) -এর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ

قرى فى بيتك فان الله يرزقك الشهادة.

"তুমি গৃহে অবস্থান কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে শাহাদাত দান করিবেন।"

ইহার পর হইতে তাহাকে "শাহীদা" বলা হইত। একদা রাত্রিবেলা তাহার মুদাব্বার দাস ও দাসী কাপড় দ্বারা গলা পেঁচাইয়া তাহাকে হত্যা করিল; আর সবার সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর

ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইল (আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী, হাযাল হাবীব, পৃ. ৫১৬-১৭)।

এই ধরনের অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় কাফির মুশরিকরা পর্যন্তও রাসূলে করীম (স)-এর উপর মিথ্যার অপবাদ আরোপ করিতে দুঃসাহস দেখাইতে করে নাই।

পরিশেষে বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই পৃথিবীবাসীর জন্য একমাত্র আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাই তো তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। তাঁহার সারা জীবনই ছিল সত্যবাদিতার গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল-কারীম; (২) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি. / ১৯৯৭ খৃ.; (৩) ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, দারু ইহ্য়া আস-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যা, তা.বি.; (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-খাতীব, মিশকাত আল-মাসাবীহ্, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খৃ.; (৫) কাদী ইয়াদ, আশ-শিফা, দারুল-ফিকর, বৈরূত, তা.বি.; (৬) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, দারুল-খায়র, বৈরূত, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬ হি. / ১৯৯৫ খৃ.; (৭) ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, মুওয়াস্সাসাতুত তারীখিল আরাবী, বৈরূত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৪ খৃ.; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-ফুসূল, দারুল-কালিম আত-তায়্যিব, দামিশক, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খৃ.; (৯) আবদুল হক দেহ্লবী, মাদারিজুন-নুবুওয়্যাহ্, আদাবী দুনিয়া, ৫১০ মিটামহল, দিল্লী-৬, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২ খৃ.; (১০) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, দারুল-ইশা'আত, করাচী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ খৃ.; (১১) আবদুর রউফ দানাপুরী, (বাংলা অনুবাদ), আ.ছ.ম. মাহমুদুল হাসান খান ও আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬ খৃ.; (১২) আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী, হাযাল হাবীব, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল-হিকমা, মদীনা, ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৭ হি. / ১৯৯৬ খৃ.; (১৩) মওলানা তফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.।

মোঃ ফজলুর রহ্মান চৌধুরী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অঙ্গীকার পালন

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অতি নিন্দনীয় কাজ। ইহা এক ধরনের মিথ্যাচার। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দেশ বা জাতির সম্মান ও মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভর করে তাহাদের কৃত অঙ্গীকার পালনের উপর। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً.

"তোমরা অঙ্গীকার পালন কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে" (১৭ ঃ ৪৪)।

ইহা ছাড়াও কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাকীদ রহিয়াছে ঃ (৫ ঃ ১; ৯ ঃ ১; ১৬ ঃ ৯১; ২ ঃ ১৭৭)। ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সকল রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও লেনদেন সম্পর্কিত চুক্তি বা অঙ্গীকারসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অঙ্গীকার করিয়া তাহা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের কাজ, মু'মিনের নহে। অঙ্গীকার রক্ষায় মহানবী (স) সর্বদা যত্নবান থাকিতেন। অতি সংকটময় মুহূর্তেও অঙ্গীকার পালন করিতে দ্বিধা করিতেন না।

নবুওয়াতের কিছুকাল পূর্বে বানূ হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু সংখ্যক সহৃদয় ব্যক্তির মধ্যে হিলফুল-ফুযূল-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স) কত গুরুত্ব দিতেন তাহা ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, 'যদি ইহা (হিলফুল- ফুযূল) হইতে দূরে থাকিবার জন্য আমাকে উৎকৃষ্ট লোহিত বর্ণের উটও প্রদান করা হয় তথাপি আমি ইহাতে সম্মত হইব না এবং কখনও যদি কেহ আমাকে সেই চুক্তির নামে আহবান করে তবে অবশ্যই আমি উহাতে লাব্বায়ক বলিব' (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৬১)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল হাসমা (রা) নবুওয়াত পূর্বকালের ঘটনা বর্ণনা করেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে লেনদেন করি, কিন্তু আমার কাছে তাঁহার কিছু পাওনা বাকী রহিয়া গিয়াছিল। একদিন বলিলাম, আপনি অপেক্ষা করুন, এখনই বাড়ি হইতে বাকি অর্থ লইয়া আসিতেছি। কিন্তু বাড়ি আসিয়া অঙ্গীকারের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাই। এইভাবে তিন দিন অতিবাহিত হইলে হঠাৎ আমার সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ হয়। তৎক্ষণাৎ আমি ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হই। দেখিলাম, তিনি সেই জায়গায়ই প্রতীক্ষমান রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন ঃ

يا فتى لقد شققت على انا ههنا منذ ثلاث أنتظرك.

"হে যুবক! তুমি আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছ। আমি তিন দিন যাবত এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি" (আবূ দাউদ, আস্-সুনান, ৪খ., পৃ. ৩০১)।

অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হইতে পারে? রোম সম্রাট 'কায়সার' তাহার রাজপ্রাসাদে আবূ সুফ্য়ানকে যেই সকল প্রশ্ন করিয়াছিল ইহার মধ্যে এই প্রশ্নটিও ছিল যে, মুহাম্মাদ (স) কি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন? উত্তরে আবূ সুফ্য়ান স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, না, তিনি কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাই (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ্, ১খ., পৃ. ৩)। এই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণের শত্রু আবূ সুফ্য়ানের ভাষ্য।

উহুদের যুদ্ধে ওয়াহ্শী হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর সে প্রাণ ভয়ে এক শহর হইতে অন্য শহরে পলায়ন করিয়া ফিরিতেছিল। তায়েফবাসীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে যে প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয় তন্মধ্যে তাঁহার নামও ছিল। কিন্তু সে ভয় করিতেছিল, না জানি প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় কিনা। কিন্তু লোকেরা তাহাকে আশ্বস্ত করিল, তুমি নির্ভয়ে গমন কর, মুহাম্মাদ (স) প্রতিনিধিদিগকে হত্যা করেন না। সুতরাং সে এই বিশ্বাস নিয়া মহানবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ্, ২খ., পৃ. ৮৩৮)।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদিও তাহারা ইসলামের শত্রু ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাহারা সম্যক অবগত ছিল। হযরত সাফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে কট্টর কাফির ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইয়ামান গমনের উদ্দেশ্যে জিদ্দা চলিয়া যান। উমায়ের ইব্ন ওয়াহ্ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের মাথার পাগড়ী তাহাকে দান করিয়া বলিলেন, ইহা হইল সাফ্ওয়ানের নিরাপত্তার প্রতীক। উমায়ের পাগড়ী লইয়া সাফ্ওয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমার পলায়নের প্রয়োজন নাই, তুমি নিরাপদ। অতঃপর তিনি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী (স), ২খ., পৃ. ২১১-১২)।

উল্লিখিত ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি যাহাকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার দিয়াছেন ইহার ব্যত্যয় কখনও ঘটে নাই। হযরত আবূ রাফে' (রা) একজন দাস ছিলেন। তিনি কাফির থাকা অবস্থায় কুরায়শদের নিকট হইতে প্রতিনিধি হইয়া মদীনা আগমন করিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই ইসলামের সত্যতার বীজ তাহার অন্তরে উপ্ত হইল। তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখন আর কাফিরদিগের নিকট ফিরিয়া যাইব না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারিনা, বরং তুমি এই যাত্রা ফিরিয়া যাও। সেইখানে পৌঁছিয়া তোমার অন্তরের অবস্থা যদি একইরূপ থাকে, তাহা হইলে চলিয়া আইস। সুতরাং তিনি তখন ফিরিয়া

গেলেন এবং পরবর্তী সময়ে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২১১-১২)।

এই ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) কাফিরদের পক্ষ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের ক্ষেত্রে কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাই। তিনি যদি তৎক্ষণাৎ আবূ রাফে'কে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া দিতেন তাহা হইলে কাফিররা বলিতে পারিত, মুহাম্মাদ (স) অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া আমাদের প্রতিনিধিকে তাঁহার নিকট রাখিয়া দিয়াছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, যদি মক্কা হইতে কেহ মুসলমান হইয়া মদীনায় চলিয়া আসে তাহা হইলে মক্কাবাসীদের চাওয়ার সাথে সাথে তাহাকে ফেরত পাঠাইতে হইবে। ঠিক যখন সন্ধির শর্তগুলি লিখা হইতেছিল, তখন হযরত আবূ জান্দাল (রা) পায়ে জিঞ্জীর বাঁধা অবস্থায় মক্কাবাসীদের নিকট হইতে পালাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। সকল সাহাবী তাঁহার এই করুণ অবস্থা অবলোকন করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ধীরকণ্ঠে বলিলেন, হে আবূ জানদাল! তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং নিজের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাক। তুমি ও তোমার মত যেইসব অসহায় নির্যাতিত মুসলমান তোমার সহিত মক্কায় অবস্থান করিতেছে আল্লাহ তাহাদের মুক্তির জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমরা কুরায়শদের সহিত একটি সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়াছি। এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মানিয়া আমরা পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। আমরা তাহাদেরকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিব না (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, পৃ. ৫৫১; ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ্, ৩খ., পৃ. ২৪৮)।

কাফিরদের সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে গিয়া রাসূলুল্লাহ (স) নির্যাতিত সাহাবী হযরত আবূ জান্দালকে তাঁহার পিতা সুহায়লের নিকট হস্তান্তর করিলেন। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহা ছিল কতইনা হৃদয়বিদারক। তারপর মহানবী (স) মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর আবূ বাসীর নামে কুরায়শ বংশীয় একজন মুসলমান তাঁহার নিকট পালাইয়া আসিলেন। কুরায়শরা তাহার সন্ধানে দুইজন লোক পাঠাইল। তাহারা বলিল, আপনি আমাদের সহিত সম্পর্কিত সন্ধির কথা স্মরণ করুন। তিনি তাহাকে লোক দুইটির নিকট সোপর্দ করিলেন। তাহারা তাহাকে লইয়া বাহির হইল এবং যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া খেজুর খাইতে লাগিল। আবূ বাসীর তাহাদের একজনকে বলিলেন, হে অমুক, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার তরবারিটি বড়ই সুন্দর। সেই লোকটি নিজের কোষ হইতে তরবারিটি বাহির করিয়া বলিল, হাঁ, আল্লাহর শপথ! ইহা একটি সুন্দর তরবারি এবং আমি তাহা কয়েকবার পরীক্ষা করিয়াছি। আবূ বাসীর বলিলেন, আমাকে একটু দেখাও, আমি তাহা একটু দেখি। সে তাহাকে তরবারিটি দিলে আবূ বাসীর ইহার দ্বারা লোকটিকে হত্যা করিলেন। আর তাহার অপর সাথী পালাইয়া মদীনায় আসে এবং দৌড়াইতে দৌড়াইতে মসজিদে নববীতে ঢুকিয়া পড়ে। তাহাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহাকে ভীত মনে হইতেছে। সে মহানবী (স)-এর কাছে গিয়া বলিল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে আবূ বাসীর হত্যা করিয়াছে এবং আমাকেও পাইলে হত্যা করিত। এমন সময় সেইখানে আবূ

বাসীর উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই বিষয়ে আপনার আর কোন দায়িত্ব নাই। আপনি আমাকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাহাদের হাত হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মহানবী (স) বলিলেন, সর্বনাশ! সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়া দিত যদি তাহার সামর্থ্য থাকিত। এই কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পুনরায় কাফিরদের নিকট ফেরত দিবেন। তাই তিনি রওয়ানা হইয়া সমুদ্র তীরে চলিয়া গেলেন। এইদিকে আবূ জান্দাল তাহাদের নিকট হইতে পালাইয়া আসিয়া আবূ বাসীরের সহিত মিলিত হন। অবশেষে তাঁহাদের একটি দল তৈরী হয়। যখনই তাঁহারা শুনিতেন, সিরিয়ার দিকে কুরায়শদের কোন বাণিজ্য কাফেলা যাইতেছে তখনই তাঁহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিত এবং তাহাদের পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইত।

অবস্থা বেগতিক দেখিয়া কুরায়শগণ মহানবী (স)-এর নিকট আল্লাহর শপথ ও আত্মীয়তার শপথ দিয়া কিছু সংখ্যক লোক পাঠাইল এই বলিয়া যে, তিনি যেন আবূ বাসীর ও তাহার লোকজনকে বিরত রাখেন এবং তাঁহার নিকট কোন মুসলমান মক্কা হইতে ফিরিয়া গেলে আর তাহাকে ফেরত দিতে হইবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠান (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, পৃ. ৫৫২)। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, অঙ্গীকার পালনে রাসূলুল্লাহ (স) কত দৃঢ় ছিলেন। আর এই দৃঢ়তার কারণেই তিনি আবূ বাসীরকে কাফিরদিগের নিকট হস্তান্তর করিয়াছিলেন। অথচ আবূ জান্দাল ও আবূ বাসীর ছিলেন নির্যাতিত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গীকার পালনের নিমিত্তে এই ধরনের সিদ্ধান্ত লওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বদর যুদ্ধে কাফিরদের মুকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইচ্ছা এই হওয়া দরকার ছিল যে, মানুষের সংখ্যা যতই বাড়িবে ততই মঙ্গল। কিন্তু তখনও তিনি সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এমনকি অঙ্গীকার পালনে ছিলেন দৃঢ়, অবিচল। হুযায়ফা ইব্ন আল-ইয়ামান (রা) এবং আবূ হুছাইল (রা) নামক দুইজন সাহাবী মক্কা হইতে আগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে কাফিরগণ তাহাদের এই বলিয়া বাঁধা দিল যে, তাহারা মদীনায় মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে যাইতেছেন। তাহারা এই কথা অস্বীকার করিলেন। পরিশেষে তাহাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়া ছাড়িয়া দিল যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে না। এই দুইজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমরা দুইজনই ফিরিয়া যাও। কোনক্রমেই আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারিব না। আমার কেবল আল্লাহ্র সাহায্যই দরকার (ইমাম মুসলিম, আস্-সাহীহ্, ৬খ., পৃ. ৩৮৪)।

কুরায়শগণ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত এই ছিল যে, কোন তৃতীয় পক্ষ মুহাম্মাদ (স) বা কুরায়শদের সহিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে। তদনুযায়ী বানূ বকর কুরায়শদের এবং বানূ খুযা'আ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিত্রতার ঘোষণা করে। মিত্রতার শর্তানুসারে একে অপরকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু কুরায়শরা

হুদায়বিয়া সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া বানূ বকরকে অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিল এবং অনেকেই রাত্রের অন্ধকারে বানূ বকর-এর সহিত মিলিয়া বানূ খুযা'আর উপর আক্রমণ করিল এবং তাহাদের অনেককে হত্যা করিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) বানূ খুযা'আর সহিত সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তির অঙ্গীকার রক্ষা করিতে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যাহার ফলে মক্কা বিজিত হয় (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ্, ৪খ., পৃ. ২৬-৩০)।

মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ (স) যখন মুসলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দেন তখন মুসলিম অধিনায়কগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, হামলা করা না হইলে কাহারও সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইও না। তিনি কেবল কয়েকজন গুরুতর অপরাধীর নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা যদি কা'বার গিলাফের মধ্যেও লুকাইয়া থাকে তবুও তাহাদেরকে হত্যা করা হইবে। অবশ্য অনেককেই রাসূলুল্লাহ (স) শেষ পর্যন্ত ক্ষমাও করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘোষণাকৃত ব্যক্তিগণ ছাড়া তিনি বিজয়ের প্রাক্কালে তিনটি ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে ঃ

(এক) যে ব্যক্তি নিজের গৃহে অবস্থান করিবে সে নিরাপদ থাকিবে; (দুই) যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে অবস্থান করিবে সে নিরাপদ থাকিবে; (তিন) যে আবূ সুফ্য়ান-এর ঘরে অবস্থান করিবে সেও নিরাপদ (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ৩৬-৪২)। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার এই কৃত অঙ্গীকারটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

রাজনৈতিক সমীকরণ এবং ইহার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিধানের জন্য মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (স) মদীনার অধিবাসী আওস, খায্রাজ ও তাহাদের মিত্রদের সহিত একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাহা ইতিহাসে 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত মহানবী (স) কখনও এই চুক্তি লংঘন করেন নাই বরং ইয়াহূদীরাই সর্বপ্রথম এই সনদের চুক্তি লংঘন করে। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ

إن بنى قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ وحاربوا فيما بين بدر واحد.

"বনূ কায়ানুকাই প্রথম ইয়াহূদী দল যাহারা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাহাদের মধ্যকার (চুক্তির) বিষয়টি ভঙ্গ করিল এবং বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সময়ে তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইল" (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ৪০)।

মদীনা চুক্তি (সনদ) ও হুদায়বিয়া চুক্তি (সন্ধি) ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স) আরও কতিপয় চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। যেমন, আবওয়া বা ওয়াদ্দান যুদ্ধে বানূ দাম্রার সহিত চুক্তি, বানূ মুদ্লিজের সহিত চুক্তি, খায়বার চুক্তি, ফাদাকের চুক্তি, তায়মা চুক্তি, আয়লা চুক্তি, জার্‌রা ও আযরুহ চুক্তি ও দুমাতু'ল-জান্দালের উকাযদির-এর সহিত চুক্তি।

এই সকল চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, যেইভাবেই হউক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। কোন চুক্তি সম্পাদনের পর তিনি ইহার প্রতি সর্বদা পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার ঘোর শত্রুরাও

কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে তাহাদের সহিত কৃত অঙ্গীকার বা বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারে নাই (হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, পৃ. ৩২৫-৩৩৭; আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ৩খ., পৃ. ১০৩১-৩৩)।

এমনকি মহানবী (স) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তাঁহার অঙ্গীকার পালনে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হাদীছ শরীফে আছে ঃ হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) তাঁহার মৃত্যুকালীন রোগের সময় (তাঁহার স্ত্রীগণকে) জিজ্ঞাসা করিতেন, আগামী কাল আমার কাহার কাছে থাকিবার পালা? তিনি 'আইশা (রা)-এর পালার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার সকল স্ত্রী তাঁহাকে যাহার গৃহে ইচ্ছা থাকিবার অনুমতি দিলেন এবং তিনি আমৃত্যু 'আইশা (রা)-এর গৃহেই অবস্থান করিলেন। আর এইখানেই তাঁহার স্বাভাবিক পালার দিন আল্লাহ তাঁহাকে আপন সান্নিধ্যে উঠাইয়া নিলেন (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ্, ২খ., পৃ. ১১৩২)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কিভাবে অঙ্গীকার পালন করিতে হয় তাহার বাস্তব নমুনা পেশ করিয়া গিয়াছেন এবং ভবিষ্যত জনগোষ্ঠীকে এই ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনাও প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুনাফিকদের আলামত তিনটি ঃ যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে তখন তাহা ভঙ্গ করে, যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয় তখন তাহা খেয়ানত করে (ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ্, ১খ., পৃ. ১১)।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালন করিয়া চলিতেন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ্, দারুস্-সালাম, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃ.; (৩) ইমাম মুসলিম, আস্-সাহীহ্, দারুল হাদীছ, কায়রো, ১ম সংস্করণ ১৯৯৪ খৃ.; (৪) ইমাম আবূ দাউদ, আস্-সুনান, দারুল হাদীছ, কায়রো, তা.বি.; (৫) আবদুর রহমান আদ্-দারিমী, সুনান আদ-দারিমী, দারু ইহ্য়াইস্-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যা; (৬) ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ্, বৈরূত, ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ খৃ.; (৭) আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, বৈরূত, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ খৃ.; (৮) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত; (৯) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, করাচী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃ.; (১০) ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূলে করীম (স) জীবন ও শিক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ খৃ.।

মোহাম্মদ ফজলুর রহ্মান চৌধুরী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুহ্দ বা অল্পে তুষ্টি

'যুহ্দ' শব্দটি زهد ধাতু হইতে উদ্ভূত, যাহার আভিধানিক অর্থ 'কম'। ইহা الرغبة (আগ্রহ) শব্দের বিপরীত অর্থবোধক। ইহার পারিভাষিক অর্থ, আখিরাতের শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করা। ইব্ন তায়মিয়া (র) বলেন, শারী'আতের পরিভাষায় যুহ্দ অর্থ, আখিরাতের যিন্দেগীতে যাহা কোনও উপকারে আসিবে না উহার প্রতি আগ্রহী না হওয়া (নাদ'রাতুন-না'ঈম, ৬খ., ২২১৭-২২১৮)। সাধারণভাবে দুনিয়ার প্রতি কোনরূপ মোহ না থাকাকেই যুহ্দ বলা হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও সৌন্দর্যের প্রতি চক্ষু তুলিয়া তাকাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এইখানকার আনন্দ ও সৌন্দর্যোপকরণ পরীক্ষার জন্য দেওয়া হইয়াছে। আসল শান্তি আখিরাতে পাওয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۰

"তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না উহার প্রতি যাহা আমি তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তদ্দ্বারা তাহাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী" (২০ ঃ ১৩১)।

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۰

"আমি তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিও না। তাহাদের জন্য তুমি দুঃখ করিও না; তুমি মু'মিনদের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর" (১৫ ঃ ৮৮)।

পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য ও ভোগ-বিলাসের পিছনে পড়িলে মানুষ মহান আল্লাহ্র স্মরণ হইতে অমনোযোগী হইয়া যায় এবং নিজের খেয়াল-খুশীমত চলাফেরা করে। ফলে সে শারী'আতের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। তাই এইরূপ না করিবার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلاَتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ـ

"তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখিবে তাহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে" (১৮ ঃ ২৮)।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ বিমুখ সে কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। সুতরাং তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলার জন্য মহানবী (স)-কে নির্দেশ দিয়াছেন তিনি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ـ

"অতএব যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত" (৫৩ ঃ ২৯-৩০)।

আল্লাহ্ তা'আলার এইসব উপদেশ ও নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় জীবনের পরতে পরতে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিয়াছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, তিনি দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় তাহা পরিহার করিয়াছেন। বিবাহের পর আরবের অন্যতম ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদীজা (রা)-এর অঢেল সম্পদ হাতে পাইয়াও তাহা ভোগের জন্য ব্যবহার করেন নাই; বরং দুই হাতে তাহা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল তাঁহারই নিয়ন্ত্রণে। এতদ্ব্যতীত কাফিরদের সহিত যুদ্ধে গনীমতরূপে তাঁহার হস্তাগত হয় অজস্র সম্পদ; কিন্তু নিজের ভোগ ও আরাম- আয়েশের জন্য কিছুই তিনি ব্যয় করেন নাই। পরিবারের সামান্য আহার যোগাইবার জন্য তিনি ঋণ পর্যন্ত করিয়াছেন। তাঁহার ইনতিকালের পর দেখা গেল তাঁহার লৌহ বর্মটি আবূ শাহ্মা নামক এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক রহিয়াছে, যাহার বিনিময়ে তিনি পরিবারের জন্য সামান্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন (কাযী 'আয়ায, আশ-শিফা, ১খ., ১৪০)।

মহান আল্লাহ তাঁহাকে 'দাস-নবী' ও 'বাদশাহ-নবী' দুইটির যে কোনও একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 'দাস-নবী' হওয়া পসন্দ করেন এবং সেইভাবেই জীবন যাপন করিয়াছেন। ইব্ন কাছীর, বুখারী ও নাসাঈর হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

كان ابن عباس يحدث ان الله ارسل الى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل فقال الملك لرسوله ان الله يَخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين ان تكون ملكا نبيا فالتفت رسول الله ﷺ إلى جبريل كالمستشيرله فاشار جبريل الى رسول الله ﷺ ان تواضع فقال رسول الله ﷺ بل اكون عبدا نبيا قال فما اكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقى الله عز وجل .

"ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিতেন যে, আল্লাহ তাঁহার নবীর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন যাহার সহিত জিবরীল (আ)-ও ছিলেন। অতঃপর ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আপনি কি আল্লাহ্র দাসত্বে নিবেদিত নবী হইবেন, না রাজাধিরাজ নবী—এই ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে ইখতিয়ার দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিবরীল (আ)-এর দিকে তাঁকাইলেন যেন তিনি তাঁহার পরামর্শপ্রার্থী। জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ্র প্রতি বিনয়ী হওয়ার জন্য ইশারা করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি বরং আল্লাহ্র দাসত্বে নিবেদিত নবী হইতে চাহি। রাবী বলেন, এই কথা বলার পর হইতে আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাত করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) কখনও ঠেস দিয়া বসিয়া আহার করেন নাই" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., ৫৬)।

হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়া ইব্ন কাছীর বলেন, ইমাম বুখারী তাঁহার তারীখ গ্রন্থে হায়ওয়া ইব্ন শুরায়হ সূত্রে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ইমাম নাসাঈ 'আমর ইব্ন উছমান সূত্রে। এই ধরনের শব্দে সহীহ গ্রন্থে এই হাদীছের মূল বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে (প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এইসব ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ ত্যাগের মূলে ছিল এই চিন্তাধারা যে, দুনিয়া নিতান্তই একটি ক্ষণস্থায়ী জায়গা। তাই আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহার কোনই মূল্য নাই। ইহা শুধু আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের জায়গা। তাই মু'মিনের জন্য ইহা কারাগাররূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু কাফিরদের যেহেতু পরকালে বিশ্বাস নাই এইজন্য তাহাদের নিকট ইহা জান্নাতস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر "দুনিয়া মু'মিনের কারাগার এবং কাফিরের জান্নাত (মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল-যুহ্দ ওয়ার-রাকাইক, হাদীছ নং ৭১৪৯)। দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্র নিকট একটি নগণ্য মৃত বকরীর বাচ্চা হইতেও তুচ্ছ। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه فمر بجدى أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا لا نحب انه لنا بشيئ مانصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان

حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم (مسلم،كتاب الزهد والرقائق، رقم الحديث - ٧١٥٠) .

"জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার উচ্চ ভূমিতে প্রবেশের সময় একটি বাজার দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। অতঃপর ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চা তাঁহার সামনে পড়িল। তিনি উহার কান ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা একটি দিরহামের বিনিময়ে লইতে আগ্রহী ? তখন তাঁহারা বলিলেন, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা উহা লইতে আগ্রহী নহি। উহা দ্বারা আমরা কি করির ? তিনি বলিলেন, কোন বিনিময় ছাড়াই তোমরা কি উহা লইতে আগ্রহী হইবে? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! ইহা যদি জীবিতও হইত তবুও তো উহাতে দোষ রহিয়াছে। কারণ উহার কান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আর এখন তো উহা মৃত (তাই কে উহা গ্রহণ করিবে)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম! ইহা তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট ইহা হইতে অধিক তুচ্ছ" (মুসলিম, কিতাবুয্-যুহ্দ ওয়ার-রাকাইক, হাদীছ নং ৭১৫০)।

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্র নিকট একটি মশার ডানার সমতুল্যও নহে ঃ

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء (ترمذى، الجامع الصحيح، كتاب الزهد- رقم الحديث-٢٣٢٣) .

"সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এই দুনিয়া যদি আল্লাহ্র নিকট একটি মশার ডানার সমানও মূল্যবান হইত তবে তিনি ইহা হইতে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না" (তিরমিযী, কিতাবুয-যুহ্দ, হাদীছ নং ২৩২৩)।

দুনিয়া যে যতই অর্জন করুক না কেন আখিরাতের তুলনায় তাহা একেবারেই নগণ্য। রাসূলুল্লাহ (স) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ

قال رسول الله ﷺ ما الدنيا فى الاخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه فى اليم فلينظر بماذا يرجع (ترمذى، كتاب الزهد، رقم الحديث-٢٣٢٦) .

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হইল এইরূপ যে, তোমাদের কেহ সমুদ্রে তাহার আঙ্গুল ডুবাইয়া বাহির করিয়া আনিল। সে লক্ষ্য করিয়া দেখুক যে, সে তাহার আঙ্গুলে ভিজাইয়া সমুদ্রের কতটুকু পানি তুলিয়া আনিতে পারিয়াছে" (তিরমিযী, কিতাবুয-যুহ্দ, হাদীছ নং ২৩২৬)।

এইসব কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) নিজেও দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করা পছন্দ করিতেন না এবং অন্যকেও তাহা করিতে নিরুৎসাহিত করিতেন। যেমন হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا (ترمذى، كتاب الزهد، رقم الحديث- ٢٣٣١) .

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তোমরা সহায়-সম্পত্তি অর্জন করিও না, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে" (তিরমিযী, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীছ নং ২৩৩১)।

রাসূলুল্লাহ (স) দুনিয়াকে ক্ষণিকের বিশ্রামাগারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এইজন্য তিনি স্বেচ্ছায় দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শক্ত বিছানায় শয়ন করিয়াছেন। কেহ নরম বিছানা দিতে চাহিলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله قال نام رسول الله ﷺ على حصير فقام وقد اثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وما للدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها (ترمذى، كتاب الزهد،رقم الحديث- ٢٣٨٠) .

" 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর ঘুমাইলেন। তিনি যখন (জাগ্রত হইয়া) দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার পার্শ্বদেশে উহার দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য যদি আমরা একটি নরম বিছানা বানাইয়া দিতে পারিতাম! তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে দুনিয়ার সম্পর্ক কি? আমি তো দুনিয়ায় সেই এক আরোহীর মত, যে (গ্রীষ্মের দিনে) পথ চলিতে চলিতে একটি বৃক্ষের ছায়া তলে আশ্রয় লইল। ইহার পর আবার সে উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৮০)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর বর্ণনায় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন ঃ فلم يرجع اليها أبدا "উক্ত পথিক প্রস্থান করার পর আর কখনও উহার দিকে ফিরিয়া আসে না" (আল-ওয়াফা, ২খ, ৪৭৫, আবওয়াবু যুহদি রাসূলিল্লাহ)।

আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হযরত জিবরীল (আ) মক্কার বালুকাময় অঞ্চলসমূহ স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আবূ উমামা (রা) বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীছের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

قال عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا أو نحو هذا . فاذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك (ترمذى، كتاب الزهد،رقم الحديث- ٢٣٥٠) .

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে মক্কার বালুকাময় অঞ্চল স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলিলাম, হে আমার প্রতিপালক! না, বরং

আমি একদিন তৃপ্তি সহকারে আহার করিব এবং একদিন ক্ষুধার্ত থাকিব। এই কথাটি তিনি তিনবার বা তদ্রূপ বলিয়াছেন। যখন ক্ষুধার্ত থাকিব তখন তোমারই কাছে কাকুতি-মিনতি করিব; তোমারই স্মরণ করিব। আর যখন তৃপ্তি সহকারে আহার করিব তখন তোমার শোকর করিব এবং তোমার প্রশংসা করিব" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৫০)।

অন্য এক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, জিবরীল (আ) মক্কার পাহাড়গুলিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং ইহাও বলেন, আপনার বহন করার প্রয়োজন হইবে না, বরং সেইগুলিই আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। কাযী 'আয়ায তাঁহার আশ-শিফা গ্রন্থে হাদীছটি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

ان جبريل نزل عليه فقال له ان الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت فاطرق ساعة ثم قال يا جبريل ان الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت ·

"জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আপনি চাহিলে আমি এই সকল পর্বতকে স্বর্ণ বানাইয়া দিব। আর আপনি যেখানেই যান উহা আপনার সঙ্গেই থাকিবে। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অতঃপর বলিলেন, হে জিবরীল! দুনিয়া তাহার ঘর যাহার (পরকালে) কোন ঘর নাই; তাহার সম্পদ যাহার কোন সম্পদ নাই। আর তাহা সঞ্চয় করে সেই ব্যক্তি যাহার কোন বুদ্ধি নাই। তখন জিবরীল (আ) তাঁহাকে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনাকে শাশ্বত বাণীর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন" (আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকি'ল মুসতাফা, ১খ., ১৪১)।

রিযিকের প্রাচুর্য তিনি কখনও কামনা করেন নাই; বরং ইসলাম গ্রহণ, প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক এবং অল্পে তুষ্ট থাকাকেই তিনি সফলতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ قال قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله ·

"আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম কবুল করিয়াছে এবং প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক পাইয়াছে আর আল্লাহ তাহাকে অল্পে তুষ্টি দান করিয়াছেন" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৫১)

এইজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় বংশধর ও পরিবার-পরিজনদের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ রিযিকের জন্য দু'আ করিতেন ঃ

عن ابى هريرة قال رسول الله ﷺ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا . وفى رواية للبخارى اللهم ارزق ال محمد قوتا .

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজনদেরকে প্রয়োজনীয় রিযিক দান কর" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৭২; তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৬৪; বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীছ নং ৬৪৬০)।

রাসূলুল্লাহ (স) কখনও একবেলা খাওয়ার পর অন্য বেলার জন্য আহার্য রাখিয়া দিতেন না। আর কখনও তিনি একইসঙ্গে দুই জোড়া পোশাক ব্যবহার করেন নাই। হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

ما رفع رسول الله ﷺ قط عشاء لغد ولا غداء لعشاء ولا اتخذ من شيئ زوجين ولا قميصين ولا ردائين ولا إزارين ولا من النعال .ولا رئى قط فارغا فى بيته اما يخصف نعلا لرجل مسكين او يخيط ثوبا لأرملة .

"রাসূলুল্লাহ (স) কখনও রাত্রের খাবার সকালের জন্য তুলিয়া রাখিতেন না। আর না সকালের খাবার রাত্রির জন্য। তিনি কোনও জিনিসের এক জোড়া ব্যবহার করেন নাই, না দুইটি জামা একত্রে ব্যবহার করিয়াছেন, না দুইটি চাদর, না দুইটি লুঙ্গি আর না দুই জোড়া জুতা। আর তাঁহাকে কখনও গৃহে অবসর বসিয়া থাকিতে দেখা যায় নাই। হয় তিনি কোনও মিসকীনের জন্য জুতা সেলাই করিতেন অথবা বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য কাপড় সেলাই করিতেন" (ইব্নুল জাওযী, আল-ওয়াফা, ২খ, পৃ. ৪৭৬)।

এই মর্মে হযরত আনাস (রা) হইতেও একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ

كان النبى ﷺ لا يدخر شيئا لغد .

"নবী করীম (স) আগামী দিনের জন্য কোনও জিনিস জমা করিয়া রাখিতেন না" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৬৫)।

তিনি একাধারে তিন দিন পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করেন নাই। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

ما شبع رسول الله ﷺ ثلاثة ايام تباعا من خبز برّ حتى مضى لسبيله (مسلم، كتاب الزهد و الرقائق رقم الحديث- ٧١٧٥) .

"রাসূলুল্লাহ (স) একাধারে তিন দিন গমের রুটি পেট ভরিয়া আহার করেন নাই। এই অবস্থায়ই তিনি তাঁহার পথে চলিয়া গিয়াছেন" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৭৫)।

ইমাম বুখারী হাদীছটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ما شبع ال محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض .

"মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার যখন মদীনায় আগমন করিয়াছেন তখন হইতে তাঁহার ইনতিকাল পর্যন্ত একাধারে তিন রাত্র গমের রুটি পেট ভরিয়া আহার করেন নাই" (বুখারী, কিতাবুল আত'ইমা, হাদীছ নং ৫৪১৬)।

একাধারে দুই দিনও তিনি এবং তাঁহার পরিবারের লোকজনও পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করেন নাই। হযরত 'আইশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

ما شبع ال محمد ﷺ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله ﷺ (مسلم، رقم الحديث-٧١٧٦).

"মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার পরপর দুই দিন কখনও যবের রুটি পেট পুরিয়া আহার করেন নাই। এই অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করেন" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৭৬)।

তিনি ময়দার রুটি তথা বিলাসী আহার গ্রহণ করিতেন না, সবচাইতে নিম্ন মানের যে রুটি অর্থাৎ যবের রুটিই খাইতেন। হাদীছে উক্ত হইয়াছে যে, ময়দার রুটি খাওয়া তো দূরের কথা, তিনি তাহা দেখেনও নাই। যবের রুটি তাহাও চালুনিতে ছাঁকিয়া নহে, বরং ফুঁ দিয়া উহার খোসা উড়াইয়া তাহারই মণ্ড তৈরী করত রুটি বানাইয়া খাইতেন ।

عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله ﷺ النقى يعنى الحوارى فقال سهل ما رأى رسول الله ﷺ النقى حتى لقى الله. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله ﷺ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير. قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه.

"সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ (স) কি কখনও ময়দা খাইয়াছেন? সাহল (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) ময়দা দেখেন নাই। তাঁহাকে বলা হইল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আপনাদের চালনি জাতীয় কিছু ছিল কি? তিনি বলিলেন, না, আমাদের চালনি ছিল না। বলা হইল, তাহা হইলে আপনারা যব লইয়া কি করিতেন? তিনি বলিলেন, আমরা তাহাতে ফুঁক দিতাম। ইহাতে যাহা উড়িয়া যাওয়ার উড়িয়া যাইত। ইহার পর পানি ঢালিয়া তাহা মণ্ড করিয়া লইতাম" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৬৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) জীবনে কখনও পাতলা রুটি খান নাই এবং টেবিলে বসিয়াও তিনি আহার করেন নাই। যেমন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس قال لم يأكل النبى ﷺ على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات.

"আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) মৃত্যু পর্যন্ত কখনও টেবিলে আহার করেন নাই। আর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনও পাতলা রুটি আহার করেন নাই" (বুখারী, কিতাবুর রিকা'ক, হাদীছ নং ৬৪৫০)।

হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন ঃ

ما اكل رسول الله ﷺ على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات ۰

"রাসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু পর্যন্ত টেবিলে রাখিয়া আহার করেন নাই এবং কখনও পাতলা রুটিও আহার করেন নাই" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৬৬)।

যবের রুটিও আবার সব সময় মিলিত না। ফলে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া যাইত, কিন্তু ঘরে চুলা জ্বলিত না। শুধুমাত্র খেজুর ও পানি দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

ان كنا ال محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو الا التمر والماء ۰

"আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার কোন মাস এমনভাবেও কাটাইতাম যে, আমরা আগুনও জ্বালাইতাম না। আমরা শুধু খেজুর ও পানি খাইয়াই কাটাইয়া দিতাম" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৮০)।

ইহার সহিত মাঝেমধ্যে প্রতিবেশীদের নিকট হইতে সামান্য দুধ হাদিয়া আসিলে তাহাই পরিবারের সকলে মিলিয়া পান করিতেন। এই কথাই খুব করুণভাবে হযরত 'আইশা (রা) তাঁহার আদরের ভাগিনেয় ও সুযোগ্য ছাত্র 'উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা)-কে বলিয়াছেন ঃ

عن عروة عن عائشة انها كانت تقول والله يا ابن أختى ان كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة فى شهرين وما أقدت فى أبيات رسول الله ﷺ نار قال فقلت يا خالة فما كان يعيشكم ؟ قالت الأسودان التمر والماء الا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الانصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون الى رسول الله ﷺ من البانها فيسقيناه ۰

"উরওয়া (র) হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'হে আমার ভগ্নি-পুত্র! আমরা নূতন চাঁদ দেখিতাম, অতঃপর পুনরায় নূতন চাঁদ দেখিতাম, তারপর আবার নূতন চাঁদ দেখিতাম–দুইমাসে তিনবার নূতন চাঁদ দেখিতাম। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরসমূহে আগুন জ্বালানো হইত না। তিনি (উরওয়া) বলেন, আমি বলিলাম, হে খালা! আপনারা কিভাবে দিন যাপন করিতেন ? তিনি বলিলেন, দুইটি কালো জিনিস–খেজুর ও পানি দ্বারা। তবে তাঁহার কিছু আনসার প্রতিবেশী ছিল। তাহাদের কিছু দুগ্ধবতি উষ্ট্রী ও বকরী ছিল। তাহারা তাহা দোহন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পাঠাইতেন। তাহাই তিনি আমাদিগকে পান করাইতেন" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীছ নং ৬৪৫৯; মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৮৩)।

আবার যখন আহারের সংস্থান হইত, চুলা জ্বলিত, রুটি পাকানো হইত তখনও দুই বেলা পেট পুরিয়া তিনি আহার করেন নাই। হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

لقد مات رسول الله ﷺ وما شبع من خبز وزيت فى يوم واحد مرتين.

"রাসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করিলেন অথচ তিনি একদিন দুই বেলা রুটি ও যায়তূন দ্বারা কখনও পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করেন নাই" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৮৪)।

أذكر الحال التى فارق عليها رسول الله ﷺ الدنيا. والله ما شبع من خبز ولحم مرتين فى يوم.

"রাসূলুল্লাহ (স) যে অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহা আমার মনে পড়িতেছে। আল্লাহ্র কসম! তিনি দিনে দুই বেলা কখনও রুটি-গোশ্ত পেট পুরিয়া খাইতে পারেন নাই" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৫৯)।

কখনও কখনও আহার করার মত কোনও খাদ্যই জুটিত না। ফলে পরিবারসহ সকলেই অনাহারেই কাটাইয়া দিতেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির থাকিতেন। যেমন সিমাক ইব্ন হারব (র) বলেন ঃ

سمعت النعمان بن بشير يخطب قال ذكر عمر ما اصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله ﷺ يظل اليوم يلتوى ما يجد دقلا يملأ به بطنه.

"নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-কে বক্তৃতারত অবস্থায় আমি এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, 'উমার (রা) বলিয়াছেন, মানুষ কী পরিমাণ দুনিয়া কামাই করিয়াছে! অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমি দেখিয়াছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারাদিন অস্থির থাকিতেন। পেটে ভরিবার মত নিম্ন মানের একটি খেজুরও তিনি পাইতেন না" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৯২)।

কখনওবা তিনি একাধারে রাত্রির পর রাত্রি পরিবারসহ না খাইয়া শুইয়া থাকিতেন এবং অনাহারেই রাত্র কাটাইয়া দিতেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ يبيت الليالى المتتابعة طاويا واهله لا يجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير.

"ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ পরপর কয়েক রাত্রি ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাইতেন। তাঁহাদের জন্য রাত্রির আহারের সংস্থান হইত না। অধিকাংশ দিন যবের রুটিই ছিল তাহাদের খাদ্য" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৩৬৩)।

এমনকি ইনতিকালের সময়ও তিনি সামান্য যব ব্যতীত তেমন কিছু রাখিয়া যান নাই যাহা খাইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ জীবন ধারণ করিতে পারেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

توفى رسول الله ﷺ وما فى رفى من شيئ يأكله ذوكبد الا شطر شعير فى رف لى فأكلت منه حتى طال على فكلته ففنى.

"রাসূলুল্লাহ (স) দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তখন আমার পাত্রে সামান্য কিছু যব ব্যতীত কোন প্রাণীর আহার করার মত কিছুই ছিল না। তাহা হইতেই আমি আহার করিতাম। এইভাবে অনেক দিন চলিয়া যায়। অতঃপর আমি তাহা ওযন করিলাম, ফলে উহা শেষ হইয়া গেল" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭১৮২)।

অনাহারে থাকাটাই তাঁহার নিকট পছন্দনীয় ছিল। তাই রাত্রে অনাহারে থাকিয়াও দিনের বেলা তিনি রোযা রাখিতেন। পৃথিবীর ধনভাণ্ডার, ফল-ফলাদি ও বিত্তবৈভব স্বীয় প্রতিপালকের নিকট চাহিলেই তিনি পাইতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। এই মর্মে হযরত 'আইশা (রা) হইতে একটি দীর্ঘ হাদীছ কাযী 'আয়ায তাঁহার আশ-শিফা গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

عن عائشة قالت لم يمتلئ جوف النبى ﷺ شبعا قط ولم يبث شكوى إلى أحد وكانت الفاقة أحب اليه من الغنى وان كان ليظل جائعايلتوى طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه. ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الارض وثمارها ورغد عيشها. ولقد كنت ابكي له رحمة مما ارى به وامسح بيدى على بطنه مما به من الجوع واقول نفسى لك الفداء لو تبلغت من الدنيا مما يقوتك فيقول يا عائشة مالى وللدنيا؟ اخوانى من اولى العزم من الرسل صبروا على ما هو اشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فاكرم مآبهم واجزل ثوابهم فاجدنى استحيى ان ترفهت فى معيشتى ان يقصّربى غدا دونهم ومامن شيئ هو احب الىّ من اللحوق باخوانى واخلائى قالت فما أقام بعد لإشهرا حتى توفى ﷺ.

" 'আইশা (রা) বলেন, নবী করীম (স)-এর পেট কখনও পরিতৃপ্ত হইয়া পূর্ণ হয় নাই। কাহারও নিকট তিনি অভিযোগও করেন নাই। ধনাঢ্যতা হইতে অনাহারে থাকাই তাঁহার নিকট পছন্দনীয় ছিল। কখনও তিনি ক্ষুধায় সারারাত্রি কষ্ট করিতেন। কিন্তু ইহা তাঁহাকে দিনের বেলার রোযা রাখা হইতে বিরত রাখিতে পারিত না। তিনি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর সকল ধনভাণ্ডার, ফল-ফলাদি এবং উহার আরাম-আয়েশের সামগ্রী তাঁহার প্রতিপালক হইতে চাহিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি কাঁদিতাম এবং ক্ষুধার কারণে আমার হাত দ্বারা তাঁহার পেট মর্দন করিয়া দিতাম আর বলিতাম, আপনার জন্য আমার জান কুরবান হউক! আপনি যদি দুনিয়া হইতে আপনার প্রয়োজনমত রিযিক গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন, হে 'আইশা! আমার ও দুনিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কি? আমার ভ্রাতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ ইহা হইতেও কঠিন ও কষ্টকর বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা সেই অবস্থায়ই চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপালকের নিকট গমন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সম্মানজনক স্থানে

অধিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণ ছাওয়াব দান করিয়াছেন। তাই আমি লজ্জাবোধ করি যে, আমি যদি আমার জীবনধারায় ভোগবিলাস আনয়ন করি তাহা হইলে আগামী দিনে হয়ত বা তাঁহাদের তুলনায় আমার মর্যাদা কমাইয়া দেওয়া হইবে। আমার ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হওয়ার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় আমার নিকট আর কিছুই নাই। 'আইশা (রা) বলেন, ইহার পর তিনি মাত্র একমাস জীবিত ছিলেন, অতঃপর তিনি ইনতিকাল করেন" (আশ-শিফা বি-তা'রীফি হু'কূ'কি'ল মুসতাফা, ১খ, ১৪২-১৪৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) শয়ন করিতেন অত্যন্ত মামুলী ধরনের বিছানায়। তাঁহার বিছানা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বলেন ঃ

كان فراش رسول الله ﷺ من آدم وحشوه ليف.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিছানা ছিল চামড়ার। আর উহার ভিতর খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি ছিল" (বুখারী, কিতাবুর-রিক'াক', হাদীছ নং ৬৪৫৬; তু. তিরমিযী, আবওয়াবুশ-শামাইল, বাব মা জাআ ফী ফিরাশি রাসূলিল্লাহ (স), হাদীছ নং ৪২৬৯)।

কখনও বা একটি চট দুই ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হইত, তাহারই উপর তিনি নিদ্রা যাইতেন। একটু আরামের জন্য একদিন তাহা চার ভাঁজ করিয়া দিলে প্রভাতে উঠিয়াই তিনি এইরূপ করিতে নিষেধ করেন এবং পূর্বের ন্যায় করিতে নির্দেশ দেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) হইতে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে ঃ

سئلت حفصة ما كان فراش رسول الله ﷺ فى بيتك قالت مسحا نثنيه ثنتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته اربع ثنيات كان اوطأ له فثنيناه باربع ثنيات فلما اصبح قال ما فرشتمونى الليلة ؟ قالت قلنا هو فراشك الا انا ثنيناه باربع ثنيات قلنا اوطأ لك قال ردوه لحاله الاولى فانه منعتنى وطأته صلوتى الليلة.

"হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার গৃহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিছানা কিরূপ ছিল ? তিনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে একটি চট দুই ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিতাম। তিনি উহার উপর নিদ্রা যাইতেন। এক রাত্রে আমি মনে করিলাম, চার ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিলে উহা নরম হইবে। তাই আমি উহা চার ভাঁজ করিয়াই তাঁহাকে শুইতে দিলাম। পরদিন প্রভাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গত রাত্রে তোমরা আমাকে কিরূপ বিছানা দিয়াছিলে ? আমরা বলিলাম, আপনার সেই বিছানা, তবে উহা চার ভাঁজ করিয়া দিয়াছিলাম যাহাতে কিছুটা নরম হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, পূর্বের মতই করিয়া দিও। কারণ উহার নরম অবস্থা আমার রাত্রের সালাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৪২৭০)।

নিজ হইতে কেহ আরামদায়ক ভাল বিছানা দিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) হইতে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে ঃ

عن عائشة قالت دخلت على امرأة من الانصار فرأت على فراش رسول الله ﷺ قطيفة مثنية فانطلقت فبعثت الى بفراش خشوه الصوف فدخل على رسول الله ﷺ فقال ما هذا يا عائشة فقلت يا رسول الله فلانة الانصارية دخلت على فرات فراشك فذهبت فبعثت الى بهذا فقال رُدِّيه قالت فلم ارده وقد اعجبنى ان يكون فى بيتى حتى قال ذالك ثلاث مرات قالت فقال رديه يا عائشة فوالله لو شئت لاجرى الله معى الجبال ذهبا وفضة.

"আইশা (রা) বলেন, এক আনসারী মহিলা আমার নিকট আসিল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিছানায় একটি ভাঁজ করা মোটা খসখসে চাদর দেখিল। সে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আমার নিকট একটি বিছানা পাঠাইয়া দিল যাহার ভিতরে ছিল পশম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, হে 'আইশা! ইহা কি ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক আনসারী মহিলা আমার নিকট আগমন করিয়াছিল। সে আপনার বিছানা দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া গিয়া আমার নিকট ইহা পাঠাইয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহা ফেরত দাও। 'আইশা (রা) বলেন, কিন্তু আমি তাহা ফেরত দিলাম না। উহা আমার ঘরে থাকুক, আমি তাহাই পছন্দ করিতেছিলাম। তিনবার তিনি ঐরূপ বলিলেন। আইশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহা ফেরত দাও হে 'আইশা! আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি চাও তবে আল্লাহ তা'আলা পর্বতকে স্বর্ণ বানাইয়া আমার সঙ্গে চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন" (আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত- তারহীব, ৪খ., ২০১-২০২; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৬খ., ৬২)।

খোদ 'আইশা (রা) একটু আরামদায়ক বিছানা তৈরী করিয়া দিলেও তিনি তাহা সরাইয়া ফেলার নির্দেশ দেন ঃ

عن عائشة قالت كان لرسول الله ﷺ فراش رث غليظ فاردت ان اجعل له فراشا اخر ليكون اوطأ لرسول الله ﷺ فجعلته فقال ما هذا يا عائشة فقلت رأيت فراشك رثا غليظا فاردت ان يكون هذا اوطأ لك فقال اخريه إثنتين والله لا اقعد عليه حتى ترفعيه قال فرفعت الاعلى الذى صنعت.

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি শক্ত চাদরের বিছানা ছিল। আমি তাঁহাকে আর একটি বিছানা বানাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলাম যাহাতে তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটু আরামদায়ক হয়। অতএব আমি তাহাই করিলাম। তিনি বলিলেন, হে 'আইশা! ইহা কি ? আমি

বলিলাম, আমি আপনার শক্ত বিছানা দেখিয়া মনে করিলাম, আপনার জন্য একটু নরম বিছানা হউক। তিনি বলিলেন, উহা সরাইয়া দাও। আল্লাহর কসম! তুমি উহা না উঠানো পর্যন্ত আমি উহাতে বসিব না। রাবী বলেন, তিনি উপর হইতে সে বিছানা উঠাইয়া ফেলিলেন যাহা তিনি বানাইয়াছিলেন" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., ৮০)।

একটি রাষ্ট্রের অধিনায়ক হইয়াও তিনি কখনওবা শুধু চাটাইয়ের উপর শুইয়া থাকিতেন, যাহার দাগ পড়িয়া যাইত তাঁহার শরীর মুবারকে যাহা দেখিয়া 'উমার (রা)-এর ন্যায় একজন কঠোর হৃদয়ের সাহাবীও তাঁহার অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। একটি দীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ

فدخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير فجلست فادنى عليه ازاره وليس عليه غيره واذا الحصير قد اثر فى جنبه فنظرت ببصرى خزانة رسول الله ﷺ فاذا انا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا فى ناحية الغرفة واذا افيق معلق قال فابتدرت عيناى قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبى الله وما لى لا ابكى وهذا الحصير قد اثر فى جنبك وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارى وذاك قيصر وكسرى فى الثمار وانت رسول الله ﷺ وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا ؟ قلت بلى.

"অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি একটি চাটাইয়ের উপর কাত হইয়া শোয়া ছিলেন। আমি সেখানে বসিয়া পড়িলাম। তিনি তাঁহার পরনের চাদরখানি তাঁহার শরীরের উপরের দিকে টানিয়া দিলেন। তখন ইহা ছাড়া তাঁহার পরনে অন্য কোন কাপড় ছিল না। তাঁহার বাহুতে চাটাইয়ের দাগ বসিয়া গিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামানপত্রের দিকে তাকাইলাম। আমি সেইখানে একটি পাত্রে এক সা'-এর কাছাকাছি কয়েক মুষ্টি যব দেখিতে পাইলাম। অনুরূপ সালাম বৃক্ষের কিছু পাতা কামরার এক কোণায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। আরও দেখিতে পাইলাম, ঝুলন্ত একখানি চামড়া যাহা পাকা করা হয় নাই। উমার (রা) বলেন, এইসব দেখিয়া আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! কিসে তোমার কান্না পাইয়াছে? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি কেন কাঁদিব না! এই যে চাটাই আপনার শরীরে দাগ কাটিয়া দিয়াছে। আর এই হইল আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যাহা দেখিলাম তাহা ছাড়া তো আর কিছুই নাই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোম ও পারস্যের বাদশাহগণ কত বিলাস-ব্যসনে ফলমূল ও ঝরনায় পরিবেষ্টিত হইয়া আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে। আর আপনি হইলেন আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার মনোনীত পুরুষ। আর এই হইল আপনার কোষাগার! তিনি

বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, আমাদের জন্য রহিয়াছে আখিরাত আর তাহাদের জন্য দুনিয়া ? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট" (মুসলিম, কিতাবুত তালাক, হাদীছ নং ৩৫৫৪)।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোটা জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, খানাপিনা, লেবাস-পোশাক সর্বক্ষেত্রেই তিনি অতি নগণ্য পরিমাণ লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও সেই শিক্ষাই দান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ব. স্থা.; (২) আল-বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল, আস-সাহীহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব ১৪১৭ হি. /১৯৯৭ খৃ., ১ম সং.; (৩) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস-সাহীহ, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৪) তিরমিযী, আল-জামি' আস-সাহীহ, দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন তা.বি.; (৫) কাযী 'আয়ায, আশ-শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল-মুসতাফা, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৬) ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা বিআহ্ওয়ালিল-মুসতাফা, আল- মাকতাবাতুন নূরিয়্যা আর-রিদাবিয়্যা, লায়ালপুর, পাকিস্তান ১৩৯৭ হি. / ১৯৭৭ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ; (৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল-'ইবাদ, দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪ হি. / ১৯৯৩ খৃ., ১ম সং.; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিক্র আল-আরাবী, জীযা, মিসর তা.বি.; (৯) আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দার ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন ১৩৮৮ হি. /১৯৯৮ খৃ., ৩য় সং.; (১০) মাওসূ'আ নাদরাতুন না'ঈম ফী মাকারিমি আখলাকির-রাসূলিল কারীম (স), সৌদী আরব ১৪১৮ হি. / ১৯৯৮, ১ম সং.।

ড. আবদুল জলীল

গরীব মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহানুভূতি

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন করুণার আধার। দয়া-মায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতিশীলতা ছিল তাঁহার অন্যতম গুণ। ধনী-দরিদ্র, স্বজন-পরিজন, ছোট-বড়, মালিক-শ্রমিক, দাস-দাসী, নেতৃবর্গ, কর্মচারী, বিধবা, ইয়াতীম ও অসহায় মিস্‌কীন সকলেই ছিল তাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতিশীলতায় ধন্য। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

বিশেষভাবে তিনি দরিদ্রের প্রতি ছিলেন পরম সহানুভূতিশীল। তাঁহার এই সহানুভূতিশীলতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইত। কখনও দান-সাদাকায়, কখনও মৌখিক সহমর্মিতা প্রকাশে, কখনও ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করার মাধ্যমে, আবার কখনও অন্যকে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদানে। কখনও ধনী-দরিদ্রের বিভাজন উঠাইয়া দরিদ্রের অধিকার ও মর্যাদা ঘোষণা করায়, আবার কখনও ভিক্ষাবৃত্তির অশুভ পরিণাম বর্ণনা করিয়া শ্রমলব্ধ উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়া। কখনও দাস, মালিকের ব্যবধান উঠাইয়া সাম্য প্রতিষ্ঠায়, আবার কখনও দাসমুক্তির ফযীলত বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের মুক্তির পথনির্দেশনা দেওয়াতে। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল আসিয়াছে। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১২৮)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

"আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত" (৩ ঃ ১৫৯)।

দরিদ্রের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শে ধনী-দরিদ্রের মানবীয় মর্যাদাগত কোন ভেদাভেদ ছিল না। প্রকৃত মর্যাদা মূল্যায়নের মানদণ্ড হইল মানুষের যোগ্যতা, গুণাবলী ও তাহার সত্যনিষ্ঠা। দরিদ্রদের অন্তরে সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত করা এবং দারিদ্র্যের কষ্ট ভুলাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি খুবই যত্নবান থাকিতেন। তিনি বলেন, দরিদ্রদের মধ্যে তোমরা আমাকে অন্বেষণ কর। কারণ তোমরা সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হও তোমাদের দরিদ্রদের বদৌলতেই (ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ৩খ., পৃ. ৩২)।

তিনি আরও বলেন, তোমরা বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিও না। কেননা অনেক সময় কোন দুঃস্থ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এইরূপ মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাকে যে, সে কোন শপথ করিলে তাহা তিনি পূর্ণ করেন (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৩২৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "জান্নাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হইবে দরিদ্র" (বুখারী, পৃ. ১৩৬২)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে (ইমাম নববী, রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ২৩৩)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য একটি বর্ণনায় আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নিকৃষ্টতম বিবাহভোজ হইল যাহাতে কেবল ধনীদিগকে দাওয়াত করা হয় এবং বর্জন করা হয় দরিদ্রদিগকে (খতীব তাবরীযী, মিশকাত, ২খ., পৃ. ৯৬১)।

তিনি আরও বলেন, যেই ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করিবে, আল্লাহ তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিবেন। যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহাকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন (হা., দিময়াতী, ছাওয়াবুল আমালিস-সালিহ, পৃ. ৪১১)।

'আমর ইবনুল 'আছ (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। এক পাশে দরিদ্র মুহাজিরগণ গোল হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীতে আগমন করিলেন এবং দরিদ্র মুহাজিরগণের সহিত বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ শোন! তোমরা ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই বাণী শুনিয়া তাহাদিগের শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। আর আমার আফসোস হইল, হায়! আমি যদি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম (সুনানুদ-দারিমী, ২খ., পৃ. ৩৩৯)।

সালমান (রা), বিলাল (রা) ও সুহায়ব (রা) পূর্ববর্তী জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে তাহাদিগের মর্যাদা সম্ভ্রান্ত কুরায়শ সর্দারদের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না বরং আবূ বকর (রা)-এর সমতুল্য প্রভাবশালী ব্যক্তিও যদি তাহাদিগের মনে আঘাত দিতেন তাহা হইলেও তিনি তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতেন এবং তাহাদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, একদা সালমান (রা) ও বিলাল (রা) এক স্থানে বসা ছিলেন। এমন সময় কুরায়শ নেতা আবূ

সুফ্য়ানের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, এখনও সত্যের তরবারি আল্লাহর এই দুশমনদের গর্দানের নাগাল পাইল না। আবূ বকর (রা) এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, কুরায়শ সর্দার সম্পর্কে তোমরা এতবড় কথা বলিয়াছ? রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি এই ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, আবূ বকর! আপনি তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করেন নাই তো? তাহারা যদি অসন্তুষ্ট হন, তবে আল্লাহ তা'আলাও অসন্তুষ্ট হন। এই কথা শুনিয়া আবূ বকর (রা) তৎক্ষণাৎ বিলাল ও সালমান (রা)-এর নিকট গেলেন এবং কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই তো? তাঁহারা জবাব দিলেন 'না, আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম' (ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, ৪খ., পৃ. ২৫২, অধ্যায় ৪২, হাদীছ ২৫০৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থিব দিক অপেক্ষা আত্মিক দিকেরই অধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলিতেন, যদি গোটা ভূপৃষ্ঠ কলুষ আত্মা ধনাঢ্যদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি তাহারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী একজন দরিদ্রের সমতুল্য হইতে পারে না (খতীব তাবরীযী, মিশকাত, ২খ., পৃ. ৬৬৪, হা. ৫৪৩৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে দরিদ্রদের মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। তিনি তাহাদিগের প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন করিতেন যে, সম্পদহীনতার কথা তাহারা ভুলিয়া যাইত। একবার মাত্র সামান্য অসাবধানতাবশত ইসলামের স্বার্থে এই নীতির পরিপন্থী একটি ঘটনা ঘটিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ হইতে এইজন্য সাবধানবাণী নাযিল হয়। ঘটনাটি হইল এইরূপ ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স) কতিপয় কুরায়শ সর্দারের সঙ্গে বসিয়া ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। এই সময় অন্ধ ও দরিদ্র সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে একটি দীনী বিষয়ে আলোচনা শুরু করিলেন। কুরায়শ নেতৃবর্গ ছিল অত্যন্ত অহংকারী। তাহাদের সামনে একজন অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া পড়াতে তাহাদিগের অহমিকাবোধ আহত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) সাময়িকভাবে কুরায়শ নেতৃবর্গের মন রক্ষার্থে আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু আল্লাহর নিকট এই ব্যবহার পসন্দ হইল না। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى. اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى. اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى. فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى. وَهُوَ يَخْشٰى. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى.

"সে ভ্রুকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল। কারণ, তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিয়াছে। তুমি কেমন করিয়া জানিবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত। ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই। অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল আর সে সশংক চিত্ত, তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিলে"

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেন, কুরায়শদের কতিপয় সর্দার রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সুহায়ব (রা), বিলাল (রা), খাব্বাব (রা) ও 'আম্মার (রা) প্রমুখ দরিদ্র সাহাবীগণ বসা ছিলেন। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (উপহাসমূলক সম্বোধন)! আপনার সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কি এই সমস্ত দরিদ্র লোককেই পসন্দ হইল? ইহারাই কি সেই লোক যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছেন? আমাদেরকে কি তাহাদের অনুকরণ করিয়া চলিতে হইবে? আমরা এই শর্তে আপনার মজলিসে উপস্থিত হইতে সম্মত আছি যে, আপনি মজলিস হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে দূরে সরাইয়া দিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রদের মর্যাদা প্রদান প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْئٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْئٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না। তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে। করিলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে" (৬ ঃ ৫২; হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৫৪৫- ৫৪৬)।

মুসলমান দরিদ্রগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাহাদের মর্যাদা অভাবনীয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, দেখ তো, আমার প্রিয় বান্দাগণ কোথায়? ফেরেশতাগণ নিবেদন করিবে, হে আল্লাহ! কাহারা আপনার প্রিয় বান্দা? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিবেন, তাহারা দরিদ্র মুসলমান। যাহা কিছু আমি পৃথিবীতে তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিল। সুতরাং তাহাদের সকলকেই জান্নাতে লইয়া যাও। আদেশ পাওয়ামাত্র ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে সর্বাগ্রে জান্নাতে লইয়া যাইবে। এইদিকে অন্যসব মানুষ তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়ে আবদ্ধ থাকিবে (কীমিয়ায়ে সা'আদাত, ২খ., পৃ. ১৫৪)।

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের সঙ্গে মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সামনে দিয়া এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া তিনি পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সাহাবী উত্তর দিলেন, সম্ভ্রান্ত আমীর শ্রেণীর লোক। আল্লাহর শপথ! তাহার এতটুকু যোগ্যতা আছে যে, সে যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তাহা সাদরে গৃহীত হয়, যদি কোন সুপারিশ করে তবে তাহা কবূল হয়। উত্তর শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে আরেকজন লোককে যাইতে দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ (স) সেই লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সাহাবী উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন দরিদ্র মুহাজির। কোন ভাল ঘরে বিবাহপ্রার্থী হইলে তাহারা বিমুখ হইবে, কোথাও সুপারিশ করিলে কেহ তাহার কথা শুনিবে না। কোন ফরিয়াদ করিলে কেহ তাহার কথায় কান দিবে না। ইহার পর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার সেই আমীর লোকটির

মত মানুষ দ্বারা যদি সমগ্র পৃথিবীও ভরিয়া যায়, তবুও তাহাদের সকলের চেয়ে এই দরিদ্র লোকটি অনেক ভাল (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, পৃ. ১৩৬২, অধ্যায় ১৬, হা. ৬৪৪৭)।

দীন-দুঃখীদের প্রতি মমত্ববোধ

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন দুঃস্থ ও দীন-দুঃখীদের একান্ত আপনজন, দরদী বন্ধু। তিনি তাহাদিগকে মায়া-মমতা ও ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে শুধু ভালবাসিতেন তাহাই নহে, বরং তাহাদের মত হওয়ার কামনা করিতেন এবং অন্যদেরকেও তাহাদেরকে ভালবাসার নির্দেশ দিতেন। তিনি দু'আ করিতেন, "হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্রাবস্থায় জীবিত রাখিও, দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যু দিও এবং দরিদ্রদের সঙ্গে হাশরে একত্র করিও"। 'আইশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এইরূপ দু'আ করিলেন কেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কারণ দরিদ্রগণ ধনীদের ৪০ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হে 'আইশা! গরীবদেরকে কখনও বিমুখ করিবে না। এক টুকরা খুরমা হইলেও তাহাদের দান কর। হে 'আইশা! তুমি দরিদ্র লোকদেরকে ভালবাসিও এবং তাহাদিগকে তোমাদের নিকটবর্তী করিয়া লইও; তাহা হইলে আল্লাহও তোমাকে তাঁহার নিকটবর্তী করিয়া লইবেন (খতীব তাবরীযী, মিশকাত, ৩খ., পৃ. ১৪৪৪, হাদীছ ৫২৪৪)।

একবার কয়েকজন দরিদ্র মুসলমান আসিয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদশালিগণ পরকালের ব্যাপারে আমাদের অগ্রে চলিয়া যাইতেছে। নামায-রোযা আমরা যেইরূপ আদায় করি, তাহারাও সেইরূপই আদায় করে। কিন্তু সাদাকা-খায়রাতের মাধ্যমে যেই নেকী তাহারা সঞ্চয় করিতেছে তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিলেন, এমন পন্থা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব যাহার দ্বারা তোমরা অগ্রে চলিয়া যাইবে এবং পরে আর কেহ তোমাদের মুকাবিলা করিতে পারিবে না। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার করিয়া সুবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়িয়া লও (ইমাম তিরমিযী, আল-জামি', ১খ., পৃ. ৯৪)।

আবদুল্লাহ যুল-বিজাদায়ন (রা) একজন নিতান্ত দরিদ্র সাহাবী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহার উপর নির্যাতন চালাইত। লজ্জা নিবারণের একটি ছেড়া কাপড় ছাড়া তাঁহার আর সব কিছুই তাহারা ছিনাইয়া নিল। তিনি পালাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে চলিয়া আসিলেন। তাবূকে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর ও উমার (রা)-সহ রাতের অন্ধকারে তাঁহার জানাযায় গমন করেন। তিনি স্বয়ং কবরে অবতরণ করিলেন এবং দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! আমি তাহার উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাও (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৫২৭-২৮)।

জনৈক দরিদ্র হাবশী মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতেন। হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে না জানাইয়া তাহাকে দাফন করিলেন। তিনি কয়েক দিন তাহাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মহানবী (স) অভিযোগ করিলেন,

আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, তাহার জানাযার জন্য আপনাকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন মনে করি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) সেই লোকটির কবরস্থানে দাঁড়াইয়া তাহার জন্য দু'আ করিলেন (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ১৩২, হাদীছ ২৫৪)।

দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি

রাসূলুল্লাহ (স) দরিদ্রের প্রতি পরম সহানুভূতিশীল ছিলেন। সর্বদা তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেন। তিনি তাহাদিগকে দান করিতেন, অনদের্যকেও দান করার প্রতি উৎসাহিত করিতেন। বিভিন্নভাবে তিনি তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ করিতেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিশীলতার বর্ণনা দিয়া হযরত খাদীজা (রা) বলেন, আল্লাহ কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত করিবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, ঋণগ্রস্তকে দায়মুক্তকারী, অভাবীর জন্য উপার্জনকারী, অতিথি আপ্যায়নকারী এবং বিপদে মানুষকে সাহায্যকারী (ইমাম বুখারী, আস্-সহীহ, ১খ., পৃ. ১, হা. ৩)।

কাহাকেও দুঃখ-কষ্টে দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাহাদের সু-ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার চেহারায় প্রশান্তির চিহ্ন দেখা যাইত না (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৩, বাব ২০, হাদীছ ১০১৭)।

কোন ব্যক্তি দরিদ্রের উপর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলে তিনি বলিতেন, তোমরা যাহা কিছুর অধিকারী হইয়াছ তাহা মেহনতীদের বদৌলতেই (ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৩খ., পৃ. ৩৩, হাদীছ ২৫৯৪)।

যদি কেহ কোন দরিদ্রকে মন্দ বলিত, তাহা হইলে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন এবং ইহাকে জাহিলী যুগের আচরণ বলিতেন (ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, ৫খ., পৃ. ৩৫৯, হাদীছ ৫১৫৭)।

গরীব-দুঃখী ও নির্যাতিতদের সাহায্য করণার্থে বানূ হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু সংখ্যক সহৃদয় ব্যক্তির মাঝে 'হিলফুল-ফুযূল' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স) খুব গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলিতেন ঃ ইহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য। যদি আমাকে উৎকৃষ্ট জাতের এক শত উটও প্রদান করা হয়, তথাপি আমি তাহাতে সম্মত হইব না এবং এখনও যদি কেহ আমাকে সেই চুক্তির নামে আহবান করে, তবে অবশ্যই আমি উহাতে লাব্বায়ক বলিব (ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা, ১খ., পৃ. ১৩৬; আস-সীরাতুল-হালাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১২৯)।

একটি গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণের পরপরই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। অর্থাভাবের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তখন যায়দ ইব্ন সায়াহ নামক জনৈক ইয়াহূদী হইতে ৮০ দীনার ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেন (আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৪২৫)।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। কতিপয় দরিদ্র আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিল এবং কিছু চাহিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে কিছু দান করিলেন। তাহারা পুনরায় চাহিল, রাসূলুল্লাহ (স) আবার কিছু দিলেন। এইভাবে তিনবার দান করিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাহা কিছু ছিল সব নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন তিনি

বলিলেন, দেখ আমার হাতে যতক্ষণ কিছু থাকিবে আমি কখনও তাহা তোমাদিগকে না দিয়া সঞ্চয় করিব না। তবে মনে রাখিও, যে ব্যক্তি ভিক্ষা চাওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে আল্লাহ তাহাকে তাহা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন। আর যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীলতার জন্য দু'আ করে আল্লাহ তাহাকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া দেন। (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৫৮, বাব ৪২, হাদীছ ১০৫৩; আবূ দাউদ, পৃ. ২৩২)।

একবার একজন দরিদ্র সাহাবী রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করিয়া বসে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়া নিবেদন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো বরবাদ হইয়া গিয়াছি। রোযাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিয়াছি। ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি গোলাম আযাদ করিতে পারিবে? সে উত্তর দিল, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, দুই মাস ক্রমাগত রোযা রাখিতে পার? লোকটি উত্তর দিল, ইহাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াইতে পার? সে বলিল, আমি খেজুর পাইব কোথায়? রাসূলুল্লাহ (স) কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। ইতোমধ্যে কিছু খেজুর আসিলে তিনি সেইগুলি তাহাকে দিয়া বলিলেন, মদীনার দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করিয়া দাও। খেজুর হাতে লইয়া সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনায় আমার চেয়ে দরিদ্র আর কেহ নাই। তাহার এই অকপট সরলতা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, যাও, তবে তোমার পরিবারের লোকদিগকেই বন্টন করিয়া দাও (বুখারী, পৃ. ৩৮২, বাব ২৯, হাদীছ ১৯৩৬)।

অনেক দরিদ্র শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে পানির পাত্র লইয়া উপস্থিত হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, এই পানিতে তাঁহার পবিত্র হাতের স্পর্শ পড়িলেই তাহা বরকতময় হইয়া যাইবে। প্রচণ্ড শীতের দিন সকাল বেলায়ও যদি কেহ পানি লইয়া আসিত, তবুও তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতেন না (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৪৯; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১১৮, বাব ১৯, হাদীছ ২৩২৪)।

একবার জনৈক বেদুঈন আসিয়া দেখিল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে একটি বৃহৎ ছাগলের পাল রহিয়াছে। সে তাহার দরিদ্র্যতার কথা নিবেদন করিলে সঙ্গে সঙ্গে গোটা ছাগলের পালই তিনি তাহাকে দিয়া দিলেন। বেদুঈন তাহার গোত্রে গিয়া প্রচার করিতে লাগিল, তোমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মাদ (স) এমন একজন উদার লোক যে, নিজে দরিদ্র হইয়া যাইবেন এইরূপ ভয় না করিয়াই মুক্তহস্তে দান করিতে থাকেন (রিয়াদুস- সালিহীন, পৃ. ২৬০)।

আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল ফলবান বাগ-বাগিচা। তৃতীয় হিজরীতে মুখায়রীক নামক বানূ নাদীর গোত্রীয় এক ইয়াহূদী মৃত্যুর সময় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সাতটি বাগান রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য ওয়াক্ফ করিয়া যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বাগানগুলির একটিও নিজের জন্য রাখেন নাই, ছিন্নমূল দরিদ্রদের কল্যাণে ওয়াক্ফ করিয়া দেন। শেষ পর্যন্ত বাগানগুলির আয় গরীব মিসকীনদের মধ্যেই বণ্টিত হইত (আল-ইসাবা, ৬খ., পৃ. ৪৬; নং ৭৮৬৭)।

জনৈক দরিদ্র সাহাবী ওলীমার জন্য কিছু সাহায্য চাহিতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়া দিলেন, 'আইশার ঘরে এক টুকরী আটা আছে, উহাই চাহিয়া লও। সাহাবী কথামত আটা লইয়া

চলিয়া গেলেন। কিন্তু খোদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে এই আটা ছাড়া খাওয়ার জন্য আর কিছুই ছিল না (মুসনাদ আহমদ, ৪খ., পৃ. ৫৮)।

মিকদাদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি ও আমার অন্য দুইজন সঙ্গী এত দরিদ্র ছিলাম যে, অভুক্ত থাকিতে থাকিতে শেষ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গেল। আমাদের প্রতিপালনের জন্য অনেকের নিকট নিবেদন করিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আবেদন পেশ করিলাম। নবী করীম (স) আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং তিনটি বক্‌রী দেখাইয়া বলিলেন, এই তিনটি বক্‌রী দোহন করিয়া পান করিতে থাক। এই তিনটি বকরীর দুধ পান করিয়া আমাদের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল (ইবন কাছীর, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৬৬৬)।

হাকীম ইবন হিযাম (রা) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাহিলে তিনি তাঁহাকে কিছু দিলেন। এইভাবে তিনবার চাহিলে তিনবারই তাঁহাকে কিছু দান করিলেন। ইহার পর বলিলেন, দেখ হাকীম! এই অর্থ-সম্পদ সবুজ মিষ্ট জিনিস। যাহারা আত্মনির্ভরতার জন্য তাহা গ্রহণ করে, তাহারা তাহাতে বরকত পায়। আর যাহারা লোভের বশবর্তী হইয়া সম্পদ আহরণে লাগিয়া যায়, তাহারা বরকত হইতে বঞ্চিত হয়। মনে রাখিও, উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। নবী করীম (স)-এর এই উপদেশ তাঁহার মনে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল যে, অবশিষ্ট জীবনে কাহারও কাছে কোন মামুলি বস্তুর জন্যও তিনি হাত বাড়ান নাই (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৪৭, বাব ৩২, হাদীছ ১০৩৫; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২খ., পৃ. ১৩৪, হাদীছ ১১৭৩)।

ধনী-দরিদ্র, আমীর-ফকীর সকলের সাথে তিনি সমান আচরণ করিতেন। আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমার বাড়ীতে তাশরীফ আনিলেন। তিনি খাবার পানি চাহিলে আমি দুধ প্রদান করিলাম। মজলিসের বামে আবূ বকর (রা), মধ্যস্থলে উমার (রা) এবং ডান দিকে জনৈক বেদুঈন বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) দুধপান শেষ করিলে উমার (রা) ইশারা করিয়া বলিলেন যেন অবশিষ্ট দুধটুকু আবূ বকরের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু দুধের পিয়ালা ডান দিকে উপবিষ্ট বেদুঈনের হাতেই দেওয়া হইল (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন- নবী. ২খ., পৃ. ১৯৩)।

মুসলমানদের নিকট হইতে যাকাতের যেই অর্থ সংগৃহীত হইত সেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাধারণ নির্দেশ ছিল, এই সমস্ত অর্থ ধনবানদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া সেই এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহারা যদি তোমার ডাকে সাড়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের কর্তব্য হইবে যাকাত ও সদাকা আদায় করা। এই অর্থ ধনীদের নিকট হইতে লইয়া দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে (সুনানুদ দারা কুতনী, ১খ., পৃ. ১০৪, হা. ২০৩৭)।

জারীর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় ছিন্নমূল একটি গোত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে,

শিশু, যুবক, বৃদ্ধ কাহারও শরীরে কাপড় ছিল না। নগ্ন পদ, ছিন্ন বসন, গলায় একেকটি তরবারি ঝুলানো ছিল। পশুর চামড়া দিয়া কেহ কেহ লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) ইহাদের দুরবস্থা দেখিয়া এইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি অস্থির হইয়া একবার ভিতরে আরেকবার বাহিরে আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। নামাযের সময় ঘনাইয়া আসিলে বিলাল (রা)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। নামাযের পর মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়া সকল সাহাবীকে এই ছিন্নমূলদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন (মুসলিম, ১খ., ৩২৭, ইন্ডিয়া, তা. বি.)।

এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিল এবং কিছু চাহিল। তিনি তাহাকে দান করিলেন এবং বলিলেন ঃ আমি তোমার সঙ্গে সদাচরণ করিয়াছি তো? বেদুঈন বলিল, না, তুমি সদাচরণ কর নাই। সাহাবীগণ তাহার প্রতি রাগ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বারণ করিলেন এবং তাহাকে লইয়া ভেতর বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, ইহার পর আরও বেশী দান করিলেন এবং বলিলেন ঃ আমি তোমার সঙ্গে সদাচরণ করিয়াছি তো? তখন সে বলিল, হাঁ! আল্লাহ তোমাকে ও তোমার পরিজনকে ইহার বিনিময় দান করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে উহা সাহাবীগণের সামনে গিয়া আবার বল যাহাতে তোমার প্রতি তাহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইয়া যায়। বেদুঈন লোকটি তাহাই করিল (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৫২)।

আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন, এক নারী পুরুষদের সাথে নির্লজ্জের মত অশ্লীল কথাবার্তা বলিত। একবার সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) একটি উঁচু জায়গায় বসিয়া 'ছারীদ' (খাদ্য বিশেষ) খাইতেছিলেন। সেই নারী বলিয়া উঠিল, তাহাকে দেখ, গোলামের ন্যায় বসিয়াছে, গোলামের ন্যায় খাইতেছে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার চেয়ে অধিক বেশী দাসত্ব অবলম্বন করিবে আর কে? সে বলিল, সে খাইতেছে, আমাকে খাওয়াইতেছে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমিও খাও। সে বলিল, আমাকে নিজ হাতে দিন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দিলেন। সে বলিল, আপনার মুখ হইতে বাহির করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) মুখ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ফলে তাহার লজ্জা-শরম প্রবল হইয়া গেল। আমরণ সে আর অশ্লীল কথা বলে নাই (হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ৪৫৬)।

তিনি দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির পাশাপাশি অন্যদিগকে তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি তাহার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন ও সংকট নিরসনে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া দিবেন। আর যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি দুঃখ লাঘব করিবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার একটি দুঃখ লাঘব করিয়া দিবেন (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ১২৬)।

আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা কয়েদীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং অসুস্থদের সহিত দেখা-সাক্ষাত কর (মিশকাত, পৃ. ১৬৮, ২৩৯)।

ক্ষুধার্তকে অন্নদানে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, এই মর্মে তিনি ইরশাদ করেন, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে অন্ন চাহিয়াছিলাম, তুমি

তো আমাকে অন্ন দাও নাই। সে বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি তো আমার রব, সারা জাহানের প্রতিপালক। আপনাকে আমি অন্ন দিতাম কি করিয়া? আল্লাহ বলিবেন, আমার এক বান্দা ক্ষুধার্ত হইয়া তোমর কাছে অন্ন চাহিয়াছিল। তাহাকে অন্ন দান করিলে সেইখানেই আমাকে পাইতে। অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, হে আদম সন্তান! আমি তৃষ্ণাকাতর হইয়া পানি চাহিয়াছিলাম, তুমি তো আমাকে পানি দাও নাই। বান্দা বলিবে, হে আমার প্রভু! আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। আমি আপনাকে পানি পান করাইতাম কীভাবে? আল্লাহ বলিবেন, আমার এক বান্দা তৃষ্ণার্ত হইয়া তোমার কাছে পানি চাহিয়াছিল। তাহাকে পানি পান করাইলে সেইখানে আমাকে পাইতে (সহীহ মুসলিম; ছাওয়াবু আমালিস-সালিহ, পৃ. ৪১৫, হাদীছ ১৬৩৫; মা'আরিফুল-হাদীছ, ৬খ., পৃ. ১১০)।

তিনি ইরশাদ করেন, 'ভিক্ষুককে দাও, যদিও সে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া আসে" (খাতীব তাবরীযী, মিশকাত, ২খ., পৃ. ৯০১, হাদীছ ২৯৮৮)। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছু চাওয়া হইয়াছে আর তিনি দেন নাই এইরূপ কখনও ঘটে নাই (নূরুল-ইয়াকীন, পৃ. ৩১২)।

দানের প্রতি উৎসাহিত করিয়া তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা মনে রাখিও, যেই ব্যক্তি দান করে তাহাতে তাহার সম্পদ কমে না। যেই ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করা হয় সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহা হইলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাহাকে সম্মানিত করিবেন। আর যেই ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার পথ খুলিয়া দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য দারিদ্র্যের পথ খুলিয়া দিবেন। তিনি আরও বলেন, রুটির একটি টুকরা দিয়া হইলেও জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচিতে চেষ্টা কর (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ২৫৯, ২৬১)।

দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল রাসূলুল্লাহ (স) একদিকে বিত্তবানদিগকে আহবান করিয়াছেন তাহাদের অসহায় দরিদ্র ভাইদের প্রতি অনুগ্রহের হাত সম্প্রসারিত করিতে, অন্যদিকে দরিদ্রদিগকে নিষ্কর্মা বসিয়া থাকা ও ধনীদের অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল থাকিবার পরিবর্তে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, তোমাদের কেহ রশি হাতে পাহাড়ে গিয়া কাঠ কাটিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিবে আর সেই ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জীবিকা দান করিবেন ইহা মানুষের সামনে হস্ত প্রসারিত করার চেয়ে অনেক উত্তম (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৫০, হাদীছ ১০৪২, বাব ৩৫)।

তিনি আরও বলেন, নিজ হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাবার আর নাই (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ১৯৮)। তিনি আরও বলেন, ঐ জীবিকাই সর্বোৎকৃষ্ট যাহা মানুষ স্বহস্তে উপার্জন করে। আল্লাহর নবী দাঊদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করিতেন (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ২৫৮)।

শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, শ্রমিকের শরীরের ঘর্ম শুকাইবার পূর্বেই তোমরা তাহাকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া দাও (ইব্ন মাজা; মিশকাত, ২খ., পৃ. ৯০০, হাদীছ ২৯৮৭)। হাদীছে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হইয়া দাঁড়াইব, আর আমি যাহার বিরুদ্ধে যাই তাহাকে

পরাজিত করিয়াই ছাড়ি। আমি যেই তিনজনের বিরুদ্ধে বাদী হইব তাহাদের একজন হইল সেই ব্যক্তি, যে শ্রমিকের নিকট হইতে পূর্ণভাবে শ্রম আদায় করিয়া লইয়াছে অথচ পারিশ্রমিক পরিশোধ করে নাই।

ভিক্ষাবৃত্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অসহনীয় ঘৃণ্য বিষয়। এইজন্য কেহ ভিক্ষা করিতে নামিলে তিনি তাহাকে বারণ করিতেন, বর্ণনা করিতেন ইহার অশুভ পরিণামের কথা। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করিবে যে, তাহার চেহারায় এক টুকরা গোশতও অবশিষ্ট থাকিবে না (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৪৯, বাব ৩৫, হাদীছ ১০৪০)।

অন্যত্র তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি আমার সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবে যে, সে কোন দিন ভিক্ষাবৃত্তিতে নামিবে না, তাহার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করিলাম (ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ১খ., পৃ. ২৩২)।

রাসূলুল্লাহ (স) কখনও ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। একবার জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াও কেন? তোমার কি কোন সম্বল নাই ? লোকটি বলিল, একটি পানি পান করার লোটা এবং গায়ে দেওয়ার মত একটি কম্বল আছে। নবী করীম (স) বলিলেন, তাহাই লইয়া আস। লোকটি তাহা লইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই নিলামে তুলিয়া দুই দিরহামের বিনিময়ে তাহা বিক্রয় করিয়া দিলেন। এক দিরহাম দিয়া একটি কুঠার ক্রয় করিয়া নিজেই ইহার একটি হাতল লাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, যাও! জঙ্গলে গিয়া কাঠ কাটিয়া জীবন পরিচালনা কর। মনে রাখিও, পনর দিনের মধ্যে যেন আমি তোমার দেখা না পাই। কিছুদিন পর দেখা গেল উক্ত লোকটির উন্নতি হইয়াছে। সে সুন্দর কাপড় পরিয়া নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অপরের সামনে ভিক্ষার হাত সম্প্রসারিত করিয়া কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়ার পরিবর্তে ইহাই তোমার জন্য উত্তম পথ (আবূ দাঊদ, ১খ., পৃ. ২৩২)।

গনীমত হিসাবে দাস-দাসী আসিলে তিনি তাহাদের উপর নিজ আত্মীয়-স্বজন, এমনকি স্নেহময়ী কন্যা ফাতিমা (রা)-এর তুলনায় দরিদ্রদের অধিকার অধিক মনে করিতেন (ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ৪খ., পৃ. ৩১৮, হা. ৫০৬৬)।

তিনি দরিদ্রদের প্রতি এতই সহানুভূতিশীল ছিলেন যে, কেহ কিছু সওয়াল করিলে তাহাকে কিছু না কিছু অবশ্যই দিতেন। হাতের কাছে না থাকিলে পরে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করিতেন। ইহার ফলে লোকজন এমন ভয়-লেশশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, একদা নামাযে দাঁড়ানোর সময় জনৈক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাদর জড়াইয়া ধরিল। সে বলিতে লাগিল, আমার আরও একটি প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে, পরে হয়ত ভুলিয়া যাইব, তাই এক্ষণই আসিয়া পূরণ করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সঙ্গে চলিয়া গেলেন এবং তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া আসিয়া নামায পড়িলেন (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৮৪)।

দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে তিনি আনন্দ পাইতেন। একদা এক ব্যক্তি কিছু প্রার্থনা করিল। এই সময় তাঁহার হাতে কিছুই ছিল না। তিনি বলিলেন, আমার হাতে তো কিছু নাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে আস। উমর (রা) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার হাতে যখন কিছুই নাই তখন এই লোকের কোন দায়-দায়িত্ব তো আপনার উপর বর্তায় না। সঙ্গে অন্য একজন সাহাবীও ছিলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিশঙ্ক চিত্তে দিয়া যাইতে থাকুন। আরশের মালিক আল্লাহ কখনও আপনাকে পরমুখাপেক্ষী করিবেন না। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্র চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল (নূরুল-ইয়াকীন, পৃ. ৩১৩; ইমাম তিরমিযী, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, পৃ. ১৮৬, টীকা ৩০৫)।

ক্রীতদাসদের প্রতি মমত্ববোধ

দাস-দাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। বিশ্ব ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম ক্রীতদাসদিগকে তাহাদের বৈধ ও মৌলিক অধিকার প্রদানের জন্য নানাবিধ বাস্তব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে দাসমুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। যেমন কেহ পবিত্র রমাযান মাসে স্ত্রী-সহবাস করিলে কিংবা ভুলবশত কাহাকেও হত্যা করিলে অথবা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া ভঙ্গ করিলে ইহার কাফফারাসমূহের একটি হইল দাসমুক্ত করা (৪ ঃ ৯২; ৫ ঃ ৮৯)।

এমনিভাবে তিনি দাসমুক্তির ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করিয়াছেন, বর্ণনা করিয়াছেন দাসমুক্তির অনেক ফযীলত। তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন গোলাম আযাদ করিল আল্লাহ তা'আলা আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিবেন, এমনকি গোলামের গোপনাঙ্গের বিনিময়ে তাহার গোপনাঙ্গকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিবেন (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ৫১৭)।

বারা'আ (রা) বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিয়া বলিলেন, আমাকে এমন কাজের কথা বলিয়া দিন যাহা জান্নাতকে নিকটবর্তী করিবে, আর জাহান্নামকে করিবে দূরে। তিনি ইরশাদ করিলেন, দাসমুক্ত কর এবং দাসমুক্তিতে সহযোগিতা কর (ইমাম দারাকুতনী, আস-সুনান, ১খ., পৃ. ১০৩, বাব ২০, হাদীছ ২০৩৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) দাসদিগকে নিজেদেরই সমতুল্য মানুষ মনে করিতেন এবং তাহাদের মানবিক অধিকার রক্ষার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। মাসরূক ইব্ন মু'আয়্যিদ (র) বর্ণনা করেন, আমি একবার আবূ যার গিফারী (রা)-কে দেখিলাম, তাঁহার শরীরে যেই পোশাক তাঁহার দাসের শরীরেও সেই পোশাক। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এক ব্যক্তিকে বকাঝকা করিয়াছিলেন। ইহাতে রাসূল (স) বলিলেন, এখনও তোমার মধ্যে মূর্খ যুগের অহমিকা বিদ্যমান। দেখ, ইহারা তোমাদেরই ভাই, তোমাদেরই সহযোগী। মহান আল্লাহ্ তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা যাহা আহার করিবে তাহাদিগকে তাহাই আহার করাইবে। যাহা পরিবে, অহাই

পরাইবে। আর তাহাদেরকে এমন কাজ দিবে না যাহা তাহারা করিতে পারিবে না। যদি দাও তাহা হইলে তাহাদেরকে সাহায্য করিবে (ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, ৩খ., পৃ., ১৩৮, বাব ১০, হাদীছ ১৬৬১)।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, ক্রীতদাসকে তাহার পানাহার দাও, পরিধেয় বস্ত্র দাও এবং তাহাকে সাধ্যাতীত কাজে বাধ্য করিও না (মা'আরিফুল-হাদীছ, ৬খ., পৃ. ১১৪)।

জীবনের সর্বশেষ ওসিয়াতেও রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের অধিকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করিতে ভুলেন নাই। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর শেষ কথা ছিল, সালাতের পাবন্দী কর এবং ক্রীতদাসদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর (আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ৭০১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মালিকানায় কোন দাস-দাসী আসিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহারা নবী করীম (স)-এর সহানুভূতির বন্ধন হইতে কোন কালেই মুক্ত হইতে চাহিত না। মাতা-পিতার স্নেহ এবং আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা উপেক্ষা করিয়া তাহারা আজীবন এই মহান দরবারের দাসত্ব করিয়াই কাটাইয়া দিত। তিনি নিজ ক্রীতদাস যায়দ (রা)-কে মুক্তি দিয়া দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। যায়দের পিতা তাহাকে লইয়া যাইতে আসিলে দরবারে রিসালাতের মমতার বন্ধনের কাছে পিতৃস্নেহের দাবি হার মানিল। যায়দ (রা) বাকি জীবন এই দরবারেই থাকিয়া গেলেন।

তিনি যায়দ পুত্র উসামাকে এত অধিক ভালবাসিতেন যে, কোন স্বজনের প্রতিও অনুরূপ ভালবাসা পরিলক্ষিত হইত না। এক উরুতে উসামাকে ও অন্য উরুতে হাসান (রা)-কে বসাইয়া বলিতেন, হে আল্লাহ! আমি তাহাদিগকে যেমন ভালবাসি, অনুরূপ তুমিও ভালবাসিও (বুখারী, ৪খ., পৃ. ১১৫)। একবার কয়েক ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে সুপারিশের প্রয়োজন হইলে উসামা (রা) অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট অধিক প্রিয় আর কাহাকেও তাহারা ধারণা করিল না (ইমাম তিরমিযী, আল-জামি', ৪খ., পৃ. ৩৭, হা. ১৪৩০)।

সাহাবীগণ তাঁহাকে হিব্বুর-রাসূল (রাসূলের স্নেহভাজন) আখ্যা দিতেন। তাঁহাকে তিনি এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, নিজ হাতে তাহার নাক পর্যন্ত পরিষ্কার করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, উসামা যদি মেয়ে হইত তবে আমি তাহাকে অলঙ্কার তৈরি করিয়া দিতাম। তিনি আরও বলিতেন, হে 'আইশা! আমি তাহাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমিও তাহাকে ভালবাসিও (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২২২)।

দাস-দাসীদের কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি এত অধিক যত্নবান ছিলেন যে, তাহাদিগকে গোলাম নামে অভিহিত করা তিনি কখনও পসন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, তোমাদের কেহ যেন স্বীয় দাস-দাসীকে আমার গোলাম, আমার দাসী বলিয়া উল্লেখ না করে। অনুরূপ ক্রীতদাসও যেন তাহার মালিককে আমার প্রভু না বলে; বরং মনিব বলিবে, আমার পুত্র (ইবনী) বা কন্যা (বিনতী) এবং ক্রীতদাস বলিবে, আমার নেতা (আবূ দাঊদ, ৪খ., পৃ. ২৯৬, হাদীছ ৪৯৭৫)।

কা'ব ইব্‌ন 'উযরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, দাস-দাসীরা তোমাদের থালা-বাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহাদিগকে মারধর করিও না। কারণ পাত্রেরও মেয়াদ আছে তোমাদের ন্যায় (মা'আরিফুল হাদীছ, ৬খ., পৃ. ১১৯)।

তিনি বলিতেন, যেই ব্যক্তি তাহার দাস-দাসীকে থাপ্পড় মারে কিংবা অন্য কোনরূপ প্রহার করে, তাহার এইরূপ আচরণের প্রতিকার হইল সেই দাস-দাসীকে মুক্তি প্রদান (মুসলিম, ৩খ., বাব ৮, হাদীছ ১৬৫৭; আবূ দাঊদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৪, হাদীছ ৫১৬৬)।

যদি তিনি জানিতে পারিতেন যে, কোন ব্যক্তি তাহার দাসকে প্রহার করিয়াছে, তবে তিনি তাহাকে উপদেশ দিতেন সে যেন দাসটিকে মুক্তি দিয়া দেয় (জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ১১৪, বাব ১৪, হাদীছ ১৫৪২)।

নিঃস্ব ইয়াতীম ও অসহায় বিধবার প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাহাদের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকিতেন, অন্যদিগকেও ইহার প্রতি উৎসাহিত করিতেন এবং উল্লেখ করিতেন তাহাদের পরিচর্যাকারীদের অনেক ফযীলত। তিনি বলেন, যে কেহ কোন বিধবা ও মিসকীনের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত কিংবা ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে দিনে রোযা রাখে এবং সারা রাত ইবাদতে কাটায় (ইমাম তিরমিযী, আল-জামি', ৪খ., পৃ. ৩৪৬, হাদীছ ১৯৬৯)।

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার দুইটি আঙ্গুল উচুঁ করিয়া বলেন, আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক বেহেশতের মধ্যে এইভাবে থাকিব। অর্থাৎ এই আঙ্গুল দুইটির অবস্থান যেমন একেবারে কাছাকাছি, আমার ও ইয়াতীমের অভিভাবকের অবস্থানও হইবে ঠিক তেমনি কাছাকাছি (ইমাম তিরমিযী, আল-জামি, ৪খ., পৃ. ৩২১, হাদীছ ১৯১৮)।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ হইল যেখানে একজন ইয়াতীম বসবাস করে এবং তাহার সাথে সদাচরণ করা হয়। আর সর্বনিকৃষ্ট গৃহ ঐটি যেখানে কোন ইয়াতীম বসবাস করে এবং তাহার সাথে অসদাচরণ করা হয়। আর সর্বনিকৃষ্ট গৃহ হইল যেখানে কোন ইয়াতীম বাস করে কিন্তু তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করা হয় (মা'আরিফুল হাদীছ, ৬খ., পৃ. ১০৮)।

আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যেই ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাইবে, তাহার হাতের নীচের প্রতিটি চুলের পরিবর্তে সে অসংখ্য নেকী পাইবে। আর যেই ব্যক্তি তাহার নিকট প্রতিপালিত কোন ইয়াতীম মেয়ে অথবা ছেলের সাথে সদ্ব্যবহার করিবে, আমি ও সে জান্নাতে এইভাবে থাকিব, এই বলিয়া তিনি নিজের দুইটি আঙ্গুল একত্রে মিলাইলেন (ছাওয়াবুল আমালিস সালিহ, পৃ. ৪০৭, হা. ১৬০০)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট আসিয়া নিজের পাষাণ হৃদয় হওয়ার অভিযোগ পেশ করিল। তিনি বলিলেন, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং অসহায় মিসকীনকে খাবার দাও (প্রাগুক্ত, হা. ১৬০১)। অন্যত্র তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি

মুসলমানদের কোন ইয়াতীমকে তাহার পানাহারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে, অনন্তর সে অভাবমুক্ত হয়, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইবে (সাওয়াবুল 'আমালিস সালিহ, পৃ. ৪০৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াতীম ছিলেন, ইয়াতীমদের দুঃখ-বেদনা বুঝিতেন সহজে, অনুভব করিতেন হৃদয় দিয়া। আল্লাহ তা'আলাও ইয়াতীম-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى. وَوَجَدَكَ ضَاۤلاً فَهَدٰى. وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى. فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই, আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই? তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন। সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও" (৯৩ ঃ ৬-১১)।

রাসূলুল্লাহ (স) এই আয়াতের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করিয়াছেন। বশীর ইব্ন আকরাবা আল-জুহানী (রা) বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (স)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পিতার কি অবস্থা? তিনি উত্তর দিলেন, সে তো শহীদ হইয়াছে। তাহা শুনিয়া আমি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। তখন স্বস্নেহে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ধরিলেন, আমার মাথায় তাঁহার কোমল হাত বুলাইলেন, তুলিয়া লইলেন স্বীয় বাহনে এবং বলিলেন, আমি তোমার পিতা, আ'ইশা তোমার মাতা, ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? প্রিয় নবী (স)-এর এই স্নেহাচরণে বিমোহিত হইল ইয়াতীম, ভুলিয়া গেল পিতৃ বিয়োগের সকল যাতনা (হায়াতুস সাহাবা, ২খ., পৃ. ৪৯০)।

রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াতীম মিসকীনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাহাদের পরিচর্যা করিতেন। মূলত ইয়াতীমের পরিচর্যা করা, ভালবাসার পরশে তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া ঈমানের অঙ্গ এবং তাহাদিগকে বিমুখ করা, তাড়াইয়া দেওয়া কুফরীর নামান্তর। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.

"তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে বিচারের দীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না" (১০৭ ঃ ১-৩)।

ইয়াতীম-মিসকীনের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবন ছিল আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

"যাহারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। তাহারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে" (৪ঃ ১০)।

আল্লাহ তা'আলার এই ঘোষণা রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কর্মজীবনে বাস্তবায়িত করিতে যাইয়া সবাইকে নির্দেশ করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকর বিষয় হইতে বিরত থাক ঃ ১. আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা; ২. যাদু করা; ৩. অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব হত্যা করা; ৪. সূদ খাওয়া; ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; ৬. জিহাদ হইতে পালাইয়া যাওয়া; ৭. সতী-সাধ্বী মুসলিম নারীর উপর ব্যভিচারের দোষারোপ করা (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ৬১৮, হাদীছ ১৬১২)।

রাসূলুল্লাহ (স) গনীমতের মালেও নির্দিষ্ট করিয়াছেন ইয়াতীমের অংশ। গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের চার-পঞ্চমাংশ তিনি বণ্টন করিতেন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের এবং অবশিষ্টাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল-মাল বা জাতীয় ধনভাণ্ডারের মাধ্যমে মাতৃ-পিতৃহীন নাবালক-মিসকীন, অসহায় পথিক এবং আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিতেন। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

"আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের" (৮ঃ ৪১)।

তিনি ইয়াতীমদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল ছিলেন যে, তাহাদিগকে নিজ কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। একবার কোন এক যুদ্ধের পর ফাতিমা (রা) ও যুবায়র (রা)-এর কন্যাগণ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অভাব ও দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া যুদ্ধলব্ধ বাঁদীদের মধ্য হইতে দুই-একটি তাহাদিগকে দেওয়ার জন্য আবেদন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এই বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন যে, বদরের ইয়াতীমগণ তোমাদের পূর্বেই আবেদন করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের দাবি তোমাদের তুলনায় অগ্রগণ্য (ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ৪খ., পৃ. ৩১৮, হা. ৫০৬৬)।

অসহায় বিধবার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। তিনি তাহাদের কাজ করিয়া দিতেন। বিধবাদের প্রতি তাঁহার কি পরিমাণ সহানুভূতি ছিল তাহা উপলব্ধি করা যায় তাহাদের সার্বিক উন্নয়নে তাঁহার কর্মপন্থা হইতে। তৎকালীন আরবের লোকেরা বিধবাদিগকে বিবাহ করা পসন্দ করিত না, বরং তাহাদিগকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে বঞ্চিত রাখিত। এই সামাজিক অবিচার ও কুপ্রথা নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) শুধু অন্যকেই বিধবা বিবাহে উৎসাহ প্রদান করেন নাই, বরং তিনি নিজেও একমাত্র 'আইশা (রা) ব্যতীত আর সকল বিবাহ বিধবা স্ত্রীলোকদিগকেই করিয়াছেন। এইভাবে তিনি বিধবাদের নৈতিক ও সামাজিক

অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন (আল-ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৪৩৭; মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মদ (স), পৃ. ৩৬৮)।

অধীনস্থদের প্রতি সদাচার

অধীনস্থ কর্মচারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহানুভূতি ছিল সীমাহীন। তিনি তাহাদের সঙ্গে আহার করিতেন এবং আটার খামির তৈরি করিয়া দিতেন (আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৬৬)। তিনি তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি বলেন, তোমাদের কাহারও খাদেম যখন খাবার তৈরি করিয়া লইয়া আসে, তখন সে যেন তাহাকে সঙ্গে বসায় এবং খাইতে দেয়। আর যদি খাবার কম হয়, তাহা হইলে এক লোকমা দুই লোকমা হইলে এক দুই গ্রাস যেন তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। কারণ সে এই খাবার রান্না করিতে গিয়া আগুনের ধোঁয়ার জ্বালা সহ্য করিয়াছে (মুসলিম, ৩খ., পৃ. ১৩৯, বাব ১০, হা. ১৬৬৩)।

কর্মচারীর প্রতি তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। আনাস (রা) বলেন, আমি দশ বৎসর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমত করিয়াছি। তিনি কখনও আমাকে উফ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। আমি কোন কাজ করিলে বলেন নাই—কেন তুমি করিলে। আর কোন কাজ না করিলে বলেন নাই, কেন তুমি করিলে না। উপরন্তু তিনি দু'আ করিয়াছেন, হে আল্লাহ! তাহার সম্পদ ও সন্তান বাড়াইয়া দাও এবং যাহা তুমি তাহাকে দিয়াছ তাহাতে বরকত দাও (ইমাম তিরমিযী, মুতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাঃ, পৃ. ১৮১, বাব ৪৮, হাদীছ ২৯৬; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৪৭)। 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে কোন কর্মচারীকে প্রহার করেন নাই (সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১১৯, বাব ২০, হাদীছ, ২৩২৮)।

দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহানুভূতি

সুখে-দুঃখে সর্বাধিক নিকটের মানুষ হইল প্রতিবেশী। জীবনের নানা পর্যায়ে তাহাদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা ব্যতীত স্বাচ্ছন্দে জীবন চলা কষ্টকর। দরিদ্র হইলে তো কোন কথাই নাই। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সেই ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনে নাই, যে নিজে আহারে পরিতৃপ্ত এবং তাহার পাশে তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অথচ সে তাহা জানে (মা'আরিফুল-হাদীছ, ৬খ., পৃ. ৯৫)।

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যদি তুমি ফল ক্রয় কর তাহা হইলে উহা হইতে প্রতিবেশীর ঘরে হাদিয়া পাঠাও, অন্যথা চুপিসারে ঘরে ঢুকাও, তাহা লইয়া তোমার সন্তান যেন বাহিরে না আসে। কেননা ইহাতে তাহার (প্রতিবেশীর) সন্তান কষ্ট পাইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮)।

আবূ যর গিফারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি যখন তরকারী রান্না করিবে, তাহার ঝোল বাড়াইয়া দাও এবং উহা হইতে প্রতিবেশীকে কিছু হাদিয়া পাঠাও (রিয়াদুস-সালিহীন, পৃ. ১৫২, হা. ৩০২)।

তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী অসুস্থ হইলে তাহার দেখাশুনা করিবে, সে ইন্তিকাল করিলে জানাযায় শরীক হইবে, ঋণ চাহিলে ঋণ দিবে, অসহায় হইয়া পড়িলে সাহায্য করিবে, বিপদে পড়িলে সান্ত্বনা দিবে। স্বীয় ঘর তাহার চাইতে উঁচু করিবে না যাহাতে তাহার বাতাস বন্ধ হইয়া যায়। তরকারী পাকাইলে তাহাকে কিছু দিবে। অন্যথা তাহার ঘরে কিছু না থাকার কারণে তোমার তরকারীর গন্ধে সে শোকাহত হইবে (মা'আরিফুল-হাদীছ, ৬খ., পৃ. ৯২)।

ঋণগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি

রাসূলুল্লাহ (স) ঋণগ্রস্তের প্রতি পরম সহানুভূতিশীল ছিলেন। কখনও ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করিতেন। কাবীসা নামক জনৈক সাহাবী ঋণভারে জর্জরিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং কিছু সাহায্য চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ঋণমুক্ত করিবার আশ্বাস দিয়া বলিলেন, দেখ কাবীসা! সওয়াল করা শুধু তিন ধরনের লোকের জন্যই জায়েয ঃ ১. যদি কেহ ঋণের ভারে জর্জরিত হইয়া পড়ে, তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য। তবে ঋণের দায়মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তাহাকে বিরত হইতে হইবে; ২. হঠাৎ আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য; ৩. ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। এই তিন ধরনের লোক ব্যতীত যদি কেহ অন্যের নিকট হাত পাতিয়া গ্রহণ করে তবে সে হারাম খায় (মুসলিম, ২খ., পৃ. ১৫১, বাব ৩৬, হা. ১০৪৪)।

কখনও ঋণগ্রস্তকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ঋণদাতার নিকট তিনি সুপারিশ করিতেন। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, মদীনার এক ইয়াহূদীর নিকট হইতে আমি মাঝে-মধ্যে ঋণ গ্রহণ করিতাম। এক বছর খেজুরের ফলন না হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না। বৎসর ঘুরিয়া আবার বসন্ত কাল আসিল। এইবারও খেজুরের ফলন ভাল হইল না। আমি পরবর্তী ফসল পর্যন্ত সময় চাহিলে ইয়াহূদী কিছুতেই রাজী হইল না। সে উপর্যুপরি তাকীদ দিতে লাগিল। আমি বিষয়টি নবী করীম (স)-এর নিকট জানাইলাম। পূর্বাপর ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকজন সাহাবী লইয়া সেই ইয়াহূদীর বাড়িতে চলিয়া গেলেন এবং তাহাকে বারবার বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইয়াহূদী কোন অবস্থাতেই সময় দিতে রাজী হইলনা। সে বলিতে লাগিল, আবুল কাসেম! আপনি যত অনুরোধই করুন না কেন আমি কিছুতেই সময় দিবনা। রাসূলুল্লাহ (স) উঠিয়া খেজুরের বাগানের দিকে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ ঘুরাফেরা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইয়াহূদীর মন নরম হইল না। তাই তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে হুকুম দিলেন, বারান্দায় বিছানা কর। বিছানা করা হইলে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ইহার পর পুনরায় ইয়াহূদীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন বাগানে আসিয়া ছায়ার নীচে দাঁড়াইলেন এবং খেজুর তুলিতে নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বরকতে সবগুলি কাঁদি কাটিয়া নামানোর পর দেখা গেল, এত বেশী খেজুর নামিয়াছে যে, ইয়াহূদীর ঋণ পরিশোধ করিয়াও যথেষ্ট পরিমাণ খেজুর রহিয়া গিয়াছে (বুখারী, পৃ. ৫১৭, বাব ২১,

রাসূলুল্লাহ (স) রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যেককে স্ব স্ব অধিকার প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 'মদীনা সনদ'। ইহার একটি ধারা ছিল ঋণগ্রস্তের সহায়তার ব্যাপারে। তাহা হইল—"ঈমানদারগণ নিজেদের মধ্যকার ঋণভারে জর্জরিত কোনও ব্যক্তিকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবে না, বরং মুক্তিপণ, রক্তপণ ও জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে যথারীতি সহায়তা করিবে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৭৪)।

ঋণ প্রদানের ব্যাপারে তিনি অন্যদেরকে উৎসাহিত করিতেন এবং বর্ণনা করিতেন ঋণ প্রদানের ফযীলত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً.

"কে সে যে আল্লাহকে করযে হাসানা (যেই ঋণ নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয়) প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন" (২ ঃ ২৪৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রতিটি করযই একটি দানবিশেষ (ছওয়াবুল-আ'মালিস সালিহ, পৃ. ১৮১, হা. ৭৩২)।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মি'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতের দরজায় এই কথাটি লেখা দেখিয়াছি, "দানের ছওয়াব দশ গুণ, আর করয প্রদানের ছওয়াব আঠার গুণ" (প্রাগুক্ত, হা. ৭৩৩)।

কেহ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে তাহার ঋণ পরিশোধের যিম্মাদারি গ্রহণ করিতেন। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহার ওয়ারিছদের আর তাহার ঋণের যিম্মাদার আমি (রাহমাতুল লিল, 'আলামীন ১খ., পৃ. ২৬৬)। এইভাবে ঋণগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তিনি সর্বকালের জন্য অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

দরিদ্র শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতি

সাহাবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভাবগ্রস্ত ও অসহায় ছিলেন আসহাবে সুফ্ফা। সুফ্ফা অর্থ চাতাল বা চবুতরা। আর যেই সমস্ত ধর্মশিক্ষার্থী মসজিদে নববী সংলগ্ন এই চবুতরায় থাকিয়া ধর্মশিক্ষা করিতেন, তাহাদিগকে 'আস্হাবুস সুফ্ফা' বলা হয়। এই শিক্ষার্থিগণ ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। ইঁহাদের অনেকেরই একাধিক বস্ত্র ছিল না। একখানা চাদর গলা হইতে হাটুর নিম্ন পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিতেন। তাঁহারা অনাহারে এত দুর্বল হইয়া পড়িতেন যে, অনেক সময় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারিতেন না এবং পড়িয়া যাইতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁহার নিকট যখন সাদাকার খাবার আসিত, তিনি সম্পূর্ণভাবে তাহা আসহাবে সুফফার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। যখন দাওয়াত বা ওলীমার খাবার আসিত তখন তাহাদিগকে ডাকিয়া একই সঙ্গে আহার করিতেন। কখনও নিজ পরিবার- পরিজনের অসুবিধা সত্ত্বেও ইঁহাদের সেবাকে অগ্রাধিকার দিতেন। একদা নবী-কন্যা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আব্বাজান ! যাঁতা পিষিতে পিষিতে আমার হাতে ফোসকা পড়িয়া গিয়াছে। আপনি একটি বাঁদী আমার জন্য রাখিয়া দিন। কন্যার এই নিবেদনের উত্তরে

রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ফাতিমা ! আসহাবে সুফফা অন্নাভাবে মরিয়া যাইবে আর আমি তোমাকে বাঁদী দিব, ইহা কি সঙ্গত হইবে ? (যুরকানী, ১খ., পৃ. ৪৩০, আসহাবুস সুফফা অধ্যায়; মিশকাত, পৃ. ৪৪৭, বাব ফাদলিল ফুকারা; সীরাতুল-মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৪৬৩-৬৭)।

একদা 'আলী (রা) কোন কিছুর জন্য আবেদন করিলে তিনি বলিলেন, তোমাকে কিছু দিব আর আসহাবে সুফফার ছিন্নমূল শিক্ষার্থীরা ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করিয়া বেড়াইবে, তাহা হইতে পারে না (মুসনাদে, আহমদ ১খ., পৃ. ৭৯)।

আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য আবূ হুরায়রা (রা)। তিনি তাঁহার সেই কৃচ্ছ্রতার স্মৃতিচারণ করিতে যাইয়া বর্ণনা করেন, আমি একদিন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া রাস্তার এক পাশে বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় আবূ বকর (রা)-কে যাইতে দেখিয়া আমার অবস্থার কথা পরোক্ষভাবে বুঝাইবার জন্য আমি তাঁহার নিকট কুরআন শরীফের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না, সোজা চলিয়া গেলেন। ইহার পর ওমর (রা)-কে দেখিলাম। তাহার সঙ্গেও ঠিক একই ব্যাপার হইল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে আসিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে চল। বাড়ি পৌঁছিয়া দুধ ভর্তি একটি পাত্র দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল ইহা হাদিয়ার দুধ। আমাকে নির্দেশ দিলেন, আসহাবে সুফফার সবাইকে ডাকিয়া লইয়া আস। আমরা সবাই সমবেত হইলে দুধের পাত্রটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আমি বন্টন করিয়া অবশেষে তৃপ্তিসহকারে পান করিলাম (বুখারী, পৃ. ১৩৬২, বাব ১৭, হাদীছ ৬৪৫২)।

দরিদ্রের বন্ধু রাসূলুল্লাহ (স)-এর অফুরন্ত সহানুভূতির ফলে উঠিয়া গিয়াছিল ধনী-দরিদ্র, মালিক-শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার মধ্যকার অসম ব্যবধান। নিঃস্ব ইয়াতীম ও অসহায় বিধবা পাইয়াছিল তাহাদের আশ্রয়ের ঠিকানা। নির্যাতিত দাস-দাসিগণ লাভ করিয়াছিল স্বাধীনতার সহজ পথ। ঋণের কষাঘাত হইতে মুক্ত হইয়া ছিল ঋণগ্রস্ত। দরিদ্র শিক্ষার্থিগণ লাভ করিয়াছিল জ্ঞানাহরণের সুবর্ণ সুযোগ। এইভাবে লাঞ্ছিত অবহেলিত দরিদ্র শ্রেণী পাইয়াছিল তাহাদের যথার্থ অধিকার। ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা সমৃদ্ধির পথে, গড়িয়া উঠিয়াছিল বৈষম্যমুক্ত একটি জান্নাতী পরিবেশ ও আদর্শ সমাজ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা.; (২) ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, রিয়াদ, ১ম সং. ১৯৯৭ খৃ., বাব ১৬, ১৭, ২৯, পৃ. ৩৮২, ১৩৬২, হাদীছ নং ৬৪৪৭, ৬৪৫২, ৬৪৪৯; (৩) ইমাম মুসলিম, আস্-সহীহ, কায়রো, ১ম সং., ১৯৯৭ খৃ., ৪খ., বাব ১৯, ২০, ৪২, পৃ. ১১৮, ১১৯, ২৫২, হাদীছ নং ২৩২৪, ২৩২৮, ২৫০৪, ২খ., বাব ৩২, ৩৫, পৃ. ১৪৭, ১৫০, হাদীছ নং ১০৩৫, ১০৪২, ৩খ., বাবা ৮, ১০, হাদীছ নং ১৬৫৭, ১৬৬৩; (৪) ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, কায়রো, তা.বি., ৩খ., পৃ. ৭৪, হাদীছ নং ২৭২৭; ৪খ., পৃ. ৩১৮, ৩৪৪, ২৯৬, হাদীছ নং ৫০৬৬, ৫১৬৬, ৪৯৭৫; ভারত তা. বি., ১খ., পৃ. ২৩২, ২খ., ৭০২-৭০৩; (৫) ইমাম তিরমিযী, আল-জামি', বৈরূত, ১ম সং., ১৯৯৫ খৃ., ৪খ., বাব ১৪, ৩০, ৩১, পৃ. ৩৭, ১১৪, ৩২১, ৩৩৫, ৩৪৬, হাদীছ নং ১৪৩০, ১৫৪২, ১৯১৮, ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৬৯; (৬)

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, কায়রো, ১ম সং., ১৯৯৫ খৃ., ১খ., পৃ. ৭৯; (৭) ইমাম দারা কুতনী, আস-সুনান, বৈরূত, ১ম সং., ১৯৯৪ খৃ., ১খ., পৃ. ১০৩, ১০৪, বাব ২০, হাদীছ নং ২০৩৬, ২০৩৭; (৮) ইমাম দারিমী, আস-সুনান, করাচী, তা.বি., ২খ., পৃ. ৩৩৯; (৯) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল-বারী, বৈরূত তা.বি., ১১খ., পৃ. ২৮২; (১০) ঐ লেখক, আল-ইসাবা, বৈরূত, ১ম সং., ১৯৯৫ খৃ., ৬খ., পৃ. ৪৬, নং ৭৮৬৭, মুখায়রীক প্রসঙ্গ; (১১) আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, মিসর, ১ম সং., ১৯৬০ খৃ., ২খ., পৃ. ১৩৪, হাদীছ নং ১১৭৩; (১২) খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল-মাসাবীহ, বৈরূত তা.বি., ২খ., পৃ. ৯০০, ৯০১, ৯৬১, হাদীছ নং ২৯৮৭, ২৯৮৮, ৩২১৮, ৩খ., পৃ. ১৪৪৪, হাদীছ নং ৫২৪৪; (১৩) ইমাম নববী, রিয়াদুস-সালিহীন, ভারত তা.বি., পৃ. ১২৬, ১৫২, ২৩২, ২৩৩, ২৬০, হাদীছ নং ২৪৩, ২৫৪, ৩০২, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৫৫১, ১৩৬৫; (১৪) মানযূর নু'মানী, মা'আরিফুল-হাদীছ, ভারত তা.বি., ৬খ., পৃ. ৯২, ৯৫, ৯৮, ১০৮, ১১৮, ১১৯; (১৫) হা. দুময়াতী, ছাওয়াবুল আ'মালিস সালিহ, কায়রো, তা.বি., পৃ. ৪১১, ৪১৫, ৪০৭, ৪০৫, ১৮১, ৪৩৯, হাদীছ নং ১৬১৬, ১৬০০, ১৬০১, ৭৩২, ৭৩৩; (১৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, ১ম সং., ১৯৮৮ খৃ., ৩খ., পৃ. ২৭৪; (১৭) ঐ লেখক, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, বৈরূত, ১ম সং. ১৯৭৬ খৃ., ৪খ., পৃ. ৬৬৬; (১৮) কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, দামিশক, তা.বি., ১খ., পৃ. ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫২, ২৬৬; (১৯)আল্লামা ইবনুল কায়্যিম, যাদুল-মা'আদ, বৈরূত, ২য় সং. ১৯৯৭ খৃ., ১খ., পৃ. ৪৭৫; (২০) মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মাদ (স), বৈরূত, ১ম সং, ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৩৬৮; (২১) মুহাম্মাদ আল-খিদরী বেক, নূরুল-য়াকীন, দামিশক, বৈরূত, ১ম সং. ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৩১২, ৩১৩; (২২) ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা, দারুল কুতুবিল হাদীছা, তা.বি., ২খ., পৃ. ৪৩৭; (২৩) ইমাম তিরমিযী, মুখতাসারুশ-শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যা, রিয়াদ, ৪র্থ সং. ১৪১৩ হি., পৃ. ১৮৬, হাদীছ নং ৩০৫; (২৪) আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালবিয়্যা, বৈরূত, তা.বি., ১খ., পৃ. ১২৯; (২৫) হাফিয আয-যাহাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত, ১ম সং. ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৩৩৫; (২৬) আবদুল হক মুহাদ্দিব দিহলাবী, মাদারিজুন-নবূওয়াত, দিল্লী, ১ম সং. ১৯৯২ খৃ., ১খ., পৃ. ৯২; (২৭) কাদী সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী, রাহমাতুল-লিল- আলামীন, দিল্লী, ১ম সং, ১৯৮০ খৃ., ১খ., পৃ. ২৬৬; (২৮) মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালবী, হায়াতুস-সাহাবা, বৈরূত, ৫ম সং. ১৯৯৭ খৃ., ২খ., পৃ. ৫৪৫, ৫৪৬; (২৯) মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধালবী, সীরাতুল-মুস্তাফা ভারত, তা.বি., ১খ., পৃ. ৪৬৩; (৩০) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, করাচী, ১ম সং. ১৯৮৪ খৃ., ২খ., পৃ. ১৯২; (৩১) ইমাম গাযালী, কীমীয়া-ই সা'আদাত, দিল্লী, ১ম সং. ১৯৯২ খৃ., পৃ. ৩৬১; (৩২) ইমাম ইব্‌ন মাজা, আস-সুনান, দারুল-ফিকর, তা. বি., ২খ., পৃ. ১২১৩, হাদীছ নং ৩৬৭৯; (৩৩) ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ভারত তা. বি., ১খ., পৃ. ২৭৭, ২৭৮; (৩৪) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, কায়রো, তা. বি., ৪খ., ৫২৭-৫২৮।

মুহাম্মদ শফী উদ্দীন

বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন

বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) কঠোর নির্দেশও প্রদান করিয়াছেন। এমনকি অমুসলিম হইলেও ছোটদেরকে আদর-যত্ন করিতে ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না।

যাহারা বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল নয়

বড়দের যাহারা সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ-পরায়ণ নয় তাহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কঠোর শর্তাবলী রহিয়াছে। হাদীছে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن انس بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبى ﷺ فابطأ القوم عنه ان يوسعوا له فقال النبى ﷺ ليس منا من لم يرحم صغير نا ولم يوقر كبيرنا (رواه الترمذى) ـ

"হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। একজন প্রবীণ লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করিল। লোকজন তাহার বসিবার সুযোগ দিতে বিলম্ব করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যাহারা ছোটদের প্রতি করুণাশীল নয় এবং বড়দের সম্মানের প্রতি যত্নবান নয় তাহারা আমাদের মধ্য হইতে নয়" (জামে তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৪)।

ইমাম তিরমিযী এই সম্পর্কিত আরও দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা), আবূ হুরায়রা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা রহিয়াছে। হাদীছগুলি বর্ণনা করিবার পর ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক বিজ্ঞজন ليس منا বাক্যটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই বাক্য দ্বারা ليس من سنتنا অর্থাৎ সে আমাদের রীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার কেহ বলিয়াছেন, ليس من ادبنا (শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত নয়)। অতঃপর ইমাম তিরমিযী আলী ইব্ন আল-মাদীনীর সূত্রে বলেন, সুফ্য়ান আস-সাওরী (রা) এই উক্তিটির ব্যাখ্যা ليس مثلنا (আমাদের মত নয়) এই রূপমত পোষণ করাকে পসন্দ করিতেন না (তিরমিযী, প্রাগুক্ত)।

ইমাম নববী বলেন, "সে আমাদের রীতির উপর নয়" এইরূপ ব্যাখ্যা করাকে সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না পসন্দ করিতেন না, বরং এই রূপ ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত গর্হিত মনে করিতেন। তিনি

হাদীছটিকে স্বমহিমায় বহাল রাখা পসন্দ করিতেন যাহাতে মানুষের মনে ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর অনুভূত হয় (তিরমিযী, পাদটীকা, প্রাগুক্ত)।

ليس منّا (সে আমাদের মধ্য হইতে নয়) এই কথার অন্তর্নিহিত অর্থ সে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি অত্যন্ত স্পষ্ট। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ليس من امتى من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا (رواه احمد والحاكم).

"যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলিমদের সম্মান বুঝে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়" (মুসনাদে আহমাদ, আল-হাকেম)।

বড়দের অশ্রদ্ধা মুনাফিকের কাজ

একমাত্র মুনাফিক ব্যক্তিই বড়দের সম্মানে শিথিলতা প্রদর্শন করে। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইরশাদ হইল ঃ

عن ابى امامة عن رسول الله ﷺ قال ثلث لا يستخفّ بهم الا منافق ذوا الشيبة فى الاسلام وذوا العلم وامام مقسط (ترغيب عن الطبرانى).

"আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তিন ব্যক্তির প্রতি কেবল মুনাফিক ছাড়া অপর কেহ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। তাহারা হইল ঃ প্রবীণ মুসলিম, আলিম ও ন্যায়পরায়ণ শাসক" (তাবারানী)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উক্তির সারকথা হইল, এই তিন শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কোন মুসলিমের কাজ নয়।

বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর সম্মানের অন্তর্ভুক্ত

বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে রাসূলুল্লাহ (স) এতই যত্নবান ছিলেন যে, তিনি উহাকে আল্লাহর সম্মান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى موسى قال قال رسول الله ﷺ ان من اجلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم وحامل القران غير الغالى فيه ولا الجافى عنه واكرام السلطان المقسط (رواه ابو داؤد والبيهقى فى شعب الايمان مشكوة).

"আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা হইল, প্রবীণ মুসলমান, আল-কুরআনের বাহক, যে উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করে না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক" (মিশকাত, ২খ., পৃ. ৪২৩)।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন, শারহুস সুন্নায় বলা হইয়াছে ঃ

قال طاؤس من السنّة ان توقر اربعة العالم وذالشيبة والسلطان والوالد .

"সুন্নাত হইল চার ব্যক্তিকে সম্মান করা। তাহারা হইলেন, আলিম, প্রবীণ লোক, শাসক ও পিতা"।

খতীব তাঁহার জামে গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عن انس ان من الاجلال توقير الشيخ .

"আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। মহৎ কাজের অন্যতম হইল প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান করা" (আল-মিরকাত, দেওবন্দ, ভারত, তা.বি., ৯খ., পৃ. ২২৮)।

বড়দের প্রতি সম্মানের প্রতিদান

প্রবীণ লোকের প্রতি যেই লোক সম্মান প্রদর্শন করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দীর্ঘায়ু করিবেন এবং পরিণত বয়সে অন্য লোকের দ্বারা তাহার সেবা করাইবেন। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن انس قال قال رسول الله ﷺ ما اكرم شاب شيخا من اجل سنّه الاّ قيّض الله له عند سنّه من يّكرمه (رواه الترمذى) .

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই যুবক কোন প্রবীণ লোককে সম্মান করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার পরিণত বয়সে তাহাকে সম্মান করিবার জন্য কোন লোককে নিয়োজিত করিবেন" (তিরমিযীর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., পৃ. ৪২৩)।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন, হাদীছটি এইদিকে ইঙ্গিত করে যে, খেদমতকারী যুবকটি দীর্ঘায়ু লাভ করিবে এবং তাহার বৃদ্ধ বয়সে সে এমন একজন সঙ্গী লাভ করিবে যে তাহাকে সম্মান করিবে। কারণ প্রবাদ বাক্য আছে, من خدم خدم "যে সেবা করে সে সেবা পায়"। এই সম্পর্কে তিনি একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন। খোরাসানের জনৈক শিষ্য মিসর অধিবাসী তাহার এক প্রবীণ মুর্শিদের খেদমতে নিয়োজিত হইয়াছিল। সে দীর্ঘকাল তাহার খেদমতে অবস্থান করিল। এক সময় উক্ত বর্ষীয়ান মুর্শিদের সাক্ষাত লাভের জন্য বয়োবৃদ্ধ আলিমগণের একটি প্রতিনিধি দল তাহার দরবারে আগমন করিল। মুর্শিদ তখন শিষ্যটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া নির্দেশ দিলেন, সে যেন মেহমানদের বাহনগুলি ধরিয়া রাখে। শিষ্যটি সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ তামিল করিল এবং মনে মনে ভাবিল, দীর্ঘ দিন মুর্শিদের সান্নিধ্যে অবস্থান করায় সম্মানিত আলিমগণের বাহনগুলি ধরিয়া রাখিবার সৌভাগ্য তাহার হাসিল হইয়াছে। সম্মানিত আলিমগণের প্রতিনিধি দল বিদায় হইয়া গেলে শিষ্যটি মুর্শিদের দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন ঃ

يا ولدى سيأتيك الاكابر ويقدر الله لك من يّخدمهم .

"হে বৎস! ভবিষ্যতে তোমার নিকটও আলিমগণের এক প্রতিনিধি দল আসিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নিকট এমন লোক নিয়োজিত করিবেন যে মেহমানদের সেবা করিবে"।

মানাযিলুস সাইরীন গ্রন্থকার আবদুল্লাহ আল-আনসারী বলেন, ঠিক মুর্শিদের কথামত কিছু দিন পরই এই শিষ্যের গৃহে সম্মানিত আলিমগণের বিরাট একদল স্বীয় বাহন ঘোড়া গাধা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল (মোল্লা আলী কারী , ৯খ., পৃ. ২২৮) ।

কথা বলার সময় বড়কে প্রাধান্য দেয়ার নির্দেশ

কোন সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে অনেকেরই জানা, সকলেই বিষয়টি বলিতে পারে। এমন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) বয়সে বড় লোকটির কথা শোনাকে পসন্দ করিতেন। এমন কি বয়সের দিক দিয়া যিনি বড় তাহাকে বাদ দিয়া ছোটরা কথা বলিলে রাসূলুল্লাহ (স) ছোটদের কথা শুনিবার পূর্বে বড়দের কথা শুনিতেন। ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

عن رافع بن خديج وسهل بن ابى حثمة ان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ايتا خيبر فتفرقا فى النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود الى النبى ﷺ فتكلموا فى امر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان اصغر القوم فقال له النبى ﷺ كبّر كبر (الى اخر الحديث) وفى رواية اخرى رواه البخارى ايضا فى مثل هذا الحديث قال النبى ﷺ كبر كبر .

"রাফে' ইব্ন খাদীজ ও সাহ্ল ইব্ন আবী হাছ্মা (রা) সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল ও মুহায়্যাসা ইব্ন মাস'উদ (রা) খায়বারে উপনীত হইবার পর খেজুর বাগানের অভ্যন্তরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এখানে আবদুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল (রা) নিহত হন। এই বিষয়ে কথা বলিবার জন্য আবদুর রহমান ইব্ন সাহ্ল ও মাস'উদ-পুত্রদ্বয় হুওয়ায়্যাসা ও মুহায়্যাসা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিলেন। তাঁহারা তাহাদের সঙ্গী এই শহীদ লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কথা বলিতে চাহিলেন। তিনজনের এই দলে আবদুর রহমান (রা) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তিনি সবার আগে কথা বলা শুরু করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, বড়কে বলিতে দাও"। অনুরূপ বুখারী কর্তৃক অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "বড়কে আগে বলিতে দাও" (বুখারী, বাবুল মুয়া'আদা ওয়াল মুসলাহা মা'আল মুশরিকীন বিল-মাল ও গায়রিহি ও ইছমু মান লাম ইয়াফি বিল- 'আহ্দ, ১খ., পৃ. ৪৫০ ও বাবু ইকরামি'ল কাবীর ওয়া ইয়ুবদিয়ু'ল আকবারু বিল-কালাম ওয়াস-সুওয়াল, ২খ., ৯০৭)।

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ اخبرونى بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتى اكلها كل حين باذن ربها ولا تحت ورقها فوقع فى نفسى النخلة فكرهت ان اتكلم وثم ابو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبى ﷺ هى النخلة فلما خرجت مع ابى قلت يا ابتاه وقع فى نفسى النخلة قال ما منعك ان تقولها لو كنت قلتها كان احب الى من كذا وكذا قال ما منعنى الا انى لم ارك ولا ابا بكر تكلمتما فكرهت.

"ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষের কথা বলিয়া দাও যাহা মুসলিম ব্যক্তিসদৃশ যাহা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশে ফল প্রদান করিতে থাকে এবং উহার পত্র-পল্লব পতিত হয় না। তখন আমার মনে জাগ্রত হইল যে, উহা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমি সকলের আগে কথা বলিতে চাহিলাম না। কারণ সেখানে আবূ বক্‌র ও উমার (রা) ছিলেন, তাঁহাদের কেহই কথা বলেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই বলিলেন, উহা হইল খেজুর বৃক্ষ। আমি আমার পিতার সহিত ফিরিবার সময় তাঁহাকে বলিলাম, হে আব্বা! আমার মনে আসিয়াছিল যে, তাহা হইবে খেজুর বৃক্ষ। তিনি (উমার) বলিলেন, তোমাকে সেই জিনিসটির নাম বলিয়া দিতে কিসে বারণ করিল? তুমি তাহা বলিলে উহা আমার নিকট লাল উটের চেয়েও প্রিয় হইত। তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে অন্য কিছু বারণ করে নাই। একমাত্র কারণ হইল, আপনি স্বয়ং সেখানে রহিয়াছেন, আবূ বক্‌র (রা)-ও সেখানে উপস্থিত। এই অবস্থায় আমি আগে কথা বলিব তাহা পসন্দ করি নাই" (বুখারী, বাবু ইকরামিল কাবীর , প্রাগুক্ত)।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমাদ আলী সাহারানপুরী বলেন, উহাতে রহিয়াছে বড়দের প্রতি সম্মান ও কথা বলার সময় তাহাদের অগ্রাধিকারের উপদেশ। এই দুইটি কাজ হইল ইসলামের শিষ্টাচার (পাদটীকা, সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত)।

বড়দেরকে ইমাম নিয়োগ

রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবং বয়সে তুলনামূলকভাবে প্রবীণ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম ইবাদত সালাতে ইমাম নিয়োগ করিয়াছেন এবং অন্যদেরকেও ইমাম নিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে এইরূপ নির্দেশ দান করিয়াছেন । তিনি আবূ বকর (রা)-কে তাঁহার কঠোর পীড়ার সময় ইমাম নিয়োগ করিবার আদেশ করিলেন। আবূ বক্‌র (রা)-এর কন্যা উম্মত জননী 'আইশা (রা) তাঁহার কোমল হৃদয়ের কথা ভাবিয়া তাঁহার স্থলে অন্য কাহাকেও ইমাম নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহা কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। হাদীছটি হইল ঃ

عن حمزة بن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه قيل له فى الصلوة فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس قالت عائشة ان ابا بكر رجل

رقيــق اذا قــرأ غــلــبــه الــبــكــاء قــال مــروه فــلــيــصــل فعــاودتــه فــقــال مــروه فــليصــل انــكــن صــواحــب يــوسف ·

"হামযা তদীয় পিতা আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করিল তখন তাঁহার নিকট সালাতের কথা বলা হইল। তিনি বলিলেন, তোমরা আবূ বক্রকে আদেশ কর সে সালাতে ইমামতি করিবে। 'আইশা (রা) তাহা শুনিয়া বলিলেন, আবূ বক্র (রা) কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি কিরাত পাঠ করিতে লাগিলে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাঁহাকে আদেশ দাও সেই সালাত পড়াইবেন। উহাতেও 'আইশা সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় সেই আদেশ দিয়া বলিলেন, তোমরা মহিলারাই ইউসুফ (আ)-কে বিরক্তকারী ছিলে" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৯৩)।

সহীহ বুখারীর অপর একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বক্র (রা)-কে ইমাম নিয়োগ করিবার পর তিনি ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

يــا عــمــر صــلّ بــالــنــاس فــقــال لــه عــمــر انــت احــق بــذلــك ·

"হে উমার! আপনি সালাতে ইমামতি করুন। উমার (রা) বলিলেন, আপনিই ইমাম হইবার সর্বাধিক উপযুক্ত" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৯৫)।

মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) মৌখিকভাবে তাহাদের ইমাম নিয়োজিত করিবার জন্য বয়স্ক লোককে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبى ﷺ ونحن شببة فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان النبى ﷺ رحيما فقال لو رجعتم الى بلادكم فعلمتموهم ومروهم فليصلوا بصلوة كذا فى حين كذا وصلوة كذا فى حين كذا فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم ·

"মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলাম। আমরা ছিলাম যুবক। আমরা তাঁহার নিকট বিশ দিনের মত অবস্থান করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বলিলেন, যদি তোমরা এখন দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানকার লোকদিগকে শিক্ষাদানে নিয়োজিত হইতে, তাহাদিগকে সালাতের আদেশ দিতে এবং তাহারা অমুক অমুক ওয়াক্তে অমুক অমুক সালাত আদায় করিত। সালাতের সময় উপস্থিত

হইলে তাহাদের মধ্যে একজন যেন আযান দেয় এবং সবার চেয়ে বয়স্ক লোক যেন ইমামতি করে" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৯৫)।

অবশ্য সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণিত ও সর্বস্তরের উলামায়ে কিরামের দ্বারা গৃহীত যে, কেবল বয়স্ক হওয়া ইমামতিতে অগ্রগণ্য হইবার মাপকাঠি নহে। ইলম বা কিরাআতে কুরআনেও পারদর্শী হইতে হইবে। সেই ক্ষেত্রেই কেবল বয়স্ক লোক অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার পাইবে।

ছোটরা বড়কে সালাম দিবে

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি রহিয়াছে, ছোটরা বড়কে সালাম দিবে। এই ব্যাপারে তাঁহার ইরশাদ হইল ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ يسلم الصغير على الكبير والمارّ على القاعد والقليل على الكثير.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ছোট বড়কে, পথিক উপবিষ্টকে ও অল্প সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৯২১)।

এই হাদীছের তাৎপর্য বর্ণনায় আহমাদ আলী সাহারানপুরী বলেন, "ইহার কারণ হইল, ছোটরা বড়দের প্রতি বিনয়ী হইবে এবং তাহাদিগকে সম্মান করিবে" (পদটীকা বুখারী, প্রাগুক্ত)।

বয়স্কদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর খোশালাপ

রাসূলুল্লাহ (স) অনেক সময় বয়স্কদের সহিত কৌতুক করিতেন। ইহাও তাঁহার মহোত্তম চরিত্রের একটি দিক। তবে তিনি কখনও অসত্য কথা বলিয়া কৌতুক করিতেন না এবং উহার দ্বারা কাহাকেও হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হইত না। উম্মত জননী 'আইশা (রা) সূত্রে বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) গৃহে তাশরীফ আনিলেন, তখন আমার নিকট একজন বৃদ্ধা উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলাটি কে? আমি বলিলাম, তিনি আমার সম্পর্কের এক খালা। তখন রাসূলুল্লাহ (স) কৌতুকাচ্ছলে বলিলেন ঃ

لا تدخل الجنة عجوز.

"জান্নাতে কোন বৃদ্ধ মহিলা প্রবেশ করিবে না।"

এই কথা শুনিয়া মহিলাটি বিষণ্ন হইয়া পড়িল। কোন কোন সূত্রে বর্ণিত আছে, মহিলাটি তখন কাঁদিতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, জান্নাতে যখন প্রবেশ করিবেন আর বৃদ্ধা রহিবেন না, বরং যুবতী হইয়া প্রবেশ করিবেন। অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا.

"আমি তাহাদিগকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে করিয়াছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা" (৫৬ ঃ ৩৫-৩৭, শারহুয-যুরকানী আলাল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ২৭৪; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ২৭ পারা, পৃ. ১১৪)।

ছোটদের প্রতি স্নেহ

রাসূলুল্লাহ (স) ছোটদেরকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন, তাহাদেরকে কোলে টানিয়া লইতেন, পথে তাহাদেরকে আগেই সালাম দিতেন, আদরের আতিশয্যে তাহাদেরকে চুম্বন করিতেন। কোন কোন সময় সফর হইতে ফিরিবার প্রাক্কালে স্বীয় বাহনে তুলিয়া লইতেন। তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেন। অহাদের বিরুদ্ধে কোন নালিশ আসিলে অন্যায়-অপরাধে জড়িত না হইবার জন্য তাহাদেকে বুঝাইতেন। ছোটদের খেলাধুলায় বাধা দিতেন না, বরং তাহা উপভোগ করিতেন। তাহাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কাহাকেও ছোটদেরকে ধমক দিতে বা যাতনা দিতে দেখিলে তাহাকে এরূপ কাজ হইতে বারণ করিতেন। ছোটদের প্রতি স্নেহ করিতে তিনি ধর্ম-বর্ণের কোন ভেদাভেদ করিতেন না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকল শিশুকেই পিতৃতুল্য স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করিতেন। শিশুদেরকে কোলে তুলিয়া লইতেন। উহাতে শিশুরা কোন কোন সময় তাঁহার কোলে পেশাব করিয়া দিত, তবুও তিনি বিরক্ত বোধ করিতেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عـن عـائشـة ان الـنبى ﷺ وضع صـبـيـا فـى حـجـره فـحـنـكـه فـبال عليه فـدعـا بـمـاء فـاتـبـعـه ·

"হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) একটি শিশুকে কোলে তুলিয়া তাহাকে তাহনীক (মিষ্টিমুখ) করাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় সে তাঁহার কোলে পেশাব করিয়া দিল। তিনি পানি আনাইয়া সেখানে তাহা ঢালিয়া দিলেন" (বুখারী, দিল্লী, ২খ., পৃ. ৮৮৮)।

এই শিশু কে ছিল সেই সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী বলেন, আদ-দারু কুতনীর বর্ণনামতে সে ছিল আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)। আর মুসতাদরাকে হাকেমের বর্ণনানুযায়ী ররাসূলুল্লাহ (স)-এর দৌহিত্র হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) (পাদটীকা, সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত)।

উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা)-এর দুগ্ধপোষ্য ছেলেকেও রাসূলুল্লাহ (স) অনুরূপ সোহাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইরশাদ হইতেছে ঃ

عـن ام قـيـس بـنـت مـحـصـن انـهـا اتت بـابـن لـهـا صـغـيـرلم ياكل الطعـام الى رسـول الـلـه ﷺ فاجلسه رسول الله ﷺ فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ·

"উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি তাঁহার এমন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছেলেকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়াছিলেন যে তখনও খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হয় নাই।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিজের কোলে বসাইলেন। সে তাঁহার কাপড়ে পেশাব করিয়া দিল। তিনি পানি আনাইয়া তাহাতে ছিটাইয়া দিলেন, উহা ধৌত করিলেন না" (বুখারী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৫)।

শিশুদের প্রতি করুণা

ছোটদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) এতই দয়ার্দ্র ছিলেন যে, সালাতরত অবস্থায় যদি তিনি কোন শিশুর কান্না শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে সর্বোত্তম এই ইবাদতটিও সংক্ষেপে আদায় করিয়া লইতেন, যাহাতে জামআতে শরীক মাতা সালাত শেষে শিশুটিকে পরিচর্যা করিয়া লয়। এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী সালাত অধ্যায়ে স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন। তাহা হইল এইরূপ ঃ

باب من اخف الصلوة عند بكاء الصبى.

"অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর কান্নায় যিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করেন"। এই অনুচ্ছেদের অধীনে ইমাম বুখারী এই সম্পর্কিত চারিটি হাদীছ বর্ণনা করেন। একটি হাদীছ হইল এইরূপ ঃ

عن انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلوة ولا اتم من النبى ﷺ وان كان ليسمع بكاء الصبى فيخفف مخافة ان تفتن امه.

"আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত অন্য কোন ইমামের পিছনে এত সংক্ষিপ্ত এবং এত পরিপূর্ণ সালাত আদায় করি নাই। তিনি যদি কোন শিশুর কান্না শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে সালাত সংক্ষিপ্ত করিতেন যাহাতে তাহার কান্নায় তাহার মাতার সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়" (বুখারী , প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৯৮)।

শিশুদের চুম্বন

রাসূলুল্লাহ (স) আপন-পর নির্বিশেষে সব শিশুকেই চুম্বন করিতেন। তিনি চুম্বন করাকে করুণা ও তাহা বর্জন করাকে নির্দয়তা বলিয়া অভিহিত করিতেন।

عن عائشة قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله ﷺ فقالوا اتقبلون صبيانكم فقال نعم فقالوا لكنا والله ما نقبل فقال رسول الله ﷺ او املك ان كان الله نزع منكم الرحمة.

"আইশা (রা) বলেন, কতক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করিল। তাহারা বলিল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদেরকে চুম্বন করিয়া থাকেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ। তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ! আমরা কিন্তু চুম্বন করি না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরকে করুণা বঞ্চিত করিয়া দেন তাহা হইলে আমি কি সেইজন্য দায়ী হইব" (ইমাম মুসলিম, সহীহ, কিতাবুল-আদাব, বাব রাহমাতুহু (সা) সিব্‌য়ান ওয়াল 'ইয়াল,

عن ابى هريرة ان الاقرع بن حابس ابصر النبى ﷺ يقبل الحسن فقال ان لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله ﷺ انه من لا يرحم لا يرحم.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। আকরা' ইব্‌ন হাবিস (রা) দেখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) হাসান (রা)-কে চুম্বন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আমার দশটি সন্তান রহিয়াছে, অথচ আমি উহাদের কাহাকেও চুম্বন করি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যে ব্যক্তি করুণা করে না সে করুণা প্রাপ্ত হয় না" (মুসলিম, প্রাগুক্ত)।

উহা ছাড়া সহীহ মুসলিমে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিশু পুত্র ইবরাহীম মদীনার বাহিরে কোন এক ধাত্রীর দুধ পান করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দেখার জন্য সেখানে চলিয়া যাইতেন এবং তাহাকে কোলে উঠাইয়া আদর ও চুম্বন করিতেন। আনাস (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে অন্য কোন লোককে সন্তানাদির প্রতি এত বেশী করুণাশীল দেখিতে পাই নাই (মুসলিম প্রাগুক্ত)।

শিশু বলিতে সবাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদরের পাত্র, তা সেই মুসলিম হউক আর অমুসলিম ।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) অন্য ধর্মাবলম্বী শিশুদেরকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করিতেন। উহা দ্বারা তিনি তাহাদের প্রতি তাঁহার অগাধ মায়া-মমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عبد الله ان امرأة وجدت فى بعض مغازى رسول الله ﷺ مقتولة فانكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان.

"আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোককে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন এক গাযওয়ায় নিহত পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা অপছন্দ করিলেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন" (মুসলিম, ২খ., পৃ.৮৪; আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৩৬২)।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, কোন এক যুদ্ধে আক্রমণের মুখে শত্রুপক্ষের কয়েকটি শিশু নিহত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া খুবই ব্যথিত হইলেন। উপস্থিত লোকজন বলিল, উহারা মুশরিকদের সন্তান । উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ মুশরিকদের শিশুরা তোমাদের হইতে উত্তম। সাবধান! কখনও শিশুদেরকে হত্যা করিও না। প্রতিটি শিশু আল্লাহর স্বভাবজাত ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে (মুসনাদে আহমদ, ২খ., বরাত শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী (স), অনুবাদ ঃ মুহীউদ্দীন খান, পৃ. ৫১২)।

শিশুদের আনন্দ উপভোগ

কচি-কাঁচাদের আনন্দ-উল্লাসে রাসূলুল্লাহ (স) বাধা প্রদান করিতেন না, বরং তাহা উপভোগ করিতেন। কেহ বাধা দিলে তিনি তাহাকে বাধাদান হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন। তিনি

তাহাদের বৈধ সংগীত শ্রবণ করিতেন। অবশ্য আবৃত্তিকালে অসার কোন উক্তি করিলে তাহা তাৎক্ষণিক শোধরাইয়া দিতেন। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় প্রবেশকালে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে শিশুরা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছিল। তখন বালিকারা 'দফ' বাজাইয়া এই গান গাহিতেছিল ঃ

نحن جوار من بنى النجار - يا حبذا محمدا من جار.

"আমরা নাজ্জার বংশের কন্যা! আমাদের কি সৌভাগ্য! মুহাম্মাদ আমাদের প্রতিবেশী"।

রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আমাকে ভালবাসিবে, আদর করিবে? তাঁহারা উত্তর দিল, হাঁ, অবশ্যই আমরা ভালবাসিব। তিনি সহাস্যে তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, আচ্ছা! আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি (আল-ওয়াফাউল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল-মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ১৮৭)।

عن عائشة ان ابا بكر دخل عليها والنبى ﷺ عندها يوم فطر او اضحى وعندها فتيتان تغنيان بما تعازفت الانصار يوم بعاث فقال ابو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال النبى ﷺ دعهما يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم.

"আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। আবূ বক্‌র (রা) তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁহার নিকট অবস্থানরত ছিলেন। উহা ছিল ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন। 'আইশা (রা)-এর নিকট তখন অপ্রাপ্তবয়স্কা দুইটি মেয়ে বু'আছ যুদ্ধ সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত যুদ্ধসংগীত গাহিতেছিল। আবূ বক্‌র (রা) দুইবার বলিলেন, ইহা তো শয়তানের বাদ্য)। রাসূলুল্লাহ (স) আবূ বক্‌র (রা)-কে বলিলেন, উহাদেরকে গাহিতে দাও। কারণ প্রতিটি জাতির জন্য রহিয়াছে ঈদ। আর আমাদের ঈদ হইল এই দিবসটি" (বুখারী, কিতাবুল-মানাকিব, বাব মাকদামিন নবী (স) ওয়া আসহাবিহি ইলাল-মাদীনা, ১খ., পৃ. ৫৯ ও ১৩০)।

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبى ﷺ فدخل حين بنى على فجلس على فراشى كمجلسك منى فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائ يوم بدر اذ قالت احدهن وفينا نبى يعلم ما فى غد فقال دعى هذه قولى بالذى كنت تقولين.

"আর-রুবায়্যি' বিনত মু'আব্বিয ইব্‌ন আফরা (রা) বলেন, আমার বাসর রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে আসিলেন এবং আমার বিছানার উপর বসিলেন যেইভাবে তুমি এখন আমার সম্মুখে বসিয়াছ। তখন কিছু কচিকাঁচা মেয়ে 'দুফ' বাজাইয়া বদর যুদ্ধে তাহাদের নিহত বাব-দাদার গুণকীর্তন করিতেছিল। একটি মেয়ে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন এমন একজন নবী যিনি আগামী কাল কি ঘটিবে সেই সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ এই কথা বর্জন কর, তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহা বলিতে থাক" (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ২খ., পৃ. ৭৭৩)।

عن ابن عباس قال انكحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله ﷺ فقال اهديتم الفتاة قالوا نعم قال ارسلتم معها من تغنى قالت لا فقال رسول الله ﷺ ان الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم (رواه ابن ماجة).

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'আইশা (রা) তাঁহার জনৈক আনসারী গোত্রের নিকটাত্মীয়াকে বিবাহ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি মেয়েটিকে স্বামীর গৃহে প্রেরণ করিয়াছ? তাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে কি এমন কাহাকেও পাঠাইয়াছ যে বিজয়গাথা গাহিবে? 'আইশা (রা) বলিলেন, তাহাতো করি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আনসার সম্প্রদায় গযলের প্রতি আকৃষ্ট। যদি তোমরা তাহার সঙ্গে এমন কাহাকেও প্রেরণ করিতে যে গাহিত ঃ আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি—তিনি আমাদেরকে জীবিত রাখুন এবং তোমাদেরকে জীবিত রাখুন" (মিশকাত, বাব ই'লানিন নিকাহ, পৃ. ২৭২)।

মেয়ে শিশুর খেলনা ও দোলনা

খেলনা তৈরি করা মেয়ে শিশুদের স্বভাবজাত বিষয়। সেই দিকে শিশুর মন আকৃষ্ট হয়। ধনী- গরীব, আমীর-ফকীর এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই। উম্মত জননী 'আইশা (রা)-ও ছিলেন তাঁহার দাম্পত্য জীবনের সূচনা ক্ষণে একজন বালিকা। বালিকা আচরণ তাঁহার মধ্যে প্রতিভাত হইত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে উহাতে বাধা দিতেন না, আনন্দিত মনে তাঁহার সহিত খেলনা সামগ্রী সম্পর্কে কথা বলিতেন। 'আইশা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত উহার জওয়াব প্রদান করিতেন।

عن عائشة قالت كنت العب بالبنات فربما دخل على رسول الله ﷺ وعندى الجوارى فاذا دخل خرجن واذا خرج دخلن (رواه ابو داود).

"আইশা (রা) বলেন, আমি পুতুল নিয়া খেলা-ধুলা করিতাম। এমতাবস্থায় কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট প্রবেশ করিতেন। আমার সহিত বালিকারাও থাকিত। রাসূলুল্লাহ (স) প্রবেশ করিলে তাহারা চলিয়া যাইত এবং তিনি প্রস্থান করিলে তাহারা পুনরায় প্রবেশ করিত" (আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ৬৭৫)।

عن عائشة قالت قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك او خيبر وفى سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورای بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذى ارى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذى عليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحة قالت فضحك رسول الله ﷺ حتى رأيت نواجذه (رواه ابو داود).

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক অথবা খায়বার যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 'আইশা (রা)-এর ছোট কুটিরে একটি পর্দা ছিল। বাতাসে পর্দার আড়ালে রাখা 'আইশার খেলনার পুতুলগুলি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 'আইশা! এইগুলি কি? তিনি বলিলেন, এইগুলি আমার খেলনার পুতুল। এইগুলির মধ্যে দুই পাখাবিশিষ্ট টুকরা কাপড়ের একটি ঘোড়াও ছিল। তিনি বলিলেন, এইগুলির মধ্যভাগে আমি যাহা দেখিতেছি উহা কি? 'আইশা (রা) বলিলেন, উহা ঘোড়া। বলিলেন, ঘোড়ার উপর উহা কি? আমি বলিলাম, তাহার দুই ডানা। আবারও বলিলেন, ঘোড়ার আবার দুইটি ডানা হয় কি করিয়া? 'আইশা (রা) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, সুলায়মান (আ)-এর দুই ডানাবিষ্টি একটি ঘোড়া ছিল। তিনি বলেন, এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) এমনভাবে হাসিলেন যে, তাঁহার মাড়ির দাঁতগুলি আমি দেখিতে পাইলাম" (আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত)।

عن عائشة قالت فلما قدمنا المدينة جاءنى نسوة وانا العب على ارجوحة وانا مجممة فذهبن بى فهيأننى وصنعننى ثم اتين بى رسول الله ﷺ فبنى بى وانا بنت تسع سنين (وراه ابوء داو د) .

"আইশা (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনায় আগমন করিলাম, আমার নিকট কতিপয় মহিলা আগমন করিলেন, আমি তখন দোলনায় খেলা করিতেছিলাম। আমার চুল তখন এলোমেলো ছিল। মহিলারা আমাকে লইয়া গেল, আমার কেশবিন্যাস করিল ও সুসজ্জিত করিল। অতঃপর আমাকে তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া গেল। তিনি আমার সহিত বাসর যাপন করিলেন। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বৎসর" (আবূ দাঊদ, প্রাগুক্ত)।

আইশা (রা) দোলনায় খেলা সম্পর্কিত আরও দুইটি হাদীছ আবূ দাঊদে বর্ণিত রহিয়াছে।

শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালবাসা

وعن ابى هريرة قال خرجت مع رسول الله ﷺ فى طائفة من النهار حتى اتى خباء فاطمة فقال اثم لكع اثم لكع يعنى حسنا فلم تلبث ان جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله ﷺ اللهم انى احبه واحب من يحبه (متفق عليه) .

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত দিনের এক প্রহরে বাহিরে রওয়ানা হইলাম। শেষে তিনি ফাতিমার আবাসে পৌঁছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা কোথায়, খোকা কোথায়। ইতোমধ্যে হাসান (রা) বাহির হইয়া আসিলেন। অতঃপর উভয়ই মু'আনাকা (কোলাকুলি) করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহ! আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আর তাহাকে যে ভালবাসে আমিও তাহাকে ভালবাসি (মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮)।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনুল মালিক বলেন, উহার দ্বারা মু'আনাকার বৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম নববী বলেন, উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভালবাসাস্বরূপ শিশুদের সহিত মু'আনাকা করা মুস্তাহাব। শিশু বা অন্য যে কোন ধরনের মানুষের সহিত নম্রতা প্রদর্শনও মুস্তাহাব (মোল্লা আলী কারী, প্রাগুক্ত, ১১খ., পৃ. ৩৭৯)।

عن بريدة قال كان رسول الله ﷺ يخطبنا اذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما (رواه الترمذى وابوداود والنسائى).

"বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিতেছিলেন। ইতোমধ্যে হাসান ও হুসায়ন (রা) লাল দুইটি জামা পরিধান করিয়া হাঁটিয়া আসিতেছিলেন এবং হোঁচট খাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মিম্বর হইতে নামিয়া গেলেন এবং তাহাদেরকে উঠাইয়া আনিয়া তাঁহার সামনে বসাইলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ সত্যই বলিয়াছেন, "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ"। আমি এই দুইটি ছোট শিশুকে দেখিলাম যে, তাহারা চলিতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তাই নিজেকে সংবরণ করিতে না পারিয়া খুৎবা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং তাহাদেরকে উঠাইয়া লইলাম" (মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১)।

শিশুদের উৎসাহ দান

উম্মু খালিদ বিন্ত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) ছিলেন হাবশায় জন্মগ্রহণকারী একজন মহিলা সাহাবী। সেখানে কয়েক মাস তিনি প্রতিপালিতও হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

اتيت رسول الله ﷺ مع ابى وعلى قميص اصفر قال رسول الله ﷺ سنه سنه قال عبد الله وهى بالحبشة حسنة قالت فذهبت العب بخاتم النبوة فزبرنى ابى قال رسول الله ﷺ دعها ثم قال رسول الله ﷺ ابلى واخلقى ثم ابلى واخلقى ثم ابلى واخلقى قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت (رواه البخارى).

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমার পিতার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। তখন আমার গায়ে হলুদ বর্ণের একটি জামা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা দেখিয়া বলিলেন, চমৎকার! খুবই সুন্দর হইয়াছে। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, হাবশী ভাষায় সান্নাহ শব্দের অর্থ হইল حسنة (সুন্দর)। উম্মু খালিদ বলেন, আমি মাহরে নবূওয়াত লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। আমার পিতা আমাকে শাসাইতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাকে খেলা করিতে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, কাপড়টিকে পুরাতন করিও, কাপড়টিকে

পুরাতন করিও, কাপড়টিকে পুরাতন করিও। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক বলেন, এই দু'আর ফলে উম্মু খালিদ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু কাল তাঁহার কথা আলোচিত হইতেছিল” (বুখারী, সহীহ, কিতাবুল- জিহাদ, বাবু মান তাকাল্লামা বিল-কারসিয়্যা ওয়ার-রিতানা, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৪৩২)।

এই হাদীছটি ইমাম বুখারী মোট চারটি স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। একটি যা উপরে উল্লিখিত। দ্বিতীয় স্থান হইল কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরাতিল হাবশা (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৫৪৭)। এখানে বর্ণিত হইয়াছে, উম্মু খালিদ (রা) বলেন, আমি হাবশা হইতে ছোট অবস্থায় আগমন করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডোরাযুক্ত একটি খামীসা (خميصة) কাপড় পরাইয়া দিয়াছিলেন (খামীসা বলা হয় পশমী ডোরাযুক্ত কাপড়কে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত মুবারক উহার ডোরাসমূহে বুলাইয়া বলিলেন, সানাহ, সানাহ (سناة سناة হাবশী শব্দ, অর্থ সুন্দর সুন্দর)।

তৃতীয় স্থানটি হইল কিতাবুল লিবাস, বাবুল খামীসাতিস সাওদা (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৬৬)। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উহা আমি কাহাকে পরিধান করাইব। সকলেই নিরুত্তর থাকিলে তিনি উম্মু খালিদ (রা)-কে ডাকাইয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন। চতুর্থ স্থানটি হইল, কিতাবুল-আদাব, বাবু মান তারাকা সারিয়্যাতা গায়রিহি (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৬৬)।

শিশুর শিক্ষা

শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। সেইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে আদর্শবান হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। শিশুর শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন পিতা-মাতাকে রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

حق الولد على الوالد ثلثة اشياء ان يّحسن اسمه اذا ولد ويعلمه الكتاب اذا عقل ويزوجه اذا ادرك ۰

“পিতার উপর শিশু সন্তানের তিনটি অধিকার রহিয়াছে। জন্মের পর তাহার একটি উত্তম নাম রাখা, বুদ্ধি হইলে তাহাকে কিতাব তথা দীন শিক্ষা দিবে এবং বালেগ হইলে বিবাহ দিবে” (আবুল-লায়ছ সামারকান্দী, তামবীহুল-গাফিলীন, পৃ. ৮৭, বরাত, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ই.ফা.বা., ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৬৮)।

عن ايوب بن موسى عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ قال ما نحل والد ولده من نحل فضل من ادب حسن (رواه الترمذى) ۰

“রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোন পিতা তাহার সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন কিছু দান করিতে পারে না” (তিরমিযী, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪২৩)।

من ولد له ولد فليحسن اسمه واربه ۰

"কাহারও সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে যেন তাহার সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দান করে" (মাসউলিয়্যাতুল আবিল-মুসলিম ফী তারবিয়্যাতিল-আওলাদ, সূত্র ঃ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯)।

শিশুর মাথায় হাত বুলানো ও আদর করা

দয়াপরবশ হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) শিশুর মাথায় হাত বুলাইতেন ঃ

عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سمانى رسول الله ﷺ يوسف واقعدنى على حجره ومسح راسى.

"ইউসুফ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার নাম রাখিলেন "ইউসুফ'। তিনি আমাকে তাঁহার কোলে বসাইলেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাইলেন" (মুসনাদে আহমাদ, শামাইলে তিরমিযী, হাফিজ ইব্ন হাজার হাদীছটির সনদকে সহীহ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, সূত্র ঃ ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৬২)।

ছোটদের প্রতি জননীদের আদর দেখিলে রাসূলুল্লাহ (স) পুলকিত হইতেন এবং স্নেহদানকারী জননীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করিতেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبى ﷺ حدثته قالت جاءتنى امرءة معها ابنتان فسألتنى فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبى ﷺ فحدثته فقال من ابتلى من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كن له سترا من النار (رواه البخارى).

"উরওয়া ইবনুয যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত। 'আইশা (রা) তাহাকে বলিয়াছেন, এক মহিলা তাহার দুইটি কন্যাসন্তান লইয়া আসিল এবং আমার নিকট কিছু চাহিল। আমার নিকট তখন একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আমি তাহাকে উহা দান করিলাম। সে তাহা দুই কন্যার মধ্যে ভাগ করিয়া দিল, অতঃপর উঠিয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) গৃহে তাশরীফ আনিলে আমি তাঁহাকে ঘটনাটি জানাইলাম। তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি এই ধরনের সন্তান লইয়া পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে, উহা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি সে যত্নবান থাকিবে, এই সন্তানগুলি তাহার জন্য জাহান্নাম হইতে প্রতিবন্ধক হইবে" (বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৮৭)।

শিশুদের কাঁধে তুলিয়া লওয়া

শিশুদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) এতই সোহাগ করিতেন যে, কোন কোন সময় সালাতরত অবস্থায়ও তাহাদেরকে কোলে তুলিয়া লইতেন। সালাতের বাহিরে হইলে তো আর কোন কথাই ছিল না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى قتادة قال خرج علينا النبى ﷺ وامامة بنت ابى العاص على عاتقه فصلى فاذا ركع وضع واذا رفع رفعها (رواه البخارى) ٠

"আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট বাহির হইলেন, তখন উমামা বিনত আবিল আস (রা) ছিল তাঁহার কাঁধে। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করিতে লাগিলেন। যখন তিনি রুকূতে যাইতেন তখন তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন এবং রুকূ হইতে উঠিয়া আবার তাহাকে উঠাইয়া লইতেন" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৮৭)।

এই উমামা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাতনী, তাঁহার কন্যা যায়নাব (রা) ও জামাতা আবুল আসের মেয়ে (বুখারী, ১খ., ৭৪)।

وعن البراء قال رأيت النبى ﷺ والحسن بن على على عاتقه يقول اللهم انى احبه فاحبه (رواه البخارى) ٠

"আল-বারাআ (রা) বলেন, আমি হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাঁধের উপর দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি তাহাকে ভালবাসি, তুমিও তাহাকে ভালবাস" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫৩০)।

শিশুদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কৌতুক

শিশুদের নিকট স্বাভাবিক হইবার জন্য কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সহিত কৌতুক করিতেন।

عن انس قال كان النبى ﷺ احسن الناس خلقا وكان لى اخ يقال له ابو عمير قال احسبه فطيم وكان اذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل النغير ونغير كان يلعب به ٠

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। আমার একটি ছোট ভাই ছিল, তাহাকে আবূ উমায়র বলিয়া ডাকা হইত। আমার ধারণা তখন সে দুগ্ধপোষ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন আমাদের মধ্যে আসিতেন তখন তাহাকে বলিতেন, হে আবূ উমায়র! তোমার নুগায়র (পাখি)-এর কি হইল? নুগায়র পাখি লইয়া সে খেলাধুলা করিত" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৯১৫; তিরমিযী, ২খ., পৃ. ১৯)। নুগায়র হইল চড়ুই আকৃতির ছোট পাখি। ইহার ঠোঁট লাল বর্ণের হয় (পাদটীকা, বুখারী)।

ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) কোন কোন সময় আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে কৌতুক করিয়া বলিতেন ঃ يا ذا الاذنين "হে দুই কানওয়ালা" (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২০)।

শিশুদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিদান

অপরাধ তো অপরাধই, তবুও শিশুমনের অপরাধকে রাসূলুল্লাহ (স) একটু হালকা দৃষ্টিতে দেখিতেন। রাফে' ইব্ন আমর (রা)-এর শৈশবকালে বাগানে ঢিল ছোড়ার একটি ঘটনা ঃ

عن رافع بن عمرو قال كنت ارمى نخل الانصارى فاخذونى فذهبوا بى الى النبى ﷺ فقال يارافع لم ترمى نخلهم قال قلت يارسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع اشبعك الله وارواك (رواه الترمذى)۔

"রাফে' ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি আনসার গোত্রের এক লোকের খেজুর গাছে ঢিল ছুড়িয়াছিলাম। তাহারা আমাকে গ্রেফতার করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে উপস্থিত করিল। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাফে'! তুমি তাহাদের বাগানে ঢিল ছুড়িয়াছ কেন? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধার জ্বালায় আমি ঢিল ছুড়িয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, অপরের বাগানে ঢিল ছুড়িও না। নিচে যাহা পতিত হয় তাহা কুড়াইয়া খাইও। আল্লাহ তোমার ক্ষুধা নিবারণ করিবেন এবং তৃপ্তি দান করিবেন" (তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ু, বাবু আর-রুখসাতু ফী আকলিদ-দিমায় লিল মার, ১খ., পৃ. ২৪২)।

কন্যা শিশুর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ অনুগ্রহ

শিশু পুত্র হউক আর কন্যা হউক তাহাদের প্রতি সমান আচরণের জন্য ইসলাম শিক্ষা দিয়াছে। কন্যা শিশুরা যেহেতু দুর্বল, তাহাদের প্রতি লক্ষ রাখিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) কন্যা শিশুর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য বিধান এবং মেয়েদের উপর ছেলেদেরকে অযথা প্রাধান্য দান কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

এরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من كانت له انثى فلم يأدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة (رواه ابو داؤد)۔

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যাহার কন্যা সন্তান রহিয়াছে আর সে তাহাকে জীবন্ত দাফন করে নাই, তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে নাই এবং পুত্র সন্তানকে তাহার উপর প্রাধান্য দেয় নাই, আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করাইবেন" (আবূ দাউদ, সূত্র মিশকাত, পৃ. ৪২৩)।

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من عال ثلث بنات او مثلهن من الاخوات فادبهن ورحمهن حتى يغنيه الله اوجب له الجنة فقال رجل يارسول الله او اثنين قال واثنين حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة (رواه شرح السنة)۔

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করিল, তাহাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং তাহাদের প্রতি করুণা করিল–যতদিন পর্যন্ত তাহাদের প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাত অবধারিত করিয়া দিবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, দুইজনকে প্রতিপালন করিলে কি সেই মর্যাদা লাভ হইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, দুইজনকে প্রতিপালন করিলেও সেই মর্যাদা হইবে।

এমনকি লোকজন যদি একজনের কথাও জিজ্ঞাসা করিত তাহা হইলে তিনি একজনের ব্যাপারেও হাঁসূচক জবাব দিতেন" (শারহুস সুন্নাহ, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪২৩)।

নিজ শিশু সন্তানের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্নেহ-মমতা

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে সন্তান-সন্ততির প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী অন্য কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার পুত্র ইবরাহীম (রা) মদীনায় উঁচু প্রান্তে ধাত্রীমাতার কাছে দুধপান করিতেন। প্রায়ই সেখানে তিনি গমন করিতেন। আমরাও তাঁহার সহিত গমন করিতাম। তিনি যেই গৃহে গমন করিতেন সেইটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকিত। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রীমাতার স্বামী ছিল একজন কর্মকার । তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলিয়া লইতেন এবং আদর করিতেন ও চুমা দিতেন, ইহার পর চলিয়া আসিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইবরাহীম (রা) ইনতিকাল করিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুধপানের বয়সে ইনতিকাল করিয়াছে। সুতরাং জান্নাতে তাহাকে একজন ধাত্রী দুধ পান করাইবে (বুখারী-মুসলিম, সূত্র ঃ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০/১৪২১, পৃ. ১২৫)।

নবজাতকের কল্যাণ কামনায় আকীকার নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (স) কামনা করিতেন, শিশুরা ফুলের মত সুন্দর জীবন যাপন করুক এবং বিপদাপদ হইতে মুক্ত থাকিয়া বড় হউক। এই লক্ষ্যে তিনি শিশুর জন্মলাভের পর তাহার জন্য পশু যবেহ করিবার প্রথা চালু রাখেন। উহাকে ইসলামী পরিভাষায় আকীকা বলা হয়।

عن سلمان بن عامر الضبى قال سمعت رسول الله ﷺ يقول مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وامتيطوا عنه الاذى (رواه البخارى)۔

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, শিশুর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাহার আকীকা কর, তাহার পক্ষ হইতে রক্ত প্রবাহিত কর এবং অপরিচ্ছন্নতা দূর কর" (বুখারী, বরাত মিশকাত, পৃ.৩৬২)।

عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق راسه (رواه احمد)۔

"রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, নব জাতক তাহার আকীকার সহিত আবদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিবসে তাহার পক্ষ হইতে একটি আকীকার প্রাণী যবেহ করিতে হয়, তাহার নাম রাখিতে হয় এবং মাথা মুড়াইতে হয়" (মুসনাদ আহমাদ, বরাত ঃ মিশকাত, প্রাগুক্ত)।

وعن عائشة ان رسول الله ﷺ امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (رواه الترمذى)۔

"আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদেরকে নবজাতক পুত্র সন্তানের পক্ষ হইতে সমবয়সী দুইটি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ হইতে একটি বকরী (আকীকা-স্বরূপ) যবেহ করার নির্দেশ দিয়াছেন" (তিরমিযী, ১খ., পৃ. ২৭৮)।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) হাসান (রা)-এর পক্ষ হইতে একটি বকরী আকীকা করিয়া ফাতিমা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, হে ফাতিমা! তাহার মাথার চুল মুণ্ডাইয়া দাও এবং তাহার কর্তিত চুলের ওজনের সম পরিমাণ রূপা সাদাকা কর। ফাতিমা (রা) বলেন, আমি ওযন করিয়া দেখিলাম, তাহা এক দিরহাম পরিমাণ ছিল অথবা বলিলেন, এক দিরহামের কিয়দংশের সমান ছিল (তিরমিযী এই হাদীছটিকে হাসান-গারীব" আখ্যায়িত করিয়া বলেন, হাদীছটির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে)।

শিশুরা জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ

একদিন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ) পরকালীন বহু দৃশ্য দেখাইলেন। কোন কোন পাপের পরিণামে কি কি শাস্তি অবধারিত তাহাও দেখানো হইল। অতঃপর অবলোকন করিলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) সবুজ-শ্যামল একটি বাগানের গাছের গোঁড়ায় কতিপয় শিশুকে লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। উহাদের পরিচয়দানে জিবরাঈল (আ) ও মীকাঈল (আ) বলিলেন,

كل مولود مات على الفطرة ·

"তাহারা হইল সেই সকল নবজাতক যাহারা ফিতরাতের উপর মারা গিয়াছে।" এই কথা শুনিবার পর এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন,

يا رسول الله واولاد المشركين فقال رسول الله واولاد المشركين ·

"হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের সন্তানগণের কি অবস্থা হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, মুশরিকদের সন্তানগণের অবস্থাও তাহাই হইবে" (বুখারী, ২খ., পৃ. ১০৪৪ ও ১খ., পৃ. ১৮৫)।

মুশরিক পিতা-মাতার সন্তানাদির শেষ গন্তব্য সম্পর্কে হাদীছবিদদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেহ মনে করেন, তাহারা জান্নাতের সেবক-সেবিকা হইবে। কেহ কেহ উহাও মনে করেন, তাহারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী আ'রাফ নামক স্থানে অবস্থান করিবে, শাস্তি ও স্বস্তি কোন কিছুই অনুভব করিবে না। বলা হয় যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হইল উহাদের সম্পর্কে নীরবতা পালন, অর্থাৎ জান্নাতী বা জাহান্নামী এই ধরনের যে কোন মতামত প্রদান হইতে নীরব থাকা উত্তম। কিন্তু ইব্ন হাজার আল-আসকালানী বলেন, এই নীরবতা পালনের কথা তখনকার ছিল যখন তাহাদের ব্যাপারে কোন বিধান অবতীর্ণ হয় নাই। এখনকার সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমত হইল, তাহারা জান্নাতের অধিকারী হইবে। তাঁহার অভিমতের সহিত ইমাম নাওয়াবীর অভিমতও মিলিয়া যায়। কারণ ইমাম নাওয়াবী তিনটি অভিমতের কথা ব্যক্ত করিয়া বলেন, তাত্ত্বিকগণের অভিমত হইল, তাহারা জান্নাতের অধিকারী হইবে। উহাই সহীহ অভিমত (মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ১খ., পৃ. ১৮১; সাহারান পুরী, পাদটীকা সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ১৮৫)।

নবজাতকের কানে আযান দেয়া, মিষ্টিমুখ করানো এবং তাহার জন্য বরকতের দু'আ করা

শিশুর জন্মলগ্নেই তাহার কানে আযান দেওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নত। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নীত হইলে তিনি তাহাকে মিষ্টিমুখ করাইয়া দিতেন এবং তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিতেন।

عن ابى رافع قال رأيت رسول الله ﷺ اذن فى اذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلوة (رواه الترمذى وقال هذا حديث صحيح) .

"আবূ রাফে' (রা) বলেন, যখন ফাতিমা (রা) হাসান (রা)-কে প্রসব করেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর কানে সালাতের অনুরূপ আযান দিতে দেখিয়াছি" (তিরমিযী, প্রাগুক্ত)।

عن اسماء بنت ابى بكر انها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله ﷺ فوضعته فى حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود فى الاسلام (متفق عليه) .

"আসমা বিন্ত আবী বাক্র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি মক্কাতে অবস্থানকালে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, আমি (হিজরতের সময়) কুবায় পৌঁছিয়া তাহাকে প্রসব করি, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া তাহার কোলে ছেলেটিকে তুলিয়া দেই। তিনি খেজুর আনাইয়া তাহা চর্বণ করিলেন এবং তাহার মুখের ভিতর লালা লাগাইয়া দিলেন, তালুতে মিষ্টি সংযুক্ত (تحنيك) করিলেন। উহার পর তাহার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করিলেন। তিনিই ছিলেন হিজরতের পর মুহাজিরগণের কোলে ইসলামের প্রথম সন্তান" (বুখারী ও মুসলিম, বরাত মিশকাত, প্রাগুক্ত)।

وعن عائشة ان رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم وحنكهم (رواه مسلم) .

"আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শিশুদেরকে আনা হইলে তিনি তাহাদের কল্যাণ কামনায় দু'আ করিতেন এবং তাহাদের মুখের তালুতে মিষ্টি লাগাইয়া দিতেন" (মুসলিম, বরাত মিশকাত, প্রাগুক্ত)।

عن الحسن بن على عن النبى ﷺ قال من ولد له مولود فاذن فى اذنه اليمنى واقام فى اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان .

"হাসান ইব্ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন, যাহার কোন নবজাতক জন্মগ্রহণ করিবে এবং সে তাহার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে, মাতৃকা রোগ

সেই নবজাতকের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না" (বায়হাকী শরীফ, সূত্র ঃ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ই.ফা.বা., ২০০০ খৃ., পৃ. ১৩৪)।

মৃত শিশু সন্তান কিয়ামত দিবসে মাতা-পিতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে

ছোটদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) এতই অনুগ্রহশীল ছিলেন যে, কোন শিশু অপরিণত বয়সে ইনতিকাল করিলে তিনি তাহার জন্য সমবেদনা জানাইতেন, শিশুর মৃত্যুর ফলে হতাশাগ্রস্থ মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা দিতেন। শিশুটিকে কেবল জান্নাতী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং এই শিশুর কারণে তাহার মাতা-পিতাকে জান্নাতী বলিয়া সুসংবাদও প্রদান করিয়াছেন।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ لنسوة من الانصار لا يموت لاحدكن ثلثة من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن او اثنان يارسول الله قال او اثنان (رواه مسلم)۔

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আনসার মহিলাদের বলিলেন, তোমাদের কাহারও তিনটি সন্তান মারা গেলে যদি সে ধৈর্য ধারণ করিয়া ছওয়াব কামনা করে তাহা হইলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উপস্থিত মহিলাদের একজন জিজ্ঞাসা করিল, দুইটি সন্তান মারা গেলে কি জান্নাত লাভ করিবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, দুইটি সন্তান মারা গেলেও জান্নাতে প্রবেশ করিবে" (মুসলিম, সূত্র মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০)।

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من كان له فرطان من امتى ادخله الله بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من امتك قال من كان له فرط الخ (رواه الترمذى)۔

"ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যাহার দুইটি সন্তান অগ্রবর্তী হিসাবে ইনতিকাল করিবে আল্লাহ তা'আলা উহাদের কারণে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। 'আইশা (রা) বলিলেন, যাহার একটি মাত্র সন্তান অগ্রবর্তী হিসাবে মারা যাইবে তাহার কি হইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, সেও জান্নাতে যাইবে" (তিরমিযী, সূত্র মিশকাত, প্রাগুক্ত)।

عن ابى موسى الاشعرى قال قال رسول الله ﷺ اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد (رواه احمد والترمذى)۔

"আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবয করিলে! তাহারা বলিবে, হাঁ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা তাহার অন্তরের ধনকে কাড়িয়া লইলে! তাহার বলিবে, হাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমার বান্দা সন্তানহারা হইবার পর কী বলিল ? তাহারা বলিবে, সে আপনার প্রশংসা করিয়াছে এবং ইন্না লিল্লাহ পড়িয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলিবেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং বায়তুল হাম্দ উহার নামকরণ কর" (আহমাদ, তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত)।

عن ابى هريرة ان رجلا قال له مات ابن لى فوجدت عليه هل سمعت من خليلك صلوات الله عليه شيئا يطيب بانفسنا عن موتانا قال نعم سمعته ﷺ قال صغارهم دعاميص الجنة يلقى احدهم اباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخله الجنة (رواه مسلم) .

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আমার একটি ছেলে মারা গিয়াছে। ইহাতে আমি দারুণভাবে ব্যথিত হইয়াছি। আপনি কি আপনার বন্ধু (মুহাম্মাদ স) হইতে আমাদের মৃতদের ব্যাপারে মনের প্রশান্তিমূলক কোন কিছু শুনিয়াছেন ? আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তাহাদের মৃত শিশুরা হইবে জান্নাতের সর্বত্র অবাধ বিচরণকারী। কিয়ামতকালে তাহারা স্বীয় মাতা-পিতাগণের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাদের জামার আঁচল ধরিয়া টানিতে থাকিবে এবং জান্নাতে তাহাদেরকে প্রবেশ করানো ব্যতিরেকে ক্ষান্ত হইবে না" (মুসলিম, সূত্র মিশকাত, প্রাগুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৫৬ ঃ ৩৫-৩৭; (২) বুখারী, সাহীহ; (৩) তিরমিযী, সুনান; (৪) খাতীব বাগদাদী, মিশকাতুল মাসাবীহ; (৫) শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিবুল-লাদুনিয়্যা; (৬) মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন; (৭) মোল্লা জিওয়ান, নূরুল আনওয়ার; (৮) ই'যায আলী, নাফহাতুল আরব, দেওবন্দ; (৯) মুসলিম, সাহীহ; (১০) আবূ দাঊদ, সুনান, দেওবন্দ; (১১) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (স), অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, ১৪১৩ হি. /১৩৯৯ বাংলা; (১২) মোল্লা আলী-কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ; (১৩) শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা, তাবলীগী নেসাব মুকাম্মাল ও মুহাশশা, উর্দু, দিল্লী; (১৪) ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফাউল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা; (১৫) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, বৈরূত; (১৬) আহমাদ আলী সাহারানপুরী, পাদটীকা বুখারী; (১৭) লেখকমণ্ডলী, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন; (১৮) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল-মুফরাদ; সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদল ও আওকাফ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

ফয়সল আহমদ জালালী

দাস-দাসীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-র সদয় ব্যবহার

বহু কাল পূর্ব হইতেই সারা বিশ্বে দাসপ্রথা চলিয়া আসিতেছিল। দাস-দাসীদের প্রতি যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করা হইত। তাহাদেরকে মানব সমাজের মধ্যেই গণ্য করা হইত না। অতি ইতর শ্রেণী হিসাবে তাহাদের সহিত পাশবিক আচরণ করা হইত। তাহাদের ব্যাপারে মানবাধিকারের কোন প্রশ্নই উঠিত না। ঘটনাচক্রে কেহ একবার দাস হইলে পরবর্তী কালে সে 'আযাদ' হইয়া গেলেও কলংকের তিলক তাহার ললাট হইতে মুছিত না। কাহারও পূর্বপুরুষের কেহ ক্রীতদাস হইলে পরবর্তী বংশধররাও দাসরূপে গণ্য হইত। দাস-দাসীদিগকে ভোগ্য পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হইত। তাহারা ছিল মনিবগণের মনোরঞ্জনের পাত্র। মাতা ও কন্যা উভয়েই দাসী হইলে মাতৃত্ব ও সন্তানত্বের ভেদাভেদটুকুর প্রতি মর্যাদাও প্রদর্শন করা হইত না। দাস-দাসীদের খোরপোষ দানও ছিল মনিবদের একান্ত অনুগ্রহের বিষয়। মনিবরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিভোর রহিলেও দাস-দাসীদের ভাগ্যে জুটিত অর্ধাহার অনাহার। মানবতার এই গ্লানিকর যুগে সাম্যের অনুপম এক আহ্বান লইয়া এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। তাঁহার আহ্বান ছিল মানবাধিকার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের। মনিব ও দাস, শুধু এই পার্থক্যের কারণে একজন অন্যজন হইতে তুচ্ছ বা মর্যাদাশালী হইবার অধিকার রাখে না। তাঁহার শিক্ষা ছিল মনিবরা যাহা ভক্ষণ করিবে দাস-দাসীদিগকে সেই আহার্যই দিতে হইবে; মনিবরা যাহা পরিধান করিবে দাসদিগকে তাহা পরাইবে। শ্রেণীভেদ লইয়া ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করার অবকাশ নাই। মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দিয়া বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকে যেন উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না; ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহারাই যালিম" (৪৯ ঃ ১১)।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে। পরে আমি তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩)।

দাস-দাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আচরণ

যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন দাস। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে এতই আদর-স্নেহে লালন-পালন করিতেন যে লোকজন তাঁহাকে মুহাম্মাদ (স)-এর পুত্র বলিয়া আহ্বান করিত। এমনকি তিনিও তাঁহাকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে 'আযাদ' করিয়া দিয়াছিলেন। বংশীয় আভিজাত্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি তদীয় ফুফাত ভগ্নি যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)-এর সহিত এই যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-র বিবাহ দিয়াছিলেন। ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তিনি এই যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে মূতার যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তিন হাজার সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুহাজির ও আনসারের নেতা নিযুক্ত হইলেন একজন সাবেক দাস, যেখানে রহিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চাচাত ভাই জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব (রা), অভিজাত আনসার কবি আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা), প্রসিদ্ধ বীর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) প্রমুখ। দাসদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইহার তুলনায় আর কী হইতে পারে! অথচ তখন দাসদের সহিত পশুর মত আচরণ করা হইত (ডঃ মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০১ খৃ., পৃ. ৭৪১)।

এই যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর বৃত্তান্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ যায়দ ছিলেন বানূ কাল্‌ব গোত্রের এক বালক। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মাতা স্বগোত্রীয় লোকদিগকে দেখিতে রওয়ানা করিয়াছিলেন। আকস্মিক তিনি অপহরণকারীদের কবলে পড়িলেন। ডাকাত দল যায়দকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাকে 'উকায বাজারে বিক্রয় করে। হাকীম ইব্‌ন হিযাম তাহাকে স্বীয় ফুফু খাদীজা (রা)-এর জন্য চার শত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া লইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করিলে খাদীজা (রা) তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে উপহারস্বরূপ দান করেন। পরবর্তী কালে যায়দের পিতা ও চাচা মক্কায় আসিলেন। তাহারা তাহাকে বিনিময় দানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁহাকে এই এখতিয়ার প্রদান করিলেন যে, সে চাহিলে চলিয়া যাইতে পারে এবং চাহিলে তাঁহার নিকট থাকিতে পারে। যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থাকিয়া যাওয়াকে পসন্দ করিলেন। ইব্‌ন মানদা কর্তৃক প্রণীত মা'রিফাতুস সাহাবা গ্রন্থের

বর্ণনামতে যায়দ (রা)-এর পিতা সেই সময় ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পালক পুত্র হিসাবে ঘোষণা করিলেন। জামি তিরমিযীতে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

قال قلت يارسول الله ابعث معي اخي زيدا قال ان انطلق معك لم امنعه فقال زيد يارسول الله والله لا اختار عليك احدا (رواه الترمذى).

"জাবালা ইব্ন হারিছা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সহিত আমার ভাই যায়দকে পাঠাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, সে যদি তোমার সহিত চলিয়া যায় তাহা হইলে আমি বারণ করিব না। তখন যায়দ বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি অন্য কাহাকেও পসন্দ করি না"।

قالت عائشة ما بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة فى جيش قط الا امره عليهم (رواه النسائى).

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যেই বাহিনীতেই যায়দ ইব্ন হারিছাকে প্রেরণ করিতেন উহাতে তাহাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করিতেন (নাসাঈ)।"

যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মূতার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন (ফাতহুল-বারী, ৭খ., পৃ. ১০৭-১০৮)।

পরিধেয় ও আহার্যের ব্যাপারে সমতা

রাসূলুল্লাহ (স) দাস-দাসীকে মনিবদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি আরও আদেশ দিয়াছেন যে, মনিবরা যাহা ভক্ষণ করিবে, যাহা পরিধান করিবে তাহা দাস-দাসীদেরকে সরবরাহ করিবার।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن المعرور بن سويد قال رأيت ابا ذر الغفارى وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسالناه عن ذلك فقال انى سابيت رجلا فشكانى الى النبى ﷺ فقال لى النبى ﷺ اعيرته بأمه ثم قال ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم (رواه البخارى).

"আল-মা'রূর ইব্ন সুওয়ায়দ (র) বলেন, আমি আবূ যার আল-গিফারী (রা)-কে একজোড়া দামী কাপড় পরিহিত দেখিলাম। তাঁহার গোলামের শরীরেও অনুরূপ একজোড়া কাপড় ছিল। আমরা তাঁহাকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি এক

ব্যক্তিকে গালি দিয়াছিলাম। সে আমার বিরুদ্ধে উহার নালিশ দায়ের করিল মহানবী (স)-এর দরবারে। মহানবী (স) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি তাহাকে তাহার মাতার সহিত সম্পর্কিত করিয়া লজ্জা দিলে? অতঃপর বলিলেন, তোমাদের দাসগণ হইল তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়াছেন। যাহার অধীনে তাহার এইরূপ ভাই রহিয়াছে সে যাহা খাইবে তাহাকেও অনুরূপ খাইতে দিবে। সে যাহা পরিধান করিবে তাহাকেও অনুরূপ পরিতে দিবে। তাহাদের কষ্ট হয় এইরূপ কিছু করিবার জন্য তাহাদিগকে তোমরা বাধ্য করিবে না। এমন কোন কিছু করার জন্য যদি একান্ত বাধ্য করা হয় তাহা হইলে এইরূপ কাজে তাহাদিগকে তোমরা সহায়তা করিবে" (ইমাম বুখারী, সাহীহ, সাহারানপুর, তা.বি., ১খ., পৃ. ৩৪৬)।

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স) সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্কে দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করিতে, তাহাদেরকে মানুষ হিসাবে গণ্য করিতে এবং তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইতে নির্দেশ প্রদান করেন ঃ

ارقاءكم ارقاءكم اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تكسون.

"তোমাদের দাসগণ, তোমাদের দাসগণ। তোমরা যাহা ভক্ষণ কর তাহাই তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে দিবে। তোমরা যেইরূপ কাপড় পরিধান করিবে তদ্রূপ কাপড় তাহাদিগকেও পরিধান করিতে দিবে" (শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী, ১৯৫১ খৃ., ২খ., পৃ. ২৬৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই নির্দেশ পালনের প্রতি সাহাবায়ে কিরাম কতটুকু যত্নবান ছিলেন তাহা লক্ষ্য করা যায় নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابى لطلب العلم فى هذا الحى من الانصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب النبى ﷺ ومعه غلام له وعلى ابى اليسر بردة ومعافرى وعلى غلامه بردة ومعافرى فقلت له يا عمى لو اخذت بردة غلامك واعطيته معافريك او اخذت معافريه واعطيته بردتك كانت عليك حلة وعليه حلة فمسح رأسى وقال اللهم بارك فيه يا ابن اخى بصر عينى هاتين وسمع اذنى هاتين ووعاه قلبى واشار الى مناط قلبه النبى ﷺ يقول اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيته من متاع الدنيا اهون على من ان يأخذ من حسناتى يوم القيامة (اخرجه مسلم والبخارى فى ادب المفرد رقم-١٨٧).

"উবাদা ইব্নুস-সামিত (রা)-এর দৌহিত্র উবাদা ইব্নুল ওয়ালীদ (র) বর্ণনা করেন, আমি ও আমার পিতা ইল্ম অর্জনের জন্য আনসারদের অমুক জনপদে বাহির হইলাম। তখনও

জনপদের অধিবাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। আমরা সবার আগে সাক্ষাত করিলাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী আবুল ইয়াসার (রা)-এর সহিত। তাঁহার সহিত তাঁহার একজন দাসও ছিল। আবুল ইয়াসার (রা)-এর শরীরে ছিল একটি চাদর ও 'মুআফিরী' কাপড় এবং তাঁহার দাসের শরীরে ছিল একটি চাদর ও একটি মু'আফিরী কাপড়। আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে চাচাজান! যদি আপনি আপনার দাসের নিকট হইতে চাদরটি আনিয়া তাহাকে আপনার মু'আফিরী কাপড়টি দিয়া দিতেন অথবা তাহার নিকট হইতে মু'আফিরী কাপড়টি আনিয়া তাহাকে আপনার চাদরটি দিয়া দিতেন তাহা হইলে আপনারও স্বতন্ত্র একটি জোড়া হইয়া যাইত এবং তাহারও সেইরূপ একটি জোড়া হইয়া যাইত। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তাহার মধ্যে বরকত দান কর। জানিয়া রাখ হে ভাতিজা! আমার এই দুইটি চক্ষু প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এই দুইটি কান শ্রবণ করিয়াছে এবং আমার এই অন্তর তাহা সংরক্ষিত রাখিয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, "তোমরা যাহা আহার করিবে দাস-দাসীদিগকেও তাহাই খাইতে দিবে। তোমরা যাহা পরিধান করিবে তাহাই তাহাদিগকেও পরিতে দিবে।" "কিয়ামত দিবসে সে আমার পুণ্যসমূহ লইয়া যাওয়া হইতে তাহাকে পার্থিব সম্পদ দান করা আমার পক্ষে অতি সহজ" (ইমাম মুসলিম, সহীহ, ২খ., পৃ. ৪১৫; ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল-মুফরাদ, পৃ. ৮৩, হাদীছ নম্বর ১৮৭)।

দাস-দাসীদের কাজে সহায়তা দানের নির্দেশ

দাস-দাসীরা সাধারণত মনিবের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। তবে মনিবরা শুধু কাজ আদায়ই করিবে এবং কাজ বুঝিয়া লইবে, তাহাদিগকে কোন কাজে সহযোগিতা দিবে না এমনটি রাসূলুল্লাহ (স) পসন্দ করিতেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قال النبى ﷺ ارقاءكم اخوانكم فاحسنوا اليهم استعينوهم على ما غلبكم واعينوهم على ما غلبوا (اخرجه احمد)۔

"রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের দাসগণ তোমাদেরই ভাই। তোমরা তাহাদের সহিত সদাচরণ কর। তোমাদের জন্য যাহা দুরূহ হয় তাহাতে উহাদের সাহায্য গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য যাহা কষ্টকর হয় তাহাতেও তোমরা তাহাদিগকে সহায়তা কর" (মুসনাদে আহমাদ, বরাত ইমাম বুখারী, আদাবুল-মুফরাদ)।

عن ابى هريرة قال اعينوا العامل من عمله فان عامل الله لا يخيب يعنى الخادم۔

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা তোমাদের সেবায় নিয়োজিতদেরকে সহায়তা কর। কারণ আল্লাহ যাহাদিগকে সেবায় নিয়োজিত করেন তাহারা (তাহাদের দু'আ) নিষ্ফল যায় না" (ইমাম বুখারী, আদাবুল-মুফরাদ)।

সৎ দাস-দাসিগণের ছওয়াব দ্বিগুণ

ইহলৌকিক দৃষ্টিতে একজন হইতে পারে মনিব আর অন্যজন দাস। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই; বরং যে যত বেশী কর্তব্যপরায়ণ, চাই তাহা পার্থিব হউক আর পারলৌকিক বিষয় হউক সে ততই বেশী মর্যাদাশীল। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মনিবের অনুগত দাস দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى بردة سمع اباه عن النبى ﷺ قال ثلثة يؤتون اجرهم مرتين الرجل تكون له الامة فيعلمها فيحسن تعليمها ويودبها فيحسن ادبها ثم يعتقها فيتزوجها فله اجران ومؤمن اهل الكتاب الذى كان مؤمنا ثم امن بالنبى ﷺ فله اجران والعبد الذى يؤدى حق الله وينصح لسيده (رواه البخارى) .

"আবূ বুরদা (রা) তাহার পিতা হইতে শুনিয়াছেন, যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তিন শ্রেণীর লোককে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করা হইবে। (এক) সেই ব্যক্তি যাহার অধীনে রহিয়াছে একজন দাসী। দাসীটিকে সে উত্তমভাবে শিক্ষা প্রদান করে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিখায়, অতঃপর তাহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করে। (দুই) আহলে কিতাবের কোন ঈমানদার ব্যক্তি পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। (তিন) ঐ দাস যে আল্লাহ্র অধিকারও আদায় করে এবং তাহার মনিবের কল্যাণ কামনা করে" (ইমাম বুখারী, সাহীহ, ১খ., পৃ. ৪২২)।

عن ابى موسى عن النبى ﷺ قال للمملوك الذى يحسن عبادة ربه ويؤدى الى سيده الذى له عليه من الحق والنصيحة والطاعة اجران (رواه البخارى) .

"আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই দাস উত্তমভাবে তাহার রবের ইবাদত করে এবং তাহার মনিবের তাহার উপর যেই হক রহিয়াছে তাহারও আদায় করে, তাহার কল্যাণ কামনা করে এবং তাহার আনুগত্য করে তাহার জন্য দুইটি ছওয়াব রহিয়াছে" (ইমাম বুখারী, সাহীহ, ১খ., পৃ. ৩৪৬)।

عن ابى هريرة قال رسول الله ﷺ للعبد المملوك ا لصالح اجران والذى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبرّ امى لاحببت ان اموت وانا مملوك (رواه البخارى) .

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, সৎ গোলামের জন্য রহিয়াছে দুইটি ছওয়াব। সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! যদি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ, হজ্জ ও মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করার বিধান না থাকিত তাহা হইলে আমি গোলাম হইয়া মৃত্যুবরণ করাকে পসন্দ করিতাম" (ইমাম বুখারী, ১খ., পৃ. ৩৪৬)।

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادة ربه فله اجر مرتين (رواه البخاری).

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যে দাস তাহার মনিবের কল্যাণ কামনা করে এবং তাহার রবের ইবাদত উত্তমভাবে আদায় করে তাহার জন্য রহিয়াছে দ্বিগুণ ছওয়াব" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

দাস-দাসীদের দায়িত্বশীলতা

দাসকেও রাসূলুল্লাহ (স) দায়িত্বশীল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সামাজিকভাবে দাস-দাসিগণকে তখনকার সমাজে ছোট মনে করা হইলেও রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকেও অন্যান্য সকল লোকের মত দায়িত্বশীল হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الامام راع ومسئولة عن رعيته والرجل راع فى اهله وهو مسئول عن رعيته المرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده وفى رواية عبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته (رواه البخارى).

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। শাসক একজন দায়িত্বশীল, প্রজাদের সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হইবেন। যে কোন ব্যক্তি তাহার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাহার পরিবার সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। স্ত্রীলোকও তাহার স্বামীর গৃহের দায়িত্বশীল। সেও তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। দাসও তাহার মনিবের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল। তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং সকলেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে" (ইমাম বুখারী, সহীহ, ১খ., পৃ. ১২২০)।

عن ابى هريرة يقول العبد اذا اطاع سيده فقد اطاع الله عز وجل فاذا اضى سيده فقد عصى الله عز وجل (الادب المفرد رقم الحديث-٢٠٧).

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিতেন, দাস যখন তাহার মনিবের আনুগত্য করিল সে যেন মহান আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করিল। আর যখন সে তাহার মনিবের সহিত অন্যায় আচরণ করিল তখন যেন সে মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইল" (ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ৯২, হাদীছ নং ২০৭)।

দাসদের সম্বোধন

নিজ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে আমার গোলাম, আমার দাস ও আমার দাসী এইরূপে সম্বোধন করিতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করিয়াছেন।

عن ابى هريرة يحدث عن النبى ﷺ انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدى ومولاى ولا يقل احدكم عبدى وامتى وليقل فتاى فتاتى وغلامى (رواه البخارى).

"আবূ হুয়াররা (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন, তোমাদের কেহ যেন (দাসকে) এইভাবে না বলে, তোমার রবকে খাবার দাও, তোমার রবকে উযূ করাও, তোমার রবকে পান করাও। দাস যেন তাহার মালিককে আমার মালিক ও আমার নেতা ইত্যাদি বলে আহ্বান করে। কেহ যেন তাহার দাস-দাসীকে আমার দাস, আমার দাসী, বলিয়া আহ্বান না করে, বরং যেন বলে, আমার যুবক, আমার যুবতী বা বালক" (ইমাম বুখারী, সহীহ, ১খ., পৃ. ৪৬)।

দাস-দাসীর সঙ্গে আহার

খাবারের আসরে দাস-দাসীকে শরীক করিতে কোন দ্বিধাবোধ করা উচিত নহে; বরং মালিকদের জন্য তাহারা যাহা পাকাইবে তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশটি দাস-দাসীসহ সকল ধরনের কাজের লোকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع فى يده منه اكلة او اكلتين (رواه مسلم).

"আবূ হুয়ায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও জন্য যখন তোমাদের খাদেম খাবার তৈরি করে, অতঃপর সে সেই খাবার লইয়া উপস্থিত হয়, রান্না-বান্নার কাজে সে কতই না উষ্ণতা ও ধোঁয়ার যাতনা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে খাবারের আসরে বসিতে দাও যাহাতে সে তোমাদের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। যদি খাবার অতি অল্প হয় তাহা হইলে একটি গ্রাস বা দুইটি গ্রাস তাহার হাতে তুলিয়া দাও" (ইমাম মুসলিম, সহীহ, ২খ., পৃ. ৫২)।

عن ابى محذورة قال كنت جالسا عند عمر اذ جاء صفوان بن امية بجفنة يحملها نفر فى عباءة فوضعوها بين يدى عمر فدعا عمر ناسا مساكين وارقاء من ارقاء الناس حوله فاكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم او قال لحا الله قوما

يرغبون عن ارقائهم ان ياكلوا معهم فقال صفوان اما والله ما نرغب عنهم ولكنا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما ناكل ونطعمهم (ادب المفرد رقم الحديث ٢٠١).

"আবূ মাহযূরা (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা একদল লোক লইয়া আগমন করিলেন যাহারা একটি বড় পাত্র চাদর দিয়া গুটাইয়া লইয়া আসিতেছিল। পাত্রটি বহন করিয়া আনিয়া তাহারা উমার (রা)-এর সামনে রাখিল। উমার (রা) তখন কতিপয় নিঃস্ব লোক ও তাঁহার নিকট উপস্থিত কয়েকজন দাসকে ডাকিয়া তাঁহার নিকট আনিলেন। তাহারা তাঁহার সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন অথবা বলিলেন, এমন সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিয়াছেন যাহারা নিজেদের দাসদের সহিত খাদ্যগ্রহণকে অপসন্দ করিত। সাফওয়ান (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করি না, যদিও আমরা তাহাদের পূর্বে আহার করি। আল্লাহ্র শপথ! আমরা উত্তম খাবার পাইলেই যাহা আমরা ভক্ষণ করি তাহাদিগকেও তাহা ভক্ষণ করাই" (ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ২০১, পৃ. ৮৯)।

اخبرني ابن الزبير انه سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل اذا كفاه المشقة والحر امر النبى ﷺ ان يدعوه قال نعم فان كره احدكم ان يطعم معه فليطعمه اكلة فى يده (الادب المفرد رقم الحديث ١٩٨).

"ইবনুয যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, কোন লোকের দাস চরম কষ্ট ও গরম সহ্য করিয়া তাহার জন্য খাবার তৈরি করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) কি আহারের সময় তাহাকে আহ্বান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। তোমাদের কেহ যদি তাহার সহিত আহার করিতে অনিচ্ছুক হয় তবে সে যেন তাহার হাতে এক গ্রাস খাবার তুলিয়া দেয়" (ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১৯৮)।

দাস-দাসীদের আতিথ্য গ্রহণ

দাস-দাসীদের গৃহে খাবার গ্রহণ করিতে রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিধাবোধ করিতেন না, বরং তাহাদের গৃহে স্বচ্ছন্দে খাবার খাইতেন। বারীরা নাম্নী একজন দাসী ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) তাহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت كان فى بريرة ثلث سنن احدى السنن انها عتقت فخيرت فى زوجها وقال رسول الله ﷺ الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله ﷺ والبرمته تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال الم ار برمة فيها لحم قالوا بلى

ولكن ذلك لحم تصدق على بريرة وانت لاتاكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية (متفق عليه) .

"আইশা (রা) বলেন, বারীরা সম্পর্কে তিনটি বিধান প্রবর্তিত হইয়াছিল। (এক) তাহাকে দাসত্বমুক্ত করা হইয়াছিল, অতঃপর তাহার (গোলাম) স্বামীর বিবাহবন্ধনে থাকার ব্যাপারে তাহাকে এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। (দুই) তাহাকে আযাদ করিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, যেই ব্যক্তি আযাদ করিবে সে-ই তাহার সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবে। (তিন) রাসূলুল্লাহ (স) তাহার গৃহে দাখিল হইয়া দেখিলেন, তাহার হাঁড়িতে গোশত রান্না হইতেছে। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে গৃহের রুটি ও তরকারী খাইতে দিলেন। তিনি তখন বলিলেন, আমি কি হাঁড়িতে গোশত দেখিতেছি না? গৃহের লোকজন বলিল, হাঁ, তবে তাহা সাদাকার গোশত, উহা বারীরা (রা)-কে সাদাকা করা হইয়াছে। আপনি তো সাদাকার মাল ভক্ষণ করেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উহা তাহার জন্য সাদাকা। কিন্তু সে যখন উহা আমাদেরকে দান করিবে তখন তাহা হাদিয়া হিসাবে গণ্য হইবে" (বুখারী, মুসলিম, সূত্র মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১)।

হাত বদল হইয়া গেলে মালিকানা ও মালের প্রকৃতি বদলাইয়া যাইতে পারে। বারীরা (রা)-কে যখন দেওয়া হইয়াছিল তখন তাহা সাদাকাই ছিল। কিন্তু বারীরা (রা) যখন তাহা হইতে অন্যকে দান করিলেন তখন তাহা সাদাকা থাকিল না।

দাসকে আহার্য দান সাদাকার সমতুল্য

দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীকে যাহা খাওয়ানো হয় তাহা বৃথা মনে করা উচিত নহে বরং উহাতে সাদাকার ছওয়াব পাওয়া যায়।

عن المقدام سمع النبى ﷺ يقول ما اطعمت نفسك فهو صدقة وما اطعمت ولدك وزوجك وخادمك فهو صدقة (اخرجه البخارى فى ادب المفرد) .

"মিকদাদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তুমি নিজে যাহা ভক্ষণ কর তাহা সাদাকা, আর যাহা তোমার সন্তান, স্ত্রী ও দাসকে ভক্ষণ করিতে দাও তাহাও সাদাকা" (ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১৯৫)।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندى دينار قال تصدق به على نفسك قال عندى اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندى اخر قال تصدق به على ولدك قال عندى اخر قال تصدق على خادمك قال عندى اخر قال انت ابصر (رواه النسا ئى-٢٧٢) .

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি তাহা নিজের জন্য

ব্যয় কর, উহা সাদাকা হিসাবে গণ্য। লোকটি বলিল, আমার নিকট আরও একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার স্ত্রীর জন্য তাহা সাদাকা কর। লোকটি বলিল, আমার নিকট আরও একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার সন্তানের জন্য তাহা সাদাকা কর। লোকটি বলিল, আমার নিকট আরও একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার দাসের জন্য তাহা সাদাকা কর। লোকটি বলিল, আমার নিকট আর একটি দীনার আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমিই ভাল জান" (ইমাম নাসাঈ, সুনান, ১খ., পৃ. ২৭২)।

দাস-দাসীকে নিপীড়নের প্রতিদান

সকল অন্যায়-অনাচারের প্রতিশোধ কিয়ামত কালে অন্যায়কারী হইতে গ্রহণ করা হইবে। দাস-দাসীগণকে প্রহার করাও একটি অন্যায় কাজ। ফলে যেই দাস-দাসীকে অযথা অন্যায়ভাবে প্রহার করা হইবে কিয়ামত কালে প্রহারকারী মনিব হউক আর অন্য কেহ হউক উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে।

عن عمار بن ياسر قال لا يضرب احد عبدا له وهو ظالم له الا اقيد منه يوم القيامة (رواه البخاري في ادب المفرد-١٧٢).

"আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) বলেন, কেহ যেন তাহার দাসকে নির্যাতনকারী হিসাবে প্রহার না করে। যদি কেহ এইরূপ করে তাহা হইলে কিয়ামত দিবসে তাহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে" (বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৮২)।

عن ام سلمة ان النبي ﷺ كان في بيتها فدعا وصيفة له او لها فابطت فاستبان الغضب في وجهه فقامت ام سلمة الى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشيت القود يوم القيامة لاوجعتك بهذا السواك زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة قال فلما اتيت بها النبي ﷺ قلت يارسول الله انها لتحلف ما سمعتك قالت وفي يده سواك (ادب المفرد-١٨٤).

"উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার গৃহে অবস্থান রত ছিলেন। তিনি তাঁহার বা উম্মু সালামার দাসীকে ডাকিলেন। সে আসিতে বিলম্ব করিল। উহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইল। উম্মু সালামা (রা) তখন উঠিয়া পর্দার ঐ পাশে গেলেন এবং তাহাকে খেলায় রত দেখিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে ছিল একটি মিসওয়াক। তখন তিনি বলিলেন, কিয়ামত দিবসে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা না থাকিলে অবশ্যই আমি এই মিসওয়াক দ্বারা তোমাকে প্রহার করিতাম। মুহাম্মাদ ইবনুল হায়ছামের বর্ণনায় আরও রহিয়াছে, সে একটি ছাগলছানা লইয়া খেলা করিতেছিল। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হে আল্লাহর

রাসূল! সে শপথ করিয়া বলিতেছে যে, আপনার ডাক সে শুনে নাই। তিনি বলেন, তখন তাঁহার হাতে একটি মিসওয়াক ছিল" (বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪)।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি অপরকে প্রহার করিলে কিয়ামতের দিন তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে" (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৮৫)।

দাসদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহানুভবতা

অধীনস্থ লোকদের কাজকর্মে ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) উহাদের প্রতি এতই সহানুভূতিশীল ছিলেন যে, কোন কাজে ত্রুটি হইলেও তাহাদেরকে ভর্ৎসনা করা তো দূরের কথা, কোন কৈফিয়তও চাহিতেন না।

عن انس قال قدم رسول الله ﷺ المدينة ليس له خادم فاخذ ابو طلحة بيدى فانطلق بى الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمك فخدمته فى السفر والحضر ما قال بى لشيئ صنعته لم صنعت هكذا ولا لشيئ لم اصنعه لم لم تصنع هذا هكذا (رواه البخارى-٣٨٨).

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) মদীনায় আগমন করিলেন। তাঁহার কোন খাদেম ছিল না। তাই আবূ তাল্হা (রা) আমাকে হাতে ধরিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনাস বুদ্ধিমান বালক। সে আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকিবে। আনাস (রা) বলেন, সেই হইতে আমি সফরে ও আবাসে তাঁহার সেবারত থাকি। আমি কোন কাজ করিয়া ফেলিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন নাই, তুমি উহা এইরূপ করিলে কেন? আর কোন কাজ না করিলেও তিনি বলেন নাই, উহা করিলে না কেন" (বুখারী, সহীহ, ১খ., পৃ. ৩৮৮)।

عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله ﷺ بيده شيئا قط الا ان يجاهد فى سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة (رواه الترمذى فى الشمائل -٣٣).

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাত দ্বারা কাহাকেও কখনও প্রহার করেন নাই, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত। তিনি কোন খাদেম ও মহিলাকেও প্রহার করেন নাই" (তিরমিযী, শামাইল, পৃ. ২৩)।

সাধারণত দাসদাসীকে মারপিট না করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দাস-দাসীকে প্রহার করিবার অপরাধে প্রহৃতকে আযাদ করিয়া দিবার জন্য তিনি প্রহারকারীকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তবে সদাচরণ বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিবার জন্য তিনি হালকা প্রহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। অবশ্য প্রহার করিবার

অনুমতির ক্ষেত্রে তিনি সম্মানিত স্থান, যথা মুখমণ্ডলে আঘাত না করিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীছগুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ

عن ابى امامة قال اقبل النبى ﷺ معه غلامان فوهب احدهما لعلى وقال لا تضربه فانى نهيت عن ضرب اهل الصلاة وانى رأيته يصلى منذ اقبلنا واعطى ابا ذر غلاما وقال استوص به معروفا فاعتقه فقال ما فعل قال امرتنى ان استوصى به خيرا فاعتقته (رواه البخارى فى ادب المفرد-١٤٣).

"আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুইটি গোলামসহ আগমন করিলেন। তিনি উহার একটি আলী (রা)-কে প্রদান করিয়া বলিলেন, তাহাকে প্রহার করিও না। কারণ কোন নামাযীকে প্রহার করিবার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। সে আমাদের নিকট আসিবার পর হইতে আমি তাহাকে সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছি। তিনি অপর গোলামটি আবূ যার (রা)-কে দিয়া বলিলেন, তাহার সহিত সদয় আচরণ করিও। অতএব তিনি গোলামটিকে আযাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলামটিকে কি করিয়াছ? আবূ যার (রা) বলিলেন, আপনি আমাকে তাহার সহিত সদয় আচরণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাই আমি তাহাকে দাসত্বমুক্ত করিয়া দিয়াছি" (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ১৬৩)।

عن ابى مسعود الانصارى قال كنت اضرب غلاما لى فسمعت من خلفى صوتا اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال اما لولم تفعل للفحتك النار او لمستك النار (رواه مسلم-٥١).

"আবূ মাস'উদ আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি আমার একটি গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম। তখন আমি আমার পিছন হইতে একটি ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আবূ মাসউদকে জানাইয়া দাও, এই দাসের উপর তোমার যেই ক্ষমতা রহিয়াছে আল্লাহ তোমার উপর তাহার হইতে অধিক ক্ষমতাবান। আমি ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, তিনি হইলেন রাসূলুল্লাহ (স)। আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সে স্বাধীন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, জানিয়া রাখ! যদি তুমি উহা না করিতে তাহা হইলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করিয়া লইত অথবা বলিলেন, তোমাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিত" (মুসলিম, সাহীহ, ২খ., পৃ. ৫১)।

عن معاوية بن سويد قال لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصلّيت خلف ابى فدعاه ودعانى ثم قال امتثل منه فعفا ثم قال كنّا بنى مقرن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا الاخادم واحد فلطمها احدنا فبلغ ذلك النبى ﷺ فقال اعتقوها

قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فاذا استغنوا عنها فليخلوها سبيلها (رواه مسلم-٥١).

"মু'আবিয়া ইব্‌ন সুওয়ায়দ (রা) বলেন, আমি আমাদের গোলামকে চপেটাঘাত করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর যুহরের কিছুক্ষণ পূর্বে আমি ফিরিয়া আসিয়া আমার পিতার পিছনে সালাত আদায় করিলাম। তিনি আমাকে ও গোলামটিকে ডাকিলেন। অতঃপর গোলামটিকে বলিলেন, তোমাকে যেই পরিমাণ আঘাত সে করিয়াছে অনুরূপ তাহাকে আঘাত কর। সে ক্ষমা করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগে আমাদের মুকাররিন পরিবারের একটিমাত্র দাস ছিল। দাসটিকে আমাদের একজন চপেটাঘাত করিল। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, তাহাকে দাসত্বমুক্ত করিয়া দাও। তাহারা আরয করিল, এই গোলাম ছাড়া তাহাদের অন্য গোলাম নাই। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আপাতত উহারা তাহার সেবা গ্রহণ করুক। তাহার পর তাহারা আত্মনির্ভরশীল হইয়া গেলে তাহাকে আযাদ করিয়া দিও" (ইমাম মুসলিম, সহীহ্, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৫১)।

عن زازان ان ابن عمر دعا بغلام له فراى بظهره اثرا فقال له اوجعتك قال لا قال فانت عتيق قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال مالى فيه من الاجر ما يزن هذا انى سمعت رسول الله ﷺ يقول من ضرب غلاما له حدا لم ياته او لطمه فان كفارته ان يعتقه (رواه مسلم-٥١).

"যাযান (র) হইতে বর্ণিত ঃ ইব্‌ন 'উমার (রা) তাঁহার গোলামকে ডাকিলেন (যাহাকে তিনি কোন কারণবশত প্রহার করিয়াছিলেন)। তাহার পৃষ্ঠদেশে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আহত স্থানে কি তুমি ব্যথা অনুভব করিতেছ! সে নাসূচক উত্তর দিল। তিনি বলিলেন, তুমি মুক্ত। অতঃপর তিনি ভূমি হইতে ক্ষুদ্র একটি জিনিস হাতে নিয়া বলিলেন, এই জিনিসটির ওযন পরিমাণ ছওয়াবও এই মুক্তিদানের কারণে আমার লাভ হইবে না (গোলামটিকে পূর্বে প্রহার করিবার কারণে) : আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তাহার দাসকে বিনা অপরাধে প্রহার করিল অথবা তাহাকে চপেটাঘাত করিল, উহার কাফফারা হইল তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া" (ইমাম মুসলিম, সাহীহ্, ২খ., পৃ. ৫১)।

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال اذا ضرب احدكم خادمه فليجتنب الوجه (ادب المفرد).

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ নিজ খাদেমকে প্রহার করিলে সে যেন তাহার মুখমণ্ডল পরিহার করে" (ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১৭৩)।

দাস-দাসীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শেষ ওসিয়াত

দাস-দাসীদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) এতই যত্নবান ছিলেন যে, অন্তিমকালেও তিনি তাহাদের ব্যাপারে সতর্ক করিয়া যাইতে ভুলেন নাই।

عن علي قال كان اخر كلام رسول الله ﷺ الصلوة الصلوة واتقوا الله فيما ملكت ايمانكم (رواه ابوداؤد-١٠٤٠١).

"আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বশেষ কথা ছিল ঃ তোমরা সালাতকে গুরুত্ব সহকারে আদায় কর, তোমাদের সালাত। তোমরা দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর" (আবূ দাঊদ, সুনান, ২খ., পৃ. ৪০১)।

عن علي ابن ابى طالب قال ان النبى ﷺ لما ثقل قال يا على ائتنى بطبق اكتب فيه مالا يضل امتى فخشيت ان يسبقنى فقلت انى لاحفظ من ذراعى الصحيفة وكان رأسه بين ذراعيه وعضدى يوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت ايمانكم وقال كذاك حتى فاضت نفسه وامره بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار (ادب المفرد-١٥٦).

"আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অসুস্থতা যখন তীব্র আকার ধারণ করিল তখন বলিলেন, হে আলী! আমার নিকট একটি ফলক লইয়া আস। আমি তাহাতে এমন কিছু লিখিয়া দিব যাহাতে আমার উম্মত পথভ্রষ্ট না হয়। (আলী বলেন) আমি আশঙ্কাবোধ করিতেছিলাম, আমি ফিরিয়া আসার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করিতে পারেন। আমি বলিলাম, আমি আমার বাহুপৃষ্ঠের ফলকে তাহা সংরক্ষণ করিব। সেই সময় তাঁহার শির মুবারক তাঁহার কনুই ও আমার উভয় বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। এমতাবস্থায় তিনি সালাত, যাকাত ও দাস-দাসী সম্পর্কে ওসিয়াত করিতেছিলেন। এইরূপ অবস্থাতেই তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহাকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল' এই সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। তিনি ইহাও বলেন, যেই ব্যক্তি এই দুইটি কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে তাহার জন্য জাহান্নাম হারাম করিয়া দেওয়া হইবে" (ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১৫৬)।

দাস-দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উৎসাহদান

দাসত্ব প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হউক, ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কামনা। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল হইতে প্রচলিত একটি ব্যবস্থাকে তৎক্ষণাৎ ঘোষণার মাধ্যমে বিলুপ্ত করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও মানবজাতিকে দুঃখ-ক্লেশে নিক্ষেপ করা কোনক্রমেই তাঁহার কাম্য ছিল না। তাই তিনি এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে ক্রমান্বয়ে দাস ও মনিব প্রথা মূলোৎপাটিত হয়। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, কেহ মুক্ত হইয়া গেলে পুনরায় তাহাকে দাস

বানানো যাইবে না। দাসদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা হইলে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন, এমনকি বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্ত হইতে নিজ হাতে সহযোগিতা করিয়াছেন। দাস-দাসীকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার বিনিময়ে অফুরন্ত ছওয়াব লাভের বাণী শুনাইয়াছেন। মুকাতাব, মুদাববার ও উম্মু ওয়ালাদ প্রথা চালু রাখিয়াছেন (মুকাতাব বলা হয় ঐ গোলামকে যাহার মনিব বিনিময়ের মাধ্যমে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। মুদাববার বলা হয় ঐ দাসকে যাহাকে তাহার মনিব বলিয়াছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত। উম্মু ওয়ালাদ বলা হয় ঐ দাসীকে যে তাহার মনিবের কোন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে)। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى ذر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم وما من رجل اعتق مسلما الا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه (ادب المفرد- ١٥٠).

"আবূ যার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় নাবালেগ অবস্থায়, তাহাদের প্রতি আল্লাহ তাঁহার করুণা ও রহমতবশত তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। আর যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে আযাদ করিয়া দিবে মহান আল্লাহ তাহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুক্ত করিয়া দিবেন" (ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১৫০)। আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে এই মর্মে একটি হাদীছ রহিয়াছে (মুসলিম, সহীহ, ১খ., পৃ. ৪৯৫)।

সালমান ফারসী (রা) যদিও অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন কিন্তু চক্রান্তের শিকার হইয়া দাসত্বের জিঞ্জীরে আবদ্ধ হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় উদ্যোগে স্বহস্তে কাজের বিনিময়ে তাহাকে আযাদ করাইয়াছিলেন।

عن بريدة جاء سلمان الفارسى الى رسول الله ﷺ حين قدم المدينة ...... وكان لليهود فاشتراه رسول الله ﷺ بكذا وكذا درهما على ان يغرس لهم نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله ﷺ النخل (رواه الترمذى فى الشمائل).

"বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আগমন করিবার পর সালমান ফারসী (রা) তাঁহার দরবারে আসিলেন।........তিনি তখন ছিলেন জনৈক ইয়াহূদীর ক্রীতদাস। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে এত এত দিরহামের বিনিময়ে এবং তিনি ইয়াহূদীকে খেজুর বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিবেন এবং উহাতে ফলন না আসা পর্যন্ত সালমান (রা) সেখানে কর্মরত থাকিবার শর্তে ক্রয় করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিলেন" (তিরমিযী, শামাইল, পৃ. ৩)।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় রহিয়াছে, সালমান ফারসী (রা) বলেন, একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি তোমার মনিবের নিকট হইতে মুক্তিলাভের ব্যাপারে চুক্তি করিয়া লও। আমি তাহার নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিলে সে আমাকে দুইটি জিনিসের বিনিময়ে মুক্ত করিয়া দিবার শর্তারোপ করিল। (১) চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিতে হইবে (চল্লিশ দিরহামে এক আউকিয়া); (২) তিন শতটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিয়া তাহার ফল খাওয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকা। রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং তাহাকে খেজুর বৃক্ষ রোপণ করিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। অতঃপর কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু স্বর্ণ আসিলে তিনি তাহা সালমান (রা)-কে দিয়া বলিলেন, উহার দ্বারা মুক্তিপণ আদায় করিয়া দাও। স্বর্ণের স্বল্পতা দেখিয়া সালমান (রা) বলিলেন, ইহা চুক্তির পরিমাণ হইবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ উহা দ্বারাই যথেষ্ট করিয়া দিবেন। সুতরাং ওযন করিয়া দেখা গেল তাহা চল্লিশ উকিয়া হইয়া গিয়াছে (মাওলানা যাকারিয়া, খাসাইলে নাবাবী, পৃ. ২৭)।

عن ابى ذر قال سألت النبى ﷺ اى العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد فى سبيله قال قلت فاى الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها .... (متفق عليه مشكوة)۔

“আবূ যার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন ও তাঁহার পথে জিহাদ। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা সর্বাধিক উত্তম ? তিনি উত্তর দিলেন, যাহা খুব মূল্যবান এবং যাহা তাহার পরিবারের প্রিয়” (বুখারী ও মুসলিম, সূত্র মিশকাত, পৃ. ২৯৩)।

عن البراء بن عازب قال جاء اعرابى الى النبى ﷺ فقال علمنى عملا يدخلنى الجنة قال لئن كنت اقصرت الخطبة اعرضت المسئلة اعتق النسمة وفكّ رقبة قال اوليسا واحدا قال لا عتق النسمة ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين فى ثمنها (رواه البيهقى فى شعب الايمان)۔

“আল-বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলিয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে দাখিল করিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি তুমি সংক্ষিপ্তাকারে বলিতে তাহা হইলে সমস্যার সমাধান লাভ করিতে। তুমি প্রাণী (দাস) মুক্ত করিয়া দাও ও মুক্তিলাভে সহায়তা কর। লোকটি বলিল, এই দুইটি কথা কি একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি নয় ? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, এক নয়। প্রাণীকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার অর্থ হইল সম্পূর্ণভাবে তাহাকে তুমি মুক্ত করিয়া দিবে। আর দাসত্বমুক্ত করায় সহায়তা করার অর্থ হইল, দাসত্বমুক্ত হইবার ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধে সহায়তা করা” (বায়হাকী, সূত্র মিশকাত, পৃ. ২৯৩)।

عن عمرو بن عبسة ان النبی ﷺ قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى له فى الجنة ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة (رواه شرح السنة)۔

"আমর ইব্ন আবাসা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ মহানবী (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকিরের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করিবে তাহার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হইবে। যেই ব্যক্তি কোন মুসলিমকে দাসত্বমুক্ত করিয়া দিবে ঐ দাসত্বমুক্ত ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে তাহার মুক্তিলাভের কারণ হইবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় যেই ব্যক্তি বৃদ্ধ হইবে তাহার জন্য কিয়ামত দিবসে জ্যোতি হইবে" (শারহুস্‌সুন্নাহ্, মিশকাত)।

عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ﷺ افضل الصدقة الشفاعة بها تفد الرقبة (رواه البيهقى فى شعب الايمان)۔

"সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই সুপারিশের মাধ্যমে কোন দাসকে মুক্ত করা হয় তাহা হইল সর্বোত্তম সাদাকা" (বায়হাকী, সূত্র ঃ মিশকাত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৪৯ ঃ ১১; ৪৯ ঃ ১৩; (২) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, দেওবন্দ, ১খ., পৃ. ৩৪৬; (৩) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, দেওবন্দ, ২খ., পৃ. ৪১৫; (৪) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, ওয়ারাতুল আওকাফ, দাওলাতুল ইমারাতুল আরাবিয়্যাতুল মুত্তাহিদা, ১৪০১ হি. / ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৭৪-৯৬; (৫) শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদাবী, সীরাতুন্নবী, মাতবায়ে মা'আরিফ, ১৯৫১ খৃ., ২খ., পৃ. ৬৮; (৬) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ৭খ., পৃ. ১০৭; (৭) আহমাদ আলী সাহারানপুরী, পার্শ্বটীকা সহীহ বুখারী, দেওবন্দ, ১খ., পৃ. ৫২৮; (৮) ডঃ মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০১ খৃ., পৃ. ৭৪১; (৯) ইমাম আবূ দাঊদ, আস-সুনান, দেওবন্দ, ২খ., পৃ. ৭০১; (১০) খাতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কলিকাতা, পৃ. ২৯৩; (১১) ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, কলিকাতা, ১খ., পৃ. ২৭২; (১২) ইমাম তিরমিযী, শামাইল অংশ, পৃ. ৩; (১৩) শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া, খাসাইলে নাবাবী, দেওবন্দ, পৃ. ২৭।

ফয়সল আহমদ জালালী

দাসপ্রথা রহিতকরণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভূমিকা

দাসপ্রথা ইতিহাসের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। নব্যশিক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রতি বিরূপ ও শত্রুভাবাপন্ন করার জন্য কমিউনিস্টরা সাধারণত এই অস্ত্রটিই বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। ইসলাম যদি সকল যুগের জন্যই গ্রহণযোগ্য হইত এবং মানুষের সকল প্রয়োজনই পূরণ করিতে পারিত তবে কস্মিনকালেও মানুষকে দাস বানানোর অনুমতি দিত না, এমনকি দাসপ্রথাকে বরদাশতও করিত না। এই দাসপ্রথাই প্রমাণ করে যে, এই জীবনব্যবস্থা কেবল একটি বিশেষ যুগের জন্যই উপযুক্ত ছিল। এখন উহার কোন প্রয়োজন নাই।

সংশয়ের এই বাস্তব পরিবেশে মুসলিম যুবকরাও দিশাহারা। তাহারা দ্বিধা ও সংকোচের শিকার হইয়া ভাবিতেছে, ইসলাম দাসপ্রথার অনুমতি কেন দিল? ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনব্যবস্থা। সকল যুগের সকল এলাকার মানুষের উন্নতিই ইসলামের কাম্য। কিন্তু ইহা দাসপ্রথাকে কেমন করিয়া সমর্থন করিল? পরিপূর্ণ সাম্যের মূলনীতির উপর ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত, যাহা বিশ্বের সকল মানুষকে একই পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে গণ্য করে। সেই ইসলাম উহার সমাজব্যবস্থায় দাসপ্রথাকে কেন গ্রহণ করিল? আল্লাহ কি চান যে, মানবজাতি প্রভু ও দাস নামে দুইটি চিরস্থায়ী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকুক? তিনি কি কামনা করেন যে, মানুষের একটি শ্রেণী ইতর বা বোবা জন্তুর ন্যায় হাটে-বাজারে বেচা-কেনা হইতে থাকুক? অথচ তিনিই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ.

"এবং নিশ্চয় আমি বনী আদমকে সম্মানিত করিয়াছি" (১৭ ঃ ৭০)।

যদি ইহা আল্লাহ্‌র বাঞ্ছনীয় না হয় তবে তিনি তাঁহার কিতাবে কেন ইহাকে মদ, জুয়া, সূদ ইত্যাদির ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নাই? মোটকথা এই যুগের মুসলিম যুবকরা এই কথা তো অবশ্যই জানে যে, ইসলামই প্রকৃত দীন। কিন্তু তাহারা দারুণ উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার শিকার।

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ.

"যখন ইবরাহীম বলিল, প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলিল, কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য" (২ ঃ ২৬০)।

দাসপ্রথার ভয়ঙ্কর চিত্র

আজ যদি কেহ বিংশ শতাব্দীর মন-মানসিকতার পেক্ষাপটে দাসপ্রথার কথা চিন্তা করে এবং মানুষের ক্রয়-বিক্রয় ও রোমকদের ন্যাক্কারজনক অপরাধের কথা স্মরণ করে তবে তাহার সম্মুখে দাসপ্রথার এক ভয়ঙ্কর চিত্র পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তখন সে একথা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিবে না যে, কোন ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা ইহাকে বৈধ বলিয়া গণ্য করিতে পারে কিংবা ইসলাম—যাহার বেশীর ভাগ আইন-কানুন ও নিয়ম -নীতিই মানুষকে দাসত্বের যাবতীয় শৃংখল হইতে মুক্তি প্রদানের উপর নির্ভরশীল- ইহাকে নির্দোষ বলিয়া ফত্ওয়া দিতে পারে। কিন্তু এই চিন্তাধারার মূলে রহিয়াছে ইসলাম সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞানের অভাব। কেননা দাসপ্রথার এই ভয়ঙ্কর চিত্রের সহিত ইসলামের আদৌ কোন সম্পর্ক নাই।

ইসলামের অবদান

এই পর্যায়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের প্রতি আমরা একবার দৃকপাত করিব। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, রোমকদের ইতিহাসের অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর অপরাধের সহিত ইসলামী ইতিহাসের আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। রোম সাম্রাজ্যে দাসেরা যে ধরনের জীবন যাপন করিত উহার বিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের নিকট বর্তমান। উহার আলোকে ইসলামের কারণে দাসপ্রথার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। উহা ইসলামের এমন এক উজ্জ্বল অক্ষয় কীর্তি যে, উহার পর দাসপ্রথার বিলোপের জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় নাই। ইসলাম শুধু এতটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বরং মানবীয় স্বাধীনতার প্রকৃত ধারণা তুলিয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে উহাকে কার্যকর করিয়া দেখাইয়াছে।

রোম সাম্রাজ্যে দাসদের করুণ অবস্থা

রোমকদের রাজত্বকালে দাসদিগকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করা হইত না। তাহারা ছিল নিছক পণ্য সামগ্রী। অধিকার বলিতে তাহাদের কিছুই ছিল না। অথচ তাহাদের পালন করিতে হইত দুঃসহ ও কঠিন দায়িত্ব। এই দাস প্রাপ্তির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল যুদ্ধ। মহান কোন উদ্দেশ্য বা নীতির জন্য এই সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইত না, বরং অন্যকে দাস বানাইয়া নিজেদের হীনতম স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইত। রোমকরা এই সকল যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-ঐশ্বর্যের দ্রব্যসামগ্রী, ঠাণ্ডা ও গরম গোসলখানা, বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, মজাদার পানাহার ও আমোদ-প্রমোদের পথ প্রশস্ত করিত। পতিতাবৃত্তি, মদ্যপান, নাচ-গান, ক্রীড়া-কৌতুক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া তাহারা যেন চলিতে পারিত না। জৈবিক আনন্দ, ব্যভিচার ও বিলাস-ব্যসনের উপায়-উপাদান হাসিল করার জন্যই তাহারা অন্য এলাকাসমূহ আক্রমণ করিত এবং তথাকার নারী-পুরুষদিগকে গোলাম বানাইয়া তাহাদের ভয়ঙ্কর পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। ইসলাম যে মিসরকে রোমকদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা হইতে মুক্ত করিয়াছিল তাহা ছিল তাহাদের ঘৃণ্যতম পাশবিকতার নিষ্ঠুর শিকার। মিসর ছিল তাহাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র এবং ভোগ্যসামগ্রী সরবরাহের উল্লেখযোগ্য উৎস।

মিসরের মাঠে-ময়দানে তাহাদিগকে (চতুষ্পদ প্রাণীর মত) সারাদিন পরিশ্রম করিতে হইত; কিন্তু পেট ভরিয়া আহার তাহাদের ভাগ্যে জুটিত না। সাধারণ পশুর চাইতেও তাহাদের অবস্থা ছিল নিকৃষ্ট। দিনের বেলা যাহাতে তাহারা রক্ষক বা প্রহরীদিগকে ফাঁকি দিয়া পালাইয়া যাইতে না পারে সেইজন্য তাহাদের পায়ে ও কোমরে লোহার বেড়ি পরাইয়া রাখা হইত। কারণে অকারণে তাহাদের পিঠে বৃষ্টির মত চাবুক মারা হইত। তাহাদের প্রভুগণ কিংবা স্থানীয় কর্মীগণ তাহাদিগকে ইতর জীবের মত প্রহার করিতে বড়ই আনন্দ পাইত। সন্ধ্যায় যখন তাহাদের কাজ শেষ হইত তখন তাহাদিগকে দশ-দশ, বিশ-বিশ বা পঞ্চাশ-পঞ্চাশজনের দলে বিভক্ত করিয়া অপরিষ্কার ও পূতিগন্ধময় খুপরীর মধ্যে আটকাইয়া রাখা হইত। এই খুপরীর মধ্যেও তাহাদের হাত-পা বেড়িমুক্ত করা হইত না।

খৃস্টান রোমকদের একটি পাশবিক খেলা

দাসদের প্রতি রোমক খৃস্টানদের সবচেয়ে বর্বর ও রোমাঞ্চকর ব্যবহার তাহাদের চিত্তবিনোদন তথা আনন্দ উপভোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখা যায়। উহাতে তাহাদের স্বভাব, নিকৃষ্টতম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতম হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রভুদের চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্য কিছু সংখ্যক দাসের হাতে তরবারি ও বল্লম দিয়া জোর পূর্বক একটি আসরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। উহার চারিদিকে তাহাদের প্রভুরা এবং অনেক সময় রোম সাম্রাজ্যের অধিপতিও উপস্থিত থাকিত। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে দাসদিগকে হুকুম দেয়া হইত প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ প্রতিপক্ষ দাসের উপর সশস্ত্র হামলা চালাইয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত ও টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। তখন শুরু হইয়া যাইত তাহাদের পারস্পরিক মরণপণ যুদ্ধ। যুদ্ধ যখন শেষ হইত তখন দেখা যাইত হয়ত দুই একটি প্রাণীই কোন রকমে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে এবং অন্যরা শত-সহস্র টুকরায় বিভক্ত হইয়া সমস্ত আসরে ছড়াইয়া আছে। জীবিত দাসদিগকে তাহারা বিজয়ী ঘোষণা করিত এবং বিকট অট্টহাসি ও মুহুর্মুহু হাততালি দিয়া তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইত।

ইরান, ভারত ও অন্যান্য দেশের দাসগণও ছিল একইরূপ জুলুমের শিকার। খুঁটিনাটি বিষয়ে তারতম্য থাকিলেও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে দাসদের অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য ছিল না। তাহাদের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। কোন নিরপরাধ দাসকে হত্যা করা এমন কোন অপরাধই ছিল না। অথচ তাহাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের এত বোঝা চাপানো হইত যে, তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইত। দুনিয়ার সব দেশেই দাসদের ব্যাপারে সকলের দৃষ্টিভংগি ছিল এক ও অভিন্ন এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কেও কোন পার্থক্য ছিল না, পার্থক্য ছিল কেবল নিষ্ঠুরতার পরিমাণ ও উৎপীড়নের পদ্ধতির ক্ষেত্রে।

ইসলামের বৈপ্লবিক ঘোষণা

বিশ্বমানবতার এই অধঃপতনের যুগেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম দাসদিগকে তাহাদের হারানো মানবিক মর্যাদা পুনরায় ফিরাইয়া দিল। প্রভু ও দাস উভয়কে সম্বোধন করিয়া ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিল ঃ

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ.

"তোমরা একে অপরের সমান"(৪ ঃ ২৫)।

ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি আমাদের কোন দাসকে হত্যা করিবে তাহাকে উহার বদলা হিসাবে হত্যা করা হইবে। কেহ তাহার নাক কর্তন করিলে তাহার নাকও কর্তন করা হইবে। যে তাহাকে খাসী (পুরুষত্বহীন) করিবে তাহাকেও তদ্রূপ করা হইবে" (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)। "তোমরা সকলেই আদমের সন্তান এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে মৃত্তিকা হইতে" (মুসলিম, আবূ দাউদ)। ইসলাম মনিবকে কখনও প্রভু হিসাবে মর্যাদা দেয় নাই, বরং মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের জন্য তাকওয়া বা আল্লাহভীতিকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ "তাকওয়া ছাড়া কোন আরব কোন আজমীর চেয়ে, কোন শ্বেতাংগের চেয়ে কোন কৃষ্ণাংগ কিংবা কৃষ্ণাংগের চেয়ে কোন শ্বেতাংগ মর্যাদায় উন্নত হইতে পারে না" (বুখারী)।

ইসলাম মনিবদিগকে তাহাদের অধীনস্থ দাস-দাসীর সহিত ইনসাফপূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا......... وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

"মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর....... তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন কর। নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না" (৪ ঃ ৩৬)।

ইসলাম মানুষের নিকট এই সত্যও পেশ করিয়াছে যে, মনিব ও দাসের মূল সম্পর্ক মনিব ও গোলাম কিংবা হুকুমদাতা ও হুকুম পালনকারীর নয়; বরং তাহা হইল ভ্রাতৃত্ব ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। অতএব ইসলাম মনিবকে তাহার অধীনস্থ দাসীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়াছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

"তোমাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ করিবে; আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; সুতরাং তাহাদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাহ্‌র ন্যায়সংগতভাবে দিবে" (৪ ঃ ২৫)।

দাসদের সম্পর্কে মানবীয় ধারণা

ইসলাম মনিবদিগকে এই ধারণা দিতে সক্ষম হইয়াছে যে, দাসগণ তাহাদের ভাই। বিশ্বনবী (স) বলেন ঃ "তোমাদের দাসগণ তোমারে ভাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহার অধীনে তাহার

কোন ভাই থাকিবে সে যেন তাহার জন্য সেইরূপ খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে যেরূপ সে নিজের জন্য করে এবং যে কাজ করার মত শক্তি তাহার নাই সেই কাজ করার হুকুম যেন সে তাহাকে না দেয়। একান্তই যদি সে সেইরূপ কাজের হুকুম দেয় তবে সে নিজে যেন তাহার সাহায্য করে" (বুখারী)।

ইসলাম দাসদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি-উপলব্ধির প্রতিও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। মহানবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেহ যেন (দাসদের সম্বন্ধে) এরূপ না বলে, সে আমার দাস এবং সে আমার দাসী। উহার পরিবর্তে বলিতে হইবে, ঐ আমার সেবক এবং এই আমার সেবিকা।

হাদীছের এই শিক্ষা অনুযায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যখন দেখিতে পান, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে এবং তাহার গোলাম তাহার পিছনে পদব্রজে যাইতেছে তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তাহাকে ঘোড়ার পিঠে তোমার পিছনে বসাইয়া দাও। কেননা সে তোমার ভাই। তোমার ন্যায় তাহারও একটি প্রাণ আছে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর দাসদের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার ফলে তাহারা আর বেচা-কেনার পণ্য থাকিল না। মানবেতিহাসে এই প্রথমবারই তাহারা স্বাধীন মানুষের মর্যাদা ও অধিকার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিল। ইহার পূর্বে তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হইত না। তাহাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল, তাহারা অন্যদের সেবা করিবে এবং মনিবের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিবে। দাসদের সম্পর্কে এইরূপ ন্যক্কারজনক দৃষ্টিভংগীর কারণে তাহাদিগকে বেধড়ক হত্যা করা হইত, বর্বরোচিত ও পাশবিক শাস্তির চর্চাস্থল গণ্য করা হইত, চরম ঘৃণার্হ মনে করা হইত এবং কঠিন কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। কাহারও অন্তরে তাহাদের জন্য সামান্যতম দয়া বা সহানুভূতির উদ্রেক হইত না। ইসলামে রাসূলুল্লাহ (স) দাসদিগকে এই করুণ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বাধীন মানুষদের সহিত একই কাতারে দাঁড় করাইয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। ইসলামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কীর্তি কোন মুখরোচক ঘোষণামাত্র নয়, বরং মানবেতিহাসের এক অমোঘ সত্য; উহার পাতায় পাতায় ইহার সাক্ষ্য বর্তমান।

ইউরোপের সাক্ষ্য

ইউরোপের পক্ষপাতদুষ্ট তথা ইসলাম বিদ্বেষী লেখকগণও এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, ইসলামের প্রথম যুগে দাসগণ এমন এক সমুন্নত সামাজিক মর্যাদা লাভ করিয়াছিল যাহার নজীর বিশ্বের কোন দেশ বা জাতির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় তাহাদিগকে এইরূপ সম্মানজনক আসন দান করা হইয়াছিল যে, দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার পরও কোন দাস তাহার পূর্ববর্তী মনিবদের বিরুদ্ধে সামান্যতম বিশ্বাসঘাতকতার কথাও কল্পনা করে নাই; বরং এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করাকে তাহারা চরম ঘৃণার্হ ও জঘন্য কাজ মনে করিত। মুক্তিলাভের পর একদিকে যেমন পূর্ববর্তী মনিবের পক্ষ হইতে কোন বিপদাশংকার কারণ থাকিত না, অন্যদিকে পূর্বের মত তাহার মুখাপেক্ষী হওয়ারও

কোন হেতু অবশিষ্ট থাকিত না। সে তাহার প্রাক্তন মনিবের মতই একজন স্বাধীন মানুষ হিসাবে বিবেচিত হইত। এইভাবে স্বাধীন হওয়ার পর সে তাহার মনিব গোত্রের একজন স্বাধীন সদস্য হিসাবেই গণ্য হইত। ইসলাম মনিব ও দাসদের মধ্যে অভিভাবকত্বের এমন এক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করিল যে, পরবর্তী পর্যায়ে ইহাকে রক্তের বন্ধনের চাইতে কোন অংশেই কম শক্তিশালী বিবেচনা করা হইত না।

দাসদের জীবন ও মানবিকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

অধিকন্তু দাসদের জীবনের প্রতিও এতদূর সম্মান প্রদর্শন করা হইল যে, একজন স্বাধীন মানুষের মতই তাহার জীবনেরও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হইল এবং এই নিরাপত্তার জন্য যাবতীয় আইন-কানুনও রচিত হইল। মহানবী (স) মুসলমানদিগকে তাহাদের দাস-দাসীকে দাস বা দাসী, গোলাম ও বাঁদী বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষেধ করিলেন এবং শিক্ষা দিলেন যে, তাহাদিগকে এমনভাবে ডাকিতে হইবে যাহাতে তাহাদের মানসিক দূরত্ববোধ বিলুপ্ত হয় এবং তাহারা নিজদিগকে তাহাদের মনিবদের পরিবারভুক্ত মনে করিতে পারে। মহানবী (স) বলেন ঃ "ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ই তোমাদিগকেও দাস বানাইয়া তাহাদের অধীনস্থ করিতে পারিতেন" (ইহ্য়াই উলূমিদ্দীন)। তাহারা এক বিশেষ অবস্থায় ও ঘটনাচক্রে দাস হইতে বাধ্য হইয়াছে। কেননা মানুষ হিসাবে তাহাদের এবং তাহাদের মনিবদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইসলাম মনিবদের সহিত আবদ্ধ করিয়া এক অনাবিল মানবীয় সম্পর্কের বন্ধনে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। ফলে মনিব ও দাস পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, পারস্পরিক মৈত্রী ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই ভালোবাসাই সমস্ত মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। দৈহিক নিপীড়ন বা ক্ষতিসাধনের জন্য মনিব ও দাস উভয়ের জন্য একই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এইক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য করা কিংবা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় নাই। যে আমাদের কোন দাসকে হত্যা করিবে তাহাকেও হত্যা করা হইবে— ইসলামের এই সুদূরপ্রসারী বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইহা নিষ্কলুষ মানবীয় স্তরে মনিব ও দাসদের মধ্যে পূর্ণাংগ সাম্য স্থাপন করিয়াছে। উভয়ই জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক- ইহাই ইসলামে রাসূলুল্লাহ (র)-এর কাম্য।

দাসদের মানবিক অধিকার

ইসলামী শিক্ষার ফলে এই সত্যটিও স্পষ্ট হইল যে, দাস থাকা অবস্থায়ও কোন দাসকে তাহার মানবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই। ইসলামী শারী'আতের এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধু দাসদের জীবন ও ইয্যতের নিরাপত্তার জন্যই যথেষ্ট ছিল না, বরং ইহা এতদূর উদার ও ভদ্রতাপূর্ণ ছিল যে, ইসলামের পূর্বাপর কোন ইতিহাসেই ইহার নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই পর্যায়ে ইসলাম এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, ইহা কোন দাসের চেহারায় চপেটাঘাত করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য চপেটাঘাত করার যে অনুমতি মনিবকে দেয়া হইয়াছে উহার জন্যও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন

বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহাতে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও সে বৈধ সীমালংঘন করিতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে শিশুদের দুষ্টামি বন্ধ করার জন্য বড়রা যে ধরনের শাস্তি দিয়া থাকে উহার চেয়ে কঠিন শাস্তি দাসদের জন্য কখনও বৈধ করা হয় নাই। এই ধরনের শাস্তিও ইসলামের বিপ্লবোত্তর যুগে দাসদের মুক্তির জন্য আইনগত ভিত্তি রচনা করিয়াছে এবং তাহারা মুক্তিলাভের ন্যায্য অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছে।

প্রথম পর্যায়ে ইসলাম দাসদিগকে মানবিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা দান করিয়াছে, তাহাদের অতীতের মানবীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিয়াছে এবং স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, একই যৌথ মানবতার সূত্রে গ্রথিত বলিয়া সকল দাসই তাহাদের মনিবদের ন্যায় একই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। স্বাধীনতার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা কোন দিন মানবতাকে হারায় নাই এবং প্রাকৃতিক বা জন্মগত কোন দুর্বলতারও শিকার হয় নাই, বরং কিছু বাহ্যিক অবস্থা ও পরিবেশের কারণেই তাহাদের স্বাধীনতাকে হরণ করা হইয়াছিল এবং যাবতীয় সামাজিক কর্মকাণ্ডের পথ তাহাদের জন্য রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বাহ্যিক অবস্থা তথা দাসত্বকে বাদ দিলে তাহারা অন্যান্য লোকদের মতই মানুষ এবং মানুষ হিসাবে তাহাদের মনিবদের ন্যায় তাহারা যাবতীয় মানবীয় অধিকার লাভের উপযুক্ত।

ইসলাম এতটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। কেননা অন্যতম মূলনীতি হইতেছে মানুষের পূর্ণাংগ সমতা বিধান। এই নীতির দাবিই হইল, বিশ্বের সমস্ত মানুষ সমান এবং স্বাধীন মানুষ হিসাবে মানবীয় অধিকার লাভের ক্ষেত্রে সকলে সমান। তাই ইসলাম দাসদিগকে পুরাপুরি স্বাধীন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুইটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমটি হইল সরাসরি মুক্তিদান (বা 'ইতক্') অর্থাৎ মনিবদের পক্ষ হইতে দাসদিগকে স্বেচ্ছায় মুক্তি প্রদান করা। দ্বিতীয়টি হইল মুক্তির লিখিত চুক্তি (মুকাতাবাত) অর্থাৎ মনিব ও দাসের মধ্যে মুক্তিদানের লিখিত চুক্তি সম্পাদন।

সরাসরি মুক্তিদান

সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন মনিব কর্তৃক তাহার কোন দাসকে দাসত্বের যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াকে ইসলামের পরিভাষার 'ইত্ক' (মুক্তিদান) বলা হয়। ইসলাম এই পদ্ধতিকে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে কার্যকরী করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এই ক্ষেত্রে তাঁহার অনুসারীদের সামনে সর্বোত্তম নমুনা পেশ করেন। তিনি তাঁহার সমস্ত দাস-দাসীকে চিরতরে দাসত্ব মুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার সাহাবীবৃন্দও তাঁহার অনুসরণে নিজ নিজ দাসদিগকে আযাদ করিয়া দেন। হযরত আবূ বকর (রা) তো তাঁহার ধন-সম্পত্তির এক বিরাট অংশ ব্যয় করিয়া কাফির মনিবদের নিকট হইতে তাহাদের দাসদিগকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।

গুনাহ্র কাফ্ফারাস্বরূপ মুক্তিদান

পবিত্র কুরআনে কিছু কিছু গুনাহর কাফ্ফারাস্বরূপ দাসমুক্তির নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স)-ও বলিয়াছেন যে, কতক গুনাহ্র কাফ্ফারা হইল গোলাম আযাদ করা। ফলে

অসংখ্য গোলাম আযাদী লাভ করে। কেননা গুনাহ ছাড়া কোন মানুষ নাই। কাজেই বহু মানুষ স্ব স্ব গুনাহ্র কাফ্ফারাস্বরূপ গোলামদিগকে আযাদ করে। কোন মু'মিন ব্যক্তি ভুলবশত কাহাকেও হত্যা করিলে উহার কাফ্ফারাস্বরূপ কোন মু'মিন গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মুক্তির লিখিত চুক্তিপত্র

ইসলামী বিধানে দাসমুক্তির দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল 'মুকাতাবাত' অর্থাৎ লিখিত চুক্তি পদ্ধতি। যদি কোন দাস তাহার মনিবের নিকট মুক্তি লাভের দাবি করিত তবে মুকাতাবাতের এই পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ লাভের পরিবর্তে সেই দাসকে মুক্তি দেওয়া মনিবের জন্য অপরিহার্য হইত। 'মুকাতাবাত' চুক্তি অনুসারে দাস যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিত তখন তাহাকে আযাদ করা ছাড়া মনিবের কোন উপায় থাকিত না। কোন মনিব মুক্তি দিতে না চাহিলে দাস আদালতে বিচার প্রার্থনা করিত। আদালত উক্ত অর্থ আদায় করিয়া দাসের নিকট মুক্তিপত্র প্রদান করিত।

কোন দাস চুক্তির মাধ্যমে আযাদ হওয়ার আবেদন করিলে তাহার মনিব উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না। স্বয়ং ইসলামী সরকারই হইত তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মুকাতাবাত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মনিবকেই তাহার দাসকে তাহার খেদমতের বিনিময়ে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইত যাহাতে সে চুক্তির অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। মনিব ইহাতে সম্মত না হইলে দাসকে এতটুকু সময় ও সুযোগ অবশ্যই দিতে হইত যাহাতে সে অন্য কাহারও কাজ করিয়া উক্ত অর্থ উর্পাজনের সুযোগ পায় এবং ঐ অর্থ দিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে।

সরকারী কোষাগার হইতে সাহায্য প্রদান

রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে মুক্তিপ্রার্থী দাসের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইত। দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্য ইসলাম যে কতদূর দৃঢ়সংকল্প ও তৎপর উহার বাস্তব প্রমাণ এখানেও বিদ্যমান। আর এই সাহায্য প্রদানের মূলে কোন পার্থিব স্বার্থও নিহিত ছিল না; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হইত মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। মানুষ যাহাতে পুরাপুরিভাবে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করার সুযোগ লাভ করিতে পারে ইসলাম সেজন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে।

সূরা আত-তাওবার ৬০ নং আয়াত হইতে জানা যায়, যে সকল দাস নিজেদের অর্জিত অর্থ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে অক্ষম তাহাদিগকে যাকাত তহবিল হইতে সাহায্য করিতে হইবে।

বিস্ময়কর ইতিহাস

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় 'ইত্ক' ও মুকাতাবাত' (নিঃশর্ত মুক্তি ও অর্থের বিনিময়ে মুক্তি) দাসপ্রথায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছে অবশিষ্ট দুনিয়ার সেই পর্যন্ত পৌছিতে অন্ততপক্ষে সাত শত বৎসর লাগিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইসলাম দাসদের অনুকূলে সর্বাত্মক হেফাযত ও

পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া মানবতাকে সমুন্নত করার যে পরিকল্পনা দিয়াছে সেই ধারণা প্রাচীন কাল তো দূরের কথা—আধুনিক যুগের কোন ইতিহাসেও বিদ্যমান নাই। ইসলাম মানুষকে দাসদের সহিত যে মহত্ত্ব, উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়াছে এবং কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ কিংবা কোনরূপ লোভ-লালসা ছাড়াই দাসদিগকে স্বেচ্ছায় মুক্তি প্রদানের অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে উহার কোন নজীর মানবেতিহাসে নাই। পরবর্তী কালে ইউরোপে দাসরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহারা ততটুকু সামাজিক মর্যাদাও লাভ করিতে পারে নাই যতটুকু ইসলামী সমাজে দেওয়া হইয়াছিল বহু শতাব্দী পূর্বে।

একটি প্রশ্ন

এই প্রসংগে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, ইসলাম দাসদের মুক্তির জন্য এতদূর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াও চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে কেন এই প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে নাই? ইহার উত্তর দেওয়ার পূর্বে দাসপ্রথার কারণে যে নানা প্রকার সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কেননা উক্ত পরিবেশ ও সমস্যার কারণেই ইসলাম দাসপ্রথার উপর সর্বশেষ আঘাত হানিতে অগ্রসর হয় নাই, বরং পরবর্তী কিছু কালের জন্য ইহাকে বিলম্বিত করিয়াছে। বিষয়টির এই দিকের সমীক্ষণের জন্য আমাদের একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, দাসপ্রথার পূর্ণ উচ্ছেদের ক্ষেত্রে যতটুকু বিলম্ব হইয়াছে উহা ইসলামের কাম্য ছিল না। এই বিলম্বের কারণ ছিল ভিন্নতর।

ইসলামের যখন আগমন ঘটে তখন এই দাসপ্রথার প্রচলন ছিল সমস্ত দুনিয়ায় এবং ইহা ছিল তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। মানব জীবনের জন্য ইহা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা দাসপ্রথাকে চিরতরে বিলুপ্ত করার জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়াই ছিল বিজ্ঞজনোচিত কাজ। দীর্ঘমেয়াদ ও ধারাবাহিক পদক্ষেপের এই নীতি ইসলামের অন্যান্য বিধান কার্যকর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মদ্যপানকে হঠাৎ করিয়া একবারেই পুরাপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই, বরং সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার পূর্বে কয়েক বৎসর যাবত উহার বিপক্ষে মানুষের মন-মানসিকতা তৈরি করা হইয়াছে। যদিও ইহা ছিল একটি ব্যক্তিগত অপরাধ এবং সেই জাহিলিয়াতের যুগে আরবে এমন লোকও বর্তমান ছিল যাহারা মদ্যপানকে অভদ্র জনোচিত কাজ মনে করিয়া উহা কখনও স্পর্শ করিত না। কিন্তু দাসপ্রথা সম্পর্কে আরবদের দৃষ্টিভংগি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তৎকালীন সমাজ কাঠামো এবং প্রচলিত মন-মানসিকতায় ইহার শিকড় ছিল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। কেননা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অসংখ্য কর্মকাণ্ডই ইহার সহিত ছিল সম্পর্কিত। একমাত্র এই কারণেই এই প্রথার পুরাপুরি বিলুপ্তির জন্য মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবন তথা পবিত্র কুরআনের অবতরণ শেষ হওয়ার পর হইতে আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। অতঃপর যথাসময়ে এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আমরা যখন বলি, ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জীবন ব্যবস্থা এবং সকল যুগের সকল মানুষ উহার বিধান অনুসরণ করিয়া এক পূত পবিত্র জীবনের সমস্ত নিখুঁত ও সর্বাধিক কার্যকর নিয়ম-নীতির সহিত পরিচিত হইতে পারে, তখন তাহা আমরা এই অর্থে বলি না যে, ইসলাম এমন একটি নিরেট জীবনব্যবস্থা যাহা চিরকালের জন্য উহার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি কী হইবে তাহাও আগেভাগেই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। ইসলাম এই ধরনের বিস্তৃত দিকনির্দেশনা শুধু মানুষের মৌলিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই দান করিয়াছে, ইতিহাসের উত্থান-পতনে যাহার কোন পরিবর্তন নাই। স্থান-কাল নির্বিশেষে উহা একইরূপ থাকে। উহার অমৌলিক বিষয়গুলি স্থান-কাল ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল। সেই ক্ষেত্রে ইসলাম এমন কিছু মূলনীতি স্থির করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে যাহাতে উহার আলোকে জীবনের উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্ত হইতে না পারে।

ইসলাম দাসপ্রথা বিলোপের ক্ষেত্রেও এই মূলনীতিই অবলম্বন করিয়াছে। উহা দাসদের মুক্তির জন্য শুধু যে 'ইতক' ও মুকাতাবাত' পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাই নহে, বরং অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসা এই অবহেলিত মানবীয় সমস্যাটির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

স্বাধীনতার অপরিহার্য শর্ত

দাসপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা কোন স্থান হইতে দান হিসাবে পাওয়া যায় না, শক্তির জোরেই উহা অর্জন করিতে হয়। কোন আইন রচনা করিলে কিংবা কোন ফরমান জারি করিলেই শত শত বৎসরের পুরাতন দাসপ্রথা আপনা আপনি বিলুপ্ত হইয়া যাইত না। আমেরিকাবাসীদের এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এই সত্যটির এক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কলমের এক খোঁচায় সেই দেশের দাসদের স্বাধীনতার ফরমান জারি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি বংশানুক্রমে চলিয়া আসা দাসরা সত্যিই স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল? না, হয় নাই। কেননা মানসিক ও আত্মিক দিক হইতে তাহারা এই স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই এবং পারে নাই বলিয়াই তখনও এইরূপ দৃশ্য দেখা গিয়াছে যে, আইনগতভাবে স্বাধীন হওয়ার পরও তাহারা প্রাক্তন মনিবদের নিকট যাইতেছে এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদিগকে তাড়াইয়া না দেয়, বরং আগের মতই দাস হিসাবে রাখিয়া দেয়।

মানবীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাহ্যদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ততদূর বিস্ময়কর নহে। প্রত্যেক মানুষের জীবনই কিছু সংখ্যক ধরাবাঁধা অভ্যাস ও তৎপরতার সমষ্টি। যে পরিবেশ ও অবস্থাসমূহের মধ্যে তাহার জীবন অতিবাহিত হয় উহা তাহার যাবতীয় ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা বরং তাহার গোটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারাকেই প্রভাবিত করে। এই কারণেই একজন দাসের মনস্তাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়া ও প্রকৃতি একজন স্বাধীন মানুষের মানবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভংগি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এই পার্থক্যের মূল কারণ হইল, স্থায়ী দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে

দাসের মনস্তাত্ত্বিক জীবনে একটি বিশেষ মেযাজের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে আনুগত্য ও এক প্রশ্নাতীত স্বভাব তাহাকে প্রতিনিয়ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। উহার বাহিরে কিছু কল্পনা করার ইচ্ছা বা শক্তিও সে হারাইয়া ফেলে। স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কোন দায়িত্ব পালনের অনুভূতি বলিতে তাহার কিছুই থাকে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব পালনের কোন ক্ষমতা তাহার থাকে না। সে যেমন নিজ হইতে স্বাধীনভাবে কোন কিছু চিন্তা করিতে পারে না, তেমনি সাহসী হইয়া কোন কাজের বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করিতে পারে না।

প্রাচ্য জগতে দাসত্বের প্রভাব

নিকট অতীতের মিসর ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যের মুসলিম অধিবাসীদের জীবনকে মানসিক, দৈহিক ও চিন্তাগত দাসত্বের নিগড়ে বাঁধিয়া কতদূর মূল্যহীন ও অথর্ব করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্যমনা নামধারী মুসলমানদের কথাবার্তা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই মানসিক দাসত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা যখন ইসলামের কতক আইন-কানুনকে অকেজো সাব্যস্ত করিয়া এইরূপ ধারণা পোষণ করে যে, বর্তমান যুগে উহা সম্পূর্ণরূপে অচল তখন ইহার অন্তরালে তাহাদের সেই দাস মনোবৃত্তিই সক্রিয় হইয়া উঠে যাহার ফলে একজন দাস স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং উহার সুফল-কুফলকে পৌরুষের সহিত মুকাবিলা করার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। যদি কোন ইংরেজ বা আমেরিকান আইনবিদ কোন ঘৃণ্য আইনকে সমর্থন করে তাহা হইলে এই লোকেরা খুব আনন্দের সহিত উহা জারি করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। প্রাচ্যের দেশসমূহে এখন যে অফিস ব্যবস্থাপনা (Official Management) দেখা যায় উহাও সেই গোলামী যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই সকল কার্যালয়ের নিষ্প্রাণ কর্মপদ্ধতি এবং উহার ভীতসন্ত্রস্ত কর্মচারীদের প্রতি তাকাইলে সহজেই অনুমান করা যায়, দাসত্বের অভিশপ্ত ছায়া এখনও প্রাচ্যের অধিবাসীদিগকে কীরূপে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে! এই দাস মনোবৃত্তিই একজন স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করে। যতই দিন যাইতে থাকে ততই উহার বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে এবং পরিশেষে ইহা এক স্বতন্ত্র স্বভাবে পরিণত হয়। এই প্রকার দাস্য মনোবৃত্তিকে কেবল দাসত্ব বিরোধী আইন করিয়াই নির্মূল করা যায় না। উহা নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন নূতন পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ বিপ্লব। তাহা হইলে দাসদের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত ধারাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করা যাইতে পারে এবং ব্যক্তিচরিত্রের সেই সকল দিককে অনুপ্রাণিত করা যাইতে পারে যাহার ফলে একজন মানুষ স্বাধীন মানুষ হিসাবে জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দ্বিধায় অগ্রসর হইতে পারে।

ইসলামের ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি

বস্তুত ইসলাম ঠিক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম দাসদের প্রতি উহার ভদ্রজনোচিত ও সুবিচার ভিত্তিক ব্যবহারের শিক্ষা দিয়াছে। দাসদের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের মধ্যে মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের

অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য ইহাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কেননা মানুষ একবার যখন মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তখন তাহারা উহার দাবি ও দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আর শংকিত হয় না এবং আমেরিকার নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসদের ন্যায় পুনরায় দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের জন্যও লালায়িত হয় না। দাসদের সহিত সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের মানবিক মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধার পর্যায়ে মুসলিম জাতির ইতিহাস চরম বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তে ভরপুর। এই পর্যায়ে আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের কিছু উদ্ধৃতি ইতোপূর্বে পেশ করিয়াছি। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে মহানবী (স)-এর বাস্তব জীবন হইতে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হইল ঃ

দাস হইল মনিবের ভাই

মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন তাহাতে তিনি আরব মনিবদিগকে আযাদকৃত দাসদের ভাই বানাইয়া দেন। তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে হযরত খালিদ ইব্ন রুওয়ায়হার, হযরত যায়দ ইব্ন হারিছাকে হযরত হামযার এবং হযরত খারিজাকে হযরত আবূ বকর (রা)-র ভাই বানাইয়া দেন। ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক রক্ত সম্পর্কের তুলনায় কোন অংশেই কম শক্তিশালী ছিল না।

দাসদের সহিত বিবাহ

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার ফুফাতো বোন হযরত যয়নবকে স্বীয় মুক্ত দাস হযরত যায়দের সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহ স্থায়ী না হইলেও ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যে লক্ষ্য ছিল তাহা অর্জিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহে। নিজ বংশের একজন মেয়েকে একজন দাসের সহিত বিবাহ দিয়া তিনি বিশ্ববাসীর নিকট এই সত্যই তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, অত্যাচারী মানবগোষ্ঠী তাহাদেরই একটি শ্রেণীকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার যে গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে উহা হইতে বাহির হইয়া একজন দাসও কুরায়শ দলপতিদের ন্যায় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের শীর্ষে আরোহণ করিতে পারে।

ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব

ইসলাম দাসদিগকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং জাতীয় অধিনায়কত্বের পদও প্রদান করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন তখন উহার প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন তাঁহারই দাস হযরত যায়দ (রা)-কে। হযরত যায়দের ইন্তিকালের পর তিনি এই দায়িত্বভার তাঁহার পুত্র হযরত উসামা (রা)-এর উপর ন্যস্ত করেন। অথচ এই সেনাবাহিনীতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমার (রা)-এর ন্যায় মহাসম্মানীয় ও সর্বজনমান্য আরব নেতৃবৃন্দও ছিলেন যাহারা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সুবিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তাঁহার ওফাতের পর তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত হন। এইভাবে মহানবী (স) দাসদিগকে শুধু স্বাধীন মানুষের মর্যাদা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং স্বাধীন

সৈন্যদের সুউচ্চ নেতৃত্বের পদও অলংকৃত করার সুযোগ দিয়াছেন। এই পর্যায়ে তিনি এতদূর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ

"শোন এবং নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর, একজন মস্তক মুণ্ডিত হাবশী দাসকেও যদি তোমাদের নেতা বানানো হয় তবুও তাহার আনুগত্য কর -যতক্ষণ সে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আইন জারি করে " (আল-বুখারী)।

অন্য কথায়, ইসলাম একজন দাসের এই অধিকারেরও স্বীকৃতি দিয়াছে যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদও অলংকৃত করিতে পারে। হযরত উমার (রা) যখন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা নির্বাচিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন তখন তিনি বলিলেন, "আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিম যদি এখন জীবিত থাকিতেন তবে আমি তাহাকে খলীফা নিয়োগ করিতাম"।

হযরত উমার ও হযরত বিলাল (রা)

হযরত উমার (রা)-এর জীবন-চরিত অধ্যয়ন করিলে ইসলামী সমাজে আরও একটি দিক হইতে দাসদের মর্যাদা স্পষ্ট হইয়া উঠে। মদ সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ে একজন মুক্তদাস হযরত বিলাল ইব্ন রাবাহ (রা) যখন হযরত উমারের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন তখন হযরত উমার (রা), যিনি ছিলেন তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন, কোনক্রমেই বিলাল (রা)-কে সম্মত করাইতে না পারিয়া শুধু আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِلَالاً وَّاَصْحَابَهُ.

"হে আল্লাহ ! বিলাল এবং তাঁহার সাথীদিগকে আমার জন্য যথেষ্ট বানাইয়া দাও"।

নাগরিকদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তির একজন ভূতপূর্ব দাসের বিরোধিতার জবাবে একজন খলীফাতুল মুসলিমীনের মানসিক প্রতিক্রিয়া যে কতদূর অর্থবহ ও মর্মস্পর্শী তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় কি?

মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) দাসদের এই যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, পরবর্তীকালেও তাহা অব্যাহত থাকে এবং দাসগণ মুসলিম জাহানের শাসকও হইয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মিসরের মামলূক (দাস) বংশের দীর্ঘ শাসন এবং ভারতে দাস বংশের শাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইতিহাস খ্যাত শাসক কুতবুদ্দীন আয়বাক, সুলতান মাহমূদ, সুলতান সবক্তগীন প্রমুখ বর্ণবাদী হিন্দু ভারতে দাস বংশীয় মুসলিম শাসক ছিলেন।

অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হইল। ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রথম পর্যায়ে দাসদিগকে কেবল মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের সহিত উদার ও সহানুভূতিসুলভ ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে মানবীয় মর্যাদার সঠিক চেতনা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অন্তরে হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়া পাওয়ার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা ক্রমান্বয়ে মানবতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

দাসপ্রথার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি অন্য যে কোন পদ্ধতির তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ইসলামী উদ্দেশ্য ছিল বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক হইতে দাসদিগকে মুক্ত করা। আব্রাহাম লিঙ্কনের ন্যায় উহা দাসদিগকে মানসিকভাবে উপযুক্ত করিয়া তোলার পূর্বেই শুধু মহৎ উদ্দেশ্যের উপর ভরসা করিয়া তাহাদের মুক্তির জন্য একটি ফরমান জারী করাকেই যথেষ্ট মনে করে নাই। ইসলামের এই কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়, মানুষের মনোবৃত্তি ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ইসলামের প্রজ্ঞা কত গভীর এবং স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য পন্থা ও মাধ্যমকে ব্যবহার করার প্রশ্নে উহা কতদূর সক্রিয়। ইসলাম দাসদিগকে কেবল মুক্তই করে নাই, বরং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাহাদিগকে এতদূর উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহারা স্বাধীনতার যাবতীয় দায়িত্বভারও সহজে বহন করিতে পারে এবং স্বাধীনতার হিফাযত করিতেও সক্ষম হয়। ইসলামের এই শিক্ষা গোটা সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসা ও কল্যাণকামিতার প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ ইউরোপীর দাসগণ মানবীয় অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণপণ লড়াই ব্যতিরেকে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই। ইসলাম কোন বাধ্যবাধকতার কারণে কিংবা কোন চাপের মুখে দাসপ্রথাকে বিলোপ করে নাই। ইউরোপে ন্যক্কারজনক শ্রেণী সংগ্রামের ফলে তথাকার দাসগণ আযাদীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠে। অথচ ইসলাম নিজ হইতেই দাসপ্রথা বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে এবং কখনও শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হওয়ার অপেক্ষা করে নাই। বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ চরমে উঠুক, তিক্ততার পর তিক্ততা সৃষ্টি হউক এবং পরিশেষে এক সময়ে দাসরা কোন প্রকারে স্বাধীনতা লাভ করুক ইহা ইসলামের কাম্য ছিল না। ইউরোপে শ্রেণী সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত ঘৃণা ও তিক্ততা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফলে তাহাদের মানসিক উৎকর্ষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

যুদ্ধ ও দাসত্ব

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, দীন ইসলাম দাস হওয়ার একটিমাত্র কারণ ছাড়া সকল কারণ অত্যন্ত সাফল্যের সহিত দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই কারণটি হইল 'যুদ্ধ'। ইহা দূর করা বাস্তবেই ইসলামের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রাচীন কাল হইতেই দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে যে সেনাবাহিনী পরাজিত হইয়া ধৃত হইত তাহাদের সকলকে হয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইত কিংবা দাস বানাইয়া রাখা হইত। Universal History of the World নামক ঐতিহাসিক বিশ্বকোষের ২২৭৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, "৫৯৯ খৃস্টাব্দে খৃস্টান রোম সম্রাট Marius বিভিন্ন যুদ্ধে প্রতিপক্ষের কয়েক লক্ষ সৈন্যকে কয়েদী হিসাবে বন্দী করেন। তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিতে কিংবা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং তাহাদের হত্যা করেন। অতঃপর কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় যুদ্ধের এই ঐতিহ্য অতীত মানব গোষ্ঠীর জীবনের জন্য এক অপরিহার্য প্রয়োজন হিসাবে পরিগণিত হয়।

দুনিয়ার এই সামাজিক পটভূমিকায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে কিছু সংখ্যক যুদ্ধও করিতে হয়। এই সকল যুদ্ধে যে সমস্ত মুসলমানকে

বন্দী করা হইত কাফিররা তাহাদিগকে দাসে পরিণত করিত, তাহাদের যাবতীয় অধিকার হরণ করা হইত এবং সেই যুগের দাসদের জন্য নির্ধারিত উৎপীড়ন ও নির্যাতন তাহাদের উপরও চালানো হইত। নারীদের সতীত্ব ও ইজ্জতের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করা হইত না। বস্তুত নারীদের সতীত্ব বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে বিজয়ীদের দ্বিধা বা সংকোচ বলিতে কিছুই ছিল না। কোন কোন সময় পিতা-পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণ মিলিত হইয়া একই নারীকে ধর্ষণ করিত এবং এরূপে সে তাহাদের সাধারণ রক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইত।

এই পরিস্থিতিতে শত্রু পক্ষের যুদ্ধবন্দীদিগকে হঠাৎ করিয়া মুক্তি দেওয়া ইসলামের পক্ষে বাস্তবেই সম্ভব ছিল না। কেননা এরূপ করিলে তাহা কিছুতেই কল্যাণকর হইত না। শত্রুরা এরূপ সুযোগ পাইলে পাল্টা পদক্ষেপের আশংকা হইতে মুক্ত হইয়া সম্মানিত মুসলমানদিগকে দাস বানাইয়া ইচ্ছামত নির্যাতন করিতে থাকিত। এই পরিস্থিতিতে ইসলামের জন্য একটি পথই উন্মুক্ত ছিল যে, শত্রুরা মুসলমান কয়েদীগণের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে শত্রুপক্ষের কয়েদীদের সহিতও অনুরূপ ব্যবহার করা হইবে। মোটকথা ইসলামের সহিত শত্রুপক্ষের সহযোগিতা না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে দাসরূপে গণ্য করার এই ঐতিহ্যকে খতম করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এই কারণেই দাসপ্রথাকে চিরতরে বিলুপ্ত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত, অন্য কথায় যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে বিশ্বের সমস্ত জাতির একটি সাধারণ কর্মনীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইসলাম ইহার অস্তিত্বকে সাময়িকভাবে বরদাশত করিয়াছে।

দাসপ্রথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অংশ নয়

প্রসংগত বলা প্রয়োজন যে, যুদ্ধবন্দীদের সহিত ব্যবহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মাত্র একটি আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

فَامَّا مَنًّا بَعْدُ وَامَّا فِدَاءً ٠

"অতঃপর হয় অনুগ্রহ প্রদর্শন নতুবা মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিবে" (৪৭ ঃ ৪)।

এই আয়াতে যুদ্ধবন্দীদিগকে দাস বানানোর কোন কথাই নাই, যদি থাকিত তবে ইহা চিরকালের জন্য ইসলামের যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি আইনে পরিণত হইত। আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে ঃ হয় মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া অথবা মুক্তিপণ ব্যতীত শুধু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের হুকুম অনুযায়ী উক্ত দুইটি পন্থাই কেবল গ্রহণযোগ্য।

দীন ইসলাম দাসপ্রথা কখনও চালু রাখিতে চাহে নাই

ইসলাম কখনও যুদ্ধবন্দীদিগকে দাস বানাইতে চাহে নাই, বরং অবস্থা ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের নিয়ম ছিল ঃ যদি শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ফিরিয়া আসিত তাহা হইলে কাহাকেও দাস বানানো হইত না। মহানবী (স) স্বয়ং ইসলামের সর্বপ্রথম বৃহৎ যুদ্ধ বদরের যুদ্ধে ধৃত মক্কার নেতাদের কাহাকেও মুক্তিপণ লইয়া এবং কাহাকেও বিনা পণেই মুক্তিদান করেন। অনুরূপভাবে তিনি নাজরানের খৃষ্টানদের নিকট হইতে জিয্য়া লইতে সম্মত

হন এবং উহার বিনিময়ে তাহাদের সকল বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেন। এইভাবে যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাটি একটি মানবিক সমাধান খুঁজিয়া পাইল।

বিভিন্ন যুদ্ধে প্রতিপক্ষের যেসব যোদ্ধা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় তাহাদের সহিত কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করা হয় নাই, কোনরূপ নির্যাতন করা হয় নাই, কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় করার চেষ্টা করা হয় নাই, বরং তাহাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরাইয়া দেয়ার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাহাদের জন্য শুধু এতটুকু শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, মুক্তির পর সে যেন স্বাধীন মানুষের মত দায়িত্বশীল জীবনযাপন করিতে সক্ষম হয়। এই শর্ত পূর্ণ হইলে কোনরূপ ইতস্তত না করিয়াই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইত। অথচ তাহাদের মধ্যে এমন লোকও থাকিত যে মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে কয়েক পুরুষ ধরিয়া দাস হিসাবে জীবনযাপন করিয়া আসিতেছিল। মূলত ইহাদিগকে ইরান ও রোমের সম্রাটগণ অন্যান্য দেশ হইতে জোরপূর্বক ধরিয়া আনিত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে ইহাদিগকে সৈন্য হিসাবে ব্যবহার করিত।

শত্রুপক্ষের ধৃত মহিলা

দাসী অথবা বন্দী মহিলার প্রতিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে ইসলাম কখনও ভুল করে নাই। অথচ ইহাদের সম্পর্ক ছিল শত্রুপক্ষের সহিত এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইহারা মুসলমানদের হস্তগত হয়। কিন্তু ইসলাম কখনও ইহাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করার অনুমতি দেয় নাই, যুদ্ধলব্ধ মাল গণ্য করার সুযোগও দেয় নাই এবং (অন্যান্য দেশের ন্যায়) সকলের সাধারণ সম্পত্তি ঘোষণা করিয়া বল্গাহীন ব্যভিচার ও পাশবিকতারও কোন অবকাশ দেওয়া হয় নাই, বরং সম্ভ্রম ও সতীত্ব সংরক্ষণের একমাত্র পন্থা হিসাবে ইসলাম ইহাদেরকে কেবল মালিকদের জন্যই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়াছে, তাহাদের সহিত অপর কাহারও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছে। অধিকন্তু ইসলাম এই মহিলাদের স্বাধীন হওয়ার জন্য 'মুকাতাবাতের' পন্থাও উন্মুক্ত রাখিয়াছে, এমনকি এই নিয়মও প্রবর্তন করিয়াছে যে, মালিকের ঔরসে ইহাদের কেহ সন্তানবতী হইলে সে আপনা আপনি স্বাধীন হইয়া যাইবে এবং তাহার সন্তানও স্বাধীন মানুষ হিসাবে বিবেচিত হইবে। কয়েদী মহিলাদের প্রতি ইসলাম কতদূর উদার, মহৎ ও অনুগ্রহপরায়ণ তাহা সহজেই অনুমেয়।

নীতির দিক হইতে ইসলাম দাসপ্রথাকে পসন্দ করে নাই, বরং নিজস্ব সকল উপায়-উপাদানের মাধ্যমে ইহাকে নির্মূল করার চেষ্টা করিয়াছে। সাময়িকভাবে দাসপ্রথার অস্তিত্বকে যে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল উহার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তখন উহার কোন বিকল্প ব্যবস্থাই ছিল না। কেননা ইহার পরিপূর্ণ বিলুপ্তির জন্য শুধু মুসলমানদের সম্মতিই যথেষ্ট ছিল না, বরং অমুসলিম দুনিয়ার সহযোগিতাও অপরিহার্য ছিল। বাহিরের দেশগুলির যুদ্ধবন্দীদিগকে দাসে পরিণত করার সিদ্ধান্ত পরিহার না করা পর্যন্ত ইসলামের একার পক্ষে ইহার বিলুপ্তি সম্ভব ছিল না।

পরবর্তী বিভিন্ন যুগে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের যে দৃষ্টান্ত মুসলিম দেশগুলিতে পাওয়া যায় উহার সহিত ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। এই ব্যবসা হইল ইসলামের নামে মুসলিম শাসকদের নির্লজ্জ অপরাধের ঘৃণ্য চিত্র। তাহাদের অন্যান্য অপরাধকে ইসলামের সহিত সম্পর্কিত করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এই দাস বেচা-কেনার ঘটনাকেও ইসলামী নাম দেওয়া সংগত নয়।

পরবর্তী কালেও বিভিন্ন অমুসলিম দেশ দাসপ্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকে এবং বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন পন্থায় উহাকে চালু রাখে। অথচ ঐ সময়ে উহাকে অব্যাহত রাখার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। ইহার একমাত্র কারণ ছিল রাজ্য বিস্তারের অভিলাষ ও প্রবল ক্ষমতা লিপ্সা। এই উদ্দেশ্যেই প্রতিটি দল ও জাতি অন্য দল ও জাতিকে দাস বানাইবার নেশায় মাতিয়া উঠিত। ইহা ছাড়া দাস হওয়ার পিছনে আরও একটি বড় কারণ ছিল দরিদ্রতা। যাহারা দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করিত এবং ক্ষেতে-খামারে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিত তাহাদিগকে অত্যন্ত অধম গণ্য করা হইত এবং দাসের ন্যায় তাহাদিগকে নানা কাজে ব্যবহার করা হইত। দাসত্বের এই সর্ববিধ রূপকেই ইসলাম বিলুপ্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল।

ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়াই এই দাসপ্রথা বর্তমান ছিল। এমনকি ইহার বিলুপ্তির পরেও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত ইউরোপবাসীরা ইহার বিলুপ্তির জন্য সহযোগিতা করে নাই, বরং কিছু আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই ইহাকে রহিত করিতে অগ্রসর হয়। স্বয়ং ইউরোপীয় লেখকগণই এই কথার সাক্ষ্য যে, ইউরোপে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার মূলে ছিল নিছক অর্থনৈতিক কারণ। তাহাদের দাসরা তাহাদের প্রভুদের ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির স্থলে উল্টা নিজেরাই ছিল তাহাদের অর্থনৈতিক বোঝা। কেননা একদিকে যেমন প্রভুদের স্বার্থে তাহাদের পরিশ্রম করার মানসিকতা দুর্বল হইয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে দৈহিক শক্তিও হ্রাস পাইতে থাকে। তাহাদের খোরাকী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাহা ব্যয় হইত তাহাদের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের চেয়ে উহা অনেক গুণ বেশী হইতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে এই অর্থনৈতিক কারণেই দাসপ্রথা একদিন বিলুপ্ত হইতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধটি মুহাম্মদ কুত্ব (মিসর) রচিত "শুবহাত হাওলাল-ইসলাম"-এর বাংলা অনুবাদ (ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম) গ্রন্থ হইতে কিছুটা সম্পাদনার মাধ্যমে চয়ন করা হইয়াছে। আধুনিক প্রকাশনী, ১১শ মুদ্রণ, ঢাকা ১৪২৩ হি. / ২০০৩ খৃ.।

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কোমল ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ্ (স) ছিলেন কোমল অন্তরের অধিকারী ও অত্যন্ত দয়ালু। তাঁহার অন্তরের কোমলতা এতই ব্যাপক ছিল যে, কাহারও কোন দুর্দশা দেখিলে তিনি নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার চক্ষু দিয়া তাৎক্ষণিকভাবে অশ্রু প্রবাহিত হইত। ব্যথিত লোকের ব্যথা অনুভব করিলে তাঁহার চোখে নিদ্রা আসিত না। হৃদয়বিদারক কোন ঘটনা শুনিলে তিনি এতই কাতর হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার কান্না সামলানো কঠিন হইয়া পড়িত। তবে এই কোমলতা সত্ত্বেও দীনী কোন কারণে কখনও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিলে দেখা যায় যে, কোমলতা তাঁহার মধ্যে প্রবল থাকিলেও অবিচার-ব্যভিচার ইত্যাদির শাস্তি বিধানে অনেক সময় তিনি অত্যন্ত কঠোর হইতেন। তাঁহার কোমলতার কিছুটা নমুনা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে ঃ

عن ابى الدرداء عن النبى ﷺ قال من اعطى حظه من الرفق فقد اعطى حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير (رواه الترمذى-٢١).

"আবূদ দারদা' (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, যাহাকে তাহার কোমলতার অংশ প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে তাহার কল্যাণের বিরাট অংশ প্রদান করা হইয়াছে। যাহাকে তাহার কোমলতার অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহাকে তাহার বিরাট কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে" (তিরমিযী, ২খ., পৃ. ২১)।

عن عائشة قالت قال النبى ﷺ من اعطى حظه من الرفق اعطى حظه من خير الدنيا والاخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والاخرة (رواه فى شرح السنه مشكوة المصابيح -٤٣١).

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, যাহাকে তাহার কোমলতার অংশ প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম অংশ প্রদান করা হইয়াছে। যাহাকে তাহার কোমলতার অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে" (শারহুস সুন্নাহ, বরাত মিশকাত, পৃ. ৪৩১)।

কোমলতা প্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) খুবই গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তিনি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোমলতা এমন একটি স্বভাব যাহা খোদ মহান আল্লাহ্রই গুণ। আল্লাহ তা'আলা কোমলতাকে ভালবাসেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عائشة ان رسول الله ﷺ قال ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه رواه مسلم وفى رواية له قال لعائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحش ان الرفق لا يكون فى شيئ الا زانه ولا ينزع من شيئ الا شانه.

"আইশা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কোমলতার অধিকারী। তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। কোমলতার বিনিময়ে তিনি যেই প্রতিদান দিবেন, কঠোরতার বিনিময়ে তাহা দিবেন না এবং কোমলতার উপর যেই প্রতিদান দিবেন, অন্য কিছুতেই সেই প্রতিদান দিবেন না (মুসলিম)। মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) 'আইশা (রা)-কে বলিলেন ঃ হে 'আইশা! তোমার উপর কোমলতা প্রদর্শনকে আবশ্যক করিয়া লও। কঠোরতা ও অশ্লীল বাক্য হইতে সাবধান থাকিও। যেই জিনিসেই কোমলতা প্রদর্শন করা হইবে, সেই জিনিসই সুশোভিত হইবে। পক্ষান্তরে যেই জিনিস হইতে কোমলতা অপসৃত হইয়াছে, তাহা ত্রুটিযুক্ত বা দূষণীয় হিসাবে আখ্যা পাইয়াছে" (মিশকাত)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মেয়ে যায়নাব (রা)-এর একটি শিশু পুত্রের ইনতিকালের সময় তাঁহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম তাঁহার কোমলতার দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোমল হৃদয়ের বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن اسامة ان ابنة لرسول الله ﷺ ارسلت اليه ومع رسول الله ﷺ اسامة وسعد وابى ان ابنى قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرا السلام ويقول ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيئ عنده مسمى فلتصبر وتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعدرفع اليه فاقعده فى حجره ونفس الصبى تقعقع ففاضت عينا رسول الله ﷺ فقال سعد ما هذا يارسول الله فقال هذه رحمة يضعها الله فى قلوب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء (بخارى-٩٨٥).

"উসামা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে তাঁহার এক কন্যা সংবাদ পাঠাইলেন, আমার ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। আমাদের গৃহে আপনি তাশরীফ আনুন। এই সময় তাঁহার নিকট উসামা, সা'দ ও উবায়্যি (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার

নিকট সালাম পাঠাইয়া এই বার্তা পৌঁছাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ্‌রই জন্য তিনি যাহা গ্রহণ করেন এবং যাহা দান করেন। তাঁহার নিকট প্রতিটি জিনিসের একটি নির্ধারিত মেয়াদ রহিয়াছে। সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াব প্রত্যাশা করে। তাঁহার মেয়ে তখন কসম দিয়া পাঠাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) যেন তাঁহার নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) উঠিয়া রওয়ানা হইলেন। আমরাও তাঁহার সহিত রওয়ানা করিলাম। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে ছেলেটিকে তাঁহার নিকট দেওয়া হইল এবং তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ছেলেটির প্রাণ তখন বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইতেছিল। সা'দ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার চোখ দিয়া উহা কি গড়াইতেছে? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, উহা হৃদয়ের কোমলতা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার অন্তরে ইচ্ছা উহা দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ করুণা করেন তাঁহার করুণাশীল বান্দাদের প্রতি" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ্, কিতাবুল আয়মান, বাব আক'সামু বিল্লাহি জাহদা, ২খ., পৃ. ৯৮৪; কিতাবুল মারদা, বাব 'ইয়াদাতিস সিব্‌য়ান, ২খ., পৃ. ৮৪৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) মানুষের সহিত নম্র আচরণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেও মানুষের সহিত নম্র আচরণ করিতেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى مالك الاشعرى قال قال رسول الله ﷺ ان فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعد الله لمن الان الكلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس ينام (رواه البيهقى فى شعب الايمان مشكوة-١٠٩) .

"আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, জান্নাতে এমন কতিপয় কামরা রহিয়াছে যাহাদের বহির্দেশ হইতে ভিতরদেশ এবং ভিতরদেশ হইতে বহির্দেশ দেখা যায়। উহা সেই সকল লোকের জন্য তৈরী করা হইয়াছে যাহারা নম্রভাবে কথা বলে, মানুষকে আহার প্রদান করে, নিয়মিত রোযা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহারা সালাতরত থাকে" (বায়হাকী, মিশকাত, পৃ. ১০৯)।

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ الا اخبركم بمن يحروم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل (رواه احمد والترمذى -٤٣٢) .

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব কাহার জন্য জাহান্নাম হারাম হইবে এবং কে জাহান্নামের জন্য হারাম হইবে? তিনি হইলেন, সহজ নম্র ভাষার অধিকারী ব্যক্তি যেই নম্রতা সরলতার নিকটবর্তী" (আহমাদ, তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৩২)।

عن مكحول قال قال رسول الله ﷺ المؤمنون هينون لينون كالجمل الانف ان قيد انقاد وان انيخ على صخرة استناخ (رواه الترمذى مرسلا مشكوة-٤٣٢) .

"মাকহূল (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, মু'মিনগণ হইল সহজ-সরল নম্র স্বভাবের মানুষ—সেই অনুগত উটের মত যেই উটকে হাঁকানোমাত্র চলিতে থাকে এবং কোন শক্ত পাথরের উপর বসিতে বলিলে বসিয়া পড়ে" (তিরমিযী, বরাত, মিশকাত, পৃ. ৪৩২)।

একদা একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে আগমন করিল। দরবারে প্রবেশের সময় তাহারা সালাম বিনিময় করিবার বদলে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে অভিসম্পাত করিল। তিনি তাহাদের যথাযথ উত্তর দিলেন। হযরত 'আইশা (রা) তাহাদের অন্যায় আচরণে ক্রোধান্বিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে কোমলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عن عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله ﷺ فقالوا السام عليكم فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله ﷺ يا عائشة ان الله عز وجل يحب الرفق فى الامر كله قالت الم تسمع ما قالوا قال قد وعليكم (رواه مسلم ٢ : ٢١٤).

"আইশা (রা) বলেন, একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উদ্দেশ্যে বলিল, 'তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক'। 'আইশা (রা) উত্তরে বলিলেন, বরং তোমাদের উপরই মৃত্যু অবতীর্ণ হউক। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, হে 'আইশা! মহান আল্লাহ্ সকল বিষয়ে কোমলতা পসন্দ করেন। তিনি বলিলেন, তাহারা কি বলিয়াছে তাহা কি আপনি শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি শুনিয়াছি এবং তদুত্তরে তোমাদের উপর বলিয়া উত্তর দিয়াছি" (মুসলিম, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ২১৪)।

মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে আছে, يا عائشة لا تكونى فاحشة "হে আইশা! তুমি কটূক্তিকারী হইও না।"

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রহিয়াছে ঃ

ففطنت بهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله ﷺ مه يا عائشة فان الله لا يحب الفحش والتفحش.

"হযরত 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিচক্ষণতা দ্বারা উহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলেন, তাই তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, বিরত হও, হে 'আইশা ! কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল কথা ও আচরণ পসন্দ করেন না" (মুসলিম, প্রাগুক্ত)।

পশু, পাখী ও জীব-জন্তুর প্রতিও কোমলতা প্রদর্শনে রাসূলুল্লাহ্ (স) ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। উহাদিগকে মারপিট করা ও সাধ্যের বাহিরে কোন কাজে বাধ্য করাকে তিনি পসন্দ

করিতেন না। কোন একটি উটকে দ্রুত চালানোর জন্য হযরত 'আইশা (রা) প্রহার করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া উহার প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ প্রদান করিলেন। বর্ণিত আছে ঃ

عن عائشة قالت كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت اضربه فقال النبى ﷺ عليك بالرفق فان الرفق لا يكون فى شيئ الا زانه ولا ينزع من شيئ الا شانه (الادب المفرد) .

"আইশা (রা) বলেন, আমি একটি উটের উপর সওয়ার ছিলাম, যাহাকে পরিচালনা করা বড়ই কঠিন ছিল। আমি উটটিকে প্রহার করিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমার কোমলতা প্রদর্শন করা আবশ্যক। যেখানেই কোমলতা সেখানেই সৌন্দর্য আর যেখানেই কোমলতাশূন্য সেখানেই অসুন্দর" (ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২০৩)।

عن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه قال اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة (رواه ابو داود -٣٤٥) .

"সাহল ইব্নুল হানযালিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) একটি উটের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে দেখিলেন, ক্ষুধায় উটটির পেট পিঠের সহিত লাগিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমরা এই বোবা প্রাণীগুলির ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। উহাদের সুস্থাবস্থায় উহাদের উপর সওয়ার হও এবং আহার দিয়া সুস্থ রাখ" (আবূ দাঊদ, সুনান, ১খ., পৃ. ৩৪৫)।

عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله ﷺ دخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل فلما رأى النبى ﷺ حن وذرفت عيناه فاتاه النبى ﷺ فمسح زفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الانصار فقال لى يارسول الله فقال افلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله اياها فانه شكانى انك تجيعه وتدئبه (رواه ابو داود -٣٤٥) .

"আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) জনৈক আনসারের বাগানে প্রবেশ করিলেন। তখন একটি উট তাঁহাকে দেখিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং উহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। তিনি উহার কাঁধে হাত বুলাইলে উহার কান্না বন্ধ হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, উটটি কাহার! কে উহার মালিক? এক আনসার যুবক সাড়া দিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা আমার। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যেই উটটির মালিক বানাইয়াছেন উহা সম্পর্কে তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় কর না? সে আমার নিকট

আসিয়া অভিযোগ করিল, তুমি উহাকে খাবার দাও নাই এবং উহাকে যাতনা দিতেছ" (আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত)।

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال بينما رجل يمشى بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغنى فنزل البئر فملا خفه فامسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا فى البهائم لاجرا قال فى كل ذات كبد رطبة اجر (رواه ابو داود -٣٤٥).

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি পথ অতিক্রমকালে প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। সে পথিমধ্যে একটি কূপ দেখিতে পাইয়া তাহাতে অবতরণ করিয়া পানি পান করিল। উঠিয়া আসিবার পর সে একটি কুকুরকে হাঁপাইতে দেখিল। কুকুরটি পিপাসার জ্বালায় কাদামাটি চাটিতেছিল। লোকটি মনে মনে বলিল, আমি যেই ধরনের পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, কুকুরটিও তদ্রূপ পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। লোকটি আবার কূপে অবতরণ করিল। সে তাহার পায়ের মোজায় পানি ভরিয়া তাহা লইয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া কুকুরটিকে পান করাইল। আল্লাহ তাহার এই কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চতুষ্পদ প্রাণীর ব্যাপারেও কি আমাদের ছওয়াব হইবে? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর প্রতি করুণাশীল হইলে ছওয়াব হইবে" (আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৪৫)।

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ قال عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت منها النار قال فقال والله اعلم لا انت اطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها ولا انت ارسلتيها فاكلت من خشاش الارض (رواه البخارى ٣١٨).

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, এক স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে একটি বিড়ালের কারণে। সে বিড়ালটিকে বাঁধিয়া রাখিবার কারণে উহা অনাহারে মারা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত। তুমি উহাকে যখন বাঁধিয়া রাখিয়াছিলে তখন উহাকে খাবারও দাও নাই, পানিও দাও নাই এবং ছাড়িয়াও দাও নাই যাহাতে উহা যমীনের পোকা-মাকড় আহার করিতে পারিত" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৩১৮)।

عن ابى امامة قال قال رسول الله ﷺ من رحم ذبيحه رحمه الله يوم القيامة (رواه البخارى الادب المفرد).

"আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি পশু যবেহকালে দয়াপরবশ হইবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহার প্রতি দয়াবান হইবেন" (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, প্রাগুক্ত, হাদীছ নম্বর ৩৮১)।

عن شداد بن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله ﷺ ان الله كتب الاحسان على كل شيئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته (رواه ابو داود -٣٨)٠

"শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়াছি। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের আদেশ দিয়াছেন। (কিসাসস্বরূপ) কোন লোককে হত্যা করিলে দয়াপরবশ হইয়া হত্যা কর। প্রাণীকে যবেহ করিবার সময় দয়া প্রদর্শন কর। যবেহ করিবার চাকুটি ধারালো করিয়া লইবে এবং প্রাণীটিকে আরাম দিবে" (আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৩৮৯)।

আরও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فراى فتيانا او غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس نهى رسول الله ﷺ ان تصبر البهائم (ابو داود-٣٨٩)٠

"হিশাম ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-এর সহিত আল-হাকাম ইব্‌ন আয়্যূব (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। তখন আনাস (রা) কতিপয় যুবক বা কিশোরকে একটি জীবিত মুরগীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাইয়া তীর ছুড়িতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) কোন প্রাণীকে চাঁদমারির নিশানা বানাইতে নিষেধ করিয়াছেন" (আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৩৮৯)।

একবার একদল যুবক রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া একটানা অনেক দিন তাঁহার দরবারে অবস্থান করিল। যৌবন অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া তাহাদের দীর্ঘকাল এইরূপ অবস্থান করাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হৃদয়ে কোমলতার উদ্রেক হইল। তিনি তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে ঃ

عن ابى سليمان مالك بن الحويرث قال اتينا النبى ﷺ ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله ﷺ رحيما رفيقا فلما ظن انا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا (وفى رواية فى اهلينا) فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشياء احفظها او لا

احفظها وصلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم (رواه البخاري-٨٨٨) .

"আবূ সুলায়মান মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিলাম। আমরা ছিলাম সমবয়সী যুবক। আমরা তাঁহার নিকট বিশ দিন অবস্থান করিলাম। তিনি ছিলেন বড়ই দয়াবান, কোমল হৃদয়ের অধিকারী। যখন তিনি লক্ষ্য করিলেন, আমরা আমাদের স্বজনদের নিকট ফিরিয়া যাইতে আগ্রহী এবং আমাদের কষ্ট হইতেছে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা পরিবারে কাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছ ? আমরা তাহা তাঁহাকে অবহিত করিলে তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের স্বজনদের নিকট চলিয়া যাও এবং তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে নিয়া সালাত কায়েম কর, তাহাদের শিক্ষা দাও এবং ভাল কাজের আদেশ দাও। তিনি আরও কিছু উল্লেখ করিলেন যাহার কিছু আমার স্মৃতিতে রহিয়াছে এবং কিছু রহে নাই। তিনি আরও বলিলেন, আমাকে যেইভাবে সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছ সেইভাবে তোমরা সালাত আদায় করিবে। সালাতের ওয়াক্ত হইলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করিবে" (বুখারী, সাহীহ, ১খ., পৃ. ৮৮, ২খ., পৃ. ৮৮৮)।

নবূওয়াতের শাহী দরবারে আমীর-ফকীর, ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী ও অজ্ঞ সব ধরনের লোকেরই অবাধ যাতায়াত ছিল। আরবের বেদুঈন শ্রেণীর লোকেরা ছিল মূর্খ। তাহারা না বুঝিত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মর্যাদা এবং না জানিত মসজিদ-মাদ্রাসার গুরুত্ব। এমনি ধরনের একটি ঘটনা ঘটিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপস্থিতিতে। জনৈক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করিতে লাগিলে দরবারে নবূওয়াতে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রাগে ও ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িলেন। উপস্থিত সাহাবাগণকে রাসূলুল্লাহ্ (স) সংযত হইবার ও তাহার প্রতি কোমল ও সদয় আচরণের নির্দেশ দিলেন। হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

عن ابى هريرة قال قام اعرابى فبال فى المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبى ﷺ دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (رواه البخاري-٣٥)

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক বেদুঈন দাঁড়াইয়া মসজিদে নববীতে পেশাব করিয়া দিল। সাহাবীগণ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তাহাকে স্বঅবস্থায় ছাড়িয়া দাও এবং তাহার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢালিয়া দাও। তোমরা প্রেরিত হইয়াছ কোমলতা প্রদর্শনের জন্য, কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য নয়" (বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ৩৫)।

দুর্বল ও অসহায় দাস-দাসীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের সুফল সম্পর্কে হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

عن جابر عن النبى ﷺ قال ثلث من كن فيه يسر الله حتفه وادخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين واحسان الى المملوك (رواه الترمذى) .

"জাবির (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিস যাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে আল্লাহ তাহার মৃত্যু সহজ করিবেন এবং তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। দুর্বলের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন, পিতা-মাতার প্রতি সহানুভূতি এবং দাস-দাসীর প্রতি সদাচার" (তিরমিযী, মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১)।

عن ابى سعيد قال قال رسول الله ﷺ اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فارفعوا ايديكم (رواه الترمذى) .

"আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, কেহ তাহার খাদেমকে প্রহার করাকালে সে যদি আল্লাহ্কে স্মরণ করে তাহা হইলে প্রহার করা হইতে তোমাদের হাত গুটাইয়া লও" (তিরমিযী, বরাত ঃ মিশকাত, প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রজাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের ও অহেতুক কঠোরতা অবলম্বন না করিবার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عائذ بن عمرو وكان من اصحاب رسول الله ﷺ دخل على عبيد الله بن زياد فقال اى بنى انى سمعت رسول الله ﷺ يقول ان شر الرعاء الحطمة (رواه مسلم ١٢٢) .

"আইয ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর একজন সাহাবী। তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক হইল, যে প্রজাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১২২)

عن عبد الرحمن بن شماسة قال اتيت عائشة اسألها عن شيئ فقالت ممن انت فقلت رجل من اهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم فى غزاتكم هذه قال ما نقمنا منه شيئا ان كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج الى النفقة فيعطيه النفقة فقالت اما انه لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن ابى بكر اخى ان اخبرك ما سمعت من رسول الله ﷺ يقول فى بيتى هذا اللهم من ولى من امر امتى شيئا فشقّ عليهم فاشقق عليه ومن ولّى من امر امتى شيئا فرفق بهم فارفق به (رواه مسلم-١٢٢) .

"আবদুর রহমান ইব্ন শুমাসা (রা) বলেন, আমি 'আইশা (রা)-এর নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আগমন করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথাকার লোক? আমি বলিলাম, আমি মিসরের অধিবাসী। তিনি বলিলেন, তোমাদের শাসক লোকটি কেমন এবং এই যুদ্ধগুলিতে তোমাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিতেছে? আমি বলিলাম, আমরা তাহাকে কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখি নাই। আমাদের কোন লোকের উট মারা গেলে তিনি তাহাকে উট ও গোলাম দান করেন। কাহারও গোলাম হারাইয়া গেলে তাহাকে গোলাম দান করেন। কাহারও খোরপোষের প্রয়োজন হইলে তাহাকে খোরপোষ দান করেন। তখন তিনি বলিলেন, আমার ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্রের সহিত তিনি যেই আচরণ করিয়াছেন তাহার সেই আচরণ আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিতে আমাকে বারণ করিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার এই গৃহে বসিয়া বলিয়াছেন, হে আল্লাহ্! কোন ব্যক্তি আমার উম্মতের শাসক নিযুক্ত হইয়া যদি অধীনস্থদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তাহা হইলে তুমি তাহার উপর কঠোরতা প্রদর্শন কর। আর যদি কেহ আমার উম্মতের শাসক নিযুক্ত হইয়া তাহাদের সহিত কোমলতা প্রদর্শন করে তাহা হইলে তুমিও তাহার সহিত কোমল আচরণ কর" (মুসলিম, প্রাগুক্ত)।

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ ان افضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة امام عادل رفيق وان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة امام جائر خرق (رواه البيهقى)۔

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, মর্যাদার দিক দিয়া কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি হইবে ন্যায়পরায়ণ কোমলহৃদয় শাসক। পক্ষান্তরে কিয়ামত দিবসে মর্যাদার দিক দিয়া সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি হইবে অত্যাচারী ও পাষণ্ড শাসক" (বায়হাকী, বরাত মিশকাত, পৃ. ৩২৩)।

তিন ধরনের মানুষকে রাসূলুল্লাহ্ (স) জান্নাতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হইল আত্মীয় ও কোন মুসলিমের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনকারী।

عن عياض من حمار قال قال رسول الله ﷺ اهل الجنة ثلثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال۔ واهل النار خمسة الضعيف الذى لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبغون اهلا ولا مالا والخائن الذى لا يخفى له طمع وان دقّ الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسى الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك وذكر البخل او الكذب والشنظير الفحاش (رواه مسلم)۔

"ইয়াদ ইব্ন হিমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, তিন ধরনের মানুষ জান্নাতী। (এক) ন্যায়পরায়ণ শাসক যিনি, দানশীল ও কল্যাণকর কাজের জন্য যাহাকে তৌফীক দেওয়া হইয়াছে। (দুই) করুণাশীল ব্যক্তি যিনি আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেন। (তিন) যিনি অবৈধ কাজকর্ম হইতে পূত-পবিত্র থাকেন এবং সন্তানাদির আধিক্য সত্ত্বেও মানুষের নিকট যাঞ্চা হইতে বিরত থাকেন। আর জাহান্নামের অধিবাসী হইল পাঁচ ধরনের লোক ঃ (এক) সেই সকল দুর্বল শ্রেণীর মানুষ যাহাদের কোন হিতাহিত জ্ঞান নাই, যাহারা তোমাদের অধীনে থাকিয়া কাজকর্ম করে, বিনিময়ে খাবার-দাবার গ্রহণ করে কিন্তু হালাল খাইতেছে না-হারাম খাইতেছে উহার কোনই পরওয়া করে না। বিবাহ-শাদী ও হালাল উপার্জনের কোনই চিন্তা করে না, ফলে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। (দুই) এমন খিয়ানতকারী যাহার লোভ-লালসা গোপন থাকে না। খিয়ানতের জিনিসটি আড়ালে থাকিলেও সে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া খিয়ানত করে। (তিন) যেই ব্যক্তি তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে তোমার নিকট বিশ্বস্ততা দেখাইয়া সকাল-সন্ধ্যায় তোমার সহিত ধোঁকাবাজি করে। (চার) কৃপণ লোক বা মিথ্যাবাদী। (পাঁচ) প্রকাশ্যে অসৌজন্যমূলক আচরণকারী" (মুসলিম, বরাত ঃ মিশকাত, পৃ. ৪২২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, দেওবন্দ সংস্করণ, তা.বি., ২খ.; (২) ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, দেওবন্দ সংস্করণ, তা.বি., ২খ.; (৩) ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, দেওবন্দ সংস্করণ, তা.বি,. ১খ.; (৪) ইমাম তিরমিযী, সুনান, দিল্লী সংস্করণ, তা.বি., ২খ; (৫) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, সংযুক্ত আরব আমিরাত; ১৪০১ হি. / ১৯৮১ খৃ.; (৬) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (স), অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবালিকেশন্স, ১৪১৩ হি.; (৭) মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ২০০১ খৃ. / ১৪২২ হি.; (৯৮) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪২১ হি. / ২০০০ খৃ.; (৯) ইমাম নববী, রিয়াদুস সালিহীন, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ. / ১৪১৪ হি.; (১০) আল-খাতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, সাহারানপুর, তা.বি.।

ফয়সল আহমদ জালালী

নারীদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সদাচার

জাহিলী যুগে পৃথিবীর সর্বত্র নারীর প্রতি পশুসুলভ আচরণ করা হইত। ছিল না তাহাদের কোন অধিকার। তাহাদের মান ও সম্মান রক্ষার কোন সুযোগও ছিল না। তাহারা সমাজের অবহেলিত উপেক্ষিত এক ধরনের জীব হিসাবে গণ্য হইত। ইসলাম ও ইসলামের পথ-প্রদর্শক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে যথাযথ অধিকার প্রদান করেন। মানব সমাজের অপরিহার্য অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আচরণ ছিল অতি কোমল ও অত্যন্ত মাধুর্যময়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীরা যে অতি অবহেলিত ছিল উহার একটি চিত্র আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হইতে অনুমেয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (٤ : ١٩).

"হে ঈমানদারগণ! নারীদিগকে যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নহে। তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহা হইতে কিছু আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে। তোমরা তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করিবে" (৪ ঃ ১৯)।

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়, জাহিলী যুগে স্বামী মারা গেলে তাহার স্বামীর অন্য পক্ষের ছেলে বা তাহার কোন নিকটাত্মীয় বিনামহরে তাহাকে বিবাহ করিত কিংবা সে মহর আত্মসাত করিয়া অন্যের নিকট মহিলাকে বিবাহ দিয়া দিত। উহা ব্যতীত মৃত স্বামীর স্ত্রীকে বন্দী করিয়া রাখা হইত, মুক্তিপণ আদায় করিয়া তাহাকে মুক্তি লাভ করিতে হইত। নতুবা আটক অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইত, এই মহিলার ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকার পুরুষ আত্মীয় গ্রহণ করিত। আবূ কায়স ইন্তিকাল করিলে তাহার স্ত্রী কাবশা বিন্‌ত মা'ন আল-আন-সারিয়্যাকে তাহার এক ছেলে এইভাবে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল (কোন কোন রিওয়ায়াতে আবূ কায়সের স্থলে আবূ আমের বলা হইয়াছে)। তখন এই কাবশা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া তাহার এই বিষয়টি তাঁহাকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে এই বিষয়ে কোন বিধান অবতীর্ণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিবার উপদেশ দান করেন। অতঃপর কিছুদিন পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ২খ., পৃ. ১৩৮, পাদটীকা তাফসীরে জালালায়ন, পৃ. ৭২)।

এই আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় নারী সমাজের প্রতি শক্তি প্রয়োগ না করিবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। উহারই আলোকে তাহাদের প্রতি কোমল আচরণের যেই অনুপম আদর্শ রাসূলুল্লাহ (স) রাখিয়া গিয়াছেন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য উহা দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে।

নারীদের প্রতি সদাচারণের নির্দেশ

অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ (স) নারীদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। হাদীছে বলা হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذى جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيئ فى الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا (رواه البخارى ۹۲۲) .

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে তাহারা যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। নারীদের প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে তোমরা আমার নির্দেশ পালন কর। কারণ তাহাদিগকে পুরুষের পাঁজরের হাঁড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাঁজরের হাড়ের সর্বাধিক বক্রটি হইল উপরের হাডি। তুমি যদি তাহাকে সোজা করিতে চাও তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর যদি উহাকে স্বঅবস্থায় ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে উহা বাঁকা হইতেই থাকিবে। সুতরাং নারীদের তোমরা কল্যাণকর উপদেশ দাও" (বুখারী, সহীহ, ২খ., পৃ. ৭৭৯)।

নারী জাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) কতই যে সহানুভূতিশীল ছিলেন উহা তাহাদের ব্যাপারে সাহাবীদের সতর্কতা অবলম্বন হইতে অনুমান করা যায়। মহানবী (স) বলেন ঃ

عن ابن عمر قال كنا نتقى الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبى ﷺ هيبة ان ينزل فينا شيئ فلما توفى النبى ﷺ تكلمنا وانبسطنا (رواه البخارى ۲۲۹) .

"ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় আমাদের নারীদের ব্যাপারে মুখ খুলিয়া কথা বলিতে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করিতাম এই ভয়ে যে, তাহাদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বিধান অবতীর্ণ হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর সেই ভয় দূর হইয়া গেলে আমরা মুখ খুলিয়া কথা বলা শুরু করি" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৭৯)।

নারীদের প্রতি অগাধ ভালবাসা

দুনিয়ার যে সকল বস্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অতি প্রিয় হিসাবে বিবেচিত হইত তাহার অন্যতম ছিল নারী জাতি।

عن انس قال قال رسول الله ﷺ حبب الى من الدنيا ثلث حبب الى الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلوة۔

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, দুনিয়ার তিনটি জিনিসের প্রতি আমার অগাধ ভালবাসা আছে। সুগন্ধি ও নারী এবং সালাতকে আমার চক্ষু শীতলকারী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে" (মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৪৪৯)।

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يعجبه من الدنيا ثلثة الطعام والنساء والطيب فاصاب اثنين ولم تصب واحدا اصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام۔

"আইশা (রা) বলেন, দুনিয়ার তিনটি জিনিস রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রিয় ছিল ঃ খাবার, নারী ও সুগন্ধি। উহা হইতে দুইটি জিনিস তিনি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু একটি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন নারী ও সুগন্ধি, কিন্তু খাদ্য লাভ করিতে পারেন নাই" (মিশকাত, প্রাগুক্ত)।

তাকওয়া-পরবর্তী সর্বোত্তম সম্পদ সতী নারী

সতী নারীকে রাসূলুল্লাহ (স) এই জগতে সর্বোত্তম সম্পদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

عن ابى امامة عن النبى ﷺ انه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرّته وان غاب عنها نصحته فى نفسها وماله (رواه ابن ماجه ١٣٣)۔

"আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলিতেন, তাকওয়ার পর মু'মিন ব্যক্তি সতী নারী ব্যতীত উত্তম অন্য কিছুই অর্জন করে নাই। স্বামী তাহাকে আদেশ করিলে সে উহা মান্য করে, তাহার দিকে তাকাইলে স্বামীকে সে আনন্দ দেয়। স্বামী তাহাকে কসম দিলে সে উহা পূর্ণ করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তাহার দেহ ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে" (ইব্ন মাজা, সুনান, তা. বি., পৃ. ১৩৩)।

عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ قال انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيئ افضل من المرأة الصالحة (رواه ابن ماجه)۔

"আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, গোটা জগতটাই সম্পদ। গোটা জগতের সম্পদরাজির মধ্যে পুণ্যবতী নারী হইতে উত্তম কিছুই নাই" (ইব্ন মাজা, প্রাগুক্ত)।

عن ثوبان قال لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا فاى المال نتخذ قال عمر فانا اعلم لكم ذلك فاوضع على بعيره فادرك النبى ﷺ وانا فى اثره فقال يارسول الله اى

المال نتخذ قال ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين احدكم على الامر الاخرة (رواه ابن ماجه) .

"ছাওবান (রা) বলেন, স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে যে নির্দেশ আসার তাহা আসিবার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলাবলি করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করিব? হযরত উমার (রা) বলিলেন, এই সম্পর্কে আমি তোমাদিগের হইতে বেশি অবহিত। অতঃপর তিনি তাঁহার উট দ্রুত হাঁকাইতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার পদাংক অনুসরণ করিয়া আগাইতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোন্ সম্পদ গ্রহণ করিব? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদিগের যে কেহ যেন কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিররত জিহ্বা ও পুণ্যবতী স্ত্রী গ্রহণ করে। কারণ পুণ্যবতী স্ত্রী তোমাদিগকে পরকালের বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে" (ইব্ন মাজা, প্রাগুক্ত)।

নারীদের অধিকার সম্পর্কে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণ

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ রাসূলুল্লাহ্ (স) বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভাষণে মহিলাদের প্রতি কোমল আচরণ করিবার নির্দেশ দান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

عن عمرو بن الاحوص انه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ فذكر فى الحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن .

"আমর ইবনুল আহওয়াস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হামদ ও ছানার পর ওয়াজ-নসীহত করিলেন এবং দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। অতঃপর বলিলেন, শুনিয়া রাখ! নারীদের কল্যাণ সাধনের বিষয়ে তোমরা আমার নসীহত গ্রহণ কর। কারণ তাহারা তোমাদের নিকট বন্দিনীস্বরূপ। তাহাদিগকে সতর্ক করা ব্যতীত তোমরা তাহাদের উপর অন্য কিছু করিবার অধিকার রাখ না। হাঁ, যদি তাহারা প্রকাশ্য কোন গর্হিত অপরাধে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তাহাদের শয্যা বর্জন করিবে এবং এমনভাবে প্রহার করিবে যাহাতে তাহাদের ত্বকে দাগ না লাগে। অতঃপর যদি তাহারা আনুগত্য প্রকাশ করে তাহা হইলে আর বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই। জানিয়া রাখিও, তোমাদের স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের

অধিকার রহিয়াছে, তেমনি তোমাদিগের উপরও তাহাদের অধিকার রহিয়াছে। তাহাদিগের উপর তোমাদিগের অধিকার হইল, তোমরা যাহাদিগকে অপসন্দ কর সে তাহাদের কাহাকেও তোমাদের শয্যা ময়লা করিতে দিবে না এবং তোমাদিগের অপসন্দনীয় লোকটিকে তোমাদের গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। জানিয়া রাখ, তোমাদের উপর তাহাদের অধিকার হইল, তোমরা উত্তমভাবে তাহাদিগকে পোশাকাদি দিবে এবং ভরণ-পোষণ প্রদান করিবে" (ইমাম তিরমিযী, আল-জামে', ১খ., পৃ. ২২০)।

পুণ্যবতী নারী জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে

কয়েকটি কাজ যথাযথভাবে নারীরা সম্পাদন করিলে তাহারা জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া উহাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন।

عن انس قال قال رسول الله ﷺ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اى ابواب الجنة شاءت.

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, কোন মহিলা যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করিবে, রমযান মাসের সাওম পালন করিবে, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজত করিবে ও স্বামীর আনুগত্য করিবে, সে জান্নাতের যেই দরজা দিয়া ইচ্ছা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে" (মিশকাতুল মাসাবীহ, বিবাহ অধ্যায়, পৃ. ১৮১)।

বৃদ্ধা মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কৌতুক

রাসূলুল্লাহ (স) কোন কোন সময় হাস্যরসমূলক কথাও বলিতেন। তবে তাঁহার রসিকতায় কোন ধরনের অতিরঞ্জন ছিল না। এক বৃদ্ধা মহিলার প্রতি তাঁহার কৌতুকপূর্ণ কোমল আচরণের কথা হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে।

عن الحسن قال اتت عجوز النبى ﷺ فقالت يارسول الله ادع الله ان يدخلنى الجنة فقال يا ام فلان ان الجنة لا يدخلها عجوز قال فولت تبكى فقال اخبروها انها لا تدخلها وهى عجوز ان الله تعالى يقول اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا.

"হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা আগমন করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, জান্নাতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করিতে পারিবে না। কথাটি শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তাহাকে বলিয়া দাও, সে বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে, উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী" (৫৬ : ৩৫-৩; শামাইলুত-তিরমিযী)।

বালিকাদের আনন্দ সঙ্গীত

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে কিছু সংখ্যক বালিকা দফ বাজাইয়া আনন্দ-উল্লাস করিতেছিল। তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু বাধা প্রদান করিলেন না। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن الربيع بنت معوذ قالت جاء النبى ﷺ فدخل حين بنى على فجلس على فراشي كمجلسك منى فجعلت الجويريات لنا يضربن بالدف ويند بن من قتل من ابائى يوم بدر اذ قالت احدهن وفينا نبى يعلم ما فى غد فقال دعى هذه وقولى بالذى كنت تقولين (رواه البخارى ٢٢٣) ·

"আর-রুবায়্যি বিন্ত মু'আব্বিয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন যখন আমার বাসর উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। তিনি আমার বিছানায় বসিলেন, যেইভাবে আপনি (স্বামী) বসিয়াছেন। তখন আমাদের বালিকারা দফ বাজাইয়া বদরের যুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ যাহারা শাহাদাতবরণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের গুণকীর্তন করিতেছিল। একটি বালিকা বলিয়া উঠিল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি আগামী কাল কি হইবে তাহা জানেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, এই উক্তি বর্জন কর, যাহা পূর্বে বলিতেছিলে তাহা বলিতে থাক" (বুখারী, সাহীহ, ২খ., পৃ. ২৭৩)।

عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وابى مسعود الانصارى فى عرس واذا جوار يغنين فقلت اى صاحبى رسول الله ﷺ واهل بدر يفعل هذا عندكم فقالا اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت فاذهب فانه قد رخص لنا فى اللهو عند العرس (رواه النسائى) ·

"আমের ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, আমি কারাযা ইব্‌ন কা'ব ও আবী মাস'উদ আনসারী (রা)-এর সহিত একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলাম। আমি দেখিতে পাইলাম, কয়েকটি বালিকা সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূলের দুই সাহাবী ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ! আপনাদের সম্মুখে উহা কী করা হইতেছে ? তাহারা বলিলেন, ইচ্ছা হইলে এইখানে বস এবং আমাদের সঙ্গে উহা শ্রবণ কর; অন্যথা চলিয়া যাও। কারণ বিবাহ অনুষ্ঠানে উহা করিবার জন্য আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে" (সুনান নাসাঈ, বরাত মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৭৩)।

عن عائشة ان ابا بكر دخل عليها والنبى ﷺ عندها يوم فطر او اضحى وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الانصار يوم بعاث فقال ابو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال النبى ﷺ دعهما يا ابا بكر ان لكل قوم عيد وان عيدنا هذا اليوم (رواه البخارى ٥٥٩) ·

"হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নিকট অবস্থানকালে সেখানে আবূ বকর (রা) প্রবেশ করিলেন। দিনটি ছিল ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার। তাঁহার নিকট তখন দুইটি বালিকা ছিল। আনসারগণ 'বু'আছ' যুদ্ধের দিন যেই সকল সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিল, তাহারা সেইগুলি আবৃত্তি করিতেছিল। আবূ বকর (রা) বলিলেন, উহা তো শয়তানের সঙ্গীত, উহা তো শয়তানের সঙ্গীত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আবূ বকর! উহাদিগকে স্বঅবস্থায় ছাড়িয়া দাও। প্রতিটি জাতির জন্য রহিয়াছে ঈদ উৎসব। আমাদের ঈদ হইল এই দিন" (বুখারী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১৩০, ৫৫৯)।

আসমা' বিন্‌ত 'উমায়স (রা)-এর প্রতি বাসূলুল্লাহ (স)-এর আচরণ

আসমা বিন্‌ত 'উমায়স (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী একজন মহিলা সাহাবী। খায়বার বিজয়ের সময় তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা মদীনায় ফিরিয়া আসেন। একদা তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে সেখানে উমার (রা)-এর সহিত তাঁহার কথা হয়। হযরত উমার (রা) তাঁহার পরিচয় জানিতে গিয়া বলিলেন, তিনি কি সেই আসমা' যিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়া হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমিই সেই আসমা'! কোন এক প্রসঙ্গে 'উমার (রা) তখন বলিলেন, আমরা তোমাদের আগেই মদীনায় হিজরত করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আমাদের হক বেশী। তাঁহার কথা শুনিয়া আসমা' (রা) অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, উহা কখনও হইতে পারে না। আপনারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আশ্রয়ে ছিলেন। তিনি না খাইয়া ক্ষুধার্তকে আহার দিতেন, তোমাদিগের অজ্ঞদিগকে নসীহত করিতেন। আর আমরা স্বদেশত্যাগী হইয়া বহু দূরে শত্রুদের দেশে ছিলাম। আমাদের দেশত্যাগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান ও তাঁহার রাসূলের মনোতুষ্টি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন খাবার ও পানীয় গ্রহণ করিব না যেই পর্যন্ত আপনার উক্তিটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট না বলিব। আমরা যে সেখানে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ছিলাম তাহাও বলিব। অবশ্য অতিরঞ্জিত কিছুই বলিব না। ইতোমধ্যে হাফসা (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ (স) তাশরীফ আনিলেন। আসমা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে উমার (রা)-এর উক্তিগুলি শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার উত্তরে তুমি কি বলিয়াছ? তিনি যাহা বলিয়াছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-কে উহা অবহিত করিলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

ليس باحق بى منكم وله ولاصحابه هجرة واحدة ولكم انتم اهل السفينة هجرتان.

"আমার প্রতি উমারের হক তোমাদের হইতে বেশী নয়। উমার ও তাঁহার সঙ্গিগণ মাত্র একটি হিজরত করিয়াছে। আর তোমরা নৌযানে আরোহিগণ দুইটি হিজরতের অধিকারী।"

অতঃপর আসমা (রা) বলেন, "কথাটি প্রচারিত হইয়া গেলে আমি দেখিতে পাইলাম, আবূ মূসা (রা) ও হাবশায় হিজরতকারী নৌযানে আরোহী লোকজন দলে দলে আমার নিকট

আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উক্তি সম্পর্কে জানিতে চাহিত। তাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কথাগুলি হইতে আনন্দদায়ক অন্য কিছুই ছিল না" (বুখারী, সাহীহ, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬০৮)।

মুলায়কা (রা)-এর দা'ওয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অংশগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশিষ্ট খাদিম হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর দাদী ছিলেন হযরত মুলায়কা (রা)। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কিছু খাবার তৈরি করিয়া তাঁহাকে দা'ওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার এই দা'ওয়াত গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس بن مالك ان جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله ﷺ وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم انصرف (رواه البخارى ٥٥).

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহার দাদী (বা নানী) মুলায়কা (রা) খাবার তৈরি করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে দা'ওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার খাদ্য গ্রহণ করিলেন, অতঃপর বলিলেন, তোমরা সকলে দাঁড়াও, আমি তোমাদিগকে লইয়া সালাত আদায় করিব। আনাস (রা) বলেন, আমি তখন আমাদের পুরাতন একটি চাটাইর দিকে অগ্রসর হইলাম। চাটাইটি পুরাতন হওয়ায় ময়লাযুক্ত থাকায় ধৌত করিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে দাঁড়াইলেন। আমি ও আমাদের ইয়াতীম তাঁহার পিছনে দাঁড়াইলাম আর বৃদ্ধা আমাদের পিছনে দাঁড়াইলেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে লইয়া দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলেন, অতঃপর আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন" (বুখারী, সাহীহ, ১খ., পৃ. ৫৫)।

কুরায়শ গোত্রের কিছু মহিলা একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আলাপরত অবস্থায় ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত উমার (রা) মজলিসে উপস্থিত হইলেন। মহিলারা তাঁহাকে দেখিয়া আড়ালে চলিয়া গেলেন। উহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) হাসিতে লাগিলেন। উমার (রা) তখন মহিলাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে দেখিয়া তোমরা পালাইতেছ কেন? তাহারা উত্তরে বলিল, আপনি যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তুলনায় কঠোর প্রকৃতির লোক। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن سعد بن ابى وقاص انه قال استاذن عمر بن الخطاب على رسول الله ﷺ وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية اصواتهن على صوته فلما استاذن عمر بن الخطاب قمن بادرن الحجاب فاذن له رسول الله ﷺ فدخل عمر ورسول الله ﷺ يضحك فقال عمر اضحك الله سنك يارسول الله فقال النبى ﷺ

عجبت من هؤلاء اللاتى كنا عندى فلما سمعن صوتك ابتدر الحجاب فقال عمر فانت ان يهبن يارسول الله ثم قال عمر يا عدوات انفسهن اتهبننى ولا تهبن رسول الله ﷺ فقلن نعم انت افظ واغلظ من رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ ايه يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الاسلك فجا غير فجك (رواه البخارى -٥٢).

"সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কুরায়শ গোত্রের কতিপয় মহিলার আলাপরত অবস্থায় 'উমার ইব্নু'ল খাত্তাব (রা) প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। মহিলারা তখন উচ্চস্বরে তাহাদিগকে বেশি পরিমাণে দানের জন্য আবদার করিতেছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কণ্ঠস্বর হইতে তাহাদিগের কণ্ঠস্বর বেশী উচুঁ ছিল। উমার (রা) প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পর্দার অন্তরালে চলিয়া গেল। উমার (রা)-কে প্রবেশের অনুমতি দান করিলে তিনি প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। উমার (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আপনাকে আনন্দিত করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আশ্চর্য হইলাম, তোমার ধ্বনি শুনিবামাত্র তাহারা দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলিয়া গেল। 'উমার (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকেই তো উহাদিগের বেশী ভয় করা উচিত ছিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে নিজেদের ধ্বংসকারিনিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স) ভয় কর না। তাহারা উত্তর দিল, হাঁ, আপনি যে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে কঠোর বাক্য প্রয়োগকারী ও কঠোর মনোভাব পোষণকারী। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র উমার! শপথ সেই আল্লাহর যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! তুমি যেই পথ দিয়া চলাচল করিবে সেই পথে চলিয়া শয়তান কখনও তোমার সহিত সাক্ষাত করিবে না। হাঁ, তোমার যাওয়ার পথ ত্যাগ করিয়া শয়তান অন্য পথ ধরিবে" (বুখারী, আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৫২০, ৪৬৫)।

পুরুষ লোকেরা অহরহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্য লাভ করিত এবং তাঁহার ওয়াজ-নসীহত শুনিয়া ধন্য হইত। কিন্তু নানান প্রতিবন্ধকতার কারণে মহিলারা সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। তাই তাহাদিগকে উপদেশ প্রদানের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (স) পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى سعيد قال جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت يارسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعن فى يوم كذا وكذا فى مكان كذا وكذا فاجتمعن فاتاهن رسول الله ﷺ فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن تقدم بين يديها من ولدها ثلثة الا كان لها

حجابا من النار فقالت امرأة منهن يارسول الله اثنين قال فاعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين.

"আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষরা আপনার ওয়াজ-নসীহতে সার্বক্ষণিক অংশগ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতেছে। আপনি আপনার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করিয়া দিন, আমারা সেদিন আপনার নিকট উপস্থিত হইব এবং আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, যাহা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে বলিলেন, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হইবে। কথামত তাহারা একত্র হইল। রাসূলুল্লাহ্ (স) সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে তাহা শিক্ষা দিলেন, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শিখাইয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যেই মহিলার তিনটি সন্তান ইন্তিকাল করিবে, উহারা তাহার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হইবে। এক মহিলা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দুইটি সন্তানের মৃত্যু হইলেও কি তাহাই হইবে? সে কথাটি দুইবার পুনরাবৃত্তি করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, দুই সন্তান হইলেও, দুই সন্তান হইলেও, দুই সন্তান হইলেও" (বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ১০৮৭)।

নারীদের কোমল স্বভাব ও অনুভূতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান

আনজাশা (রা) ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম গোলাম। সে হাবশী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মধুর। এক সফরে হুদী (উষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গীত) আবৃত্তি করিয়া উষ্ট্রারোহীদের লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। সুরের তালে উটগুলিও দ্রুত আগাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন আনজাশা-কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার সুর লহরীতে যেন স্ত্রীলোকদের অন্তর আকৃষ্ট না হয়। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس قال كان رسول الله ﷺ فى بعض اسفاره وغلام اسود يقال له انجشة يحدوا فقال رسول الله ﷺ يا انجشة رويدك سوقا بالقوارير وفى رواية فقال له رسول الله ﷺ رويدا يا انجشة لا تكسر القوارير يعنى ضعفة النساء (رواه مسلم فى صحيحه - ٢٥٠).

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক সফরে ছিলেন। উহাতে তাঁহার সঙ্গে আনজাশা নামীয় তাঁহার কাল একটি গোলামও ছিল। সে 'হুদী' আবৃত্তি করিয়া (উষ্ট্রারোহী) কাফেলা হাঁকাইয়া লইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আনজাশা! কাঁচের চালানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। অপর রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, তোমার উট জোরে হাঁকিয়া কাঁচের চালান ভাঙ্গিয়া ফেলিও না" (মুসলিম, আস্-সাহীহ,

হিন্দ বিন্ত উতবা (রা) ছিলেন আবূ সুফ্য়ান (রা)-এর স্ত্রী। স্বামী কর্তৃক বরাদ্দকৃত খোরপোষ তাঁহার জন্য যথেষ্ট হইত না। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে প্রয়োজন মাফিক স্বামীর অগোচরে তাহার সম্পত্তি হইতে খোরপোষ গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابى سفيان على رسول الله ﷺ فقالت يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة مايكفينى ويكفى بنى الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل على في ذلك من جناح فقال رسول الله ﷺ خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك (رواه مسلم -٧٥) .

"আইশা (রা) বলেন, আবূ সুফ্য়ান (রা)-এর স্ত্রী হিন্দ বিন্ত 'উতবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবূ সুফ্য়ান একজন কৃপণ লোক। তিনি আমার ও আমার সন্তানদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খোরপোষ দেন না। আমি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মাল হইতে কিছু গ্রহণ করা ব্যতীত আমার সংসার চলে না। উহাতে আমার কোন গোনাহ্ হইবে কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যেই পরিমাণে যথেষ্ট হয় সেই পরিমাণ তুমি ন্যায়সঙ্গতভাবে (তাহার অজ্ঞাতসারে) গ্রহণ করিতে পার" (মুসলিম, আস্-সাহীহ, ২খ, পৃ. ৭৫; ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল-মা'আদ, ৫খ., পৃ. ৪৯০)।

আসমা বিন্ত আবী বাক্র (রা) ছিলেন উম্মত জননী 'আইশা (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভগ্নী এবং হযরত যুবায়র (রা)-এর স্ত্রী। হিজরতের সময় তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন। হযরত যুবায়র (রা)-এর একটি ঘোড়া ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই ছিল না। হযরত আসমা (রা) নিজ হস্তে ঘোড়াটির ঘাস-পানির ব্যবস্থা করিতেন। একদা মাথায় করিয়া তিনি ঘোড়ার ঘাস বহন করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে এমতাবস্থায় দেখিয়া স্বীয় উট হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাহাকে তাঁহার উটের উপর সওয়ার হইবার আহ্বান জানাইলেন।

عن اسماء بنت ابى بكر قالت تزوجنى الزبير وماله فى الارض من مال ولا مملوك ولا شيئ غير فرسه قالت فكنت اعلف فرسه واكفيه مؤنته واسوسه وادق النوى لناضحه واعلفه واستقى الماء واخرز غربه واعجن ولم اكن احسن اخبز فكان يخبز لى جارات لى من الانصار وكن نسوة صدق قالت وكنت انقل النوى من ارض الزبير التى اقطعه رسول الله ﷺ على رأسى وهى على ثلثى فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسى فلقيت رسول الله ﷺ ومعه نفر من اصحابه فدعانى ثم قال اخ اخ ليحملنى خلفه

قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك اشد من ركوبك معه قالت حتى ارسل الى ابو بكر بعد ذلك بخادم فكفتنى سياسة الفرس فكانما اعتقنى (رواه مسلم-٢١٨).

"আসমা বিন্‌ত আবী বাক্‌র (রা) বলেন, আমাকে আয-যুবায়র (রা) বিবাহ করিলেন। তাঁহার না ছিল কোন সম্পদ, না দাস-দাসী এবং না অন্য কিছু, শুধু ছিল তাঁহার একটি ঘোড়া। আমি তাঁহার ঘোড়ার ঘাসপাতা কাটিতামা, উহার প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করিতাম, উহা চরাইতাম এবং পানি পান করানোর স্থানে লইয়া যাইতাম, তাহার জন্য বড় গামলা বসাইয়া রাখিতাম, রুটির কাই তৈরি করিতাম। আমি কিন্তু উত্তমভাবে রুটি তৈরি করিতে পারিতাম না। আমাকে আনসার গোত্রের মেয়েরা রুটি বানাইয়া দিত। উহারা ছিল সত্যবাদী মহিলা। তিনি বলেন, আয-যুবায়র (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) যেই ভূমি দান করিয়াছিলেন তথা হইতে আমি ঘোড়ার ঘাস মাথায় করিয়া বহন করিতাম। সেই স্থানটি ছিল মদীনা হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। একদা আমি মাথায় করিয়া ঘাস লইয়া আসিতেছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত আমার সাক্ষাত ঘটে। তাঁহার সহিত একদল সাহাবীও ছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সওয়ারীতে তাঁহার পিছনে উপবেশন করিবার আহ্বান জানাইলেন। আমাকে তাঁহার পিছনে উঠাইবার জন্য উটকে বসাইবার ধ্বনি দিলেন। আমি তাঁহার পিছনে বসিতে লজ্জাবোধ করিলাম এবং বলিলাম, আপনার মর্যাদা সম্পর্কে তো আমি অবহিত। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলিলেন, তোমার মাথায় ঘাসের বোঝাটি আমার নিকট উটের উপর সওয়ার হওয়া হইতে অধিক কষ্টদায়ক মনে হইতেছে। আসমা (রা) বলেন, কিছুদিন পর আবূ বকর (রা) আমার উদ্দেশ্যে একটি খাদেম প্রেরণ করেন। তখন হইতে উটের ঘাসপাতা সংগ্রহ করিবার জন্য সে-ই যথেষ্ট হইল। খাদেমটি দান করিয়া তিনি যেন আমাকে মুক্ত করিলেন" (মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২১৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় হাত দ্বারা কোন মহিলাকে কোন দিন প্রহার করেন নাই। এমনকি উম্মতের প্রতি তাহাদিগকে প্রহার না করিবার নিষেধাজ্ঞাও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة ما ضرب رسول الله ﷺ خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا (رواه ابن ماجه-١٤٢).

"হযরত 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কোন খাদেমকে প্রহার করেন নাই, কোন মহিলাকেও নয়, এমনকি স্বীয় হাত দ্বারা কোন প্রাণীকেই প্রহার করেন নাই" (ইব্‌ন মাজা, প্রাগুক্ত, ১৪২)।

عن اياس بن عبد الله قال قال النبى ﷺ لا تضربن اماء الله فجاء عمر الى النبى ﷺ فقال يارسول الله قد ذئرن النساء على ازواجهن فامر بضربهن فضربن فطاف بال

محمد ﷺ طائف نساء كثير فلما اصبح قال لقد طاف الليلة بال محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكى زوجها فلا تجدون اولئك خياركم (رواه ابن ماجه ١٤٢).

"ইয়াস ইবন আবদিল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে (মহিলাদের) কখনও মারপিট করিও না। অতঃপর উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, মহিলাগণ স্বীয় স্বামীদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) মৃদু প্রহারের অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুমতি লাভের পর মহিলাদিগকে প্রহার করা হইল। তাহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারে মহিলাদিগের বিরাট একটি দল আসিয়া তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিল। ভোর হইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আজ রাত্রে রাসূল পরিবারে সত্তরজন মহিলা আগমন করিয়া স্ব-স্ব স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছে। যাহারা নিজ স্ত্রীদিগকে প্রহার করিয়াছে তাহাদিগকে ভাল মানুষ জ্ঞান করিও না" (ইবন মাজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২)।

রাজা-বাদশাহ ও অন্যান্য সমাজপতিগণ অবশ্যই দায়িত্বশীল। তাহাদের সহিত মিলিত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) গৃহবধূকে গৃহের দায়িত্বশীল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ণিত হইয়াছেঃ

عن عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله ﷺ يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته فالامام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل فى اهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى مسئولة عن رعيتها والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته (رواه البخارى ٣٢٤).

"আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। নেতা একজন দায়িত্বশীল, তিনি তাহার কর্তৃত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবেন। পুরুষ লোক তাহার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল এবং তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। গৃহবধূ তাহার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীলা এবং সেই সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। খাদেম তাহার মনিবের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল এবং সেই সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে" (বুখারী, আস্-সাহীহ, ১খ., পৃ. ৩২৪)।

কোন এক জিহাদে জনৈক মহিলার লাশ দেখিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) খুবই মর্মাহত হইলেন। অতঃপর তিনি মহিলা ও শিশুদিগকে হত্যা না করিবার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن عمر ان امرأة وجدت فى بعض مغازى رسول الله ﷺ مقتولة فانكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان (رواه مسلم ٨٤) وفى رواية فنهى عن قتل النساء الخ.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। জনৈকা মহিলাকে কোন এক জিহাদে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মহিলা ও শিশুগণকে হত্যা করিতে বারণ করিলেন" (মুসলিম, আস্-সাহীহ্, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৮৪)।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী বলেন, মহিলাগণ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তবে তাহাদিগকে হত্যা করা বৈধ হইবার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। শিশুদের ব্যাপারেও একই হুকুম (নববী পাদটীকা, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ (স) মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব পসন্দ ও অপসন্দকে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছেন। এক মহিলাকে তাহার পিতা আপন মতের বিরুদ্ধে অন্যত্র বিবাহ দান করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহা প্রত্যখ্যান করিয়া তাহার পসন্দনীয় পাত্রের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বলিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الانصاريين ان رجلا منهم يدعى خداما انكح ابنة له فكرهت نكاح ابيها فاتت رسول الله ﷺ فذكرت له فرد عليها نكاح ابيها فنكحت ابا لبابة بن عبد المنذر.

"আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ও মুজাম্মি' ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহাদের মধ্যকার এক লোকের নাম ছিল খিদাম। তিনি তাহার এক মেয়েকে বিবাহ দান করিলে মেয়েটি তাহা অপসন্দ করিয়া বসে। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বিষয়টি তাঁহাকে অবহিত করিলে তিনি তাহার পিতার বিবাহদানকে নাকচ করিয়া দেন। অতঃপর মেয়েটি তাহার পসন্দনীয় পাত্র আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদিল মুনযির (রা)-কে বিবাহ করে" (ইব্‌ন মাজা, সুনান, পৃ. ১৩৪)।

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ الايم اولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها قيل يارسول الله ان البكر تستحيى ان تتكلم قال اذنها سكوتها.

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, 'আল-আয়্যিম' স্বীয় বিবাহের ব্যাপারে নিজ অভিভাবক হইতে নিজ সিদ্ধান্তই উত্তম। কুমারী মেয়েকে তাহার বিবাহের ক্ষেত্রে তাহার অনুমতি চাওয়া হইবে। কেহ প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কুমারী মেয়ে তো লজ্জাবশত কথা বলিবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহার নীরব থাকাই তাহার অনুমতি দান হিসাবে গণ্য হইবে" (ইব্‌ন মাজা, প্রাগুক্ত)।

আল-আয়্যিম অর্থ যাহার পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল এমন পুরুষ বা মহিলা অথবা যাহার স্বামী বা স্ত্রী নাই।

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن واذنها الصموت.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ছায়্যিবকে (পূর্বে বিবাহ হইয়াছিল এমন সাবালিকা মেয়ে) তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া যাইবে না, কুমারী মেয়েকেও নয়, যতক্ষণ তাহার অনুমতি গ্রহণ করা না হইবে। কুমারীর চুপ থাকাই তাহার সম্মতির লক্ষণ" (ইব্ন মাজা, প্রাগুক্ত)।

রাসূলুল্লাহ (স) সফরে কোন না কোন স্ত্রীকে সঙ্গী লইয়া যাইতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পসন্দমত যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু দয়ার সাগর মহানবী (স) স্ত্রীগণের মনরক্ষা করিতে তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন সেই নিমিত্ত লটারী করিতেন। লটারীতে যাহার নাম আসিত তাহাকেই তিনি সফরসঙ্গী করিতেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى ﷺ تبتغى بذلك رضى رسول الله ﷺ (البخارى ٣٥٣).

"হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিতেন। লটারীতে যাঁহার নাম আসিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সফরে যাইতেন। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য তিনি একদিন একরাত পালা বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। তবে সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা) তাঁহার পালার দিনটি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সন্তুষ্ট রাখিবার লক্ষ্যে 'আইশা (রা)-কে বরাদ্দ করিয়াছিলেন" (বুখারী, সাহীহ, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৫৩)।

নিজ স্ত্রীদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স) মধুর আচরণ করিতেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ.

"যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর তবে ভাল। কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ই তাহার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও। তাহা ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতাও তাহার সাহায্যকারী" (৬৬ ঃ ৪)।

উপরিউক্ত আয়াত কাহাদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল, এই ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিলেন, উহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুই সহধর্মিণী 'আইশা ও হাফসা (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। হযরত উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণ তাঁহার কথার উপরে কথা বলিতে উদ্যত

হইলেন। কোন একজন পূর্ণ দিন রাত তাহার সহিত কথা বলাই ত্যাগ করিলেন। বিষয়টি অবহিত হইয়া আমি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। অতঃপর সর্বনাশ সর্বনাশ বলিতে বলিতে হাফসার গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কোন একজন কি আজ গোটা দিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে ক্রোধান্বিত করিয়া রাখিয়াছ? সে উত্তর দিল, হাঁ। আমি বলিলাম, বোকা, নির্বোধ! রাসূলুল্লাহ (স)-কে ক্রোধান্বিত করিয়া কি আল্লাহ্র ক্রোধ হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে? কখনও না, বরং ধ্বংস অনিবার্য। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কোন কিছু বেশি পরিমাণ দানের আবদার করিও না। তাঁহার সহিত কোন কূটতর্কে জড়াইও না। তোমার যাহা প্রয়োজন উহা আমাকে বলিও। 'আইশা (রা)-এর কমনীয়তা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাহার প্রতি অনুরাগ প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি প্রতারিত হইও না।... ইত্যাদি কথাবার্তায় আমরা লিপ্ত ছিলাম। ইত্যবসরে আমার সঙ্গী সেই লোকটি যাহার সহিত পালাক্রমে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত থাকিতাম—তিনি আসিয়া বলিলেন, ভয়াবহ একটি কাজ সংঘটিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদটি শুনিয়া আমি হাফসার উপর ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত ফজরের সালাত আদায় করিলাম। সালাতান্তে তিনি তাঁহার সংগ্রহশালায় প্রবেশ করিয়া একাকী বসিয়া পড়িলেন। এইদিকে আমি হাফসার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সে কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম, এখন কাঁদিয়া কি হইবে। আমি কি তোমাকে এই ব্যাপারে সাবধান করি নাই? রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদিগকে তালাক প্রদান করিয়াছেন কি? সে বলিল, আমি উহা জানিনা। তবে তিনি সংগ্রহশালায় এই তো আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন।

আমি তথা হইতে বাহির হইয়া মসজিদের মিম্বরের পাশে উপবিষ্ট লোকদের নিকট আসিয়া দেখিলাম অনেকেই কাঁদিতেছে। এখানে অল্পক্ষণ অবস্থান করিবার পর সেই স্থানের দিকে অগ্রসর হইলাম যেখানে রাসূলুল্লাহ (স) একাকী বসিয়া আছেন। সেখানে দায়িত্ব পালনরত ছেলেটিকে বলিলাম, আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে লইয়া আস। সে সেখানে আমার পক্ষে অনুমতি প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন উত্তরই রাসূলুল্লাহ (স) দিলেন না। আমি ফিরিয়া গিয়া মিম্বরের পাশে বসিয়া গেলাম। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু এইবারও কোন উত্তর আসিল না। তৃতীয়বারও একই রকম অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। এইবারও পূর্বের মত কোন উত্তর না আসায় আমি বাহির হইয়া রওয়ানা করিলে সংবাদ বাহক সেই ছেলেটি আমাকে ডাকিয়া প্রবেশের অনুমতির কথা জানাইল।

অতএব আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একটি চাটাইর উপর শুইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বাহুতে চাটাইর চিহ্ন প্রতিভাত হইতেছিল। আমি তাঁহাকে সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করিয়াছেন কি? তখন তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, না, আমি তালাক প্রদান করি নাই। অতঃপর বিস্ময়ে হতবাক হইয়া আমি আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিলাম। আরও বলিলাম, মক্কায় অবস্থানকালে আমরা যাহারা কুরায়শ নারী জাতির প্রতি কর্তৃত্বশালী ছিলাম মদীনায় আগমন

করিবার পর দেখিতেছি, এখানকার মহিলাগণ পুরুষদের উপর কর্তৃত্বশালী। উহার প্রভাব কুরায়শ মহিলাগণের উপরও পড়িতেছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসি দিলেন (বুখারী, সাহীহ, ২খ., পৃ. ৭৮১)।

এই হাদীছে হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বিভিন্ন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় ঘটনাকে একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সবকয়টি বিষয়ের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণীদের সঙ্গে তাঁহার আচরণের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন তাহাদের পক্ষ হইতে অতি বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিরাপদ দূরত্বে এক মাস কাটাইয়াছেন। সাহাবীগণ যেখানে মনে করিয়াছেন তিনি স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করিয়াছেন, সেখানে তিনি নীরব রহিয়া এইভাবে একমাস পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। এই কথাও প্রতিভাত হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মক্কী জীবনে নারী সমাজের প্রতি ততটুকু কোমল আচরণ করা হইত না যতটুকু মাদানী জীবনে প্রদর্শন করা হইত। 'উমার (রা)-এর কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুচকি হাসি ও কোমল আচরণের প্রতি সমর্থন বুঝায়। স্ত্রীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে তিনি কোন বৈধ কাজকেও না করিবার জন্য শপথ পর্যন্ত করিয়াছিলেন যাহার পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"হে নবী! আল্লাহ যাহা তোমার জন্য বৈধ করিয়াছেন তুমি উহা নিষিদ্ধ করিতেছে কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৬৬ ঃ ১)।

আপন স্ত্রীদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোমল আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায় 'হাদীছে উম্মু যারা' নামক প্রসিদ্ধ হাদীছে। হাদীছটি ইমাম বুখারী حسن المعاشرة مع الاهل (পরিবার-পরিজনের সহিত সুন্দর আচরণ) অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি হইল ঃ

عن عائشة قالت جلس احدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ان لا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا قالت الاولى زوجى لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجى لا ابث خبره انى اخاف ان لا اذره ان اذكره اذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجى العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. قالت الرابعة زوجى كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سأمة. قالت الخامسة زوجى ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجى ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجى غياياء اوعياياء طباقاء كل داء له داء شجك او فلك او جمع كلالك. قالت الثامنة زوجى المس مس ارنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زرجى رفيع العماد طويل النجار عظيم الرماد قريب البيت من النار. قالت العاشرة زوجى مالك وما مالك مالك

خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح واذا سمعن صوت المزهر ايقن انهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي ابو زرع فما ابو زرع اناس من حلى اذنى وملأ من شحم عضدى وبجحنى فبجحت الى نفسي وجدنى فى اهل غنيمة بشق فجعلنى فى اهل صهيل واطيط ودائس ومنق فعنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقنح ام ابى زرع فما ام ابى زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن ابى زرع فما ابن ابى زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت ابى زرع فما بنت ابى زرع طوع ابيها وطوع امها وملأ كسائها وغيظ جارتها جارتة ابى زرع فما جارية ابى زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين وطلقنى ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا واخذ خطيا واراح على نعما ثريا واعطانى من كل رائحة زوجا وقال كلى ام زرع وميرى اهلك قالت فلو جمعت كل شيئ اعطانيه ما بلغ اصغر انية ابى زرع. قالت عائشة قال رسول الله ﷺ كنت لك كابى زرع لام زرع.

"আইশা (রা) বলেন, একদা এগারজন মহিলা পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হইল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর সম্পূর্ণ অবস্থা খুলিয়া বলিবে, কিছুই গোপন করিবে না। প্রথম মহিলা বলিল, আমার স্বামী দুর্বল উটের গোশ্‌ত সদৃশ। গোশতটিও আবার সুকঠিন পাহাড়ের শৃঙ্গে। পাহাড়ের পথও সুগম নয় যে, অনায়াসে সেখানে আরোহণ করা যাইতে পারে। গোশতটি মোটাও নয় যে স্থানান্তরিত করা যায়। দ্বিতীয় মহিলা বলিল, আমার স্বামীর কথা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। আমার আশঙ্কা হইতেছে, যদি তাহার দোষ বর্ণনা শুরু করি তাহা হইলে উহা শেষ করিতে পারিব না, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের দোষ বর্ণনা করিতে হইবে। তৃতীয় মহিলা বলিল, আমার স্বামী লম্বা তালগাছ। কোন কিছু বলিলে তৎক্ষণাত তালাক, আর যদি কিছু না বলি তাহা হইলে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকিতে হয়। চতুর্থ মহিলা বলিল, আমার স্বামী তিহামার রাত্রির ন্যায়। সে না অতি গরম এবং না অতি ঠাণ্ডা। ভয়ংকর ও বিরক্তিকর কিছুই তাহার মধ্যে নাই। পঞ্চম মহিলা বলিল, আমার স্বামী গৃহে প্রবেশ করিলে চিতাবাঘ, আর বাহির হইলে সিংহ। গৃহের কোন খবর রাখে না। ষষ্ঠ মহিলা বলিল, আমার স্বামী আহার গ্রহণ করিতে বসিলে সবকিছু সাবাড় করিয়া দেয়, আর পান করিতে গেলে সব পান করিয়া লয়। শুইতে গেলে লেপ দিয়া শয়ন করে, আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করে না। সপ্তম মহিলা বলিল, আমার স্বামী সম্পূর্ণভাবে যৌনাক্ষম। এমন কোন রোগই নাই যাহা তাহার মধ্যে নাই। খুবই বদমেযাজী, হয়ত তোমার মাথা ফাটাইয়া দিবে, না হয় আহত করিবে কিংবা উভয়টাই করিয়া বসিবে। অষ্টম মহিলা বলিল, আমার স্বামীর ত্বক খরগোশের ত্বকের ন্যায় নরম। তাহার শরীরের সুগন্ধি জাফরানের ন্যায়। নবম মহিলা বলিল, আমার স্বামী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী,

অতিথিপরায়ণ, বৃহৎ ভস্ম স্তূপের অধিকারী। তাহার গৃহ মজলিসও পরামর্শ গৃহের সন্নিকটে। দশম মহিলা বলিল, আমার স্বামীর নাম হইল মালিক। মালিক সম্পর্কে কি বলিব ? সে আলোচিত সকল হইতে উত্তম। সে বহু উটের অধিকারী। অধিকাংশ উট বাড়ির নিকটে বাঁধিয়া রাখা হয়, মাঠে খুবই কম চরানো হয়। উটগুলি যখন বাদ্য শুনিতে পায় তখন তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তাহাদিগকে যবেহ করা হইবে। একাদশ মহিলা বলিল, আমার স্বামী ছিল আবূ যারা। তাহার সম্পর্কে কি বলিব। সে অলঙ্কার দিয়া আমার কান ঝুঁকাইয়া দিয়াছে। খাদ্য দিতে দিতে আমার উভয় বাহু চর্বিযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে আমাকে এতই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়াছে যে, উহার ফলে আমি আত্মাভিমান ও খুশিতে আটখানা। আমাকে সে গুটিকয়েক ছাগলের অধিকারী দরিদ্র পরিবারের একটি মেয়ে হিসাবে পাইয়াছিল। অতঃপর সে আমাকে উট, ঘোড়া, গরু কৃষি সরঞ্জামের অধিকারী এক ধনাঢ্য পরিবারে লইয়া আসিল। তাহার নিকট আমি কথা বলিলে সে আমাকে ভর্ৎসনা করিত না। ভোর পর্যন্ত আমি ঘুমাইয়া রহিতাম, কিছুই বলিত না। খানাপিনা এতই পর্যাপ্ত ছিল যে, পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আমি রাখিয়া দিতাম।

"আবূ যারার মাতার প্রশংসা কি করিব! তাহার বড় বড় পাত্রগুলি সর্বদা খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর থাকিত। তাহার ঘরটি ছিল বিরাট বড়। আবূ যারার ছেলে সম্পর্কে কি বলিব! তাহার শয্যাস্থল তরবারির ন্যায় সরু। ছাগলের একটি রানই তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিত অর্থাৎ সে হাল্কা-পাতলা দেহের অধিকারী। আবূ যারার মেয়ে সম্পর্কে কি বলিব ! সে মাতা-পিতার খুবই বাধ্যগত ছিল। সে ছিল হৃষ্টপুষ্ট এবং সতীনের হিংসা করার মত দেহের অধিকারী। আবূ যারার দাসীর কথা কি বলিব! সে কোন সময়ই গৃহের আভ্যন্তরীণ বিষয় বাহিরে প্রকাশ করিত না, খাদ্যদ্রব্য বিনা অনুমতিতে কাহাকেও দিত না, বাড়ি-ঘর সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিত, কখনও ময়লা জমিতে দিত না।

"একদিন আবূ যারা গৃহ হইতে বাহির হইল, তখন দুধ দোহনের পর ফেনা পরিষ্কার করা হইতেছিল। পথিমধ্যে জনৈকা মহিলার সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। তাহার কটিদেশের নিচে দুইটি শিশু ব্যঘ্রছানার ন্যায় দুইটি ডালিম লইয়া খেলা করিতেছিল। উক্ত মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সে আমাকে তালাক প্রদান করিল। অতঃপর তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। পরবর্তী কালে আমি সরদার শ্রেণীর এক লোককে বিবাহ করিলাম। সে ছিল এক অশ্বারোহী সৈনিক। সে আমাকে প্রচুর পরিমাণ সুখসম্ভার দান করিয়াছে; উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি একজোড়া করিয়া দান করিয়াছে। অতঃপর সে আমাকে বলিয়াছে ঃ উম্মু যারা! তুমি খাও এবং তোমার পিত্রালয়ে প্রেরণ কর। কিন্তু কথা হইতেছে, তাহার সকল সুখসম্ভার যদি একত্র করা হয় তবুও উহা আবূ যারার ক্ষুদ্র একটি বস্তুর সমানও হইবে না। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে উক্ত ঘটনা শোনানোর পর বলিলেন, (হে আইশা!) আমি তোমার জন্য আবূ যারা সদৃশ। আর তুমি হইতেছ উম্মু যারা সদৃশ" (বুখারী, সাহীহ, ২খ., পৃ. ৭৭৯-৭৮০; তিরমিযী, শামাইল, অনুবাদ, মাওলানা মুতিউর রহমান ও মাওলানা আবদুল্লাহ, পৃ. ২৪৫)।

উপরিউক্ত মহিলাগণ স্ব-স্ব স্বামী সম্পর্কে যেইসব উক্তি করিয়াছে তাহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখেই হইতে পারে। যদি তাহা বাস্তবে হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি তাহাদের প্রতি

কত যত্নবান ছিলেন যে, তাহারা অনায়াসে তাঁহার মজলিসে এইসব গল্পালাপ করিতে পারিল। অপরদিকে 'আইশা (রা)-এর নিকট বিষয়টি ব্যক্ত করা, নিজেকে আইশা (রা)-এর জন্য আবূ যারা হিসাবে উত্থাপন করা এবং তাহাকে উম্মু যারা হিসাবে আখ্যায়িত করার মধ্যে স্ত্রীদের প্রতি তাহার অসাধারণ কোমল আচরণের কথা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছও প্রণিধানযোগ্য ঃ

عن عائشة قالت حدث رسول الله ﷺ ذات ليلة نسا حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال اتدرون ما خرافة ان خرافة كان رجلا من عذرة اسرته الجن فى الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه الى الانس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الاعاجيب فقال الناس حديث خرافة .

"হযরত 'আইশা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স) নিজ গৃহিণীদেরকে একটি কাহিনী শুনাইলেন। উপস্থিতদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, কাহিনীটি যেন খুরাফার কাহিনীর ন্যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, খুরাফার ঘটনা কি তোমরা জান ? খুরাফা ছিল বনী উযরা গোত্রের লোক। তাহাকে জাহিলিয়্যা যুগে জিনেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেখানে সে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে। অতঃপর তাহারা তাহাকে লোকালয়ে ফিরাইয়া দেয়। সে তাহাদের মধ্যে যেইসকল বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়াছিল তাহা মানুষের নিকট বলিত। উহার পর সকল আশ্চর্যজনক ঘটনাকে মানুষ খুরাফার কাহিনী বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল" (ইমাম তিরমিযী, সুনান, শামাইল অংশ, পৃ. ১৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৪ ঃ ১৯; ৫৬ ঃ ৩৫-৩৬; ৬৬ ঃ ৪; (২) আবূ বাক্র আল-জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, বৈরূত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হি. /১৯৯৪ খৃ., ২খ., পৃ. ১৩৮; (৩) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, জালালায়ন শরীফ ও পাদটীকা, ইণ্ডিয়ান সংস্করণ, পৃ. ৭২; (৪) ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহুল বুখারী, ইন্ডিয়া সংস্করণ, তা.বি., ১খ., পৃ. ৫৫, ৪৬৫, ৫২০, ৩২৪, ৩৫৩, ১৩০, ৫৫৯, ২খ., পৃ. ৭৭৯, ২৭৩, ৬০৮, ১০৮৭, ৭৮১, ২৫৫; (৫) ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, ইন্ডিয়া সংস্করণ, তা.বি., ২খ., পৃ. ২৫৫, ৭৫, ২১৮; (৬) খাতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, তা.বি., পৃ. ৪৪৯, ২৮১, ২৭৩, ১৪২; (৭) ইমাম ইব্ন মাজাহ, আস-সুনান, পৃ. ১৩৩, ১৩৪, ১৪২; (৮) আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আরফুশ শাযী, পাদটীকা সুনানি তিরমিযী, ১খ., পৃ. ২২০; (৯) ইমাম তিরমিযী, আল-জামি লিত-তিরমিযী, ১খ., পৃ. ২২০; (১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদু'ল-মা'আদ, বৈরূত ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ খৃ., ৫খ., ৪৯০; (১১) ইমাম নাওয়াবী, টীকা সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৮৪; (১২) ইমাম তিরমিযী, শামাইলে তিরমিযী, পৃ. ১৬; (১৩) ইমাম তিরমিযী, আল-জামে', ১খ., পৃ. ২২৫।

ফয়সল আহমদ জালালী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষমা প্রদর্শন

ক্ষমা মহানুভবতার পরিচায়ক। আল্লাহ নিজেই ক্ষমাশীল। ক্ষমাপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে তিনি ভালবাসেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ক্ষমার যেই উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন কিয়ামত কাল পর্যন্ত আগত দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য তিনি আদর্শ হইয়া থাকিবেন। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ক্ষমা ও ঔদার্যের যেই গুণাবলীর কথা ইরশাদ করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন উহারই বাস্তব নমুনা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ.

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। আল্লাহ জালিমদিগকে পসন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয় উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ" (৪২ ঃ ৪০-৪৩)।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ. وَمَا يُلَقَّٰهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّٰهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ.

"ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদেরকেই যাহারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদেরকেই যাহারা মহাভাগ্যবান" (৪১ ঃ ৩৪-৩৫)।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৩৪)।

অন্যায়-অনাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন করা হইলে প্রতিশোধ লওয়ার আইনগত অধিকার রহিয়াছে। তবে তাহা সমান সমান হইতে হইবে। কোন ক্ষেত্রেই কৃত অন্যায়ের বেশী হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়া যে মহানুভবতা ও ঔদার্যের লক্ষণ তাহাই দুনিয়ার সকল মহলে স্বীকৃত। শত্রুর প্রতি অনুগ্রহ ও উদারতা প্রদর্শনে রাসূলুল্লাহ (স) জগতবাসীর নিকট সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কাহারও উপর হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোন নজীর তাঁহার কোন শত্রুও পেশ করিতে পারিবে না।

মক্কা বিজয়ের পর কাফিরদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

মক্কার অবিশ্বাসীদের যাতনায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে এক সময় মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মক্কার জীবনে এখানকার কাফিররা তাঁহার উপর, তাঁহার অনুসারীদের উপর ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার করিয়াছিল উহা ইতিহাসের পাঠকমাত্রই অবহিত। দীর্ঘ তিনটি বৎসর রাসূলুল্লাহ (স) বানূ হাশিমসহ শি'বে আবূ তালিবে পরিবার-পরিজনসহ বন্দী জীবন কাটাইয়াছিলেন। সেই কঠিন দিনগুলিতে জালিমরা সেই তৃণলতাহীন গিরি উপত্যকায় শস্যের দানা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় নাই। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া শিশু সন্তানরা যখন আর্তস্বরে ক্রন্দন করিত তখন দুরাত্মারা অদূরে বসিয়া অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িত। আরও কতইনা অকল্পনীয় নিপীড়ন চালাইয়াছিল উহা ব্যক্ত করা যায় না। অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলে তিনি মক্কা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মক্কা ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে তিনি বারবার মক্কার দিকে তাকাইয়া বলিতেন, ওহে মক্কা! আমি তো তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি নাই। কিন্তু দূরাত্মারা আমাকে এখানে থাকিতে দিল না। সেই মক্কায় যখন তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিলেন তখন তো তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বাপেক্ষা উত্তম সুযোগ ছিল। কাফিরদেরকে যখন অবনত মস্তকে তাঁহার সম্মুখে আনা হইল তখন তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء.

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত-স্বাধীন" (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৬৮২)।

ওয়াহ্শীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

সায়্যিদুশ শুহাদা' হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী ছিল ওয়াহ্শী। উহুদ যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়বাহু হযরত হামযা (রা)-কে অত্যন্ত নির্মমভাবে এই ওয়াহ্শী হত্যা করে। শাহাদাতের মর্যাদা লাভকারীদের নেতা হিসাবে স্বীকৃত এই হামযা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃব্যও ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর ওয়াহ্শী তাইফে পালাইয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাইফও যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর করতলগত হইল তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া ওয়াহ্শী প্রতিনিধির রূপ ধারণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। কারণ সে জানিত, রাসূলুল্লাহ (স) কোন প্রতিনিধি দলের সদস্যের সহিত কঠোরতা প্রদর্শন করেন না। খোদ ওয়াহ্শীর মুখ হইতেই বিষয়টি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال ثم خرجت الى الطائف فارسلوا الى رسول الله ﷺ فقيل له انه لا يهيج الرسل قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ﷺ فلما رأنى قال انت وحشى قلت نعم قال انت قتلت حمزة قلت قد كان من الامر ما قد بلغك قال فهل تستطيع ان تغيب وجهك عنى قال فخرجت فلما قبض رسول الله ﷺ فخرج مسيلمة الكذاب قلت لاخرجن الى مسيلمة لعلى اقتله فاكافئ به حمزة (رواه البخارى ٢/٥٨٣) .

"ওয়াহ্শী বলিল, অতঃপর আমি তাইফ চলিয়া গেলাম। এখান হইতে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিল। কারণ তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, রাসূলুল্লাহ (স) কোন প্রতিনিধি দলের সহিত অসদাচরণ করেন না। ওয়াহ্শী বলিল, আমি প্রতিনিধি দলের সহিত রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিলাম। আমাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওয়াহ্শী ! আমি বলিলাম হাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হামযাকে হত্যা করিয়াছ? আমি বলিলাম, আপনার নিকট যেই সংবাদ পৌছিয়াছে উহা ঠিক সেইভাবে সংঘটিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি আমার সম্মুখ হইতে দূরে থাকিতে সক্ষম হইবে? আমি হাঁ সূচক উত্তর দিয়া সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর যখন মিথ্যা নবূওয়াতের দাবিদার মুসায়লামার আবির্ভাব হইল তখন আমি এই সংকল্প করিয়া বাহির হইলাম যে, তাহাকে হত্যা করিব এবং এই হত্যাই হইবে হামযাকে হত্যা করিবার কাফফারাস্বরূপ" (বুখারী, সাহীহ, ২খ., পৃ. ৫৮৫)।

আবূ জাহ্ল-পুত্র ইকরিমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

আবূ জাহ্ল ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর চিরশত্রু। তাহার মর্মান্তিক হত্যার পর তাহার পুত্র ইকরামা তাহার স্থান দখল করে। রাসূলুল্লাহ (স)-ও ইসলামের শত্রুতায় পিতার অবর্তমানে সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং কাফির কুরায়শদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের পর উপায়ন্তর না দেখিয়া সে ইয়ামানে পালাইয়া যায়। অতঃপর মক্কায় অবস্থানরত তাহার স্ত্রী

ইসলামে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণ করিবার পর স্বীয় স্বামীর নিকট তিনিও ইয়ামানে চলিয়া যান। সেখানে স্বামী ইকরামাকে ইসলামে দীক্ষিত করিতে তিনি সক্ষম হন। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে দরবারে নবূওয়্যাতে আসিতে দেখিয়া তাহার পূর্বের সকল কৃতকর্ম ক্ষমা করিয়া দেন। তাহাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে স্বাগত জানাইতে এতই উচ্ছ্বসিত হন যে, তখন তাঁহার দেহের চাদর খসিয়া পড়িয়া যায়। পবিত্র মুখ হইতে উচ্চারিত হয় ঃ

مرحبا بالراكب المهاجر.

"সু-স্বাগতম হে মুহাজির আরোহী" (তিরমিযী, বরাত মিশকাত, পৃ. ৪০২)।

হিন্দ-এর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

উহুদের যুদ্ধে আবূ সুফ্য়ানের পত্নী হিন্দ হযরত হামযা (রা)-এর কলিজা চিবাইতে চিবাইতে নৃত্য করিয়াছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কঠোর শত্রুতা পোষণ করিত। মক্কা বিজয়ের সময় বিপদের সমূহ আশংকাবোধ করা সত্ত্বেও সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত ধৃষ্টতা করা হইতে পিছপা হয় নাই। অতঃপর হিনদ মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া নিকাব পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত মহিলারা তখন সাধারণত নিকাব পরিয়াই বাহির হইত। কিন্তু তাহার নিকাব পরিবার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে লোকেরা তাহাকে চিনিতে না পারে। বায়'আতের সময় তাহার ধৃষ্টতাপূর্ণ কথোপকথনের ধরন ছিল নিম্নরূপ ঃ

হিনদ ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাদের নিকট হইতে কি কি বিষয়ের বায়'আত লইবেন।"

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ "আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না"

হিনদ ঃ "এই বায়আত তো আপনি পুরুষদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, আমরা উহা গ্রহণ করিলাম।"

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ "চুরি করিও না।"

হিন্দ ঃ আমি আমার স্বামীর (আবূ সুফ্য়ানের) অর্থ হইতে কোন কোন সময় অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যয় করিয়া থাকি। উহা বৈধ হইবে কি না ?

রাসূলুল্লাহ (স) ঃ "সন্তান-সন্ততি হত্যা করিও না।"

হিন্দ ঃ "আমরা আমাদের সন্তানদিগকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছি। বড় হইবার পর (বদরের যুদ্ধে) আপনি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন। তখন আপনি ও তাহারা বোঝা-পড়া করিবেন।" উল্লেখ্য বদরের যুদ্ধে হিন্দ-এর ছেলেরা যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হয় (শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন, তবুও তাহাকে কিছু না বলিয়া ক্ষমা করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই মহানুভবতায় আকৃষ্ট হইয়া সে যাহা বলিল, বুখারীর বর্ণনায় উহা নিম্নরূপ ঃ

عن عائشة قالت لما جاءت هند بنت عتبة قالت يارسول الله ﷺ ماكان على ظهر الاض من اهل خباء احب الى ان يذلوا من اهل خباءك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض من اهل خباء احب الى ان يعزوا من اهل خباءك (رواه البخارى ۵۳۹/۱).

"আইশা (রা) বলেন, হিন্দ বিন্ত 'উতবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ভূপৃষ্ঠে আপনার তাঁবু হইতে কোন ঘৃণিত তাঁবু আমার নিকট ছিল না। অতঃপর আজ আপনার সেই তাঁবু হইতে অধিক প্রিয় কোন তাঁবু আমার চোখের সম্মুখে আর একটিও নাই" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৫৩৯)।

হুবার ইবনুল আসওয়াদকে ক্ষমা প্রদর্শন

হুবার ইবনুল আসওয়াদ ছিলেন সেই সকল দুবৃত্তদের অন্যতম মক্কা বিজয়ের পর যাহাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহার বর্বরতা ছিল ইতিহাসখ্যাত। নবী দুলালী হযরত যায়নাব (রা) হিজরত করিয়া মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার প্রাক্কালে সে তাঁহাকে আটক করিয়া অবর্ণনীয় নির্যাতন করিয়াছিল। হযরত যায়নাব (রা) ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। হুবার তাহাকে উটের পিঠ হইতে ফেলিয়া এমন নির্মম আঘাত করিয়াছিল যে, উহার ফলে তাহার গর্ভপাত ঘটে। এই ঘৃণ্য ও নির্মম আচরণ ছাড়াও তাহার উপর আরও বহু অকল্পনীয় নির্যাতন করিয়াছিল। ফলে মক্কা বিজয়ের পর তাহার মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা শুনিয়া সে ইরানে পলাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই মতে ইরানের পথে রওয়ানাও করে। কিন্তু কিছু পথ অগ্রসর হইবার পর তাহার অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলিয়া উঠে। অতঃপর সে ফিরিয়া আসিয়া দরবারে নবূওয়াতে নিবেদন করিল ঃ

السلام عليك يا نبى الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لقد هربت منك فى البلاد واردت اللحاق بالاعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك فاصفح عن جهلى وعما كان بلغك عنى مقر بسوء فعلى معترف بذنبى.

"আসসালামু আলায়কা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আমি আপনার ভয়ে দেশত্যাগের মনস্থ করিয়াছিলাম এবং অনারব অমুসলিমদের সহিত বসবাস করিবার মানসে রওয়ানা করিয়াছিলাম। অতঃপর আমার স্মরণ হইল আপনার অসীম দয়া, সম্পর্ক বজায় রাখা ও ক্ষমাসুলভ ঔদার্যের কথা। আমি এখন আপনার করুণার প্রত্যাশী। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার নিকট আমার অসদাচারণের যত অভিযোগ পৌঁছিয়াছে সবই সত্য। আমি আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছি।" তাহার এই ক্ষমা প্রার্থনার ভাষায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোমল হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ

قد عفوت عنك وقد احسن الله اليك حيث هداك الى الاسلام.

"আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই হিদায়াতের আলোর পথে তোমাকে পথ দেখাইয়াছেন" (আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, ৩খ., পৃ. ৫৯৭)।

সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাকে ক্ষমা

অবিশ্বাসী কুরায়শদের অন্যতম প্রধান নেতা ছিল সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার জন্য বড় অংকের পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া উমায়র ইব্ন ওয়াহবকে নিযুক্ত করিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর ইয়ামানে পলায়নের জন্য সে মক্কা হইতে বাহির হইয়া জিদ্দায় গিয়া আত্মগোপন করিয়াছিল। উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার নিরাপত্তার জন্য নিবেদন করিল। রাসূলুল্লাহ (স) সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দিলেন। উমায়র পুনরায় নিবেদন করিলেন, নিরাপত্তার নিদর্শন প্রদান করিলে তাহার মনে আস্থা সৃষ্টি হইত। তাহার এই আবেদনে সাড়া দিয়া রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পাগড়ী তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

উমায়র এই পবিত্র পাগড়ী সঙ্গে লইয়া সাফওয়ানের নিকট পৌছিলেন এবং তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নিরাপত্তা দানের কথা অবহিত করিলেন। সাফওয়ান শুনিয়া বলিলেন, দরবারে নবূওয়াতে উপনীত হইলে আমার জীবন সংকটাপন্ন হইতে পারে। উমায়র বলিলেন, আপনি মুহাম্মাদ (স)-এর মহানুভবতা ও ক্ষমা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত না হইবার কারণেই এমন ধারণা পোষণ করিতেছেন। আসুন, আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না। এই কথা শুনিয়া সাফওয়ান উমায়রের সঙ্গে দরবারে নবূওয়াতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট তাহার প্রথম প্রশ্ন ছিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিয়া নিরাপত্তা দান করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছে। অতঃপর সাফ্ওয়ান নিবেদন করিল, আমাকে দুই মাসের সময় দিন। রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলিলেন, দুইমাস নয়, তোমাকে চার মাসের সময় প্রদান করা হইল। উহার পর সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষমা ও ঔদার্যে অভিভূত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন (ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৫৮৪)।

আবূ সুফ্য়ানের প্রতি ঔদার্য প্রদর্শন

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবূ সুফ্য়ান ছিলেন মুহাম্মদ (স) ও ইসলামের চরম শত্রু। শত্রুতার এমন কোন দিক বাকী থাকে নাই যাহা আবূ সুফ্য়ান গ্রহণ করেন নাই। মুহাম্মাদ (স)-এর মাক্কী জীবনে এক মুহূর্তও তিনি তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দেন নাই। হিজরত-পরবর্তী জীবনে বদর হইতে শুরু করিয়া মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন এই আবূ সুফ্য়ান। পরিচালিত সকল যুদ্ধের

অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় সঙ্গত কারণেই তাহাকে ইসলামের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হইত। ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হইবার পর মুহাম্মাদ (স)-এর দরবারে তাহাকে উপস্থিত করা হয়। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মুহাম্মাদ (স)-এর সকাশে তাহাকে হত্যা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) তাহাকেই কেবল নয়, বরং তাহার গৃহে যত লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সকলকে ক্ষমা করিয়া দিবার ঘোষণা দিয়া বিশ্বের ইতিহাসে মহত্ত্বের অনুপম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আবূ সুফ্য়ানকে যখন মুহাম্মদ (স)-এর দরবারে আনা হয় তখন মুহাম্মাদ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সুফ্য়ান! এখনও কি তোমার সময় হয় নাই যে, তুমি এই কথা বিশ্বাস করিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই? আবূ সুফ্য়ানের পক্ষ হইতে জওয়াব ছিল এইরূপ ঃ

بابى انت وامى ما احلمك واكرمك واوصلك والله لقد ظننت ان لوكان مع الله غيره لقد اغنى عنى شيئا بعد.

"আপনার প্রতি উৎসর্গিত আমার পিতা-মাতার শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার চাইতে ক্ষমাশীল, দয়াশীল ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষাকারী অন্য কেহ নাই। আল্লাহ্র শপথ! যদি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কেহ অংশীদার থাকিত তাহা হইলে এই মুহূর্তে সে আমাকে অল্প হইলেও রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিত।"

মুহাম্মাদ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ সুফ্য়ান! আমাকে রাসূল জ্ঞান করিবার সময় কি এখনও হয় নাই? তখনও সে মুহাম্মাদ (স)-এর উপরিউক্ত মহৎ গুণগুলির কথা স্বীকার করিয়া বলিল, হাঁ, এখনও এই ব্যাপারে আমার অন্তরে কিঞ্চিত সংশয় রহিয়াছে। ইহার অল্পক্ষণ পরই হযরত আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা)-এর উপস্থিতিতে তিনি সর্বান্তকরণে ইসলাম গ্রহণ করিবার ঘোষণা দিলেন। অতঃপর মুহাম্মাদ (স) ঘোষণা করিলেন ঃ

من دخل دار ابى سفيان فهو امن.

"আবূ সুফ্য়ানের গৃহে যে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিবে সেও নিরাপদ"।

বর্ণিত রহিয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন আনসারদের পতাকা বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)। তিনি আবূ সুফ্য়ান (রা)-কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة وفى رواية اليوم تستحل الكعبة.

"আজ হইল যুদ্ধের দিন, ক্ষমার দিন নয়। আজ হারাম শরীফের ভিতরও যুদ্ধ করা বৈধ। মতান্তরে আজ কা'বার ভিতর যুদ্ধের জন্য বৈধ।"

আবূ সুফ্য়ান (রা) তাহার এই উক্তি সম্পর্কে মুহাম্মাদ (স)-কে অবহিত করিলেন। মহানবী (স) তাঁহাকে বলিলেন, সা'দ ইব্ন উবাদার উক্তি ঠিক নয় ঃ

لكن هذا يوم يعظم الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة.

"বরং আজ আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে সম্মানিত করিবেন, আজিকার দিন কা'বাকে গিলাফ পরানো হইবে।"

সা'দ ইব্ন 'উবাদার এই উক্তিতে বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করিয়া মুহাম্মাদ (স) তাঁহার নিকট হইতে আনসারদের পতাকা অপসারণ করিয়া তৎপুত্র কায়স ইব্ন সা'দ (রা)-এর হাতে অর্পণ করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, পৃ. ২৩২-২৩৪)।

কয়েদীকে ক্ষমা প্রদর্শন

পর্যায়ক্রমে আরবের বেশির ভাগ গোত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়। কিন্তু মিথ্যা নবূওয়াতের দাবিদার মুসায়লামার গোত্রটি ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই দুর্ধর্ষ গোত্রটির নাম ছিল বানূ হানীফা। এই গোত্রের দলপতি ছিলেন ছুমামা ইব্ন উছাল (ইমাম নববীর মতে উছাল উচ্চারণ শুদ্ধ, যদিও সাধারণে 'আছাল' বলিয়া প্রসিদ্ধ, পাদটীকা সহীহ্ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৩)। ঘটনাক্রমে ছুমামা মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়। তাহাকে পাকড়াও করিয়া মদীনায় আনা হইলে মুহাম্মাদ (স) তাহাকে মসজিদে নববীর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। হাদীছে ঘটনাটির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

عن ابى هريرة يقول بعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن اثال سيد اهل اليمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج اليه رسول الله ﷺ فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندى يا محمد خير ان تقتل تقتل ذادم وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله ﷺ حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذادم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله ﷺ حتى كان من الغد فقال ماذا عندك ياثمامة فقال عندى ما قلت لك ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذادم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله ﷺ اطلقوا ثمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهدو ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الارض ابغض الى من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الى والله ماكان من دين ابغض الى من دينك فاصبح دينك احب الدين كله الى والله ماكان من بلد ابغض الى من بلدك فاصبح بلدك احب البلاد كلها الى وان خيلك اخذتنى وانا اريد العمرة فما ذا ترى فبشر رسول الله ﷺ وامره ان يعتمر فلما قدم مكة قال له

قائل اصبوت فقال لا ولكني اسلمت مع رسول الله ﷺ ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ (رواه مسلم ٢/٩٣).

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একটি অশ্বারোহী বাহিনী নজদ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাহারা বানূ হানীফা গোত্রের ছুমামা ইব্‌ন উছাল নামীয় এক লোককে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। সে ছিল ইয়ামামাবাসীদের সরদার। অতঃপর তাহারা তাহাকে মসজিদের একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার প্রতি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ছুমামা! এখন তোমার অবস্থা কি? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মাদ! আমার বলার কিছুই নাই। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে একজন হত্যাকারীকেই হত্যা করিলেন। আর যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। যদি মুক্তিপণ আদায় করিতে চাহেন তাহা হইলে বলুন, যাহা চাহিবেন তাহা প্রদান করা হইবে। তাহার কথা শুনিয়া মুহাম্মাদ (স) নীরবে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দিন রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট আসিয়া সেই একই প্রশ্ন করিলেন। সে আগের মত উত্তর দিল। তৃতীয় দিন মুহাম্মাদ (স) তাহাকে আগের মতই জিজ্ঞাসা করিলেন। সেও আগের মত একই উত্তর দিল। অতঃপর মুহাম্মাদ (স) তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন।

সে মুক্ত হইয়া মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে গিয়া গোসল করিয়া পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিয়া আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু 'আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু বলিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল। অতঃপর সে বলিল, হে মুহাম্মাদ! ইতোপূর্বে আমার নিকট আপনার মুখাবয়ব হইতে ঘৃণিত কোন মুখ ছিল না। এখন আমার নিকট আপনার চেহারা দুনিয়ার সকল কিছু হইতে প্রিয় হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার দৃষ্টিতে ইতোপূর্বে আপনার ধর্ম হইতে নিকৃষ্ট কোন ধর্ম ছিল না, এখন আমার নিকট দুনিয়ার সকল কিছু হইতে আপনার ধর্মই প্রিয় হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার শহর হইতে আমার দৃষ্টিতে অন্য কোন শহর অধিকতর ঘৃন্য ছিল না, এখন আমার নিকট আপনার শহর দুনিয়ার সকল শহর হইতে প্রিয় হইয়া গিয়াছে।

উহার পর ছুমামা (রা) বলিলেন, আমি উমরার উদ্দেশে রওয়ানা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসে। এখন এই ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সুসংবাদ প্রদান করিলেন এবং উমরা আদায় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ছুমামা (রা) মক্কায় উপনীত হইলে সেখানকার এক লোক বলিল, আপনি কি ধর্মত্যাগী হইয়া গেলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈমান আনিয়াছি। আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা ইয়ামামা হইতে একটি শস্যদানাও আমদানী করিতে পারিবে না যেই পর্যন্ত না মুহাম্মাদ (স) এই ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৩)।

ইয়ামামা দলপতি ছুমামা (রা)-এর খাদ্যদ্রব্য আমদানি অবরোধের ফলে মক্কায় অল্প দিনের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের তীব্র সংকট দেখা যায়। কোন উপায় না দেখিয়া মক্কাবাসীরা মুহাম্মাদ (স)-এর দরবারে হাত পাতিল। মুহাম্মাদ (স) এই সংবাদ শুনিয়া ছুমামা (রা)-এর প্রতি ফরমান পাঠাইলেন যে, অবিলম্বে যেন খাদ্য-শস্য আমদানির অবরোধ তুলিয়া লওয়া হয়। ফলে খাদ্য-শস্য সরবরাহ পুনরায় শুরু হইল এবং খাদ্যাভাব দূরীভূত হইল (সীরাতে ইব্ন হিশাম, বরাত শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী)।

জাতশত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

প্রাণের শত্রুকে ক্ষমা করার উদাহরণ মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শে ছিল। এমন নজীর অন্য কার মধ্যে কল্পনাও করা যায় না। যাহারা তাঁহাকে মক্কায় এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকিতে দিল না, যাহাদের কারণে বাধ্য হইয়া প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হইল, যাহারা সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল, মক্কা বিজয়ের দিন তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু দুনিয়ার সকলেই জানে যে, তাহাদের অপরাধের বিপরীতে শাস্তিদান তো দূরের কথা, বিষয়টির প্রতি মুহাম্মাদ (স) ইঙ্গিতও করেন নাই। ক্ষমা ও ঔদার্যের আদর্শ ইহা হইতে অধিক আর কী হইতে পারে?

সুরাকা ইবনুল জু'শাম একটি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া বল্লম হাতে মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসন্ধানে বাহির হয়। কুরায়শ কর্তৃক ঘোষিত 'মুহাম্মাদে'র জ্যান্ত অথবা মৃত মাথা আনিয়া দিতে পারিলে এক শত উটের পুরস্কার লাভের প্রতি তাহার লোভ। সুরাকা মুহাম্মাদ (স)-এর সন্ধান পাইয়াও যায়। কিন্তু অলৌকিকভাবে তাহার ঘোড়ার পা এক এক করিয়া তিনবার মাটিতে দাবিয়া যায়। অবশেষে সে মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট ক্ষমা চাহিয়া এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করে। মুহাম্মাদ (স) তাহাকে এই শর্তে এই অবস্থা হইতে মুক্তি দেন যে, সে যেন কাহারও নিকট তাহাদের গন্তব্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান না করে। সুরাকা মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট একটি 'আমান' পত্র লিখিয়া দিবার আবেদন জানাইলে মহানবী (স) আমের ইব্ন ফুহায়রা (রা)-কে উহা লিখিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। সুরাকা অবশ্য অঙ্গীকার পালন করিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার পথে যাহাকেই এই পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছিল তাহাকে সে এই দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) তাইফ হইতে ফিরিবার প্রাক্কালে জি'ইররানা' নামক স্থানে সুরাকা ইসলামের নবী (স)-এর ক্ষমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, সুরাকার প্রকৃত নাম ছিল আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪৬)।

উমায়র ইব্ন ওয়াহ্বকে ক্ষমা প্রদর্শন

কুরায়শ গোত্রের মধ্যে যাহারা মহানবী (স) ও মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিল উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব আল-জুমাহী ও সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা।

উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা)-এর ভাষায় উমায়র ছিল কুরায়শদের এক শয়তান। তাহার একটি ছেলে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন 'উমায়র বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ধৃত হইয়াছিল। রিফা'আ ইব্‌ন রাফে' (রা)-এর হাতে সে বন্দী হইয়াছিল। সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা ও উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব একদা বদরের বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ করিতেছিল। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব বলিল, যদি আমার সন্তান-সন্ততি ও ঋণের ভয় না হইত তাহা হইলে মুহাম্মাদকে মদীনায় গিয়া হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম। সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা বলিল, তোমার ঋণ ও পরিবার-পরিজনের দায়দায়িত্ব আমার উপর। তুমি তোমার মিশন পরিচালনা কর।

অতঃপর গোপনে উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব মহানবী (স)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করিল। যাওয়ার পূর্বে তাহার তরবারি ধারালো করিল এবং উহাতে বিষ মিশ্রিত করিল। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একদল মুসলমানকে লইয়া বদর যুদ্ধের কৃতকার্যতা ও আল্লাহ্‌র মদদদান সম্পর্কে আলাপরত ছিলেন। এই সময় তাঁহার নজরে উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌বের চেহারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র এই দুশমন এইখানে কোন খারাপ মতলবে আসিয়াছে। এই লোকই আমাদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদিগকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। অতঃপর উমার (রা) তাহাকে গ্রেফতার করিয়া মুহাম্মাদ (স)-এর দরবারে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দুরাচার তরবারি ঝুলাইয়া আগমন করিয়াছে। তাহাকে গ্রেফতার করিয়া উমার (রা) তাহার তরবারি গলার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। তাহাকে বাঁধা অবস্থায় দেখিয়া মহানবী (স) বলিলেন, হে উমার! তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দাও। উহার পর উমায়রকে মুহাম্মদ (স) পাশে ডাকিয়া আনিলেন। সে انعم صباحا বলিয়া মহানবী (স)-কে অভিবাদন জানাইল। উহা ছিল জাহিলিয়্যা যুগের অভিবাদন। মহানবী (স) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে জান্নাতবাসীদের অভিবাদন দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। আমাদের অভিবাদন হইল আস-সালাম শব্দ দ্বারা। অতঃপর মহানবী (স) তাহাকে তাহার মদীনায় প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তাহার ছেলেকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে বলিয়া জানাইল। নবী করীম (স) তাহাকে বলিলেন, তুমি অসত্য কথা বলিতেছ। সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা তোমার সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এই শর্তে যে, তুমি আমাকে হত্যা করিবে। কিন্তু তুমি উহা করিতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ তা'আলা অন্তরাল হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। মহানবী (স) বিষয়টি ওহী মারফত অবহিত হইয়াছিলেন। তবুও প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার কোনই মানসিকতা নাই দেখিয়া উমায়র সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিল।

মহানবী (স) তখন উপস্থিত লোকদিগকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের এই ভাইকে দীনের বিষয়সমূহ শিখাও, তাহাকে আল-কুরআন শিক্ষা দাও, তাহার বন্দী লোককে মুক্ত করিয়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে উহাই করা হইল। উমায়র (রা) বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো ইসলামের প্রদীপ নিভানোর কাজে বিভোর ছিলাম। আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণকারীদিগকে কঠোর

যাতনা দানকারী ছিলাম। উহা হইতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। আমাকে এখন অনুমতি প্রদান করুন আমি মক্কায় ফিরিয়া যাইব, সেখানকার লোকদিগকে ইসলামের দা'ওয়াত দিব। হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে হিদায়াত দান করিবেন। অন্যথায় তাহাদিগকে সেইরূপ কষ্টক্লেশ দিব, যেইরূপ সাহাবীগণকে আমি অমুসলিম অবস্থায় দিয়াছিলাম। তিনি মক্কার পথে রওয়ানা করিলে সাফওয়ান লোকদিগকে শুভ সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার কাছে উমায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ করিবার সংবাদ পৌঁছিল তখন সে শপথ করিল যে, উমায়র (রা)-এর সহিত কথা বলিবে না, তাহাকে কোন প্রকার সহযোগিতা করিবে না। ইব্ন ইসহাক বলেন, উমায়র (রা) মক্কাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে ইসলামের দা'ওয়াতের কাজ পরিচালনা করিলেন। উহাতে যাহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদেরকে কঠোরভাবে তিনি দমন করেন। তাহার হাতে তখন বেশ কিছু অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয় (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৪৬)।

খাদ্যে বিষ মিশ্রণকারী ইয়াহূদী নারীকে ক্ষমা প্রদর্শন

মহানবী (স)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এক ইয়াহূদী নারী তাঁহার খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। তবুও মহানুভব নবী তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন। ঘটনটি ঘটিয়াছিল খায়বার বিজয়ের পরবর্তী কালে। এই ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله ﷺ شاة فيها سم (رواه البخارى ٢/ ٦١٠).

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। খায়বার বিজিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি বিষমিশ্রিত বকরী হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল" (২খ., পৃ. ৬১০)।

বায়হাকীর বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

عن ابى هريرة ان امرأة من يهود اهدت لرسول الله ﷺ شاة مسمومة فقال لاصحابه امسكوا فانها مسمومة وقال لها ما حملك على ما صنعت قالت اردت ان اعلم ان كنت نبيا فسيطلعك الله عليه وان كنت كاذبا اريح الناس منك قال فما عرض لها رسول الله ﷺ .

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। জনৈকা ইয়াহূদী নারী রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিষমিশ্রিত একটি ভুনা বকরী হাদিয়া দিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা উহা খাওয়া হইতে বিরত থাক। কারণ উহা বিষমিশ্রিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাজে তোমাকে কি জিনিস প্ররোচিত করিল? সে উত্তর দিল, আমার ইচ্ছা হইল,

যদি আপনি নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে আল্লাহ আপনাকে উহা অবহিত করিবেন। আর যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তাহা হইলে উহার দ্বারা আমি জনগণকে আপনার উৎপাত হইতে মুক্তি দিব। তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে কোন কিছুই বলিলেন না" (বায়হাকী, বরাতে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৬৮)।

কোন কোন রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) উহা হইতে কিছু অংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন আর উহার বিষ তাঁহার শরীরে প্রবলভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে তাহার কাঁধ হইতে রক্তমোক্ষণ করানো হইয়াছিল। রক্তমোক্ষণ করিয়াছিলেন আবূ হিনদ। তিনি আনসার গোত্রের বানূ বায়াদা উপগোত্রের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। শিংগা ও ছুরির সাহায্যে তাঁহার রক্ত নিঃসারণ করা হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)। বিষক্রিয়া এত প্রকটভাবে তাঁহার দেহে আঘাত হানিয়াছিল যে, মৃত্যুর সময়ও প্রচণ্ডভাবে রাসূলুল্লাহ (স) উহা অনুভব করিয়াছিলেন। যেমন বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت كان النبى ﷺ يقول فى مرضه الذى مات فيه ياعائشة ما ازال اجد الم الطعام الذى اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطع ابهرى من ذلك السم (رواه البخارى ٢/٦٣٧).

"আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থায় বলেন, হে 'আইশা! আমি খায়বারে যেই খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলাম উহার বিষক্রিয়া অনুভব করিতেছি। এই মুহূর্তে আমার কণ্ঠনালী সেই বিষক্রিয়ার ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার কষ্ট অনুভব করিতেছি" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬৩৬)।

আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী আল-কাসতাল্লানীর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, বিষ মিশ্রণকারী নারীর নাম ছিল যায়নাব বিনতুল হারিছ। সে ছিল সাল্লাম ইব্ন মিশকামের স্ত্রী। তাহার কৃতকর্ম রাসূলুল্লাহ (স) মার্জনা করিয়া দিয়াছিলেন। আল্লামা যারকাশী বলেন, মু'আম্মার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহিলাটি উহার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিষ মিশ্রিত গোশত খাওয়ার ফলে আল-বারা' ইবনুল-মা'রূর শহীদ হওয়ার 'কিসাস' (হত্যার বদলে হত্যা) স্বরূপ তাহাকে হত্যা করা হয় (পাদটীকা ঃ সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬১০)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর ইব্ন লুহায়'আ ও মূসা ইব্ন 'উকবা সূত্রে বলেন, যায়নাব বিনতিল হারিছ নামক মহিলাটি দুর্ধর্ষ ইয়াহূদী মারহাবের ভাইয়ের মেয়ে ছিল। সাফিয়্যা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবাহে আবদ্ধ করিবার প্রতিশোধস্বরূপ এই বিষ মিশ্রণের ঘৃণিত কাজটি করিয়াছিল। বকরীটির কাঁধের ও রানের গোশতে সে প্রচুর পরিমাণে বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল। কারণ তাহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এই দুইটি স্থানের গোশত অতিমাত্রায় প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (স) সাফিয়্যার গৃহে বিশ্র ইবনুল বারাআ ইব্ন মা'রূর

(রা)-কে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলে তাঁহার সম্মুখে সে গোশত হাজির করিয়াছিল। তিনি ও বিশ্‌র উহা হইতে একটি করিয়া গোশতের টুকরা খাইবার পর রাসূলুল্লাহ (স) অপরাপর সাহাবীগণকে বলিলেন, সকলেই উহা হইতে হাত উত্তোলন কর। কারণ কাঁধের এই গোশতটি আমাকে অবহিত করিতেছে যে, উহাতে মৃত্যুর কারণ রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্‌র (রা)-এর মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইলে তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি স্বীয় স্থানই ত্যাগ করিতে পারিলেন না, ইনতিকাল করিলেন। বিষযুক্ত এই খাদ্য গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (স) তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। অতঃপর উহার প্রভাবেই তিনি ইনতিকাল করেন। ফলে তিনি শহীদ হইবার মর্যাদা লাভ করেন (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ১৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এহেন নির্যাতনকারীদিগকেও তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। শুধু তিনি ক্ষমাই করিয়া দেন নাই, আল্লাহ্‌র দরবারে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবার জন্য দু'আও করিয়াছিলেন। তাঁহার দু'আর বাক্য ছিল এইরূপ ঃ

رب اغفر لقومى فانهم لا يعلمون.

"প্রভু হে! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া দিন! কারণ তাহারা নির্বোধ"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম ৪০ ঃ ৪২; ৪৩ ঃ ৩৪-৩৫, ৩ ঃ ১৩৪; (২) বুখারী, আস-সাহীহ, ইণ্ডিয়ান সংস্করণ, ২খ., পৃ. ৫৮৩, ১খ., পৃ. ৫৩৯, ২খ., পৃ. ৬১০; (৩) মুসলিম, আস-সাহীহ, ইণ্ডিয়া সংস্করণ, তা.বি., ২খ., পৃ. ১০৭, ১০৮; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, বৈরূত, তা.বি., ৩খ., পৃ. ৫৯৭; (৫) আবুল ফিদা' ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৩৬৩ হি. / ১৯৭৬ খৃ., ৩খ., পৃ. ৫৮৪; (৬) ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৪১৫ হি. / ১৯৯৪ খৃ., ৪খ., পৃ. ২৩২-২৩৪; (৭) আহমাদ আলী সাহারানপুরী, পাদটীকা, সাহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১০; (৮) ইদরীস কানদালাবী, সীরাতুল মুসতাফা (স), বঙ্গানুবাদ ঃ মুহিউদ্দিন খান, ১৪০১ হি. / ২০০০ খৃ., পৃ. ৬৮২; (৯) আল্লামা নাওয়াবী, পাদটীকা ঃ সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৩; (১০) খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ইণ্ডিয়া সংস্করণ, তা.বি., পৃ. ৪০২।

ফয়সল আহমদ জালালী

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দয়া ও উদারতা

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সকল গুণের আধার। কুরআন মাজীদে যত সুন্দর স্বচ্ছতা, মানবতা ও কল্যাণময় গুণাবলীর কথা উল্লেখ হইয়াছে সেইগুলির নিখাদ, নিখুঁত ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়াছিল মহানবী (স)-এর জীবনে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

উদারতা মানুষের একটি মহৎ গুণ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যতগুলি গুণ ছিল সেইগুলির মধ্যে একটি হইল—তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

"আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

মূলত তিনি ছিলেন উদারতার মূর্ত প্রতীক। কাহারও মন জয় করিবার জন্য উদারতার তুলনায় অধিক শক্তিশালী আর কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘ সময়ে দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত মুশরিক জাতিকে উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সফলতার শীর্ষে আহরণ করাইয়াছিলেন। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

"আল্লাহর রহমতে আপনি তাহাদের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছেন। আপনি রূঢ় ও কঠিন চিত্ত হইলে তাহারা আপনার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত" (৩ ঃ ১৫৯)।

মহানবী (স)-এর জীবনে এমন অনেক ঘটনা রহিয়াছে যাহা হইতে তাঁহার উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি মদীনায় দশ বৎসর যাবত রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করিয়াছি। তখন আমি বালক ছিলাম এবং আমার সকল কাজ তাঁহার ইচ্ছা মাফিক হইত না। কিন্তু তিনি কোন দিন আমার উপর বিরক্ত হইয়া উহ্ বলেন নাই এবং এইরূপও বলেন নাই ঃ তুমি এই কাজ কেন করিলে বা তুমি এই কাজ কেন কর নাই (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১০৯; আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৪৭)।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোন সময় তাঁহার খাদিম বা সহধর্মিণীকে প্রহার করেন নাই (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৫১; কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২২৬; মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স), পৃ. ৪৬৭)।

অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি গৃহস্থালীর কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করিতেন, কাপড়ে তালি লাগাইতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, দুধ দোহন করিতেন, বাজার হইতে সওদা বহন করিয়া আনিতেন, বালতি মেরামত করিয়া দিতেন, নিজে উট বাঁধিতেন এবং খাদিমদের সাথে আটার খামীর তৈয়ার করিতেন (কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩২-৩৩)। এই সকল হাদীছ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পারিবারিক জীবনে উদারতার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার তেইশ বৎসর নবূওয়াতী জীবনে দুশমনের হাতে অনেকবার দৈহিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন। তাৎক্ষণিক কিংবা সময়ের পরিবর্তনে তিনি প্রতিশোধ লইতে পারিতেন, কিন্তু ইহার পরিবর্তে তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া উদারতার এক বিরল নজীর স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে অনেক হাদীছ পাওয়া যায়।

হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নিজস্ব ব্যাপারে কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। তবে যদি কেহ আল্লাহ্র হুকুম-আহকামের অবমাননা করিত তাহাকে কখনও রেহাই দিতেন না (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৫০)।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যায়দ (রা)-কে সঙ্গে লইয়া মক্কা হইতে প্রায় আট মাইল দূরে তাইফ-নগরীতে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে গমন করেন। তায়েফবাসীরা ইসলাম কবুল তো করেই নাই, বরং তাহাদের অমানবিক নির্যাতনে মহানবী (স) রক্তাক্ত হইলেন। তবুও তাহাদের জন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিলেন ঃ

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربى إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أو إلى عدو ملكته امرى إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة من أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك.

"হে আল্লাহ! আমি নিজের দুর্বলতা, উপায়হীনতা এবং লোকচক্ষে নিজের অসহায়ত্ব সম্পর্কে তোমারই দরবারে অভিযোগ করিতেছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়, অক্ষম ও দুর্বলের প্রতিপালক! তুমি আমারও রব। তুমি আমাকে কাহার হাতে সমর্পণ করিতেছ ? যাহারা রুক্ষ কর্কশ ভাষায় আমাকে জর্জরিত করিবে তাহাদের হাতে, না যাহারা আমার সাধনাকে বিপর্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখে তাহাদের হাতে? যদি আমার প্রতি তোমার ক্রোধ পতিত না হয় অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া থাক তবে আমি কোন কিছুর পরওয়া করি না। তোমার অনুগ্রহই আমার জন্য সবচাইতে প্রশস্ত সম্বল। তোমার পূর্ণ জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকারই আলোকিত হইয়া উঠে এবং দীন-দুনিয়ার সমস্ত কাজই ইহার উপর সুবিন্যস্ত হয়। আমি সেই পূর্ণ জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি তোমার ক্রোধ অবতীর্ণ না হওয়ার এবং তোমার

অসন্তুষ্টি পতিত না হইবার প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তোমার নিকট ফরিয়াদ করিতেছি। তুমি শক্তিদান না করিলে সৎকর্ম করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই" (তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ২খ., পৃ. ৩৪৫; আস-সীরাতুল হালাবিয়া, ১খ., পৃ. ৩৫৪; আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ১১১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত যে, তাঁহার জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন ছিল তাইফে অবস্থানকালীন এই দিন। এই প্রার্থনার পর মালাকুল জিবাল (পাহাড়ের ফেরেশতা) আসিয়া তায়েফবাসীদের শাস্তি দেওয়ার অনুমতি চাহিলে মহানবী (স) নিষেধ করেন।

হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহুদের দিনের চেয়েও কি কোন কঠিন দিন আপনার জীবনে আসিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কওমের পক্ষ হইতে আমি যে সকল সংকটের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই যেই দিন সেই দিন ছিল আকাবার দিন। সেই দিন যখন ইব্ন আব্দ ইয়ালীল ইব্ন আবদ কুলালের সামনে হাজির হই, তখন আমি যাহা চাহিয়াছিলাম তাহার কোন সদুত্তর সে দেয় নাই। অতএব মনঃক্ষুণ্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। তখনও আমার হুঁশ ফিরিয়া আসে নাই, এমনি অবস্থায় আমি ক'রনিস-সা'আলাবে আসিয়া পৌঁছিলাম। অতঃপর মাথা উঠাইয়া হঠাৎ দেখিলাম, এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া প্রদান করিতেছে। যখন সেই দিকে তাকাইলাম অভ্যন্তরে জিবরাঈল (আ)-কে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আপনার সাথে আপনার জাতির কথাবার্তা এবং তাহাদের যাহা প্রতিউত্তর হইয়াছে, অবশ্যই আল্লাহ তাহার সব কিছুই শুনিয়াছেন। তিনি পাহাড়ের ফেরেশতাকে আপনার কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য হইল, এই সকল লোকের ব্যাপারে আপনি তাহাকে যেমন ইচ্ছা হুকুম করিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকিল, সালাম করিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ! ইহাদের ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা কি? আপনি যদি চাহেন আখশ বায়ন নামক দুইটি পাহাড় তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে পারি। এই কথা শুনিয়া মহানবী (স) বলিলেন ঃ

ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا .

"বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাহাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করিবেন যাহারা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সাথে অন্য কাহাকেও শরীক করিবে না" (বুখারী, পৃ. ৬৬১)।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের জন্য দো'আ করিলেন এইভাবে ঃ

اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার কওমকে হেদায়াত দান কর। যেহেতু তাহারা বোঝে না" (নূরুল-ইয়াকীন, পৃ. ৭৭)। জালিম কওমের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে ইহার চেয়ে উত্তম নমুনা আর কী হইতে পারে?

ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডলে মারাত্মক যখম হয়, রুবাই নামক দাঁতও ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহার লৌহ শিরস্ত্রাণ ভাঙ্গিয়া কপালে ঢুকিয়া যায়। ইহার পরও তাঁহার উপর অত্যন্ত

নির্মমভাবে তীর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে তিনি খুবই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কারণ যেই জাতি তাহাদের পয়গম্বরের উপর নির্মম অত্যাচার করিতেছে, না জানি তাহাদের উপর আল্লাহ্র কোন গযব নাযিল হইয়া পড়ে। এই আশংকায় বিচলিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"হে প্রতিপালক! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তাহারা বোঝে না" (মুসলিম, ৩খ., পৃ. ২৭৪-৭৫)।

মদীনা মুনাওয়ারায় বহু-সংখ্যক মুনাফিকের বসবাস ছিল। তাহাদের সরদার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূল গোপনে ইসলামের নবী (স) ও তাঁহার সাহাবীদের বিরুদ্ধাচরণ করিত। রাসূলুল্লাহ (স) ওহী মারফত তাহাদের সকলকে এবং তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে মুসলমানগণ তাহাদিগকে পিষিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রতি সামান্যতম রূঢ় ব্যবহার করাও পছন্দ করেন নাই।

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হইয়া হযরত উমার (রা) আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দেই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উমার! থাম। তাহা হইলে তো লোকে বলিবে, মুহাম্মাদ তাঁহার সঙ্গী-সাথীদিগকে হত্যা করে (বুখারী, পৃ. ১০৫৩, ৫৪, ৫৫)। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, হযরত উমার (রা) বলিয়াছিলেন, আপনি 'আব্বাদ ইব্ন বিশ্রকে আদেশ করেন, সে তাহার মস্তক কাটিয়া আনিয়া আপনার সামনে হাজির করুক। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উমার! তাহা হইলে তো আমি মানুষের মধ্যে খ্যাত হইয়া যাইব, আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইব্ন উবায়্যিকে হত্যা করিতে নিষেধ করেন। হযরত উমার (রা)-এর এই কথা আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর পুত্র আবদুল্লাহ জানিতে পারেন। তিনি খাটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করেন, যদি আপনি আমার পিতার এই সকল কথাবার্তার কারণে তাহাকে হত্যা করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাকে আদেশ করুন। আমি তাহার মস্তক কাটিয়া আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করিবার পূর্বেই হাজির করিব। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা আমার নাই এবং আমি কাহাকেও এই বিষয়ে আদেশও করি নাই (মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৮খ., পৃ. ৪৫; মুসলিম, ৩খ., পৃ. ২২১)।

আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর মৃত্যুর পর তাহার ছেলে আবদুল্লাহ (রা)-এর অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে স্বীয় জামা পরিধান করাইয়া জানাযা ও দাফন কার্য সম্পন্ন করেন, এমনকি তাহার জন্য সত্তর বারের অধিক ইসতিগফার করিবারও প্রতিশ্রুতি দেন (বুখারী, কিতাবুল জানাইয, পৃ. ২৬৫, ২৬৯)।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে নজদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। দুপুরে প্রচণ্ড গরমে সকলকে সাথে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স) এমন একটি

প্রান্তরে উপনীত হইলেন যাহা বড় বড় কাটাযুক্ত গাছে ভর্তি ছিল। তিনি একটি গাছের নিচে যাইয়া তাঁহার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং নিজের তরবারিখানা গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন। লোকজন সকলে বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়াইয়া পড়িল। আমরা নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের ডাকিলেন। আমরা তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিলাম, এক বেদুঈন তাঁহার সামনে বসিয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে আসিয়া আমার তরবারিখানা উচাইয়া ধরিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আমি শুনিলাম যে, খোলা তলোয়ার হাতে আমার মাথার সামনে দাঁড়াইয়া সে বলিল, এখন আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম, আল্লাহ। তখন সে বসিয়া পড়িল। এইতো সে এখন বসিয়া রহিয়াছে। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে কোন শাস্তি দেন নাই বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই (বুখারী, কিতাবুল-মাগাযী, বাব গাযওতিয়া বনী মুস্তালিক, পৃ. ৮৫২)। এই বেদুঈনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে উদারতা প্রদর্শন করিলেন তাহার ফলাফল অন্য একটি বিবরণ হইতেও জানা যায়।

যখন বেদুঈন তরবারি হাতে লইয়া বলিল, আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহ। তখন তাঁহার হাত হইতে তরবারিখানা পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তরবারিখানা তুলিয়া লইলেন। অতঃপর বলিলেন, এখন কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? সে বলিল, আপনি উত্তম তরবারি ধারণকারী হইবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই? আর আমি নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল ? সে বলিল, না। কিন্তু আপনার সাথে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি কখনও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব না এবং ঐ সকল লোকের সঙ্গেও থাকিব না যাহারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে তাহার সাথীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির নিকট হইতে তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি (রিয়াদুস-সালেহীন, পৃ. ৩৬; কাদী ইয়াদ, আশ্-শিফা, ১খ., পৃ. ২২৪)।

সুরাকা ইব্ন মালিক ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স) এবং হযরত আবূ বক্র (রা)-কে হত্যা করিয়া এক শত উট পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহার পিছু লইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে অতি নিকটে পাইয়াও কিছু বলেন নাই। পরবর্তীতে সুরাকা নিজেই ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি এইরূপ ঃ

সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমাদের নিকট কুরায়শ কাফিরদের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ প্রদান করিল যে, কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (স) এবং আবূ বকর (রা)-কে হত্যা বা বন্দী করার উপর এক শত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছে।

অতঃপর একদিন আমি আমার গোত্রীয় লোকদের সহিত বসিয়া খোশগল্প করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে খবর দিল, আমি উপকূলবর্তী পথে কতিপয় ব্যক্তির গমন লক্ষ্য করিয়াছি। আমার মনে হয় মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার সঙ্গিগণই হইবে। আমি তখন উহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সেই পথিকগণ তাঁহারাই হইবেন। কিন্তু ঐ খবরদাতা ব্যক্তিকে পুরস্কার

লাভের সুযোগ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রবঞ্চনাস্বরূপ বলিলাম, ঐ পথিক তাঁহারা নহেন, বরং ঐ পথিকগণ হইতেছে অমুক অমুক।

কিছু সময়ের জন্য খবরটার প্রতি তৎপরতা না দেখাইয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিলাম। তাহার পর তথা হইতে উঠিয়া বাড়ি আসিলাম এবং আমার এক দাসীকে বলিলাম, আমার ঘোড়াটা বাড়ি হইতে বাহির করিয়া অমুক স্থানে আড়ালে নিয়া রাখ। আমি আমার বল্লমটা হাতে লইয়া বাড়ির পিছন দিকের পথে বাহির হইলাম। এমনকি বল্লমটার ফলক নিচের দিকে রাখিয়া শোয়াইয়া নিয়া চলিলাম। এইরূপ গোপনে আমি আমার ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উহার উপর আরোহণ করিয়া উহাকে দ্রুত গতিতে চালাইলাম। এমনকি অল্প সময়ের মধ্যে আমি ঐ পথিকদের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। এমতাবস্থায় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া আমার তীরদান হইতে ভাগ্য গণনার তীর বাহির করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম, আমি উদ্দেশ্যে সফল হইব কিনা। গণনার ফলাফল আমার ইচ্ছার বিপরীত হইল।

কিন্তু আমি গণনার ফলাফলের পরোয়া না করিয়া পুনঃ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া উহাকে দ্রুত অগ্রসর করিলাম এবং এত নিকটবর্তী হইয়া গেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তিনি কিন্তু পিছনের দিকে মোটেও তাকান নাই, অবশ্য আবূ বকর (রা) বারবার তাকাইতেছিলেন। ইত্তোমধ্যে আমার ঘোড়ার সম্মুখের পা দুইটি হাঁটু পর্যন্ত জমিনের মধ্যে দাবিয়া গেল। অতঃপর আমি উহাকে সজোরে হাঁকাইলাম। ঘোড়াটি উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পা দুইখানি উঠাইতে সক্ষম হইল না। অবশ্য অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, যেই স্থানে তাহার পা দাবিয়া গিয়াছিল তথা হইতে ধূলা-বালু ধূয়ার ন্যায় আকাশের দিকে উঠিতেছে। তখন পুনরায় আমি তীর দ্বারা ভাগ্য গণনা করিলাম। এই বারও ফলাফল আমার ইচ্ছার বিপরীত হইল। তখন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দানের ধ্বনি উচ্চারণ করিলাম। সেই মতে তাঁহারা দাঁড়াইলেন, আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট পৌঁছিলাম। আমি যখন তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে বিপদগ্রস্ত হইতেছিলাম তখন আমার অন্তরে এই কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আন্দোলন অচিরেই বিজয় লাভ করিবে। তিনি নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন।

অতঃপর আমি তাঁহাকে জানাইলাম, আপনার দেশবাসী আপনার বিনিময়ে এক শত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছে। তাঁহাকে আমি লোকদের সমুদয় ইচ্ছার বিস্তারিত বৃত্তান্তও শুনাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাদের খিদমতে খাদ্য ও আবশ্যকীয় বস্তু পেশ করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্য কোন কিছুই আমার ব্যয় করিতে হইল না। তাঁহারা আমার নিকট কোন অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন না। শুধু একটি কথা মহানবী (স) আমাকে বলিলেন, আমাদের সংবাদটা গোপন রাখিও। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরয করিলাম, আমার জন্য একটি নিরাপত্তামূলক পত্র লিখিয়া দিন। মহানবী (স) আমের ইব্‌ন ফুহায়রা (রা)-কে লিখিবার আদেশ করিলেন। তিনি একটি চর্মখণ্ডে উহা লিখিয়া দিলেন। তাহার পর রাসূলুল্লাহ (স) চলিয়া গেলেন (বুখারী, পৃ. ৮০১)।

মক্কা বিজয়ের পর সুরাকা ইব্‌ন মালিক ঐ নিরাপত্তা পত্রটি লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি হুনায়ন ও তায়েফ অভিযান শেষ করিয়া জি'রানায় অবস্থান করিতেছিলেন। সুরাকা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছিয়া সেই লিখিত টুকরাটি উঁচু করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইটি সেই বস্তু যাহাতে আপনি একটি বাণী লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমি জু'শামের পুত্র সুরাকা। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আজ ওয়াদা পালন ও উদারতা প্রদর্শনের দিন। নিকটে আস। সুরাকা তাঁহার নিকট গেলেন এবং ইসলাম কবূল করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স) , ২খ., পৃ. ১০১-২)।

বদর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ইসলামের দুশমনদের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আটক বন্দীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) যথার্থ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অথচ তৎকালীন সামরিক আইন অনুযায়ী তাহাদিগকে হত্যা কিংবা আজীবন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা যাইত (ইব্‌ন কাছীর, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৪৭৫)। বদরের যুদ্ধবন্দীদিগকে সাহাবীদের মাঝে বন্টন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করিলেন, তোমরা বন্দীদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব রাখিবে (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২১৭)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সেই দিন সাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, বনূ হাশিম গোত্রের কিছু লোককে জোর করিয়া যুদ্ধে আনা হইয়াছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন তাহারা অনুভব করে নাই। কাজেই বনূ হাশিমের কেহ তোমাদের সামনে পড়িলে তাহাদিগকে হত্যা করিবে না। আবুল বাখতারী ইব্‌ন হাশিম কাহারও সামনে পড়িলে তাহাকে হত্যা করিবে না। আর আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব কাহারও সামনে পড়িলে তাহাকেও হত্যা করিবে না। কেননা তাহাকেও যবরদস্তি করিয়া যুদ্ধে আনা হইয়াছে। তখন আবূ হুযায়ফা বলিলেন, আমরা আমাদের পিতাপুত্র, ভাই ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিব আর আব্বাসকে কেন ছাড়িয়া দিব? আমার সামনে পড়িলে আমি তাহাকে তরবারি দিয়া আঘাত করিবই। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, হে উমার! আল্লাহ্‌র রাসূলের চাচার মুখে কি তরবারি দিয়া আঘাত করা যায় (ইব্‌ন হিশাম, আস্ সীরাহ্, ২খ., পৃ. ২০৪)!

বন্দীদের মধ্যে সুহায়ল ইব্‌ন আমর, যে কুরায়শদের মধ্যকার একজন সুবক্তা ছিল, তাহার কথার মাধ্যমে মুসলমানদের কষ্ট দিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি সুহায়লের সামনের দাঁত উপড়াইয়া ফেলি যাহাতে সে তাঁহার কওমের মধ্যে আর বক্তৃতা না করিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, না, এমনটি করিও না। যদি এমনটি করে তাহা হইলে আল্লাহও আমার সাথে এই ধরনের ব্যবহার করিবেন, যদিও আমি নবী (নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ১২৫)।

বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণে রাসূলুল্লাহ (স) উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বন্দীদের অবস্থা অনুপাতেই মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য উর্ধ্বে ছয় হাজার দিরহাম এবং সাধারণ পরিমাণ চার হাজার দিরহাম নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু

যাহারা এই পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করিতে অক্ষম এমন দরিদ্রদিগকে শুধু চার শত দিরহাম লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল (সীরাতে মুস্তাফা, পৃ. ২৪৬)।

মহানবী (স) বদরের যুদ্ধবন্দীদের কয়েকজনকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তিদান করিলেন। তাহারা হইলেন আবুল আস ইব্ন রাবী'আ, মুত্তালিব ইব্ন হানতাব, সায়ফী ইব্ন আবূ রিফা'আ এবং আবূ আজ্জা আমর ইব্ন আবদুল্লাহ (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ, ২খ., পৃ. ২২৮)।

আবূ আজ্জা ছিল কবি, যে মক্কায় আল্লাহ্র রাসূলকে ভীষণ কষ্ট দিত। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সমুদয় সম্পদ সম্পর্কে আপনার জানা রহিয়াছে। আমি অভাবগ্রস্ত এবং আমি বহু সন্তানভারে ক্লিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার প্রতি উদারতা প্রদর্শন পূর্বক মুক্তি প্রদান করেন (নূরুল-ইয়াকীন, পৃ. ১৩২)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, একবার অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত আশিজনের একটি দল তান'ঈম পর্বতের আড়াল হইতে রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার সাহাবীদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঘায়েল করিবার উদ্দেশ্যে নিচে অবতরণ করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে জীবিত ছাড়িয়া দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে আযাদ করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ.

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি মক্কার অদূরে তাহাদের হাত তোমাদের উপর হইতে এবং তোমাদের হাত তাহাদের উপর হইতে বিরত রাখিয়াছেন" (৪৮ ঃ ২৪)।

মদীনার ইয়াহূদীদের মধ্যে বানূ কায়নুকা' সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স) ও তাহাদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে অবরোধ করেন এবং তাহারা শর্ত সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সাহায্য করিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাষ্যি ইব্ন সালূল তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমার মিত্রদের সহিত উত্তম ব্যবহার কর। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমার মিত্রদের সহিত সদয় আচরণ কর। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর লৌহ বর্মের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, ছাড়। রাসূলুল্লাহ (স) এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। তিনি তাহাকে আবার বলিলেন, আমাকে ছাড়। সে বলিল, না। আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে ছাড়িতেছি না যতক্ষণ না আপনি আমার মিত্রদের ব্যাপারে সদয় আচরণ করেন। চারি শত খালি মাথাবিশিষ্ট যোদ্ধা এবং তিন শত বর্মধারী যোদ্ধা আমাকে সারা দুনিয়া হইতে নিরাপদ করিয়া দিয়াছে। আর আপনি তাহাদিগকে একদিনে নির্মূল করিয়া দিবেন? আল্লাহ্র কসম! আমি তাহাদের ছাড়া এক মুহূর্তেও নিরাপদ নই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, বেশ! তাহাদিগকে তোমার মর্জির উপর ছাড়িয়া দিলাম (ইব্ন হিশাম, আস্-সীরাহ, ৩খ., পৃ. ৪১)। এই ছিল এক ইয়াহূদীদের মিত্রের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খায়বারে সাল্লাম ইবন মিশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতুল হারিছ একটি বকরীর গোশত রান্না করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়া দেয়। এই গোশতের সহিত যয়নাব কিছু বিষ মিশাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহা হইতে কিছু গোশত মুখে তুলিতেই বুঝিতে পারেন এবং তাহা মুখ হইতে ফেলিয়া দেন। কিন্তু বিশর ইবনুল বারা'আ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে এমনটি করা বেয়াদবি মনে করিয়া তাহা ভক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ঐ স্ত্রীলোক এবং ইয়াহূদীদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, আমরা এইজন্য বিষ প্রয়োগ করিয়াছি যে, আপনি প্রকৃতপক্ষেই যদি নবী হন তাহা হইলে তাহা প্রমাণিত হইবে। আর যদি মিথ্যা দাবিদার হন তাহা হইলে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব। অতঃপর স্ত্রীলোকটি ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অবশ্য বিশর মৃত্যুবরণ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীলোকটিকে ডাকিলেন এবং কিসাসস্বরূপ হত্যা করিলেন (বুখারী, পৃ. ৬৪৬; ইবন কাছীর, আল-ফুসূল, পৃ. ১৯০; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ২৫৮)।

বনূ হানীফা গোত্রের ছুমামা ইবন উছাল ছিলেন ইয়ামামাবাসীদের সরদার। রাসূলুল্লাহ (স) নাজদের দিকে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী পাঠাইলে তাহারা ছুমামাকে ধরিয়া আনিয়া মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কাছে আসিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও হে ছুমামাহ্! তুমি কী মনে করিতেছ? সে বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমার ধারণা ভালই। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে অবশ্যই আপনি একজন খুনীকে হত্যা করিবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুগ্রহ করিলেন। আর যদি আপনি সম্পদ চাহেন, যাহা ইচ্ছা চাহিতে পারেন, উহা দেওয়া হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া গেলেন। পরদিন আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ছুমামা! তোমার কী মনে হইতেছে? সে বলিল, তাহাই মনে হইতেছে যাহা আমি আপনাকে পূর্বে বলিয়াছি। যদি আমার প্রতি মেহেরবানী করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে মেহেরবানী করিলেন। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে একজন খুনী ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন। আর যদি সম্পদ চাহেন তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা চাহিতে পারেন, তাহা দেওয়া হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া গেলেন। পরের দিন আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ছুমামা! তোমার কী মনে হইতেছে? সে বলিল, তাহাই মনে হইতেছে যাহা আমি পূর্বে বলিয়াছি। যদি আপনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই দয়া করিলেন। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে একজন খুনীকে হত্যা করিলেন। আর যদি আপনি সম্পদ চাহেন তাহা হইলে তাহাই দেওয়া হইবে যাহা আপনি চাহিবেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) আদেশ করিলেন, তোমরা ছুমামাকে ছাড়িয়া দাও (মুসলিম, ৩খ., পৃ. ২৪৩; আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৫৭; ইবন হিশাম, আস্-সীরাহ, ৪খ., পৃ. ২৮৭)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ছুমামা ছাড়া পাইয়া মসজিদের নিকটে একটি খেজুর বাগানে গেল, অতঃপর গোসল করিল, মসজিদে প্রবেশ করিল এবং বলিয়া উঠিল ঃ

اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله"

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল"।

অতঃপর বলিল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম, পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কাহারও চেহারা আমার নিকট অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত দীন আমার নিকট আর কোনটি ছিল না। কিন্তু আপনার দীন আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র কসম! আপনার শহর হইতে অধিক ঘৃণিত শহর আমার নিকট আর কোনটি ছিল না। কিন্তু আপনার শহর এখন আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় শহর হইয়া গিয়াছে। আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করিয়া আনিয়াছে যখন আমি উমরা করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলাম। এখন আপনি কি করিতে হুকুম দেন? রাসূলুল্লাহ (স) তাহার ইসলাম গ্রহণের জন্য সুসংবাদ দান করিয়া উমরা আদায়ের আদেশ করিলেন। ইহার পর যখন তিনি মক্কায় পৌঁছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, তুমি নাকি বেদীন হইয়া গিয়াছ? তিনি জওয়াবে বলিলেন, তাহা হইবে কেন? বরং আমি তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আর আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা হইতে একটি গমের দানাও আসিবে না (সীরাত ইবন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২১৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অতিশয় উদার চিত্তের মানুষ। সাহাবীগণ দুশমনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে তাহাদের ধ্বংসের জন্য কিংবা শাস্তির জন্য বদদো'আ করিবার অনুরোধ করিলে তিনি তাহাদের জন্য দো'আ করিতেন। এই সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইল।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একবার বলা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুশরিকদের জন্য বদদো'আ করুন। তখন তিনি বলিলেন,

إني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة.

"আমি ভর্ৎসনাকারী হিসাবে প্রেরিত হই নাই। আমি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৩১২)।

তাইফবাসীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল এবং পাথর মারিতে লাগিল, তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের জন্য বদদো'আ করুন। তিনি দো'আর জন্য হাত তুলিলেন। সাহাবীগণ ভাবিলেন, তিনি হয়ত বদদো'আ করিবেন। কিন্তু তাঁহার যবান হইতে বাহির হইল, হে আল্লাহ! বনূ ছাকীফকে (তাইফবাসী) ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান কর এবং বন্ধুবেশে মদীনায় আনয়ন কর (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২২৯)।

দাওস গোত্র ইয়ামানে বসবাস করিত। এই কবীলার সরদার ছিলেন তুফায়ল ইব্ন আমর আদ-দাওসী (রা)। তিনি পূর্বেই ইসলাম কবুল করেন। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত স্বীয় কবীলাকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। কিন্তু তাহারা কুফরীতে নিমজ্জিত রহিল। অগত্যা তিনি নবী (স)-এর দরবারে হাজির হইয়া স্বীয় গোত্রের অবস্থা তুলিয়া ধরেন এবং তাহাদের জন্য

বদদো'আ করিতে বলেন। সাহাবীগণ মনে করিলেন, এইবার দাওস গোত্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু রহমতের নবী প্রার্থনা করিলেন, হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দিন এবং তাহাদিগকে ইসলামের ছায়াতলে আনিয়া দিন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২২৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতী জিন্দেগীর এক সংকটজনক সময় কাটিয়াছে শি'বে আবূ তালিবে। কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁহার বংশের লোকজনকে এইখানে তিন বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, খাদ্যশস্যও পৌঁছাইতে দেয় নাই। শিশুরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যাইত ও চিৎকার করিত। এই হৃদয়বিদারক শব্দ শুনিয়া তাহারা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকিত। তাহাদের এই নাফরমানিতে মহানবী (স) বদদো'আ করিলেন ঃ

اللهم اغنى عليهم بسبع كسبع يوسف

"হে আল্লাহ! তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাত বৎসরের মত অবস্থা করিয়া দাও"।

অতঃপর তাহাদের উপর হইতে রহমতের মেঘের ছায়া সরিয়া গেল। মক্কায় এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, লোকজন হাড্ডি এবং মৃত জীব-জন্তু খাওয়া শুরু করিল। তাহাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকাইলে তাহার এবং আকাশের মাঝে ক্ষুধার যন্ত্রণায় শুধু ধোঁয়াই দেখিতে পাইত। আবূ সুফিয়ান, অন্য এক বর্ণনানুযায়ী কা'ব ইবন মুররা মহানবী (স)-এর খেদমতে হাজির হইয়া আরয করিল, হে মুহাম্মাদ! তোমার জাতি তো ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি এই মসিবত দূর করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন, এই মসিবত দূরীভূত হইয়া গেল এবং বৃষ্টি হইল (মুফতী মুহাম্মাদ শাফী, মাআরিফুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ৭৬২; বুখারী, ১০৩২-৩৩; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২২৯)।

উল্লেখিত বিবরণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামের শত্রুদের প্রতি তাঁহার এই উদারতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

উমায়র ইবন ওয়াহ্‌ব ছিল ইসলামের ঘোরতর দুশমন। বদরে নিহত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে ছিল বদ্ধপরিকর। সাফওয়ান ইবন উমায়্যা তাহাকে মাল-সম্পদ দিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার জন্য মদীনায় প্রেরণ করে। সে তরবারিতে বিষ মাখিয়া মদীনায় উপস্থিত হয়। সর্বপ্রথম হযরত উমার (রা) তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন এবং তিনি তাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে কাছে বসাইয়া কথাবার্তা বলিতে শুরু করেন। তাহার কুমতলব প্রকাশ হইয়া পড়িলেও তাহাকে কোন কিছু বলা হয় নাই। উমায়র রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উদারতা ও নমনীয়তার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২২৭-২৮)।

উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মাখযূম গোত্রের আমার দুই দেবর পালাইয়া আসিয়া আমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার স্বামী ছিলেন মাখযূম গোত্রের হুবায়র ইবন আবূ ওয়াহ্‌ব। উম্মে হানী বলেন, আমার ভাই আলী ইবন আবূ তালিব

আসিয়া বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাহাদের দুইজনকে হত্যা করিব। আমি তাহাদের দুইজনকে আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তখন গোসল করিতেছিলেন। গোসলের পাত্রে খামীর করা আটা লাগিয়াছিল। তাঁহার কন্যা তাহাকে কাপড় দিয়া আড়াল করিয়া রাখিয়া ছিলেন। গোসল শেষ হইলে তিনি অন্য কাপড় পরিধান করিলেন, আট রাক্‌আত যুহরের নামায আদায় করিলেন এবং আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, স্বাগতম হে উম্মে হানী! কি জন্য আসিয়াছ? আমি তাহাকে দুই ব্যক্তি ও আলী সম্পর্কে বলিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি যাহাকে আশ্রয় দিয়াছ, আমি তাহাকে আশ্রয় দিলাম। তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছ, আমি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিলাম। তাহাদের দুইজনকে হত্যা করা হইবে না (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৪২)।

মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতিকালে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদিগকে এই প্রস্তুতির ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ইহার কোন খবর যেন কুরায়শরা জানিতে না পারে। হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ (রা), যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন যে, কুরায়শদের এই ব্যাপারে অবহিত করেন। সুতরাং তিনি একটি চিঠি লিখিয়া একজন মহিলাকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) উহা জানিতে পারিলেন এবং হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়র (রা)-কে ঐ নারীকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা পত্রসহ উক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করিলেন এবং চিঠিটি উদ্ধার করিলেন। হযরত হাতিব (রা)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পরিষ্কারভাবে এই অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এইজন্য যে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। যে মহিলা পত্র লইয়া যাইতেছিল, তাহাকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান নাই। অথচ এই পত্র যদি মক্কার কুরায়শদের হাতে পৌঁছিত তাহা হইলে মুসলমানদেরকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২১৮)।

হুনায়ন যুদ্ধে প্রায় চার হাজার অমুসলিম নর-নারী বন্দী হয়। আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাহাদের সকলকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা যাইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সকলকে তাহাদের সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের আবেদনক্রমে সসম্মানে মুক্তিদান করেন (ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, ১খ., পৃ. ১৫৩-১৫৫)।

ফুরাত ইব্‌ন হায়্যান নামে এক লোক আবূ সুফ্য়ানের পক্ষ হইতে মুসলমানদের মাঝে গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোষ বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা করিত। সে একবার ধরা পড়িল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। লোকজন তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। যখন আনসার মহল্লার নিকট পৌঁছিল তখন সে বলিল, আমি মুসলমান। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। শুধু এইরূপ বলিলেন, তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোকজনও রহিয়াছে যাহাদের ঈমানের হাল তাহাদের উপরই ছাড়িয়া দিলাম। ইহাদের মধ্য একজন হইল ফুরাত ইব্‌ন হায়্যান (ইমাম আহমাদ, মুসনাদ,

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে সংঘটিত দুইটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থের আলোকে ঘটনা দুইটি নিম্নরূপ ঃ

মক্কা বিজয়ের কিছু কাল পূর্বে আবুল-আস ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া গমন করে। তাহার নিকট নিজের ও কুরায়শদের সম্পদ ব্যবসার মূলধন হিসাবে ছিল। সে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স) প্রেরিত একটি বাহিনী তাহার পণ্যদ্রব্য কাড়িয়া নিয়াছিল এবং আবুল আস পালাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। মুসলিম সেনাদল যখন তাহার পণ্যদ্রব্য লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিল তখন সে রাতের অন্ধকারে মদীনায় পৌছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যয়নাবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। যয়নাব (রা) তাহাকে আশ্রয় দিলেন। আবুল-আস তাহার জিনিসপত্র ফেরত লইতে আসিয়াছিল।

সকালে যখন রাসূলুল্লাহ (স) নামায পড়িতে গেলেন এবং সাহাবীদের সঙ্গে নামাযে দাঁড়াইলেন তখন যয়নাব নারীদের কক্ষ হইতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে জনগণ! শুনিয়া রাখ, আমি আবুল-আস ইব্নুর রাবীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) সালাম ফেরানোর পর সকলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, হে মুসলিম জনগণ! আমি যাহা শুনিয়াছি তোমরাও কি তাহা শুনিয়াছ? সকলেই বলিল, হাঁ শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই ঘোষণা শুনিবার পূর্বে আমি এই ঘটনার কিছুই জানিতাম না। চুক্তি অনুসারে যে কোন ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কন্যা যয়নাবের কাছে যাইয়া বলিলেন, যয়নাব! তাহাকে সযত্নে রাখিবে। তবে সে যেন নির্জনে তোমার নিকট না আসে। কেননা তুমি তাহার জন্য হালাল নও।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর বলেন, যে সেনাদলটি আবুল আসের জিনিসপত্র ছিনাইয়া আনিয়াছিল, তাহাদের কাছে তিনি বার্তা পাঠাইয়া বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক তাহা তোমরা জান। তোমরা তাহার কিছু জিনিসপত্র হস্তগত করিয়াছ। তোমরা যদি সদয় হইয়া তাহার জিনিসপত্র ফিরাইয়া দাও তবে তাহা হইবে আমার পছন্দনীয়। আর যদি তাহা না দিতে চাও তবে ইহা গনীমতের মাল যাহা আল্লাহ তোমাদের দিয়াছেন। ঐ সকল সম্পদের আইনগত অধিকারী তোমরাই। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বরং তাহার জিনিসপত্র ফিরাইয়া দিব।

ইহার পর কেহ তাহার বালতি লইয়া আসিল, কেহ পুরাতন মশক, কেহ চামড়ার পাত্র, কেহ বা ছোট একটি কাঠের হাতল পর্যন্ত ফিরাইয়া দিল। এইভাবে সে তাহার সমস্ত জিনিস হুবহু ফেরৎ পাইল, একটি জিনিসও অন্যের হাতে থাকিল না। সে ঐ সকল জিনিসপত্র লইয়া মক্কায় পৌছিল এবং কুরায়শদের প্রত্যেকের জিনিসপত্র ফেরত দিয়া ঘোষণা করিল, হে কুরায়শগণ! তোমাদের আর কাহারও কোন জিনিস কি ফেরত পাইতে বাকী আছে? তাহারা বলিল, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমাদের আর কোন প্রাপ্য বাকী নাই। তুমি আমাদের সহিত একজন সত্যিকার আমানতদার ও মহৎ লোকের ন্যায় আচরণ করিয়াছ। তখন

সে বলিয়া উঠিল, তাহা হইলে আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁহার বান্দা ও রাসূল (ইবন হিশাম, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ২২৬-২৭)।

আরেকটি ঘটনা হইল, আবূ সুফ্য়ানকে ক্ষমা করা, তাহার ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক তাহাকে মর্যাদা প্রদান যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাদা খচ্চরটিতে আরোহণ করিয়া আরাক নামক স্থানে আসিয়া খোঁজ করিতে লাগিলাম, কোন কাঠুরিয়া, দুধওয়ালা কিংবা অন্য কোন লোক মক্কায় যায় কিনা। তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা মক্কাবাসীকে এই মর্মে খবর দিব যে, তাহারা যেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কায় প্রবেশের পূর্বে তাঁহার সহিত সন্ধিচুক্তি করে।

আমি অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত ছিলাম। ইতোমধ্যে আমি আবূ সুফ্য়ান ও বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকার কথাবার্তা শুনিতে পাইলাম। তাহারা উভয়ে কথাবার্তা বলিতেছিল। আবূ সুফ্য়ান বলিল, গত রাত্রে আমি যে আগুন দেখিতে পাইলাম এমন আগুন আর কখনও দেখি নাই এবং এত বড় বাহিনী আর কখনও দেখি নাই। বুদায়ল বলিতেছিল, ইহা নিশ্চয় খুযা'আ গোত্রের বাহিনী। তাহারা নিশ্চয় যুদ্ধের প্রস্তুতি লইয়াছে। আবূ সুফ্য়ান জবাব দিল, খুযা'আ গোত্রের এত প্রতাপ ও জনবল নাই যে, এত আগুন জ্বালাইবে এবং এত বড় বাহিনীর সমাবেশ ঘটাইবে। আমি তাহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলাম। অতঃপর বলিলাম, হে আবূ হানজালা! সে আমার গলার আওয়াজ চিনিতে পারিল এবং বলিল, আবুল ফযল নাকি? আমি বলিলাম, হাঁ! তোমার খবর কি? আমি বলিলাম, তুমি জান না? ইহাই তো রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার বাহিনী। আল্লাহ্‌র শপথ! কুরায়শদের জীবন বিপন্ন। সে বলিল, তাহা হইলে এখন উপায় কি? আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (স) তোমাকে নাগালে পাইলে হত্যা করিবেন। অতএব এই খচ্চরের পিঠে আরোহণ কর। তোমাকে আমি নবী করীম (স)-এর দরবারে লইয়া গিয়া তোমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করিব। অতঃপর সে আমার পিছনে আরোহণ করিল, আর তাহার সঙ্গীদ্বয় ফিরিয়া গেল। আবূ সুফ্য়ানকে লইয়া আমি মুসলিম বাহিনীর অগ্নিকুণ্ডের সামনে দিয়া যাইতেছিলাম। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছিল, এই লোকটি কে? কিন্তু একবার নজর বুলাইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খচ্চরে আমাকে আরোহী দেখিয়া প্রত্যেকে শান্ত হইয়া যাইতেছিল। আমার পিছনে যে আবূ সুফ্য়ান বসিয়া রহিয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না।

উমার ইব্‌নুল খাত্তাবের সামনে দিয়া যখন অতিক্রম করিতেছিলাম তখন তিনি আমার কাছে আসিলেন এবং পিছনে আবূ সুফ্য়ানকে দেখিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ সুফ্য়ান ! আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, তিনি কোন চুক্তি ছাড়াই তোমাকে আমাদের হস্তগত করিয়া দিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দৌড়াইয়া চলিলেন। আমিও ছুটিলাম। উমার ও খচ্চর কেহই তেমন দ্রুতগামী ছিল না। তথাপি খচ্চর একটু পূর্বে পৌঁছিল। খচ্চর হইতে নামিয়া আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম। সাথে সাথে উমার (রা) সেখানে পৌঁছিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আবূ সুফ্য়ান। আল্লাহ তাহাকে অনায়াসেই জুটাইয়া

দিয়াছেন। তাহার সাথে আমাদের কোন চুক্তি হয় নাই। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই।

আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসিলাম এবং তাঁহার মাথা স্পর্শ করিয়া বলিলাম, আল্লাহর কসম! আজ রাত্রে তাহাকে কাহারও সাথে একা থাকিতে দিব না। উমার (রা) আবূ সুফ্য়ান সম্পর্কে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, উমার ! চুপ কর। আবূ সুফ্য়ান কা'ব গোত্রের লোক হইলে আপনি এই রকম বলিতেন না। বনূ আব্দ মানাফের লোক বলিয়া আপনি এই রকম কথা বলিতেছেন। উমার (রা) বলিলেন, আব্বাস! আপনি এই রকম কথা বলিবেন না। আমার পিতা যদি ইসলাম গ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও তাহার ইসলামের চেয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট অনেক বেশি প্রিয় হইত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আব্বাস! আবূ সুফ্য়ানকে তোমার নিকট লইয়া যাও। সকালে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে।

আমি আবূ সুফ্য়ানকে সঙ্গে লইয়া গেলাম। রাত্রে সে আমার নিকট অবস্থান করিল। সকাল হইলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে আবূ সুফ্য়ান! আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এই কথা মানিয়া লইতে কি তোমার এখনও সময় হয় নাই? সে বলিল, আপনার উদারতা, মহত্ত্ব ও স্বজন বাৎসল্য অতুলনীয়। আমার ধারণা যদি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ থাকিত তাহা হইলে এতদিন সে আমাকে সাহায্য করিত। রাসূলুল্লাহ (স) আবার বলিলেন, হে আবূ সুফ্য়ান! আমি যে মহান আল্লাহর রাসূল ইহা কি এখন পর্যন্ত তুমি অনুধাবন কর নাই? আবূ সুফ্য়ান বলিল, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হউক। আপনি এত উদার, সহনশীল ও আত্মীয় সমাদরকারী যে, উহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। তবে আপনার রাসূল হওয়া সম্পর্কে আমার এখনও দ্বিধা রহিয়াছে। তখন আব্বাস বলিলেন, তোমাকে ধিক! ইসলাম গ্রহণ কর এবং সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁহার রাসূল। নতুবা এখুনি তোমার গর্দান কর্তন করা হইবে। আবূ সুফ্য়ান সত্যের সাক্ষ্য দিল এবং ইসলাম কবুল করিল (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৩৫-৩৬)।

হযরত 'আব্বাস (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফ্য়ান মর্যাদা পছন্দ করে। আপনি তাহার জন্য কিছু বলেন। তিনি বলিলেন, "অবশ্যই! যে আবূ সুফ্য়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ, যে তাহার বাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবে সে নিরাপদ, যে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিবে সেও নিরাপদ থাকিবে" (আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ১৬০; ইব্ন কাছীর, আল-ফুসূল, পৃ. ১৯৯-২০০; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৩৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতেছে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী ইসলাম বিরোধীদের প্রতি তাঁহার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। উদারতার এমন অপূর্ব দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই। মক্কা বিজয়োত্তর বিভিন্ন ঘটনা ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

রাসূলুল্লাহ (স) প্রায় বিনা রক্তপাতে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেন এবং প্রতিমা ধ্বংস করেন। ইহার পর কা'বা ঘর হইতে বাহির হইয়া সমবেত মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন। এক পর্যায়ে তিনি বলিলেন,

يا معشر قريش ما تريدون إني فاعل فيكم قالوا نقول خيرا وفطن خيرا اخ كريم وابن اخ كريم وقد قدرت وان كنا لخاطين ·

"হে কুরায়শগণ! আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব বলিয়া তোমরা মনে কর? তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের উদারচেতা ভাই ও উদারচেতা ভ্রাতুষ্পুত্র। আজ আপনি সমুচিত শাস্তি প্রদানে সমর্থ। যদিও আমরা অপরাধী তবুও আপনার নিকট আমরা সদ্ব্যবহার পাওয়ার আশা রাখি।"

তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার ভ্রাতাগণকে যাহা বলিয়াছিলেন আমিও তোমাদিগকে সেই কথাই বলিব।

তিনি আল-কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়া বলিলেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ·

"আজ তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর অপেক্ষা অধিক দয়াময়" (১২ ঃ ৯২)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিলেন ঃ

اذهبوا فانتم الطلقاء ·

"যাও, আজ তোমরা মুক্ত" (যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৬৪; আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ২খ., পৃ. ৮৩৫; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স), ৪খ., পৃ. ৪৩; নূরুল-ইয়াকীন, পৃ. ২৩১)।

সমগ্র বিশ্বের দরবারে উদাররতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে?

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাছে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আসিলেন। তাঁহার হাতে ছিল কা'বা ঘরের চাবি। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজ্জীদের আপ্যায়নের সাথে কা'বার দ্বাররক্ষকের দায়িত্বও আপনার হাতে নিন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'উছমান ইব্ন তালহা কোথায়? 'উছমানকে ডাকা হইল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে উছমান ! এই নাও তোমার চাবি। আজিকার দিন ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের দিন" (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স), ৪খ., পৃ. ৪৩)।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স) যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতেছিলেন তখন ফুদালা ইব্ন উমায়র আল-লায়ছী তাঁহাকে হত্যা করিবার ফন্দি লইয়া তাঁহার নিকটবর্তী হইল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ফুদালা নাকি? সে বলিল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছিলে? সে বলিল, কিছু না। আমি আল্লাহর তা'আলার যিকিরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) হাসিলেন, অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর নিকট তওবা

কর। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার হাত ফুদালার বুকে রাখিলেন এবং তাঁহার অন্তর শান্ত হইল (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স), ৪খ., পৃ. ৪৬; ইব্‌ন সা'দ, আত্-তাবাকাত, পৃ. ১৩৭)।

মহানবী (স) যে সকল স্ত্রীলোককে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আবূ সুফ্‌য়ানের স্ত্রী হিন্দ তাহাদের অন্যতম। সে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা হযরত হামযা (রা)-এর লাশকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার মাধ্যম বানাইয়াছিল এবং বিকৃত করিয়াছিল। তাঁহার নাসিকা ও কান কর্তন করিয়া গলায় পরিয়াছিল এবং কলিজা বাহির করিয়া চর্বণ করিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর একটা হাতুড়ি দ্বারা তাহার গৃহে রক্ষিত প্রতিমাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা আমাকে দীর্ঘ দিন যাবত ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়াছ! আজ আর আমার বুঝিতে বাকী নাই যে, তোমাদের শক্তি কতটুকু। অতঃপর মুখমণ্ডলের উপর ভারী পর্দা ঝুলাইয়া অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গোপনে মহানবী (স)-এর দরবারে আসিয়া ইসলাম কবুল করিল। তাহাকেও ক্ষমা করা হইল (আর-রওদুল-উনুফ, ৭খ., পৃ. ১৩৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই আবূ সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারিছ ছিল ইসলামের অন্যতম শত্রু। মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা তাহার দৈনন্দিন কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবূ সুফ্‌য়ানের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমায়্যা ছিলেন। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খালাত ভাই ছিলেন। তাহা ছাড়া আবূ সুফিয়ানের পুত্র, স্ত্রী এবং আরও কায়েকজন লোক তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাহারা মহানবী (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) এই বিষয়ে সুপরিশ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। আবূ সুফ্‌য়ান এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল, রাসূলুল্লাহ (স) যদি অধীনস্থকে দরবারে হাজির হইতে অনুমতি না দেন তাহা হইলে আমি স্ত্রী-পুত্র লইয়া জঙ্গলে পালাইয়া যাইব। পরে হয় কোন হিংস্র জন্তু আমাদিগকে বধ করিবে, আর না হয় অমনি অনাহারে প্রাণ হারাইব। এই কথা শুনিয়া দয়াল নবী (স) অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা সকলে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ৩৪)।

এই আবূ সুফ্‌য়ান রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারতায় এবং তাঁহার সংস্পর্শে পরবর্তীতে নিজেকে একজন খাঁটি মুসলমানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইসলামের প্রতি অটল থাকেন। লজ্জায় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে মাথা উঠাইতেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিতেন, আমি আশা করি ভাতিজা আবূ সুফ্‌য়ান আমার চাচা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের স্থলাভিষিক্ত হইবে (আসাহহুস্-সিয়ার, পৃ. ৩০২)।

সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা ইসলামের বিরোধিতার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। সে মক্কা বিজয়ের পর পালাইয়া ইয়ামানে যাওয়ার পথে জেদ্দায় গিয়া পৌছিল। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব আল-জুমাহী তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। মহানবী (স) শুধু তাহাকে নিরাপত্তাই প্রদান করিলেন না, উমায়র (রা)-এর অনুরোধে নিরাপত্তা প্রদানের নিদর্শনস্বরূপ স্বীয় পাগড়ীও প্রদান করেন। তিনি জেদ্দায় যাইয়া তাহাকে লইয়া আসেন। তিনি মহানবী (স)-এর দরবারে হাজির হইয়া বলেন, উমায়র বলিয়াছে, আপনি নাকি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কথাটি কি সত্য? রাসূলুল্লাহ (স) সত্যতা স্বীকার করিলে তিনি

ইসলাম গ্রহণের জন্য দুই মাস সময় প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দুই মাসের পরিবর্তে চার মাস সময় প্রদান করেন। অবশেষে হুনায়ন যুদ্ধের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স), ৪খ., পৃ. ৪০৬; ইব্‌ন কাছির, আল-ফুসূল, পৃ. ২০৩; নূরুল-ইয়াকীন, পৃ. ২৩৩)।

ওয়াহ্‌শী ছিল হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী। উহুদ যুদ্ধে সে তাঁহাকে হত্যা করে। মক্কা বিজয়ের পর সে পালাইয়া তাইফ নগরীতে চলিয়া যায়। কিন্তু তাইফ হইতে এক প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এ নিকট গেলে সে হতাশ হইয়া পড়িল। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, নিরাপত্তার জন্য কোথায় যাইবে ঃ সিরিয়া না ইয়ামানে, না অন্য কোন দেশে যাইবে। এমতাবস্থায় তাহাকে এক ব্যক্তি বলিল, কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে মুহাম্মাদ (স) তাহাকে হত্যা করেন না। এই কথা শুনিয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া দীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার নিকট হইতে হামযা (রা)-এর হত্যার কাহিনী শুনিলেন এবং বলিলেন, ভাল হইবে, যদি আগামীতে তুমি আমার সম্মুখে না আস (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৫৮; মুল্লা মজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তাফা (স), পৃ. ৬১৫)।

হুবার ইবনুল আসওয়াদ, যে হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যয়নাব (রা)-কে উটের পিঠ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল। এই কারণে তাহার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘ কাল পর্যন্ত এইদিক সেইদিক আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর সাহাবীগণের কঠোর অনুসন্ধানের মুখে শেষ পর্যন্ত দিশাহারা হইয়া একদিন মহানবী (স)-এর দরবারে আসিয়া হাজির হয় এবং নিজের কঠিন অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া জানায় যে, আল্লাহ তাহাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। সে মুসলমান হইয়াছে। এই কথা বলিয়াই সে কলেমা

لا اله إلا الله محمد رسول الله ·

পাঠ করে এবং পূর্ববর্তী অপরাধের জন্য গভীরভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। তাহার এইরূপ স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনায় তাহাকে রাসূলুল্লাহ (স) ক্ষমা করিলেন এবং উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৩১৫; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২২০)।

আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা পিতার মতই ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করিত। মক্কা বিজয়ের পর পালাইয়া সে ইয়ামানে চলিয়া যায়। তাহার স্ত্রী উম্মু হাকীম বিন্‌তে হারিছ ইব্‌ন হিশাম ইসলাম কবুল করেন, যিনি আবূ জাহেলের ভাইঝি ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বামী ইকরামার পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিরাপত্তা দান করেন। অতঃপর উম্মু হাকীম নিজে ইয়ামানে গমন করিয়া স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি। তিনি তোমাকে হত্যা করিবেন না। আমি তোমার জন্য নিরাপত্তা গ্রহণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান, অতঃপর স্ত্রীর সাথে মহানবী (স)-এর দরবার হাজির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৩১৪; ইব্‌ন কাছীর, আল-ফুসূল, পৃ. ২০৩; ইব্‌ন হিশাম,

অপর বর্ণনায় আছে, ইকরামা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসেন তখন তিনি দাঁড়াইয়া যান এবং এত দ্রুত তাঁহার দিকে অগ্রসর হন যে, তাঁহার শরীরের চাদর পর্যন্ত খসিয়া পড়ে এবং তাঁহার যবান হইতে বাহির হয়, "হে হিজরতকারী আরোহী! তোমার আগমন শুভ হউক" (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২১৯)।

কা'ব ইব্‌ন যুহায়র ছিল একজন কবি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বড় দুশমন। সে তাহার কবিতার মাধ্যমে মহানবী (স)-এর নিন্দা করিত। সে তাহার ভাই বুজায়র-এর একটি পত্র পাইয়া গোপনে মদীনায় গমন করিল এবং পূর্ব পরিচিত জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে যাইয়া উঠিল। সেই ব্যক্তি কা'বকে লইয়া ফজরের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গমন করেন। কা'ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যাইয়া বসিয়া পড়িল এবং তাঁহার সাথে হাত মিলাইল। কা'ব বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কা'ব ইব্‌ন যুহায়র তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া আপনার নিকট ক্ষমা ও প্রাণের নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। আমি যদি তাহাকে আপনার নিকট হাজির করি, তাহা হইলে আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই কা'ব ইব্‌ন যুহায়র। এই সময় জনৈক আনসার রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি আল্লাহর দুশনকে হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সে তওবা করিয়াছে এবং শিরক ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, ইহার পর কা'ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসামূলক বিখ্যাত بنات سعاد (বানাত সু'আদ) কবিতা আবৃত্তি করেন। মহানবী (স) অত্যন্ত খুশী হইয়া তাহাকে মাফ করিয়া দেন, এমনকি স্বীয় চাদরখানা তাহাকে উপহার হিসাবে দান করেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ১১৫; আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৩১৫)।

আদী ইব্‌ন হাতিম রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। তিনি তাহার ভগ্নির নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারতা ও অনুগ্রহের কথা শুনিয়া মদীনায় গমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকেও ক্ষমা করেন (ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৭৩)।

বানূ আমরের আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ছিল মুসলমান এবং ওহী লেখক। পরবর্তী পর্যায়ে সে ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুশরিক হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে হত্যার নির্দেশ দিয়াছিলেন। গোপনে তাহার দুধভাই উছমান (রা)-এর কাছে গমন করে। উছমান (রা) তাহাকে লুকাইয়া রাখেন। মক্কার অবস্থা শান্ত হইলে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হয়। উছমান (রা) তাহার নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) কোন জবাব প্রদাম না করিয়া নীরবতা পালন করেন। উছমান (রা) চলিয়া যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদের বলিলেন, আমি চুপ করিয়া ছিলাম এই জন্য যে, তোমাদের কেহ তাহাকে হত্যা করিবে। এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু ইঙ্গিত প্রদান করিলেই তো পারিতেন। তিনি বলিলেন, কোন নবী ইঙ্গিত দিয়া কোন মানুষ হত্যা করেন না (ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৪১)।

এইভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেন যাহা মহানবী (স)-এর উদারতার সাক্ষ্য বহন করে।

মক্কা বিজয়ের পরপরই হইল তাইফ অভিযান। এই অভিযানে হাওয়াযিনের বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী মুসলমানদের দখলে আসে। তাহাদের মধ্যে ছিল ছয় হাজার নারী ও শিশু। উট ও বকরীর সংখ্যা গণনা করা যায় নাই। তাহাদেরকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য হাওয়াযিনের একটি প্রতিনিধি দল জি'রানায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আপনার ফুফু, খালা এবং আপনার লালন-পালনকারিনীরাই রহিয়াছে। আমরা যদি হারিছ ইব্ন আবূ সীমার অথবা নু'মান ইব্ন মুনযিরকে দুগ্ধ পান করাইতাম এবং তাহারা যদি আজ আপনার জায়গায় অধিষ্ঠিত হইত তাহারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইত। আপনি তো তাহাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের বন্দীদিগকে ফিরাইয়া দেন এবং সাহাবীগণকে বন্দী ফিরাইয়া দেওয়ার অনুরোধ করেন। যাহারা বন্দী ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন, ইহার পরে সর্বপ্রথম যে সকল বন্দী আমার হাতে আসিবে উহা হইতে তাহাদের প্রত্যেককে একটির বদলে ছয়টি করিয়া দিব (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ১০৪)।

এই প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের নেতা মালিক ইব্ন আওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, সে তাইফে ছাকীফদের সঙ্গে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা মালিককে জানাইয়া দিবে যে, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং আমার কাছে আসে তাহা হইলে আমি তাহার সমুদয় সম্পদ ও বন্দী ফিরাইয়া দিব এবং এক শত উট তাহাকে দান করিব। মালিক ইব্ন আওফের সন্দেহ ছিল, এই প্রস্তাব ছাকীফরা জানিতে পারিলে তাহাকে আটকাইয়া দিবে। এই কারণে সে কৌশল অবলম্বন করিয়া গভীর রাত্রে রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার সকল বন্দী, সমুদয় সম্পদ এবং এক শত উট দিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এইরূপ উদারতায় মুগ্ধ হইয়া সে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হইল (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ১০৫)।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনটাই ছিল উদারতায় পরিপূর্ণ। তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি যেই সকল উদারতা দেখাইয়াছেন, বিশ্ব ইতিহাসে তাহা বিরল ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হিসাবে বিরাজমান।

ইতিহাস সাক্ষ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন একজন অতিশয় দানশীল ব্যক্তি। এই বিষয়েও তাঁহার উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। হাদীছ গ্রন্থে তাহার স্বীকৃতি এইভাবে আসিয়াছে, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাহিলে তিনি কখনও না বলেন নাই" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১১১)।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাহিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত সকল পশু পাল দান করিয়াছিলেন। সে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা মুহাম্মাদ (স) এত দান করেন যে, তিনি দারিদ্র্যের পরওয়া করেন না (ইমাম মুসলিম, আস্-সাহীহ, ৪খ., পৃ. ১১১)।

হুনায়ন যুদ্ধে গনীমত হিসাবে চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল। তিনি এই সমুদয় মাল মুজাহিদ ও অন্যান্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন (আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ৩খ., পৃ. ৯৪৯)।

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) বহু নও-মুসলিমকে শত শত উট দান করিয়াছিলেন। তিনি সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যাকে তিন শত উট দান করিয়াছিলেন (মুসলিম, আস্-সাহীহ, ৪খ., পৃ. ১১২; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৩২)।

একবার বাহরায়ন হইতে খাজনা আসিল। তাহা রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদের চত্বরে ঢালিয়া দিলেন। যাহারা মসজিদে আসিল তিনি তাহাদের সকলকে দিলেন। হযরত আব্বাস (রা)-কে এত পরিমাণ দিলেন যে, তিনি তাহা বহন করিতে পারিতেছিলেন না (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ১৮৯; আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ১৩৩)।

খায়বার বিজয়ের পর আবূ হুরায়রা (রা) এবং আরও অনেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গমন করিলে তিনি তাহাদেরকে প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল দান করেন (ইব্ন কাছীর, আল ফুসূল, পৃ. ১৯০)।

রাসূলুল্লাহ (স) যাতুর-রিকা অভিযান হইতে ফিরিবার পথে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট হইতে একটি উট ক্রয় করেন। মদীনায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স) উটের মূল্যের অধিক এবং সেই উটটিও তাহাকে দান করিয়া দেন (বুখারী, পৃ. ৪১৪, ৪১৭; কিতাবুল মাগাযী, ১খ., পৃ. ৪০০; মুসলিম, ৩খ., পৃ. ৭৮)।

এক মহিলা নিজহাতে কারুকাজ করিয়া একটি কাপড় রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ইযার হিসাবে পরিধান করিলেন। মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাহা স্পর্শ করিয়া দেখিল এবং আবেদন করিল, রাসূলাল্লাহ! ইহা আমাকে পরিধান করার জন্য দিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (স) সেই ইযারটি তাহাকে দিয়া দিলেন (বুখারী, পৃ. ১২৪৬)।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত পথ চলিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার গায়ে এক ঘন ডোরাযুক্ত একটি নাজরানী চাঁদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁহাকে কাছে পাইল এবং চাদর ধরিয়া তাহা এত জোরে টান দিল যে, তাঁহার কাঁধে চাদরের দাগ ফুটিয়া উঠিল। ইহার পর বেদুঈন বলিল, হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে সম্পদ আছে তাহা হইতে আমাকে কিছু দেওয়ার আদেশ কর। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন এবং তাহাকে কিছু দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন (বুখারী, পৃ. ১২৪৬)। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার এক বাহনে গম আর অন্য বাহনে খেজুর ভর্তি করিয়া দেওয়ার আদেশ করিলেন (কাদী ইয়াদ, আশ্-শিফা, ১খ., পৃ. ২২৬)।

একবার এক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাহিলে তিনি তাহাকে কিছু দিলেন, অতঃপর বলিলেন, আমি কি তোমার প্রতি ইহসান করিয়াছি? সে বলিল, না। সাহাবীগণ তাহার প্রতি ক্ষিপ্ত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে ইশারায় থামাইয়া দিলেন। অতঃপর নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া বেশী করিয়া উক্ত দ্রব্য তাহাকে দিলেন। অতঃপর তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি যথেষ্ট হইয়াছে? সে বলিল, হাঁ হইয়াছে (কাদী ইয়াদ, আশ্-শিফা, ১খ., পৃ. ২৫২)।

একটি গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের পরপরই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। অর্থাভাবের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তখন যায়দ ইব্ন সানাহ্ নামক জনৈক ইয়াহূদী হইতে আশি দীনার ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেন। কয়েক দিন পর ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় না আসিতেই সেই ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া অত্যন্ত রূক্ষভাবে কঠোর ভাষায় ঋণ পরিশোধের তাগাদা করিতে লাগিল। এক পর্যায়ে সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! তোমরা বনূ মুত্তালিবেরা টাল-বাহানা করিতে অভ্যস্ত। তাহার এই উক্তি শুনিয়া হযরত উমার (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, লোকটির গর্দান উড়াইয়া দেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, উমর ! তোমার তো উচিত ছিল আমাকে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধের উপদেশ দেয়া আর তাহাকেও ভদ্রভাবে তাগাদা করিতে বলা। অতঃপর তিনি ইয়াহূদীর ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন এবং আরো বিশ সা' খেজুর দিলেন। মহানবী (স)-এর এই উদার মনোভাবে মুগ্ধ হইয়া সেই ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করিল (ইবনুল-জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহ্ওয়ালিল-মুসতাফা, ২খ., পৃ. ৪২৫; কাদী ইয়াদ, আশ্-শিফা, ১খ., পৃ. ২২৬-২৭)।

ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আরো একটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদারনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত রূঢ় ব্যবহার করিলে সাহাবীগণ তাহাকে শায়েস্তা করিতে উদ্যত হন। তিনি বলিলেন, পাওনাদারের কঠোরভাষায় বলার হক রহিয়াছে। তিনি একটি উটা তাহাকে দেওয়ার জন্য বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা এমন একটি উট পাইয়াছি যাহা ইহার চেয়ে উত্তম। তিনি বলিলেন, উহা তাহাকে দিয়া দাও। কারণ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে (মুসলিম, ৩খ., পৃ. ৮০)।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন, এখন আমার নিকট দান করিবার মত কিছুই নাই। আমার নামে কোথাও হইতে ঋণ করিয়া লও। আমি তোমার পক্ষ হইতে সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব। উমার (রা) সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতখানি ভার বহন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কথাটি মহানবী (স)-এর পছন্দ হয় নাই। তখন উপস্থিত অন্য একজন সাহায্যপ্রার্থী লোকটিকে ঋণ দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহানবী (স)-এর চেহারা প্রফুল্লতায় ভরিয়া উঠিল (কাদী ইয়াদ, আশ-শিফা, ১খ., পৃ. ২৩৩)।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনটিই ছিল উদারতায় পরিপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার উদার চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন উদারতার মূর্ত প্রতীক।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে দাস-দাসীদিগকে অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন করা হইত। তাহাদিগকে মানুষরূপে গণ্য করা হইত না। মহানবী (স) তাহাদের প্রতি উদারতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এখানে উল্লিখিত হাদীছগুলি ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন দাস-দাসীদিগকে এইরূপ না বলে, আমার আব্দ বা দাস, আমার দাসী বরং বলিবে, আমার ছেলে বা মেয়ে কিংবা আমার কাজের ছেলে (বুখারী, পৃ. ৫০৯)

মহানবী (স) দাস-দাসীদের ব্যাপারে বলিতেন, এই দাস-দাসিগণও তোমাদের মত মানুষ এবং তোমাদেরই ভ্রাতা-ভগ্নী যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীন করিয়াছেন। তোমরা নিজেরা যাহা খাও তাহাদিগকে তাহাই খাইতে দিবে। নিজেরা যাহা পরিধান কর তাহাদিগকে তাহাই পরিধান করাইবে এবং তাহাদিগকে সাধ্যের অধিক কাজ দিবে না। অগত্যা যদি দিতেই হয় তাহা হইলে নিজেরাও সহায়তা করিবে (তিরমিযী, ৮খ., পৃ. ১২৬)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও খাদেম তাহার নিকট খাবার নিয়া আসিলে সে যদি তাহাকে সাথে নাও বসায়, তাহা হইলে অন্তত এক বা দুই লোকমা খাবার তাহার মুখে তুলিয়া দিবে। কেননা সে এই খাবার পরিবেশনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে (বুখারী, পৃ. ৫০৭; তিরমিযী, ৮খ., পৃ. ৪৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দাসকে প্রহার করিতে দেখিলে তাহাকে সাবধান করিয়া বলিতেন, মনে রাখিও! তোমার প্রতিপালক তোমার উপর আরও ক্ষমতাবান (তিরমিযী, ৮খ., পৃ. ২৯)।

মহানবী (স) আরও বলিতেন, যে ব্যক্তি তাহার দাস-দাসীকে মারে কিংবা কোনরূপ প্রহার করে, তাহার এইরূপ আচরণের প্রতিকার হইল সেই দাস-দাসীকে মুক্তি প্রদান (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৪)।

আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের মেযাজের অনুসারী তোমরা তাহাদিগকে সেই খাদ্য খাওয়াইবে যাহা তোমরা খাইবে এবং তাহাদিগকে সেইরূপ কাপড় পরিধান করাইবে যাহা তোমরা পরিধান করিবে। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের মতের অনুসারী নয় তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া দিবে, তবে আল্লাহর মাখলুককে কষ্ট দিবে না (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৩৪৩)।

অষ্টম হিজরীতে তায়েফবাসীদের অবরোধকালে কিছু দাসী ইসলাম কবুল করে। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে মুক্ত করেন। পরবর্তীতে তায়েফবাসীরা যখন ইসলাম কবুল করে তখন তাহারা ঐ সকল দাসীদের ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করে। তখন মহানবী (স) ঘোষণা করিলেন। "না, তাহারা আল্লাহর মুক্ত বান্দা" (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন্নবী (স), ৪খ., পৃ. ১০১)।

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, কাফিরদের কয়েকজন ক্রীতদাস হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে চলিয়া আসিল। তাহাদের মালিকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইল, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম! ঐ সমস্ত ক্রীতদাসগুলি তোমার দীনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসে নাই বরং তাহারা দাসত্বের শৃংখল হইতে মুক্তি হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। কয়েকজন সাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের মালিকেরা সত্যই

বলিয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে তাহাদের মালিকের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিন। মহানবী (স) অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ

ما اراكم تنتهون يامعشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم .

"হে কুরায়শ দল! আমি দেখিতেছি, তোমরা ততক্ষণ গোঁড়ামী হইতে বিরত হইবে না যতক্ষণ আল্লাহ তোমাদের ঘাড়ে এই কারণে আঘাত হানিবার জন্য কাহাকেও প্রেরণ না করেন"।

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং ঘোষণা দিলেন, "তাহারা হইল আল্লাহর আযাদকৃত" (আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৬৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) গনীমতের সম্পদ হইতে দাস-দাসীদিগকে দান করিতেন। সদ্য আযাদ গোলামদের যেহেতু কোন অর্থকড়ি থাকিত না, সেহেতু গনীমতের মাল হইতে তিনি সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দান করিতেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (স), ২খ., পৃ. ২৩৩)।

তৎকালে লোকেরা গোলামদের বিবাহ দিত এবং যখন ইচ্ছা জোরপূর্বক তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দিত। এক ব্যক্তি গোলামের সাথে স্বীয় দাসীর বিবাহ দিল, পরে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইতে চাহিল। গোলামটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আসিয়া অভিযোগ করিল। তিনি মিম্বরে আরোহণ করিয়া খোতবা দিলেন, লোকেরা গোলামদের বিবাহ দেওয়ার পর কেন বিচ্ছেদ ঘটাইতে চায় অথচ বিবাহ এবং তালাকের এখতিয়ার কেবল স্বামীর (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (স), ২খ., পৃ. ২৩৩)

উপরিউক্ত বর্ণনা এবং ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অতিশয় উদার। উদারতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্ব ইতিহাসে ইহার চাইতে উৎকৃষ্ট উপমা আর কী হইতে পারে?

রাসূলুল্লাহ (স) নারীদের প্রতি উদারতা দেখাইতেন গিয়া বলেন, নারীরা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সমতুল্য। যদি তুমি তাহা সোজা করিতে যাও তাহা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর তুমি যদি তাহা ফেলিয়া রাখ (সোজা করিবার চেষ্টা না কর) তাহা হইলে তাহার বাঁকা অবস্থায় তুমি ফায়দা উঠাইতে পারিবে না (তিরমিযী, ৫খ., পৃ. ১৬৩)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদার মনোভাব শুধু মানবকুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জীব-জন্তুর প্রতিও উদারতা দেখাইয়া বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে উহার বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ

রাসূলুল্লাহ (স) পশুর মুখমণ্ডলে উত্তপ্ত লোহার দাগ লাগানো এবং ইহার মুখের উপর আঘাতকারীকে অভিশাপ দিয়াছেন (আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ২৭)। তিনি বিনা প্রয়োজনে পশুর পিঠে বসিতে এবং পশুকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২৬-২৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমরা মোরগকে মন্দ বলিও না। কেননা সে ঊষাকালে সালাতের জন্য মানুষকে জাগাইয়া দেয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনিবে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে। কেননা ইহারা রহমতের ফেরেশতা দেখিয়া ডাকে (আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৩২৯)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) চার শ্রেণীর প্রাণীকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন ঃ পিপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ ও চড়ুই পাখি। যেহেতু ইহারা কোন ক্ষতি করে না, বরং উপকার করে (আবূ দাঊদ, ৪খ., পৃ. ৩৬৯)।

একদা রাসূলুল্লাহ (স) এমন একটি উটের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন যাহার পেট ও পিঠ অনাহারে একত্র হইয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া মহানবী (স) বলিলেন, তোমরা এইসব বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। ইহাদিগকে দানাপানি দিয়া সুস্থ-সবল রাখ (আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ২৩)।

একদা রাসূলুল্লাহ (স) এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করেন এবং সেখানে একটি উট দেখিলেন । মহানবী (স)-কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উটটি ক্রন্দন করিতে লাগিল। উহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (স) উহার কাছে গেলেন এবং উহার মাথার পিছন দিকে হাত রাখিয়া দুই কানের গোড়া পর্যন্ত মুছিয়া দিলেন। তাহাতে উহা চুপ হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উটটি কাহার? ইহার মালিক কে? আনসার সম্প্রদায়ের এক যুবক বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আমার উট। মহানবী (স) বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে এই চতুষ্পদ জন্তুটির মালিক করিয়াছেন। তুমি কি ইহার তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর না? ইহা আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে, তুমি ইহাকে অভুক্ত রাখ এবং ইহাকে কষ্ট দাও (আবু দাউদ, ৩খ., পৃ. ২৩)।

• আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়ার জন্য যান। আমরা সেখানে একটি চড়ুই পাখি দেখিতে পাই যাহার দুইটি বাচ্চা ছিল। আমরা চড়ুই পাখির বাচ্চা দুইটিকে ধরিয়া ফেলি, যাহার ফলে পাখিটি ডানা মেলিয়া উড়িতে থাকে। এমন সময় নবী করীম (স) আসিলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই চড়ুই পাখিটিকে ইহার বাচ্চা লইয়া কে বিব্রত করিতেছে ? ইহার কাছে তাহার বাচ্চাগুলিকে ফিরাইয়া দাও (আবূ দাঊদ, ৪খ., পৃ. ৩৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক সাহাবী আসিলেন। তাঁহার চাদরের নিচে কয়েকটি পাখির বাচ্চা ছিল। মহানবী (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাখির বাচ্চা কোথা হইতে লইয়া আসিয়াছ ? সাহাবী বলিলেন, ঝোপের ভিতর হইতে আওয়াজ আসিতেছিল। যাইয়া দেখি পাখির বাচ্চা, সেই জায়গা হইতে লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বাচ্চাগুলিকে যথাস্থানে রাখিয়া আসার জন্য সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (স), ২খ., পৃ. ২৩৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) এক সফরে সাহাবীদিগকে এমন এক জায়গায় আগুন জ্বালাইতে দেখিলেন, যেখানে পিঁপড়ার বাসা ছিল। তিনি বলিলেন ঃ

انه لا ينبغى ان يعذب بالنار إلا رب النار .

"আগুন দিয়া কাহাকেও শাস্তি দেওয়া কেবল আগুনের মালিক ছাড়া আর কাহারও অধিকার নাই" (আবূ দাঊদ, ৪খ., ৩৬৯)

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমরা যখন হত্যা করিবে দয়ার্দ্রতার সাথে হত্যা করিবে। আর যখন যবেহ করিবে দয়ার সাথে যবেহ করিবে। তোমাদের সকলেই যেন তাহার ছুরি ধার করিয়া নেয় এবং তাহার যবেহকৃত জন্তুকে আরাম দেয় (মুসলিম, ৩খ., পৃ. ৪১০)।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে উদারতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, দেশ, কাল ও পাত্রের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে তাঁহার উদারনীতি ছিল সর্বব্যাপী। প্রকৃতপক্ষে মহানবী (স) ছিলেন অতিশয় উদার। কুরআনুল-কারীমে এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল আসিয়াছেন। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে, উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১২৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইমাম বুখারী, আস্-সাহীহ, ১ম সংস্করণ, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৯৯৭ খৃ. / ১৪১৭ হি.; (৩) ইমাম মুসলিম, আস্-সাহীহ, দারুল-হাদীছ, কায়রো, ১ম সং ১৯৯৭ খৃ. / ১৪১৮ হি.; (৪) ইমাম তিরমিযী, আল জামে' আস্-সাহীহ, বৈরূত, ১ম সং ১৯৯৫ খৃ. / ১৪১৫ হি.; (৫) ইমাম আবূ দাঊদ, আস্-সুনান, দারুল-হাদীছ, কায়রো, তা.বি.; (৬) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, দারু ইহয়াইত-তুরাছিল আরাবী; (৭) ইমাম নববী, রিয়াদুস-সালিহীন, বৈরূত, ১ম সং ১৯৯৮ খৃ. / ১৪১৮ হি.; (৮) মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল-কুরআন, দেওবন্দ ১৩৯২ হি.; (৯) ইমাম বুরহান উদ্দীন, আস্ সীরাতুল, বৈরূত, তা.বি.; (১০) মুল্লা মজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তফা, দিল্লী, ১৯৫৭ ইং; (১১) ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.; (১২) ইব্ন জারীর, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, বৈরূত, তা.বি.; (১৩) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল-মা'আদ, বৈরূত, ১৯৫০ খৃ.; (১৪) ইব্ন কাছীর, আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, বৈরূত, ৭ম সং. ১৯৯৬ খৃ.; (১৫) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত ১৯৬০ খৃ.; (১৬) আল-ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, বৈরূত, ৩য় সং. ১৯৮৪ খৃ.; (১৭) ইবনুল-জাওযী, আল- ওয়াফা বিআহ'ওয়ালিল মুস্তফা, লাহোর ২য় সং., ১৯৭৭ খৃ.; (১৮) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, বৈরূত, ২য় সং., ১৯৯৫ খৃ. / ১৪১৬ হি.; (১৯) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী (স), করাচী, ১ম সং. ১৯৮৫ খৃ.; (২০) কাদী ইয়াদ, আশ্-শিফা, দামিশ্ক, তা.বি.; (২১) আস্-সুহায়লী, আর-রাওদুল- উনুফ, কায়রো, তা.বি.; (২২) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহহুস-সিয়ার, বাংলা অনু. ই.ফা.বা., ১৯৯৬ খৃ.; (২৩) মুহাম্মাদ আল-খিদরী, নূরুল-ইয়াকীন, বৈরূত, ১ম সং., ১৯৭৮ খৃ. /১৩৭৮ হি.; (২৪) মুহাম্মদ রিদা, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স), বৈরূত ১৯৯৭ খৃ.।

অলিউল্যাহ হাছান

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহানুভবতা

দাসদের প্রতি

দাসপ্রথা বিশ্ব সভ্যতার এক নির্মম অভিশাপ। মানবতার দুর্বল ও অসহায় শ্রেণীর মধ্যে দাসদের অবস্থান একেবারে নিচে। অসম সামাজিক সম্পর্কের চরম নিদর্শন দাসত্ব প্রথা। দাসের একমাত্র পরিচয়, সে তাহার প্রভুর সম্পত্তি। তাহার উপর প্রভুর অবাধ কর্তৃত্ব ছিল সমাজ স্বীকৃত। সামাজিক ক্ষেত্রে দাস ঘৃণার পাত্র এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার ভূমিকা নীরব দর্শকের। দাস-দাসীকে বাধ্যতামূলক পরিশ্রম করিতে হইত। বিশ্ব ইতিহাসের দিকে নজর দিলে প্রায় প্রতিটি জনপদে দাস-দাসীদের করুণ জীবনের বীভৎস চিত্র ভাসিয়া উঠে। ইউরোপে যাহারা দাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাদের কোন প্রকার সম্পত্তি থাকিত না। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল দাসপ্রথাকে নানা যুক্তির আশ্রয়ে সমর্থন করিয়া বলেন, দাসগণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার সজীব শক্তি, মনিব শ্রেণীর সেবার জন্য দাস-দাসী প্রয়োজন, দাসগণ অক্ষম বলিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং পরাজিতরা বিজয়ীদের সেবা করিবে ইহাই স্বাভাবিক। শক্তিমত্তা-বিজয়ী জাতির লোকেরা বিজিত জনগোষ্ঠীর নারী-শিশু-যুবকদের গোলামীর জিঞ্জীরে বাঁধিয়া তাহাদের রক্ত, শ্রম ও মেধার বিনিময়ে নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছে গগনচুম্বী অট্টালিকা ও আয়েশি বালাখানা। শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারীরা নিজেরা রাজা-বাদশাহ-সম্রাট হইয়া আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যাসন ও প্রমোদ ভ্রমণে শাহী জীবন যাপন করিয়াছে। অপরদিকে বিজিত জাতির নারী-পুরুষগণ জীবন অতিবাহিত করিয়াছে প্রভুর সেবায় ক্ষেতে-খামারে, দুর্গাভ্যন্তরে, জঙ্গল পরিষ্কারে, সড়ক নির্মাণে অথবা কয়লা খনিতে। ভারতের অচ্ছ্যুত ও দলিত শ্রেণী, মিসরে বন্দী বানূ ইসরাঈল, আরবের গোত্র-পচিয়হীন দাস-দাসী এবং রোমান সাম্রাজ্যের অরোমান বিজিত জনগণ এই দুঃসহ স্মৃতির বেদনাময় সাক্ষর। ভারতবর্ষে আর্যরা অনার্যদের দাস বলিয়া গণ্য করিত, দাস পিতা-মাতার সন্তান দাস হিসাবে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হইত। অনেক সময় অর্থাভাবে কেহ কেহ দাসত্বের শৃঙ্খল পরিতে বাধ্য হইত। অবস্থাসম্পন্ন ভদ্র লোকেরা সামান্য মূল্য দিয়া দাস-দাসী জন্মের মত ক্রয় করিয়া রাখিত। ইয়াহূদী, রোমান, গ্রীক, পারসিক ও প্রাচীন জার্মান জাতি, যাহাদের সমাজ ব্যবস্থা ও আইন-কানূন আধুনিক সভ্যতার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাহারাও দাস প্রথাকে একটি অনিবার্য সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল এবং তাহাদের সমাজে ভূমিদাস ও গৃহভৃত্য এই দুই প্রকারের দাসপ্রথা

প্রচলিত ছিল। কেবল ইতালীতে ১৪৬ খৃস্টপূর্ব হইতে ২৩৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন মানুষের সংখ্যা দাস-দাসীর এক-তৃতীয়াংশ ছিল। অগাস্টাসের সময় একটি স্বাধীন মানুষ ইচ্ছাপত্র (Will) দ্বারা ৪১১৬ জন দাস-দাসী রাখিয়া গিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্যে দাস-দাসীর উপর প্রভুর এমন নিরংকুশ ক্ষমতা ছিল যে, প্রভু ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে হত্যাও করিতে পারিত। এইজন্য তাহাদিগকে কোথাও জওয়াবদিহি করিতে হইত না। কখনও কখনও দাস-দাসীদিগকে শৃঙ্খলিত ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় নির্মমভাবে চাবুক মারা হইত এবং অনেক সময় ক্রীতদাসিগণ শোচনীয়ভাবে প্রভুর কামলিপ্সার শিকারে পরিণত হইত।

হযরত মুহাম্মাদ (স) ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহামানব যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম সহানুভূতি ও মহানুভবতা দেখাইয়া দাসপ্রথা উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দাসপ্রথাকে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পূর্ণ অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদন করেন। যুদ্ধবন্দী অথবা দাস পিতা-মাতার গৃহে জন্ম হওয়াই দাসত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া ইসলাম বিবেচনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগে সমাজ ব্যবস্থা ও বিশ্বপরিস্থিতি এমন ছিল যে, হঠাৎ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করিতে গেলে সমাজে অকল্পনীয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইত। দাস-দাসীর কল্যাণের পরিবর্তে উহা সর্বনাশা অকল্যাণ ডাকিয়া আনিত।

দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক হযরত মুহাম্মাদ (স) সুবিন্যস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে দাসপ্রথা নির্মূলে অগ্রসর হন। দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি সমাজে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলেন, মানুষের মন-মেযাজকে তৈরি করেন, বঞ্চিত মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি করেন এবং দাসমুক্তিকে ইবাদতরূপে চিহ্নিত করেন। দাস-দাসীদের প্রতি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানবিক আচরণের মাধ্যমে তিনি তাহাদিগকে মানুষ পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং তাহাদিগকে পরিবারের সদস্যরূপে বিবেচনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এই পদ্ধতি দাসপ্রথা উচ্ছেদের পথে কাঙ্ক্ষিত ফল বহন করিয়া আনে। প্রাচ্যবিদরাও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রবর্তিত পদ্ধতির প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। Leyden বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Snouck Hurgronje-এর বক্তব্য এই ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য ঃ

'Setting slaves free is one of the most meritorious works and the same time a regular atonement for certain transgressions of the sacred law. According to the Mohammedan principle, slavery is destined to disappear from the world'.

'দাসদের মুক্তিদান ইসলামের একটি পুণ্যকর্ম এবং অনেক ধর্মীয় আইন লঙ্ঘনের ইহা একটি সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পদ্ধতি অনুসরণে দাসপ্রথা পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইতে বাধ্য' (ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, সমাজ বিজ্ঞান, পৃ. ১১৪-৫; মোঃ ইমতিয়াজ উদ্দিন, সমাজ বিজ্ঞান, ১ পত্র, পৃ. ১১৩-৪; শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল, সত্তর বছর-আত্মজীবনী, পৃ. ৪৫; সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, পৃ. ৭৮-৮৬)।

জাহিলী যুগে গোত্র-পরিচয়বিহীন দাস-দাসীরা প্রতিটি আরব গোত্রের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হইত। কেননা তাহাদের রক্ষার জন্য স্বগোত্রীয় শক্তি ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্মের প্রাক্কালে জালিম কুরায়শগণ যাহাদের উপর নির্মম নিগ্রহ ও বর্বর নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে তাহারা হইল এই দাসশ্রেণী। বিশ্বইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ (স) সর্বপ্রথম প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার এই দাসপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি দাস-দাসীদেরকে তাহাদের মৌলিক অধিকার প্রদানের জন্য বাস্তবতার নিরিখে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেন। 'ইবাদতের মধ্যে দাসমুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেন; এমনকি মৃত্যু সায়াহ্নে জীবনের সর্বশেষ ওসিয়াতে তাহাদের অধিকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করিতে ভুলেন নাই। সমাজের নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষের কল্যাণ সাধনায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় 'হিলফুল ফুযূল'-এর মাধ্যমে কৈশোর কালে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যেই মহৎ প্রয়াসের সূচনা, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা ছিল সাফল্যের সহিত অব্যাহত। সেই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (স) মক্কায় যখন ইসলামের দা'ওয়াতের সূচনা করেন তখন কুরায়শ সর্দারগণের তুলনায় কুরায়শদের দাস-দাসিগণ সর্বপ্রথম দীনের ডাকে সাড়া দেন। সেই কারণে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা), খাব্বাব ইব্ন আরাত (রা), বিলাল ইব্ন রাবাহ্ (রা), 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা), সুহায়ব ইব্ন সিনান (রা), আবূ ফুকায়হা (রা), 'আমের ইব্ন ফুহায়রা (রা), সালিম ইব্ন মা'কিল (রা) প্রমুখ দাসদের মধ্যে এবং সুবায়নাহ (রা), যুনায়রাহ (রা), নাহদিয়াহ (রা), উম্মু 'আবিস (রা) এবং সুমায়্যা (রা) প্রমুখ দাসীদের মধ্যে প্রথমে ইসলামের ছায়াতলে আসেন। যেইসব দাস-দাসী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্নেহছায়ায় লালিত-পালিত হইয়াছেন, প্রত্যেকে ইসলামের অনুরাগে ও মহব্বতে কঠিন হইতে কঠিনতর কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়াছেন, এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (স) সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী দাস-দাসীদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহ, মমতা ও দয়া প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার ভালবাসা ও মহানুভবতা ছিল সর্বপ্লাবী। নিজ সন্তান ও দাস-দাসীর সন্তানের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করিতেন না। তাঁহার মালিকানায় কোন দাস-দাসী আসিলে তিনি অচিরেই তাহাদের মুক্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের স্নেহ-মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিত না। স্বীয় মাতা-পিতা, গোষ্ঠী-গোত্র ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর গোলামী করাকে জীবনের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন।

যায়দ ইব্ন হারিছা ছিলেন ক্রীতদাস। হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) তাঁহার ফুফু খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ-এর জন্য মক্কার 'উকায মেলা হইতে যায়দ ইব্ন হারিছাকে চার শত দিরহামে ক্রয় করেন। হযরত খাদীজা (রা) তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে হাদিয়া হিসাবে পেশ করেন। সেই সময় তাঁহার বয়স ছিল আট বৎসর। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে আযাদ করিয়া পরিবারের সদস্যভুক্ত করেন। মক্কার সাধারণ মানুষ তখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে 'যায়দ ইব্ন মুহাম্মাদ' বলিয়া সম্বোধন করিত। যায়দ ইব্ন হারিছার পিতা সংবাদ পাইয়া অর্থের বিনিময়ে তাহাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে আসেন। বিষয়টি তিনি যায়দের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেন। যায়দ ইব্ন হারিছা আল্লাহ্র রাসূলের মমতার বন্ধন ত্যাগ করিয়া

পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃতি জানান। যায়দ ইব্ন হারিছা নবীগৃহে রাসূলের আদর্শে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। কোন এক অভিযান সমাপণ করিয়া যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন 'আইশা (রা)-এর ঘরে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। যায়দ (রা) আসিয়া দরজা খট্‌খট্ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) আনন্দের আতিশয্যে শরীরের চাদর টানিতে টানিতে অনেকটা অনাবৃত দেহেই তাঁহার দিকে আগাইয়া গেলেন। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ইহার পূর্বে কখনও আর তাঁহাকে নগ্ন শরীরে দেখি নাই। তিনি যায়দকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন এবং তাঁহাকে চুম্বন দিলেন।

যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর ছেলে উসামাকে রাসূলুল্লাহ্ (স) এতই ভালাবসিতেন যে, নিজ হস্তে তাহার নাক পরিষ্কার করিয়া দিতেন। অত্যধিক স্নেহের কারণে তিনি বলেন ঃ "উসামা যদি বালিকা হইত তবে আমি নিজ হাতে তাহাকে স্বর্ণালংকার পরাইতাম।" সাফীনা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা)-এর ক্রীতদাস। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এই শর্তে আযাদ করিতেছি যে, তুমি আজীবন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমত করিবে। সাফীনা (রা) বলিলেন, যদি আপনি এইরূপ শর্ত আরোপ নাও করেন তবুও আমি যত দিন জীবিত থাকিব রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমত হইতে বিরত থাকিব না। অতঃপর উম্মু সালামা (রা) তাহাকে এই শর্তে আযাদ করিয়া দেন (জামি' তিরমিযী, ৫খ., পৃ. ১৬১; সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৬১-৩; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২৩২; সা'ঈদ আহমাদ, গোলামানে ইসলাম, পৃ. ৩৮-৪৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) দাস-দাসীদের মুক্তিদান এবং তাহাদের সহিত সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহারকে ইসলামী জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। দাস-দাসীদের মুক্তিদান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বড় ইবাদত এবং অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। কেননা ইহার ফলে একজন মানুষের জীবন সুসংহত হয়, সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয় এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বালাদে দাসমুক্তিকে ঘাঁটি হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে (দ্র. ৯০ ঃ ১১-১৩)। ঘাঁটি যেমন শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় তেমনি দাসমুক্তির মত সৎকর্ম পরকালের আযাব হইতে মানুষকে রক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ "কেহ কোন মুসলিম গোলাম আযাদ করিলে আল্লাহ্ সেই গোলামের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তাহার এক একটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হইতে নাজাত দিবেন।" নরহত্যার কারণে নিজের উপর যাহারা জাহান্নাম অবধারিত করিয়াছে নরকাগ্নি হইতে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) গোলাম আযাদ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ফলে মক্কার বিপজ্জনক দিনগুলিতেও হযরত খাদীজা (রা), হযরত আবূ বকর (রা) এবং অপরাপর বিত্তশালী সাহাবিগণ নগদ অর্থের বিনিময়ে কাফিরদের নিকট হইতে দাস-দাসী ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়াছেন।

মদীনায় হিজরতের পরও মুসলমানদের মধ্যে দাস-দাসী মুক্ত করিয়া দেওয়ার হিড়িক পড়িয়া যায়। হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবূল করিয়া মুসলমান হওয়ার পর এক শত দাস-দাসী মুক্ত করিয়া দেন। হযরত 'আইশা (রা) এক কসমের

কাফফারায় চল্লিশজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া দেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) এক হাজার এবং 'আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ত্রিশ হাজার দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়াছেন। সূর্যগ্রহণ ও আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন প্রকাশকালে সাহাবীগণ দাস-দাসী আযাদ করিয়া দিতেন। যেইসব দাস-দাসী মনিবের নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও মূল্যবান সেইগুলি আযাদ করিয়া দেওয়া অতি উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর্যুক্ত হাদীছ শুনিয়া 'আলী ইব্ন হুসায়ন (রা), যিনি ইমাম যায়নুল 'আবেদীন নামে সমধিক পরিচিত, তাঁহার একটি আর্ষণীয় গোলামকে বিনা মূল্যে আযাদ করিয়া দেন। উক্ত গোলাম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) তাহার নিকট হইতে দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। তামীম গোত্রের পক্ষ হইতে একবার সাদাকার মাল আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা তো আমার কওমের সাদাকা। 'আইশা (রা)-র অধীনে তাহাদের একটি বন্দিনী ছিল। তাহাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ "তাহাকে মুক্ত করিয়া দাও। কেননা সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর।"

দাস-দাসীদের নৈতিক চরিত্র গঠন এবং শিষ্টাচার, আদব ও সৌজন্যবোধ শিক্ষা দেওয়ার উপর রাসূলুল্লাহ্ (স) সমধিক গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। কারণ তাহাদের চারিত্রিক শৈথিল্য সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা করিতে পারিত। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহাকে চাবুক লাগাইবে। আবার ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে তাহাকে চাবুক লাগাইবে। তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বলিয়াছেন, এক গাছি রশির বিনিময় হইলেও তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি তাহার দাস-দাসীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে, অথচ সে ইহা হইতে পবিত্র; কিয়ামতের দিন মনিবকে এইজন্য বেত্রাঘাত করা হইবে। যে ব্যক্তি কাহারও দাস-দাসীকে তাহার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়, সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।

কাহারও যদি একটি দাসী থাকে আর সে যদি তাহাকে প্রতিপালন করে, তাহার সহিত সদাচরণ করে, তাহাকে উত্তমরূপে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাহাকে মুক্তি দিয়া বিবাহ করে, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়াছেন। আর যে গোলাম আল্লাহ্র হক ('ইবাদত) আদায় করে এবং মনিবের হকও (আনুগত্য) আদায় করে, সেও দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করিবে। গোলাম তাহার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে তাহার দায়িত্বাধীন বিষয়ে আখিরাতে আল্লাহ্র দরবারে জিজ্ঞাসিত হইবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যাহার হস্তে আমার প্রাণ তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, হজ্জ এবং আমার মাতার সেবার মত উত্তম কাজ যদি না থাকিত তাহা হইলে ক্রীতদাসরূপে মারা যাওয়াই আমি পছন্দ করিতাম। আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায়ে স্বীয় গোলামকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় আসিতেছিলেন। কিন্তু পথে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। মদীনায় পৌঁছিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে বসা ছিলেন। গোলামটি হাযির হইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

يا ابا هريرة هذا غلامك قد اتاك .

"হে আবূ হুরায়রা! দেখ, তোমার গোলাম আসিয়া গিয়াছে"।

আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তাহাকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ করিয়া দিলাম (সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ৩০১-২, ৩০৭-৮, ৩১১, ৩১৬-৭, ৩১৯-৩২০; সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৭৪-৬, ৬১৯-৬২১; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ৬খ., পৃ. ১৫৮)।

দাস-দাসী মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) যেইসব কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'কিতাবাত' ও 'তাদবীর'। বহু সাহাবী এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দাস-দাসীদের মুক্তি প্রদান করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে দাস-দাসী কর্তৃক মনিবের সহিত আযাদী লাভের যেই চুক্তি করা হয় তাহাকে কিতাবাত (كتابت) বলা হয়। যেই ক্রীতদাস আযাদীর জন্য অর্থ প্রদান করিবার চুক্তি করিল তাহাকে 'মুকাতাব' (مكاتب) এবং যেই মনিব আযাদী প্রদানের চুক্তি করিল তাহাকে 'মুকাতিব' (مكاتب) বলে। আর যেই অর্থের বিনিময়ে আযাদীর চুক্তি হইয়াছে উহাকে 'বাদাল আল-কিতাবাত' (بدل الكتابت) বলা হয়। হযরত সালমান ফারসী (রা) ও বারীরা (রা) এই পদ্ধতিতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) তাঁহার এক ক্রীতদাসের সহিত পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুকাতাবাত করিয়াছিলেন, অতঃপর কিতাবাতের শেষের দিকে পাঁচ হাজার দিরহাম কমাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে তাঁহার মুকাতাবদের সঙ্গে 'মুক'াত'আ' (مقاطعة) অর্থাৎ কামাইবার চুক্তি করিতেন। 'কিত'আ' (قطاعة) অর্থ কর্তন করা। ইহার দ্বারা ক্রীতদাস মনিবের তাগাদাকে কাটিয়া দেয় অথবা মনিব গোলামীর রজ্জু কাটিয়া দিয়া গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়। ইহা এইরূপ ঃ মনিব চুক্তি করিয়াছে মুকাতাবের সহিত, এক বৎসরে দুই কিস্তিতে এক হাজার টাকা দিলে মনিব মুকাতাবকে আযাদ করিয়া দিবে। অতঃপর মনিব বলিল, আমাকে নগদ পাঁচ শত টাকা দাও, অবশিষ্ট পাঁচ শত টাকার দাবি আমি ছাড়িয়া দিলাম, তুমি পাঁচ শত টাকা শোধ করিলে আযাদ হইয়া যাইবে। ইহাকে 'কিত'আ' (قطاعة) বলা হয়।

অপরদিকে যেই ক্রীতদাস-দাসীকে তাহার মনিব বলে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ হইয়া যাইবে' এই অবস্থায় ক্রীতদাস হইবে 'মুদাব্বার' (مدبر); মনিবকে বলা হয় 'মুদাব্বির' (مدبر) এবং উক্ত কর্মকে বলা হয় 'তাদবীর' (تدبير)। ইমাম মালিক (র)-এর মতে মুদাব্বারকে বিক্রয় করা জাইয নহে এবং কাহারও পক্ষে তাহাকে খরিদ করাও জাইয নহে। কিন্তু মুদাব্বার যদি নিজেকে মনিব হইতে ক্রয় করিয়া লয় তবে ইহা জাইয হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুদাব্বারকে বিক্রয় করা যাইবে না। দাস-দাসী যদি মালদার না হয় মুক্তিপণের (কিতাবাত) অর্থ অন্যের নিকট চাহিতে পারিবে। এক্ষেত্রে অর্থ দান করিয়া মুকাতাবকে আযাদী লাভে সহায়তা করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ।

জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ ইব্‌ন মুসতালিক একদিন আল্লাহ্‌র রাসূলের খিদমতে আসিয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ। আর আমার ব্যাপারটি আপনার নিকট গোপন নয়। আমি যুদ্ধবন্দী হিসাবে ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাসের ভাগে পড়িয়াছি

এবং আমি তাহাকে মুক্তিপণ (কিতাবাত) দিয়া বন্ধনমুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি। এইক্ষণে আমি আমার মুক্তিপণের অর্থের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেনঃ তুমি কি ইহার চাইতে উত্তম কোন প্রস্তাবে সম্মত আছ? জুওয়ায়রিয়া বলিলেন, তাহা কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বলেন ঃ আমি তোমার পক্ষ হইতে তোমার সমুদয় মুক্তিপণ পরিশোধ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। তখন জুওয়ায়রিয়া (রা) বলেন, আমি ইহাতে রাযী আছি। জনগণ যখন জানিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) জুওয়ায়রিয়া (রা)-কে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাহাদের হস্তে বানূ মুসতালিকের যত বন্দী ছিল সকলকে মুক্ত করিয়া দেন এবং তাহারা বলেন, ইহারা তো রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর শ্বশুর বংশের লোক। 'আইশা (রা) বলেন ঃ

ما رأينا امراة كانت اعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مائة اهل بيت من بنى المصطلق .

"জুওয়ায়রিয়ার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কোন মহিলাকে আমি দেখি নাই যাহার কারণে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা এত উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার জন্যই বনূ মুসতালিকের এক শত বন্দী মুক্তি পায়।"

বারীরা (রা) ছিলেন একজন ক্রীতদাস। প্রতি বৎসর এক উকিয়া (اوقية) চল্লিশ দিরহামের সমপরিমাণ) করিয়া নয় উকিয়া আদায় করিবার শর্তে মনিবের সহিত কিতাবাতের চুক্তি করেন। তিনি একবার হযরত 'আইশা (রা)-এর নিকট মুকাতাবাতের ব্যাপারে সাহায্য চাহিতে আসিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি মুকাতাবাতের অর্থ হইতে কিছুই আদায় করেন নাই। 'আইশা (রা) বলিলেন, তোমার মালিক পক্ষ সম্মত হইলে আমি উক্ত পরিমাণ অর্থ এককালীন প্রদান করিয়া তোমাকে আযাদ করিতে পারি এবং তোমার ওয়ালা (অভিভাবকত্ব) হইবে আমার জন্য। তিনি তাঁহার মালিকের নিকট গেলেন। তাহারা উক্ত শর্ত মানিতে অস্বীকার করিল এবং বলিল, তিনি যদি তোমাকে আযাদ করিয়া ছওয়াব পাইতে চাহেন, তবে তাহা করিতে পারেন, কিন্তু ওয়ালা আমাদের থাকিবে। 'আইশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পেশ করিলে তিনি বলিলেনঃ তুমি তাহাকে খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দাও। কেননা যে-ই ব্যক্তি আযাদ করিবে সে-ই ওয়ালার অধিকারী হইবে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (স) সাহাবীগণের সমাবেশে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্র হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করিলেন এবং বলিলেন ঃ

ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله فايما شرط كان ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط فقضاء الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولى الولاء انما الولاء لمن اعتق .

"তোমাদের কিছু লোকের কী হইল? এমন সব শর্ত তাহারা আরোপ করে যাহা আল্লাহ্র কিতাবে নাই। এমন কোন শর্ত যাহা আল্লাহ্র কিতাবে নাই তাহা বাতিল, এমনকি শর্তটি শর্ত হইলেও। কেননা আল্লাহ্র হুকুমই যথার্থ এবং আল্লাহ্র শর্তই নির্ভরযোগ্য। তোমাদের কিছু

লোকের কী হইল? তাহারা বলে, হে অমুক! তুমি আযাদ করিয়া দাও, ওয়ালা আমারই থাকিবে। অথচ যে আযাদ করিবে সে-ই হইবে ওয়ালার অধিকারী।"

যেই দাসী মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করে তাহাকে বিক্রয় বা দান করা নিষিদ্ধ এবং মনিবের মৃত্যুর পর আপনাআপনি সে আযাদ হইয়া যাইবে। শরী'আতের পরিভাষায় এইরূপ দাসীকে বলা হয় উম্মু ওয়ালাদ (সন্তানের মাতা)। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ কিয়ামতের একটি আলামত এই যে, দাসী তাহার মনিবকে প্রসব করিবে (মু ওয়াত্তা ইমাম মালিক, বাংলা অনু., ২খ., পৃ. ৪৫২-৩, ৪৬৯-৪৮০, ৫০৮, ৫১৫; সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ৩০৮-৩১০, ৩২৫-৩৩১; সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., পৃ. ৪৩৪-৬; সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৫৯-৭১)।

দাস-দাসীদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে সম্মানজনক শব্দ ব্যবহারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা অমার্জিত শব্দে সম্বোধন করিলে তাহাদের হৃদয় আহত হইতে পারে। তিনি দাস-দাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের কেহ নিজের মনিবকে 'আমার প্রভু' (ربى) বলিবে না বরং বলিবে, 'আমার মনিব' (سيدى), 'আমার অভিভাবক' (مولاى) এবং দাস-দাসীদের মালিকদের বলেন, তোমাদের কেহ তাহাদেরকে 'আমার দাস' (عبيدى), 'আমার দাসী' (امتى) বলিবে না, বরং বলিবে, 'আমর যুবক' (فتاى), 'আমার যুবতী' (فتاتى) 'আমার খাদেম' (غلامى) কেননা তোমরা সবাই দাস ও দাসী এবং প্রকৃত রব্ হইলেন-মহান আল্লাহ্ তা'আলা (সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ৩১৮; সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৫৩৭)। তিনি আরও বলেন ঃ তোমরা যাহাদিগকে গোলাম বলিতেছ আসলে তাহারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যাহার ভাইকে তাহার অধীন করিয়া দেন, সে নিজে যাহা খায় তাহাকেও যেন তাহা খাওয়ায়। সে নিজে যাহা পরিধান করে, তাহাকেও যেন তাহা পরিধান করায়। সে তাহাকে দিয়া যেন সামর্থ্যের বাহিরে পরিশ্রম না করায়। যদি তাহার উপর এমন কঠিন কাজের চাপ দিতেই হয়, তাহা হইলে সে নিজেও যেন তাহাকে সাহায্য করে। তোমাদের সহিত যদি তাহাদের বনিবনা না হয় তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া দাও, তবে আল্লাহ্র মাখলুককে কষ্ট দিও না। দাস-দাসীদের সহিত সদ্ব্যবহার বরকতের কারণ এবং তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায় (সহীহ বুখারী, ৯খ., পৃ. ৪২৩-৪; সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৬১৭)। আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশের ফলে সাহাবীগণ দাস-দাসীদের সহিত এমন উত্তম আচরণ করিয়াছেন যে, গোলাম-মনিবের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। মুসলমানগণ আশ্রয়হীন এসব ব্যক্তিদেরকে দাস-দাসী হিসেবে নয় বরং পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) তাঁহার শাসনামলে সেনা কর্মকর্তাদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, রোমান ও অনারব মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসিগণ যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহাদেরকে যেন পুরাতন মনিবের পারিবারিক সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। এই মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলমান দাস-দাসিগণ ইচ্ছা করিলে পৃথক গোত্র সৃষ্টি করিতে পারিবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কালজয়ী আদর্শ গোলামকে গোলাম রাখে নাই বরং তাহাদেরকে ইসলামের সর্দার ও রাষ্ট্রের প্রশাসকরূপে উন্নীত করিয়াছে। (আবূ উ'বায়দ কাসিম, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৩৫ শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ৬খ., পৃ. ১৫৮)।

কেহ যদি তাহার ক্রীতদাসকে বিনা অপরাধে মারধর করে অথবা চপেটাঘাত করে তবে তাহার কাফ্ফারা হিসাবে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করিয়া দিতে রাসূলুল্লাহ্ (স) হুকুম করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগে মাক্রান নামক এক ব্যক্তির সাত সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে একটি মাত্র দাস কাজ করিত। পরিবারের এক সদস্য দাসটির মুখে চড় মারিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, তোমরা তাহাকে আযাদ করিয়া দাও। তখন তাহারা বলিল, সে ছাড়া আমাদের আর কোন দাস নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমরা সম্পদশালী না হওয়া পর্যন্ত সে তোমাদের সেবা করিবে। আর যখন তোমরা আত্মনির্ভরশীল হইবে তখন তাহাকে আযাদ করিয়া দিবে।

সাহাবী আবূ মাসউদ বদরী (রা) একদা তাঁহার ক্রীতদাসকে চাবুক দিয়া প্রহার করিতেছিলেন। হঠাৎ পিছন হইতে তিনি শব্দ শুনিতে পাইলেনঃ খবরদার! আবূ মাসউদ। রাগে উত্তেজিত থাকায় কণ্ঠস্বর কাহার তিনি বুঝিতে পারেন নাই। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)। তিনি বলিলেন, খবরদার! আবূ মাসউদ। তোমার ক্রীতদাসের উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা রহিয়াছে, তোমার উপর আল্লাহর ক্ষমতা তাহার চেয়েও বেশী। তিনি বলিলেন, আমি আর কখনও কোন ক্রীতদাসকে প্রহার করিব না। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ভয়ে তাহার হাত হইতে চাবুক পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমি তাহাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

اما أنك لولم تفعل للفعتك النار او تمستك النار .

"যদি তুমি ইহা না করিতে, জাহান্নামের আগুন তোমাকে জ্বালাইয়া দিত অথবা জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করিত" (রিয়াদুস সালিহীন, ৪খ., পৃ. ৯২-৩; সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৬১৬-৬২০)।

এক ব্যক্তির মালিকানায় দুইটি দাস ছিল। মনিব সর্বদা তাহাদের প্রতি কর্তব্য অবহেলার অনুযোগ করিত, গালমন্দ করিত এবং সময়ে সময়ে প্রহার করিত। এতদসত্ত্বেও তাহাদের আচরণে সংশোধন আসে নাই। মনিব রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিলেন এবং সমাধান কামনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "তোমার শাস্তি যদি তাহাদের অপরাধের বরাবর হয় তাহা হইলে ভাল। অপরাধের তুলনায় শাস্তির মাত্রা যতটুকু বেশী হইবে ততটুকু শাস্তি আল্লাহ্ তোমাকে প্রদান করিবেন। ইহা শুনিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল এবং অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেনঃ এই ব্যক্তি কি কুরআন পড়ে না ?

وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

"কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড। সুতরাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট" (২১ ঃ ৪৭)।

ইহা শুনিয়া মনিব বলিল, ইহার চেয়ে ভাল আমি তাহাদের পৃথক করিয়া দেই। আপনি সাক্ষী থাকুন, আজ হইতে তাহারা মুক্ত (আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ৬খ., পৃ. ২৮০)।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গোলামকে কতবার ক্ষমা করিব? রাসূলুল্লাহ্ (স) চুপ থাকিলে সেই ব্যক্তি আবার একই প্রশ্ন করিল। তখনও তিনি চুপ থাকেন। লোকটি তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ "তোমরা তাহাদিগকে প্রত্যহ সত্তরবার ক্ষমা করিবে" (সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৬১৮)।

প্রাক-ইসলামী যুগ হইতে মনিবগণ স্বীয় দাস-দাসীদের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করিত। আবার সময়ে সময়ে জোরপূর্বক বিচ্ছেদও করিয়া দিত। এক কথায় দাস-দাসীদের বিবাহ বন্ধনের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত মনিবের মর্জির উপর। জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূলের খিদমতে আসিয়া নিবেদন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনিব আমার নিকট তাহার দাসীকে বিবাহ দিয়াছিল। এখন সে আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করিয়া বলিলেন ঃ "হে জনগণ! তোমাদের কাহারও আচরণ কেন এমন হয় যে, তাহার গোলামের নিকট নিজ বাঁদীকে বিবাহ দেয় এবং পরে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে চায়? তালাকের অধিকার তো কেবল তাহারই যে মহিলাকে স্পর্শ করিবার অধিকার রাখে" (সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., পৃ. ২৫৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দয়া, ক্ষমা ও মহানুভবতার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে কাফিরদের কবল হইতে দলে দলে দাস-দাসী পালাইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় লইতে লাগিল। তিনি তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন। হুদায়বিয়ার দিন সন্ধির আগে কাফিরদের জনাকয়েক গোলাম রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পালাইয়া আসে। তাহাদের মনিবরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট পত্র লিখিয়া জানায়, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র শপথ, ইহারা তোমার দীনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসে নাই; বরং তাহারা গোলামী হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পালাইয়া আসিয়াছে। তখন কতিপয় লোক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাহারা সত্য বলিতেছে। গোলামদের তাহাদের মনিবদের নিকট প্রত্যর্পণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (স) অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ

ما اراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وابى ان يردّهم وقال هم عتقاء لله عز وجل .

"হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, তোমরা ততক্ষণ বিরত হইবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যে তোমাদের গর্দান উড়াইয়া দিবে। তিনি গোলামদের ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন ঃ ইহারা তো মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দাসত্বমুক্ত"।

গনীমতের সম্পত্তি যখন বণ্টন করা হইত রাসূলুল্লাহ্ (স) উপঢৌকনস্বরূপ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গোলামদিগকে একটি অংশ প্রদান করিতেন। যেইসব দাস-দাসী সবেমাত্র মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহাদের হস্তে কোন পুঁজি থাকিত না, গনীমত হইতে প্রাপ্ত পুরস্কার তাহাদের জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া আনিত (সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৩৪, ৫০-২)।

ইসলামী শারী'আতের বিধান মুতাবিক দাস-দাসিগণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনা করিতে পারে ইহাতে আইনগত, সামাজিক ও ধর্মীয় কোন বাধা নাই। রাসূলুল্লাহ্ (স) ক্রীতদাসদের মেধা, মননশীলতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও কালজয়ী আদর্শের পরশে তাহারা এক একজন সোনার মানুষে পরিণত হন। অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের শানে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত নাযিল হইয়াছে। এমনকি সাহাবীদের মধ্যে যাঁহার নাম কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে তিনি হইতেছেন হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)। কী পরম সৌভাগ্য! রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার মুক্তদাস হযরত যায়দ (রা)-কে সেনাপতিত্ব দান করেন, হাবশী ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা)-কে ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। হযরত আনাস (রা), হযরত সালমান (রা), হযরত সাফীনা (রা), হযরত সুহায়ব রূমী (রা), হযরত ছাওবান (রা)-সহ অপরাপর ক্রীতদাসগণ প্রভূত সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম (রা) মদীনার কুবা মসজিদের প্রথম সারির মুহাজিরীন ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবীদের ইমামতি করিতেন। তাহাদের মধ্যে আবূ বক্র (রা), উমার (রা), আবূ সালামা (রা), যায়দ (রা) ও আমের ইব্ন রাবী'আ (রা) ছিলেন অন্যতম (সহীহ্ বুখারী, ৯খ., পৃ. ৪২৬)। হযরত সালিম (রা)-এর কণ্ঠধ্বনি ছিল আকর্ষণীয় এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে কুরআন তিলাওয়াতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) যেই চারজনের নিকট হইতে পবিত্র কুরআনের কিরআত শিক্ষার হুকুম দিয়াছেন তন্মধ্যে সালিম (রা) অন্যতম। একদিন হযরত 'আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, পথে এক ব্যক্তির সুরেলা কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শুনিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) ইহা শুনিয়া তাৎক্ষণিকভাবে চাদর গুটাইতে গুটাইতে বাহিরে আসিলেন। যখন দেখিলেন ইনি হযরত সালিম (রা) তখন বলিয়া উঠিলেন ঃ

الحمد لله الذى جعل فى امتى مثلك -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমার উম্মতের মধ্যে তোমার মত ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন"।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পবিত্র যবান যাহাকে লইয়া গর্ব করিতেছে তাঁহার জন্য ইহার চেয়ে গৌরব ও মর্যাদার আর কী বিষয় থাকিতে পারে? মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে হযরত উমর (রা) মন্তব্য করিলেন, 'আজ যদি সালিম (রা) বাঁচিয়া থাকিত পরবর্তী খলীফার জন্য আমি

তাঁহার নাম প্রস্তাব করিতাম' (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৪৬-৭; মাওলানা সাঈদ আহমাদ, গুলামানে ইসলাম, পৃ. ৬২)। সালিম (রা) ছাড়াও অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস কর্তৃক সালাতের ইমামতির দায়িত্ব পালন করিবার বিবরণ হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদের ক্রীতদাস আবূ সুফয়ান (রা) গোলাম থাকা অবস্থায় নামাযের ইমামতি করিতেন এবং অনেক মর্যাদাবান সাহাবী তাঁহার পিছনে ইকতিদা করিতে দ্বিধা করিতেন না। একদা মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) ও সালামা ইব্ন সালামা (রা) রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে আবূ সুফ্য়ান (রা)-এর কিরাআত শুনিতে পাইয়া মন্তব্য করিলেন ঃ

ما بهذا من امام بأس .

"এইরূপ ইমামে কোন আপত্তি নাই"।

অনুরূপভাবে হযরত 'আইশা (রা)-এর দাস যাকওয়ান (রা) হযরত 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর অনুপস্থিতিতে কুরায়শদের ইমামতি করিতেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৫খ., পৃ. ২১৮, ২২৬)। মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হযরত সালমান ফারসী (রা) ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হযরত উমর (রা)-র খিলাফতে যথাক্রমে মাদাইন ও কূফার প্রদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক হইয়াও সালমান (রা) তাক্ওয়া ও পরহেযগারীতে এত উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, নিজের জন্য জীবনে কোন দিন বাড়ি তৈয়ার করিবার তাগিদ অনুভব করেন নাই। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) ওসিয়ত করিয়া যান যে, 'মৃত্যুর পর তাঁহার জানাযার সালাতে মুক্তদাস হযরত সুহায়ব ইব্ন সিনান রূমী (রা) ইমামতি করিবেন এবং মজলিসে শূরা সর্বসম্মতিক্রমে যতক্ষণ না একজন খলীফা নির্বাচিত করিবেন ততক্ষণ তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞতার সহিত তিন দিন পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত আমীরুল মু'মিনীনের পদ অলংকৃত করেন (উস্দুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৩)।

দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, হিজরত ও সুশীল সমাজ নির্মাণে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস সাহাবীগণ ইসলামের জন্য ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার যে পরিচয় দিয়াছেন ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই, এই কথা জোর দিয়া বলা যায়। তাঁহাদের অনেকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ হিসাবে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) মূতার যুদ্ধে, 'আমের ইব্ন ফুহায়রা (রা) বি'রে মা'উনার সংঘর্ষে, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) সিফ্ফীনের যুদ্ধে এবং হযরত সালিম (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করিয়া শাহাদাতবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "আমি আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি, সুহায়ব রোমানদের মধ্যে, সাল্মান পারস্যবাসীদের মধ্যে এবং বিলাল আবিসিনীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে" (ইব্ন কুতায়বা, কিতাবুল মা'আরিফ, পৃ. ২৭২)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) দাস-দাসীদের জ্ঞানসাধনা ও বিদ্যাচর্চায় উৎসাহিত করিবার ফলে তাবি'ঈগণের যুগে দেখা যায়, ইলমে ফিক্হের অধিকাংশ কেন্দ্র মাওয়ালী তথা মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম

ফকীহগণ অলংকৃত করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহত্রয় (عبد الله ثلاثة) অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর মত বিখ্যাত ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের ইন্তিকালের পর ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র মাওয়ালীদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। মুসলিম দুনিয়ার মানুষ ইলমে ফিক্হ সম্পর্কিত বিষয়াদি জানিবার জন্য মক্কায় 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ, ইয়ামানে তাউস ইব্ন কায়সান, ইয়ামামায় ইয়াহ্য়া ইব্ন আবী কাছীর, বসরায় হাসান বসরী, কূফায় ইব্রাহীম আল-কূফী, সিরিয়ায় মাকহূল দিমাশকী এবং খুরাসানে 'আতা খুরাসানী (র)-এর শরণাপন্ন হইতেন। অবশ্য তখন মদীনায় ফকীহ ছিলেন কুরায়শ বংশীয় হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) (মু'জামুল- বুলদান, ৩খ., পৃ. ৪১২)।

বর্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রে অভিজাত, ধনী ও খান্দানী পরিবারবর্গ সাধারণ, শিক্ষিত ও দীনি পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অনাগ্রহ ও অনীহা প্রকাশ করিয়া থাকে, সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ক্রীতদাস-দাসীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও শিক্ষা সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগে এমন অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে যে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিবেচনায় অত্যন্ত উচু খান্দানের সদস্যগণ দাস-দাসীদের বিবাহ করাকে দোষের মনে করিতেন না। সায়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী শহরবানুকে তাঁহার ছেলে ইমাম যায়নুল আবিদীন (রা) ইমাম হুসায়ন (রা)-এর যুবায়দ নামক জনৈক ক্রীতদাসের সহিত বিবাহ দেন। তিনি স্বয়ং নিজের মালিকানাধীন এক দাসীকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করেন। উমায়্যা খলীফা 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এই ব্যাপারে ভর্ৎসনা করিলে তিনি উত্তরে বলেন, আমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল হইতেছেন সুন্দরতম আদর্শ। তাঁহাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরকার। তিনি হযরত সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই (রা)-কে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন এবং নিজের ফুফাত বোন যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা)-কে ক্রীতদাস যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সহিত বিবাহ দেন (কিতাবুল মা'আরিফ, পৃ. ২২০-১)।

ছোটদের প্রতি

রাসূলুল্লাহ (স) ছোটদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করিতেন এবং সোহাগ ভরা ব্যবহার দিয়া তাহাদিগকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। সফর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যাইত তিনি সওয়ারীর অগ্র-পশ্চাতে তাহাদিগকে তুলিয়া লইতেন এবং পথে-ঘাটে খেলাধূলারত শিশুদের সহিত দেখা হইলে মুচকি হাসিয়া সালাম দিতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাইতে শিশুদের প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শনকারী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ (স) ছোটদিগকে 'ইয়া বুনায়্যা' (হে আমার প্রিয় পুত্র) বলিয়া সম্বোধন করিতেন (সহীহ মুসলিম, ৭খ., পৃ. ১৮৮, ৩২৪; জামি' তিরমিযী, ৫খ., পৃ. ১৪২-৩; সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৫৩২)।

من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا لا تنزع الرحمة الا من شقى الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء ٠

"যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া কাহারও হইতে দয়া-মমতা ছিনাইয়া লওয়া হয় না। দয়াবানদের আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর তাহা হইলে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন" (জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩৬৯, ৩৭১; সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৫২৪)।

চুম্বন, স্নেহ-মমতা ও আদর-সোহাগ করাকে তিনি শিশুদের অধিকার মনে করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কোন শিশু আনা হইলে তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর-স্নেহ করিতেন এবং তাহনীক করিতেন (খেজুরের রস চিবাইয়া নবজাতকের মুখে দিতেন)। শিশুরা অনেক সময় তাঁহার কোলে পেশাব করিয়া দিত। ইহাতে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন না বরং পানি আনিয়া পেশাবের স্থানে ঢালিয়া দিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার পুত্র ইবরাহীম ও দৌহিত্র হাসান-হুসায়নকে নিয়মিত আদর করিতেন, চুম্বন দিতেন, ঘ্রাণ লইতেন এবং আলিঙ্গন করিতেন। হাসান-হুসায়ন (রা)-কে তিনি পৃথিবীতে তাঁহার দুইটি সুগন্ধি ফুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কন্যা যয়নাব (রা)-এর মেয়ে উমামাকে (আবুল আস ইব্ন রাবী'-এর ঔরসজাত) স্বীয় স্কন্ধে লইয়া মাঝে-মধ্যে সালাত আদায় করিতেন। যখন তিনি দাঁড়াইতেন তাহাকে উঠাইয়া লইতেন, আর যখন সিজদা করিতেন তখন নামাইয়া রাখিতেন (সহীহ বুখারী, ৯খ., পৃ. ৪০০-৪; জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩৬৪-৫; সুনান নাসাঈ, ১খ., পৃ. ১৭৮-৯; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩১৯-৩২০)। একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কতিপয় বেদুঈন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের চুমা দেন? উপস্থিত সকলে বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আগন্তুকরা বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো তাহাদিগকে চুম্বন করি না। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

اواملك ان كان الله نزع من قلبك الرحمة ٠

"আমার কী করার আছে যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর হইতে স্নেহ-মমতা ছিনাইয়া লন"!

একদিন হাসান-হুসায়ন (রা)-কে সোহাগ করিতে দেখিয়া আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দশটি সন্তান রহিয়াছে, আমি তাহাদের কাহাকেও চুম্বন করি না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

من لا يرحم لا يرحم ٠

"যাহারা দয়া করে না (আল্লাহ কর্তৃক) তাহাদের প্রতি দয়া করা হইবে না" (সহীহ মুসলিম, ৭খ., পৃ. ৩২৪-৫; সুনান আবূ দাঊদ, ৫খ., পৃ. ৬৪২-৩)।

একদা বিবাহের মজলিস হইতে একদল শিশু তাহাদের অভিভাবকদের সহিত বাড়ী ফিরিতেছিল। দূর হইতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে স্নেহভরে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খুবই ভালবাসি। জনৈক সাহাবী তাঁহার শিশু কন্যাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে গেলেন। আলাপচারিতার মধ্যে একসময় মেয়েটি তাহার শিশু-সুলভ কৌতুহলবশে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পৃষ্ঠদেশে মহরে নবূওয়াত নাড়িয়া-চাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। পিতা কন্যাকে ধমক দিলে রাসূলুল্লাহ (স) বারণ করিয়া বলিলেন, তাহাকে খেলিতে দাও (আযীযুল হক, বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ, ৫খ., পৃ. ৩৯৩)। রাসূলুল্লাহ (স) শিশুদের সহিত তাহাদের বোধশক্তি অনুযায়ী কথা বলিতেন। একদা তাঁহার নিকট কিছু কারুকার্য খচিত চাদর উপঢৌকন আসিলে তিনি উম্মু খালিদ নাম্নী এক বালিকাকে ডাকিয়া উহা স্বহস্তে পরিধান করাইয়া বলিলেন, পুরাতন কর, দীর্ঘ দিন ব্যবহার কর। ঐ চাদরে সবুজ অথবা হলুদ বর্ণের নকশা ছিল। তিনি চাদরের নকশার দিকে তাকাইতে লাগিলেন এবং তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া সোহাগভরে বলিলেন ঃ

يا ام خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشية الحسن ·

"হে খালিদের মা! ইহা 'সানা'! আবিসিনিয়ার ভাষায় 'সানা' অর্থ সুন্দর'।"

আরবী 'হাসানাহ' শব্দ ব্যবহার না করিয়া তিনি দূরাগত বালিকার বোধশক্তি অনুযায়ী তাহারই ভাষায় 'সানা' শব্দ ব্যবহার করেন (সহীহ বুখারী, ৯খ., পৃ. ৩২৯, ৩৩০, ৩৪০)।

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার মসজিদে ইমামতি করিবার সময় অনেক ধর্মপ্রাণ মহিলা তাঁহার পিছনে সালাত আদায় করিতেন। দীর্ঘ করিবার ইচ্ছা লইয়া তিনি সালাত শুরু করিতেন বটে, কিন্তু শিশুর কান্না শুনিলে সালাত সংক্ষেপ করিয়া ফেলিতেন। কেননা শিশু কাঁদিলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়ে, মা যে হৃদয়ে কষ্ট পান তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্যক জানা ছিল (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৮৭-৮)। জনৈক সাহাবী শৈশবকালে আনসারদের খেজুর বাগানে গিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া খেজুর পাড়িতেন। একদিন জনগণ তাহাকে ধরিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট লইয়া আসে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ঢিল ছোড়? বালক সাহাবী উত্তর দিলেন, খেজুর খাওয়ার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ (স) সোহাগভরা কণ্ঠে বলিলেন, যেসব খেজুর আপনা আপনি গাছ হইতে নিচে পড়িবে সেইগুলি তুলিয়া খাইবে, ঢিল ছুঁড়িবে না। এই কথা বলিয়া তিনি বালকের মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন এবং দু'আ করিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২৩১)। অপরদিকে অপার মহানুভবতা ও হৃদয়ের বিশালতার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-কে শিশু-কিশোররা আন্তরিকভাবে মুহব্বত ও সমীহ করিত। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় প্রবেশ করেন তখন আনসারদের ছোট ছোট শিশু ও বালিকারা আনন্দের আতিশয্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া উল্লাস করিতে থাকে এবং দফ্ বাজাইয়া গাহিতে থাকে ঃ

نحن جوار من بنى النجار + يا حبذا محمد من جار

"আমরা নাজ্জার গোষ্ঠীর বালিকা: মুহাম্মাদ (স) কতইনা উত্তম প্রতিবেশী"।

রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের প্রতি সম্বোধন করিয়া বলেনঃ হে বালিকারা! তোমরা কি আমাকে ভালবাস? তাহারা জওয়াব দিল, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বলিলেনঃ আমিও তোমাদিগকে ভালবাসি (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ৪০৫; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ১৬৬-৭; ২খ., পৃ. ২৩১)।

সন্তানের প্রতি আদর-সোহাগ প্রদর্শন যেমন জরুরী তেমনি প্রিয়তম সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করাও কর্তব্য। কারণ জীবন-মৃত্যু সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক তিনটি সন্তানের মৃত্যুতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করিবে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। সে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহা শুনিয়া এক মহিলা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দুইজন মারা গেলে? তিনি বলিলেনঃ "দুইজন হইলেও"। সায়্যিদুল কুররা উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা) বলিলেন, আমি একটি সন্তান আগাম পাঠাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "একটি হইলেও"। শিশু সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতিতুল্য। তাহারা পিতা-মাতা উভয়ের সহিত মিলিত হইবে, তাহাদের পরিধানের বস্ত্র কিংবা হাত ধরিবে, যেইভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরিতেছি। পিতা-মাতাকে আল্লাহ্র হুকুমে জান্নাতে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত তাহারা পিত-ামাতার আচল ছাড়িবে না (সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৩৬১-২; সহীহ্ মুসলিম, ৮খ., পৃ. ১৪৮-১৫১ ; সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., পৃ. ৬৩)।

নবজাতক শিশু মারা গেলে তাহাদের প্রত্যেকের জানাযার সালাত আদায় করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, যদিও সে ভ্রষ্টা মায়ের সন্তানও হয়, যদিও তাহার মা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয় । সদ্যজাত শিশু স্বরবে কাঁদিলেই কেবল জানাযার সালাত আদায় করা যাইবে। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কাঁদিবে না, সে অপূর্ণাঙ্গ, তাহার জানাযার সালাতের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্রাতের (তাওহীদ) উপর জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে তাহার পিতা-মাতাই তাহাকে ইয়াহূদী, খৃস্টান বা অগ্নিপূজারীরূপে গড়িয়া তোলে। যেমন চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়, কিন্তু মানুষই তাহার নাক-কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিত্রাতে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে মাতা-পিতা তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রভাবিত করিয়া ভ্রান্তধর্মী বানাইয়া ফেলে (সহীহ্ বুখারী, ২খ., পৃ. ৪১২-৩)। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ .

"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির (ফিত্রাত) অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন" (৩০ ঃ ৩০)।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী যদি কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়া বসিত, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের লঘু শাস্তি দিতেন। ইয়াহূদী কুরায়যা গোত্রের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের মধ্যে 'আতিয়্যা কুরায়যাও ছিল, কিন্তু নাবালেগ হওয়ার কারণে তাহাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করিয়া রাখা হয় (সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ২৭৯)।

কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাহিত করা ছিল আরবের প্রাচীন রীতি। রাসূলুল্লাহ (স) সমাজ হইতে এই নিষ্ঠুর ও বর্বর রীতি উচ্ছেদ করেন। তিনি তাঁহার কন্যা সন্তানদের সহিত মমতাপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন। অন্যদেরকেও কন্যাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং কন্যাসন্তান লালনকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন অথবা দুইটি মেয়ে অথবা দুইটি বোন লালন-পালন করিবে, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করিবে, উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ প্রদান করিবে, তাহাদের সহিত সদয় আচরণ করিবে, রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়া বলেন, সে ও আমি হাতের দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করিব (জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩৬৬-৭; সুনান আবূ দাউদ, ৫খ., পৃ. ৬১২)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিনী হযরত 'আইশা (রা) বলেন, একবার এক দুঃস্থ মহিলা নিজের দুইটি কন্যা সন্তানসহ তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তাহাদিগকে তিনটি খেজুর খাইতে দিলেন। মা কন্যাদ্বয়ের প্রত্যেককে একটি করিয়া খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাওয়ার জন্য তাহার মুখে তুলিল। ইত্যবসরে কন্যা দুইটি এই খেজুরটিও খাইতে চাহিল। সে নিজে খাওয়ার জন্য যে খেজুরটি মুখে তুলিয়াছিল সেইটি তাহাদের দুইজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল, নিজে উহা হইতে কিছুই খাইল না। অতঃপর সে উঠিয়া চলিয়া গেল। মাতৃস্নেহের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া হযরত 'আইশা (রা) বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। ঘটনাটি তিনি সবিস্তারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা এই কারণে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন অথবা তিনি তাহাকে এই কারণে জাহান্নাম হইতে নাজাত দিয়াছেন" (সহীহ মুসলিম, ৭খ., পৃ. ১৪৭-৮)।

শিশুরা নিষ্পাপ, সোহাগের পাত্র, পুষ্পের মত পবিত্র। তাহাদের উপর ধর্মীয় কোন অনুশাসন আরোপিত হয় না। হিংসা, দ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তাহাদের অবস্থান। দুনিয়ার সব শিশু এক ও অভিন্ন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দয়া ও মহানুভবতা ছিল সর্বপ্লাবী। তাঁহার স্নেহ ও মমতা কেবল মুসলিম শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অমুসলিম শিশুদের প্রতিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। এক যুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়িয়া কতিপয় শিশু মারা গেলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ইহারা তো মুশরিকদের শিশু সন্তান। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তানগণ তোমাদের চেয়ে ভাল। খবরদার! শিশুদিগকে হত্যা করিও না। প্রতিটি প্রাণ মহান আল্লাহ্‌র প্রকৃতিতে (ফিতরাত) সৃষ্টি হয়। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষীয় শিশুদের হত্যা করিতে রাসূলুল্লাহ (স) কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ২খ., পৃ. ৩০-৩১; সহীহ বুখারী, ৫খ., পৃ. ২৩৫; সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ১৪-৬; মুসনাদ আহমাদ, ৩খ., পৃ. ৪৩৫)।

তিনি পুত্র-কন্যাসহ সকল শিশুকে সমানভাবে স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন। এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর অহেতুক প্রাধান্য প্রদানকে তিনি অপরাধ ও অবিচার হিসাবে বিবেচনা করিতেন। বাশীর (রা) নামক এক সাহাবী তাহার এক পুত্রকে একটি গোলাম দান করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাক্ষী রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বলিলেন, এই ছেলেকে যাহা দান করিয়াছ তোমার প্রত্যেক সন্তানকে কি উহা দান করিয়াছ? পিতা জওয়াবে বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে ইহা ফিরাইয়া লও। কেননা আমি অবিচারের সাক্ষী হইতে পারি না। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। তুমি কি চাও না যে, সব সন্তান তোমার সহিত সদাচরণ করুক? তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তাহা হইলে এইরূপ করিও না (রিয়াদুস সালিহীন, ৪খ., পৃ. ১৭১-২)। পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিবার জন্য মহানবী (স) অভিভাবকদিগকে উৎসাহিত করেন। কারণ ইহাতে তাহাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রহিয়াছে। এই ব্যয় অভিভাবকদের জন্য সাদাকারূপে গণ্য। মহান আল্লাহ্র পথে, জিহাদের উদ্দেশ্যে, ক্রীতদাস মুক্তিতে এবং মিসকীনকে দান করিবার চেয়ে পরিবার-পরিজন ও ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করা অধিক ছওয়াব লাভ করার জন্য উত্তম (রিয়াদুস সালিহীন, ১খ., পৃ. ২০৩-৫)।

শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্টাচারের প্রতি মহানবী (স) অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি বলেন যে, পিতা নিজ সন্তানকে উন্নত শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মর্যাদাবান আর কোন জিনিস হইতে পারে না। সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এক সা পরিমাণ সাদকা করা অপেক্ষা উত্তম। শিশুদের প্রতি তাঁহার শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত মমতাপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। যদি কোন শিশু সালাম ও অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করিত তাহা হইলে স্নেহমাখা ভাষায় তিনি বলিতেন, প্রথমে বাহিরে গিয়া বল, আস্সালামু আলায়কুম। আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? (জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৩৮৪-৫; ৫খ., পৃ. ১৪৯-১৫০)।

উমার ইব্ন আবূ সালামা (রা) শৈশবকাল রাসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত করেন। খাওয়ার সময় তাহার হাত পাত্রের এইদিকে সেইদিকে যাইত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন ঃ 'খোকা! আল্লাহর নাম লও, ডান হাতে খাবার গ্রহণ কর এবং নিকটস্থ খাবারও খাও' (রিয়াদুস সালিহীন, ১খ., পৃ. ২০৯)।

সাত বৎসরে পদার্পণ করিলে সন্তানদিগকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার জন্য তিনি পিতা-মাতাকে তাগিদ দিয়াছেন। দশ বৎসরে পদার্পণ করিলে তখনও যদি সালাত আদায়ের অভ্যাস না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি দৈহিক শাস্তি দেওয়ার এবং বিছানা পৃথক করিয়া দেওয়ার হুকুম করিয়াছেন। পূর্ব হইতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবার জন্য এইরূপ করিতে বলা হইয়াছে যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সালাত কাযা না হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিছানা পৃথক করিয়া দেওয়ার নির্দেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বয়ঃসন্ধি কালে কিশোর-কিশোরীর চোখে বসন্তের রং লাগে এবং শরীরে যৌবন দোলা দেয়। তখন পৃথিবীকে

নূতন মনে হয়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সেই সময় এমনকি ভাই-বোন ও মা-ছেলেকেও একটি বিছানায় থাকিতে দেওয়া যায় না (রিয়াদুস সালিহীন, ১খ., পৃ. ২১০; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., পৃ. ১৬১-২)।

রাসূলুল্লাহ (স) নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার রীতি চালু করেন। শিশু-কিশোরদেরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান, সাওম ও হজ্জব্রত পালন, জানাযার সালাতে যোগদান ও বায়'আত গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সদয় সম্মতি ও আন্তরিক উৎসাহ ছিল। কারণ শিশুকাল হইতে নেক আমলের প্রতি যদি তাহাদিগকে আগ্রহী ও অভ্যস্ত করিয়া তোলা যায় তাহা হইলে গোটা জীবনটাই হইবে আদর্শিক ও সুন্নাত মুতাবিক (বুখারী, ২খ., পৃ. ৩৯৭; ৩খ., পৃ. ২২১, ২৫৯; ৮খ., পৃ. ৩৬৫; ১০খ., পৃ. ৪৪৪; তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ১৩৮)।

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) কখনও কখনও হাসি-তামাশা ও কৌতুক করিতেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে يا ذا الاذنين (হে দুই কানওয়ালা) বলিয়া ডাকিতেন। আনাস (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর একনিষ্ঠ খাদেম। তাঁহার আদেশ-নিষেধ শোনা ও মানার জন্য তিনি সর্বদা সজাগ থাকিতেন যেন তিনি সেই দিকে কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া রাখিতেন। আর প্রকৃতপক্ষে কান দুইখানা আছেও বটে। সুতরাং কথাটি যেমন কৌতুকময়, তেমন তাহার সচেতনতার প্রশংসাও। হযরত আনাস (রা)-এর সহোদর আবূ উমায়র-এর নুগায়র নামক একটি চড়ুই পাখি মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহার মনোবেদনা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৌতুক করিয়া বলিলেন ঃ

يا ابا عمير ما فعل النغير ·

'হে আবূ উমায়র! কি করিয়াছে তোমার নুগায়র" ?

শত্রুদের প্রতি

মক্কার কুরায়শরা প্রচণ্ডভাবে ও হীন পন্থায় আজীবন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিশনের বিরোধিতা করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল তাহাদের উপহাস, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র সহ্য করিয়াছেন এবং উদার হৃদয়ে তাহাদের সহিত বন্ধুসুলভ আচরণ করিয়াছেন। ইতিহাসে এইরূপ মহানুভবতার দৃষ্টান্ত বিরল। অব্যাহত নাফরমানির কারণে কুরায়শ জনগোষ্ঠীর উপর যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ভয়াবহ আযাব নাযিল হইল তখন তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা মৃত জীব ও হাড় খাইতে শুরু করিল। এমনকি তাহাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকাইলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহার ও আকাশের মধ্যখানে কেবল ধোঁয়ার মতই দেখিতে পাইত। এহেন মহা বিপদের সময় কাফিরদের পক্ষ হইতে এক দূত আসিয়া অনুরোধ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন। তাহারা তো ধ্বংস হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ মুদার গোত্রের জন্য দু'আ করিতে বলিতেছ কি? তুমি খুব সাহসী। অতঃপর তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিলে প্রচুর বৃষ্টি হইল। আল্লাহ শাস্তি রহিত করিয়া দিলেন (সহীহ বুখারী, ৮খ., পৃ. ১৮৪-৮)।

তিনি ইসলাম ও মুসলমানের পরম শত্রুর হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিতেন। তুফায়ল ইব্ন আম্র আদ-দাওসী একদল সঙ্গী লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। আপনি তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন যাহাতে তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাহাদিগকে ইসলামে লইয়া আসুন।' ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে এবং প্রয়োজনের তাগিদে তিনি মুশরিকদের সহিত সন্ধি করিতেও দ্বিধা করেন নাই (সহীহ বুখারী, ৫খ., পৃ. ১৮৯, ৩৩)।

সামাজিকতা, মানবিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূলুল্লাহ (স) মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের হাদিয়া-উপঢৌকন কবূল করিতেন এবং বিনিময়ে তাহাদেরকেও উপহার-উপঢৌকন দিতেন। রাজা-বাদশাহদের পক্ষ হইতে উপহার গ্রহণে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল না। মুসলমানদের বৈরী শক্তি পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি কবূল করিয়াছিলেন। আয়লার শাসক রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়াছিলেন, প্রতিদানে তিনি তাহাকে একটি চাদর দিয়াছিলেন (জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ১৮৩; সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ৩৬৩)।

ইয়াহূদী ও মুশরিকরা মুসলমানের চিহ্নিত দুশমন হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের সহিত অতি উত্তম ও স্বাভাবিক আচরণ করেন। তিনি তাহাদেরকে শ্রমিক হিসাবে কর্মে নিয়োজিত করেন, তাহাদের নিকট নিজের বর্ম বন্ধক রাখেন, নিত্য ব্যবহার্য পশু ও দ্রব্যসামগ্রী শত্রু পক্ষের সহিত বেচা-কেনা করেন এবং খায়বারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমি উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক হারে ইয়াহূদীদের নিকট বর্গা দেন (সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ৮২, ১২২, ১৭১, ২৯৫)। শত্রুদের সহিত উদার ও মহৎ আচরণ করা সত্ত্বেও ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জীবনে শেষ করিয়া দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র আটে। ইয়াহূদী হারিছের কন্যা ও সাল্লাম ইব্ন মাশকাম-এর স্ত্রী যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশাইয়া তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাদিয়া পাঠায়। উহার কিছু অংশ মুখে দিয়া তিনি বিষক্রিয়া টের পাইয়া গেলেন। ষড়যন্ত্রকারী মহিলাকে ধরিয়া হাজির করা হইল কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (সহীহ বুখারী, ৪খ., পৃ. ৩৬৩; প্রাগুক্ত, ৭খ., পৃ. ১২৮)।

যুদ্ধের ময়দানেও রাসূলুল্লাহ (স) শত্রুর সহিত খারাপ আচরণ করেন নাই। তিনি মুসলিম সেনাসদস্যদের প্রতি স্পষ্টত নির্দেশ জারী করেন ঃ

اغزوا بسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا لا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار الا رب النار ·

"তোমরা আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরী করে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। জিহাদ কর কিন্তু গনীমতের খেয়ানত করিও না এবং

শত্রুর মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করিও না। কেননা আগুনের রব ব্যতীত অন্য কেহ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না" (জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ৫৭; সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ১৬)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এক ইয়াহূদীর কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ ছিল। একদা সে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উহা চাহিয়া বসিল। জওয়াবে তিনি বলিলেন ঃ হে ইয়াহূদী! তোমাকে দেওয়ার মত এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নাই। ইয়াহূদী বলিল, যে পর্যন্ত তুমি হে মুহাম্মাদ ! আমার ঋণ পরিশোধ করিবে না আমিও তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। এইবার রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আচ্ছা, আমিও তোমার কাছে বসিয়া থাকিব। এই বলিয়া তিনি তাহার কাছে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সেই একই স্থানে যুহর, আছর, মাগরিব, ইশা এবং পরদিন ফজরের সালাত আদায় করিলেন।

এইদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ইয়াহূদীকে ধমকাইতেছিলেন এবং ভয় দেখাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের গতিবিধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাদেরকে ইয়াহূদীর সহিত কোন প্রকারের অসদাচরণ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ইয়াহূদী কি আপনাকে আটকাইয়া রাখিবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমার রব আমাকে কোন যিম্মীর উপর যুলুম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর যখন দিনের বেলা বাড়িয়া গেল তখন ইয়াহূদী বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আমি আমার অর্থ-সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করিলাম। মূলত আমি আপনার সাথে যেই আচরণ করিয়াছি তাহা এই উদ্দেশ্যেই করিয়াছি যে, তাওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যেই গুণাবলীর কথা উল্লেখ রহিয়াছে তাহা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা ? আপনার সম্পর্কে লিখা আছে—"মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, মদীনা তায়্যিবায় হিজরত করিবেন, সিরিয়া পর্যন্ত তাঁহার রাজত্ব হইবে, অশ্লীলভাষী ও কঠোরমনা হইবেন না, হাটে-বাজারে চীৎকার করিবেন না, অশালীন আচরণ করিবেন না এবং তিনি অশোভন উক্তি করিবেন না"। আমি এই সমস্ত কিছু যথাযথভাবে আপনার মধ্যে বিদ্যমান পাইয়াছি। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আর এই আমার মাল, আল্লাহর মর্জিমত আপনি যথায় ইচ্ছা তাহা খরচ করিতে পারেন (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১০খ., পৃ. ২৩২-৩)।

ইসলামের শত্রু আবূ জাহ্ল-এর পুত্র ইকরামা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহার পিতার মতই ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন ছিল। সে মক্কা বিজয়ের সময় পলায়ন করিয়া ইয়ামান চলিয়া যায়। তাহার স্ত্রী উম্মু হাকীম ইসলাম কবূল করিয়া ধন্য হন। তিনি ইয়ামানে গিয়া তাহার স্বামীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। স্বামী সমভিব্যাহারে মক্কা প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আনন্দে এত দ্রুত অগ্রসর হইলেন যে, তাঁহার দেহ হইতে চাদর খসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

مـرحـبـا بـالـراكـب الـمـهـاجـر ·

"হিজরতকারী আরোহীকে ধন্যবাদ"।

রাসূলুল্লাহ (স) ইকরামার বায়'আত গ্রহণ করিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পূর্ব-বিবাহ বহাল রাখিলেন। ইকরামা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাগণকে উপদেশ দিলেন যেন তাহার পিতা আবূ জাহ্লকে আজ হইতে কেহ গালি না দেয়। কেননা গালি দ্বারা জীবন্ত ব্যক্তিরা কষ্ট পায় অথচ তাহা মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে না (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ২খ., পৃ. ১৫৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২১৯; সীরাতু হালাবীয়া, ৫খ., পৃ. ২৮২)।

উহুদের যুদ্ধে যুবায়র ইব্ন মুত'ইম-এর ক্রীতদাস ওয়াহ্শীর হস্তে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা হযরত হামযা (রা) শহীদ হন। তাঁহার মৃতদেহকে টুকরা টুকরা করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে তায়েফ হইতে আসিয়া সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাযির হইল, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (স) কোন প্রতিশোধ নিলেন না। তাহাকে দেখিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি ওয়াহ্শী? সে বলিল, হাঁ। তুমিই কি হামযাকে হত্যা করিয়াছিলে? সে উত্তর দিল, আপনার নিকট যেই সংবাদ পৌছিয়াছে ব্যাপারটি তাহাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ বস, হামযাকে কীভাবে হত্যা করিয়াছ আমাকে তাহার বিবরণ দাও। সে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বীভৎস চিত্র তুলিয়া ধরিলে রাসূলুল্লাহ (স) শোকাভিভূত হইয়া বলিলেন ঃ

فـهـل تـسـتـطـيـع ان تـغـيّـب وجـهـك عـنّـى ·

"আমার সম্মুখ হইতে তোমার চেহারাটি কি সরাইয়া রাখিতে পারিবে?"

ওয়াহ্শীর চেহারা দেখিলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরে হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদাতের শোকাবহ স্মৃতির বেদনা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে, সেই কারণে তিনি ওয়াহ্শীকে সামনে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াহ্শী তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেন। হযরত আবূ বক্র (রা)-এর শাসনামলে মুসায়লামাতুল কায্যাবকে ইয়ামামার যুদ্ধে ওয়াহ্শী নিজ হস্তে হত্যা করেন (সহীহ বুখারী, ৭খ., পৃ. ৩৫; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৫২-৪)।

আবূ সুফ্য়ান-এর সহধর্মিণী হিন্দ বিন্ত উতবা উহুদের যুদ্ধে হামযা (রা)-এর মৃতদেহ হইতে নাক, কান, হাত, পা কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং পৈশাচিকতার উম্মত্ত তাণ্ডবে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কলিজা বাহির করিয়া আনে এবং তাহা মুখে পুরিয়া চিবাইতে থাকে। মক্কা বিজয়ের সময় হিন্দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিল, আপনি আমার বিগত জীবনের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিন। নাগালের মধ্যে পাইয়াও তিনি ঘাতিকাকে ক্ষমা করিয়া দেন। চিহ্নিত শত্রুর প্রতি আল্লাহর রাসূলের এই অপার মহানুভবতা দেখিয়া হিন্দ্

তাৎক্ষণিকভাবে ঈমান আনিয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হিন্দ-এর মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন ('উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৮-৩০; তারীখ তাবারী, ১খ., পৃ. ৪০০-১; শিব্লী নু'মানী, ২খ., পৃ. ২১৯)।

মক্কার কুরায়শ সর্দার আবূ সুফ্য়ান জীবনের বৃহত্তর অংশ ইসলামের শত্রুতায় অতিবাহিত করেন। বদর, উহুদ, আহযাবসহ অনেক যুদ্ধ মুশরিকদের পক্ষে পরিচালিত হয় তাহারই নেতৃত্বে। যেইসব কুরায়শ নেতাদের বহুমুখী চক্রান্তের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার শত শত অনুসারীকে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় শরণার্থী হইতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আবূ সুফ্য়ান অন্যতম। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে কেবল ক্ষমা করিয়াই দেন নাই বরং ঘোষণা করেন ঃ "আবূ সুফ্য়ান-এর গৃহে যাহারা আশ্রয় লইবে তাহারা নিরাপদ, নিজেদের গৃহের দরজা যাহারা বন্ধ রাখিবে তাহারা নিরাপদ, পবিত্র কা'বা গৃহে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা নিরাপদ।" ফলে দেখা গেল এইসব গৃহাভ্যন্তরে বিপুল মানুষের সমাগম। এই ঘোষণার ফলে কুরায়শ নেতারা নিরাপত্তার আশায় দলে দলে কা'বা শরীফে প্রবেশ করে। সর্বস্তরের শত্রুর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا ويعظم الله الكعبة ·

"তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অভিযোগ নাই। যাও, তোমরা মুক্ত। আজ তো দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের দিন। আজ আল্লাহ তা'আলা কুরায়শদের সম্মানিত করিবেন এবং কা'বার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন" (সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ২৪৫-২৫০; সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ২১১-৪; নবীয়ে রহমত, পৃ. ৬৮-৭২; যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ১৬১-৬)।

সাফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যা ছিল কুরায়শ গোত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে ইসলামের জঘন্যতম শত্রু। তিনিই রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করিবার জন্য মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে উমায়র ইব্ন ওয়াহ্বকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পর সমুদ্র পথে ইয়ামান যাওয়ার উদ্দেশ্যে জেদ্দা পালাইয়া গেলেন। তাহার স্ত্রী ফাখিতা বিন্‌তে ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। সাফ্ওয়ানের পিতৃব্য পুত্র উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন, স্বীয় গোত্রের সর্দার উমায়্যা ইব্ন সাফ্ওয়ান ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতেছেন এবং সমুদ্রের অথৈ পানিতে ডুবিয়া মরিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে নিরাপত্তা দান করিলেন। উমায়র বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিরাপত্তার প্রতীকস্বরূপ কিছু প্রদান করুন যাহা দেখিয়া তিনি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (স) পাগড়ী খুলিয়া দিলেন। পবিত্র পাগড়ী লইয়া তিনি সাফ্ওয়ানের নিকট ছুটিয়া গেলেন, ইসলাম কবূল করিতে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। নিরাপত্তার কথা শুনিয়া তিনি খানিকটা ইতস্তত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইলেন। পাগড়ী হাতে লইয়া লোক সম্মুখে চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে

মুহাম্মাদ! উমায়র বলিতেছে আপনি নাকি আমার নিরাপত্তা দিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, হাঁ। তবে আমাকে দুই মাস সময় দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তোমাকে চার মাস সময় দেওয়া হইল। হুনায়ন ও তাইফ অভিযানের পর সাফ্ওয়ান মুসলমান হইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার বিবাহ বন্ধনে রাখা হইল (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৪৯৫-৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ২খ., পৃ. ১৫২)।

আরবের এক এক গোত্র ধীরে ধীরে ইসলামের ঝাণ্ডাতলে একত্র হইতে লাগিল। বনূ হানীফার জনগোষ্ঠী তখনও আনুগত্য প্রদর্শন করে নাই। ভণ্ড মুসায়লামাতুল কায্যাব এই গোত্রের লোক। ছুমামা ইব্ন উছাল এই গোত্রের অন্যতম সর্দার। রাসূলুল্লাহ (স) একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজ্দ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেইখানে গিয়া তাহারা ছুমামা ইব্ন উছালকে ধরিয়া আনিলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সহিত তাহাকে বাধিয়া রাখিলেন। তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাসভবন হইতে প্রত্যহ সকাল-বিকাল একটি উষ্ট্রীর দুধ বন্দী সর্দারের নিকট পাঠানো হইত। রাসূলুল্লাহ (স) তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, ওহে ছুমামা! তোমার কেমন মনে হইতেছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মাদ! আমার তো ভালই মনে হইতেছে। কারণ আপনি মানুষের উপর কখনও জুলুম করেন না বরং অনুগ্রহই করিয়া থাকেন। যদি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করিলেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করিলেন। আর যদি আপনি ইহার বিনিময়ে অর্থ সম্পদ চাহেন তাহা হইলে যতটা খুশী দাবি করুন। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। এইভাবে পরের দিন আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) আবার তাহাকে বলিলেন, ওহে ছুমামা! তোমার কেমন মনে হইতেছে? সে বলিল, আমার উহাই মনে হইতেছে যাহা গতকল্য আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করিলেন। তিনি তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। এভাবে পরের দিনও আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ছুমামা! তোমার কেমন মনে হইতেছে? সে বলিল, আমার উহাই মনে হইতেছে যাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমরা ছুমামার বন্ধন খুলিয়া দাও।

এইবার মুক্তি পাইয়া ছুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গেল এবং গোসল করিল। ইহার পর সে ফিরিয়া আসিয়া মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আরও বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র কসম, ইতোপূর্বে আমার কাছে যমীনের বুকে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহ্র কসম, আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোন দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহ্র কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর অন্য কোনটি

ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে, সেই সময় আমি উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলাম। তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ করার হুকুম করেন?

তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ প্রদান করিলেন এবং উমরাহ আদায়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। ইহার পর তিনি মক্কায় পৌঁছিয়া তালবিয়া (লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক) পড়িতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া কুরায়শগণ ছুটিয়া আসিল এবং তাহাকে বন্দী করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কি নিজের দীন ছাড়িয়া অন্য দীন গ্রহণ করিয়াছ? তিনি উত্তর করিলেন, না, বেদীন হই নাই? কুফর-শিরক তো কোন দীনই নয়, বরং আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শ্রেষ্ঠ দীন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। প্রত্যয়পূর্ণ ও ঈমানদীপ্ত বক্তব্য শুনিয়া কুরায়শগণ তাহাকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের ধমক দিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিনা অনুমতিতে তোমাদের কাছে ইয়ামানের ইয়ামামা থেকে একটি শস্যদানাও আসিবে না। এই হুঁশিয়ারি শুনিয়া প্রবীণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল। কারণ মক্কার জনগণ খাদ্যশস্যের জন্য ইয়ামামার মুখাপেক্ষী ছিল।

মুক্তিলাভের পর উমরাহ্ পালন করিয়া তিনি ইয়ামামা প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেইখানকার ব্যবসায়িগণ তাহার পরামর্শক্রমে মক্কায় খাদ্যশস্যের চালান বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে মক্কায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিল। ক্ষুৎপীড়িত মানুষ বাধ্য হইয়া উটের চামড়া সিদ্ধ করিয়া ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। অবনতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আসিয়া অবরোধ প্রত্যাহারের নিবেদন জানায়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ইতিহাস কিভাবে নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায় ভাবিতে অবাক লাগে। এই কুরায়শগণই আল্লাহ্‌র রাসূলকে পরিবার-পরিজনসহ আবূ তালিবের উপত্যকায় তিন বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য করিয়াছিল। একটি শস্যের দানাও যাহাতে বাহির হইতে আসিতে না পারে সেইজন্য গিরি-কন্দরে, পথে-প্রান্তরে মোতায়েন করিয়াছিল সশস্ত্র প্রহরা। ক্ষুধার তাড়নায় যখন অবোধ শিশুরা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িত, চিৎকার করিত এবং মাটিতে গড়াগড়ি খাইত তখন ক্ষুধাতুর মানব সন্তানের অসহায় আর্তনাদে তাহারা উল্লাস করিত, পাষাণ হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিত না। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল পুরাতন শত্রুদের খাদ্যাভাব জনিত দুরবস্থার সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সুযোগ পাইয়াও জিঘাংসা মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন না। স্বদেশবাসীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অবরোধ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়া ছুমামার নিকট জরুরী বার্তা প্রেরণ করেন। পত্র প্রাপ্তির পরপরই খাদ্য অবরোধ তুলিয়া লওয়া হয়। মক্কায় পুনরায় জীবনের স্পন্দন ফিরিয়া আসে (সহীহ বুখারী, ৭খ., ১৯৭-৯; সীরাতুল হালাবিয়া, ৬খ., পৃ. ৪৯-৫৩)।

হাব্বার ইব্‌ন আসওয়াদ আল্লাহর রাসূলের কন্যা যয়নাব (রা)-কে হিজরতের সময় এমন জোরে বর্শা মারিয়াছিল যে, তিনি উটের হাওদা হইতে শক্ত মাটিতে পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায়। আঘাতের ধকল সহিতে না পারিয়া পরবর্তীতে তিনি ইনতিকাল করেন।

এই অপরাধে রাসূলুল্লাহ্ (স) হাব্বার ইব্ন আসওয়াদকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে ইরানে পালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য তাহাকে নবূওয়াতের আস্তানায় টানিয়া আনে। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পালাইয়া ইরান যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণে আপনার ক্ষমা, দয়া ও মহানুভবতার কথা মনে পড়িল। আমার সম্পর্কে যেইসব অভিযোগ আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে সব সত্য। বিগত দিনের মূর্খতা ও অপরাধের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, "হে হাব্বার! আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। ইসলামের দিকে হেদায়াত করিয়া আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। ইসলাম বিগত জীবনের সব পাপ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়" (সীরাতুল হালাবিয়া, ৫খ., পৃ. ২৭৯-২৮০; আর-রাহীকুল- মাখতূম, পৃ. ৪০৬-৭; আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৬৫)।

ফুদালা ইব্ন উমায়র-এর অভিসন্ধি ছিল খারাপ। সে চক্রান্ত আটিল, যখন আল্লাহ্র রাসূল কা'বা গৃহের তাওয়াফে মশগুল হইবেন তখন সে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হত্যা করিয়া ফেলিবে যাহা ইতোপূর্বে আর কোন হতভাগা পারে নাই। সে এই অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকটবর্তী হইতেই তিনি ডাক দিলেন ঃ ফুদালা! ডাকে সাড়া দিতেই তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ

ماذا كنت تحدث نفسك .

"তুমি এই মুহূর্তে মনে মনে কি ভাবিতেছিলে"?

সে অস্বীকার করিয়া বলিল, কই, কিছু না। আমি আল্লাহ্কে স্মরণ করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স) এই কথা শুনিয়া হাসিয়া দিলেন। ইহার পর বলিলেন, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। অতঃপর আপন হাত তাঁহার বুকে স্থাপন করিলেন। তাঁহার অন্তর সেই মুহূর্তে প্রশান্তিতে ভরিয়া গেল। ফুদালা বলিলেন, তিনি তাঁহার হাত আমার বুক হইতে সরাইবার আগেই আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির ভিতর তাঁহার চাইতে প্রিয় আমার নিকট আর কেহ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৪৯৪; নবীয়ে রহমত, ২খ., পৃ. ৭৬-৭)।

কা'ব ইব্ন যুহায়র ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার ভ্রাতাকে হযরত আবূ বক্র (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তাহার ভ্রাতা হযরত আবূ বক্র (রা)-এর সহিত আলাপের পর ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইয়া যান এবং কা'বকে পত্র লিখিয়া জানান, তুমিও অতি সত্ত্বর আসিয়া ইসলাম গ্রহণ কর। অহঙ্কারী কা'ব ভ্রাতার পত্র পাইয়া ক্রোধে ফাটিয়া গেল। তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া ইসলাম গ্রহণ করাই হইল ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণ। কা'ব ছিলেন আরবের প্রথিতযশা কবি। তিনি প্রতিউত্তরে

ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি নিন্দা ও আক্রমণ করিয়া একটি কবিতা লিখিয়া প্রেরণ করেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনিও পলায়ন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর তাইফ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর বুজায়র ইব্ন যুহায়র স্বীয় ভ্রাতা কা'ব-এর নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন, যেইসব লোক রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে নিন্দা করিত এবং কষ্ট দিত, ইতোমধ্যে মক্কায় কাহারও কাহারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইয়াছে। ইব্ন যাব'আরী, হুবায়রা ইব্ন ওয়াহ্ব ও অন্যান্য কবিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে। তুমি যদি মুক্তি কামনা কর তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হও। যাহারা তাঁহার নিকট তওবা করিয়া আসে তিনি তাহাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন না, ক্ষমা করিয়া দেন। যদি তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত না থাক তবে মুক্তির ভিন্ন পথ খুঁজিতে পার।

কবি কা'ব ভ্রাতা বুজায়র (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক মদীনা আসিয়া উপস্থিত হন এবং ফজরের সালাত আদায়শেষে যখন রাসূলুল্লাহ (স) উপবেশনরত ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সেইখানে উপস্থিত হইয়া পবিত্র সান্নিধ্যের কাছাকাছি বসিয়া মুসাফাহা করেন। পূর্ব পরিচিতি না থাকায় রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। অতঃপর কবি কা'ব বলিলেন, কা'ব ইব্ন যুহায়র অনুতপ্ত হৃদয়ে এবং মুসলমান হইয়া আপনার খিদমতে হাযির। সে আপনার নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেছে। আপনি কি তাহার তওবা কবূল করিবেন? এতদশ্রবণে জনৈক আনসারী তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিন, তরবারির আঘাতে আল্লাহর দুশমনের গর্দান এখনই উড়াইয়া দেই। তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, না, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সে তওবা করিয়া এবং তাহার অতীত অপকর্ম হইতে বিরত হইয়া এইখানে আসিয়াছে। আল্লাহ্র রাসূল তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি ইসলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) ও সাহাবা কিরামের প্রশংসায় ৫৮ পংক্তিবিশিষ্ট একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এই কবিতা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) এতই মুগ্ধ হইলেন যে, আনন্দে কা'বকে তাঁহার পরিধেয় চাদর দান করিলেন। এই কবিতাই 'বানাত সু'আদ' নামে আরবী কাব্য সাহিত্যে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ২০৫-৭; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৬০৫-৯; হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৭৮৬)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল ছিল মদীনার খায্রাজ গোত্রের প্রভাবশালী নেতা। মদীনা অঞ্চলের শাসক হওয়ার উদগ্র বাসনা ছিল তাহার অন্তরে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হিজরতে তাহার আশার গুড়ে বালি পড়িল। মদীনার সর্বস্তরের জনগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহাদের অবিসংবাদিত নেতা ও আল্লাহর রাসূল হিসাবে মানিয়া লওয়ায় সে প্রমাদ গণিল। বদর যুদ্ধের পর সে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া ছিল কাফির, বাহিরের অবয়বে মুসলমান, ভিতরের আঙ্গিকে মুনাফিক। তাহার গোটা জীবন হীন কপটতা ও সুগভীর ষড়যন্ত্রের এক নির্মম আলেখ্য। ইব্ন উবাই অতি সংগোপনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিপক্ষরূপে মদীনায় মুনাফিকদের একটি স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তোলে। এই দল পর্দার অন্তরালে

ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে সর্বপ্রকার প্রয়াস চালাইত, কুরায়শ ও ইসলামের শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সহিত মৈত্রী গড়িয়া ষড়যন্ত্র আঁটিত, মুসলমানদের গোপন সংবাদ তাহাদের সরবরাহ করিত, বাহ্যিক দিক দিয়া ইসলামের অনুশাসন ও আনুষ্ঠানিকতা মানিয়া চলিত, জুমুআর নামাযে শরীক হইত, এমনকি মুসলিম সেনাদলের সহিত যুদ্ধেও যাইত। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের ষড়যন্ত্র এবং প্রত্যেকের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। যেহেতু শারী'আত ও রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ অন্তরের গতিবিধির উপর নয়, বরং বাহ্যিক আচরণের উপর নির্ভরশীল, তাই তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সরাসরি কুফরীর অভিযোগ আনয়ন করেন নাই।

ইহা তো ছিল শারীআত ও আইনের কথা। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (স) ধৈর্য, স্থৈর্য, ক্ষমা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়া তাহাদের সহিত শালীন ও মার্জিত আচরণ করিতেন। বানূ মুসতালিকের যুদ্ধ হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা)-কে কেন্দ্র করিয়া যেইসব মুনাফিক মিথ্যা অপবাদের কলঙ্ক রটাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর অবস্থান ছিল শীর্ষে। অহেতুক একটি অজুহাত সৃষ্টি করিয়া সে উহুদ যুদ্ধের ময়দান হইতে তিন শতজন যোদ্ধা লইয়া ফিরিয়া আসে। ফলে মুসলমানদের রণশক্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এতসব শত্রুতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া ক্ষমা করিয়া দিলেন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) একদা ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনুমতি দিন এই চিহ্নিত মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দেই। তিনি উত্তরে বলিলেন, না। লোকে বলিয়া বেড়াইবে যে, মুহাম্মাদ নিজের সতীর্থদের হত্যা করে।

'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল যখন মারা যায় তখন তাহার পুত্র আবদুল্লাহ, যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাহাতে আমি তাহা আমার পিতার কাফনে পরাইতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজের জামা তাহাকে দিয়া দিলেন। ইহার পর 'আবদুল্লাহ (রা) নিবেদন করিলেন, আপনি তাহার জানাযার সালাতও পড়াইবেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাও কবুল করিলেন। জানাযার সালাতে দাঁড়াইলে হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া নিবেদন করিলেন, আপনি এই মুনাফিকের জানাযা পড়িতেছেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে মুনাফিকের জানাযা নামায পড়িতে বারণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে সরাসরি নিষেধ করেন নাই, বরং এই ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দিয়াছেন মাগফেরাতের দু'আ করিতে পারি অথবা নাও করিতে পারি। আর পবিত্র কুরআনের আয়াতে সত্তরবার মাগফিরাতের দু'আ করিলেও ক্ষমা হইবে না বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে (৯ ঃ ৮০)। যদি আমি জানিতে পারিতাম, সত্তর বারের বেশী ইস্তেগফার করিলে আল্লাহা তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন তাহা হইলে ইহাই আমি করিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার জানাযার সালাত পড়ান। সালাতের পরপরই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٠

"উহাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে আপনি কখনও উহার জানাযার সালাত পড়িবেন না এবং উহার কবর পার্শ্বে দাঁড়াইবেন না। উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে" (৯ ঃ ৮৪)।

সুতরাং ইহার পর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েন নাই। এইখানে সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মুসলমানদের একজন চিহ্নিত শত্রু, মুনাফিক সর্দার এবং বিভিন্ন সময়ে তাহার দুরভিসন্ধি প্রকাশও পাইয়াছে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (স) কাফনের জন্য জামা দিলেন কেন, কেনইবা তাহার জানাযার সালাতে ইমামতি করিলেন? বিশিষ্ট মুফাস্সিরীন ও ইতিহাসবিদগণ ইহার যে যুক্তিগ্রাহ্য জওয়াব দিয়াছেন তাহাতে শত্রুর প্রতি আল্লাহর রাসূলের অপার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথমত, তাহার পুত্র ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী। তাঁহার আবেদন রাসূলুল্লাহ্ (স) প্রত্যাখ্যান করেন নাই এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্যই তিনি এমনটি করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, বদরের যুদ্ধে যেইসব কুরায়শ সর্দার মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পিতৃব্য আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। মহানবী (স) দেখিলেন, চাচার দেহে জামা নাই। সাহাবীগণকে তিনি বলিলেন, তাহাকে একটি কোর্তা পরাইয়া দেওয়া হউক। আব্বাস (রা) ছিলেন দীর্ঘদেহী। আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ছাড়া অন্য কাহারও কোর্তা তাহার দেহে ঠিকমত লাগিতেছিল না। ফলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই কর্তৃক স্বতস্ফূর্ত-ভাবে প্রদত্ত কোর্তা লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজের চাচা আব্বাসকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার সেই ইহসানের বদলা হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজের জামা তাহার কাফনের জন্য দিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ্ (স) জানিতেন যে, তাঁহার জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়িবার দরুন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর মাগফিরাত হইবে না। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য দীনি কল্যাণ সাধনের সম্ভাবনা তিনি আশা করিয়াছিলেন। হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, ইব্ন উবাই পরিবার ও গোষ্ঠীর কাফির লোকেরা তাঁহার এহেন মানবিক ও সৌজন্যমূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া ইসলামের নিকটবর্তী হইবে এবং মুসলমান হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া তখন পর্যন্ত মুনাফিকের জানাযার সালাত পড়িবার উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নাই। আশ্চর্যরূপে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ধারণা সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । জামা দেওয়ার ও জানাযার সালাত আদায়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হইয়া যায় (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পারা ১০, পৃ. ৮৬-৭; মা'আরিফুল কুরআন,

আবূ তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর কুরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। আবূ লাহাব ও অন্যান্য দুশমনেরা মনে করিল, তাঁহার উপরে চাচা আবূ তালিবের অভিভাবকত্বের স্নেহছায়া উঠিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রাখিয়া নিন্দাবাদ ও নিগ্রহের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ্ (স) দীনি দাওয়াতের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ (স) যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে সঙ্গে লইয়া তাইফ রওয়ানা হন।

তাইফের জনগণের অন্তরে ইসলামের দাওয়াত প্রভাব ফেলিতে পারে—এই প্রত্যাশা লইয়া তিনি ছাকীফ গোত্রের তিনজন প্রতাপশালী নেতার গৃহে উপস্থিত হন। তাহারা হইতেছে আব্‌দ ইয়ালীল, আব্‌দ কুলাল ও হাবীব। এই তিন নেতা পরস্পর সহোদর এবং তাহাদের পিতার নাম আমর ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন আওফ ছাকাফী। মাতৃকুলের দিক দিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আত্মীয়। তিনি তাহাদের সহিত ইসলাম প্রচার এবং ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তির মুকাবিলায় তাহাদের সহায়তা কামনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত নিতান্ত অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। প্রথম জন বলিল, কী তোমাকে আল্লাহ্ই পাঠাইয়াছেন! দ্বিতীয়জন বলিল, রাসূল বানাইবার জন্য তোমাকে ছাড়া আল্লাহ আর কাহাকেও পান নাই? তৃতীয়জন বলিল, আল্লাহ্র শপথ! তোমার সহিত আমরা কথা বলিব না। কারণ তোমার দাবি অনুযায়ী যদি তুমি সত্যি আল্লাহ্র রাসূল হইয়া থাক তাহা হইলে সওয়াল-জওয়াব ও তর্ক-বিতর্কের জন্য আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব আর যদি তুমি নবূওয়াতের মিথ্যা দাবিদার হও, তাহা হইলে তোমার মত মানুষের সহিত আমাদের কথা বলা অনুচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া সম্যক বুঝিতে পারিলেন, তাইফের পরিস্থিতিও অনুকূল নয় এবং এইখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করা সমীচীন নয়। তিনি সেইখান হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় ছাকীফ গোত্রের দলপতিদের অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহার এইখানে আসিবার খবর গোপন রাখা হয়। কেননা কুরায়শরা যদি তাঁহার তাইফ সফরের সংবাদ জানিতে পারে তাহা হইলে নির্যাতনের মাত্রা আরও আশংকাজনক পর্যায়ে উন্নীত হইবে। উত্তরে দলপতিরা বলিল, তোমার যেইখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার, তবে আমাদের শহরের চৌহদ্দির ভিতরে থাকিতে পারিবে না।

অতঃপর তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের পিছনে তাহাদের দাস ও সমাজের দুর্বৃত্তদিগকে লেলাইয়া দিল। তাহারা চিৎকার করিয়া গালি দিতে লাগিল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চলার পথের চারিদিকে লোক একত্র হইয়া গেল। প্রত্যেকে একযোগে তাঁহার প্রতি পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। প্রস্তরাঘাতের ধকল সহিতে না পারিয়া তিনি যখন বসিয়া পড়িতেন, শত্রুরা হাত ধরিয়া আবার তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া দিত। ফলে আঘাতের পর আঘাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পবিত্র দেহ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে। জুতাদ্বয় রক্তে ভরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বাঁচাইতে গিয়া যায়দ ইব্‌ন হারিছার মাথা কয়েক স্থানে ফাটিয়া যায়।

অবশেষে রক্তাক্ত অবস্থায় তাহারা দুইজন নিকটবর্তী আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের মালিক ছিল উতবা ও শায়বা, ইসলামের প্রতি যাহাদের শত্রুতা ছিল সর্বজনবিদিত। কিছুক্ষণ পর ঐ স্থান তিনি ত্যাগ করিলেন। ইতোমধ্যে জিবরাঈল (আ)-এর নেতৃত্বে একদল ফেরেশতা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আপনি যদি হুকুম করেন তাহা হইলে এই অপরাধীদের দুই পাহাড়ের মধ্যখানে রাখিয়া আমরা পিষ্ট করিয়া ফেলিব। প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "না, আমি আশা রাখি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সন্তানদের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং শিরক করিবে না।" শত্রুর প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষমা ও মহানুভবতা দুনিয়ার বুকে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার এই প্রত্যাশা আল্লাহ তা'আলা অপূর্ণ রাখেন নাই। পরবর্তীতে তাইফে প্রতিটি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন (সীরাতুল হালাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৪৩৭-৪৫০; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ৪৬৮-৪৭০;তারীখ তাবারী, ১খ., পৃ. ১০৮-১১০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, বাইশতম মুদ্রণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি. / ১৯৯৯ খৃ., প্রধানত আয়াতসমূহের তরজমার জন্য; (২) শিবলী নু'মানী, সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন্নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী, ঢাকা, ১৯৮৫ খৃ., ২ ও ৬খ.; (৩) এম আফলাতুন কায়সার, মিশকাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ২য় সং, ১৮৯৭ খৃ., ৭খ.; (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী, ১৯৮২ খৃ., ৮খ.; (৫) সহীহ বুখারী, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৪১৫ হি. / ১৯৯৫ খৃ., ২য় সং, ৪খ.;প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৪২১ হি. / ২০০০ খৃ., ২য় সং, ৯খ.; প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৪২৩ হি. / ২০০২ খৃ.; (৬) সুনান আবূ দাউদ, ই.ফা.বা.ঢাকা, ১৪২০ হি. / ১৯৯৯ খৃ., ৫খ.; প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ., ৪খ.; (৭) ইব্ন কুতায়বা, কিতাবুল মা'আরিফ, পাক একাডেমী, করাচী ১৯৮৫ খৃ.; (৮) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪২২ হি. / ২০০২ খৃ.; (৯) ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যা, বৈরূত, তা.বি., ১খ.; প্রাগুক্ত, ২খ.; (১০) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, মাতবা'আ ব্রিল, লিডেন ১৩২২ হি. ২খ.; (১১) মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন্ নববী, রিয়াদুস সালিহীন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১৪০৮ হি. / ১৯৮৭ খৃ., ৪খ.; প্রাগুক্ত, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খৃ. ১খ.; (১২) আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, তা.বি., ৬খ.; (১৩) সুনান ইব্ন মাজা, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪২১ হি. / ২০০১ খৃ. ২খ.; (১৪) মাওলানা সাঈদ আহমাদ, গোলামানে ইসলাম, মাকতাবা আল-কুরায়শ, লাহোর, ১৯৯৭ খৃ.;(১৫) জামে' তিরমিযী, ই.ফা.বা,. ঢাকা ১৪১৪ হি, / ১৯৯৩ খৃ. ৫খ.; প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৪১২ হি. / ১৯৯২ খৃ. ৪খ.; (১৬) ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, উ, মা, সমাজবিজ্ঞান, ১ম পত্র, আশরাফিয়া বইঘর, ২০০২ খৃ.; (১৭) শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল, সত্তর বছর- আত্মজীবনী, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, কলিকাতা ৬, ১৯৬২ খৃ.; (১৮) মোঃ ইমতিয়াজউদ্দীন, উ, মা, সমাজবিজ্ঞান, ১ম পত্র, আইডয়াল পাবলিকেশন্স, ঢাকা

২০০২ খৃ.; (১৯) সহীহ মুসলিম, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪১৪ হি. / ১৯৯৩ খৃ., ৭খ.; (২০) আল্লামা আযিযুল হক, বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৪১৭ হি. / ১৯৯৭ খৃ. ৫ম সং, ৫খ; (২১) ইমাম মালিক, মুয়াত্তা ই. ফা. বা, ঢাকা, ১৪২২ হি. /২০০১ খৃ., ৩য় সং., ২খ.; (২২) সুনান নাসাঈ, ই. ফা. বা. ঢাকা ১৪২১ হি. / ২০০০ খৃ., ২খ.; (২৩) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, তা.বি., ৩খ,; (২৪) ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল, মুস্তাফা, রব্বানী বুকডিপো, দিল্লী ১৪০১ হি. / ১৯৮১ খৃ. ৩য় সং, ১খ.;(২৫) ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ইতিকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ১৯৮২ খৃ. ২খ.; (২৬) ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ূনুল আছার, মাকতাবাতু দারিত তুরাছ, মদীনা ১৪১৩ হি. / ১৯৯২ খৃ., ১ম সং, ২খ.; (২৭) ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখ তাবারী, উর্দূ অনু. নাফীস একাডেমী, করাচী ১৯৮৭ খৃ., ৬ষ্ঠ সং, ১খ.; (২৮) আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন হালাবী, সীরাতুল হালাবিয়া, কুতুবখানা কাসেমী, দেওবন্দ, ভারত, তা.বি., ৬খ.; (২৯) ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, মাকতাবাতু দারিস সালাম, রিয়াদ ১৪১৪ হি./ ১৯৯২ খৃ.; (৩০) মুজামুল বুলদান, তাবি, ৩খ.; (৩) আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহুস সিয়ার, দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়া, কোলকাতা, তা.বি.; (৩২) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, মজলিস-ই নাশরিয়াত-ই ইসলাম, করাচী ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ খৃ., ৩য় সং., ১-২ খ.; (৩৩) মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন/ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা ১৪১৯ হি. / ১৯৯৮ খৃ., ১ম সং; (৩৪) ইব্ন কাছীর, তাফসীর ইব্ন কাছীর, ইতিকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ১৯৮৬ খৃ., ১ম সং, ২খ.; (৩৫) সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ., ২য় সং, ২খ.।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

জীব-জন্তুর প্রতি মহানবী (স)-এর দয়া ও মমত্ববোধ

জীব-জন্তুর প্রতি নম্র ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ (স) জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর সহিত নম্র ব্যবহার ও দয়ার্দ্র আচরণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ এইসব প্রাণী মানবসেবার জন্য মহান আল্লাহ্রই সৃষ্টি। প্রতিটি প্রজাতির প্রাণীর বিচরণক্ষেত্র, আবাস, খাদ্যাভ্যাস, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলাদা ও বৈচিত্র্যময়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এইসব জীবের অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যথা পৃথিবী নামক এই উপগ্রহ মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িবে।

প্রাচীন কালে আরবে দুই ব্যক্তি বাজি ধরিয়া একটার পর একটা উট যবেহ্ করিত। ইহাতে উভয় পক্ষের প্রচুর উট প্রাণ হারাইত। যবেহকৃত উট দিয়া খাবারের মেলা বসিত। যে ব্যক্তি যত বেশী উট যবেহ্ করিতে পারিত তাহাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হইত। ইহাকে দানশীলতা ও বদান্যতার নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করা হইত।

আরবে একটি প্রথা চালু ছিল যে, কোন মানুষ মারা গেলে তাহার বহনকারী পশুকে মালিকের কবরের উপর বাঁধিয়া রাখা হইত। ইহাকে খাবার ও পানি দেওয়া হইত না। ফলে শুকাইয়া পশুটি নির্মমভাবে প্রাণ হারাইত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের পূর্বে মদীনায় জীবন্ত উষ্ট্রের কুঁজ ও দুম্বার পিছনের বাড়তি গোশ্ত পিণ্ড কাটিয়া খাওয়ার প্রথা চালু ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই বর্বর ও অমানবিক প্রথা উচ্ছেদপূর্বক ঘোষণা করেন, জীবন্ত পশুর কর্তিত অংশ মৃত বলিয়াই গণ্য হইবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখি অযথা বধ করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট উহার হত্যার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার হক কি? তিনি বলিলেন ঃ উহাকে যবেহ করিয়া খাইবে এবং উহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিবে না।

'আইশা (রা) একটি উটের পৃষ্ঠে সওয়ার ছিলেন। উটটি ছিল কঠোর স্বভাবের, তাই তিনি শক্তভাবে ইহাকে ফিরাইতেছিলেন। এই দৃশ্য অবলোকনে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তোমার উচিত নম্র ব্যবহার করা। যে ব্যক্তি নম্রতা হইতে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

জনসাধারণ অনেক সময় মানুষের তুলনায় পশুদের অধিক কষ্ট দেয়, হৃদয়হীন আচরণ করে, সাধ্যের বাহিরে ইহাদের নিকট হইতে শ্রম লয়। আরবের লোকেরা জানিতনা যে, মানুষের

সহিত ভাল ব্যবহার ও সদাচারের কারণে যেমন ছওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি নির্বোধ পশু-পাখি ও জীব-জন্তুর সহিত উত্তম ব্যবহার ও মানবিক আচরণ করিলেও অনুরূপ ছওয়াব পাওয়া যায়। এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজের উটগুলিকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে একটি জলাধার তৈরি করিয়াছেন। মাঝেমধ্যে অপরিচিত উট আসিয়া সেইখান হইতে পানি পান করে। তিনি জানিতে চাহিলেন যে, এইসব উটকে পানি পান করাইলে তাহার কোন ছওয়াব হইবে কিনা? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ প্রতিটি পিপাসার্ত ও প্রতিটি প্রাণীর সহিত ভাল ব্যবহারে ছওয়াব পাওয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (স) ছাগল প্রতিপালনকে উৎসাহিত করিয়া বলেন ঃ 'নম্রতা ও বিনয় ছাগল পালকদের মধ্যে রহিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি ছাগলই মুসলমানদের উত্তম মাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহারা ফিতনা-ফাসাদ হইতে নিজেদের দীন রক্ষার নিমিত্ত পর্বতের চূড়ায় চলিয়া যাইবে অথবা কোন উপত্যকায় গিয়া আশ্রয় লইবে।' রাসূলুল্লাহ (স) ভারবাহী পশুর পিঠে বিনা প্রয়োজনে বসিয়া থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "কোন মুসলমান যদি কোন গাছ লাগায়, উহা হইতে কোন মানুষ বা পশু যদি কিছু খায় তবে তাহার জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হইবে" (সহীহ্ বুখারী, ৯খ., পৃ. ৪০৮; সহীহ্ মুসলিম, ৮খ., পৃ.১১৭-৯; সুনান আবূ দাঊদ, ৩খ., পৃ.৪৫৪; জামে তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ১১৪; মিশকাত শরীফ, ৮খ., পৃ. ১১৯; সীরাতুন্নবী, ৬খ., পৃ. ১৬৯, ১৭১; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ., পৃ. ৪৪১; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ২খ., পৃ. ৬৯৪-৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) একদা এমন একটি উটের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিলেন প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় যাহার পিঠ উহার পেটের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (স) মন্তব্য করিলেন ঃ 'এইসব বাকশক্তিহীন পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। ইহাদের উপর এমন অবস্থায় আরোহণ কর যখন উহারা শারীরিকভাবে সক্ষম থাকে এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িবার আগে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণ না উহার ক্লান্তি দূরীভূত হয়" (মিশকাত শরীফ, ৬খ., পৃ. ২৭৫)।

জনৈক ব্যভিচারিণী তীব্র পিপাসায় কাতর অবস্থায় পথ অতিক্রম করিতেছিল। পথিপার্শ্বে একটি কূপের সন্ধান পাওয়া গেল। সে কূপে অবতরণ করিয়া আকণ্ঠ পানি পান করিল। উহার পর উঠিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল যে, আমি হাঁপাইতেছে এবং পিপাসায় কাতর হইয়া কাদা মাটি চাটিতেছে। পথিক ভাবিল, এই কুকুরটি যেইরূপ পিপাসায় কষ্ট পাইয়াছি এই কুকুরটিও পিপাসায় অনুরূপ কষ্ট পাইতেছে। তখন সে আবার কূপে অবতরণ করিল এবং তাহার চামড়ার তৈরী মোজার মধ্যে পানি ভরিল। পানিভর্তি মোজাকে দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। অতঃপর সে পিপাসার্ত কুকুরটিকে তৃপ্ত করিয়া পানি পান করাইল। আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রতিদানস্বরূপ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীব-জন্তুর জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, প্রত্যেক

জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী প্রাণীর সেবার জন্য পুরস্কার রহিয়াছে (সহীহ্ বুখারী, ৯খ., পৃ. ৩৫৮; ৫খ., পৃ. ৪১৮)।

পশুর প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও উহাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোন পশুকে খাদ্য দিতে অপারগ হইয়া মালিক যদি উহাকে ছাড়িয়া দেয় অথবা ধ্বংসোম্মুখ অবস্থায় পরিত্যাগ করে, ইহার পর অন্য কোন ব্যক্তি যদি উহাকে লালন-পালন করিয়া জীবিত রাখে, সে-ই হইবে পরিত্যক্ত পশুটির মালিক (সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৪২২)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা শ্যামলাচ্ছাদিত ভূমিতে সফর করিলে উষ্ট্রকে জমি হইতে উহার প্রাপ্য অংশ দিবে, আর অনুর্বর অনাবাদী জমিতে সফর করিবার সময় দ্রুত পথ অতিক্রম করিবে, যাহাতে উহাদের 'শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে'। রাত্রি যাপন করিতে চাহিলে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াও। কারণ রাত্রে পথ দিয়া চতুষ্পদ জন্তুরা চলাচল করে এবং সেখানে কীট ও সরীসৃপের আবাস।

'উষ্ট্রকে জমি হইতে তাহার প্রাপ্য অংশ দিবে'-এর অর্থ হইতেছে, চলিবার সময় উষ্ট্রের সহিত কোমল ব্যবহার কর যেন উহা চলার সময় পথের দুই পার্শ্বের জমিতে উদ্গত তৃণ-গুল্ম খাইতে খাইতে চলিতে পারে। আর 'শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে'-এর অর্থ হইতেছে অনুর্বর জমির উপর দিয়া চলার সময় দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া যাও যাহাতে সফরের কষ্টের কারণে উষ্ট্রের শক্তি পথিমধ্যে নিঃশেষ হইয়া না যায়।

রাসূলুল্লাহ (স) একদা এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করিলেন। সেইখানে অবস্থানরত একটি উট তাঁহাকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং অঝোর ধারায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তিনি তাহার কাঁধ ও মাথার পেছনের অংশে হাত বুলাইয়া আদর করিলেন। ফলে উহা চুপ হইয়া গেল। তিনি জানিতে চাহিলেন, উটটির মালিক কে? উটটি কাহার? এক আনসার যুবক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আমার। তিনি বলিলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাকে এই পশুর মালিক বানাইয়াছেন, অথচ তুমি কি আল্লাহ্কে এই ব্যাপারে ভয় কর না? কারণ ইহা আমার নিকট নালিশ করিয়াছে যে, তুমি ইহাকে ক্ষুধার্ত রাখ এবং ইহাকে দিয়া বেশী বোঝা বহন করাও, কিন্তু প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য দাও না' (রিয়াদুস সালেহীন, ৩খ., পৃ.৩৭-৪০; সুনান আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৪৪৫)।

জীব-জন্তু, পশু-পাখী ও কীট-পতঙ্গের প্রতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দয়া ও মমত্ববোধের পূর্ণ প্রভাব সাহাবায়ে কিরামের জীবনধারায় স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। আনাস (রা) বলেন, সফরে আমরা কোন মনযিলে অবতরণ করিলে হাওদা না খোলা পর্যন্ত নফল সালাত আদায় করিতাম না। নফল সালাতের প্রতি আমাদের অত্যধিক আগ্রহ সত্ত্বেও হাওদা খোলা এবং বাহনের পশুদের আরাম পৌঁছানোকে আমরা নফল সালাতের উপর অগ্রাধিকার দিতাম।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে সিরিয়ায় একটি সেনা অভিযান প্রেরিত হয়। উক্ত অভিযানে সেনাবাহিনীর এক-চতুর্থাংশের অধিনায়ক ছিলেন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ

সুফ্য়ান (রা)। বিদায়ের সময় আবূ বকর (রা) তাঁহাকে বলিলেন, সিরিয়ায় এমন ধরনের কতিপয় লোক দেখিবে যাহারা নিজদিগকে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিবেদিত বলিয়া মনে করে (অর্থাৎ খৃস্টান পাদ্রী)। তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় ছাড়িয়া দিও। এমন কতিপয় লোক দেখিবে যাহারা মধ্য ভাগে মাথা মুণ্ডন করে (তৎকালে অগ্নি উপাসকদের এই রীতি ছিল)। তাহাদিগকে সেইখানেই তলোয়ার দিয়া হত্যা করিবে। দশটি বিষয়ে আমি তোমাকে বিশেষ উপদেশ দিতেছি, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও ঃ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদিগকে হত্যা করিবে না, ফলবান বৃক্ষ নিধন করিও না, আবাদী ভূমি ধ্বংস করিও না, খাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া ছাগল বা উটকে হত্যা করিও না, মৌমাছির মৌচাক পোড়াইয়া দিও না অথবা পানিতে ডুবাইয়া দিও না, গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে কিছু চুরি করিও না এবং হতোদ্যম হইও না (রিয়াদুস সালেহীন, ৩খ., পৃ. ৩৭-৪০; সুনান আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৪৪৫; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ২খ., পৃ. ৩১)।

জীব-জন্তুর লড়াই ও ইহাকে চাঁদমারির লক্ষ্যস্থল বানানো

প্রাক-ইসলামী যুগে বিভিন্ন পশু-পাখিকে জীবন্ত অবস্থায় বাঁধিয়া চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো হইত। ইহার দ্বারা তৎকালীন সমাজের মানুষ আনন্দ অনুভব করিত যাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত অমানবিক, নিষ্ঠুর, বর্বরোচিত ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক। এই পদ্ধতিতে অনেক অসহায় প্রাণী মারা যাইত বা গুরুতর আহত হইয়া আর্তনাদ করিত। রাসূলুল্লাহ (স) এই বর্বর পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। প্রাণীদের একটির বিরুদ্ধে অপরটিকে উত্তেজিত করিতে, লড়াই লাগইতে, চেহারায় আঘাত করিতে এবং শরীরে দাগ লাগাইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। পাখির দ্বারা ভাগ্য গণনা ও শুভাশুভ নির্ণয় করাকে তিনি শিরক বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং কবুতর লইয়া যে খেলা করে তাহাকে শয়তানরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন (সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ৪৩৫-৬; জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ২৫৬-৭; সুনান আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৪৫১; ৫খ., পৃ. ৫১, ৫২৩)।

ঘোড়া প্রতিপালন

রাসূলুল্লাহ (স) ঘোড়া প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। ঘোড়ার ব্যবহার বহুমুখী। সফরের বাহন, অভিযাত্রার সাথী এবং যুদ্ধের ময়দানে পারদর্শী বাহন হিসাবে ঘোড়ার জুড়ি নাই। তিনি ঘোড়ার কপাল ও ঘাড়ের পশম মুছিয়া দেওয়ার ও গলায় নিদর্শনের মালা (কিলাদা) পরাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। ঘোড়ার গলায় ধনুক, তারের কবজ অথবা ঘন্টা ব্যবহারকে তিনি নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। কারণ এইগুলি ছিল জাহিলী যুগের কুসংস্কার। সেই যুগে বদনযর হইতে বাঁচিবার আশায় কবজ ব্যবহার করা হইত। তাঁহার দৃষ্টিতে ঘণ্টা শয়তানের নৃত্য-কাঠি এবং রহমতের ফেরেশতা ঐসব পথিক দলের সহিত থাকেন না যাহাদের পশুর গলায় ঘন্টা বাঁধা থাকে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম, ঘাড়ের পশম ও লেজের পশম কাটিবে না। কারণ ইহার লেজ হইল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, ঘাড়ের পশম শীতের বস্ত্রস্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক। তোমরা ঘোড়া ক্রয় করিবার সময় কপাল সাদা, লাল-কাল মিশ্রিত রং-এর অথবা পা সাদা, উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা শরীর কাল, কপাল ও পায়ে সাদা চিত্রা বর্ণের ঘোড়া বাছিয়া লইও। লাল বর্ণের ঘোড়াসমূহে বরকত নিহিত রহিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ (স) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত মদীনার বাহিরে হাফ্ইয়া নামক স্থান হইতে ছানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পাঁচ মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর সাধারণ প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেন ছানিয়াতুল বিদা পাহাড় হইতে বানূ যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত ছয় মাইল দূরত্বের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (স) ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠানের জন্য ঘোড়াসমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ছিল, কিছুদিন ভালভাবে খাদ্যদানের মাধ্যমে মোটা-তাজা করিবার পর ক্রমান্বয়ে খাদ্যহ্রাস করিয়া ঘোড়াকে সতেজ ও শক্ত করিয়া তোলা হইত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় রত দুইটি ঘোড়ার মধ্যে যে ব্যক্তি তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করাইয়া দিবে অর্থাৎ সে তাহার ঘোড়া অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নয় এমতাবস্থায় তাহা হারাম বাজি হিসাবে গণ্য হইবে না। আর যে ব্যক্তি ভাল ঘোড়া লইয়া নিশ্চিত জিতিবার লক্ষ্যে তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করাইয়া দিবে, তাহা হারাম বাজি হিসাবে গণ্য হইবে। ঘোড়াকে পিছন দিক হইতে তাড়া দেওয়া আর পার্শ্বে খোঁচা দেওয়া দৌড় প্রতিয়োগিতায় নিষিদ্ধ। উটের দৌড় ও ঘোড়ার দৌড় ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর প্রতিযোগিতা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে কল্যাণ, তাহা হইল ছওয়াব ও গনীমত (সুনান আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৪৪৭-৮, ৪৫৭-৯, ৪৬০; জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ২৪৮-৫৩)।

কুকুর-বিড়াল পালন ও বিক্রয়

রাসূলুল্লাহ (স) কুকুর পালনকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। কুকুর অনেক সময় বিভিন্ন রোগের ভাইরাস, বিশেষত জলাতংক রোগ ছড়ায়। তাই ক্ষেত্রবিশেষ কুকুর নিধন করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য শিকারের জন্য এবং পশুপাল ও ক্ষেত-খামার পাহারার উদ্দেশ্যে তিনি কুকুর রাখার অনুমতি দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ 'কুকুর যদি আল্লাহর সৃষ্ট জাতিগুলির মধ্যে একটি জাতি না হইত তবে আমি সকল কুকুর হত্যা করিবার নির্দেশ দিতাম। সুতরাং তোমরা যেইগুলি ঘোর কাল বর্ণের সেইগুলিকে হত্যা কর। ইহাদের দুই চোখের উপরিভাগে দুইটি সাদা ফোঁটা চিহ্ন আছে। এই শ্রেণীর কুকুরগুলি খুব বেশী হিংস্র ও দুষ্ট প্রকৃতির হইয়া থাকে। শিকারের বা শস্যক্ষেত্র পাহারা দেওয়ার বা পশুপাল চারণের কুকুর ছাড়া যদি কেহ কুকুর পালন করে, তাহা হইলে তাহার নেক আমল হইতে প্রতিদিন এক কীরাত করিয়া ছওয়াব হ্রাস পাইবে। কীরাত হইল নিক্তির ওজনে একটি ক্ষুদ্রতম পরিমাণ বিশেষ।

উহার যথাযথ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। কোন পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় তখন পাত্রস্থিত বস্তু ফেলিয়া দিয়া সাত বার পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। আর অষ্টমবারে মাটি দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

রাসূলুল্লাহ (স) কুকুর, বিড়াল ও শূকরের মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ যদি কেহ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করিতে আসে, তবে তাহার হাতের মুঠা মাটি দিয়া ভরিয়া দিবে। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণ করা জায়েয। ইমাম তাহাবী (র)-এর মতে, এই নিষেধাজ্ঞা ততদিন বলবত ছিল যতদিন কুকুর হত্যার বিধান কার্যকর ছিল। ইহার পর এই বিধান শিথিল হওয়ায় ঐ সমস্ত কুকুর যেইগুলি দিয়া উপকার পাওয়া যায়, তাহার মূল্য গ্রহণ করা জায়েয। ইমাম মালিক (র)-এর মতে, শিকারী এবং অশিকারী উভয় প্রকারের কুকুরের মূল্য গ্রহণ করা হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) কুকুরের মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাতের বেলা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনিলে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাহিতে বলিয়াছেন। কেননা গাধা শয়তানকে দেখিয়া ডাক দেয় এবং গাধা ও কুকুর যাহা দেখে মানুষ তাহা দেখে না (সুনান নাসাঈ, ১খ., পৃ. ৭৪-৬, ১৯৯-২০১; সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ.৪০৬-৮; ৫খ., পৃ. ৫৯৫; সুনান ইবন মাজা, ২খ., পৃ. ২৮৫; মুওয়াত্তা মালিক, ২খ., পৃ. ৩০১; জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ১১৮-৯; মেশকাত শরীফ, ৮খ., পৃ. ২১২-২)।

মৃত জীব-জন্তুর ক্রয় বিক্রয়

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) একদা রাসূলুল্লাহ (স) -এর খিদমতে আসিয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো জানেন, মৃত জীব-জন্তুর চর্বি দিয়া নৌকাকে তৈলাক্ত করা হয়, চামড়াকে মসৃণ করা হয়, আর লোকেরা উহা দিয়া বাতি জ্বালায়। তিনি বলিলেন, এইসব তো হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের উপর অভিশম্পাত করুন! যখন আল্লাহ তাহাদের উপর মৃত জীব-জন্তুর চর্বি হারাম করেন তখন তাহারা ইহা গলাইয়া বিক্রয় করিতে শুরু করে এবং ইহার মূল্য ভক্ষণ করিতে থাকে।

মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত ও চর্বি হারাম হইলেও ইহাদের চামড়া দাবাগত পূর্বক ব্যবহার করিতে রাসূলুল্লাহ (স) অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। দাবাগত হইল- কোন বস্তুর সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় চামড়ার পানি শুকাইয়া পবিত্র করা। ইমাম মালিক (র)-এর মতে 'মুদতার' বা খাদ্যের প্রচণ্ড অভাবে ওষ্ঠাগতপ্রাণ ব্যক্তি মৃত জন্তুর গোশ্ত পেট ভরিয়া আহার করিতে পারে এবং উহা রাখিতেও পারে। যখন হালাল খাদ্য পাওয়া যাইবে তখন মৃত জন্তুর গোশ্ত ফেলিয়া দিবে (সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ৪০৮-৯; মুওয়াত্তা মালিক, ২খ.,

চতুষ্পদ প্রাণীকে লা'নত করা নিষিদ্ধ

একদা এক আনসারী মহিলা একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহিত ছিলেন এবং তাহার সহিত নিজ গোত্রের কিছু মালামালও ছিল। উষ্ট্রীর আচরণে বিরক্ত হইয়া তিনি উহাকে অভিশাপ (লা'নত) দিলেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة لا يكون اللعانون شفعاء وشهداء يوم القيامة.

"তোমরা ইহার উপর যাহা কিছু আছে নামাইয়া ফেল এবং ইহাকে খালি করিয়া দাও। কেননা সে তো অভিশপ্ত। লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী কিংবা সাক্ষ্যদাতা হইতে পারিবে না"।

সাহাবী ইমরান (রা) বলেন, আমি যেন সেই উষ্ট্রীটি এখনও দেখিতেছি যে, মানুষের মাঝে বিচরণ করিতেছে অথচ কেহ উহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না। রাসূলুল্লাহ (স) মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা উহা সালাতের জন্য মানুষকে সজাগ করে। মোরগ ফেরেশতা দেখিলে ডাক দেয়। একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্ব দিয়া একটি গাধা গমনকালে তিনি দেখিলেন, উহার মুখমণ্ডলে জ্বলন্ত লোহার দাগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ 'সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর লা'নত যে উহার মুখমণ্ডলে দাগ দিয়াছে।' কারণ পশুর মুখে দাগ দিলে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। গরু, ছাগল, উট, মহিষ, ভেড়া, মেষ প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য বা চিহ্ন রাখিবার প্রয়োজনে চেহারা ব্যতীত অন্য স্থানে দাগ দেওয়া জায়েয আছে (সহীহ মুসলিম, ৮খ., পৃ. ১১৯-১২১; সুনান আবূ দাউদ, ৩খ., পৃ. ৪৫১; মেশকাত শরীফ, ৮খ., পৃ.১১৩-৪, ১৩৪)।

জন্তু, পাখি ও কীট-পতঙ্গ হত্যা প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ (স) অকারণে জীব-জন্তু, পশু-পাখী ও কীট-পতঙ্গকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু যেইসব প্রাণী মানুষের জীবনের জন্য হুমকি হইয়া দাঁড়ায় সেইগুলিকে হত্যা করিতে কোন বাধা নাই। রাসূলুল্লাহ (স) ব্যাঙ বধ করিতে বারণ করিয়াছেন, এমনকি চিকিৎসার প্রয়োজনে হইলেও না। গৃহাভ্যন্তরে বসবাসকারী সাপকে হত্যা করিতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করিয়াছেন। কারণ অনেক সময় জিন জাতিও সাপের আকৃতি ধারণ করিয়া মানুষের ঘরে অবস্থান করিয়া থাকে। তিনি বলেন, তোমাদের ঘরে অন্য প্রাণীও থাকে। তিনবার তাহাদের ধমক দিবে। ইহার পরও যদি সেইগুলি স্থান পরিত্যাগ না করে এবং উহাদের পক্ষ হইতে অনিষ্টকর কিছু প্রকাশ পায় তবে হত্যা করিবে। বাসস্থানে কোন সাপ দেখা গেলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, আমরা নূহ্ (আ)-এর ওয়াদা ও সুলায়মান (আ)-এর ওয়াদার ওসীলায় তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি আমাদের কষ্ট দিও না। ইহার পরও যদি উহা অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় তবে ইহাকে বধ করিবে। 'যুত্-তুফয়াতায়ন' ও 'আবতার' জাতীয় সাপ হত্যা

করিতে নিষেধ করেন নাই। কেননা এইগুলি চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়। 'যুত্-তুফয়াতায়ন' জাতীয় সর্পের পেটে দুইটি লম্বা সাদা ডোরা থাকে যাহা মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত প্রলম্বিত। 'আবতার' লেজকাটা সর্পকে বলা হয় এবং ঐ সমস্ত সর্পকেও 'আবতার' বলা হয় যাহা আকারে খাট। এইসব সাপ অত্যন্ত বিষধর এবং ইহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসেও মারাত্মক ধরনের বিষ রহিয়াছে।

হিশামের আযাদকৃত গোলাম আবূ সাইব (রা) বলেন, একদা আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গমন করিলে তিনি তখন সালাত আদায়ে রত ছিলেন। সালাত হইতে অবসর হইবার অপেক্ষায় তিনি বসিয়া রহিলেন। যখন তিনি সালাত শেষ করিলেন তখন তাহার চৌকির নিচে আবূ সাইব (র) সরসর শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি তাকাইয়া দেখিলেন যে, উহা একটি সর্প। তিনি উহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। আবূ সাঈদ (রা) তাহাকে ইশারা করিয়া বলিলেন, বস, ইহাকে মারিও না। অতঃপর তিনি আবূ সাইব (র)-এর দিকে ফিরিয়া ঘরের একটি কামরার দিকে ইশরা করিয়া বলিলেন, ঐ ঘরটি দেখিতেছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলিলেন, সেই ঘরে জনৈক যুবক বাস করিত, সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে পরিখা যুদ্ধে গমন করিয়াছিল। ইহার পর হঠাৎ এক সময় সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটু অনুমতি দান করুন, আমি আমার পরিবারের সঙ্গে একটু কথা বলিয়া আসি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে অনুমতি দান করিয়া বলিলেন, যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখ। কেননা বনূ কুরায়যার পক্ষ হইতে হামলার আশঙ্কা রহিয়াছে। বনূ কুরায়যা সেই ইয়াহূদী গোত্র যাহারা পরিখা যুদ্ধের সময় ওয়াদা ভঙ্গ করিয়া মক্কাবাসীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

যুবকটি অস্ত্রসহ রওয়ানা হইয়া গেল। ঘরে পৌঁছিয়া সে তাহার স্ত্রীকে ঘরের দুই দরজার মধ্যবর্তী স্থানে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। স্ত্রীকে এই অবস্থায় দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইল এবং বর্শা দিয়া স্ত্রীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। স্ত্রী বলিল, আমাকে মারিতে এত তাড়াহুড়া করিও না, বরং আগে ঘরের ভিতরে যাইয়া দেখ। অতঃপর সে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিল যে, কুণ্ডলী পাকাইয়া একটি সর্প তাহার বিছানায় বসিয়া আছে। সে বর্শা দিয়া সর্পটিকে গাঁথিয়া ফেলিল এবং বর্শাটিকে ঘরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া দিয়া নিজে বাহির হইয়া আসিল। সর্পটি বর্শার ফলায় পেঁচাইতেছিল, আর তখনই যুবকটি মারা গেল। তবে ইহা জানা যায় নাই যে, যুবকটি আগে মারা গেল, না সর্পটি? রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উক্ত ঘটনা বিবৃত করা হইলে তিনি বলিলেন, মদীনায় জিন জাতিরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব তোমরা যদি সর্প দেখ তবে তিন দিন পর্যন্ত তাহাকে সতর্ক কর। তারপরেও যদি তাহাকে দেখ, তবে হত্যা কর। কেননা সে শয়তান।

পাঁচ প্রকার প্রাণী অত্যন্ত অনিষ্টকারী, ইহাদিগকে হারাম শরীফে হত্যা করিবার অনুমতি রহিয়াছে। কেহ ইহরাম অবস্থায় যদি ইহাদিগকে মারিয়া ফেলে তাহা হইলে কোন গুনাহ হইবে

না। এইগুলি হইতেছে বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল। অনেক সময় ছোট ছোট অনিষ্টকারী ইঁদুর প্রজ্জ্বলিত সলিতাযুক্ত বাতি টানিয়া লইয়া যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া শেষ করিয়া দেয়।

রাসূলুল্লাহ (স) গিরগিটি বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন। ইহা এক প্রকারের বিষাক্ত প্রাণী। রাতের বেলা চুপিসারে উষ্ট্রীর ওলান চুষিয়া দুধ খাইয়া ফেলে। মানুষ দেখিলে উহার মাথার অংশ রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠে। সম্ভবত উক্ত কারণেই এই নামকরণ করা হইয়াছে। নমরূদ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এই প্রাণীটি সেই আগুনের দিকে ফুঁক দিয়া ইহাকে আরও উত্তেজনামুখর করার চেষ্টা করিয়াছিল।

আল্লাহ্‌র নবীদের মধ্যে কোন নবী একদিন একটি বৃক্ষের নিচে অবতরণ করেন। ইহারপর এক পিঁপড়া তাহাকে কামড় দেয়। তাঁহার নির্দেশে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বৃক্ষের নিচ হইতে সরাইয়া ফেলা হয়। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলে পিঁপড়ার বাসা আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল করিলেন, "তুমি একটিমাত্র পিঁপড়াকে কেন সাজা দিলে না।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ 'তোমাদের কাহারও পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়িলে উহাকে ডুবাইয়া দিবে। কেননা উহার এক ডানায় থাকে জীবানু আর অপর ডানায় থাকে ইহার প্রতিষেধক'। একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া হত্যার কারণে এক নারীকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে দিয়াছেন। সে বিড়ালটিকে খাবারও দেয় নাই, ছাড়িয়াও দেয় নাই, ছাড়িয়া দিলে হয়ত যমীনের পোকা-মাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত।

একদা রাসূলুল্লাহ (স) সফরে ছিলেন। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে তাঁহার সফরসঙ্গীদের মধ্যে দুই একজন পাখির বাসা হইতে দুইটি চড়ুই পাখির বাচ্চা ধরিয়া আনেন। বাচ্চাদ্বয়ের মা ডানা মেলিয়া তাহাদের মাথার উপর উড়িতে থাকে। ঠিক এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন ঃ 'এই চড়ুই পাখির বাচ্চা লইয়া কে ইহাকে বিব্রত করিতেছ? ইহার বাচ্চা দুইটিকে তোমরা ফিরাইয়া দাও।' ইহার পর তিনি পিঁপড়ার সেই গর্তটি দেখিতে পাইলেন যাহাকে তাঁহারা আগুনে পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ইহাকে পোড়াইয়া দিয়াছে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা পোড়াইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

لا ينبغى لاحد ان يعذب بالنار الا رب النار .

"আগুন দিয়া (কাহাকেও) শাস্তি দেওয়া কেবল আগুনের রব ছাড়া আর কাহারও জন্য সংগত নয়" (সহীহ বুখারী, ৫খ., পৃ. ৪১৩-৮; জামি' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ১১৭-৮; সুনান আবূ দাউদ, ৪খ., পৃ. ১৭; ৫খ., পৃ. ৬৬৩; মুওয়াত্তা মালিক, ২খ., পৃ. ৭০১-২; মিশকাত শরীফ,

রাসূলুল্লাহ (স) চারি প্রকার জীবকে বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ ও ছুরাদ। পিপীলিকা অর্থে এইখানে লম্বা লম্বা পা-বিশিষ্টগুলিকে বুঝানো হইয়াছে, ইহারা দংশন করে না। মৌমাছি দংশন করিলেও উহার মাধ্যমে মধু ও মোম পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, হুদহুদের গোশত দুর্গন্ধময়। আর ছুরাদ এক প্রকার পাখী, গায়ের বর্ণ অর্ধেক সাদা এবং অর্ধেক কাল, অন্যান্য পাখি ধরিয়া খায়। আরবের লোকেরা উহাকে অশুভ লক্ষণ বলিয়া ধারণা করে, হিন্দীতে ইহাকে লটুয়া এবং বাংলায় আঁড়ি কোকিল বলে। 'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই ছুরাদ পাখি হযরত আদম (আ)-কে শ্রীলংকা হইতে জেদ্দা পর্যন্ত পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। আর হুদহুদ পাখি ছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর দূত। তাই এইগুলিকে বধ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে (এম. আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ, মেশকাত শরীফ, ৮খ., পৃ. ১৩৭)।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী দ্বারা শিকার

আদী ইব্ন হাতিম (রা) একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়িয়া দেই এবং উহারা শিকার করিয়া আমার জন্য রাখিয়া দেয়। আমি তখন আল্লাহ্র নাম লই অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলি। এই শিকারকৃত জন্তু আমি খাইতে পারি কি? তিনি বলেন ঃ যখন তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহ্র নাম লইয়া ছাড়, তখন তুমি উহা খাইতে পার। আমি বলিলাম, যদি উহারা শিকারকে হত্যা করিয়া ফেলে? তিনি বলিলেন ঃ উহারা শিকারকে হত্যা করিলেও। কেননা উহার ধরাটাই (শিকার করাই) ছিল যবেহ। কিন্তু উহার সাথে অন্য কুকুর শামিল হইলে খাইতে পারিবে না। তবে যদি কুকুর তাহা হইতে কিছু অংশ খাইয়া ফেলে তাহা হইলে তুমি উহাও খাইবে না। আর যদি এই শিকারে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরও যোগ দিয়া থাকে তাহা হইলে তুমি ইহা মোটেও খাইবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়িতেই আল্লাহ্র নাম লইয়াছ (বিস্মিল্লাহ্ বলিয়াছ), অন্যটার ব্যাপারে লও নাই। তুমি তো জান না যে, কোন কুকুরটি শিকারকে হত্যা করিয়াছে। অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়া শিকার করিলে যদি তুমি যবেহ করিবার সুযোগ পাও, তবে উহা খাইতে পার।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি অনেক সময় শিকারের উদ্দেশ্যে, মিরবাদ (কাঠ বা তীক্ষ্ণ ছড়ি ইত্যাদি) নিক্ষেপ করিয়া থাকি, যদি তাহাতে শিকার কুপোকাৎ হইয়া যায়? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ যখন তুমি 'মিরবাদ নিক্ষেপ কর এবং তাহার সম্মুখের তীক্ষ্ণভাগ প্রবিষ্ট হইয়া শিকার মারা যায় তবে তুমি তাহা খাইতে পার। আর যদি পাশের ভাগ লাগিয়া শিকার মারা যায়, তবে তুমি উহা খাইবে না। যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করিবে তখন আল্লাহ্র নাম লইবে। যদি তুমি শিকার মৃত অবস্থায় পাও, তবে উহা খাইতে পার; যদি তাহা পানিতে পাও তবে খাইবে না। কেননা তুমি তো নিশ্চিতভাবে জান না যে, পানিই উহাকে হত্যা করিল নাকি তোমার তীর। যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করিলে এবং উহা তোমার নিকট হইতে

নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, ইহার পর তুমি তাহা পাও তবে যতক্ষণ উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি উহা খাইতে পার (সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ৪০৭-১২; জামে' তিরমিযী, ৪খ., পৃ. ১০৩-৮)।

পশু যবেহ্-এর ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন

মনুষ্য খাদ্যের প্রয়োজনে যদি পশু যবেহ করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে পশুর সহিত নম্র ও দয়ার্দ্র আচরণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর 'ইহ্সান' অত্যাবশ্যক করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা যখন হত্যা করিবে, দয়ার্দ্রতার সহিত হত্যা করিবে; আর যখন যবেহ করিবে, দয়ার সহিত যবেহ করিবে। তোমাদের সকলেই যেন তাহার ছুরি ধার করিয়া লয় এবং যবেহকৃত জন্তুকে আরাম (নিস্তেজ হইতে) দেয়। দাঁত, নখ, ছুরি ও পাথর দ্বারা পশু যবেহ করা নিষিদ্ধ। এক কথায় বিনা প্রয়োজনে পশুকে শারীরিক কষ্ট দেওয়া জাইয নয়। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন ছাগল যবেহ করি তখন উহার প্রতি আমার দয়া হয়। উত্তরে তিনি বলিলেন, 'তুমি যদি ছাগলের উপর দয়া কর তাহা হইলে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করিবেন।' যেইসব হালাল পশু আল্লাহর নামে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলিয়া যবেহ করা হয় নাই তাহা হারাম। দেব-দেবী ও মূর্তির নামে যবেহকৃত জন্তু ভক্ষণ করা ঈমানদারদের জন্য অবৈধ (সহীহ বুখারী, ৯খ., পৃ. ১৭২-৬; সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ৪৩৪; মুসনাদ আহ্মাদ, ৬খ., পৃ. ৪৩৬)।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে এই কথা স্পষ্টত বুঝা গেল যে, মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখি নির্বিশেষে সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তর মায়া, মমতা ও অনুকম্পায় পরিপূর্ণ ছিল। গোষ্ঠী, বর্ণ, বংশ, দেশ, কাল, পাত্র ও জাতীয়তার উর্ধ্বে ছিল তাঁহার দয়া ও মায়া। তাঁহার করুণা ও মহানুভবতা সর্বপ্লাবী ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পশু-পাখিদের সহিত নির্দয় আচরণের যে পৈশাচিক প্রথা আরবে প্রচলিত ছিল তাঁহার কালজয়ী আদর্শ ও বাস্তব শিক্ষার ফলে উহা সমাজ হইতে নির্মূল হইয়া যায়। জীবজন্তুর সহিত মানবিকতাপূর্ণ ব্যবহারের কেবল নির্দেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আচরণের মাধ্যমে সমাজে অনন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্তও স্থাপন করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত ও পশুপাখি যবেহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিতে বিজ্ঞানীদের দেড় হাজার বৎসর সময় লাগিয়াছে। বৃটেন, কানাডা ও নিউজিল্যাণ্ডসহ পৃথিবীর ২২টি দেশে গরু ও নানা জীবের মধ্যে Bovire Spongiform Eneephalopathy (BSE), Variant Creutzfeledt Jakob Disease (VCJD), Transmissible Spongiform Eneephalopathies (TSES) নামক রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিয়াছে। এইসব রোগাক্রান্ত পশুর গোশত ভক্ষণ করিলে

মানুষের দেহে মারাত্মক উপসর্গের সৃষ্টি হয়; মস্তিষ্কে ক্ষতচিহ্ন তৈরী হয়; ক্রমে ক্রমে তাহা ছিদ্র হইয়া যায় এবং প্রোটিনের পিণ্ড সৃষ্টি হইয়া মস্তিষ্কে অকেজো হইয়া পড়ে। ইতোমধ্যে বৃটেনে এক লক্ষ আশি হাজার ঘটনা পাওয়া গিয়াছে এবং আগামীতে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে বলিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানিগণ আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন। ৮০-এর দশক হইতে মধ্য ৯০-এর দশক এই সময়ে ১.৯ মিলিয়ন গরু এই রোগের প্রকোপে অসুস্থ হইয়া পড়ে (ফজলুল হক, দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩, পৃ. ১০)।

জীব-জন্তু ও পশু-পাখিদের প্রতি সদয় আচরণ, সংরক্ষণ এবং ইহার যুৎসই ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া মানবতার নবী রাসূলুল্লাহ (স) যেইসব অমূল্য শিক্ষা মানবজাতিকে দিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম ও তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করিতে আধুনিক জীব বিজ্ঞানীদের অনেক দিন সময় লাগিয়াছে।

প্রকৃতির ভারসাম্য ও জীব বৈচিত্র্যের বস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া মানব সমাজ টিকিয়া আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সেবার মত অনেকগুলি মৌলিক বিষয়ে মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীব বৈচিত্রের উপর নির্ভরশীল। কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্থলভাগ, জলভাগ বা যত প্রকার আবাসস্থল আছে, তাহাদের মধ্যে বিরাজমান জীবসমূহ ও জীবসমূহের মধ্যে বিদ্যমান প্রকার বা বৈচিত্র্যসমূহ এবং তাহারা যেই প্রতিবেশ ব্যবস্থার অংশ, সেই অবস্থানে প্রতিবেশ সংক্রান্ত পারস্পরিক কর্মকাণ্ডসমূহ জীববৈচিত্র্যের অন্তর্ভুক্ত।

গাছপালার মত জীবজন্তু ইকো সিস্টেমের একটি বায়োটিক ফ্যাক্টর (উপাদান)। বস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখিতে প্রত্যেকটি জীবের অবদান রহিয়াছে। প্রকৃতিতে যে কোন প্রজাতির সংখ্যাধিক্য প্রাকৃতিক নিয়মেই সীমিত থাকে। খাদ্যের অভাব, শিকারী প্রাণীর উপস্থিতি, রোগ বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাক প্রভৃতি সকলে বা যে কোন একটি জীবের সংখ্যাধিক্য রোধ করিতে যথেষ্ট। কোন প্রজাতির প্রজননের হার ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মিলিয়া সর্বদা একটি সমতা রক্ষা করিয়া চলে। কিন্তু মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে সেই সমতা নষ্ট হইতে শুরু করে। মানুষ চামড়ার জন্য, বসতি স্থাপনের জন্য, কারখানা স্থাপনের জন্য, খাদ্যের জন্য অথবা অপকারী ভাবিয়া অনেক জীবজন্তু হত্যা করে (ড. আইনুন নিশাত, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণঃ কর্ম কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প, পৃ. ১-৯; প্রফেসর এ. জে. এম. শহীদুল্লাহ/ প্রফেসর এ. এন. চৌধুরী, জীব বিজ্ঞান, পৃ. ১০০-১)।

কাজেই মানব সভ্যতা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণী, জীবজন্তুর সহিত সদাচরণ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। জীবজন্তুর প্রতি সদয় আচরণ, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও জীব বৈচিত্র্যের বিভিন্ন উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) দেড় হাজার বৎসর আগে যে ঘোষণা দেন তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে রি ও ডি জেনারিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে।

এই সম্মেলনে The Convention of Biological Diversity (CBD) প্রণীত হয় ও বিকাশ লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সহীহ মুসলিম, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৪১৫ হি. / ১৯৯৪ খৃ., ৮খ.; প্রাগুক্ত, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ খৃ., ৬খ.; (২) সহীহ বুখারী, ই.ফা.বা., ১৪২১ হি. / ২০০০ খৃ., ৯খ., ২ সংস্করণ; প্রাগুক্ত, ১৪২০ হি. / ১৯৯৯ খৃ., ২ সংস্করণ; (৩) জামি' তিরমিযী, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪১২ হি. / ১৯৯২ খৃ., ৪খ.; (৪) সুনান আবূ দাউদ, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৪১৮হি. / ১৯৯৭ খৃ., ৪খ.; প্রাগুক্ত, ১৪১৩ হি. / ১৯৯২ খৃ., ৩খ.; প্রাগুক্ত, ১৪২০হি. / ১৯৯৯ খৃ., ৫খ.; (৫) মিশকাত শরীফ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ., ৬খ., ৩য় সং.; প্রাগুক্ত, ৮খ.; (৬) মুহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী, রিয়াদুস সালেহীন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৬ খৃ., ৩খ.; (৭) সুনান নাসাঈ, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৪২১হি. / ২০০০ খৃ. ১খ.; (৮) মুওয়াত্তা মালিক, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৪২২ হি. /২০০১ খৃ. ২খ.; (৯) সুনান ইব্ন মাজা, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৪২১হি. / ২০০১ খৃ. ২খ.; (১০) শিবলী নু'মানী/সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, সীরাতুন-নবী, দারুল ইশা'আত, করাচী ১৯৮৫ খৃ., ১-২, ৫-৭ খ.; (১১) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, তা.বি., ৬খ.।

আ.ক.ম. খালিদ হোসেন

রোগীর সেবায় ও সমবেদনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)

আল-কুরআনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সর্বোত্তম আদর্শ বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে (দ্র. ৩৩ ঃ ২১)। তিনি মানবজাতির শিক্ষকরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সচ্চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই তিনি আগমন করিয়াছিলেন (আল-মুওয়াত্তা, বাবু হুসনিল খুলুক, হাদীছ নং ৮)। সামাজিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তিনি অনুপম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। রোগীর সেবা ও সমবেদনায়ও রাসূলুল্লাহ্ (স) অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

সাহাবীগণ (রা)-কে তিনি রোগীর সেবা ও তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাত করিবার নির্দেশ দিতেন। তিনি নিজেও রোগীদের সেবা করিতেন। এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে পাঁচটি অধিকার রাসূলুল্লাহ্ (স) নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, রোগীকে দেখিতে যাওয়া উহার অন্তর্ভুক্ত। আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের পাঁচটি কর্তব্য রহিয়াছে ঃ সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখিতে যাওয়া, জানাযার অনুসরণ করা, দাওয়াত করিলে কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেওয়া (রিয়াদুস সালিহীন, বঙ্গানু., ৩খ., পৃ. ১৩; বুখরী ও মুসলিমের সূত্রে)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) আরও বলিয়াছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার দাও, রোগীকে দেখিতে যাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর (সহীহ আল-বুখারী, বাবু উজুবি 'ইয়াদাতিল মারদা, ৭খ., পৃ. ১৫২)। উপরিউক্ত হাদীছের আজ্ঞাসূচক ক্রিয়ারূপ দেখিয়া কতিপয় আলিম 'রোগীকে দেখিতে যাওয়া'-কে ফরযে কিফায়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইব্ন বাত্তালের দৃষ্টিতে রোগীকে দেখিতে যাওয়া ওয়াজিবে কিফায়া। ইমাম নববী আলিমগণের ইজমা' উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, রোগীকে দেখিতে যাওয়া মুস্তাহাব, ফরয বা ওয়জিব নহে (ফাতহুল-বারী, ১০খ., পৃ. ১২৯)।

রোগীকে দেখিতে যাওয়ার অনেক ফযীলত আছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) ঘোষণা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক মুসলিম তাহার অন্য মুসলিম ভাইকে দেখিতে গেলে, পূর্ণ সময়টা সে জান্নাতের পাকা ফলের বাগানে অবস্থান করে (রিয়াদুস সালিহীন, ৩খ., পৃ. ১৩, জামিউত তিরমিযীর সূত্রে উল্লিখিত)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) আরও বলিয়াছেন, কোন মুসলিম তাহার কোন অসুস্থ মুসলিম ভাইকে সকাল বেলা দেখিতে গেলে এক হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তাহার জন্য দু'আ করিতে থাকে। আবার কোন মুসলিম অসুস্থ মুসলিম ভাইকে সন্ধ্যাবেলা দেখিতে গেলে সকাল হওয়া পর্যন্ত এক হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দু'আ করিতে থাকে (রিয়াদুস সালিহীন, ৩খ., পৃ. ১৩, জামিউত তিরমিযীর সূত্রে)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার সাহাবীগণকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজেও রোগীদেরকে দেখিতে যাইতেন, তাহাদের জন্য দু'আ করিতেন এবং পরিবারের লোকজনের নিকট অসুস্থ ব্যক্তির ব্যাপারে খবরাখবর লইতেন। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, একবার আমি ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (স) ও আবূ বক্র (রা) আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমাকে তাঁহারা অচেতন অবস্থায় পাইলেন। (আমার এই অবস্থা দেখিয়া) রাসূলুল্লাহ (স) উযূ করিলেন, ইহার পর উযূর অবশিষ্ট পানি আমার গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। ফলে আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার সম্পদ কি করিব ? তিনি আমাকে কোন উত্তর দেওয়ার আগেই মীরাছের আয়াত নাযিল হইল (সাহীহ আল-বুখারী, বাবু 'ইয়াদাতিল মুগমা 'আলায়হি, ৭খ., পৃ. ১৫২)।

রাসূলুল্লাহ (স) কোন রোগী দেখিতে গেলে তাহার ব্যথার স্থানে হাত রাখিতেন এবং বিসমিল্লাহ বলিয়া তাহার জন্য দু'আ করিতেন (রিয়াদুস সালিহীন, ৫খ., পৃ. ১৫, বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে)। তিনি বলিতেন, রোগীর সেবার পূর্ণতা হলো, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করা যে, সে কেমন আছে ? অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, সকাল বা সন্ধ্যা কেমন কাটাইয়াছে, উহা জিজ্ঞাসা কর (ফাতহুল-বারী, ১০খ., পৃ. ১৫০)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) শুধু যে মুসলিম রোগীদের দেখিতে যাইতেন ও তাহাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেন এমন নহে। কোন অমুসলিম প্রতিবেশী অসুস্থ হইলেও তিনি তাহার খোঁজ-খবর লইতেন। তাহার চাচার মৃত্যুর সময় তিনি তাহার শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলেন (সহীহ আল-বুখারী, বাবু 'ইয়াদাতিল মুশরিক, ৭খ., পৃ. ১৫৪)। তাহার বাড়িতে এক ইয়াহূদী বালক কাজ করিত। সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে দেখিতে গেলেন এবং বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর। সে ইতস্তত করিতেছিল। ইহাতে ছেলেটির পিতা বলিল, আবুল কাসেমের (স) অনুগত হও। এই কথা শুনিয়া সে ইসলাম গ্রহণ করিল (সাহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, ৭খ., ১৫৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করিতেন, তাহাকে সান্ত্বনা বাণী শুনাইতেন। একবার অসুস্থ এক বেদুঈনকে তিনি দেখিতে যান। জ্বরাক্রান্ত এই লোকটির শরীর যেন তাপে পুড়িতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলিলেন, কোন অসুবিধা নাই, এই রোগ পাপ দূর করিয়া তোমাকে পবিত্র করিবে (সাহীহ আল-বুখারী, বাবু মা য়ুকালু লিল-মারিদি' ওয়ামা ইয়ুজিব, ৭খ., পৃ. ১৫৫)। হিজরতের প্রাক্কালে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা) অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সা'দ বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমি অনেক সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি। আমার তো এক কন্যা ছাড়া আর কেহই নাই। আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, না। আমি বলিলাম, অর্ধেক ওসিয়াত করিয়া বাকী অর্ধেক কন্যার জন্য রাখিয়া যাই ? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, না। আমি আবার বলিলাম, তাহা হইলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি

ওসিয়াত করি ? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ এবং (ওসিয়াতের জন্য) এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। ইহার পর তিনি স্বীয় হাত দিয়া আমার কপাল ও পেট মুছিয়া দিলেন এবং দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! সা'দকে সুস্থতা দান করুন, তাহার হিজরতে পূর্ণতা দান করুন (সহীহুল বুখারী, বাবু ওয়াদউল যাইদ আলাল-মারীদ, ৭খ., পৃ. ১৫৫)। রাসূলুল্লাহ্ (স) এবং পরিবারের কেহ অসুস্থ হইলে তিনি ডান হাত দিয়ে তাহাকে মুছিয়া দিতেন আর দু'আ করিতেন ঃ

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .

"হে আল্লাহ্, মানুষের প্রতিপালক! আপনি বিপদ দূর করুন, সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনার দেয়া সুস্থতা ব্যতীত কোন সুস্থতা নাই (এমন সুস্থতা দান করুন) যাহাতে কোন রোগ না থাকে" (রিয়াদুস সালিহীন, ৩খ., পৃ. ১১; বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে)।

একবার ইব্ন আবুল আস রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে নিজের শরীরের একটি ব্যথার কথা জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, তোমার শরীরের ব্যথার স্থানে তোমার হাত রাখ, তিনবার বিসমিল্লাহ্ বল এবং এই দু'আ সাতবার পড় ঃ

اعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أجد وأحاذر .

"আল্লাহর মাহাত্ম্য ও কুদরতের নিকট আমার ব্যথার অনিষ্ট হইতে নিরাপত্তা চাহিতেছি" (রিয়াদুস সালিহীন, ৩খ., পৃ. ১৬; মুসলিমের সূত্রে)।

রোগীদের জন্য দু'আ করিবার পাশাপাশি তিনি রোগীদের নিকট হইতে দু'আ কামনা করিতেন। তিনি বলিতেন, রোগীর দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর ন্যায় (ফাতহুল-বারী, ১০খ., পৃ. ১৫; ইব্ন মাজা-এর সূত্রে)। বস্তুত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রোগীর সেবা ও সমবেদনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুপম আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল-কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সাহীহুল বুখারী (কায়রো, দারুল হাদীছ, তা.বি., ৭খ.); (৩) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, (দামিশক দারুল ফায়হা, ১৯৯৭ খৃ.), ১০খ.; (৪) ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্তা; (৫) মুহ্ইদ্দীন ইয়াহইয়া আল-নাবাবী, রিয়াদুস সালিহীন (বাংলা সংস্করণ, ঢাকা বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১ খৃ.), ৭ম সং, ৩খ.।

যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

রুগ্ন ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাত ও কুশল বিনিময়

দীন ইসলামে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাত, তাহার সেবা-যত্ন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ঔষধপত্র ও পথ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাহার রোগমুক্তির জন্য দু'আ করার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কাজগুলি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ নীতির অন্তর্ভুক্ত। শারীরিক, মানসিক, পরিবেশগত অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মানুষ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে আল্লাহ তা'আলার নিকট রোগমুক্তি কামনা করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা তাহার কর্তব্য। মূলত রোগের নিরাময়কারী হইলেন আল্লাহ তা'আলা। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার জাতিকে আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও দয়া-অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া বলেন ঃ

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ.

"এবং আমি রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন" (২৬ ঃ ৮০)।

কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে পরামর্শ দিতেন।

عن اسامة بن شريك قال اتيت النبى ﷺ واصحابه كانما على رؤسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من ههنا وههنا فقالوا يا رسول الله انتدوى فقال تداووا فان الله تعالى لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم.

"উসামা ইব্ন শারীক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসিলাম এবং তাঁহার সাহাবীগণ (এত স্থির ও নীরব ছিলেন) যেন তাহাদের মস্তকে পাখি (বসিয়া আছে)। আমি সালাম দেওয়ার পর বসিয়া পড়িলাম। এদিক -সেদিক হইতে বেদুঈনগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করিব ? তিনি বলেন ঃ তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রোগেরই প্রতিষেধক রাখিয়াছেন, একটি রোগ ব্যতীত অর্থাৎ বার্ধক্য" (আবূ দাঊদ, কিতাবুত তিব্ব, বাব আর-রাজুলি ইয়াতাদাওয়া, নং ৩৮৫৫; তিরমিযী, আবওয়াবুত তিব্ব, ১ম বাব, নং ১৯৮৮; ইব্ন মাজা, কিতাবুত তিব্ব, ১ম বাব, নং ৩৪৩৬)।

عَنْ اَبِىْ هريرة عن النبى ﷺ قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ যে রোগই প্রেরণ করিয়াছেন, উহার প্রতিষেধকও প্রেরণ করিয়াছেন" (বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, ১ম বাব, নং ৫৬৭৮)।

عَنْ انس ان رسول الله ﷺ قال ان الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداوَوْا .

"আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ যেইখানেই রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন উহার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ১৫৬, নং ১২৬২৪)।

عَن ابى الدرداء قال قال رسول الله ﷺ ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووْا ولا تتداووا بحرام.

"আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ রোগ ও ঔষধ প্রেরণ করিয়াছেন এবং প্রতিটি রোগের প্রতিষেধকেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর এবং হারাম প্রতিষেধক গ্রহণ করিও না" (আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, বাব ফিল আদবিয়াতিল মাকরূহাত, নং ৩৮৭৪)।

عَنْ سَعْدٍ قال مرضت مرضا اتانى رسول الله ﷺ يعودنى فوضع يده بين ثَدْيَىَّ حتى وجدت بردها فى فؤادي فقال انك رجل مفؤُوْدٌ ائْتِ الحارث بن كلدة اخا ثقيف فانه رجل يتطيب فلياخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجاهن بنواهُنَّ ثم لِيَلُدُكَ بِهِنَّ.

"সা'দ (রা) বলেন, আমি মারাত্মক অসুস্থ হইলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখিতে আসেন। তিনি তাঁহার হাত আমার বুকের উপর রাখিলে আমি উহার শীতলতা আমার হৃদয়ে অনুভব করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ নিশ্চিয় তুমি হৃদরোগী। অতএব তুমি ছাকীফ গোত্রীয় আল-হারিছ ইব্‌ন কালাদার নিকট যাও। কেননা সে একজন চিকিৎসক। সে যেন মদীনার সাতটি 'আজওয়া খেজুর লইয়া বীচিসহ উহা চূর্ণ করিয়া উহা দ্বারা তোমার জন্য সাতটি বড়ি প্রস্তুত করিয়া দেয়" (আবূ দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, বাব ফী তামরাতিল 'আজওয়া, নং ৩৮৭৫)।

উপরিউক্ত হাদীছ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) সা'দ (রা)-কে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স) অনভিজ্ঞ লোকের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। যেমন ঃ

عَنْ عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ من تَطَبَّبَ وَلَمْ يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.

"আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি ইতোপূর্বে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন না করিয়া চিকিৎসা করিলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য" (আবূ দাউদ, দিয়াত, বাব ফীমান তাতায়্যাবা ওয়ালা ইয়া'লামু......., নং ৪৫৮৬, আরও দ্র. নং ৪৫৮৭ ; নাসাঈ, কাসামা, নং ৪৮৩৪; ইব্ন মাজা, কিতাবুত তিব্ব, বাব মান তাতায়্যাবা ওয়ালাম ইয়া'লাম মিন তিব্ব, নং ৩৪৬৬)।

উপরিউক্ত হাদীছসমূহের ভিত্তিতে ফকীহ্গণ বলেন, চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করা মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়া এবং সমাজে চিকিৎসাকার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক বিদ্যমান থাকিলে অবশিষ্ট সকলে উক্ত ফরযের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। অন্যথা উক্ত জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে 'আয়ন (অলংঘনীয় কর্তব্য)। কারণ জনসমাজ চিকিৎসা সেবার মুখাপেক্ষী। অতএব চিকিৎসকের পেশা শরী'আতের বিধানমতে একটি বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য পেশা। কোন জনপদে একজন মাত্র চিকিৎসক থাকিলে তাহার জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান ফরযে 'আয়ন (আত-তাশরী'উল জানাইল ইসলামী, ১খ., ধারা ৩৬২-৩৬৮)।

রোগ ও রোগীর ফযীলাত

রুগ্ন অবস্থায় মুমিন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) তাহার বিশেষ মর্যাদা উল্লেখ করিয়া এই অবস্থাকে ওজর হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ তাহাকে বেশ কয়েকটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিয়াছেন। যেমন তাহাকে জিহাদে যোগদান (দ্র. ৪ ঃ ১০২, ৯ ঃ ৯১, ২৪ ঃ ৬১ ও ৪৮ ঃ ১৭), সাওম পালন (দ্র. ২ ঃ ১৮৪-৫) ও রাত্রিকালীন ইবাদতে দণ্ডায়মান হইতে (দ্র. ৭৩ ঃ ২০) অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে এবং উযূ বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবার (দ্র. ৪ ঃ ৪৩, ৫ ঃ ৬) ও হজ্জের অনুষ্ঠান চলাকালে মস্তক মুণ্ডন করিবার (দ্র. ২ ঃ ১৯৬) অবকাশ দেয়া হইয়াছে। রোগ-ব্যাধির কারণে মুমিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় এবং তাহার আখিরাতের শাস্তি হ্রাস পায়। এই প্রসঙ্গে হাদীছসমূহ নিম্নরূপ ঃ

عَنْ ابی هریرة عن النبی ﷺ انه عاد مریضا ومعه ابو هریرة من وعك كان به فقال رسول الله ﷺ ابشر فان الله يقول هی ناری اسلطها علی عبدی المؤمن فی الدنيا لتكون حظه من النار فی الاخرة۔

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) আবূ হুরায়রা (রা)-কে সংগে লইয়া জ্বরাক্রান্ত এক ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) রোগীকে বলিলেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, ইহা আমার আগুন যাহা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার উপর চাপাইয়া দেই, যাহাতে ইহা আখিরাতে তাহার প্রাপ্য আগুনের বিকল্প হইয়া যায়" (তিরমিযী, আবওয়াবুত তিব্ব, বাব আল-হুম্মা, নং ৩৪৭০)।

عَن ابى هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله ﷺ فسبها رجل فقال النبى ﷺ لا تَسُبَّهَا فانها تنفى الذنوب كما تنفى النار خبث الحديد.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হইলে এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিল। নবী (স) বলিলেন ঃ জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তাহা পাপসমূহ দূর করে, যেমন আগুন লোহার ময়লা দূর করে" (তিরমিযী, আবওয়াবুত তিব্ব, বাব আল-হুম্মা, নং ৩৪৬৯)।

عَنْ ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ ما من شئ يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى اَلْهَمّ يَهُمُّه الا يكفر الله به عنه سيئاته.

"আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির উপর যে দুঃখ -কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও রোগ, এমনকি মামুলি যে কোন চিন্তাই আসুক না কেন, আল্লাহ তা'আলা উহার বিনিময়ে তাহার পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন" (তিরমিযী, আবওয়াবুল জানা'ইয, ১ম বাব, নং ৯০৮)।

عَنْ ابى موسى قال سمعت النبى ﷺ غير مرة ولا مرتين يقول اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض او سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.

"আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি ঃ বান্দা কোন সৎকর্ম করিতে থাকিলে, অতঃপর রোগ-ব্যাধি অথবা সফরের কারণে উহা বাধাগ্রস্ত হইলে তথাপি তাহার জন্য সুস্থাবস্থার বা আবাসে অবস্থানকালে তাহার কৃত সৎকাজের সমান সওয়াব লেখা হয়" (আবূ দাউদ, জানাইয, ২য় বাব, নং ৩০৯১)।

মহানবী (স) আরও বলেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِن اذا اصابه السقم ثم اعفاه الله منه كان كفارةً لما مضى من ذنوبه وموعظةً له فيما يستقبل.

"নিশ্চয় কোন মুমিন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তাহাকে উহা হইতে নিষ্কৃতি দিলে তাহা তাহার অতীত পাপরাশির কাফ্ফারা হয় এবং তাহার ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় হয়" (আবূ দাউদ, জানা'ইয, ১ম বাব, নং ৩০৮৯)।

عَنْ اَبى هريرة قال قال رَسول الله ﷺ من مات مريضا مات شهيدا ووُقِىَ فتنة القبر وغُدِىَ وَرِيْحَ عليه برزقه من الجنة.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, সে শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, কবরের বিপর্যয়কর অবস্থা হইতে তাহাকে রক্ষা করা হয় এবং সকাল-সন্ধ্যা জান্নাত হইতে তাহার জন্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়" (ইব্ন মাজা, জানা'ইয, বাব মা জা'আ ফীমান মাতা মারীদান, নং ১৬১৫; বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)।

মহামারী বা পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স) শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال الشهداء خمس المطعون والمبطون ....الخ.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী, পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী......" (তিরমিযী, জানাইয, বাব আশ-শুহাদা, নং ১০০১; বুখারী, আযান, বাব ফাদলিত তাহ্জীর ইলায-জুহ্র, নং ৬৫৩ ও ৭২০; জিহাদ, বাব আশ-শাহাদাতি সাবউন......, নং ২৮২৯; মুসলিম, ইমারাহ, বাব বায়ানিশ-শুহাদা, নং ৪৯৪০/১৬৪)।

"সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (র) খালিদ ইব্ন উরফুতা অথবা খালিদ ইব্ন সুলায়মান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়ায়েছন ঃ "পেটের পীড়া যাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহাকে তাহার কবরে শাস্তি দেওয়া হইবে না"? তাহাদের একজন অপরজনকে বলিলেন, হাঁ"(তিরমিযী, জানাইয, বাব ঐ, নং ১০০২; নাসা'ঈ, জানাইয, বাব মান কাতালাহু বাতনুহু, নং ২০৫৪)।

রোগযাতনায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ

রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ধৈর্যহারা হওয়া বা মৃত্যু কামনা করা উচিৎ নয়। মহানবী (স)-এর শিক্ষা অনুযায়ী রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং তিনি যেসব দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন উহার দ্বারা আল্লাহ্র শরণ লইতে হইবে। সালাত ইত্যাদি দ্বারাও আরোগ্য লাভ করা যায়। "আবূ হুরায়রা (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ (স) হিজরত করিলে পর আমিও হিজরত করিলাম। আমি সালাত আদায় করার পর তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ঃ তোমার কি পেটে ব্যথা আছে ? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলিলেন ঃ তুমি উঠিয়া সালাত আদায় কর। কারণ সালাতের মধ্যে নিরাময় আছে" (ইব্ন মাজা, তিব্ব, বাব আস-সালাতি শিফাউন, নং ৩৪৫৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৩৯০, নং ৯০৫৪, পৃ. ৪০৪, নং ৯২২৯)।

"মহানবী (স) এক রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজখবর লইতে গিয়া দেখিলেম যে, সে রোগযাতনায় কাতর হইয়া চড়ুই পাখির বাচ্চার মত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন ঃ তুমি কি দু'আ কর নাই, তুমি কি তোমার প্রতিপালকের নিকট শাস্তি ও স্বস্তি প্রার্থনা কর নাই? সে বলিল, আমি বলিয়াছিলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখিরাতে যে শাস্তি দিবে তাহা আগেভাগে পার্থিব জগতেই দাও। মহানবী (স) বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! উহা সহ্য করার মত শক্তি-সামর্থ্য তোমার নাই। তুমি কি এইভাবে বলিতে পারিলে না ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٠

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ইহজগতেও কল্যাণ দান কর, আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং দোযখের অগ্নি হইতে আমাদেরকে রক্ষা কর"? রাবী বলেন, তিনি মহামহিম আল্লাহর নিকট তাহার জন্য দু'আ করিলে মহামহিম আল্লাহ তাহাকে আরোগ্য দান করেন" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১০৭, নং ১২০৭২, পৃ. ২৮৮, নং ১৪১১৩; তিরমিযী, আবওয়াবুদ দা'ওয়াত, বাব মা জাআ ফী আকাদিত তাসবীহ বিল-ইয়াদ, নং ৩৪২০; মুসলিম, কিতাবুয যিক্‌র......, বাব কারাহিয়াতিদ দু'আ বিতা'জীলিল 'উকূবাহ ফিদ-দুন্‌য়া, নং ৬৮৩৫/২৩)।

"মহানবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেহ যেন দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। সে যেন বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ٠

"হে আল্লাহ! যাবত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তাবৎ আমাকে জীবিত রাখ এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান কর" (তিরমিযী, জানা'ইয, বাব মা জাআ ফিন-নাহী 'আনিত-তামান্না লিল-মাওত, নং ৯১৩; বুখারী, মারদা, বাব তামান্নাল মারীদ আল-মাওত, নং ৫৬৭১; মুসলিম, কিতাবুয-যিক্‌র, হাদীছ নং ১০; আবূ দাউদ, জানা'ইয, বাব ৯; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১০১, নং ১২০০২)।

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়ার ফযীলাত

রুগ্ন ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাত, তাহার খোঁজ-খবর লওয়া এবং প্রয়োজনে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করার গুরুত্ব ও ফযীলাত অপরিসীম। নিম্নোক্ত হাদীছ হইতে ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ ان الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعدنى قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدى فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لوعدته لوجدتنى عنده ٠

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলিবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে সেবা কর নাই। সে বলিবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে আপনার সেবা করিতাম, অথচ আপনি তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! তিনি বলিবেন, তুমি কি জানিতে না যে, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহার সেবা কর নাই। তুমি কি জানিতে না, তুমি যদি তাহার সেবা করিতে তবে অবশ্যই আমাকে তাহার নিকট পাইতে" (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস-সিলা......, বাব ফাদলি 'ইয়াদাতিল মারীদ, নং ৬৫৫৬/৪৩)।

মহানবী (স) আরও বলেন, "কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর পুণ্য লাভের আশায় তাহার মুসলিম ভাইয়ের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে তাহাকে জাহান্নাম হইতে সত্তর বৎসরের দূরত্বে রাখা হইবে" (আবূ দাঊদ, জানা'ইয, বাব ফী ফাদলিল 'ইয়াদাতি, নং ৩০৯৭)।

মহানবী (স) আরও বলেন ঃ "কোন মুসলিম ব্যক্তি তাহার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখিতে গেলে সে (যতক্ষণ তাহার নিকট অবস্থান করে ততক্ষণ) যেন জান্নাতের ফল আহরণ করিতে থাকে" (তিরমিযী, জানাইয, ২য় বাব, নং ৯০৯; আরও দ্র. মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, মুসনাদ আহ্‌মাদ)।

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ কোন মুসলমান অপর (অসুস্থ) মুসলমানকে দিনের প্রথমভাগে দেখিতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য দু'আ করিতে থাকে। যদি সে সন্ধ্যাবেলা তাহাকে দেখিতে যায় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা ভোর পর্যন্ত তাহার জন্য দু'আ করিতে থাকে এবং তাহার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান তৈরি হয়" (তিরমিযী, জানাইয, ২য় বাব, নং ৯১১; আবূ দাঊদ, জানাইয, ২য় বাব, নং ৩০৯৮; ইব্‌ন মাজা, জানাইয, ২য় বাব, নং ১৪৪২)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "কোন ব্যক্তি অসুস্থ রোগীকে দেখিতে গেলে আকাশ হইতে একজন আহ্‌বানকারী তাহাকে ডাকিয়া বলে, তুমি উত্তম কাজ করিয়াছ, তোমার পথ চলা কল্যাণকর হউক এবং তুমি জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্ধারণ করিয়া লইয়াছ" (ইব্‌ন মাজা, জানাইয, ২য় বাব, নং ১৪৪৩)।

রোগীর জন্য দু'আ করা

মহানবী (স) রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়া তাহার জন্য দু'আ করিতেন, তাহাকে আশান্বিত করিতেন এবং তাহাকে অভয় দিতেন। 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে বা তাহাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি বলিতেন ঃ

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

"হে মানুষের প্রভু! আপনি বিপদ দূরীভূত করুন এবং রোগমুক্তি দান করুন। আপনি ব্যতীত অপর কাহারও রোগমুক্ত করিবার সাধ্য নাই। আপনি এমনভাবে রোগমুক্ত করুন যে, উহার পর আর রোগ অবশিষ্ট থাকিবে না" (বুখারী, কিতাবুল মারদা, বাব দু'আইল 'আইদ লিল-মারীদ, নং ৫৬৭৫; মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাব ইসতিহ্‌বাব রুক্‌য়াতিল মারীদ, নং ৫৭০৭/৪৬; ৫৭০৯/৪৭; আবূ দাঊদ, তিব্ব, ১৭ নং বাব, নং ৩৮৮৩ ; ১৯ নং বাব, নং ৩৮৯০ ; আরও দ্র. তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ., পৃ. ৭৬ ও ৩৮১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে এবং সে মুমূর্ষু অবস্থায় না হইলে সে যেন সাতবার বলে ঃ

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيْكَ ·

"আমি মহান আরশের মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন"। অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাকে উক্ত রোগ হইতে আরোগ্য দান করিবেন (আবূ দাঊদ, জানাইয, বাব আদ-দু'আ লিল-মারীদ, নং ৩১০৬)।

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ من عاد مريضا لم يزل يخوض فى الرحمة حتى يرجع فاذا جلس اغتمس فيها ·

"জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে সে (তথায় পৌঁছিয়া) না বসা পর্যন্ত রহমতের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকে। যখন সে বসিল তখন রহমতের মধ্যে ডুব দিল" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ৩০৪, নং ১৪৩১০; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বঙ্গানু., ২খ, পৃ. ৬৬৫, কিতাবুল 'আয়ন (বদনজর), বাব 'ইয়াদাতিল মারদা, নং ১৭)।

রুগ্ন ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়া

রোগাক্রান্ত অবস্থায় মু'মিন ব্যক্তির দু'আ কবূল হয়। অতএব তাহাকে দেখিতে যাইয়া তাহাকে দু'আ করিতে বলা উচিৎ।

عن عمر بن الخطاب قال قال لى النبى ﷺ اذا دخلت على مريض فمره ان يدعو لك فان دعاءه كدعاء الملائكة ·

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে বলিলেন ঃ তুমি কোন রোগীকে দেখিতে গেলে তাহাকে তোমার জন্য দু'আ করিতে অনুরোধ করিও। কেননা তাহার দু'আ ফেরেশতাগণের দু'আর অনুরূপ" (ইব্‌ন মাজা, জানাইয, ১ম বাব, নং ১৪৪১)।

রুগ্ন ব্যক্তিকে সান্ত্বনাদান

মহানবী (স) রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে তাহাকে প্রশান্তিদায়ক কথা শুনাইতেন, জীবন সম্পর্কে আশান্বিত করিতেন এবং কখনও নিরাশ করিতেন না।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ اذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى الاجل فان ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض.

"আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে তাহার দীর্ঘায়ু কামনা করিবে। যদিও তাহা (তাকদীরের) কিছুই প্রতিরোধ করিতে পারে না, তবুও তাহাতে রোগীর অন্তর শান্ত্বনা লাভ করে" (তিরমিযী, তিব্ব, সর্বশেষ বাব, নং ২০৩৬; ইব্ন মাজা, জানাইয, ১ম বাব, নং ১৪৩৮)।

রোগীর নিকট অবস্থান

রোগীর সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুন্নাত নিয়ম এই যে, তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর তাহার নিকট বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিবে না, যাহাতে রোগীর এবং তাহার পরিবারের লোকজনের কষ্ট না হয় বা তাহারা বিরক্ত না হয়। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ অল্পক্ষণ রোগীর নিকট অবস্থান করিবে। অপর বর্ণনায় আছে, রোগীর সহিত স্বল্পক্ষণ অবস্থান করিয়া উঠিয়া যাওয়া উত্তম" (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান-এর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, বঙ্গানু. কিতাবুল জানাইয, বাব 'ইয়াদাতিল মারীদ, তৃতীয় ফাসল, নং ১৫০৪/৬৮)।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুন্নাত নিয়ম হইল, তাহার নিকট অল্প সময় অবস্থান করা এবং তথায় শোরগোল না করা (রাজীন-এর বরাতে মিশকাত, জানাইয, বাব 'ইয়াদাতিল মারীদ, ৩য় ফাসল, নং ১৫০৩/৬৭)।

অমুসলিম রোগীর সহিত দেখা-সাক্ষাত

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কোন অমুসলিম প্রতিবেশী রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন এবং তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। আনাস (রা) বলেন, একটি ইয়াহূদী বালক নবী (স)-এর খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে নবী (স) তাহাকে দেখিতে আসেন এবং বলেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। অতএব সে ইসলাম গ্রহণ করিল (বুখারী, কিতাবুল মারদা, বাব 'ইয়াদাতিল মুশরিক, নং ৫৬৫৭ ; মুসনাদ আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ১৭৫, নং ১২৮২৩, পৃ. ২২৭, নং ১৩৪০৮)।

মহিলাদের পুরুষ রোগীর সহিত দেখা-সাক্ষাত

পুরুষগণের মত মহিলাগণও রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাইতে পারে , রোগী নারী হউক অথবা পুরুষ। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আগমন করার পর আবূ বাক্‌র ও বিলাল (রা) রোগাক্রান্ত হন। আমি তাহাদের উভয়কে দেখিতে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, হে পিতা! আপনি কেমন আছেন এবং হে বিলাল! আপনি কেমন অনুভব করিতেছেন ? আমি ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাহাদের অবস্থা অবহিত করিলাম" (বুখারী, কিতাবুল মারদা, বাব 'ইয়াদাতিন নিসাইর রাজুলা, নং ৫৬৫৪; আবূ দাউদ, জানাইয, বাব 'ইয়াদাতিন-নিসা, নং ৩০৯২; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জামে, বাব মা জাআ ফী ওয়াবাইল মাদীনা, নং ১৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ৬৫, নং ২৪৮৬৪, পৃ. ২২১-২, নং ২৬৩৮১)।

সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন

কোন কোন রোগ ছোয়াছে প্রকৃতির, যেমন কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী জাতীয় রোগ। রাসূলুল্লাহ (স) সংক্রামক ব্যাধি তথা মহামারী সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা কোন এলাকায় মহামারী ছড়াইয়া পড়ার খবর পাইলে তথায় যাইবে না। আবার মহামারী আক্রান্ত এলাকায় তোমরা অবস্থানরত থাকিলে তথা হইতে পলায়ন করিবে না" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ৫৪ নং বাব, নং ৩৪৭৩ ; কিতাবুত তিব্ব, বাব মা ইউয্‌কারু ফিত-তাউন, নং ৫৭২৭ ; মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাব আত-তাউন, নং ৫৭৭২/৯২, ৫৭৭৩/৯৩; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জামে, বাব মা জাআ ফিত-তাউন, নং ২৩)।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি 'সারগ' নামক এলাকায় পৌঁছিলে সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) সসৈন্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। তাহারা তাঁহাকে অবহিত বরিলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব তিনি সিরিয়ায় গমন না করিয়া ফিরিয়া আসেন (বিস্তারিত দ্র. বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, বাব মা ইউযকারু ফিত-তাউন, নং ৫৭২৯)।

নারী-পুরুষ পরস্পরের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ

চিকিৎসা বিদ্যা একটি বিশেষ ও জটিল বিষয়। নারী বা পুরুষ যিনি চিকিৎসা পেশায় বিশেষ দক্ষতার অধিকারী তাহার সেবা গ্রহণ করাই কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

"তোমরা যদি না জান তবে বিশেষজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা কর" (১৬ ঃ ৪৩)।

উপরিউক্ত আয়াতে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য উপদেশ দেয়া হইয়াছে। কোন মহিলা চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন শাখায় পারদর্শী হইলে পুরুষগণ তাহার সেবা গ্রহণ করিতে পারে। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ চিকিৎসার কোন বিষয়ে পারদর্শী হইলে নারীগণ তাহার সেবা গ্রহণ করিতে পারে।

عَنْ رُبَيِّعِ بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله ﷺ نسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة.

"রুবায়্যি' বিন্‌তে মু'আব্বিয ইব্‌ন 'আফরা' (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা মুজাহিদগণকে পানি পান করাইয়াছি, তাহাদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা দান করিয়াছি এবং নিহত ও আহতদেরকে মদীনায় স্থানান্তরিত করিয়াছি" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব রাদ্দিন নিসাইল জারহা ওয়াল-কাতলা, নং ২৮৮৩; কিতাবুত তিব্ব, বাব হাল ইউদাবির-রাজুলুল মারআতা ওয়াল-মারআতার রাজুলা, নং ৫৬৭৯; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৬খ, পৃ. ৩৫৮-৯, নং ২৭৫৫৭)। তাহার অপর বর্ণনায় আছে ঃ ونداوى الجرحى "এবং আমরা আহতদের চিকিৎসা করিতাম" (বুখারী, জিহাদ, বাব মাদাওয়াতিন নিসাইল-জারহা ফিল-গাযবি, নং ২৮৮২)।

عن ام عطية الانصارية قالت غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات اخلفهم فى رحالهم فاصنع لهم الطعام واداوى الجرحى واقوم على المرضى.

"উম্মু আতিয়্যা আল-আনসারিয়্যা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমি ছাউনীতে অবস্থান করিয়া তাহাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতাম, আহতের চিকিৎসা করিতাম এবং রুগ্নের সেবা-শুশ্রুষা করিতাম" (মুসলিম, জিহাদ, বাব আন-নিসাইল গাযিয়াত, নং ৪৬৯০/১৪২)।

عن انس قال كان رسول الله ﷺ يغزو بام سليم ونسوة من الانصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى.

"আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উম্মু সুলায়ম (রা)-সহ কয়েকজন আনসারী মহিলাকে সংগে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন, যাহাতে তাহারা পানি সরবরাহ করিতে এবং আহতদের চিকিৎসা করিতে পারেন" (আবূ দাউদ, জিহাদ, বাব ফিন-নিসা ইয়াগযূন, নং ২৫৩১, তিরমিযী, আবওয়াবুস সিয়ার, বাব মা জাআ ফী খুরূজিন নিসা ফিল-হারব, নং ১৫৭৫)।

হাশরাজ ইব্‌ন যিয়াদ আল-আশজা'ঈ (র) হইতে তাহার পিতামহীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রওয়ানা হইলাম।

আমি ছিলাম ছয়জন মহিলার মধ্যে ষষ্ঠজন। রাসূলুল্লাহ (স) অবহিত হইলেন যে, তাঁহার সহিত কয়েকজন মহিলাও আছে। তিনি আমাদেরকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি উদ্দেশ্যে এবং কাহার নির্দেশে তোমরা আসিয়াছ ? আমরা বলিলাম, আমরা এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি যে, আমরা ধনুকে তার বাঁধিব, সৈনিকদেরকে ছাতু খাওয়াইব, আমাদের সংগের ঔষধ দ্বারা আহতদের চিকিৎসা করিব ......" (মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৫খ, পৃ. ২৭২, নং ২২৬৮৮; ৬খ , পৃ. ৩৭১, নং ২৭৬৩২, আরও দ্র. পৃ. ৩৮০, নং ২৭৬৭৭)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন,"যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলারা আহতদের চিকিৎসা করিত এবং পানি সরবরাহ করিত" (মুসলিম, জিহাদ, বাব ফিন-নিসাইল গাযিয়াত, নং ৪৬৮৪/১৩৭; আবূ দাঊদ, জিহাদ, বাব ফিল-মারআতি ওয়াল-আব্‌দ......., নং ২৭২৭; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ২২৪, নং ১৯৬৭)।

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) যাদুগ্রস্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সিন্ধুদেশের (বর্তমান পাকিস্তান) একজন পুরুষ চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি আপনার এক দাসী কর্তৃক যাদুগ্রস্ত হইয়াছেন। অতঃপর লোকটি তাঁহার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করিলে তিনি রোগমুক্ত হইলেন" (মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (র), বাংলা অনু., ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪১, নং ৮৪৪; আরও দ্র. মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৬খ, ৪০, নং ২৪৬২৭)।

রোগীর জন্য হারাম ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ

মহানবী (স) রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাহার পথ্য ও ঔষধ নির্দেশ করিয়াছেন। তবে তিনি হারাম উপাদানে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ولا تتداووا بحرام "তোমরা হারাম বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহার করিও না" (আবূ দাঊদ, তিব্ব, বাব ফিল-আদবিয়াতিল মাকরূহাহ, নং ৩৮৭৪)।

عن ابى هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হারাম বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন" (আবূ দাঊদ, তিব্ব, বাব ফিল-আদবিয়াতিল মাকরূহাহ, নং ৩৮৭০; তিরমিযী, তিব্ব, বাব মা জাআ ফীমান কাতালা নাফসাহু, নং ১৯৯৫; ইব্‌ন মাজা, তিব্ব, বাব আন-নাহ্‌য়ি আনিদ-দাওয়াইল খাবীছ, নং ৩৪৫৯)।

"তারিক ইব্‌ন সুওয়ায়দ অথবা সুওয়ায়দ ইব্‌ন তারিক (রা) নবী (স)-এর নিকট মদপান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে নিষেধ করেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে পুনরায় নিষেধ করেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র

নবী! ইহা তো ঔষধ। নবী (স) বলেন ঃ ইহা ঔষধ নহে, বরং রোগ” (আবূ দাউদ, তিব্ব, বাব আল-আদবিয়াতিল মাকরূহাহ, নং ৩৮৭৩; মুসলিম, আশরিবা, বাব তাহ্রীমিত তাদাওয়া বিল-খাম্র, নং ৫১৪১/১২; তিরমিযী, তিব্ব, বাব মা জাআ ফী কারাহিয়াতিত-তাদাওয়া বিল-মাসকার, নং ১৯৯৬; ইব্ন মাজা, তিব্ব, বাব আন-নাহ্য়ি আন-ইয়াতাদাওয়া বিল-খাম্র, নং ৩৫০০; মুসনাদ আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৩১১, নং ১৮৯৯৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মাওসূ'আতুল হাদীছিশ-শারীফ (সিহাহ আস-সিত্তা), ৩য় মুদ্রণ, দারুস সালাম, রিয়াদ ১৪২১/২০০০; (২) মুসনাদ ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, ছয় খণ্ড একত্রে, বায়তুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়া, রিয়াদ ১৪১৯/১৯৯৮; (৩) মিশকাতুল মাসাবীহ, বঙ্গানু. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ.; (৪) মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বঙ্গানু. মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪২২ হি. / ২০০১ খৃ.; (৫) মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (র), বঙ্গানু. মুহাম্মদ মূসা, ২য় সংস্করণ, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা ১৪২৪ হি. / ২০০৩ খৃ.।

মুহাম্মদ মূসা

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ/১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬ (উ)/৩২৫০